# আচার্য্য

# ...র ও রামানুজ



শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

# আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ।

[ জীবনী ও তুলনা। ]

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষ
প্রণীত।

১২, ১৩ গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন, বাগবাজার,
উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে
ব্রহ্মচারী কপিল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা
১৮৩২ শকাব্দ।

মূল্য ২৲ টাকা।

# নিবেদন।

ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সকলের ইচ্ছাই পূর্ণ হয়, তাই আজ আমারও ইচ্ছা পূর্ণ হইল। আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল বেদান্তাচার্য্য আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজের জীবন-চরিত তুলনা করিব, আজ তাই এই—"আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ" প্রকাশিত হইল।

আমার এরূপ ইচ্ছার হেতু আমার বাল্য-সুহৃৎ পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত স্বামী শুদ্ধানন্দের উৎসাহ। বাল্যকাল হইতে আমার বেদান্ত-শাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ জন্মে, কিন্তু ইহার সত্যে মতভেদ দেখিতে পাইয়া ইহার মীমাংসায় জন্য আমার হৃদয় বড়ই ব্যাকুল হয়। এইরূপে বহু দিন অতীত হইলে গত দুই বৎসর পূর্ব্বে, একদিন আচার্য্যদ্বয়কে তুলনা করিয়া বেদান্তের সত্য নির্দ্ধারণ করিবার এই উপায়টী উদ্ভাবন করি এবং একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়া "উদ্বোধনে" প্রকাশের জন্য সম্পাদক স্বামী শুদ্ধানন্দকে শ্রবণ করাই। বন্ধুবর ইহা শুনিয়া প্রবন্ধটীর নূতনত্ব সম্বন্ধে আমাকে আশাতীত প্রশংসা করেন, এবং আমি তাঁহার প্রশংসায় উৎসাহিত হইয়া ইহাকে একটী ক্ষুদ্র গ্রন্থে পরিণত করিবার প্রস্তাব করি। বন্ধুবর তাহাতেও আমাকে ততোধিক উৎসাহিত করিলেন এবং উদ্বোধনের পক্ষ হইতে তিনিই ইহার প্রকাশের ভার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু গ্রন্থ শেষ হইবার পূর্ব্বেই ঘটনাচক্রে আমি ভ্রমণ ব্যাপারে ব্যাপৃত হই এবং বন্ধুবরও মঠের অন্য কার্য্যে ব্রতী হইয়া পরম শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় বিবেকানন্দ স্বামীজীর সহযোগী শ্রীযুক্ত সারদানন্দ স্বামীজীকে উদ্বোধনের সম্পাদন-ভার প্রদান করেন। অতঃ-

পর বৎসর বধি ভ্রমণান্তে আমি কলিকাতায় আসিয়া গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করি এবং বন্ধুবরের মত গ্রহণ করিয়া প্রকাশার্থ স্বামীজীকে উহা প্রদর্শন করি। অমিয়-স্বভাব স্বামীজী গ্রন্থখানি দেখিয়া আমার বন্ধুবরের ন্যায় আমাকে উৎসাহিত করিলেন এবং পরে তাঁহারই যত্নে উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে ইহা প্রকাশিত হইল।

জীবনী-তুলনার প্রধান উপকরণ—জীবনী সম্বন্ধে অভ্রান্ত জ্ঞান ; এ জন্য এ গ্রন্থ প্রণয়নে আমার যাহা অবলম্বন তাহা পূর্ব্বেই বলা ভাল।

আচার্য্য শঙ্কর-জীবনীর জন্য আমি যাহা অবলম্বন করিয়াছি তাহা এই ;—

প্রথম—মাধবাচার্য্য বিরচিত সটীক সংক্ষেপ-শঙ্কর-জয়।

দ্বিতীয়—প্রাচীন শঙ্কর-বিজয়ের কিয়দংশ।

তৃতীয়—চিদ্বিলাচযতি বিরচিত শঙ্কর-বিজয়-বিলাস।

চতুর্থ—অনন্তানন্দ গিরি বিরচিত শঙ্কর-দ্বিগ্বিজয়।

পঞ্চম—শঙ্করের জন্মভূমিতে প্রাপ্ত শঙ্করের কোন জ্ঞাতি পণ্ডিত বিরচিত শঙ্কর-চরিত।

ষষ্ঠ—সদানন্দ বিরচিত শঙ্কর জয়। এবং

সপ্তম—ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া আমার শঙ্কর-চরিত অনুসন্ধানের ফল।

আচার্য্য রামানুজ জীবনীর জন্য যাহা অবলম্বন করিয়াছি তাহা এই ;—

অষ্টম—অনন্তাচার্য্য বিরচিত প্রপন্নামৃত।

নবম—বার্ত্তামালা।

দশম—পণ্ডিত শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার বি, এ, বিরচিত, ইংরাজী ভাষায় লিখিত রামানুজ-জীবনী ও উপদেশ নামক গ্রন্থ।

একাদশ—শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী লিখিত "উদ্বোধন" পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীরামানুজ-চরিত।

দ্বাদশ—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বিরচিত রামানুজ চরিত।

ত্রয়োদশ—আচার্য্যের, দেশ প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া আমার রামানুজ চরিত্র অনুসন্ধানের ফল।

উপরি উক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রথম মাধবাচার্য্য বিরচিত সংক্ষেপ শঙ্কর-জয় গ্রন্থখানি, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত। লোকে সাধারণতঃ ইহার গ্রন্থকারকে বেদ-ভাষ্যকার বিখ্যাত সায়ন-মাধব বা বিশ্ববিশ্রুত বিদ্যারণ্য স্বামী বলিয়া বুঝেন। কিন্তু গ্রন্থ মধ্যে যে সকল ভ্রম-প্রমাদ প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহা দেখিয়া মনীষী সমাজ গ্রন্থকারকে ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করেন। ফলতঃ সম্প্রদায় মধ্যে এই গ্রন্থ খানিই আচার্য্য-জীবন সম্বন্ধে এখন একমাত্র প্রামাণিক বলিয়া বিবেচিত হয়।

দ্বিতীয় গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। কিন্তু এই গ্রন্থখানি অবলম্বন করিয়া মাধবাচার্য্য উক্ত সংক্ষেপ-শঙ্কর-জয় রচনা করিয়াছেন। শুনা যায় শঙ্করের এক শিষ্য শঙ্করের দৈনন্দিন ঘটনা নিত্য লিপিবদ্ধ করিতেন। কেহ বলেন ইনি শঙ্করের প্রধান শিষ্য পদ্মপাদ, কেহ বলেন, তিনি গিরি বা তোটকাচার্য্য। যাহা হউক ইহার যেটুকু পাওয়া যায়, তাহা আচার্য্যের দিগ্বিজয়ের কিয়দংশ মাত্র, এবং তাহাতে কোন ভ্রম বা অসঙ্গতি দেখিতে পাওয়া না। মাধবীয় সংক্ষেপ শঙ্কর-জয়ের ১৪শ অধ্যায়ের টীকায় টীকাকার ধনপতি সুরী ইহার প্রায় ৮০০ শত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

তৃতীয়—ধনপতি সুরীর কথানুসারে এখানিও সাক্ষাৎ শঙ্কর-শিষ্য

রচিত ; কিন্তু আমাদের বোধ হয়, ইহার গ্রন্থকার চিদ্বিলাস যতি শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য নহেন। ইহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই। ইহাতে অতিশয়োক্তি বড় অধিক।

চতুর্থ—এ গ্রন্থের গ্রন্থকার নিজেকে সাক্ষাৎ শঙ্কর-শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, ইনি মাধবাচার্য্যের পরবর্ত্তী লোক। কারণ, ইনি মাধবাচার্য্যের অধিকরণ-মালার শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে এ গ্রন্থের মূল, উক্ত প্রাচীন-শঙ্কর-জয় ; কারণ তাহার শ্লোকাবলী গ্রন্থ মধ্যে উদ্ধৃত দেখা যায়।

পঞ্চম—এ গ্রন্থখানি দেখিয়া ইহাকে ৪।৫ শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়—কিন্তু কবে কাহার দ্বারা রচিত তাহা বলা যায় না। তবে গ্রন্থকার শঙ্করের জ্ঞাতিকুল-সম্ভূত একজন পণ্ডিত। ইহা শঙ্করের জন্মস্থানে তাঁহার এক জ্ঞাতিকুলের পণ্ডিতের গৃহে অতি যত্নে রক্ষিত ছিল, বহু কৌশলে ইহা সাধারণের জ্ঞানগোচর হইয়াছে।

ষষ্ঠ—এখানি অদ্বৈতসিদ্ধি-সিদ্ধান্ত-সার-রচয়িতা সদানন্দ মাধবাচার্য্যের সংক্ষেপ-শঙ্কর-জয় গ্রন্থের অনুকরণে রচনা করিয়াছেন। ইহা আধুনিক গ্রন্থ।

সপ্তম—যাবতীয় বিখ্যাত বেদান্তাচার্য্যের ইতিবৃত্ত সংগ্রহার্থ আমি আজ ৭ বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণভারতে গমন করি। তথায় যতই অনুসন্ধান করি, ততই দেখি আচার্য্যগণের জীবনচরিত ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন—কালের করাল কবলে এক প্রকার বিলুপ্ত। জন্মকাল, জন্মস্থান, পিতৃমাতৃকুল, এবং চরিত্র সম্বন্ধে নানা মতভেদ,নানা মতান্তর। একের কথা বিশ্বাস করিলে অপরটী অসম্ভব হয়। ফলতঃ ভগবৎ কৃপায় আমি হতোদ্যম হই নাই, তদবধি সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়া আচার্য্য শঙ্করও রামানুজ যে যে স্থানে পদার্পণ করিয়া-

ছিলেন প্রায় সর্ব্বত্রই গমন করিয়া তত্রত্য তাঁহাদের কীর্ত্তি বা স্মৃতি চিহ্নাদি দর্শন এবং প্রচলিত প্রবাদ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া আসিতেছি। এজন্য আমার পরিশ্রমের ফল এই গ্রন্থের উপকরণ রূপে অবলম্বন করিয়াছি।

অষ্টম—এই গ্রন্থখানি আচার্য্য রামানুজের জীবনী। এখানি রামানুজের অনতিপরে রচিত হয়, রামানুজ সম্প্রদায় মধ্যে ইহাই সমাধিক সম্মানিত।

নবম—বার্ত্তামালা। ইহা শুনিয়াছি,আচার্য্যের জীবদ্দশাতেই রচিত হয়। সম্প্রদায় মধ্যে ইহারও আদর যথেষ্ট।

দশম—শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার বি, এ, প্রণীত। এ গ্রন্থখানি ১১খানি আচার্য্য-জীবন-চরিত-অবলম্বনে আচার্য্যের স্বদেশীয় লোকের দ্বারা রচিত। গ্রন্থকারের ভূয়োদর্শন, সাবধানতা ও সত্যনিষ্ঠা প্রশংসনীয়।

একাদশ—উদ্বোধনে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ লিখিত শ্রীরামানুজ চরিত। এখানি যদিও প্রপন্নামৃত অবলম্বনে লিখিত, তথাপি ইহা স্বামীজীর বহুকাল মাদ্রাজে অবস্থান ও বহু গবেষণার ফল। বঙ্গ-ভাষায় রামানুজ-জীবনী প্রকাশ ইহাই বোধ হয় প্রথম উদ্যম।

দ্বাদশ—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের রামানুজ চরিত। এখানি বঙ্গভাষায় পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। শাস্ত্রী মহাশয় বহু গ্রন্থ আলোচনা করিয়া পুরী এবং দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিয়া রামানুজ সম্প্রদায়ের প্রধান পণ্ডিতবর্গের নিকট বহু অনুসন্ধান পূর্ব্বক ইহা লিখিয়াছেন।

ত্রয়োদশ।—পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

উপরি উক্ত উপাদান অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি রচিত হইল, কিন্তু আমি যে অভ্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা ভাবি না।

কারণ, উপরি উক্ত কোন গ্রন্থই যথার্থ বিষয় বর্ণনা করিতে সক্ষম হয় নাই। শত্রু মিত্রের স্তুতি-নিন্দা, প্রবাদের পক্ষ সঞ্চার, কালের সর্ব্ব-সংহারপ্রবৃত্তি হইতে সত্য উদ্ঘাটন করা বড়ই দুরূহ। তবে ইহাও নিশ্চিত যে ইহার মধ্যে সত্যও বহুল পরিমাণে আছে; এবং চেষ্টা করিলে এখনও অনেক বিবাদের স্থল মীমাংসিত হইতে পারে। কিন্তু এ মীমাংসার জন্য আমি এ গ্রন্থে সম্পূর্ণ চেষ্টা করি নাই। সমগ্রভাবে জীবনী তুলনার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু লইয়া এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সঙ্কলন করিয়াছি, তবে রামানুজ সম্বন্ধে মতভেদ গুলি পাদটীকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছি। শঙ্কর সম্বন্ধে কেবল প্রয়োজনীয় স্থলে অনুরূপ পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে মতভেদ এত অধিক যে, তাহার জন্য পৃথক গ্রন্থ প্রণয়ন প্রয়োজন বোধ করি। ভগ-বানের ইচ্ছা হইলে এরূপ গ্রন্থ যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে।

আচার্য্যদ্বয়ের অলৌকিক শক্তি বা তাঁহাদের সম্বন্ধে যে অতি-প্রাকৃত ঘটনাবলী আছে, আমি তৎসম্বন্ধে কোন রূপ অন্যথা করি নাই। প্রত্যুত সে গুলিকে লইয়াই এ তুলনা কার্য্য সমাধা করিয়াছি। কারণ, এ বিষয়ের সম্ভবাসম্ভবের বিবেচনার ভার আমার বিবেচনায় তুলনাকারীর না গ্রহণ করাই ভাল।

এ গ্রন্থে তুলনার নিয়ম, উপকরণ-সংগ্রহ এবং বিষয়-বিন্যাসের ভার আমি গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু সিদ্ধান্তের ভার পাঠকবর্গের হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছে।

এ কার্য্যে আমি কাহারও পন্থা অনুসরণের সুযোগ পাই নাই। সুতরাং পদে পদে পদস্খলন হইবার কথা। সহৃদয় পাঠকবর্গ যদি কৃপাপরবশ হইয়া আমার ত্রুটী সংশোধন করিয়া দেন, তাহা হইলে চির বাধিত হইব।

কোষ্ঠী বিচার, অনেকে বিবেচনা করেন, চরিত্রাদি জ্ঞানের পক্ষে একটী উপায়, এজন্য সূর্য্য-সিদ্ধান্ত অনুসারে আচার্য্যদ্বয়ের কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছি। ইহাতে কয়েকটী মতভেদ মীমাংসা এবং কয়েকটী নূতন কথা জানা গিয়াছে।

এই গ্রন্থ-প্রণয়নে আমার বন্ধু বান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষীগণ আমাকে আশাতীত সাহায্য করিয়াছেন। কোষ্ঠী প্রস্তুত-কার্য্যে আকুমার ব্রহ্মচারী, সুপণ্ডিত,ভগবৎসেবাপরায়ণ, বাল্য-সুহৃৎ শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী; ফল-গণনা-কার্য্যে,স্বধর্ম্মনিষ্ঠ-হোরাবিজ্ঞান-রহস্য-কার সুপণ্ডিত শ্রীনারায়ণচন্দ্র জ্যোতিভূ‍র্ষণ, এবং স্বর্গীয় ভারত বিখ্যাত জ্যোতিষী শ্রীযুক্ত বাপুদেব শাস্ত্রীর পৌত্র শ্রীযুক্ত যদুনাথ শাস্ত্রী, আমার প্রধান সহায়। শ্রদ্ধাস্পদ, বাগ্মীপ্রবর, প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় গ্রন্থখানির প্রায় আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন। বিচারের নিরপেক্ষতা-রক্ষার্থ সহৃদয় ও সূক্ষ্মদর্শী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ দত্ত মহাশয় ( হাইকোর্ট বেঞ্চক্লার্ক ) বিশেষ শ্রম স্বীকার করিয়াছেন এবং কতিপয় প্রাসঙ্গিক বিষয়ে শ্রদ্ধাস্পদ প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ গোস্বামী মহাশয় এবং মাননীয় শ্রীযুক্ত রসিক চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহাদের নিকট আমি চির কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিলাম। পরিশেষে যিনি উপকারের প্রত্যুপকার আকাঙ্ক্ষা করেন না যিনি নানা প্রকারে আমাকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন, আমি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করিলে যিনি অপ্রিয় বোধ করেন সেই মিত্রবরের উদ্দেশে আমি ভগবানের নিকট তাঁহার সার্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলকামনা করিতেছি।

১লা ফল্গুণ ১৮৩২ শকাব্দ<br>
কলিকাতা।

গ্রন্থকারস্য।

---

# সূচী পত্র।

শ্রীরঙ্গমের রামানুজাচার্য্য মূর্ত্তি।

ইহা রামানুজের জীবিতাবস্থায় নির্ম্মিত হয়।

শৃঙ্গেরী মঠের অতি প্রাচীন শঙ্করাচার্য্য মূর্ত্তি।

*Printed by K. V. Seyne & Bros.*

# আচার্য্য-শঙ্কর ও রামানুজ।

## উপক্রমণিকা।

### জীবনী তুলনার প্রয়োজনীয়তা।

আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজের জীবনী তুলনা করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। কিন্তু কেন তুলনা করিব, যতক্ষণ না বুঝিতে পারা যায়, ততক্ষণ ইহাতে প্রবৃত্তি হইতে পারে না ; সুতরাং সর্ব্বাগ্রে ইহার প্রয়োজন অবগত হওয়া আবশ্যক।

আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজের জীবনী তুলনা করিতে পারিলে মানব-জীবনের যাহা চরম লক্ষ্য, সে সম্বন্ধে দুইটী বিভিন্ন মতের একটী মত স্থির করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা হয়,—জীবনের একটী সর্ব্বপ্রধান সমস্যার একটী মীমাংসা করিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই অবগত আছেন, জগতে যত প্রকার সুখের উপায় আছে, তন্মধ্যে বেদান্ত-শাস্ত্র-প্রদর্শিত উপায়ই প্রকৃষ্ট উপায়। বেদান্ত-শাস্ত্র-প্রদর্শিত সুখ অক্ষয় ও অনন্ত, ইহা প্রাপ্ত হইলে পুনরায় দুঃখের মুখ দেখিতে হয় না,—একথা যে কেবল যুক্তিসাহায্যে বুঝিতে পারি তাহা নহে, স্মরণাতীত কাল হইতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এইপথে চলিয়া চরিতার্থ হইয়া গিয়াছেন। ইহার সত্যতা তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়া মুক্ত-কণ্ঠে জনসমাজে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইহা তাঁহাদের বুদ্ধীন্দ্রিয়ের উদ্দাম শৌর্য্যপ্রকাশ নহে যে, স্বপ্রকাশকে প্রকাশ করিতে যাইয়াসূর্য্যা-লোকে দীপালোকের ন্যায় হীনপ্রভ হইবে ! ইহা তাঁহাদের উপর ভগবৎ-কৃপার বলে এমন এক অবস্থার ফল, যে অবস্থায় সকলই একই কালে

জানিতে পারা যায়। ইহা সেই সকল-কল্যাণ-গুণের আকর পরম-প্রিয় পরমেশ্বরের করুণায় সেই অবস্থার জ্ঞানরত্ন—যে অবস্থায় তাঁহারা সর্ব্বস্বরূপ হইয়াছিলেন, যে অবস্থায় সমুদায় তাঁহাদের আত্মায় অবস্থিত, এবং তাঁহাদের আত্মা, সমুদায় পদার্থে অবস্থিত। ইহা সে অবস্থার জ্ঞান-ভাণ্ডার নহে, যে অবস্থায় আমরা একই কালে একটা পদার্থের একদেশমাত্র দর্শন করি, অথবা যে অবস্থায় আমরা একই কালে দুইটী বিষয় জানিতে পারি না। এই বেদান্ত-শাস্ত্র তাঁহাদেরই দ্বারা প্রকাশিত, যাঁহারা যাহা জানিয়াছিলেন, তাহা, তাঁহারা নিজেই হইয়া গিয়াছিলেন। আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ, এই বেদান্ত-শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে পূর্ব্বপ্রবর্ত্তিত নানা মত-বাদের মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের উপদেশ, ইঁহাদের মীমাংসা এই বেদান্ত-শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া ; ইঁহাদের কীর্ত্তি, ইঁহাদের যশ এই বেদান্ত-শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই অবগত আছেন, এ পথে ইঁহারা এতই খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন যে, এ পথের পথিকের অনেকেরই আদর্শ—হয় শ্রীশঙ্কর অথবা শ্রীরামানুজ। বেদান্ত-শাস্ত্র-প্রচারক যদিও এতদ্ব্যতীত আরও অনেক আছেন, তথাপি তাঁহারা এই দুই মহাপুরুষের মত, তত অধিক লোকের হৃদয় অধিকার করিতে পারেন নাই। বেদান্ত-মত প্রচারে ইদানীং প্রথমে শ্রীশঙ্কর এবং পরে শ্রীরামানুজ যে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, এরূপ খ্যাতি অদ্যাবধি আর কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে কিনা জানি না। ইঁহাদের যেমনি পাণ্ডিত্য তেমনি সাধনা, যেমনি হৃদয়ের বল তেমনি সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল। ইঁহারা যেমন লোক-প্রিয় তেমনি ভগবৎ-প্রিয়, যেমনি ক্ষমতাবান তেমনি বিনয়ী ও সজ্জন ছিলেন। ইঁহাদের চরিত্র, ইঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি মনুষ্যোচিত ছিলনা, ইঁহাদের সবই যেন অলৌকিক।

ইঁহারা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, যাহা উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, জীবনেও তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের অলৌকিক শক্তি মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য। ইঁহারা যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে সময় যেন সমগ্র দেশটাকে ভগবৎ-অভিমুখী করিয়া তুলিয়াছিলেন—সে সময় যেন পাপ তাপ সব কিছুদিনের জন্য ভারত হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল। ইঁহাদের সময় লোকেও ইঁহাদিগকে অবতার বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিল। ইঁহারা যে 'মত' প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা যেমনি সুন্দর তেমনি সুযুক্তিপূর্ণ, যেমনি হৃদয়গ্রাহী তেমনি অতুল শান্তিপ্রদ। আজ সহস্র বৎসর অতীত হইতে চলিল, এপর্য্যন্ত কেহ ইঁহাদের মত ভ্রান্ত বলিয়া বুঝিতে পারিল না। ইঁহারা যে সমস্ত সূক্ষ্ম তত্ত্ব প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি অনেক মনীষী হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ। আজ অধিকাংশ বেদান্ত-অনুরাগীর ইঁহাদেরই মত আলোচ্য, ইঁহাদের উপদেশই অনুষ্ঠেয়। এক বৎসর নহে, দশ বৎসর নহে, সহস্রাধিক বৎসর অতীত-প্রায়, সহস্র সহস্র লোক উভয়ের প্রদর্শিত পথে চলিতেছে, উভয়ের উপদিষ্ট উভয় মতেই জীবন ক্ষয় করিতেছে। ইঁহাদের ক্রিয়াকলাপ দেখিলে বোধ হয়, যেন উভয়েই সেই পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, উভয়েই সেই পরাৎপর পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। আজ অধিকাংশ বেদান্তানুরাগীর ইঁহারাই আদর্শ-পুরুষ।

ইঁহারা উভয়েই এতাদৃশ মহদ্ব্যক্তি হইলেও—উভয়েই উক্ত বেদান্ত-শাস্ত্রেরই অনুবর্ত্তী হইলেও, আশ্চর্য্যের বিষয় ইঁহারা উভয়ে একমত নহেন। একজন অদ্বৈতবাদী, অপর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। একজন বলেন, —একমাত্র নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম মাত্রই সত্য, অপর সব অসত্য ; অপরে বলেন, —জীব ও জগৎ-বিশিষ্ট ব্রহ্মই সত্য, জীব ও জগৎ অসত্য নহে। একজন বলেন,—ধারণা ধ্যান সমাধি দ্বারা সেই তত্ত্বে প্রাণ-মন ঢালিয়া

তাহাতে গলিয়া যাও, তাহাতে মিশিয়া যাও; অপরে বলেন,—তাঁহার অসীম দয়ার কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বক্ষঃস্থল সিক্ত কর, তাঁহার সেবা করিয়া তাঁহার দাসত্ব করিয়া জীবন ধন্য কর। একজন বলেন,—অভিন্নভাবে ব্রহ্মতত্ত্বের স্বরূপতা লাভই মুক্তি; অপরে বলেন,—ভগবানের চির কৈঙ্কর্য্যই মুক্তি। একজন বলেন,—জ্ঞানই মুক্তির সাধন, কর্ম্ম চিত্ত-শুদ্ধির কারণ, সুতরাং কর্ম্ম জ্ঞানের সহায়; অপরে বলেন,—জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই মুক্তির সাধন। দুইজনে অনেক বিষয়ে একমত হইলেও অনেক স্থলে পরস্পরের মতভেদ আছে—অনেক অনৈক্য আছে। তাহার পর জীবনও দুইজনের দুই রকম। একজন জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ শান্ত গম্ভীর ও প্রসন্ন-বদন, আর একজন ভক্তি-গদগদ-চিত্ত, ভক্ত ও ভগবানের সেবা করিতে সতত ব্যাকুল, যেন তাঁহার ভিতরে একটা কিসের প্রবল স্রোত প্রবাহিত। দুইজন যেন দুইটী বিভিন্ন ভাবের প্রতিমূর্ত্তি—দুইটী বিভিন্ন মতের প্রতিনিধি। ইঁহাদের আবির্ভাব হইতে আজ পর্য্যন্ত কত কত নরনারী ইঁহাদের উপদিষ্ট পথে চলিল, উভয় মতের কত মীমাংসার চেষ্টা করিল, তবুও এ বিবাদ ঘুচিল না, তবুও এ সমস্যার মীমাংসা হইল না। যতই কেন বুদ্ধিমান হউন না, যতই কেন বিচারশীল হউন না, যখনই তিনি উভয় মতের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন, হঠকারিতার আশ্রয় গ্রহণ না করিলে, তখনই তাঁহার বুদ্ধি সংকুচিত হইয়া যাইবে। তিনি যখনই যাঁহার কথা শুনিবেন, তখনই তাঁহার কথা ঠিক বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। ইহা যেন কি এক মায়া, ইহা যেন কি এক প্রহেলিকা!

কিন্তু হায়! যাহা পাইলে আকাজ্ক্ষা করিবার আর কিছু থাকে না, যাহা পাইলে প্রাণের পিপাসা চিরতরে মিটিয়া যায়, যে পথে যাইলে আত্মপর সকলের সর্ব্বোত্তম কল্যাণ সাধিত হয়, সে পদার্থে যদি মতভেদ

থাকে, সে পথে যদি বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! যাহার জন্য মানব ধন-জন-জীবন সকলই তুচ্ছ করিয়া অগ্নিমুখে পতঙ্গের ন্যায় প্রধাবিত হয়, যাহার জন্য লোকে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় কত শত বিষয় সহজে বিসর্জ্জন করিয়া থাকে, যাহার জন্য লোকে জন্মজন্মান্তর ধরিয়া প্রয়াস করিতে উদ্যত, তাহা যদি দেশ-কাল-পাত্রভেদে ভিন্ন হয়, তাহা যদি সর্ব্ববাদি-সম্মত সিদ্ধান্ত না হয়, তাহা হইলে, কি ভীষণ ব্যাপার! ইহা অপেক্ষা ভয়ানক প্রবঞ্চনা প্রতারণা কি হইতে পারে? ইহা অপেক্ষা অধিক ক্ষতি কি কল্পনাতেও আনিতে পারা যায়? এক জীবনের চেষ্টা নহে, যাহা বহু জীবনের যত্নের ধন, লোকে যাহার জন্য বহু জীবন যাবৎ চেষ্টা করিবার প্রত্যাশা করে, তাহা যদি শেষে ব্যর্থ হয়, তাহা যদি ফলোদয়কালে নিষ্ফল হয়, তাহা হইলে কি সে ক্ষতির ইয়ত্তা করিতে পারা যায়? এমন গুরুতর ব্যাপার যদি নিশ্চয় না হইল, এমন মহৎ বিষয় যদি নিঃসন্ধিগ্ধভাবে বুঝা না গেল, তাহা হইলে সে জীবনের গতি কি? কিন্তু ইহা আরও অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই গুরুতর সমস্যার মীমাংসার জন্য এই দুই মহাপুরুষই জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন; ইহাদের যত চেষ্টা, যত যত্ন সকলই এই গুরুতর সমস্যার সমাধান করিবার জন্য। ওদিকে আবার দেখা যায়, যিনি যতই কেন অল্পবুদ্ধি হউন না, যখন সেই সর্ব্বোত্তম পদার্থের বিষয় একটা কিছু স্থির করিতে চাহেন, তখন তিনি প্রায়ই এই দুই মহাপুরুষের মতবাদ সম্বন্ধে একটা কিছু মীমাংসা করিয়া লইয়া থাকেন, ইঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যান না। ইঁহাদের প্রচারিত মতদ্বয় সম্যক্ রূপে বুঝিয়াই হউক, আর না বুঝিয়াই হউক, কেহ বা একজনকে ভ্রান্ত বলিয়া স্থির করিয়া অপরকে অভ্রান্ত বলিয়া জ্ঞান করেন, কেহ বা একের প্রতি ঔদাসীন্য-প্রদর্শন করিয়া অপরের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়েন,

আবার কেহ বা অধিকারী বা অবস্থা-ভেদে উভয় মতের উপযোগিতা স্বীকার করিয়া নিজাধিকার অনুযায়ী একের মত সমাশ্রয় করেন। ফলে, বিচারশীল ব্যক্তিমাত্রেই এই মতদ্বয়ের একটা না একটা মীমাংসা করিয়া লইয়া থাকেন; দুর্ব্বোধ বা কঠিন বলিয়া কাহাকেও প্রায় উভয় 'মত' পরিত্যাগ করিতে দেখা যায় না। বস্তুতঃ ইহা যেন মানব-মনের একটা প্রকৃতিগত ব্যাপার,—ইহা যেন আমাদের স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার।

এখন মানবের যাহা প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি, মানবের যাহা স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার, তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বরং তাহার প্রকৃতি, রীতি, নীতি প্রভৃতি অবগত হইয়া, তাহারই অনুবর্ত্তন করিয়া পরিশেষে তাহাকে বশে আনয়ন করেন, অথবা যাহাতে তাহা সুচারু সম্পন্ন হয়—যাহাতে তাহার কোন কুফল না জন্মে, তদ্বিষয়ে যত্নবান হয়েন। ক্ষুদ্র হইলেও যখন এতাদৃশ মহানুভব ব্যক্তি-গণের মত-তুলনা আমাদের প্রকৃতিগত প্রয়োজন, তখন এ কার্য্য যাহাতে যথাসম্ভব সুচারু সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের যত্নবান হওয়া উচিত। ইঁহাদের 'মত' সম্যক্ অবগত না হইয়াও—ইঁহাদের হৃদ্গত ভাব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গমে অসমর্থ হইলেও, যখন আমরা এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হই, ঔদ্ধত্য-প্রকাশ বলিয়া কোনরূপ লজ্জা বোধ করি না, তখন একার্য্য যতটা নির্দ্দোষ হয়, সে বিষয়ে বরং আমাদের মনোযোগী হওয়াই উচিত। আমরা নির্ব্বোধ বা বিষয় দুর্ব্বোধ বলিয়া আমাদের পশ্চাৎপদ হওয়া ঠিক নয়। সুতরাং এ কঠিন সমস্যা মীমাংসার জন্য আমরা পুনরায় ইঁহাদেরই পদাশ্রয় করিব—ইঁহাদেরই মত সম্যক্ অবগত হইয়া সাবধানে তুলনা-কার্য্য সম্পন্ন করিব। কিন্তু এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমরা ইঁহাদের জীবনী, ইঁহাদের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ সমুদায়

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তুলনা করিব। জীবনী তুলনা করিবার পর ইঁহাদের মত-তুলনা সমধিক ফলপ্রদ হইবে। কারণ, মানব মাত্রেরই জীবনের সহিত মতের সম্বন্ধ দেখা যায়। যিনি যাহা করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহার মতের সহিত সম্বন্ধশূন্য নহে। যিনি যে 'মত' প্রচার করেন, তাহাতে তাঁহার জীবনের সহিত কোন না কোন সম্বন্ধ থাকেই থাকে। মানব-জীবনমাত্রই ব্যক্তিগত পূর্ব্বসংস্কার ও সঙ্গের ফল। কর্ম্মফলবশে মানব যেখানে জন্মগ্রহণ করিয়া যে সঙ্গলাভ করে, সেই সঙ্গ ও জন্ম-গত সংস্কার উভয়ে মিলিত হইয়া তাহার জীবন গঠিত হয়। এ জন্য যে ব্যক্তি যাহা করে বা যে মতের পক্ষপাতী হয়, তাহা তাহার সংস্কার ও সঙ্গের ফল। কেবল সঙ্গ বা কেবল সংস্কারবশে মানব কোন মত-বিশেষের পক্ষপাতী হয় না, বা কোন কর্ম্মই করে না। সুতরাং তাহার জীবনের সঙ্গ ও ক্রিয়াকলাপের জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে তাহার মতজ্ঞান-লাভের সুবিধা হইবার কথা। মত ও কর্ম্ম যখন সংস্কার ও সঙ্গের ফল,—সংস্কার ও সঙ্গরূপ জনক-জননীর সন্তান, তখন তাহারা পরস্পর সম্বন্ধ-শূন্য হইতে পারে না। বস্তুতঃ ইহারা যেন পরস্পরে ভ্রাতৃ-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বলিতে হইবে। সংস্কার ও সঙ্গরূপ জনক-জননী এবং কর্ম্মরূপ সহজাতের জ্ঞান হইলে মতরূপ অনুজের জ্ঞান সম্পূর্ণ হইবার কথা। অনেকে মত ও কর্ম্মে যথাক্রমে "কার্য্য-কারণ" ও "কারণ-কার্য্য" সম্বন্ধ স্থাপন করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু সকল স্থলেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ বলিয়া এ বিচার এ স্থলে পরিত্যক্ত হইল। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, মতজ্ঞান লাভ করিতে হইলে জীবনীজ্ঞান বিশেষ প্রয়োজন। তাহার পর, সাধারণ মানবে মত ও কর্ম্মের যে সম্বন্ধ, ধর্ম্মপ্রচারক বা আদর্শ পুরুষে সে সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ। এক জনশূন্য প্রদেশে কোন নিভৃত কক্ষে বসিয়া যদি কেহ বলে—"জগৎ অনিত্য" অথচ সে একটী কপর্দ্দক নষ্ট হইলে

মর্ম্মাহত হয়, তাহা হইলে তাহার মতের সহিত তাহার ক্রিয়ার সম্বন্ধ তত ঘনিষ্ঠ নয় বুঝা যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি সমাজের নেতা, তিনি যদি ওরূপ আচরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার এই অসামঞ্জস্য-রক্ষা কয়দিন হইতে পারে, অথবা তাঁহার এই নেতৃত্ব পদ কয়দিন থাকিতে পারে? যদি কেহ বলেন, 'আত্মা নিত্য নির্ব্বিকার' অথচ তিনি সামান্য রোগযন্ত্রণায় বিচলিত হইয়া উঠেন, তাহা হইলে কে তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে, অথবা তাঁহার সে 'মত' কি প্রচারিত হইতে পারে? আবার কেহ যদি ঐ কথা বলেন ও পরোপকারার্থ জীবন পর্য্যন্ত সহজেই বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হন—রোগ, শোক, বিপদ, আপদ, সকল স্থলেই তাঁহাকে অচল, অটল, ধীর শান্ত প্রসন্নবদন দেখা যায়, তাহা হইলে তাঁহার ঐ কথা সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে কি বিলম্ব ঘটে? সুতরাং সাধারণ ব্যক্তি অপেক্ষা সমাজ-সংস্কারক মহাত্মগণের মত ও কার্য্যে যথাসম্ভব ঐক্য থাকা প্রয়োজন। সামান্য ব্যক্তিতে একদিন যদি ইহার অভাব সম্ভব হয়, সমাজের নেতৃবৃন্দের পক্ষে ইহা কদাচ সম্ভবপর হইতে পারে না। যিনি যে 'মত' প্রকাশ করেন, তাহা যদি তিনি কার্য্যে পরিণত করিতে না পারেন,—তাহা যদি তিনি স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া না দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার 'মত' কি লোকে গ্রহণ করে? 'কুরুগণ যুদ্ধে নিহত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন', ব্যাসদেবের এ কথা বিশ্বাস করিয়া পাণ্ডবগণ কি শোক সংবরণ করিতে পারিতেন—যদি তিনি পরলোকগত কুরুগণের অবস্থা তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষ করাইতে না পারিতেন? সক্রেটিসের উপদেশ কি গ্রীক-যুবকগণের হৃদয় অধিকার করিতে পারিত—যদি তিনি নিজ হস্তে, প্রসন্নবদনে বিষপান করিয়া দেহত্যাগ করিবার ক্ষমতা না রাখিতেন? 'ভগবান্ সর্ব্বময় সর্ব্বকর্ত্তা, জীব নিমিত্তমাত্র' কৃষ্ণের একথা কি কেহ বিশ্বাস করিত—যদি তিনি অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইতে

না পারিতেন? খৃষ্টের উপদেশ কি প্রচারিত হইত, যদি তিনি ক্রুসে দেহত্যাগ করিতে বসিয়াও মানবগণের নির্বুদ্ধিতাজন্য অপরাধ ক্ষমার নিমিত্ত ভগবানের নিকট দয়াভিক্ষা না করিতেন? কেবল কথায় কি কাজ হয়? কেবল উপদেশে কি লোক ভুলে? কার্য্য চাই, যাহা বলা যাইবে তাহা উপলব্ধি করান চাই, তাহা স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া অপরকে দেখান চাই। এই জন্যই বোধ হয়, ধর্ম্মসংস্থাপকগণের সকলেই অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, এই জন্যই বোধ হয়, যাঁহাদের তাহা ছিল না, তাঁহাদের সহস্র সহস্র যুক্তিপূর্ণ বাক্য সাধারণের হৃদয় অধিকার করিতে পারে নাই। এই জন্যই বোধ হয়, যাঁহারা অসাধারণ কথা বলেন, তাঁহাদের অসাধারণ শক্তির প্রয়োজন হয়। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, মহাবীর, মহম্মদ, চৈতন্যদেব এবং ইদানীন্তনীয় শ্রীরামকৃষ্ণদেব পর্য্যন্তও যাহা বলিতেন, অনেক সময় তাহা করিতে পারিতেন। সুতরাং এরূপেও দেখা যায়, মত ও কর্ম্মের সম্বন্ধ নিতান্ত ঘনিষ্ঠ।

অবশ্য, এমন অনেক বিষয় আছে, যে সম্বন্ধে লোকে মত প্রকাশ করে, কিন্তু স্বয়ং তাহার অনুষ্ঠান করিবার অবকাশ পাইতে পারে না, এমন অনেক বিষয় আছে, যাহার সহিত তাহার জীবনের ও মতের কোন সম্বন্ধ ঘটিতেই পারে না,কিন্তু তাহা হইলেও যাহা আত্মা-সম্বন্ধীয়—যাহা সকলেরই হিতাহিত-সম্পর্কীয়, সে বিষয়ে এরূপ আশঙ্কার অবসর নাই। নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে, ব্যক্তিগত-ব্যাপারে পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কা সম্ভব, কিন্তু আত্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে কোনরূপেই তাহা সম্ভবপর নহে।

তাহার পর আরও এক কথা। লোকে যাহা করে, তাহা কোন মতানুসারে করে, অথবা করিতে করিতে তৎসম্বন্ধে কোন একটা 'মত' গঠন করিয়া করিতে থাকে। আদি ও অন্ত উভয় স্থলেই, মত-বিহীন কর্ম্ম কখন দীর্ঘকালব্যাপী কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হয় না। দেখা যায়,—যে

যাহা করিয়া থাকে, যে যাহাতে অভ্যস্ত, সে অপরকেও তাহাই করাইতে চাহে। যে অহিফেন-সেবী, তাহার নিকট কোন রোগের কথা বলিলেই সে একটু অহিফেনের ব্যবস্থা করিয়া বসে। যে মদ্যপায়ী, অনেক স্থলে তাহার ব্যবস্থা—একটু মদ্যপান। যে মাংসাশী, দুর্ব্বলতা দেখিলেই তাহার উপদেশ—মাংসাহার। যিনি শক্তি-উপাসক, আপৎকালে তাঁহার নিকট কোন ব্যবস্থা চাহিলে, হয়ত তিনি চণ্ডীপাঠের উপদেশ দেন, যিনি বৈষ্ণব তিনি হয়ত নারায়ণকে তুলসী দিতে বলেন। যে যে-ধর্ম্মাবলম্বী, সে যেন সকলকেই তাহার ধর্ম্মানুসরণ করিতে দেখিলে সুখী হয়। অনেক সময় অপরকে নিজধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার হেতু, দেখা যায়, এবম্প্রকার ইচ্ছার ফল। এই প্রকার অসংখ্য দৃষ্টান্ত, জীবনে নিত্য লোকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। এ সকলই সেই একই কথা প্রমাণ করে, সকলই মত ও কর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বুঝাইয়া দেয়।

বিজ্ঞ বহুশ্রুত ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে, আমাদের প্রস্তাবিত শঙ্করের মত-সম্বন্ধে কত মতভেদ আজ উপস্থিত। আমি একটী উচ্চ-শ্রেণীর দণ্ডীর নিকট শুনিয়াছিলাম যে, তিনি আচার্য্যমতে স্থলবিশেষে, তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায় মধ্যে ৩০০ তিন শতের অধিক মতভেদ দেখিতে পাইয়াছেন *। এতদ্ব্যতীত সাধারণ পণ্ডিতগণ কত প্রকারই যে বলিয়া থাকেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। অনেকে বলেন, আচার্য্যের 'মত' কাল্পনিক, বা আকাশকুসুম-সদৃশ অলীক। অনেকে আচার্য্যের মতে, ভগবদ্-উপাসনা অসম্ভব বলিয়া তাঁহার অদ্বৈতবাদকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে পরিণত করিয়া থাকেন, অনেকে আবার তাহাকে এমন এক অদ্বৈতবাদে

* ইঁনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত। ইঁহার নাম শান্ত্যানন্দ সরস্বতী, কাঠিয়াবাড় ভাবনগরে তত্রত্য ডাক্তার শিবনাথ রামনাথের নিকট দেখিয়াছিলাম। ইনি অল্প বয়সেই প্রায় সমগ্র এসিয়া মহাদেশটা ভ্রমণ করিয়াছেন।

পরিণত করেন, যাহা বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদ বলিলেই হয়। যাহা হউক, মত ও কর্ম্মে যদি নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে এই সম্বন্ধ-জ্ঞান-বলে যে, আমরা কেবল আচার্য্যের হৃদ্‌গত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিব তাহা নহে, তাঁহার মতের উদ্দেশ্য ও উদ্ভবহেতু পর্য্যন্তও বুঝিতে সক্ষম হইব। আমরা এজন্য ইঁহাদের 'মত' তুলনা করিবার পূর্ব্বে ইঁহাদের জীবনী তুলনা করিব। মহাপুরুষগণের উপদেশ অপেক্ষা চরিত্রের মূল্য অনেক সময় অনেক অধিক। অনেক সময় উপদেষ্টার হৃদ্‌গত ভাব তাঁহাদের উপদেশ হইতে ঠিক বুঝা যায় না, তাঁহাদের চরিত্র দেখিয়া তাহা বুঝিতে হয়। বস্তুতই চরিত্র-জ্ঞান বা চরিত্র-বিচার, মত-বিচার হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে, বরং বোধ হয় স্থলবিশেষে অধিক মূল্যবান্। সুতরাং আচার্য্যদ্বয়ের মত-বিচার করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের চরিত্র-বিচার ও চরিত্র-তুলনা বিশেষ প্রয়োজন।

## তুলনার নিয়ম।

আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজের জীবনী-তুলনার প্রয়োজন কি, বুঝা গেল। বুঝা গেল, এ তুলনার ফল—মানব-জীবনের যাহা চরম লক্ষ্য, তৎসম্বন্ধীয় একটী কঠিন সমস্যা-মীমাংসায় সহায়তা। কিন্তু কি করিয়া এই তুলনা-কার্য্য করিতে হইবে, তাহা এখনও আলোচিত হয় নাই। বস্তুতঃ এ তুলনা-কার্য্য বড়ই জটিল, বড়ই কঠিন। এ বিষয়ে পূর্ব্ব হইতে অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া একার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে পদেপদে পদস্খলন হইবার সম্ভাবনা। আর তুলনা-কার্য্য নির্দ্দোষ না হইলে, ইহার ফলও আশানুরূপ হইবে না। যাহা আজ সত্য বা গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, তুলনার দোষ বুঝিতে পারিলেই তাহা উল্টাইয়া যাইবে, যাহা তখন গ্রাহ্য, তাহা ত্যজ্য, যাহা ত্যজ্য, তাহা গ্রাহ্য হইয়া পড়িবে। এইরূপে একটী ছাড়িয়া

একটী ধরিতে যথেষ্ট সময় নষ্ট ও যথেষ্ট ক্ষতি হইবে। ইহাতে জীবন-গতি মন্থর হইয়া উঠে, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কখন এ পথে কখন ও পথে যাইয়া দুয়ের কোনটীই সিদ্ধ করিতে পারা যায় না। সুতরাং তুলনার আশানুরূপ ফললাভ করিতে হইলে তুলনাকার্য্য যাহাতে নির্দ্দোষ হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। এজন্য আমরা অগ্রে তুলনা-কার্য্যের নিয়মাবলী নির্ণয় করিব। নিয়মপূর্ব্বক যে কার্য্য করা হয়, তাহা প্রায়ই নির্দ্দোষ হইয়া থাকে—নিয়মপূর্ব্বক-নিষ্পন্ন-কর্ম্ম, অনিয়মনিষ্পন্ন-কর্ম্ম অপেক্ষা যে সুচারুসম্পন্ন হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

প্রথম।—আমরা দেখিতে পাই, আমরা যে কোন বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভ করি, তাহা সেই বস্তুর ধর্ম্ম বা গুণ, অথবা শক্তির সাহায্যে করিয়া থাকি। বস্তু ও তাহার ধর্ম্ম নির্ণয় না করিতে পারিলে, সে বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ অসম্ভব। মনুষ্যজাতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, তাহার আকৃতি প্রকৃতি প্রভৃতি ধর্ম্মনিচয়কে নির্ণয় করিতে হয়। এক খণ্ড পাষাণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, সেই পাষাণখণ্ডের বর্ণ, কাঠিন্য, গুরুত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মনিচয় নির্ণয়করা আবশ্যক। এই প্রকার আচার্য্য-দ্বয়ের জীবনী তুলনা করিবার জন্য আমরা তাঁহাদের গুণ বা শক্তিসমূহ অগ্রে স্থির করিব। কিন্তু ইঁহাদের গুণ বা শক্তি নির্ণয় করিতে হইলে ইঁহাদের জীবনের ক্রিয়াকলাপ আলোচনা করিতে হইবে। কারণ, ক্রিয়া—গুণ বা শক্তির পরিচায়ক। এজন্য নিয়ম করা চলে যে, যখনই কোন দুইজনকে পরস্পর তুলনা করিতে হইবে, তখনই তাঁহাদের প্রত্যেক কর্ম্ম, যে যে গুণ বা শক্তির পরিচায়ক, তাহা প্রথমে স্থির করিতে হইবে।

দ্বিতীয়।—দেখা যায়, কতকগুলি সাধারণ দোষ বা গুণ, প্রায় সকল মানবেই থাকে এবং সেই দোষ বা গুণ, ব্যক্তিবিশেষে অল্প বা অধিক

প্রত্যক্ষ হয়। এমত স্থলে দুই ব্যক্তিকে পরস্পরের মধ্যে তুলনা করিতে হইলে উক্ত একই প্রকার দোষ বা গুণের অল্পাধিক্য দ্বারা তাহা করিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন দোষ বা গুণ দ্বারা তুলনাকার্য্য সাধিত হইতে পারে না। যেমন একজন সত্যবাদী অপর পরোপকারী, এমত স্থলে, অথবা একজন মিথ্যাবাদী অপর পরশ্রীকাতর, এরূপস্থলে, তুলনাকার্য্য চলিতে পারে না। উভয়কেই, একটী গুণ বা দোষ লইয়া, সেই গুণ বা দোষের মাত্রাধিক্য দ্বারা এ তুলনা করিতে হইবে। সুতরাং নিয়ম করা চলে যে, একই দোষ বা গুণের মাত্রার দ্বারাই তুলনা কার্য্য করা উচিত, দুইটী বিভিন্নগুণের মাত্রার দ্বারা তুলনা-কার্য্য করা অন্যায়। এই নিয়ম দ্বারা আমরা উভয়ের মধ্যে কে উত্তম কে অনুত্তম, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হই, আর এ নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তুলনা-কার্য্য একবারেই অসিদ্ধ হইবে। কারণ যে অবস্থায় পড়িয়া, যে সঙ্গে থাকিয়া এক ব্যক্তি যাহা করিয়াছেন, অপরের সেই অবস্থা সেই সঙ্গ হইলে, হয়ত তিনিও তাহাই করিতেন। অবস্থার দাস না হইলে, সঙ্গের দোষগুণে পরিচালিত না হইলে, জগতে জীবনই অসম্ভব, সুতরাং তুলনা-ব্যাপারে এ নিয়মটী অতীব প্রয়োজন।

তৃতীয়।—একই গুণের মাত্রা যেমন তুলনাকার্য্যে প্রয়োজন, তদ্রূপ একই গুণের স্থায়িত্ব অস্থায়িত্ব প্রভৃতি বিষয়ও তুলনাকার্য্যের উপকরণ। এমন অনেক দোষ-গুণ দেখা যায়, যাহা নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী বা আগন্তুক। উহা এক ব্যক্তির আন্তরিক প্রকৃতির অনুরূপই নহে। উহা তাঁহার জীবনে একবার মাত্রই প্রকাশ পাইয়াছে, এজন্য এই জাতীয় দোষগুণ গুলিকে আমরা সেই ব্যক্তির বহিঃপ্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। কিন্তু ঐ একই দোষ বা গুণ হয়ত, অপরে নিত্য বা বহুবার প্রকাশিত,— উহা যেন তাঁহার মজ্জাগত প্রকৃতি। এমত স্থলে, যাঁহাতে কোন দোষ বা

গুণ আগন্তুক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তিনি, যাঁহাতে তাহা সহজাত বলিয়া প্রতীত হইবে, তাঁহা অপেক্ষা নিন্দনীয় বা প্রশংসনীয় হইবেন না। তুলনাকার্য্য করিতে হইলে এই বিষয়টীর প্রতি আমাদের মনোযোগী হইতে হইবে। সুতরাং, নিয়ম করা যাইতে পারে যে, একই দোষ-গুণের স্থায়িত্ব অস্থায়িত্ব প্রভৃতি বিষয়ও তুলনাকালে লক্ষ্য করিতে হইবে। এতদ্দ্বারা উভয়ের মধ্য কে উচ্চ কে নীচ তাহাই নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারিবে না।

চতুর্থ।—অনেক সময় দেখা যায়, একে একটী দোষ বা গুণ আছে, কিন্তু অপরে তাহা নাই। একজন, হয়ত কোথায় কোন পশু ক্লেশ পাইতেছে, তাহা অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাহা মোচনে আগ্রহ প্রকাশ করেন, অপরে হয়ত সে বিষয়ে উদাসীন, তবে জানিতে পারিলে বা প্রয়োজন হইলে, তাহা তিনি অতি আগ্রহসহকারে করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ এভাবটী যেন তাঁহাতে নাই, তাঁহাতে ইহার অভাবই যেন লক্ষিত হয়। এমত স্থলে, উভয়ের তুলনা দ্বারা আমরা ইহাদের প্রকারতা মাত্র নির্দ্ধারণ করিতে পারি। কে কোন্ ধরণের, কে কোন্ প্রকারের, কেবল তাহাই স্থির করিতে পারি। সুতরাং নিয়ম করা যাইতে পারে যে, একে একটী দোষ বা গুণ থাকিলে এবং অপরে তাহা না থাকিলে, উভয়ের মধ্যে তুলনা দ্বারা প্রকারতা মাত্র নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, ছোট-বড়-নির্দ্ধারণ করা চলিবে না।

পঞ্চম।—মানবপ্রকৃতি-মধ্যে এমন কতকগুলি দোষ-গুণ আছে যে, তাহারা পরস্পর-বিরোধী। যথা—ভীরুতা ও সাহসিকতা। তুলনা করিবার কালে যদি একজনে ভীরুতা ও অপরে সাহসিকতা দেখা যায়, এবং অপরে কেবল সাহসিকতা মাত্র প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তারতম্য বিচার চলিতে পারিবে। যিনি ভীরু তিনি সাহসিক অপেক্ষা নিকৃষ্ট ;

কিন্তু যদি উক্ত দোষ ও গুণে ওরূপ বিরুদ্ধ সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা তাঁহাদের তারতম্য বিচার চলিবে না। সুতরাং নিয়ম করা যাইতে পারে যে, বিরুদ্ধস্বভাব দোষগুণ থাকিলে দুইজনে তুলনা করিয়া তারতম্য বিচার চলিতে পারে।

ষষ্ঠ।—অনেক সময় দেখা যায়, একটী দোষ বা গুণ অন্য দোষ-গুণের সহিত মিশ্রিতভাবে চরিত্র মধ্যে প্রকাশিত হইতেছে। যেমন উদারতা গুণটী দুইজনেই আছে, কিন্তু একে ইহা পরোপকার-প্রবৃত্তি-মিশ্রিত, অপরে উহা বৈরাগ্য-মিশ্রিত। এরূপ স্থলে উদারতা সম্বন্ধে কাহাকেও ছোট বা বড় বলা চলিতে পারে না—দুইজনকে দুইপ্রকার বলিতে হইবে। কিন্তু যেহেতু সকল মানবেই কোন গুণ অমিশ্রভাবে প্রকাশিত হয় না, সেই হেতু এরূপ স্থলে দুইজনকে দুইপ্রকার বলিলে কোন স্থলেই আর ছোট-বড়-নির্দ্ধারণ-কার্য্য চলিতে পারে না। এজন্য নিয়ম করা চলিতে পারে যে, একে একটী বিষয় শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হইলে, অপর বিষয়ে যাহাতে তিনি নিকৃষ্ট, সে বিষয়, সে স্থলে উত্থাপন করিয়া তাঁহাকে নিকৃষ্ট প্রমাণিত করা উচিত নহে। এইরূপ ইহার বিপরীত স্থলেও বুঝিতে হইবে। এককথায় যখন যে দোষগুণের বিচার করিতে হইবে, তখন কেবল সেই বিষয়টীই যথাসাধ্য পৃথক্-ভাবে আলোচনা করিতে হইবে। তবে অবশ্য যে স্থলে উহাদের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য বলিয়া প্রতীত হইবে, সে স্থলে তাহাও বিচার্য্য।

সপ্তম।—মানুষ যাহাই করে, যাহাই বুঝে, সকলই নিজ নিজ প্রকৃতি—নিজ নিজ সংস্কার অনুসারে। সংস্কারের হাত ছাড়াইয়া কোন কিছু করা কঠিন। এই তুলনাকার্য্যে, যদি কাহারো পূর্ব্ব হইতে কাহারো প্রতি অনুরাগ বা বিরাগ থাকে, তাহা হইলে একজনের সদ্‌গুণ ও অপরের দোষ গুলি যেন আপনা-আপনি চক্ষে আসিয়া পড়ে। অনেক স্থলে, ইহা কতকটা

আমাদের অজ্ঞাতসারেই যেন হয়। এজন্য এরূপ বিচারকালে আমরা আমাদের সংস্কারের বশীভূত যাহাতে না হই, তজ্জন্য সাবধান হইতে হইবে। উভয়েরই দোষগুণ-দর্শন-স্পৃহা সমান ভাবেই যেন আমাদিগের ভিতরে বর্ত্তমান থাকে। এই নিয়মটীর প্রয়োজন অতি গুরুতর। ইহার প্রতি দৃষ্টিহীন হইলে তুলনাকার্য্য কখনই নির্দ্দোষ হইবে না, সুতরাং এজন্য আমাদের বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন।

এই সাতটী নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তুলনা করিলে, আশা করা যায়, তুলনা নির্দ্দোষ হইবে। আমরা অনেক সময় তুলনাকালে এই সকল নিয়মই প্রতিপালন করিয়া থাকি, কিন্তু তাহা আমরা অবগত নহি।

## প্রয়োগ-বিধি।

উপরে তুলনার নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল বটে, কিন্তু এই তুলনার ফল কিরূপে মত-তুলনা-কালে প্রয়োগ করিতে হইবে, তদ্বিষয় একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। ইহার ফল—যদি যথারীতি প্রয়োগ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে এ পরিশ্রম বিফল। সুতরাং অগ্রে আমরা এই বিষয়টী চিন্তা করিব।

জীবনী-তুলনাকার্য্যের ফল তিনটী। প্রথম,—ছোট-বড়-নির্দ্ধারণ; দ্বিতীয়,—প্রকারতা-নির্দ্ধারণ এবং তৃতীয়,—প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য-নির্দ্ধারণ। এই তিনটী বিষয় মত-তুলনাকালে প্রয়োজন হইবে। আমাদের দেখিতে হইবে, আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজের মধ্যে কে কোন্ বিষয়ে ছোট বা কে কোন্ বিষয়ে বড়। যিনি যে বিষয়ে বড় হইবেন সেই বিষয়টী যদি, সমান-বিষয়ক-মতগঠনের উপযোগী হয়, তাহা হইলে তাঁহার 'মত' অপরের 'মত' অপেক্ষা আদরণীয় বুঝিতে হইবে। জীবনের কার্য্যকলাপ এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা মতগঠনের অন্তরায়। যেমন দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে 'মত'

গঠনকালে ভাবপ্রবণতা কাহারও অধিক থাকিলে, তাঁহার দার্শনিক 'মত' আদরণীয় হওয়া উচিত নহে ; কিন্তু পক্ষান্তরে যদি তিনি ভগবদ্‌ভক্তিতত্ত্ব-সম্বন্ধে কোন মতের প্রবর্ত্তক হন, তাহা হইলে, তাঁহারই 'মত' অধিক গ্রাহ্য। তদ্রূপ যদি ব্যক্তিবিশেষে ধ্যানপরায়ণতা, সমাধিসিদ্ধি, শান্তগম্ভীরভাব, স্থির ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রভৃতির আধিক্য দেখা যায়, তাহা হইলে সে স্থলে তাঁহারই দার্শনিক 'মত' গ্রাহ্য, ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার 'মত' অগ্রাহ্য। অবশ্য, যথনই আমরা অপরের 'মত' গ্রহণ করি, তথনই বুঝিতে হইবে যে, তাহার কিয়দংশ আমরা বুঝি এবং কিয়দংশ না বুঝিয়া—প্রত্যুত পরে বুঝিব বলিয়া তাঁহার 'মত' গ্রহণ করি। সমুদায় বুঝিতে পারিলে, আর তথন মত-গ্রহণ-ব্যাপার থাকেনা, তথন আর গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ থাকে না,—তথন দুইজনে সমান সমান। সুতরাং ছোট-বড়-নির্দ্ধারণ প্রয়োজন। এজন্য বিষয়বিশেষে ছোট-বড়-নির্দ্ধারণ করিয়া—তাহা মতগঠনের উপযোগী কি অনুপযোগী স্থির করিয়া—আমরা একের 'মত' গ্রাহ্য কিংবা অগ্রাহ্য স্থির করিতে পারি। জীবনী-তুলনায় ছোট-বড়-নির্দ্ধারণে ইহাই এক উপকার।

ছোট-বড়-নির্দ্ধারণ করিয়া যেমন, ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য বিষয় নির্ণয়ে আমাদের সাহায্য হয়, প্রকারতা-নির্দ্ধারণ দ্বারা আমাদের তদ্রূপ অন্য প্রকার উপকার হইয়া থাকে। কোন একটি সদ্‌গুণ যদি দুইজনে দুই প্রকারে প্রতিভাত হয়, এবং উভয় প্রকারই যদি সমান প্রয়োজনীয় হয়, তাহা হইলে উভয়ের কেহই ছোট বা বড় নহেন, ইহা স্থির। এজন্য এস্থলে দেখিতে হইবে, কাহার কোন্ প্রকার ভাবটি তাঁহাদের নিজ নিজ মতগঠনের উপযোগী। যদি উক্ত ভাবদ্বয় উভয়েরই নিজ নিজ মত-গঠনের সমান উপযোগী হয়, তাহা হইলে তাহাদের উভয়েরই মত আদরণীয়। আর যদি একের ভাবটি তাহার নিজের মতের উপযোগী, এবং অপরের ভাবটি তাহার নিজের মতের অনুপযোগী হয়, তাহা হইলে প্রথম ব্যক্তির

২

'মত' আদরণীয়, এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির 'মত' অনাদরণীয়। যেমন একজন যদি বিশুদ্ধ সত্য-প্রধান-যথার্থ-সুখ আবিষ্কারে চেষ্টিত হন, এবং অপর ব্যক্তি যদি যথার্থ সুখ-প্রধান-সত্য আবিষ্কারে যত্নবান হন; তাহা হইলে প্রথম ব্যক্তির মতের পক্ষে ধ্যানপরায়ণতা যত উপযোগী, লোকপ্রিয়তা তত উপযোগী নহে। তদ্রূপ দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষে লোকপ্রিয়তা যত উপযোগী ধ্যান-পরায়ণতা তত উপযোগী নহে। কারণ, যত লোকপ্রিয় হইতে পারা যায়, তত লোকে ঠিক কি চায় জানিতে পারা যায়। ইহা দ্বারা যথার্থ সুখ কি, তদ্বিষয়ে ভালরূপ জ্ঞান লাভ হয়। সুতরাং যদি যথার্থ সুখ আবিষ্কার, প্রধান লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে ধ্যান-পরায়ণ হইয়া অধিক সময় ক্ষেপ করা অপেক্ষা, লোকের সহিত মেশামিশি অধিক প্রয়োজন। আবার যদি যথার্থ সত্য আবিষ্কার প্রধান লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে লোকের সহিত মেশামিশি অপেক্ষা আত্মতত্ত্বানুসন্ধান অধিক প্রয়োজন। এবং আত্মতত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইলে যে, অধিক ধ্যান-পরায়ণ হওয়া আবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য। পক্ষান্তরে যদি উভয়েরই 'মত' সমানবিষয়ক হয়, তবে যাহার যে-প্রকারটি সেই বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক উপযোগী হইবে, তাহারই 'মত' তত আদরণীয়। এ পক্ষের দৃষ্টান্ত ধরা যাউক—ত্যাগশীলতা। এই ত্যাগশীলতা, সকলে এক প্রকার-ভাবে থাকিতে দেখা যায় না। কাহারও মধ্যে ইহা ঔদাসীন্যমাখা; এবং কাহারও মধ্যে পরোপকার-প্রবৃত্তি-মাখারূপে দেখাও যায়। এস্থলে উভয়ের কেহই শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট নহেন। বস্তুতঃ দুইজনে দুইপ্রকার মাত্র। এখন দুইজন যদি বিশুদ্ধ-সত্য-প্রধান-যথার্থ-সুখ আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইয়া দর্শনশাস্ত্র লিখিতে বসেন, তাহা হইলে দেখিতে হইবে যে ঔদাসীন্যমাখা ত্যাগ-শীলতা ও পরোপকার-প্রবৃত্তিমাখা ত্যাগশীলতার মধ্যে, কোন্‌টী একার্য্যে অধিক উপযোগী। যেটী অধিক উপযোগী হইবে, সেইটী যাহাতে বর্ত্তমান,

তাহার দার্শনিক 'মত' গ্রাহ্য, এবং অপরের 'মত' ত্যাজ্য। আর যদি দুইটী সমান উপযোগী হয়, তবে দুইয়েরই 'মত' পূজ্য। সুতরাং এস্থলে আর একটি বিষয় অবলম্বন করিয়া তুলনাকার্য্য করিতে হইবে। অবলম্বিত বিষয়টি পরিত্যাগ করিতে হইবে।

তাহার পর তৃতীয় ফল—প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য-নির্দ্ধারণ। ইহার অর্থ—কে কোন্ উদ্দেশ্য বা কি প্রয়োজন বশতঃ কোন্ পথ অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন,—কোন্ 'মত' প্রবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা। এই বিষয়টী নির্ণীত হইলে উভয়ের ব্যক্তিগত চরিত্রে দোষারোপ করিবার প্রয়োজন হয় না—একজনকে অপরের বিষয় অনভিজ্ঞ বা শ্রদ্ধাহীন বলিবার কারণ থাকিতে পারে না। মনুষ্য মাত্রেই সঙ্গ বা অবস্থার অধীন। সঙ্গ বা অবস্থা অতিক্রম করিয়া স্বাধীনভাবে চলিতে কাহাকেও দেখা যায় না। সুতরাং এই বিষয়টি নির্ণয় করিতে পারিলে হয়ত, দেখা যাইবে উভয়েরই আন্তরিক ভাব এক,—উভয়েরই লক্ষ্য অভিন্ন। একে, হয়ত লোকের খাতিরে বা তর্কের অনুরোধে অপরের 'মত'কে অসত্য বলিতেছেন, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহার অন্তরের ভাব অন্যরূপ বা একরূপ। অথবা, এই বিষয়টী জানিতে পারিলে আমরা দুইটি মতের অতিরিক্ত অন্য কোন অপেক্ষাকৃত সত্য মতের আভাস পাইতে পারি—আমরাও দেশ-কাল-পাত্র-অনুযায়ী, অথবা নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী অন্য কোন সত্য মত আবিষ্কার করিতে পারি। যাহা হউক, মততুলনা-কালে জীবনী-তুলনার এই তিনটি ফল স্মরণ রাখিতে পারিলে, আমাদের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এতক্ষণে আমরা জীবনী তুলনায় প্রয়োজনীয়তা, নিয়ম ও তাহার ফল-ব্যবহার সম্বন্ধে সংক্ষেপে প্রায় সকল কথাই আলোচনা করিলাম। এই বার ইহার অপব্যবহার করিলে যে-কুফল উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ

আলোচনা করিয়া ইহার উপসংহার করিব। এরূপ তুলনাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা যে সর্ব্বপ্রধান দুইটি বিঘ্নের সম্মুখীন হই, তাহাদের প্রথম হইতেছে—নিন্দা, দ্বিতীয় হইতেছে—দ্বেষ। এই নিন্দা ও দ্বেষ আমাদিগকে বিপথে লইয়া যায়,—তুলনার অমৃতময় ফল আস্বাদে বঞ্চিত করে। কে না জানে গুরুজনের মর্য্যাদাহানি করিলে অধর্ম্ম হয়, কে না জানে মানীর মানহানি করিলে পাপ অর্জ্জিত হয়। আর এই পাপের ফলে যে আমাদের অধোগতি অনিবার্য্য, তাহাই বা কাহার অবিদিত। আমরা অধিকাংশ সময়ে একের শ্রেষ্ঠতা বুঝিলে অপরের সম্বন্ধে বড়ই অসাবধান হই,—অপরকে নিন্দা করিতে থাকি,—তৎসম্বন্ধীয় যাহা কিছু, তাহার প্রতি দ্বেষ করিতে আরম্ভ করি। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা যার-পর-নাই নিন্দনীয়—যার-পর-নাই অকল্যাণকর।

বস্তুতঃ নিন্দা কি ? এই নিন্দা কাহাকে বলে, একটু খুলিয়াই বলি। দুইটি পদার্থ কতকগুলি বিষয়ে তুলনা করিয়া, একটি অপরটি হইতে নিকৃষ্ট হইলে, যে-সব বিষয়ে তুলনা করা হয় নাই সেই-সব বিষয়েও যদি তাহার নিকৃষ্টতা কল্পনা বলে ধরিয়া লই, তাহা হইলে তাহারই নাম হইবে—নিন্দা। নচেৎ যে-সব বিষয়ে তুলনা করা হইয়াছে, ঠিক সেই-সব বিষয়ে নিকৃষ্ট বলিলে নিন্দা করা হয় না। উহা তখন সত্য-কথন। সত্য-কথন কখন নিন্দাপদবাচ্য হইতে পারে না। এখন, কল্পনা-বলে নিকৃষ্ট ধরিয়া লইলেই যদি নিন্দা হইল, তাহা হইলে এই কল্পনার হেতুই নিন্দারও হেতু হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

এই কল্পনার হেতু হইতেছে—অন্ধবিশ্বাস ; সুতরাং নিন্দার হেতু, তুলনাকার্য্যে অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তিতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিশ্বাস আবার মানবের নিজ নিজ সংস্কার প্রসূত, সুতরাং নিন্দার প্রকৃত কারণ নিজ সংস্কার। যদি আমরা এই সংস্কারের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে

পারি,—যদি আমরা বিচারকালে ইহার অধীন না হই, তাহা হইলে তুলনা-অন্তে নিন্দা আসিয়া, আমাদিগকে অপরাধী করিয়া, বিপথে লইয়া যাইতে পারে না। কিন্তু সংস্কারের বশীভূত হইয়া—কেন আমরা নিন্দা করিয়া থাকি?—উদাসীন থাকিতে ত পারিতাম?—কেন আমরা কতকটাকে দূষণীয় বুঝিয়া অবশিষ্টকেও তদ্রূপ বলিয়া বুঝিয়া থাকি? বস্তুতঃ ইহারও হেতু আছে। একটু প্রণিধান করিলে তাহাও বুঝিতে পারা যায়। ঘাতের প্রতিঘাত যেমন স্বাভাবিক, বস্তুর স্থিতিস্থাপক গুণ যেমন স্বভাব-সিদ্ধ, সংস্কারবশে নিন্দা করাও তদ্রূপ স্বাভাবিক ব্যাপার। দেখা যায় সেই ব্যক্তিই অধিক নিন্দুক হয়, যে পূর্ব্বের পরিত্যক্ত মতের বিশেষ গোঁড়া থাকে। আবার যাহাদের জীবনে মত-পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, তাহারা নিন্দা সম্বন্ধে এক প্রকার উদাসীন। আমি যাহা চাই, আমার প্রকৃতি যাহার উপযুক্ত, তাহা যদি না পাইয়া ভ্রমবশতঃ অন্য পদার্থের সেবারত হই, এবং পরে ভ্রম অপনীত হইলে যদি অভিমত বস্তু লাভ করি, তাহা হইলে মনে ইহার একটা প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়; যে-বস্তু এতদিন আমাকে ভুলাইয়া রাখিয়াছিল, তাহার উপর একটা বিরাগ জন্মে। অনুরাগের মাত্রা যেমন বাড়িতে থাকে, বিরাগের মাত্রা তত অধিক হয়। এই বিরাগরূপ মানসিক প্রতিক্রিয়াই নিন্দার আকার ধারণ করে—ইহাই আমাদিগকে অপর বিষয়গুলিকেও নিকৃষ্ট বলিয়া বুঝিতে প্রলুব্ধ করিয়া থাকে। যাহা হউক নিন্দার কারণ যখন বুঝা গেল, তখন ইহার অপনোদন করিতে হইলে যাহা প্রয়োজন তাহাও বুঝা গেল।

তাহার পর নিন্দা না করিবার অন্য হেতুও আছে। অবশ্য এ হেতু অবতারকল্প মহাপুরুষগণের সম্বন্ধে, সাধারণের জন্য নহে। আর আমাদের আলোচ্য বিষয়, শঙ্কর এবং রামানুজও যে অবতার-কল্প মহাপুরুষ, তাহাতেও বড় সন্দেহ নাই। যাঁহাদের নাম স্মরণ করিয়া এখনও সহস্র সহস্র

লোক পবিত্র হয়, যাঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলিয়া অদ্যাবধি লক্ষ লক্ষ লোক আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করে, তাঁহারা যে সাধারণ মানব নহেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

অবতার বা মহাপুরুষগণ যে সময় জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারা সেই সময়ের উপযোগী হইয়াই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে-দেশে, যে-সমাজে তাঁহারা আবির্ভূত হন, সেই দেশ, সেই সমাজ তাঁহাদের উপযোগী, অন্য দেশ বা অন্য সমাজ তাঁহাদের উপযোগী নহে। সময় ও সমাজের অবস্থার সহিত তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ বা চরিত্রের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে। অবশ্য তাই বলিয়া যে তাঁহারা যে সত্য প্রচার করেন, তাহা যে কালে অসত্য হয়, তাহা নহে; অথবা তাঁহাদের জীবদ্দশাতে তাঁহাদের যতটা সম্মান প্রতিপত্তি হইয়া থাকে, তাঁহাদের অন্তর্ধানে তাহা অপেক্ষা যে অধিক হইতেই হইবে [illegible] [illegible] অবস্থান কোন দুইটি পদার্থ কতকগুলি বিষয়ে তুলনা করিয়া, একটি অপরটি হইতে নিকৃষ্ট হইলে, যে-সব বিষয়ে তুলনা করা হয় নাই সেই-সব বিষয়েও যদি তাহার নিকৃষ্টতা কল্পনা বলে ধরিয়া লই, তাহা হইলে তাহারই নাম হইবে—নিন্দা। নচেৎ যে-সব বিষয়ে তুলনা করা হইয়াছে, ঠিক সেই-সব বিষয়ে নিকৃষ্ট বলিলে নিন্দা করা হয় না। উহা তখন সত্য-কথন। সত্য-কথন কখন নিন্দাপদবাচ্য হইতে পারে না। এখন, কল্পনা-বলে নিকৃষ্ট ধরিয়া লইলেই যদি নিন্দা হইল, তাহা হইলে এই কল্পনার হেতুই নিন্দারও হেতু হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

এই কল্পনার হেতু হইতেছে—অন্ধবিশ্বাস; সুতরাং নিন্দার হেতু, তুলনা-কার্য্যে অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তিতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিশ্বাস আবার মানবের নিজ নিজ সংস্কার প্রসূত, সুতরাং নিন্দার প্রকৃত কারণ নিজ সংস্কার। যদি আমরা এই সংস্কারের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে

আচার-ব্যবহার, তাঁহাদের বিধি-নিষেধাত্মক উপদেশ দেশকালোপযোগী বলিয়াই তাহাতে পরিবর্ত্তন দেখা যায়। তাহার পর, সকল মহাত্মার জীবনও সমান হয় না। বস্তুতঃ, যাহাদের জন্য তাঁহাদের আবির্ভাব, তাহারা যতটা তাঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে, ততটাই তাঁহাদের জীবনে প্রকাশ পায়; অথবা যতটার দ্বারা তাহাদের হিত হইবে, ততটাই তাঁহাদিগের চরিত্রে প্রকাশিত হয়। সুতরাং মহাপুরুষ বা অবতারগণের চরিত্র বা তাঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষা অনেকটা আমাদের অবস্থা ও সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। যেমন ভিন্ন ভিন্ন মেঘখণ্ড দ্বারা সূর্য্যাভিমুখস্থ গগন-প্রদেশ আবৃত হইলে, আমরা সূর্য্যদেবের প্রভাবের অল্পাধিক্য উল্লেখ করিয়া থাকি, বস্তুতঃ সূর্য্যদেবের প্রভাবের তারতম্য হয় না, পরন্তু আবরক মেঘের তারতম্য অনুসারে ঐরূপ ঘটে, তদ্রূপ দেশ-কাল-প্রয়োজন ভেদে আবির্ভূত মহাপুরুষ বা অবতারগণের

এবং পরে ভ্রম অপনীত হইলে যদি অভিমত বস্তু লাভ ক হয়। যেমন জল-

মনে ইহার একটা প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়; যে-বস্তু এতদিন পীড়া

ভুলাইয়া রাখিয়াছিল, তাহার উপর একটা বিরাগ জন্মে। গের মাত্রা যেমন বাড়িতে থাকে, বিরাগের মাত্রা তত অধিক। এই বিরাগরূপ মানসিক প্রতিক্রিয়াই নিন্দার আকার ধারণ করে—ইহাই আমাদিগকে অপর বিষয়গুলিকেও নিকৃষ্ট বলিয়া বুঝিতে প্রলুব্ধ করিয়া থাকে। যাহা হউক নিন্দার কারণ যখন বুঝা গেল, তখন ইহার অপনোদন করিতে হইলে যাহা প্রয়োজন তাহাও বুঝা গেল।

তাহার পর নিন্দা না করিবার অন্য হেতুও আছে। অবশ্য এ হেতু অবতারকল্প মহাপুরুষগণের সম্বন্ধে, সাধারণের জন্য নহে। আর আমাদের আলোচ্য বিষয়, শঙ্কর এবং রামানুজও যে অবতার-কল্প মহাপুরুষ, তাহাতেও বড় সন্দেহ নাই। যাঁহাদের নাম স্মরণ করিয়া এখনও সহস্র সহস্র

লোক পবিত্র হয়, যাঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলিয়া অদ্যাবধি লক্ষ লক্ষ লোক আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করে, তাঁহারা যে সাধারণ মানব নহেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

অবতার বা মহাপুরুষগণ যে সময় জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারা সেই সময়ের উপযোগী হইয়াই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে-দেশে, যে-সমাজে তাঁহারা আবির্ভূত হন, সেই দেশ, সেই সমাজ তাঁহাদের উপযোগী, অন্য দেশ বা অন্য সমাজ তাঁহাদের উপযোগী নহে। সময় ও সমাজের অবস্থার সহিত তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ বা চরিত্রের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে। অবশ্য তাই বলিয়া যে তাঁহারা যে সত্য প্রচার করেন, তাহা যে কালে অসত্য হয়, তাহা নহে; অথবা তাঁহাদের জীবদ্দশাতে তাঁহাদের যতটা সম্মান প্রতিপত্তি হইয়া থাকে, তাঁহাদের অন্তর্ধানে তাহা অপেক্ষা যে অধিক হইতেই হইবে, তাহা নহে। তাঁহাদের প্রচারিত তত্ত্বজ্ঞান কোন দুইটি পদার্থ ক[illegible] [illegible]য়াব প্রমাণিত হইতে পারে না। যাহা অনাবশ্যক বলিয়া পরে প্রতিপন্ন হইতে পারে, অথবা অগ্রাহ্য হইতে পারে, তাহা তাঁহাদের প্রচারিত বিধি-নিষেধ-শাস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর জীবদ্দশাতে অনেক সময় যে তাঁহাদের প্রতিপত্তি, অন্তর্ধানকাল অপেক্ষা কম হয়, তাহার কারণ তাঁহাদের যে অল্পতা বা তাঁহাদের তদ্দেশকালের অনুপ-যোগিতা, তাহাও নহে। বস্তুতঃ তাঁহাদের ক্রিয়াকাণ্ড তৎকালের এতই উপযোগী যে, যতই কাল অতীত হইতে থাকে, ততই অক্ষয় বটের ন্যায় তাঁহাদের কার্য্য প্রসারিত হইতে থাকে। বৃক্ষ, অঙ্কুরিত হইবার পর যে নিয়মের বশে বিস্তৃত হইতে থাকে; নদী যে-নিয়মে নগণ্য প্রস্রবণা-কার হইতে ক্রমে খরতর স্রোতস্বতীর আকার ধারণ করে, ইঁহাদের কীর্ত্তিকলাপও কতকটা সেই নিয়মে ক্রমে ক্রমে পৃথিবী-ব্যাপী হইতে থাকে। এজন্য তাঁহাদিগকে কোন মতেই ক্ষুদ্র জ্ঞান করা উচিত নহে। তাঁহাদের

আচার-ব্যবহার, তাঁহাদের বিধি-নিষেধাত্মক উপদেশ দেশকালোপযোগী বলিয়াই তাহাতে পরিবর্ত্তন দেখা যায়। তাহার পর, সকল মহাত্মার জীবনও সমান হয় না। বস্তুতঃ, যাহাদের জন্য তাঁহাদের আবির্ভাব, তাহারা যতটা তাঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে, ততটাই তাঁহাদের জীবনে প্রকাশ পায়; অথবা যতটার দ্বারা তাহাদের হিত হইবে, ততটাই তাঁহাদিগের চরিত্রে প্রকাশিত হয়। সুতরাং মহাপুরুষ বা অবতারগণের চরিত্র বা তাঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষা অনেকটা আমাদের অবস্থা ও সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। যেমন ভিন্ন ভিন্ন মেঘখণ্ড দ্বারা সূর্য্যাভিমুখস্থ গগন-প্রদেশ আবৃত হইলে, আমরা সূর্য্যদেবের প্রভাবের অল্পাধিক্য উল্লেখ করিয়া থাকি, বস্তুতঃ সূর্য্যদেবের প্রভাবের তারতম্য হয় না, পরন্তু আবরক মেঘের তারতম্য অনুসারে ঐরূপ ঘটে, তদ্রূপ দেশ-কাল-প্রয়োজন-ভেদে আবির্ভূত মহাপুরুষ বা অবতারগণের চরিত্র আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে নানা রূপ প্রতিভাত হয়। যেমন জল-প্লাবনে দেশ প্লাবিত হইলে, তদ্দেশস্থ ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাবিধ বাপীতড়াগাদি নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে বন্যার জল ধারণ করিয়া রাখে,তদ্রূপ আমাদের সামর্থ্য অনুসারে আমরা মহাপুরুষ বা অবতারগণের প্রদত্ত শিক্ষা হইতে কিয়দংশ মাত্র গ্রহণ করি। এই জন্য এক মহাপুরুষে যে ভাবে যতটা মাত্রায় মহত্ত্ব প্রকাশ পায়, অপরে যে ততটাই থাকিতে হইবে, তাহার নিয়ম নাই। এই বিষয়টীর প্রতি লক্ষ্য রাখিলে অনেক সময় মহাপুরুষগণ সম্বন্ধে নিন্দাজনিত অপরাধ জন্মিতে পারিবে না।

এক্ষণে দ্বেষ সম্বন্ধে আলোচ্য। মহাত্মগণ সম্বন্ধে আমরা যেমন নিন্দা করিয়া ফেলি, তাঁহাদের পথাবলম্বী সম্প্রদায়ের প্রতি দ্বেষও ঠিক সেই প্রকারেই করিয়া থাকি। নিন্দা যেমন দোষাবহ, দ্বেষও তদ্রূপ দোষাবহ, নিন্দার যাহা হেতু দ্বেষেরও তাহাই হেতু। প্রভেদ এই মাত্র

যে, দ্বেষ সমানে সমানে হয়, আর নিন্দা সমানে ও মহতে উভয়েই হইতে পারে। সর্ব্বোত্তম-পদার্থে সকলের সমান অনুরাগ থাকিলেও, অধিকারী-ভেদে কিয়ৎকালের নিমিত্ত সর্ব্বোত্তমের প্রকারভেদ স্বীকার করিতে হয়। এজন্য নিজ নিজ অধিকার অনুসারে যে যাহা অনুসরণ করে, তাহার ইতরবিশেষ থাকিলেও তাহাকে নিন্দা বা ঘৃণা করা উচিৎ নহে। অন্ধকে অন্ধ বলিয়া—খঞ্জকে খঞ্জ বলিয়া ঘৃণা করা, কোন কালে কি কেহ সমর্থন করিতে পারে ? ইহা সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা নিন্দনীয়। তুলনাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া এই দুইটী বিঘ্নের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা শ্রেয়ার্থীর একান্ত আবশ্যক।

---

## প্রথম পরিচ্ছেদ—শঙ্কর-জীবনী।

যে কয়টী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজের জীবনী তুলনা করিতে হইবে, তাহা ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে, এক্ষণে উক্ত দুই মহাত্মার জীবনী-তুলনা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। এই তুলনাকার্য্যে আমরা যে প্রথা অবলম্বন করিব, পূর্ব্ব হইতে তাহার একটু আভাষ দিয়া রাখি। আমরা প্রথমতঃ যথাসম্ভব সংক্ষেপে এই দুই মহাত্মার জীবনী লিপিবদ্ধ করিব, পশ্চাৎ তাঁহাদের জীবনের প্রত্যেক বা এক জাতীয় ঘটনা যে-গুণ-বোধক, সেই বা সেই সমস্ত ঘটনাগুলিকে সেই গুণের দৃষ্টান্ত স্বরূপে উল্লেখ করিব। ইহাতে পাঠক, কি সমগ্র-ভাবে, কি আংশিকভাবে, উভয় ভাবেই এই দুই মহাত্মাকে পাশাপাশি করিয়া তুলনা করিতে পারিবেন। আংশিকভাবে তুলনা সম্বন্ধে একটী দৃষ্টান্ত দিলে বোধ হয়, আমাদের অভিপ্রায় অনেকটা পরিস্ফুট হইবে। ধরুন "সত্যবাদিতা" একটী গুণ। উভয়ের জীবনেই ইহার দৃষ্টান্ত প্রচুর আছে। আমরা এজন্য সত্যবাদিতা সম্বন্ধে উভয়ের যাবতীয় আচরণ, যাবতীয় ঘটনা সমুদায় একত্র করিয়া দিলাম। আবার যথায় একে একটী গুণ দেখা গিয়াছে, কিন্তু অন্যে তাহা নাই, সে স্থলেও উহা উপেক্ষিত হয় নাই। যাঁহার উহা আছে, তাহা বর্ণনা করিয়া যাঁহাতে উহা নাই, তাঁহার সম্বন্ধে 'উহা নাই' বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি। অবশ্য জগতের যাবতীয় দোষগুণের তালিকা করিয়া ইঁহাদের জীবনী তুলনা করি নাই, যতগুলি দোষগুণ ইঁহাদের জীবনে প্রকাশ পাইয়াছে, কেবল ততগুলিই আলোচিত হইয়াছে। সমগ্রভাবে তুলনার জন্য এক্ষণে আমরা প্রথমে আচার্য্য শঙ্করের, পরে আচার্য্য

রামানুজের জীবনী গ্রহণ করিলাম। সকল ঘটনাগুলি উল্লেখ করিয়া যত সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, তাহারই যথাসম্ভব যত্ন করা গেল। কোন প্রকার অলঙ্কারাদির দ্বারা ইহাদের চরিত্র অলঙ্কৃত করিবার চেষ্টাপর্য্যন্ত করিলাম না।

---

## শঙ্কর-জীবনী।

ভারতের সুদূর-দক্ষিণে পশ্চিম-সমুদ্র-তীরে 'কেরল' দেশ অবস্থিত। এখানে ১০° অক্ষাংশে 'কালাডি' নামক একটী গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে নম্বুরী ব্রাহ্মণ-কুলে আচার্য্যের আবির্ভাব হয়। নম্বুরী ব্রাহ্মণগণ নিষ্ঠাবান্ সদাচার-সম্পন্ন ও বৈদিক শিক্ষানুরাগী। ভারতে কেবল ইহারাই অদ্যাবধি সম্পূর্ণ প্রাচীন রীতি অনুসারে চলিয়া আসিতেছেন। পঞ্চম বৎসরের বালককে উপনয়ন দিয়া গুরুগৃহে প্রেরণ ও সমগ্র বেদাভ্যাস করানো, এখন ভারতের কেবল এই দেশেই দেখা যায়। শঙ্করের পিতা 'শিবগুরু' পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। তিনি গুরুগৃহে যাবতীয় শাস্ত্রাধ্যয়ন সমাপন করিয়া কেমন বৈরাগ্যপ্রবণ হইয়া পড়েন, এজন্য তাঁহার পিতা তাঁহার অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাঁহাকে উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করেন।

শিবগুরু বহুদিন-যাবৎ গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিলেন। বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু পুত্রমুখ দেখিতে পাইলেন না। যে উদ্দেশ্যে বিবাহ তাহা সিদ্ধ হইল না। সুতরাং গ্রামের অনতিদূরে বৃষ-পর্ব্বতে কেরলাধি-পতি রাজশেখরকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবালয়ে সস্ত্রীক অবস্থানপূর্ব্বক ভগবান্ শিবকে প্রসন্ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সংবৎসর পরে একদিন তিনি রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন ভগবান্ শঙ্কর তাঁহাকে অভীষ্টবর প্রদান করিতেছেন। ইহার পর তিনি আনন্দমনে সস্ত্রীক গৃহে ফিরিয়া

আসিলেন এবং সংবৎসর মধ্যে আচার্য্য শঙ্করকে পুত্ররূপে লাভ করিলেন। সে আজ ১২২৪ বৎসর পূর্ব্বের কথা,—অর্থাৎ ৬০৮ শকে ১২ই বৈশাখ শুক্লা তৃতীয়া দিবসে আচার্য্য শঙ্কর পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হন *। শঙ্কর আশৈশব অতিশয় তীক্ষবুদ্ধি ও শ্রুতিধর ছিলেন। শিবগুরুর ইচ্ছা—তিনি শঙ্করকে পঞ্চম বৎসরেই উপনয়ন দিয়া বেদাভ্যাসে নিরত দেখেন, কিন্তু বিধির বিচার বিচিত্র! তিন বৎসর অতীত হইতে না হইতেই, তিনি অতৃপ্ত বাসনা লইয়া ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। শঙ্কর-জননী পুত্রকে লইয়া কিছুদিন পিত্রালয়ে অতিবাহিত করেন, এবং পঞ্চম বৎসরারম্ভে স্বগৃহে আসিয়া শুভদিনে পুত্রের উপনয়ন দিলেন। উপনয়নের পরই শঙ্কর গুরুগৃহে প্রেরিত হন ও তথায় তিনি মনোযোগ-সহকারে পাঠাভ্যাসে নিরত থাকেন।

এই সময়ে একদিন একটী অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে শঙ্কর একদিন ভিক্ষার্থ গমন করেন। ব্রাহ্মণী,গৃহে কিছু না থাকায় তাঁহাকে একটী আমলকী ফল দিলেন এবং নিজ দারুণ দুরবস্থার কথা বলিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণীর দুঃখ দেখিয়া শঙ্কর বিচলিত হইলেন। তিনি তাঁহার জন্য লক্ষ্মীদেবীর নিকট মনে মনে ধন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, এবং ব্রাহ্মণীকে আশ্বাস দিয়া গুরুগৃহে প্রত্যাগত হইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই রাত্রেই দৈবানুগ্রহে ব্রাহ্মণীর বিপুল ধনরত্ন লাভ হইল।† তিনি বুঝিলেন—ইহা নিশ্চয় সেই ব্রাহ্মণকুমারের আশ্বাসবাণীর

---

*এই সময় নিরূপণ আমিই করিয়াছি। ইহার প্রধান প্রধান প্রমাণ পরে প্রদত্ত হইয়াছে। মদীয় 'শঙ্করাচার্য্য' নামক পৃথক পুস্তকে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আনন্দগিরির মতে শঙ্করের পিতা তপস্যার্থ বনে গমন করেন, পরে চিদম্বরে একদিন ভগবান তাঁহার মাতার মুখ-মধ্য দিয়া গর্ভমধ্যে সর্ব্বসমক্ষে প্রবেশ করেন।

† মাধবের মতে স্বর্ণ আমলকী বৃষ্টি হইয়াছিল।

ফল। ব্রাহ্মণী তদবধি লোকসমাজে অকপট ভাবে এই কথা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও শ্রুতিধর ছিলেন বলিয়া, শঙ্করের দুই বৎসরেই যাবতীয় শাস্ত্রাধ্যয়ন শেষ হইয়া গেল, সুতরাং তিনি গুরু আদেশে গৃহে ফিরিলেন এবং মাতৃসেবায় মনোনিবেশ করিলেন।

বাটী আসিবার কিছু দিন পরেই আর একটী অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। এ সময়ে বর্ত্তমান 'আলোয়াই' নদী অপেক্ষাকৃত দূরে প্রবাহিত হইত। শঙ্কর-জননী বৃদ্ধা হইলেও নিত্য তাহাতেই স্নান করিতেন। একদিন স্নান করিয়া গৃহে ফিরিতে তাঁহার বড় বিলম্ব হইয়া যায়। মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে তিনি পথিমধ্যে অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়েন, এবং পুত্রের জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে ক্রমে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হন। এদিকে শঙ্কর, মাতার অসম্ভব বিলম্ব দেখিয়া তাঁহার অনুসন্ধানে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। নদীর পথে কিয়দ্দূর আসিয়া তিনি মাতার এই দশা দেখিলেন এবং অতি যত্নে তাঁহার মূর্চ্ছা অপনোদন করিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'আহা! ভগবান যদি কৃপা করিয়া নদীটীকে গৃহের নিকট আনিয়া দেন, তাহা হইলে মাতার আর কষ্ট হয় না। সর্ব্বশক্তিমান ভগবানে ত সবই সম্ভব, তিনি ইচ্ছা করিলে কি না হইতে পারে?' এই ভাবিয়া তিনি ভগবানের নিকট প্রকাশ্যভাবে বালকের মত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ভগবান, এরূপ 'অসম্ভব-প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন কি না' সে বিষয়ে শঙ্করের মনে সন্দেহের লেশ মাত্র নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, অতি সত্বরেই নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হইল—নদী তাঁহার গৃহের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইল।

বালক শঙ্করের অসামান্য প্রতিভা দর্শনে ক্রমে দেশের রাজা পর্য্যন্ত তাঁহার অনুরাগী হইয়া পড়েন। একদা রাজা তাঁহাকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া

পাঠান, কিন্তু আচার্য্য বিনীতভাবে তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। পরন্তু ইহাতে রাজার আগ্রহ আরও বৃদ্ধি হইল। তিনি স্বয়ংই আচার্য্যের আবাসে আসিয়া উপস্থিত হন। শঙ্করের পাণ্ডিত্য দেখিয়া তিনি যার-পর-নাই প্রীত হইলেন এবং বহু ধনরত্ন-দানে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আচার্য্য কিন্তু উহা লইতে সম্মত হইলেন না, পরন্তু দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিতে বলি-লেন। ফলে, শঙ্করের প্রতি রাজা আরও অধিক শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পড়িলেন। এদিকে রাজার অনুগ্রহ ও অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়া শঙ্করকে কতক-গুলি লোক যেমন ভাল বাসিতে লাগিল, অপরদিকে তেমন কতকগুলি ব্যক্তি তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। তাহার উপর আবার তিনি অর্থ-বোধ-হীন দাম্ভিক বৈদিক পণ্ডিতগণের আচরণের প্রায়ই তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। অজ্ঞানীর গোঁড়ামী ও একগুঁয়েমী তিনি একটুও সহ্য করিতে পারিতেন না। অথচ এই শ্রেণীরই পণ্ডিত অধিক—ইহাদেরই প্রভুত্ব সর্ব্বত্র। ফলে, এজন্য আচার্য্যের শত্রুসংখ্যাও দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

একদিন দধীচি, ত্রিতল, উপমন্যু, গৌতম, অগস্ত্য নামধেয় ঋষিকল্প কয়েকজন ব্রাহ্মণ, শঙ্করের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহারা তাঁহার প্রতিভা-দর্শনে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পড়েন এবং তাঁহার মাতার নিকট তাঁহার জন্মপত্রিকা দর্শনে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। জননী সাগ্রহে তাঁহা-দিগকে পুত্রের কোষ্ঠী বাহির করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণগণ কোষ্ঠী বিচার করিয়া যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদে অভিভূত হইলেন। এক দিকে শঙ্করের অলোক-সামান্য চরিত্র ও বিদ্যাবুদ্ধি, অপরদিকে তাঁহার অল্পায়ু দেখিয়া তাঁহারা কেহই কিছু বলেন না, সকলেই নির্ব্বাক্। ইহা দেখিয়া শঙ্কর-জননী শঙ্কিতা হইলেন। তিনি পুনঃপুনঃ পুত্রের ভবিষ্যৎ বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। শঙ্কর-জননী বারংবার প্রশ্ন করায় ব্রাহ্মণগণ

সত্যগোপন করিতে পারিলেন না। তাঁহারা আচার্য্যের দেবকল্প ভবিষ্যৎ বর্ণনা করিয়া জননীর সেই হৃদয় বিদারক সংবাদ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন।

ব্রাহ্মণগণ বিদায় গ্রহণ করিলে শঙ্কর, জননীর শোকাপনোদনার্থ বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু মনে মনে তিনি অন্য চিন্তায় আকুল। নিজমোক্ষার্থই হউক, বা পরহিতার্থই হউক, অথবা বিধাতার বিচিত্র বিধানেই হউক, আচার্য্য-হৃদয়ে সন্ন্যাসের বাসনা বলবতী হইল। মাতা সান্ত্বনালাভ করিলে, পরে, ক্রমে ক্রমে তিনি মাতার নিকট নিজ সন্ন্যাস-গ্রহণের প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধবয়সে, বৈধব্যদশায় কত তপস্যার ধন একমাত্র সন্তানকে সন্ন্যাসে অনুমতি দান, মাতার পক্ষে কিরূপ মর্ম্মবিদারক তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি প্রথমতঃ শঙ্করের কথায় বড় কর্ণপাত করিতেন না, কিন্তু পুনঃপুনঃ অনুরোধে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি একেবারে স্পষ্টভাবেই অনুমতি দিতে অস্বীকৃত হইলেন। শঙ্কর, জননীর এতাদৃশ দৃঢ়তা দেখিয়া বড়ই চিন্তিত হইলেন। সন্ন্যাসের জন্য দিন দিন তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইতে লাগিল। তিনি কখন ভাবিতেন—'যদি কোন কৌশল করিয়াও মাতার অনুমতি পাওয়া যায়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যদি আত্ম-পর সকলেরই কল্যাণসাধন করিতে পারি, তাহা হইলে অজ্ঞানতা-নিবন্ধন জননীর উপস্থিত দুঃখ কি, তুলনায় তুচ্ছ নহে? অবশ্য যদি বিধাতার বিচারে আমি অল্পায়ু না হইতাম, তাহা হইলে কোন কৌশলেরই বা প্রয়োজন কি?—মাতার স্বর্গারোহণের পর সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে চলিতে পারিত'। আবার কখন ভাবিতেন,—'না, একে কৌশল-অবলম্বনই উচিত নহে, তাহাতে আবার জননীর নিকট কৌশল অবলম্বন পুত্রের একেবারেই অনুচিত। যদি বিধাতার ইচ্ছা হয় তাহা হইলে যেমন করিয়াই

হউক তাহা আপনি ঘটিবে—নিশ্চয়ই এমন সুযোগ ঘটিবে, যাহাতে জননী স্বয়ংই সন্ন্যাসে অনুমতি দিবেন'। এইরূপ নানা চিন্তায় শঙ্কর কাল কাটাইতে লাগিলেন, কখন জননীকে নিজের অল্পায়ুর কথা বলিয়া কখনও বা জ্ঞানগর্ভ বচন দ্বারা তাঁহাকে বুঝাইতেন, কিন্তু জননী কিছুতেই সম্মত হইতেন না।

কিছুদিন পরে একদিন, কি-এক কার্য্য উপলক্ষে শঙ্কর বাটীর সম্মুখস্থ নদী পারে গমন করেন, এবং প্রত্যাবর্ত্তন কালে এক কুম্ভীর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। তিনি "কুম্ভীরে আক্রমণ করিয়াছে" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে জননীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা জননী সন্তানের কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি নদীতীরে আসিলেন। আসিয়া দেখেন, প্রাণপ্রতিম শঙ্কর কুম্ভীরাক্রান্ত হইয়া ব্যাকুল হইয়াছেন! শঙ্কর, জননীকে দেখিয়া তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বৃদ্ধা জননী জল-মধ্যে যাইয়া সাহায্য করিতে অক্ষম হইলেন। জননীর ক্রন্দনে ক্রমে লোকের জনতা হইল,কিন্তু কেহই জলে নামিতে সাহস করিল না। তখন শঙ্কর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী স্থির করিয়া বলিতে লাগিলেন "মা সেই জ্যোতিষিগণ যে অষ্টম বৎসরে আমার জীবনসংশয়ের কথা বলিয়াছিল তাহা আজ ফলিল,আপনি ত কিছুতেই আমায় সন্ন্যাসে অনুমতি দিলেন না, এখন কুম্ভীরের মুখে আমার জীবনান্ত হইল। এখনও যদি অনুমতি দেন ত অন্ত্য-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দেহত্যাগ ঘটে।* শাস্ত্রে আছে, "মৃত্যুর পূর্ব্বে মুমূর্ষু দশাতেও সন্ন্যাস লইয়া

* মাধবের মতে বোধহয়, যেন এ কুম্ভীরে-ধরাটা শঙ্করের একটী কৌশল, অথচ এ ঘটনা সত্য। ইহাকে অনুকরণ করিয়া আবার কেহ বলেন ইহা শঙ্করকৃত মায়াকুম্ভীর কিন্তু 'শঙ্কর বিলাসে' ইহা সত্য বলিয়াই বর্ণিত। শঙ্করস্পর্শে কুম্ভীর,গন্ধর্ব্বদেহ ধারণ করিয়া সর্ব্বসমক্ষে স্বর্গে গমন করে। যাহা হউক অদ্যাবধি সে-দেশের লোকেও ইহা সত্য ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করে।

জীবনত্যাগ করিতে পারিলে, জীবের ভাগ্যে মুক্তি ঘটিতে পারে। অসন্ন্যাসীর মুক্তি নাই"। শঙ্করের এই কথা শুনিয়া জননীর শোক শতধা বৰ্দ্ধিত হইল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে জীবিতোপম পুত্রকে সন্ন্যাসগ্রহণে অনুমতি দিলেন ও মূৰ্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। মাতার অনুমতি পাইয়া শঙ্কর মনে মনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, কুম্ভীর তাঁহাকে কিয়দ্দূর টানিয়া লইয়া গিয়া হঠাৎ পরিত্যাগ করিল! তিনি আপনাকে গ্রাহমুক্ত দেখিয়া ত্বরাপূৰ্ব্বক তীরাভিমুখে আসিতে লাগিলেন। এই সময় তীরস্থ জনসমূহ সকলেই শঙ্করকে সাহায্য করিবার জন্য ব্যস্ত। তাহারা বালক শঙ্করকে কোলে করিয়া তীরে লইয়া গেল। শঙ্কর দেখিলেন, কুম্ভীর তাঁহাকে গুরুতরভাবে দংশন করিতে পারে নাই। অনন্তর তিনি জনতামধ্যে জননীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু জননীকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। ক্ষণপরে দেখেন, জননী জনতামধ্যে একস্থানে ধূলায় লুণ্ঠিত, নিস্পন্দ ও সংজ্ঞাহীন। তাঁহার আর সে কাতর ক্রন্দন নাই, সে হা-হুতাশ ও শির-তাড়না নাই। শঙ্কর তাড়াতাড়ি মাতার সংজ্ঞাসাধন করিলেন এবং গৃহে আনিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। মাতা পুত্রমুখ দেখিয়া বিস্ময়ে বিহ্বল হইলেন। তিনি পুত্রকে বক্ষে ধারণ পূৰ্ব্বক মুখ-চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং মুহুর্মুহু মূৰ্চ্ছিতপ্রায় হইতে থাকিলেন। প্রতিবেশিগণ আজ সকলেই শঙ্কর-ভবনে উপস্থিত; তাহারা কেহ শঙ্করের, কেহ শঙ্কর-মাতার সুস্থতা বিধানের জন্য লালায়িত। কেহ বা ভগবানকে ধন্যবাদ, কেহ বা শঙ্করের জনক-জননীর ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল।

সন্ন্যাসীর গৃহবাস নিষিদ্ধ। সত্যনিষ্ঠের পক্ষে সঙ্কল্পত্যাগ অতি গর্হিত ব্যাপার। সুতরাং সন্ধ্যার প্রাক্কালেই শঙ্কর, মাতার নিকট গৃহত্যাগের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সে কথা শুনে কে? এদিকে শঙ্করই বা

গৃহে রাত্রিযাপন করেন কি করিয়া? এজন্য তিনি জননীকে বহু মিনতি করিয়া নানারূপে বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি জ্ঞাতিগণকে আহ্বান করিয়া বৃদ্ধামাতার সেবার জন্য সমুদায় পৈতৃক সম্পত্তি তাঁহাদিগকে অর্পণ করিলেন। জ্ঞাতিগণও সম্পত্তিলোভে শঙ্কর-জননীকে বিস্তর বুঝাইলেন; কিন্তু তিনি বুঝিয়াও বুঝিতে পারিলেন না। শঙ্করকে বক্ষে ধারণ করিয়া পাগলিনীর মত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। স্নেহময়ী জননীর হাত ছাড়াইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল ত্যাগ করা মাতৃভক্ত পুত্রের পক্ষে অসম্ভব। যাঁহার ক্রোড় হইতে পুত্রকে বিচ্ছিন্ন করিতে সময়-সময় শমনও শঙ্কিত হন, আজ শঙ্করের সন্ন্যাস-ইচ্ছা সে কার্য্য সম্পন্ন করিতে সহজে পারিবে কেন? তিনি "ন যযৌ ন তস্থৌ" হইয়া রহিলেন। তাঁহার সান্ত্বনা বাক্য জননীর অশ্রুনীরে কোথায় ভাসিয়া গেল। 'মৃত্যুকালে পুত্রের অদর্শন'—'পুত্রসত্ত্বে জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক সংকার' এই চিন্তা এইবার জননীর অন্তরে মর্ম্মান্তিক দুঃখ দিতে লাগিল। শঙ্কর, জননীর এদুঃখ নিবারণ করিতে অসমর্থ হইলেন—তাঁহার এ সমস্যার মীমাংসা করিতে তিনি অক্ষম হইলেন। তিনি ভাবিলেন 'জননীকে এতাদৃশ দুঃখ সাগরে নিমগ্ন করিয়া আর আমার সন্ন্যাসে কাজ নাই।' কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধ বিচিত্র। ক্ষণপরেই মনে হইল যে, যদি সন্ন্যাসের কিঞ্চিৎ নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াও মৃত্যুকালে মাতৃসকাশে উপস্থিত হই, যদি জ্ঞাতিগণের পরিবর্ত্তে স্বয়ংই মাতার সংকার করি, এবং যাহা জীব-মাত্রেরই বাঞ্ছনীয়—মাতাকে যদি অন্তিমকালে সেই বিপদবারণ ভগবানের দর্শন লাভ করাইতে পারি, তাহা হইলে তিনি হয়ত অনুমতি দিতে পারিবেন। আশ্চর্য্যের বিষয় শঙ্কর একবারও ভাবিতেছেন না—যে এ-সব তাঁহার পক্ষে সম্ভব কি না? এ সব তিনি করিতে পারিবেন কি না? তিনি কিন্তু দৃঢ়ভাবে ঐ তিনটী

প্রতিজ্ঞাই করিলেন, এবং কাতরভাবে পুনঃ পুনঃ সন্ন্যাসের অনুমতি ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে শঙ্কর-জননীও ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইতে লাগিলেন এবং পুত্রের আগ্রহাতিশয্য বুঝিতে পারিলেন। তিনি পুত্রের প্রতিজ্ঞাবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া অগত্যা তাঁহাকে ভগবচ্চরণে বিসর্জ্জন করিলেন, এবং সন্ন্যাসের অনুমতি দিলেন। ঘাতের যেমন প্রতিঘাত আছে, তদ্রূপ নিতান্ত মায়ামুগ্ধের স্থায় আচরণ করিবার পর, জননীর হৃদয়ে বিবেক ও ভগবদ্‌ভক্তির উৎস ছুটিল। ঘাতের বেগ যত প্রবল হয়, প্রতিঘাতের বেগও তত প্রবল হইয়া থাকে। যে মুহূর্ত্তে পুত্রকে ভগবৎ চরণে বিসর্জ্জন করিবার সঙ্কল্প উদয় হইল, ঠিক তাহার পর মুহূর্ত্ত হইতেই তিনি পুত্রের অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কখনও বা প্রাণ ভরিয়া পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন, কখনও বা বলিতে লাগিলেন, "যাও বৎস, তুমি এখনই যাও, আমি আর তোমায় বাধা দিব না! তুমি এখনই যাও, যাও—তুমি তোমার মহদুদ্দেশ্য সিদ্ধকর।"

বাটীর পার্শ্বেই শঙ্করের কুলদেবতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মন্দির। তিনি মাতার নিকট বিদায় লইয়া প্রথমেই ভগবদ্দর্শনে গমন করিলেন। পশ্চাতে পাগলিনীপ্রায় স্নেহময়ী জননী ও বহু জ্ঞাতিবর্গ। তথায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয় ভক্তি ভাবে আপ্লুত হইল। তিনি শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে পতিত হইয়া করযোড়ে স্তব করিতে লাগিলেন। দেশীয় প্রথানুসারে একার্য্য তিনি নিত্যই করিতেন কিন্তু আজ তাঁহার হৃদয়ে অন্যভাব। তাঁহার ভাব দেখি অর্চ্চকগণ আজ অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা সকলেই শঙ্করকে অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর শঙ্কর ক্ষণ-কালের জন্য মন্দিরের দিকে দৃষ্টি করিলেন। দেখিলেন—নদীর গতি

পরিবর্ত্তিত হওয়ায় মন্দির ভগ্নোন্মুখ। তিনি তখন ভাবিলেন "শ্রীবিগ্রহকে যদি অচিরে নিরাপদ স্থানে রক্ষা না করা হয় তাহা হইলে হয়ত কোন্ দিন তিনি জলশায়ী হইবেন।" এই ভাবিয়া শঙ্কর স্বহস্তে অতি যত্ন-পূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহকে লইয়া মন্দির প্রাঙ্গনের দূরবর্ত্তী কোন কক্ষ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, এবং জ্ঞাতিবর্গকে তথায় তাঁহার একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অনন্তর শঙ্কর, জননী ও জ্ঞাতিবর্গকে অভিবাদন পূর্ব্বক গ্রাম ত্যাগ করিলেন এবং উত্তরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। নর্ম্মদাতীরস্থ মহাযোগী গুরু-গোবিন্দ-পাদের শরণ গ্রহণ করিবেন—ইহাই শঙ্করের মনোগত ভাব। ব্যাকরণ শাস্ত্র পাঠকালে যখন পতঞ্জলি মহাভাষ্য অধ্যয়ন করেন, তখন গুরুমুখে শুনিয়াছিলেন, স্বয়ং পতঞ্জলিদেব, কত সহস্র বৎসর অতীত হইতে চলিল, অদ্যাবধি যোগবলে 'গোবিন্দযোগী' নামে নর্ম্মদাতীরে সমাধিস্থ হইয়া রহিয়াছেন। তদবধি শঙ্করের ইচ্ছা—'আহা যদি একবার এমন মহাযোগীর দর্শন পাই!' তাই বোধ হয় আজ গৃহ-ত্যাগ করিয়া শঙ্কর সেই গোবিন্দপাদের উদ্দেশ্যে চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া তিনি পথিমধ্যে একস্থানে শুভ্রবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া গৈরিক বস্ত্র ও দণ্ড গ্রহণ করিলেন। কালাডি হইতে পুণ্য-সলিলা নর্ম্মদা বড় অল্প দূর নহে। পদব্রজে প্রায় মাসাধিক কাল লাগে। যাহা-হউক অষ্টমবর্ষীয় বালক শঙ্কর আজ অনন্যমনে, কত অপরিচিত স্থান, কত অভূতপূর্ব্ব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া গুরু-পাদপদ্মোদ্দেশ্যে প্রধাবিত। কত তীর্থ, কত জনপদ দেখিলেন, কত পণ্ডিত, কত সাধু মহাত্মার কথা শুনিলেন, কিন্তু শঙ্করের লক্ষ্য—সেই গুরু গোবিন্দপাদের পদপ্রান্তে।*

*আমি নর্ম্মদাতীরে অনেক অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিয়াছি যে, এই গুহা সম্ভবতঃ ওঙ্কারনাথের পাদদেশস্থ একটী প্রচীন গুহা। মতান্তরে বরদারাজ্যে চান্দোড়ের নিকট শূলপাণি পর্ব্বতে এই গুহা অবস্থিত।

ক্রমে শঙ্কর পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে যথাসময়ে গুরু-সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুরুদেব কিন্তু কতকাল ধরিয়া এক ক্ষুদ্রদ্বার-বিশিষ্ট গুহামধ্যে সমাধিস্থ। শঙ্কর, গুহা-প্রদেশ তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন, এবং গুরুদেবের উদ্দেশ্যে স্তব করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে গোবিন্দপাদের সমাধি ভঙ্গ হইল। কতদিনের পর সমাধি ভঙ্গ হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। গুহাদ্বারে কতকগুলি ত্যাগী ব্যক্তি বহুদিন ধরিয়া এই সমাধি-ভঙ্গের আশায় বসিয়া ছিলেন, তাঁহারা আজ চমকিত হইলেন। গোবিন্দ-পাদ ধীরে ধীরে শঙ্করের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শঙ্কর তখন সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক ধীরে ধীরে অতি জ্ঞানগর্ভবচনে আত্মপরিচয় দিতে লাগি-লেন। শঙ্করের কথায় গোবিন্দপাদ বুঝিলেন, 'ইনি সামান্য মানব নহেন, ইঁহাকে শিখাইবার কিছুই অবশিষ্ট নাই—আছে কেবল সমাধি-সম্পাদিত অপরোক্ষানুভূতি। ইনি শব্দব্রহ্ম অতিক্রম করিয়াছেন, বাকি কেবল পরব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার।' অনন্তর গুরুভক্তি পরীক্ষার জন্যই হউক, অথবা শিষ্যকে সর্ব্ববিধ মৎসরপরি-শূন্য করিয়া উপদেশের উপযুক্ত করিবার জন্যই হউক, অথবা লোক-শিক্ষার্থ ই হউক, গোবিন্দপাদ গুহাদ্বারে নিজ পাদদ্বয় বিস্তৃত করিয়া দিলেন; শঙ্করও সুযোগ বুঝিয়া গুরুপাদপদ্ম বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক অশ্রুজলে সেই চরণ-কমলের পূজা করিলেন। গোবিন্দপাদ এইবার শিষ্যের হৃদয় সম্যক্-রূপে বুঝিলেন, তাঁহার যে সামান্য সংশয় ছিল, তাহাও ঘুচিয়া গেল। তিনি বুঝিলেন, ইনিই সেই শঙ্কর যাঁহার জন্য তিনি এতদিন মর্ত্ত্যধামে রহিয়াছেন। অতঃপর তিনি ক্রমে ক্রমে শঙ্করকে সমুদায় কথাই উপদেশ করিতে লাগিলেন। শঙ্করও তথায় কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া গুরুর উপদেশানুসারে অভ্যাস করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরেই বর্ষাকাল আসিল। এই সময় একবার পাঁচদিন ধরিয়া খুব বারিবর্ষণ হইল। বর্ষার পর নর্ম্মদার জল অত্যন্ত বাড়িয়া

গেল। জলস্রোত তীরবাসী লোক সমূহের গৃহাদি ভাসাইয়া দিল ও ক্রমে গোবিন্দপাদের গুহামধ্যে প্রবেশের উপক্রম করিল। গোবিন্দপাদ তখন কিন্তু সমাধিস্থ। শঙ্কর দেখিলেন, জলস্রোতে গুরুদেবের সমাধির বিঘ্ন হইতে পারে। তিনি তাড়াতাড়ি একটী কুম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া স্রোতের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। আশ্চর্য্য ব্যাপার, সমুদায় জলস্রোত যেন কুম্ভ মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল, গোবিন্দপাদের গুহামধ্যে একবিন্দুও প্রবেশ করিল না। সমাধি হইতে উত্থিত হইয়া গোবিন্দপাদ সকলের মুখে এই কথা শুনিলেন, এবং 'শঙ্করের যোগ সিদ্ধি হইয়াছে' বুঝিতে পারিলেন।

অনন্তর শরদাগমে আকাশ নির্ম্মল হইল। গোবিন্দপাদ একদিন শঙ্করকে আপন সমীপে আহ্বান করিলেন। শঙ্কর বিনীতভাবে করজোড়ে গুরুদেবের পদপ্রান্তে আসিয়া নতশিরে দণ্ডায়মান হইলেন। গোবিন্দ-পাদ প্রিয়শিষ্যকে সস্নেহে তাঁহার মস্তক চুম্বন করিয়া বসিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর তিনি আচার্য্যকে সেই গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত জ্ঞান ও যোগমার্গের চরম উপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহাকে পরমহংসপরিব্রাজকগণের আচার অবলম্বন পূর্ব্বক লোক-হিতকরকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে অনুমতি করিলেন।

প্রিয়শিষ্য-শঙ্করকে উপদেশ দিয়া গোবিন্দপাদের তৃপ্তি হইতে ছিল না। তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"দেখ বৎস! তুমি সর্ব্বাগ্রে কাশীনগরীতে যাও। সেখানে যাইয়া মহামুনি ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন কর। তুমি এই ভাষ্য প্রণয়ন করিলে জগতে পুনরায় সেই বৈদিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে। একার্য্যে, বৎস! একমাত্র তুমিই উপযুক্ত। সুতরাং যাও, কাশীধামে যাও, সেখানে যাইয়া বিশ্বে-শ্বরের প্রসাদে তুমি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা কর এবং জগতের পরম কল্যাণসাধনে দৃঢ়ব্রত হও। দেখ, বৎস! একার্য্য করিতে 'তোমায়'

কেন বলিতেছি, তাহা শুন—“কোন সময় হিমালয়ে এক যজ্ঞ হইতেছিল, অত্রি মুনি সেই যজ্ঞে ঋত্বিক ছিলেন। সেই সময়ে একদিন স্বশরীরে চতুর্যুগ অমর ব্যাসদেব নিজ ব্রহ্মসূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের কৌতূহল চরিতার্থ করিতেছিলেন। আমি ব্যাসের অর্থ শুনিয়া বুঝিলাম, নানা লোকে ব্রহ্মসূত্রের নানা অর্থ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার কোনটীই ব্যাসের সম্পূর্ণ অভিমত নহে। অধিকন্তু ইহার ফলে প্রকারান্তরে অধর্ম্মই প্রশ্রয় পাইতেছে। ব্যাখ্যাশেষে আমি তাঁহাকে লোকহিতার্থ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি কিন্তু ইহার উত্তরে কৈলাসের এক ইতিকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।—‘কোন সময়ে দেবগণ বৈদিক ধর্ম্মের এই দুরবস্থা পূর্ব্ব হইতেই অনুমান করিয়া, একদিন শঙ্কর-সভায় ইহার প্রতীকার প্রস্তাব করেন। শঙ্কর বলিলেন, একার্য্য বড় সাধারণ নহে, যিনি একটী কুম্ভ মধ্যে সহস্রধারা নদীর স্রোত-সংহারের ন্যায় সমুদায় বিরুদ্ধ ধর্ম্মমত আমার ব্রহ্মসূত্র অবলম্বনে এক উচ্চতম মতের অন্তর্গত করিতে পারিবেন, একার্য্য তাঁহারই দ্বারা সাধিত হইবে। ইহাতে দেবগণ তাঁহাকেই এই কার্য্য করিতে অনুরোধ করেন এবং অবশেষে তিনিও ইহাতে স্বীকৃত হয়েন। এই পূর্ব্বকথা কহিয়া ব্যাসদেব আরও বলিলেন, ভগবান্ শঙ্কর আমারই শিষ্য হইয়া আমাকে যশস্বী করিবেন।’ শঙ্কর! আমি দেখিতেছি তুমিই সেই লোকশঙ্কর, শঙ্কর। তুমিই একটী কুম্ভ মধ্যে ঐ সহস্রধারা নর্ম্মদার জলপ্রবাহ আবদ্ধ করিয়াছিলে এবং তোমার জানিবার বাকী কিছুই নাই। যাও, বৎস! বিশ্বপতির কাশীধামে যাও, তথায় যাইয়া সহস্রধারা নর্ম্মদাকে যেমন তুমি এক কুম্ভ মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছিলে সেইরূপ সহস্রধার ধর্ম্ম-মতস্রোতকে সেই ব্যাসের ব্রহ্মসূত্রের অন্তর্গত কর এবং তাহারই অর্থ প্রচার করিয়া ধর্ম্ম-সংস্থাপন কর। সন্ন্যাসীর, সিদ্ধিলাভের পর, পরোপকার অপেক্ষা

আর উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম কিছুই নাই। অথবা যাও বৎস! বিশ্বেশ্বরই অতঃপর তোমার কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশ করিবেন।”

গুরুর নিকট বিদায় লইয়া শঙ্কর আজ বারাণসী অভিমুখে প্রস্থিত। গোবিন্দপাদও স্বকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে বুঝিয়া সমাধিযোগে পরমপদে প্রস্থান করিলেন। শঙ্কর ক্রমে কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি প্রথমতঃ যথাবিধি গঙ্গাস্নান ও বিশ্বেশ্বরের পূজা, ধ্যান ও শাস্ত্রালোচনায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এইসময়ে ‘পদ্মপাদ’ প্রভৃতি একে একে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। গুরু গোবিন্দপাদের আদেশমত আচার্য্যও শিষ্যগণকে মনোযোগ সহকারে বেদান্ত শিক্ষা দেন। এই শিক্ষা দান উপলক্ষে তিনি, ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের একটা খসড়া মনে মনে প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন এবং তাহাই শিষ্যগণকে পড়াইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার যশ বিস্তৃত হইতে লাগিল। কাশীবাসী অনেকে নিত্য তাঁহার উপদেশ শুনিবার জন্য ব্যগ্রতাসহকারে অপরাহ্নে তাঁহার সমীপে আগমন করিত। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে একদিন জগন্মাতা অন্নপূর্ণা তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইলেন। শঙ্কর এসময় সর্ব্ববিধ শক্তির সত্ত্বা অস্বীকার করিতেন, “জগদ্ব্যাপার শক্তিশূন্য ব্রহ্মেরই দ্বারা সম্পাদিত” ইত্যাকার মতের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি তখন মায়া পর্য্যন্ত স্বীকারও করিতেন না *। জগন্মাতা দর্শনদান করিয়া আচার্য্যকে আজ এবিষয়ে সাবধান করিয়া দিলেন।

সে উপাখ্যানটী এই,—একদিন আচার্য্য মণিকর্ণিকাতে স্নানার্থ যাইতেছেন, পথিমধ্যে দেখিলেন একটী যুবতী নারী, মৃত স্বামীর মস্তক কোলে রাখিয়া মৃতদেহ দ্বারা পথ জুড়িয়া বসিয়া আছে এবং কাঁদিতে কাঁদিতে সংকারার্থ সাহায্য ভিক্ষা করিতেছে। তিনি বহুক্ষণ অপেক্ষা

* এসময় সম্ভবতঃ শঙ্কর বিষ্ণুস্বামী বা দ্রাবিড়াচার্য্যের মতানুবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছিলেন।

করিয়া অবশেষে মৃতদেহটাকে পথের একপার্শ্বে রক্ষা করিবার জন্য যুবতীকে অনুরোধ করিলেন। যুবতী তাহাতে বলিলেন, "কেন মহাত্মন্ শবকেই কেন এজন্য বলা হউক না"। আচার্য্য বলিলেন, "অরে বুদ্ধিহীনা শবে কি শক্তি আছে যে সে সরিবে?" যুবতী তখন বলিলেন, "কেন? আপনার মতে শক্তিহীনেরও ত কর্ত্তৃত্ব দেখা যায়।" যুবতীর কথা শুনিয়া শঙ্কর স্তম্ভিত হইয়া যেমন ভাবিতে লাগিলেন, অমনি জগন্মাতাও সে লীলা সংবরণ পূর্ব্বক অদৃশ্য হইলেন। ক্ষণপরেই সেই শব ও যুবতীর দিকে আচার্য্যের দৃষ্টি পতিত হইল; কিন্তু তখন, সে শবও নাই সে যুবতীও নাই। এই দৈবীলীলা বুঝিতে শঙ্করের বড় বিলম্ব হইল না। তদবধি তাঁহার ভক্তিস্রোত দিন দিন যেন বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল, তিনি দিবানিশি ভগবতীর লীলাচিন্তায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন *। ওদিকে যেমন মাতা প্রসন্না হইলে পিতা প্রসন্ন হইতে বিলম্ব হয় না, তদ্রূপ মাতা অন্নপূর্ণার পর ভগবান বিশ্বেশ্বরও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। আচার্য্য পূর্ণ জ্ঞানে জ্ঞানবান হইলেও ব্যবহারে তাঁহার সর্ব্বভূতে সমদর্শন অভ্যস্ত হয় নাই। তিনি আজন্ম-অভ্যস্ত জন্মভূমির অতিকঠোর নিয়ম তখনও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। কেরল দেশে চণ্ডালাদি নীচ জাতিকে অত্যন্ত অস্পৃশ্য জ্ঞান করা হয়। ব্রাহ্মণগণ এই নীচ জাতি হইতে শত হস্ত দূরে অবস্থান করেন। অদ্যাবধি চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ জাতি পথিমধ্যে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ দেখিলে শত হস্ত দূরে অবস্থান করে, এবং যাইবার কালে পথ ছাড়িয়া দেয়।

আচার্য্য শঙ্করের সেই আজন্মঅভ্যস্ত সংস্কার এখনও দূর হয় নাই। তিনি চণ্ডালাদি নীচ জাতিকে তখনও অস্পৃশ্য জ্ঞান করিতেন। ভগবান

* এই ঘটনাটি প্রবাদলব্ধ—কোন গ্রন্থে নাই। একটী প্রসিদ্ধ রামানুজী পণ্ডিতের মুখে আমি ইহা প্রথম শুনি। শঙ্কর সম্প্রদায় ইহা স্বীকার করেন না।

দেখিলেন, আচার্য্যের এ দোষ থাকিতে কিছুই হইবে না। একদিন তিনি যখন স্নানার্থ মণিকর্ণিকায় গমন করিতেছেন, ঠিক সেই সময় বিশ্বনাথ এক চণ্ডালের বেশধারণ পূর্ব্বক চারিটী কুক্কুর লইয়া মণিকর্ণিকার ঘাটের পথ জুড়িয়া বিপরীত দিকে আসিতেছিলেন। আচার্য্য চণ্ডালকে দেখিয়া পথ প্রার্থনা করিলেন। চণ্ডাল সে কথায় কর্ণপাত করিল না। সে আরও আচার্য্যের দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিল। আচার্য্য তাহাকে পথ দিতে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। চণ্ডাল তখন আত্মার নিষ্ক্রিয়তার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অতি সুযুক্তিপূর্ণ বাক্যদ্বারা আচার্য্যকে বিদ্রূপ করিয়া উঠিল। চণ্ডালের মুখে বেদান্তের কথা শুনিয়া তিনি অবাক্ হইয়াগেলেন। তিনি নিজদোষ বুঝিতে পারিলেন, এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক চণ্ডালকে গুরু বলিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন। আচার্য্যের নিরহঙ্কার ভাব দর্শন করিয়া ভগবান পরম প্রীত হইলেন। তিনি চণ্ডালবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক আচার্য্যকে নিজস্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। আচার্য্য ভগবানের সেই অমিয়মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ক্ষণকাল বাহজ্ঞানশূন্য হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার হৃদয়গ্রন্থি বিনষ্ট হইল, সর্ব্ববিধ বাসনা বিদূরিত হইল, তাঁহার মনে জ্ঞানের নির্ম্মল জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইল—জীবনের চরম সার্থকতা লাভ হইল। তিনি বাষ্পাকুলিত লোচনে ভক্তি-গদগদ-কণ্ঠে ভগবান ভবানিপতির স্তব ও পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বিশ্বপতি বিশেশ্বর, আচার্য্যকে গোবিন্দপাদের বাক্য স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং যাহাতে তাঁহার সে কার্য্য সিদ্ধ হয়, তজ্জন্য আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। শিষ্যগণ, চণ্ডালের সহসা অদর্শন ও আচার্য্যের এই প্রকার ভাবান্তর-দর্শনে সকলেই চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় নিষ্পন্দভাবে দণ্ডায়মান ছিল। তাহারা ভিতরের ব্যাপার কিছুই

বুঝিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে আচার্য্য বাহ্যজ্ঞান লাভ করিলেন। এবং শিষ্য-বৃন্দসহ গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। স্নানাহ্নিক নিত্যকর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক তিনি ভাষ্য লিপিবদ্ধ করিবার জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং তজ্জন্য বদরিকাশ্রমে যাইতে সংকল্প করিলেন।

বদরিকাশ্রমে আসিয়া শঙ্কর তত্রস্থ ব্রহ্মর্ষিকল্প মহাত্মগণের সহিত শাস্ত্রার্থ বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সমাধি-যোগে সমুদয় তত্ত্ব পুনঃপুনঃ প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে তিনি অনতি বিলম্বে ব্রহ্মসূত্রের এক অদ্বিতীয় ভাষ্য প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইলেন। এই সময় তাঁহার বয়স দ্বাদশ বৎসর। ইহার পর তিনি শিষ্যগণকে উক্ত ভাষ্য পড়াইতে লাগিলেন এবং অবকাশমত একে একে প্রধান দশ উপনিষৎ, গীতা, সনৎসুজাতীয়, ও নৃসিংহ-তাপনীয় প্রভৃতি গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিলেন। *

আচার্য্যের যতগুলি শিষ্য ছিলেন তন্মধ্যে সনন্দন প্রথম। তিনি অন্যান্য শিষ্য অপেক্ষা আচার্য্যকে অধিক ভক্তি করিতেন ও সর্ব্বদা তাঁহার সেবায় তৎপর থাকিতেন। সনন্দন সর্ব্বদা আচার্য্যের সন্নিধানে থাকায় তিনি সূত্রভাষ্যখানি অন্যান্য শিষ্য অপেক্ষা তুইবার অধিক পাঠ করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। ইহার ফলে শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার উপর একটু ঈর্ষান্বিত হয়েন। আচার্য্য ইহা বুঝিতে পারিলেন, এবং সনন্দনের গুরুভক্তিই যে তাহার এ সুবিধা পাইবার মূল, তাহা শিষ্যবর্গকে বুঝাইবার ইচ্ছা করিলেন। একদিন সনন্দন নদীর পর-পারে কি কার্য্যোপলক্ষে গমন করেন। আচার্য্য ইহা দেখিয়া ঠিক সেই সময় সনন্দনকে অতিব্যস্ত ভাবে আহ্বান করিতে থাকেন ও নিকটে

* মতান্তরে শ্বেতাশ্বতর ও বিষ্ণুসহস্রনাম ভাষ্যও শঙ্কর-রচিত এবং সনৎসুজাতীয় ও নৃসিংহ তাপনী শঙ্কররচিত নহে।

† মতান্তরে ষোড়শ বৎসর অথবা প্রায় বিংশতি বৎসর।

আসিতে বলেন। সনন্দন পর-পার হইতে গুরুদেবের আহ্বান শুনিয়া,—নদীর ব্যবধান লক্ষ্য না করিয়াই, গুরুদেবের উদ্দেশ্যে ধাবিত হইলেন। গুরুভক্তির কি অদ্ভুত প্রভাব! সনন্দনের প্রতি-পদ-বিক্ষেপে এক একটী করিয়া পদ্ম উৎপন্ন হইল। তিনি তাহারই উপর ভর দিয়া এ-পারে গুরু-দেবের নিকট আসিলেন। অপরাপর শিষ্যগণ ইহা দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং নিজ নিজ ক্ষুদ্রতা বুঝিতে পারিলেন। আচার্য্যও সনন্দনকে বহু-সম্মানিত করিয়া "পদ্মপাদ" নামে অভিহিত করিলেন।

এই সময় এখানে পাশুপতমতাবলম্বী একদল ব্যক্তি আচার্য্যের সহিত তুমুল তর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু শেষে তাহারা আচার্য্যের পদানত হইয়া পড়ে। যাহাহউক, এইরূপে বদরিকাশ্রমে প্রায় চারিবৎসর কাল অতি-বাহিত করিয়া আচার্য্য পুনরায় কাশীধামে ফিরিয়া আসিলেন।

কাশী আসিয়া আবার আচার্য্য শিষ্যমণ্ডলীকে শিক্ষাদান এবং সাধারণে শাস্ত্রার্থ-প্রকাশ-কার্য্যে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এই সময় একদিন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার শাস্ত্রার্থ-বিচার হয়। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেদান্ত-বিরোধী ছিলেন না, বরং আচার্য্যের ব্যাখ্যা সঙ্গত কি না, ইহাই তাঁহার বিচার্য্য বিষয় ছিল। ইনি ব্রহ্মসূত্রের ৩ অঃ ১ পাঃ ১ম সূত্রের অর্থ লইয়া আচার্য্যের সহিত তুমুল তর্ক করিতে আরম্ভ করিলেন। অষ্টাহ তুমুল বিচারের পর, পদ্মপাদ ইঁহাকে ছদ্মবেশী সূত্রকার ব্যাসদেব বলিয়া অনুমান করিলেন এবং উভয়কে বিচার হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ওদিকে আচার্য্যেরও সে সন্দেহ পূর্ব্ব হইতেই হইয়াছিল; কিন্তু তিনি এতক্ষণ তাঁহার পরিচয় পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করেন নাই, উদাসীনের ন্যায় যথারীতি তর্কই করিতেছিলেন। পদ্মপাদের কথা শুনিয়া তাঁহার সে সন্দেহ আরও দৃঢ় হইল, তিনি তখন সসম্ভ্রমে মহামতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বৃদ্ধ

ব্রাহ্মণও আর আত্মগোপন করা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। তিনি নিজ পরিচয় দিয়া বলিলেন,—"তোমাদের অনুমান অমূলক নহে। আমি ব্যাসই বটে"। ব্যাসবাক্য শ্রবণ করিয়া আচার্য্যের আর আনন্দ ধরিল না। তিনি তখন মিনতি ও স্তবস্তুতি দ্বারা তাঁহার তুষ্টি বিধান করিতে উৎসুক হইলেন। অনন্তর ব্যাসদেব প্রসন্ন ভাব ধারণ করিলে আচার্য্য, নিজ ভাষ্য নির্দ্দোষ করিবার মানসে ব্যাসদেবকে উহা দেখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, ব্যাসদেবও আগ্রহসহকারে সমুদয় সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, ভাষ্যে আচার্য্য তাঁহার অন্তরতম আশয় পর্য্যন্ত বিবৃত করিয়াছেন, এবং স্থলে স্থলে নূতন ভাবের আলোকে তাঁহার সূত্রগ্রন্থকেই উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছেন। ইহা দেখিয়া ব্যাসদেবের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি তখন বুঝিলেন, এই আচার্য্যই সেই লোকশঙ্কর শঙ্কর অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, নচেৎ এরূপ ভাষ্য রচনা অপরের শক্তিতে অসম্ভব। অনন্তর ব্যাসদেব ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থ আচার্য্যকে ব্রহ্মসূত্রের উপজীব্য শ্রুতি গুলিরও ভাষ্য রচনা করিতে অনুরোধ করিলেন। আচার্য্য কিন্তু তাহা ইতিপূর্ব্বেই সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া, ব্যাসদেবের কথা শুনিবামাত্র সে গুলি তিনি তাঁহার সমক্ষে রাখিয়া দিলেন। শ্রুতি ভাষ্যগুলি দেখিয়া ব্যাসদেবের আনন্দের মাত্রা আরও বর্দ্ধিত হইল। তিনি তখন একে একে ভাষ্যগুলির স্থলবিশেষ দেখিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে ব্যাসদেবের আনন্দ দেখিয়া আচার্য্যের মনে কিন্তু অন্য চিন্তার উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, 'যখন গুরু গোবিন্দপাদের আজ্ঞা, ভগবান বিশ্বেশ্বরের আদেশ, এবং ব্যাস-নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সবই শেষ হইয়া গিয়াছে, এবং যখন তাঁহার আয়ুষ্কাল ষোড়শবর্ষও পূর্ণ হইয়াছে, তখন সমাধিযোগে ব্যাসের সম্মুখেই দেহ ত্যাগ করাই ভাল। সাধারণ বিষয়ী-

লোক সমক্ষে, শিষ্যগণের কাতরতার মধ্যে, কিরূপ অনুকূল বা প্রতিকূল ঘটনার মধ্য দিয়া, কবে কিরূপে দেহ ত্যাগ হইবে, তাহার যখন স্থিরতা নাই—মৃত্যু যখন কাহারও হাতধরা নহে, তখন ভগবদবতার লোকগুরু ব্যাসদেবের সমক্ষে মণিকর্ণিকাতেই সমাধিযোগে দেহ ত্যাগ করাই ভাল! কি জানি মৃত্যুর কঠিনপথে যদি কোনরূপ পদস্খলন হয়, ব্যাসপ্রসাদে তাহা নিশ্চয়ই সংশোধিত হইবে।' এরূপ ভাবিয়া তিনি ব্যাসদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ভগবান একটু অপেক্ষা করুন, আমার আয়ুষ্কাল শেষ হইয়াছে, আমি আপনার সমক্ষে এ নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করি, আপনার সমক্ষে এ দেহ পরিত্যাগ করিতে পারিলে সহজেই পরমগতি লাভ হইবে সন্দেহ নাই।" ব্যাসদেব দেখিলেন, 'যদি শঙ্কর আরও কিছুদিন জগতে থাকিয়া ভারতের নানাস্থানে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক দূষিত 'মত' সকল উন্মূলিত করেন, যদি বিভিন্ন ধর্ম্মমতের নেতৃবৃন্দকে বিচারে পরাস্ত করিয়া বেদান্তমত প্রচার করেন, তাহা হইলেই ধর্ম্ম-সংস্থাপন-কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারিবে, নচেৎ কেবল ভাষ্য রচনা ও কতকগুলি শিষ্য প্রস্তুত হইলেই তাহা সিদ্ধ হইবার নহে। প্রচার কার্য্যই মহা কঠিন, ইহা মহাশক্তি-সম্পন্নের কার্য্য,—ইহা সামান্য প্রতিভাসম্পন্নের কর্ম্ম নহে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট যুক্তিযুক্ত বাক্যও বিচারকালে অন্যথা-প্রমাণিত হয়। সভামধ্যে ত কথাই নাই, যিনি যত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান্, বিজয় পতাকা তাঁহার দিকে তত হেলিয়া থাকে; সুতরাং প্রচার কর্ম্মে অতি মহতী শক্তির প্রয়োজন।' এজন্য ব্যাসদেব তাঁহাকে বলিলেন,—"বৎস! তুমি আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। তুমি আরও ষোড়শ বৎসর জগতে থাক এবং দিগ্বিজয় পূর্ব্বক বেদান্তমত প্রচার কর। ধর্ম্মের আবরণে ঘোর আত্যাচার ও ব্যভিচার সংসার ছাইয়া ফেলিয়াছে। ইহার গতিরোধ কর তুমি ভিন্ন আর কাহারও সাধ্য নহে। কুমারিল, প্রভাকর প্রভৃতি কর্ম্মমার্গীর যত্নে

বৈদিক মতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু বেদান্তমতে লোকের আস্থা জন্মে নাই। সুতরাং যাও বৎস! দিগ্বিজয়ে বহির্গত হও, মত-প্রবর্ত্তক ভারতের প্রধান পণ্ডিতকুলকে স্বমতে আনয়ন কর, শিষ্টের সাহায্য ও দুষ্টের দমন কর, এবং দ্বাত্রিংশৎ বর্ষান্তে পরমগতি লাভ করিও। তুমি সাক্ষাৎ শিবাবতার, পরমগতি লাভে তোমার আবার বিঘ্ন কি? যাও সর্ব্বাগ্রে দিগ্বিজয়ী ভট্টপাদ-কুমারিলের নিকট যাও, এবং সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই মত খণ্ডন কর। তিনি বৈদিকমত স্থাপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু কর্ম্মমতানুরোধে বেদান্তের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করেন নাই, তাঁহাকে জয় করিলে জগৎ জয় করা হইবে। তাঁহাকে জয় করিয়া পরে ভারতের অন্য দেশে দিগ্বিজয় করিও।" আচার্য্য, ব্যাসদেবের যুক্তিযুক্ত বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিলেন, এবং তাঁহার কথায় সম্মত হইলেন। ব্যাসদেবও শঙ্কর ভাষ্যের প্রশংসা করিতে করিতে অন্তর্ধান করিলেন। *

এইবার আচার্য্য-হৃদয়ে দিগ্বিজয় বাসনা স্থান পাইল। পরেচ্ছাবশতঃ কর্ম্ম করাই মুক্ত পুরুষের লক্ষণ। ব্যাসদেবের আদেশে তিনি সর্ব্বাগ্রে ভট্টপাদের উদ্দেশ্যে প্রয়াগতীর্থে প্রস্থান করিলেন। এই ভট্টপাদ কুমারিল একজন অসাধারণ ব্যক্তি। ইঁহার ক্রিয়াকলাপ জগতে অতুলনীয়। ইঁহার ধর্ম্মানুরাগ, স্বার্থত্যাগ, বিদ্যাবুদ্ধি ও উদ্যম, অধিক কি ইঁহার সমগ্র জীবনই এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। ইনিই ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন বলিয়া আচার্য্য তাঁহার বেদান্ত-বীজ রোপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আচার্য্য যথাসময়ে প্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি প্রথমেই তীর্থকৃত্য ও যমুনার স্তব করিলেন, তৎপরে সেই মহাপুরুষোদ্দেশ্যে গমন করিলেন।—দেখিলেন সেই মহাপুরুষ তুষানলে দেহত্যাগ করিবার মানসে অগ্নিসংযুক্ত তুষস্তূপোপরি উপবিষ্ট। তথাপি তিনি শঙ্করকে

* কোন মতে এ ঘটনা উত্তরকাশীতে ঘটে, কোনমতে ইহা বদরিকাশ্রমেই ঘটে।

দেখিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। আচার্য্যও প্রত্যভিবাদন করিয়া তাঁহার সহিত বিচার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।—উদ্দেশ্য তাঁহাকে স্বমতে আনয়ন করিয়া নিজ ভাষ্যের বার্ত্তিক প্রস্তুত করান। কুমারিল তখন শঙ্করের নাম শুনিয়াছিলেন,—শঙ্করকৃত ভাষ্যও দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না, কারণ কর্ম্মীর সঙ্কল্পত্যাগ অতি গর্হিত কর্ম্ম। তিনি বিনীতভাবে আচার্য্যকে নিজ শিষ্য মণ্ডনের নিকট যাইতে অনুরোধ করিলেন। কারণ, কুমারিলএই মণ্ডনকে নিজের অপেক্ষা ধীসম্পন্ন ব্যক্তি মনে করিতেন। আচার্য্য কিন্তু তথাপি তাঁহাকে এজন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কুমারিল সগর্ব্বে আচার্য্যকে বলিলেন,—"মহাভাগ! মণ্ডন পরাজিত হইলে আমি স্বয়ং পরাজিত জানিবেন এবং তাহা হইলে আপনি ভারতবিজয়ী হইবেন—সন্দেহ নাই। মণ্ডন আপনার কার্য্যে সহায়তা করিলে আপনার পথ সুগম জানিবেন, মণ্ডন আমা অপেক্ষা পণ্ডিত ও বিচার-পটু। সুতরাং আমাকে এ কার্য্যে আর অনুরোধ করিবেন না।" কুমারিলের বাক্য শ্রবণ করিয়া আচার্য্য আর তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিলেন না। তিনি তাঁহার অলোকসামান্য চরিতে বাধা দিতে আর ইচ্ছা করিলেন না। অনন্তর আচার্য্যকে গমনোদ্যত দেখিয়া কুমারিল পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"যতিরাজ মণ্ডন ও আপনার বিচার কালে মধ্যস্থ প্রয়োজন হইবে; কিন্তু এ বিচারের মধ্যস্থ ত কাহাকেও দেখিতেছিনা। আমার বোধ হয় আপনি যদি, মণ্ডনের স্ত্রী উভয়ভারতীকে মধ্যস্থ মানেন, তাহা হইলে সুবিচার হইবে। মণ্ডনের স্ত্রী সাক্ষাৎ সরস্বতী তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় আমি যথেষ্ট পাইয়াছি, আমার বোধ হয় তাঁহাকে মধ্যস্থ মানাই আপনার উচিত।" কুমারিলের কথা শুনিয়া আচার্য্য প্রীত হইলেন এবং তাঁহার পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলেন।

প্রয়াগ হইতে আচার্য্য মণ্ডনোদ্দেশ্যে মহিষ্মতী নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং যথাসময়ে আকাশ মার্গে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া শুনিলেন, মণ্ডন পিতৃশ্রাদ্ধে নিযুক্ত, সুতরাং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া শীঘ্র সম্ভব নহে। মণ্ডন ও সন্ন্যাসী শঙ্করের আগমন শুনিয়া গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া শ্রাদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত রহিলেন। কর্ম্মী মণ্ডন শ্রাদ্ধকালে সন্ন্যাসীর মুখ দেখিবেন না, আচার্য্য ইহা জানিতে পারিয়াও বিলম্ব করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি লঘিমা সিদ্ধিবলে বায়ুমার্গ অবলম্বন করিয়া মণ্ডনের গৃহমধ্যে উপস্থিত হইলেন। * দেখিলেন, ব্যাস ও জৈমিনীকল্প দুই জন ব্রাহ্মণ তথায় অবস্থান করিতেছেন। মণ্ডন শঙ্করকে দেখিয়া যার-পর-নাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তিরস্কার করিতে লাগিলেন। আচার্য্য কিন্তু তাহাতে ক্রুদ্ধ হইলেন না। তিনি উপহাস পূর্ব্বক এরূপ উত্তর দিতে লাগিলেন যে, তাহাতে মণ্ডন নিজেই তিরস্কৃত হইলেন। ফলে, এ ব্যাপার অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। উপস্থিত পুরোহিতদ্বয়ের

---

* নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার প্রকাশিত শঙ্করাচার্য্য নাটকে এস্থলে একটী শিউলির গল্প অবতারণা কারয়াছেন। গল্পটী এই :—একদিন এক শিউলী মন্ত্রবলে তাল বৃক্ষ অবনত করিয়া রস পাড়িতেছিল। শঙ্কর ইহা দেখিয়া ভাবিলেন যে নীচ জাতিতেও ত মন্ত্র শক্তির স্ফূর্ত্তি হইতে পারে, ইহা ত তাহা হইলে, কেবল ব্রাহ্মণেরই সম্পত্তি নহে। আন্ধ্র দেশে এই গল্পটী প্রচলিত। ইহা প্রবাদ মাত্র, কোন প্রাচীন পুস্তকে স্থান পায় নাই। পরন্ত নাট্যাচার্য্য মহাশয় ইহাকে একটু অন্যথা করিয়াছেন। তাঁহার মতে শিউলীর নিকট শঙ্কর, উক্ত মন্ত্র শিক্ষা করিয়া বৃক্ষ সাহায্যে মণ্ডনভবনে প্রবেশ করেন। শিউলী ও শিউলীপত্নীকে শঙ্কর, পিতা ও মাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। একদিন তাহারা শঙ্করকে পিষ্টক খাওয়াইতে আসিয়া শঙ্করস্পর্শে দিব্য জ্ঞান লাভ করে ও হাত হইতে পিষ্টক পড়িয়া যায়—ইত্যাদি। ইতিপূর্ব্বে ইহা ভারতীতে কেবল প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র।

মধ্যে একজন মণ্ডনকে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিলেন। অনন্তর মণ্ডন ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আচার্য্যকে অভ্যর্থনা করিয়া বসিবার আসন প্রদান করিলেন।

ইহার পর অষ্টাদশ-দিন-যাবৎ মণ্ডনের সহিত আচার্য্যের তর্ক বিতর্ক হয়। তর্কস্থলে মধ্যস্থ রহিলেন—মণ্ডনের সহধর্ম্মিণী উভয়ভারতী। উভয়ভারতীর বিদ্যা-বুদ্ধি কুমারিল পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন। আচার্য্য এক্ষণে তাঁহারই উপদেশমত উভয়ভারতীকে মধ্যস্থ রাখিলেন। প্রত্যহ বিচারারম্ভে উভয়ভারতী, মণ্ডন ও শঙ্করের গলায় দুইগাছি মালা পরাইয়া দিতেন। অভিপ্রায় এই যে, যাঁহার বুদ্ধি বিকল হইবে, তাঁহারই শরীরে উৎকণ্ঠা ও ক্রোধজন্য উত্তাপাধিক্য ঘটিবে এবং তাহার ফলে তাঁহারই গলার মালা শীঘ্র ম্লান হইয়া যাইবে। যাহাহউক, অবশেষে মণ্ডনকেই পরাজয় স্বীকার করিতে হইল, এবং বিচারের সর্ত্তানুসারে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। এইবার উভয়ভারতী ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করিলেন। স্ত্রী, স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ, সুতরাং স্বামীর পরাজয়কে তিনি পূর্ণ পরাজয় বলিতে চাহিলেন না। তিনি স্বয়ং আচার্য্যের সহিত বাদে প্রবৃত্তা হইতে চাহিলেন। আচার্য্যকে বাদে পরাজিত করাই উভয়ভারতীর উদ্দেশ্য। সুতরাং তিনি তাঁহাকে তত্ত্ব-বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া কামশাস্ত্রীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। আচার্য্য আকুমার সন্ন্যাসী, তিনি কামশাস্ত্রের আলোচনা করেন নাই। যদি বুদ্ধিবলে উত্তর প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কাম-চিন্তা করিতে হইবে, এবং তজ্জন্য ব্রহ্মচর্য্যের হানি হইবে, সুতরাং তাহাও দোষ। লোকেও হয়ত তাঁহার চরিত্রে সন্দিহান হইতে পারে। এজন্য তিনি কোন কৌশল অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিলেন। ভাবিলেন, "যদি অপরের শরীরে প্রবেশ করিয়া কামশাস্ত্র রচনা করি এবং পরে স্বশরীরে আসিয়া

তাহা উভয়ভারতীকে প্রদান করি, তাহা হইলে উক্ত দোষ হইতে পারে না; কারণ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের জন্য পরজন্মকে, লোকে নিন্দা করে না। এই ভাবিয়া তিনি উভয়ভারতীর নিকট একমাস অবসর লইলেন, এবং স্বস্থানে আসিয়া অন্তরঙ্গ শিষ্যগণকে নিজ অভিপ্রায় জানাইলেন। শিষ্যগণ, গোরক্ষনাথ ও মৎস্যেন্দ্রের কথা উল্লেখ করিয়া আচার্য্যকে এ-কার্য্য করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি কিন্তু তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না।*

আচার্য্য প্রধান কতিপয় শিষ্যসহ আকাশমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক কোন এক সদ্যোমৃত নরশরীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল অন্বেষণের পর দেখেন, "অমরক" নামক এক রাজা মৃগয়া করিতে আসিয়া অরণ্য মধ্যে হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন এবং মহিষিগণ মৃতদেহ কোলে করিয়া বিলাপ করিতেছেন। আচার্য্য ইহা দেখিয়া নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির সুযোগ হইয়াছে বুঝিলেন। তিনি শিষ্যগণকে বলিলেন, "দেখ আমি একমাসের মধ্যে ফিরিয়া আসিব, তোমরা ঐ গুহামধ্যে আমার শরীর রক্ষা কর।" অনন্তর তিনি এক গুহামধ্যে শিষ্যগণের নিকট যোগবলে নিজ শরীর রক্ষা করিয়া উক্ত রাজশরীরে প্রবেশ করিলেন। আচার্য্য রাজশরীরে প্রবেশ করিবামাত্র তাহাতে জীবিত লক্ষণ প্রকাশ পাইল। পতিহারা পতিপ্রাণা রাজ-মহিষীগণের ক্রোড়ে

---

*মাধবাচার্য্য এস্থলে ও মৎস্যেন্দ্র গোরক্ষনাথের কথা তুলিয়া বোধ হয় ভুল করিয়াছেন। কারণ মৎস্যেন্দ্র ও গোরক্ষনাথ শঙ্করের অনেক পরবর্ত্তী লোক। তবে ঐ নামের যদি অপর কেহ থাকেন ত বলা যায় না। অবশ্য নেপালে যে প্রবাদ প্রচলিত, তাহাতে গোরক্ষনাথ ও মৎস্যেন্দ্র ৬ষ্ঠ শতাব্দির লোক বলিয়া জানা যায়। সম্ভবতঃ মাধবাচার্য্যের ভ্রমের হেতু এই নেপালের প্রবাদ। উত্তর পশ্চিম গেজেটিয়ার দ্রষ্টব্য।

মৃত নরপতি পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছেন দেখিয়া রাজামাত্য প্রভৃতি সকলের বিস্ময় ও আনন্দের অবধি রহিল না। তাঁহারা ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে দিতে রাজাকে লইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে আচার্য্য, রাজা সাজিয়া কামশাস্ত্র অনুশীলন করিতে লাগিলেন, এবং প্রসিদ্ধ "অমরুশতক" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিলেন।

এদিকে পুনর্জীবিত রাজার আচরণে রাণিগণের ক্রমে ক্রমে কেমন সন্দেহ হইতে লাগিল। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন রাজশরীরে কোন যোগী মহাপুরুষ আসিয়াছেন। কারণ তাঁহারা রাজার বর্ত্তমান ও পূর্ব্বের আচরণের কোন সামঞ্জস্য দেখিতে পাইতেন না। তাঁহারা মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, এরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন নরপতি যে-দেশে থাকেন, সে-দেশের প্রভূত মঙ্গল হইবার কথা, সুতরাং যে-কোন উপায়ে ইহাকে রাজশরীরে আবদ্ধ রাখিতে হইবে। অনন্তর পণ্ডিত-বর্গের পরামর্শে স্থির হইল যে, দেশের যেখানে যত মৃতদেহ আছে, অনুসন্ধান করিয়া তাহার সৎকার করা হউক, তাহা হইলে নিশ্চয়ই যোগী-রাজের পূর্ব্ব-দেহ নষ্ট হইবে, এবং তখন তিনি অগত্যা রাজশরীরেই অবস্থান করিতে বাধ্য হইবেন। যাহাহউক অচিরে রাজ্যমধ্যে যাবতীয় মৃতদেহের সৎকার করিবার আদেশ প্রচারিত হইল, এবং এজন্য বিশেষ রাজ-কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইল। ক্রমে ক্রমে আচার্য্যেরও দেহ আবিষ্কৃত হইল। শিষ্যগণ শুনিলেন—রাজকর্ম্মচারিগণ আচার্য্যদেহ সৎকারের জন্য আসিতেছে। তাঁহারা দেখিলেন—মহা বিপদ। সুতরাং পরামর্শ করিলেন যে, যে-কোন উপায়ে রাজসভায় যাইয়া আচার্য্যকে কৌশলে প্রবুদ্ধ করিতে হইবে; নচেৎ রাজকর্ম্মচারিগণের হস্ত হইতে আচার্য্যশরীর রক্ষা করা দায় হইবে। এদিকেও তখন মাসাবধিকাল অতীতপ্রায়। পদ্মপাদ প্রভৃতি কতিপয় শিষ্য গায়কবেশে কৌশলক্রমে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন,

এবং রাজাকে সঙ্গীত শুনাইবার উপলক্ষে বেদ-সার-সিদ্ধান্তপূর্ণ একটী সঙ্গীত শুনাইলেন। আচার্য্য শিষ্যগণের এই ইঙ্গিত বুঝিলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে স্বশরীরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ইতিমধ্যে কিন্তু রাজকর্ম্মচারিগণ বলপূর্ব্বক আচার্য্যশরীর প্রজ্বলিত চিতামধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে। আচার্য্য স্বশরীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখেন, তাঁহার দেহ দগ্ধোন্মুখ। যোগিগণ যোগবলে দেহরক্ষা করিতে পারেন বটে, কিন্তু এরূপভাবে রক্ষিত দেহকে সহসা কার্য্যক্ষম করিতে পারেন না। ইহা একটু সময়-সাপেক্ষ। আচার্য্য তজ্জন্য স্বদেহে ফিরিয়া আসিয়াই দাহ নিবারণার্থ চিতা হইতে নির্গত হইতে পারিলেন না। নিকটস্থ শিষ্যগণও জানেন না যে, আচার্য্য স্বদেহে ফিরিয়া আসিয়াছেন; কারণ পদ্মপাদ প্রভৃতি যে-সব শিষ্যগণের কথায় আচার্য্য রাজশরীর ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা তখনও ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া দাহশান্তির জন্য নৃসিংহদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। অচিরে নৃসিংহদেবের কৃপায় প্রজ্বলিত অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। বহু চেষ্টায় সে অগ্নি আর প্রজ্বলিত হইল না। এদিকে মৃতদেহে জীবনসঞ্চার দেখিয়া রাজকর্ম্মচারিগণ ভীত হইয়া পলায়ন করিল। অনন্তর আচার্য্য শিষ্যগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া ধীরে ধীরে চিতা হইতে অবতরণ করিলেন।

আচার্য্য স্বদেহে প্রত্যাগমন করিয়া আর তথায় কালবিলম্ব করিলেন না। অবিলম্বে আকাশ-পথ আশ্রয় করিয়া আবার মণ্ডনগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। আচার্য্যকে দেখিয়া মণ্ডন ও উভয়ভারতী উভয়ে আগ্রহ-সহকারে অভ্যর্থনা করিলেন। এবার উভয়ভারতী আর বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন না। তিনি শঙ্করের কৌশল অবগত হইয়াছিলেন, সুতরাং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই নিজ-পরাজয় স্বীকার করিলেন, এবং সকলের অনুমতি লইয়া সভাস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন।

আচার্য্য, উভয়ভারতীকে সাক্ষাৎ সরস্বতী দেবীর অবতার বলিয়া জানিতেন। তিনি বুঝিলেন, উভয়ভারতী স্বধামে প্রস্থান করিতেছেন। তিনি তখন মনে-মনে স্তবদ্বারা দেবীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, স্বপ্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরীমঠে যাহাতে তিনি অচলা থাকেন, তন্নিমিত্ত বর ভিক্ষা করিবেন। দেবী, শঙ্করস্তবে তুষ্ট হইয়া স্বকীয় দিব্য রূপ ধারণ করিয়া সকলের প্রত্যক্ষ হইলেন, এবং "তথাস্তু" বলিয়া পুনরায় অন্তর্হিতা হইলেন। মণ্ডন জানিতেন না যে, কে তাঁহার গৃহিণী হইয়া এতদিন তাঁহাকে অনুগৃহীত করিতেছিলেন। তিনি তখন ভাবিতেছেন, তিনি সন্ন্যাস লইলে পত্নী তাঁহার কি করিয়া কঠিন বৈধব্যব্রত পালন করিতে সমর্থা হইবেন। এক্ষণে তিনি, আচার্য্য ও উভয়ভারতীর এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া একেবারে বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। ফলে, ইহাতে তাঁহার মনে আর আনন্দের সীমা রহিল না। একদিকে পত্নীর বৈধব্যমোচন, অপরদিকে তাঁহার সেই অত্যদ্ভুত দিব্যরূপ! ইহা দেখিয়া তিনি সানন্দচিত্তে আচার্য্যের অনুসরণ করিলেন।

আচার্য্য মণ্ডনকে সঙ্গে লইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন, এবং তথায় কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দিলেন। সন্ন্যাসের রীতি অনুসারে মণ্ডনের পূর্ব্বনাম পরিত্যক্ত হইল, এবং এখন হইতে তিনি 'সুরেশ্বর' নামে অভিহিত হইলেন। অনন্তর তিনি নর্ম্মদা-তীরে মগধভূমিতে একটী আশ্রম নির্ম্মাণ করাইয়া আচার্য্য সহিত দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন।*

---

*মণ্ডন-পরাজয়ের পর আচার্য্য পুনরায় দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিলেন। তিনি সমগ্র ভারতই পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কোন্ পথ দিয়া কোন্ স্থানের পর কোন্ স্থানে গিয়াছিলেন, তাহার ক্রম নির্ণয় করা দুরূহ। কোন জীবনীগ্রন্থেই এ কথা সঙ্গত বা অভ্রান্তরূপে বর্ণিত বলিয়া বোধ হয় না।

**মহারাষ্ট্র দেশ।** আচার্য্য মাহিষ্মতীনগর পরিত্যাগ করিয়া মগধ ভূমির মধ্য দিয়া এই প্রদেশের নানাস্থান ভ্রমণ করেন। তিনি এখানে বিভিন্নস্থানে বহুল পরিমাণে পরমত-খণ্ডন ও নিজমত-প্রচার করিলেন; এবং ক্রমে ক্রমে শ্রীশৈল নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন।

**শ্রীশৈল।** এখানে আচার্য্য পাতালগামিনী গঙ্গাস্নান করিয়া "মল্লিকার্জ্জুন" শিবলিঙ্গ ও ভ্রমরাদেবীর দর্শনলাভ করিলেন। তিনি উক্ত নদীতীরে কিছুদিন অবস্থান পূর্ব্বক শাস্ত্রপ্রচার করিতে লাগিলেন। শিষ্যগণ এ-কার্য্যে আচার্য্যকে যথেষ্ট সহায়তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সমাগত পাশুপত, বৈষ্ণব, বীরাচারী, শৈব, বৌদ্ধ ও মাহেশ্বর প্রভৃতি যাবতীয় মতবাদিগণের সহিত সর্ব্বদা বিচারে প্রবৃত্ত থাকিতেন। ফলে, সে-দেশে সকলেই অনতিবিলম্বে আচার্য্যের অনুগামী হইয়া পড়িল।

ঐ সময় এখানে এক অত্যদ্ভুত ঘটনা ঘটে। "উগ্রভৈরব" নামক এক দুষ্ট কাপালিক নিজ কদাচার গোপন পূর্ব্বক আচার্য্যের আনুগত্য স্বীকার করে। ইচ্ছা—ভৈরব-সন্নিধানে আচার্য্যকে বলি দিয়া সিদ্ধি লাভ করে। সে, একদিন গোপনে আচার্য্যকে নিজ প্রার্থনা জ্ঞাপন করে এবং পরহিতৈক-প্রাণ দধীচি, জীমূতবাহন প্রভৃতিগণের চরিত্র উল্লেখ করিয়া আচার্য্যকে বুঝাইতে থাকে। ফলে, উদারহৃদয় আচার্য্য, পরোপকারার্থ তাহাতেই সম্মত হন, এবং কোন নিভৃত স্থানে বলির জন্য সমুদয় আয়োজন করিবার আদেশ করেন। শিষ্যগণ এ-যাবৎ কিছুই জানিতে পারেন নাই। এমন-কি, কৌশল করিয়া আচার্য্য যখন কাপালিকের বলি-স্থানে উপস্থিত, তখনও পর্য্যন্ত কেহ কিছুই অবগত নহেন। যাহাহউক আচার্য্য যথাসময়ে অনতিদূরে অরণ্যমধ্যে উগ্রভৈরবের সমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহাকে বলিলেন "দেখ—যখন আমি সমাধিস্থ হইয়া থাকিব তখন তুমি আমায় বলি দিও। ইতিমধ্যে তুমি তোমার পূজার

আয়োজন কর।" কাপালিক আনন্দে "তথাস্তু" বলিয়া ত্বরাপূর্ব্বক পূজাদি-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। এদিকে আচার্য্যকে দেখিতে না পাইয়া শিষ্যগণ-মধ্যে মহা কোলাহল উপস্থিত হইল। পদ্মপাদ, পূর্ব্বেই ছদ্মবেশী কাপালিকের আচরণে সন্দিহান হইয়াছিলেন। তিনি আচার্য্যের অমঙ্গল আশঙ্কায় শোকে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। ক্ষণমধ্যে পদ্মপাদের মানসপটে এক ভীষণ চিত্র স্বপ্নের ন্যায় প্রতিফলিত হইল। তিনি উগ্র-ভৈরবের ক্রূরভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন এবং নিরুপায় হইয়া নৃসিংহদেবের শরণ গ্রহণ করিলেন। গুরুভক্ত পদ্মপাদ, গুরুদেবের রক্ষার জন্য পুনঃপুনঃ তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান, পদ্মপাদের ঐকান্তিক কাতরতা দেখিয়া বিচলিত হইলেন, এবং পদ্মপাদশরীরে আবির্ভূত হইয়া নক্ষত্রবেগে বলিস্থানে উপস্থিত হইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। কাপালিকের উত্তোলিত খড়্গ আচার্য্য-শিরে পতিত হইবার পূর্ব্বেই কাপালিকেরই মুণ্ড নৃসিংহদেব-কর্ত্তৃক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূমিতলে বিলুণ্ঠিত হইল, এবং নৃসিংহের হুহুঙ্কারে চারিদিক প্রকম্পিত হইতে লাগিল।

পদ্মপাদকে সহসা, বেগে ধাবিত হইতে দেখিয়া শিষ্যগণ তাঁহার পশ্চাৎ দ্রুতবেগে আসিতেছিলেন। তাঁহারাও অবিলম্বে ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিষ্যগণ আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহা, তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। 'আচার্য্য সমাধিস্থ, পার্শ্বে তাঁহার সেই নবাগত শিষ্য কাপালিকবেশে ছিন্নদেহে রুধিরধারা উদ্গীরণ করিতেছে। সম্মুখে ভয়ঙ্কর ভৈরব-মূর্ত্তি এবং পূজার আয়োজন। পশ্চাতে পদ্মপাদ এক জ্যোতির্ম্ময় নৃসিংহমূর্ত্তির আবরণে ঘন-ঘন হুঙ্কার করিয়া চারিদিক প্রকম্পিত করিতেছেন।' অনতিবিলম্বে আচার্য্যদেবের সমাধিভঙ্গ হইল। চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখেন—'সম্মুখে পদ্মপাদশরীরে জ্যোতির্ম্ময় ভয়ঙ্কর

নৃসিংহমূর্ত্তির আবির্ভাব।' ব্যাপার কি, জানিতে চেষ্টা না করিয়াই, তিনি নৃসিংহদেবের তুষ্টিবিধানার্থ তৎক্ষণাৎ স্তব করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে নৃসিংহদেব তিরোহিত হইলেন এবং পদ্মপাদ পুনরায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এইবার শিষ্যগণ কর্ত্তব্যাবধারণে সক্ষম হইলেন। এতক্ষণ তাঁহারা চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা ত্বরাপূর্ব্বক জলদ্বারা পদ্মপাদের মূর্চ্ছাপনোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর আচার্য্য পদ্মপাদকে এই ঘটনার ইতিবৃত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। পদ্মপাদ বলিলেন "ভগবন্ আপনাকে আশ্রমে দেখিতে না পাইয়া আমি যার-পর-নাই ব্যাকুল হই। তাহার পর, সেই নবাগত শিষ্যকে না দেখিতে পাইয়া আমার মনে আপনার অমঙ্গল আশঙ্কা হয়। কারণ, তাহার আচরণ দেখিয়া আমার পূর্ব্বেই একটু সন্দেহ হইয়াছিল। ক্রমে আমি শোকে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়ি। এমন সময় হঠাৎ 'এক কাপালিক আপনার মস্তক-চ্ছেদন করিতেছে' এই দৃশ্য, স্বপ্নের ন্যায় আমার মানস-পটে পতিত হয়। আমি তখন নিরুপায় হইয়া নৃসিংহদেবের শরণাপন্ন হই, তাহার পর কি হইয়াছে, আর আমি কিছুই জানি না।" পদ্মপাদের কথা শুনিয়া, আচার্য্য বুঝিলেন যে তিনি তাঁহার নৃসিংহ-সিদ্ধি-বলে এই ব্যাপারটী জানিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহারই বলে তিনি কাপালিককে বধ করিতে পারিয়াছেন। সকলে এদিকে পদ্মপাদকে ধন্য-ধন্য করিতে লাগিল এবং আচার্য্যের জীবন-রক্ষা পাইয়াছে বলিয়া মহা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

অনন্তর শিষ্যগণ অতি আগ্রহ-সহকারে পদ্মপাদকে তাঁহার নৃসিংহ-সিদ্ধির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পদ্মপাদও আনন্দে আপ্লুত হইয়া ধীরে ধীরে পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত যথাযথ তাঁহাদিগকে এইরূপে বলিতে লাগিলেন। "দেখ—বহুদিনের কথা, আমি 'বল' নামক পর্ব্বতে, নৃসিংহ-সিদ্ধির জন্য

দীর্ঘকাল-ব্যাপী তপস্যা করি, কিন্তু, কিছুতেই সিদ্ধিলাভ হয় না। অনন্তর আমি একদিন সেই বন-মধ্যে বিষণ্ণমনে বসিয়া আছি, এমন সময়, এক ব্যাধকে দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম—ব্যাধ ক্রমে আমার নিকট আসিল, এবং আমি একাকী সেই বনে 'কেন অবস্থিতি করিতেছি' পুনঃ-পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আমি তখন তাহাকে আপন দুঃখের কথা সমুদায় বলিলাম। সে বলিল—এজন্য আর দুঃখ কেন? আমি তোমার সহিত নৃসিংহের দেখা করাইয়া দিতেছি। এই বলিয়া সে, তৎক্ষণাৎ বনমধ্য হইতে লতাপাতার দ্বারা বন্ধন করিয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব নৃসিংহাকৃতি একটী পশুকে আমার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। সত্য-সত্যই নৃসিংহাকৃতি পশু দেখিয়া প্রথমে আমার মনে বড়ই সংশয় হইল। ক্ষণ-পরে কিন্তু সেই পশু, প্রকৃত স্বরূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক নিজেই ব্যাধের তীব্র একাগ্রতার পরিচয় দিলেন, এবং তাহাকে সামান্য মানবজ্ঞান করিতে নিষেধ করিলেন। আমি তখন আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলাম, এবং বিপৎ-কালে তাঁহাকে স্মরণ করিলে যাহাতে আবার দর্শন পাই, তজ্জন্য তাঁহার নিকট তদনুরূপ বর প্রার্থনা করিলাম। আনন্দের বিষয় নৃসিংহদেব 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন।

পদ্মপাদের কথা শুনিয়া সকলে পদ্মপাদকে ধন্য-ধন্য করিতে লাগিল; আচার্য্য কিন্তু পদ্মপাদকে বিশেষ প্রশংসা না করিয়া ধীরভাবে বলিলেন "বৎস পদ্মপাদ! সত্য বটে তুমি মহাপুরুষ, কিন্তু কেন তুমি কাপালিকের অভীষ্টসিদ্ধির অন্তরায় হইলে, কেন তুমি এই নৃশংস নরহত্যার উপলক্ষ হইলে?" পদ্মপাদ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন "ভগবন্! আপনার জীবন কি এই দুষ্ট কাপালিকের দুরভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য? এই-যে লক্ষ লক্ষ নরনারী ধর্ম্মের নামে অসৎ পথে ধাবিত হইয়া অধঃপতিত হইতেছে, এই-যে সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে, আপনার

জীবন কি ইহাদের রক্ষার জন্য নহে? অনন্যোপায় হইয়া যদি নৃশংস নরহত্যা-পাপের উপলক্ষ হই, এবং আমার গুরুদেবকে ফিরিয়া পাই, তাহা হইলে তাহাও আমার পক্ষে মঙ্গল। একটা দুষ্টের দুরভিসন্ধি নিবারিত হইয়া যদি লক্ষ লক্ষ নরনারীর সুখের পথ প্রশস্ত হয়, তবে আমার নরকবাসই শ্রেয়ঃ। পদ্মপাদের ভক্তিনম্র অথচ তেজঃপূর্ণ বাক্য শুনিয়া অন্যান্য শিষ্যগণের মুখপঙ্কজ যেন প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল। কিন্তু আচার্য্য শান্ত ও গম্ভীর-ভাবে বলিলেন, "বৎস! যাহা বলিলে সত্য, উদারহৃদয়ের কথা এইরূপই বটে, কিন্তু বল দেখি, কে কাহার উপকার করে? আর কে কাহার দ্বারা উপকৃত হয়? জ্ঞানীর কি কোন বিষয়ে আসক্তি থাকা উচিৎ? তাঁহার কি কখনও কোন কর্ম্মে 'অহংকর্ত্তা'-ভাব থাকা সমীচীন? পদ্মপাদ তখন বিনীতভাবে বলিলেন "ভগবন্ লোকহিতার্থই ত সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবন। সর্ব্বভূতে সমদর্শী-ব্রহ্মজ্ঞ যদি দেহাভিমান পূর্ব্বক দেহরক্ষার্থ পান-ভোজনাদিতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, তখন 'কিসে অধিক লোকের অধিক হিত হইবে, তাহা বিচার করিলে ক্ষতি কি? নচেৎ আপনিই বা কেন এত কষ্ট স্বীকার করিয়া, দুর্গম আরণ্য-পথ অতিক্রম করিয়া দেশ-বিদেশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।" পদ্মপাদের কথা শুনিয়া আচার্য্য মনে মনে যেন একটু হাসিলেন, এবং বলিলেন "বৎস পদ্মপাদ! স্মরণ কর, আমার যখন ষোড়শবর্ষ বয়স, তখন কাশীধামে আমাদের ব্যাস-দেবের দর্শনলাভ ঘটে। ব্যাসদেবের সহিত বিচারের পর তিনি আমাকে উপনিষদ্-ভাষ্য রচনা করিতে বলেন। আমরা কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তাহা রচনা করিয়া রাখিয়াছিলাম বলিয়া, আমরা তখনই তাঁহাকে তাহা দেখিতে দিই। ব্যাসদেব ভাষ্য দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি তখন আমার কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া, এবং বিধাতার বিধানে ষোড়শ বর্ষ আয়ুঃ অতীতপ্রায় জানিয়া, তাঁহার সমক্ষে সমাধিযোগে মণিকর্ণিকাতে

দেহত্যাগ করিবার প্রস্তাব করি। ব্যাসদেব তখন আমায় নিবারণ করিয়া দিগ্বিজয় করিতে আদেশ করেন। তোমরা জান—আমিও তদবধি তাহাই করিতেছি। দেখ—ভগবদ্-ইচ্ছায় ব্যাসদেব আয়ুঃ দান করিলেন; ভগবদ্-ইচ্ছায় আমাকে তোমরা আবার সেই কর্ম্মে ব্যাপৃত করিয়া রাখিয়াছ। অবশ্য এখনও দিগ্বিজয় শেষ হয় নাই সত্য, কিন্তু যখন ভগবদ্ ইচ্ছাতেই কাপালিক আবার আমার মস্তক ভিক্ষা করিয়াছিল, তখন তাহাতে বাধা দান করা কি উচিত? সকলই যখন ভগবানের রূপ, সকল কর্ম্ম যখন তিনিই করাইয়া থাকেন, তখন তোমার-আমার কর্ত্তৃত্বের অবসর কোথায়? দেখ বৎস! সন্ন্যাসী-জ্ঞানীর জীবন বায়ুসঞ্চালিত সর্পনির্ম্মোকবৎ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পরেচ্ছাবশতঃ কর্ম্ম করাই জ্ঞানীর স্বভাব। তুমি ভ্রান্ত হইতেছ কেন?" আচার্য্যের গভীর ভাবপূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া পদ্মপাদ নিজ-ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং লজ্জিত হইয়া আচার্য্য চরণ-তলে পতিত হইলেন। শিষ্যগণ মনোযোগ সহকারে উভয়ের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। তাঁহারা এক্ষণে কি-এক অপূর্ব্বভাবে ভাবিত হইয়া সকলেই যেন নির্নিমেষনেত্রে আচার্য্যের প্রফুল্ল মুখ-পঙ্কজ পানে চাহিয়া রহিলেন। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। সকলেই নিস্পন্দ, —যেন কাষ্ঠপুত্তলিকা বিশেষ। কিয়ৎক্ষণ পরে আচার্য্য পদ্মপাদকে উঠাইয়া বসাইলেন এবং সুরেশ্বর প্রভৃতি অন্যান্য শিষ্যগণের সহিত সদালাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে অবশিষ্ট শিষ্যসেবক ও ভক্তগণ দলে-দলে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্রমেই সেই নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া কোলাহলে পরিণত হইতে লাগিল। অনন্তর আচার্য্য পদ্মপাদের হস্তধারণ করিয়া ধীরে ধীরে পূর্ব্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। এই ঘটনার অনতিপরে আচার্য্য এস্থান পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে গোকর্ণ প্রভৃতি স্থানাভিমুখে প্রয়াণ করিলেন।

এবং স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ আসিয়া আচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইনি সদা গুরু-সেবায় তৎপর থাকিতেন। ইঁহার পাঠাদিতে তত লক্ষ্য ছিল না, এবং বিদ্যাবুদ্ধিও নিতান্ত অল্প; পরন্তু গুরুসেবাই প্রধান লক্ষ্য ছিল। একদিন ইনি আচার্য্যের বস্ত্র-প্রক্ষালনার্থ নদীগর্ভে গমন করিয়াছেন, এমন সময় গুরুদেব শিষ্যগণের নিকট শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে আসিলেন। তিনি দেখিলেন, সকলেই আছে কিন্তু 'গিরি' তথায় নাই। আচার্য্য বুঝিলেন 'গিরি' কোন কার্য্যে ব্যাপৃত আছে। সুতরাং তিনি তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে পদ্মপাদ প্রভৃতি কতিপয় শিষ্য অধীর হইয়া উঠিলেন, এবং আচার্য্যকে বলিলেন, "ভগবন্, 'গিরি'র জন্য কেন এত অপেক্ষা করিতেছেন? সে ত মূঢ় এবং অনধিকারী।" গুরুদেব, পদ্মপাদের গর্ব্ব চূর্ণ করা প্রয়োজন বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ মনে-মনে 'গিরি'কে সমুদয় বিদ্যা প্রদান করিলেন। 'গিরি' সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় অজ্ঞানমুক্ত হইল, এবং ভক্তি-গদ-গদ-চিত্তে তোটকচ্ছন্দে গুরুদেবের স্তব করিতে করিতে তাঁহার সমীপে আসিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া পদ্মপাদ প্রভৃতি শিষ্যগণের নিজ নিজ নির্বুদ্ধিতা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তাঁহারা লজ্জায় অধোবদন হইলেন। 'গিরি', তদবধি 'তোটকাচার্য্য' নামে পরিচিত হইলেন। এতদিন পর্য্যন্ত আচার্য্যের যত শিষ্য হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে পদ্মপাদ, সুরেশ্বর ও হস্তামলক প্রধান ছিলেন, তোটকাচার্য্যের পর আচার্য্যের চারিজন শিষ্য প্রধান বলিয়া প্রথিত হইলেন। আচার্য্য অপরাপর শিষ্য সহ ইঁহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে শৃঙ্গেরীমঠে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে শিষ্যগণের হৃদয়ে গ্রন্থরচনার বাসনা বলবতী হইল। একদিন সুরেশ্বর গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগবন্ আমায় কি কোন গ্রন্থ-রচনা করিতে হইবে?" আচার্য্য বলিলেন "হাঁ—তুমি আমার ভাষ্যের বার্ত্তিক রচনা

কর।" সুরেশ্বরও বিনয় সহকারে আচার্য্যের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই ঘটনার পর পদ্মপাদের শিষ্যগণ-মধ্যে একটা অপ্রীতির সঞ্চার হইল। ইঁহারা ভাবিলেন, 'সুরেশ্বর' বার্ত্তিক রচনা করিলে ভাল হইবে না, কারণ তাঁহার কর্ম্মমতের সংস্কার তন্মধ্যে নিশ্চয়ই প্রবেশলাভ করিবে। তাঁহারা নির্জ্জনে আচার্য্যকে বলিতে লাগিলেন "ভগবন্—হয়—পদ্মপাদকে নতুবা, আনন্দগিরিকে এই কার্য্যের ভার দিন, সুরেশ্বরকে একার্য্যে নিয়োগ করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। কারণ, তিনি কর্ম্মমতের নিতান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। অনন্তর পদ্মপাদ কিয়ৎপরে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং হস্তামলককে একার্য্যের জন্য উপযুক্ত ভাবিয়া কথাপ্রসঙ্গে, বার্ত্তিক সম্বন্ধে গুরুদেবকে নিজাভি-প্রায় জ্ঞাপন করিলেন। আচার্য্য কিন্তু পদ্মপাদের কথায় প্রতিবাদ করিলেন—বলিলেন "দেখ বৎস! হস্তামলক সর্ব্ববিদ্যাসম্পন্ন হইলেও আজন্ম নিয়ত-সমাহিত-চিত্ত, বাহ্যপ্রবৃত্তি ইঁহার নিতান্ত অল্প, ইঁহার দ্বারা একার্য্য অসম্ভব। "হস্তামলক আজন্ম-সমাহিতচিত্ত" শিষ্যগণ আচার্য্যমুখে এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, শ্রবণ-মননাদি জ্ঞান-সাধন ব্যতীত মানুষ কি করিয়া জ্ঞান লাভ করিতে পারে? আজন্ম জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া কি অসম্ভব ব্যাপার নহে?" এজন্য তাঁহারা কৌতূ-হলাক্রান্ত হইয়া এতৎ সম্বন্ধে আচার্য্যের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তিনিও তখন হস্তামলকের এই পূর্ব্ব-জন্ম বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন।—

"কোন সময়ে যমুনাতীরে একজন অতি সজ্জন সিদ্ধপুরুষ বাস করিতেন। একদিন এক ব্রাহ্মণকন্যা তাঁহার দুই বৎসরের শিশুকে সেই সিদ্ধপুরুষের নিকট রাখিয়া স্নানার্থ গমন করেন। ইত্যবসরে শিশু খেলা করিতে করিতে নদী-মধ্যে নিপতিত হয়। ব্রাহ্মণকন্যা সন্তানকে জল হইতে তুলিবার পূর্ব্বেই শিশু প্রাণত্যাগ করিল। জননী, পুত্রকে

হারাইয়া মহর্ষির সম্মুখে যার-পর-নাই রোদন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি তাঁহার রোদন শুনিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন এবং অবশেষে অসীম যোগপ্রভাবে নিজশরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিশুর শরীরে প্রবেশ করিলেন। শিশু পুনর্জ্জীবিত হইল বটে, কিন্তু তদবধি ত্রয়োদশ বৎসর পর্য্যন্ত কোন কথা বলিল না, এবং বালকোচিত ক্রীড়াও করিল না। পিতার সহস্র চেষ্টাসত্ত্বেও বালক জড় ও মূকের ন্যায় দিনাতিপাত করিতে লাগিল। অনন্তর ইহার পিতা শ্রীবেলিতে আমার নিকট ইহাকে আনেন এবং ইনি তদবধি আমার নিকট রহিয়াছেন। ইহার জ্ঞানসম্পত্তি পূর্ব্বজন্মের উপার্জ্জিত।" আচার্য্য এই কথা বলিয়া পদ্মপাদকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ বৎস পদ্মপাদ! সুরেশ্বর বার্ত্তিক রচনাকার্য্যে উপযুক্ত পাত্র, এবং সে এ-কার্য্য করিতে উদ্যতও হইয়াছে; তোমরা অন্যমত করিলে এ-কার্য্য হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ জানিও।" অপর শিষ্যগণ তখন, পদ্মপাদের বহু প্রশংসা করিয়া তাঁহাকেই এ-কার্য্যে নিয়োগের নিমিত্ত গুরুদেবকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। গুরুদেব বলিলেন "দেখ— পদ্মপাদ আমার ভাষ্যের নিবন্ধরচনা করে করুক, তাহাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তাহাকে বার্ত্তিক রচনা করিতে বলিতে পারি না, কারণ, সুরেশ্বর এ-কার্য্যে কৃত-সংকল্প।" অনন্তর আচার্য্য ভাবিলেন, যে কার্য্যে এত মতান্তর, তাহা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তিনি সুরেশ্বরকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন,—"দেখ বৎস! এই শিষ্যগণ নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি, তুমি আমার সূত্রভাষ্যের বার্ত্তিক রচনা কর, তাহা ইহারা সহ্য করিতে পারিতেছে না; যে কার্য্যের প্রারম্ভেই এত অপ্রীতির সঞ্চার, তাহা না হওয়াই উচিত। আমি বুঝিলাম, আমার সূত্রভাষ্যের বার্ত্তিক হইবার নহে। যাহাহউক, তুমি এমন একখানি গ্রন্থ রচনা কর, যাহাতে এই মূঢ়মতিগণের চক্ষু উন্মীলিত হয়।" সুরেশ্বর ইহাতে যার-পর-নাই

দুঃখিত হইলেন, এবং অল্পদিন মধ্যেই নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া আচার্য্য-চরণে নিবেদন করিলেন। তিনিও গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় ও মনোজ্ঞ হইয়াছে দেখিয়া তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরন্তু শিষ্যগণ তখনও, 'সুরেশ্বর সূত্রভাষ্যের বার্ত্তিক রচনা করেন', ইহা চাহিলেন না। সুরেশ্বর তখন যার-পর-নাই দুঃখিত হইয়া অভিসম্পাত করিলেন যে,—'যদি মহৎ লোকেও সূত্রভাষ্যের বার্ত্তিক রচনা করেন, তাহা প্রথিত হইবে না।' অনন্তর আচার্য্য, সুরেশ্বরকে শান্ত করিয়া তাঁহার তৈত্তিরীয় ও বৃহদারণ্যক ভাষ্যের বার্ত্তিক রচনা করিতে আদেশ করিলেন এবং তিনিও 'তথাস্তু' বলিয়া তাহাতেই প্রবৃত্ত হইলেন। ওদিকে শিষ্যগণের আগ্রহাতিশয়ে এবং আচার্য্যের আদেশে পদ্মপাদ সূত্র-ভাষ্যের একটী টীকা করিলেন। ইহার প্রথমাংশ "পঞ্চপাদী" নামে, এবং শেষ অংশ "বিজয়ডিণ্ডিম" নামে বিখ্যাত হইল। আচার্য্য কিন্তু বড় হৃদয়জ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দেখিলেন, সুরেশ্বর, পদ্মপাদের টীকার খ্যাতিতে দুঃখিত হইতে পারেন। এজন্য তিনি একদিন সুরেশ্বরকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ সুরেশ্বর! তুমি দুঃখিত হইও না, তুমি কর্ম্মবশতঃ আর একবার ভূতলে আসিবে, এবং তখন তুমি আমার সূত্রভাষ্যের এক টীকা রচনা করিবে; তুমি জানিও, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে ও চিরকাল জগতে প্রথিত থাকিবে।

এইরূপে শৃঙ্গেরী-বাসকালে আচার্য্যের শিষ্যগণ বহু গ্রন্থাদি রচনা করিতে লাগিলেন।* কিছুদিন অতিবাহিত হইলে পদ্মপাদের হৃদয়ে তীর্থ-ভ্রমণ বাসনা উদিত হইল। আচার্য্যের বহু আপত্তি সত্ত্বেও পদ্মপাদ তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা

*কথিত আছে সুরেশ্বরের শিষ্য সর্ব্বজ্ঞাত্ম-মুনি এই সময়েই "সংক্ষেপ শারীরক" নামক তাঁহার সেই অমূল্য গ্রন্থখানি রচনা করেন।

করিলেন। পদ্মপাদের তীর্থযাত্রার কিছু পরেই আচার্য্যও স্বগৃহোদ্দেশ্যে গমন করেন; কারণ একদিন হঠাৎ তাঁহার মুখে জননীর স্তনদুগ্ধাস্বাদ অনুভূত হয়। তিনি বুঝিলেন, জননীর মৃত্যু-কাল উপস্থিত। সুতরাং শিষ্য-মণ্ডলীকে শৃঙ্গেরীতে পরিত্যাগ করিয়া আকাশ-মার্গে কালটীগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কয়েকদিন মাতৃ-সেবা করিবার পর মাতার অন্তিমকাল উপস্থিত হইল। এই সময় আচার্য্য মাতাকে শিবরূপ প্রত্যক্ষ করান; কিন্তু মাতা যার-পর-নাই বিষ্ণু-ভক্ত ছিলেন বলিয়া,তিনি বিষ্ণুরূপ দেখিতে চাহিলেন। মাতৃভক্ত আচার্য্য তাঁহাকে তাহাই প্রত্যক্ষ করাইলেন; মাতাও বিষ্ণুরূপ দর্শন করিতে করিতে ইহধাম ত্যাগ করিলেন। এইবার সৎকার সময় উপস্থিত। আচার্য্য, জ্ঞাতিগণকে তজ্জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু জ্ঞাতিগণ তাহাতে সম্মত হইলেন না। কারণ,আচার্য্যের পুনর্ব্বার গৃহাগমনে তাঁহারা যার-পর-নাই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন; তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, আচার্য্য মাতৃ-সৎকার করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে আবার বিষয়-সম্পত্তি ফিরাইয়া লইবেন—তাঁহার সন্ন্যাস বাসনা পরিতৃপ্ত হইয়াছে! আচার্য্য তাঁহাদিগকে অনেক কাকুতি-মিনতি করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা সম্মত হইলেন না; অধিকন্তু আচার্য্য ও তাঁহার জননীর অযথা কুৎসা প্রচার করিতে লাগিলেন। মাতৃভক্ত সন্তানের নিকট জননীর কুৎসা অসহনীয়, তথাপি অমানুষিক ক্ষমাগুণে আচার্য্য সকলই সহ্য করিলেন; এবং সেই প্রাঙ্গণের প্রান্তভাগে জননীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধা করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু প্রচারিত কুৎসার প্রতিবাদ না করিলে পাছে, জনসমাজের নিকট জননীর চরিত্রে কলঙ্ক থাকিয়া যায়, তাই তাঁহাকে কিঞ্চিৎ কৃত্রিম ক্রোধ প্রদর্শন করিতে হইল; তাঁহার এই কোপ তিনটী অভিশাপরূপে অভিব্যক্ত হইয়া পড়িল। প্রথম অভিশাপ,—তাঁহার জ্ঞাতিগণের গৃহে কোন যতি ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন না, কেননা তাঁহার জ্ঞাতিগণ যতি-

ধর্ম্মের চির-বিরোধী। দ্বিতীয় অভিশাপ,—আমি যেমন গৃহ প্রাঙ্গণ-প্রান্তে জননীর সৎকার করিতে বাধ্য হইলাম, জ্ঞাতিগণকেও ঐরূপ করিতে হইবে। তৃতীয় অভিশাপ,—জ্ঞাতিগণ বেদ-বহির্ভূত হইবেন, কারণ তাঁহারা বেদের মর্ম্মার্থ না বুঝিয়া অন্ধের মত ক্রিয়া-কাণ্ডেই লিপ্ত, এবং অর্থজ্ঞের প্রতি শত্রুতা সাধনে তৎপর।

দেশের দুরবস্থা দেখিয়া আচার্য্যের বড় দুঃখ হইল। তিনি তাহার প্রতীকার কল্পে কিছুদিন তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তদ্দেশীয় রাজার কর্ণে এইকথা প্রবেশ করিল। তিনি এ বিষয়ে তদন্ত করিয়া দেখিলেন, আচার্য্যের জ্ঞাতিগণেরই দোষ। এজন্য রাজা, আচার্য্যের নিকট আসিয়া বলিলেন "ভগবন্! বলুন ইহাদিগকে কি শাস্তি দিবেন? আচার্য্য তখন রাজাকে এই মাত্র বলিলেন "মহারাজ! আমি যে ইহাদিগকে অভিশাপ দিয়াছি,আপনি তাহাই পালন করিতে ইহাদিগকে বাধ্য করিবেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট। জ্ঞাতিগণ দেখিলেন—মহা বিপদ। তাঁহারা আচার্য্য-চরণে আসিয়া পড়িলেন ও ক্ষমা-ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। "তাঁহারা বেদ-বহির্ভূত হইবেন" এ শাপ মোচনার্থ তাঁহারা বড়ই কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সুতরাং, আচার্য্য শেষে তাঁহাদিগকে বেদ-পাঠে পুনরধিকার প্রদান করিলেন। ইহার পর তিনি দেশের উন্নতি-বিধানার্থ কতিপয় সদাচার প্রবর্ত্তিত করিয়া সমগ্র কেরলদেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।*

**কেরল দেশ।** এই কেরল দেশ কুমারিকা অন্তরীপ হইতে পশ্চিম সমুদ্র-তীরে গোকর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মালাবার প্রদেশ, এই কেরলদেশের অন্তর্গত। আচার্য্য কেরল-দেশ ভ্রমণ করিবার কালে ক্রমে শিষ্যগণ তাঁহার

---

* এই সদাচারকে এ দেশের লোকে ৬৪ অনাচার বলে। কথিত অছে তিনি ইহাদের জন্য এক খানি স্মৃতি-শাস্ত্রও সংকলন করিয়াছিলেন। ইহা এখন "শঙ্কর" স্মৃতি নামে পরিচিত।

নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু পদ্মপাদ না আসায় তিনি পুনরায় দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিতে পারিলেন না। তিনি তখন পদ্মপাদের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

পদ্মপাদ এখন শ্রীরঙ্গমে। তিনি কতিপয় পথিকের মুখে শুনিলেন—গুরুদেব কেরল দেশে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি উত্তর-দিকের তীর্থসমূহ দর্শন করিয়া দক্ষিণদিকে কাঞ্চী, শিবগঙ্গা প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করেন। অনন্তর রামেশ্বরের পথে শ্রীরঙ্গমে কাবেরীতীরে নিজ মাতুলালয় দেখিতে যান। মাতুলের আগ্রহে তথায় কয়েকদিন অবস্থিতি করেন, এবং রামেশ্বর দর্শন করিয়া ফিরিবার কালে, তাঁহার সেই বৃহৎ টীকা-গ্রন্থখানি লইয়া যাইবেন ভাবিয়া মাতুলের নিকট উহা রাখিয়া যান। মাতুল গোঁড়া-বৈষ্ণব। ভাগিনেয়ের গ্রন্থ প্রচারিত হইলে বৈষ্ণব-মতের সমূহ ক্ষতি হইবে ভাবিয়া তিনি, গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া উক্ত গ্রন্থখানি দগ্ধ করেন। কারণ, তাহা না হইলে, ভাগিনেয়, মাতুলের অভিসন্ধি বুঝিয়া দুঃখিত হইতে পারেন। পদ্মপাদ, রামেশ্বর হইতে ফিরিলেন, ইচ্ছা,—মাতুলের নিকট হইতে গ্রন্থখানি লইয়া প্রস্থান করিবেন। কিন্তু মাতুলালয়ে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি স্তম্ভিত হইলেন। মাতুলও তাঁহার সম্মুখে কৃত্রিম দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর পদ্মপাদ মাতুলকে সান্ত্বনা করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন যে, তিনি আবার উহা রচনা করিতে পারিবেন, সুতরাং তিনি যেন আর দুঃখিত না হন। এইবার কিন্তু মাতুল বিষম চিন্তিত হইলেন এবং কৌশলে অন্নসহ বিষ-প্রয়োগ করিয়া তাঁহার বুদ্ধি বিনষ্ট করিয়া দিলেন। যাহাহউক,এইবার পদ্মপাদ এই সব ব্যাপার বুঝিতে সক্ষম হইলেন। তিনি নিতান্ত দুঃখিতহৃদয়ে, তীর্থ-গমনে গুরুদেবের আপত্তিবাক্য স্মরণ করিতে করিতে কেরলদেশে গুরু-সান্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং গুরুদেবকে সমুদয় ঘটনা নিবেদন করিয়া গ্রন্থজন্ত

পুনঃপুনঃ শোক-প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শোকের কারণ এই যে, বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়াছে, এবং তিনি আর সেরূপ গ্রন্থ-রচনা করিতে পারিবেন না।

আচার্য্য পদ্মপাদের শোকে ব্যথিত হইলেন। তিনি বলিলেন "পদ্মপাদ গ্রন্থ-জন্য শোক করিও না, তুমি যতটা আমায় শুনাইয়াছিলে, আমার সবই মনে আছে, তুমি যদি লিখিয়া লও, আমি অবিকল বলিতে পারি।" পদ্মপাদ ইহা শুনিয়া হস্তে যেন স্বর্গ পাইলেন, এবং চতুঃসূত্র পর্য্যন্ত সমুদায় লিখিয়া লইলেন।

অনন্তর আচার্য্যদেব কেরল দেশ পরিত্যাগে উদ্যত হইয়াছেন, রাজা ইহা জানিতে পারিলেন। তিনি একদিন আচার্য্য-দর্শনে আসিলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার রচিত পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ কয়েকখানি অগ্নিদগ্ধ হইয়াছে বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন। আচার্য্য বাল্যজীবনে রাজার এই গ্রন্থ কয়েকখানি একবার তাঁহার মুখেই শুনিয়াছিলেন। সুতরাং ইহার সবই তাঁহার মনে ছিল। তিনি বলিলেন,— "রাজন্, উক্ত গ্রন্থগুলি আমার কণ্ঠস্থ আছে, ইচ্ছা করেন ত লিখিয়া লইতে পারেন।" ইহাতে রাজা যার-পর-নাই আহ্লাদিত হইলেন, এবং আনন্দ-চিত্তে উহা লিখাইয়া লইলেন। ইহার পরেই আচার্য্য কেরল দেশ ত্যাগ করিলেন।

মধ্যার্জ্জুন। মধ্যার্জ্জুন রামেশ্বরের নিকট একটী শিবের স্থান। এখানে কালীতারা মহাবিদ্যা শিবের পাদপদ্ম পূজা করিতেছেন,—এইরূপ মূর্ত্তি বর্ত্তমান। আচার্য্য এখানে আসিয়া উক্ত শিবকে জ্ঞানোপচার দ্বারা পূজা করিলেন, এবং অদ্বৈত-মত প্রচারে বদ্ধপরিকর হইলেন।

একদিন মধ্যার্জ্জুন-শিবের সমক্ষে প্রাঙ্গণমধ্যে আচার্য্য অদ্বৈততত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন,এমন সময় তদ্দেশীয় যাবতীয় পণ্ডিত একে একে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং আচার্য্যের ব্যাখ্যা শুনিতে লাগিলেন।

নিত্যই আচার্য্যের ব্যাখ্যা,ইহাদের অনেকেই শুনিতেন, কিন্তু আজ সকলেই যেন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অবস্থিত! অনন্তর একটী অতিবৃদ্ধ পণ্ডিত, সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া কম্পিত-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "অহে যতিরাজ; আপনি যাহা বলিলেন—সকলই সত্য, আপনার বিদ্যা-বুদ্ধি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি, কিন্তু কি জানেন—তর্কে কখন বস্তু নির্ণয় হয় না, তর্কস্থলে যাঁহার বুদ্ধির প্রভাব যত অধিক, তিনিই তত সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রমাণিত করিতে সক্ষম হয়েন। আপনার "মত" খুব সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু তথাপি সম্পূর্ণ অভ্রান্ত কিনা তাহা আমরা বুঝিতে সক্ষম নহি। আপনি মানব, আর মানব চিরকালই ভ্রান্ত; সুতরাং আমরা পূর্ব্বাচারিত পথ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহি। হাঁ—যদি ঐ মন্দির হইতে সাক্ষাৎ ভবানীপতি ভগবান, সর্ব্বসমক্ষে আবির্ভূত হইয়া বলেন যে, আপনার এই অদ্বৈতমত সত্য, তাহা হইলে, আমরা তাহা গ্রহণ করিতে পারি, নচেৎ নহে।" বৃদ্ধের বচন শুনিয়া সভাস্থ সকলেই তখন বৃদ্ধবাক্যের সমর্থন করিলেন এবং যেন, কোলাহল করিতে উদ্যত হইলেন। আচার্য্য কিন্তু আরও গম্ভীর-ভাব ধারণ করিলেন, এবং মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া, আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক, মেঘগম্ভীরস্বরে সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন "দেখুন পণ্ডিত মহোদয়গণ! আমি যে "মত" প্রচার করিতেছি, তাহা আমার নিজ-কীর্ত্তিস্থাপনের জন্য নহে। সাক্ষাৎ বিশ্বপতি বিশ্বেশ্বর ও মহামুনি ব্যাসদেবের আদেশেই এ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি তাঁহার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই আপনাদিগের কথামত আপনাদিগের সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া এ-কথার সমর্থন করিবেন।" এই বলিয়া আচার্য্য লিঙ্গ-সমক্ষে করজোড়ে, ভগবদ্ উদ্দেশ্যে এক মনোহর স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন,—"ভগবন্ সর্ব্ব-সমক্ষে প্রত্যক্ষ হইয়া সকলের সংশয়চ্ছেদনার্থ বলুন—"দ্বৈত সত্য" কি "অদ্বৈত সত্য?"

আশ্চর্য্যের বিষয়! শঙ্কর-বাক্য শেষ হইতে-না-হইতেই, ভগবান্ লিঙ্গোপরি আবির্ভূত হইয়া ঘনগম্ভীর-রবে তিনবার বলিলেন, "অদ্বৈত সত্য" "অদ্বৈত সত্য" "অদ্বৈত সত্য"। এই অত্যদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া ঐ দেশস্থ সকলেই বিস্মিত হইয়া আচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল এবং পঞ্চদেবতাপূজা ও পঞ্চ-মহাযজ্ঞ-পরায়ণ হইয়া আচার্য্যের যশোগান করিতে লাগিল।

রামেশ্বর-পথে তুলাভবানী। আচার্য্য এখানে (১) ভবানী-উপাসক শাক্তদিগের "মত" সমর্থন করিয়া তাঁহাদিগকে উচ্চ অদ্বৈত-জ্ঞানে দীক্ষিত করেন; কিন্তু (২) সমাগত মহালক্ষ্মীর ভক্ত, (৩) সরস্বতী-উপাসক, (৪) ব্যোমাচারী প্রভৃতি কতকগুলি লোকের "মত" প্রতিবাদ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অদ্বৈত-মার্গে প্রবেশ করান। তিনি তর্কস্থলে বিরুদ্ধ-বাদীর প্রতি "ভবৎ" শব্দ প্রয়োগ করিতেন,—এই স্থল, তাহার এক নিদর্শন।

রামেশ্বর। আচার্য্য এখানে গঙ্গাজল, বিল্বদল এবং পদ্ম প্রভৃতি পুষ্প দ্বারা রামেশ্বরদেবের অর্চ্চনা করেন। এস্থানে তাঁহার অবস্থিতি কাল দুই মাস। এই সময় একদল (১) শৈবের সহিত তাঁহার বিচার হয়। তিনি ইঁহাদিগের মতের দার্শনিক অংশে সম্মতি প্রদান করিলেও লিঙ্গাদি-ধারণরূপ আচারের প্রতিবাদ করেন। ইহার ফলে ইঁহাদের মধ্যে "বিদ্বেষনীর" নামে একজন প্রধান শৈব, আচার্য্যের অতি অনুরাগী ভক্ত হন। তাহাতে অপর শৈবগণ আচার্য্যকে 'বঞ্চক' প্রভৃতি কটুশব্দদ্বারা সম্বোধন করিয়া নিজমতের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। আচার্য্য কিন্তু, ভদ্র-বচনে ইঁহাদের 'মত' খণ্ডন করিলেন। অনন্তর আর একজন প্রধান ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া আচার্য্যের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু অবশেষে তিনিও নিজমত পরিত্যাগ করিয়া আচার্য্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন।

পাণ্ড্যদেশ। ত্রিচিনপল্লী হইতে আরম্ভ করিয়া কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত পূর্ব্বসমুদ্র তীরবর্ত্তী-প্রদেশই পাণ্ড্যদেশ। মাদুরা, ইহার রাজধানী ছিল। আচার্য্য, রামেশ্বর হইতে ফিরিয়া এই দেশে নিজ "মত" প্রচার করেন।

অনন্ত-শয়ন।—আচার্য্য এখানে একমাস কাল বাস করেন, এবং কতিপয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে স্বমতে আনয়ন করেন। এই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে—ভক্ত, ভাগবত, বৈষ্ণব, পাঞ্চরাত্র, বৈখানস ও কর্ম্মহীন—এই ছয় প্রকার সম্প্রদায় ছিল। ভক্ত-সম্পদায় আবার দ্বিবিধ,—বিষ্ণুশর্ম্মানুসারী এবং ব্রহ্মগুপ্তানুসারী। ভাগবত-সম্প্রদায়ের মুখ্য ব্যক্তির নাম জানিতে পারা যায় না, কিন্তু বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন "শার্ঙ্গপাণি।" পাঞ্চরাত্রদিগের দুই জন প্রধান ব্যক্তির মধ্যে এক জনের নাম—মাধব; অপরের নাম কি তাহা জানা যায় না। বৈখানস সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তির নাম "ব্যাসদাস" এবং কর্ম্মহীন-সম্প্রদায়ের মুখ্য ব্যক্তির নাম "নামতীর্থ।" ইঁহাদের অনেকে সবান্ধবে, কেহ বা, গ্রামস্থ সমুদায় লোক-সহ আচার্য্যের শিষ্য হন। তিনি ব্যাসদাসকে উপদেশ কালে—'আমি ব্রহ্ম' ভাবনাতেই মুক্তি,—একথা ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন যে,—ভাবনায় না হইলে 'আমি ব্রহ্ম' এ-কথা উচ্চারণ করিলেও ফল হইবে।

সুব্রহ্মণ্য দেশ। আচার্য্য এখানে "কুমারধারা" নদীতে স্নান করিয়া অনন্তরূপী কার্ত্তিকেয়-দেবের অর্চ্চনা করেন। অনন্তর এতদ্দেশবাসী হিরণ্যগর্ভ-উপাসক, বহ্নি-মতাবলম্বী এবং "সুহোত্র" প্রভৃতি সূর্য্যোপাসকগণ আচার্য্যের আনুগত্য স্বীকার করেন। ঐ সময় তাঁহার তিন সহস্র শিষ্য, কেহ শঙ্খ বাজাইয়া, কেহ বাদ্য বাজাইয়া, কেহ ঘণ্টা বাজাইয়া কেহ চামর-ব্যজন করিয়া, কেহ তাল দিয়া, তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতেন।

এই ঐশ্বর্য্য ও মহিমা দেখিয়াই অনেকে তাঁহার শিষ্য হইলেন। ইঁহাদিগের উপদেশ দিবার কালে দেখা যায়, আচার্য্য 'বিষ্ণুকেই সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ' বলিয়া ঘোষণা করেন। এস্থলে তিনি ব্যক্তিবিশেষকে মূর্খাদিশব্দে তিরস্কার করিয়াছেন—তাহাও দেখা যায়।

শুভগণবরপুর। এখানে কৌমুদীনদীতে-স্নান এবং বিঘ্নপতির পূজাদিতে ব্যাপৃত থাকিয়া আচার্য্য প্রায় একমাস কাল বাস করেন। পদ্মপাদাদি এখানে দিগ্‌গজ নামে বিখ্যাত হন।* ইঁহারা দণ্ডী হইলেও পঞ্চদেবতা পূজাপরায়ণ থাকিতেন। ইঁহাদের রন্ধনাদি কর্ম্ম, নিজ-শিষ্য দ্বারাই সম্পন্ন হইত। পদ্মপাদ প্রায়ই গুরুর ভিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। সায়ংকালে সমুদায় শিষ্য আচার্য্যদেবকে দ্বাদশবার প্রণাম,ঢক্কার তাল দিতে দিতে স্তব ও নৃত্য করিতেন। এখানে আচার্য্যের ছয় প্রকার গাণপত্য-সম্প্রদায়ের সহিত বিচার হয়। ইঁহাদের নাম ;—হরিদ্রাগণপতি, উচ্ছিষ্টগণপতি, নবনীতগণপতি, স্বর্ণগণপতি, সন্তানগণপতি ও মহাগণপতি-সম্প্রদায়। ইঁহারা কেহ কেহ অতি কদাচারী ছিলেন। "গণকুমার," "বীরভদ্র," "হেরম্বসুত" ইত্যাদি তিনজন ইঁহাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি। বিচারান্তে ইঁহারা সকলেই আচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

কাঞ্চী। এই কাঞ্চী 'চোল'রাজ্যের রাজধানী। পূর্ব্বে চোল-রাজ্য, বর্ত্তমান তিরুশিরঃপল্লী হইতে নেল্লোর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আচার্য্য এখানে একমাস অবস্থিতি করেন এবং শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী স্থাপন পূর্ব্বক দেবসেবার্থ ব্রাহ্মণগণকে নিযুক্ত করেন। এস্থলেও তাঁহাকে অনেক তান্ত্রিক-মতাবলম্বীদিগকে নিবারণ করিতে হইয়াছিল। প্রবাদ আছে, কাঞ্চীর "কামাক্ষী" মন্দিরও আচার্য্য কর্ত্তৃকই প্রতিষ্ঠিত।

---

এই 'দিগ্‌গজ' শব্দ দেখিয়া মনে করা যাইতে পারে—ইঁহারা প্রসিদ্ধ দিঙনাগের পরবর্ত্তী

অদ্যাবধি এখানে আচার্য্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীচক্র ও আচার্য্যের সমাধিস্থান প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

তাম্রপর্ণীতট। এ সময় এখানে ভেদবাদিগণের বাস ছিল। আচার্য্যের সহিত এই ভেদবাদিগণের বিচার হয়, কিন্তু পরিশেষে সকলেই আচার্য্যের অদ্বৈতমত আশ্রয় করেন।

বেঙ্কটাচল। আন্ধ্রদেশ ভ্রমণ করিয়া আচার্য্য বেঙ্কটাচলে আগমন করেন। এখানে যে দেবতামূর্ত্তি বিদ্যমান, তাহা তখন শিব-মূর্ত্তি-জ্ঞানে পূজিত হইতেন। আচার্য্য যথাবিধি বেঙ্কটেশকে পূজা করিয়া স্বমত প্রচার করিতে করিতে এস্থান পরিত্যাগ করেন। *

বিদর্ভ রাজধানী। আচার্য্য এখানে আগমন করিয়া দেখেন, এখানকার, সকলেই ভৈরবমতাবলম্বী। বৈদিকমতে কাহারও আস্থা নাই। যাহা হউক তিনি এতদ্দেশীয় জনসাধারণকে স্বমতে আনয়ন করিবার নিমিত্ত শিষ্যগণকেই প্রধানতঃ নিযুক্ত করিলেন এবং স্বয়ং প্রায়ই উদাসীন-ভাবে অবস্থান করিতেন। শিষ্যগণের যত্নে অচিরে আচার্য্য-মত রাজধানীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল,—গণ্যমান্য সকলেই অদ্বৈতমতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তিনি কর্ণাটদেশে যাইতে উদ্যত হয়েন; বিদর্ভরাজ ইহা অবগত হইলেন। তিনি ত্বরা পূর্ব্বক আচার্য্য সমীপে আগমন করিয়া তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করি-লেন এবং তথাকার দারুণ বেদবিদ্বেষী কাপালিকগণের অতি-ভয়ঙ্কর চরিত্রের কথা বলিতে লাগিলেন। বিদর্ভপতির কথা শেষ হইতে

---

*এই মূর্ত্তি-সম্বন্ধে অনেকরূপ কথা শুনা যায়। সব কথা একত্র করিলে মনে হয়, কোন সময়ে বৌদ্ধমূর্ত্তি, কোন সময়ে কার্ত্তিকেয় ও শিবমূর্ত্তি বলিয়া এইমূর্ত্তি পূজিত হইয়াছেন, কিন্তু রামানুজের সময় হইতে ইনি বিষ্ণুমূর্ত্তি বলিয়া পূজিত হইতেছেন।

না হইতেই, শিষ্য সুধন্বারাজ অগ্রসর হইয়া আচার্য্যের পদপ্রান্তে আসিলেন এবং গুরুদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "প্রভু আমি থাকিতে কে আপনার গতিরোধ করিতে সাহসী হইবে? আপনি যথায় গমন করিবেন, এ-দাস সসৈন্যে আপনাদিগের রক্ষণাবেক্ষণে তৎপর থাকিবে।" আচার্য্য উভয়েরই কথা শুনিলেন, কিন্তু কাহাকেও কিছু উত্তর দিলেন না, যেন একটু অন্যমনে বসিয়াই রহিলেন। যাহাহউক, রাজদ্বয়ের কেহই বোধ হয়, তাঁহার এই ভাবটী ঠিক বুঝিলেন না, সুতরাং এ-বিষয়ে তাঁহারাও আর কিছু বলিলেন না। ফলে, আচার্য্যের কর্ণাট-উজ্জয়িনী-গমন বন্ধ হইল না, তিনি যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হইলেন।

কর্ণাট উজ্জয়িনী। বর্ত্তমান মহীশূর প্রদেশকেই এক প্রকার কর্ণাট প্রদেশ বলা চলে। আচার্য্য কর্ণাট-উজ্জয়িনীতে আগমন করিলে 'ক্রকচ' নামক কাপালিকগণের একজন গুরু, তাঁহার নিকটে আসিল, এবং তাঁহার মতের নিন্দা পূর্ব্বক আপনাদের অতিজঘন্য কদাচারের প্রশংসা করিতে লাগিল। তাহার জঘন্য কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন, "দেখ—সমস্ত বেদ ও পুরাণাদিতে যে কর্ম্ম বিহিত আছে, তাহাই অনুষ্ঠেয়। তদ্দ্বারা পাপক্ষয় হইয়া আত্মসাক্ষাৎকার হয়"। কিন্তু শিষ্যগণ ক্রকচের উপর যার-পর-নাই অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "ওহে ক্রকচ, ওরূপ অকথ্য কথা কহিও না,—ওরূপ দুষ্ট যুক্তি ত্যাগ কর, নচেৎ শাপগ্রস্ত হইবে। তুমি—স্বস্থানে প্রস্থান কর—তোমার এস্থান ত্যাগ করাই উচিত"। ইহাতে ক্রকচ যার-পর-নাই কুপিত হইল, এবং মন্ত্রসাহায্যে সংহারভৈরবকে স্মরণ করিতে আরম্ভ করিল। ক্ষণপরে ভৈরব প্রত্যক্ষ হইলেন। ক্রকচ, আচার্য্যকে বধ করিবার জন্য ভৈরবের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। শিষ্যগণও ওদিকে

ভৈরব-দর্শনে ভীত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। আচার্য্যও ভৈরবকে প্রণাম পূর্ব্বক সমুদায় ইতিবৃত্ত নিবেদন করিলেন। অনন্তর ভৈরব, ক্রকচকে বলিলেন,"দুষ্ট ব্রাহ্মণদিগকে দণ্ড দিবার জন্য শঙ্কর এখানে আগমন করিয়াছেন, তোমরা তাঁহার শরণাপন্ন হও।" তাহার পর তিনি আচার্য্যকে বলিলেন, "হে শঙ্কর, যাহাতে এই কাপালিকগণের ব্রহ্মণ্য রক্ষা পায়, তাহার উপায় করিও।" এই বলিয়া ভৈরব অন্তর্ধান করিলেন। কাপালিকগণ আচার্য্যকে দ্বাদশবার প্রণাম পূর্ব্বক সকলে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল এবং আচার্য্যের শিষ্যগণ উক্ত কাপালিকগণের শিক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

উপরোক্ত ঘটনা, "প্রাচীন-শঙ্কর-বিজয়" হইতে সঙ্কলিত হইল। মাধবাচার্য্য, কি কারণে জানি না, এই ঘটনা অন্য প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, আচার্য্য কর্ণাট-উজ্জয়িনী আসিলে, ক্রকচ নামক একজন কাপালিকগুরু তাঁহার সমীপে আসিয়া তাঁহার পথের নিন্দা পূর্ব্বক নিজ অতিজঘন্য কদাচারের প্রশংসা করিতে থাকে। তাহার জঘন্য কথা শুনিয়া আচার্য্য নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। আচার্য্যের এই ভাব দেখিয়া রাজা সুধন্বা নিজ অনুচরবর্গ দ্বারা ক্রকচকে তথা হইতে বিতাড়িত করেন। সে ইহাতে যার-পর-নাই ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধার্থ সশস্ত্র কাপালিকগণকে পাঠাইয়া দিল। অগত্যা রাজা সুধন্বা সসৈন্যে স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কাপালিক-সৈন্য সুধন্বার সহিত যুদ্ধে আবদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া ক্রকচ, ব্রাহ্মণগণের বধার্থ অন্য দিক দিয়া আবার সহস্র কাপালিক-সৈন্য পাঠাইয়া দিল। ব্রাহ্মণগণ, কাপালিক সৈন্য আসিতেছে দেখিয়া ভীত হইলেন এবং আচার্য্যের শরণ গ্রহণ করিলেন। আচার্য্য তখন নিজ হুঙ্কার সমুত্থিত অনলদ্বারা তাহা-দিগকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন। ওদিকে সুধন্বা-রাজ পূর্ব্বোক্ত

কাপালিক-সৈন্য বিনাশ করিয়া আচার্য্য-সমীপে সমাগত হইলেন। স্বপক্ষের সমুদয় সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে দেখিয়া, ক্রকচ তখন মহাকপালী ভৈরবকে আহ্বান করিতে লাগিল। অবিলম্বে ভৈরব সর্ব্বজনসমক্ষে প্রত্যক্ষ হইলেন, এবং ক্রকচ তখন তাঁহাকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া আচার্য্যকে বধ করিবার জন্য প্রার্থনা করিল। ভৈরবদেব তখন ক্রকচের উপর ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"রে মূর্খ! তুই আমারই অবতারের বধার্থ যখন উদ্যত, তখন তো'রই মস্তক ছিন্ন হওয়া উচিত।" এই বলিয়া ভৈরব, ক্রকচেরই মস্তক ছেদন করিলেন। অনন্তর আচার্য্য ভৈরবকে শান্ত করিবার জন্য তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ভৈরবও ক্ষণপরে অন্তর্হিত হইলেন। এই ঘটনার পর যাবতীয় কাপালিক, আচার্য্যের পদানত হইল ও বেদাচার গ্রহণ করিল।

অনন্তর এক ভীষণাকৃতি কপালীর সহিত আচার্য্যের কথা হয়। এই ব্যক্তি জাতিতে ব্রাহ্মণও ছিল না। ইহার পাশবিক আচারের পরিচয় পাইয়া আচার্য্য ইহাকে বলিলেন "তুমি এ স্থান ত্যাগ কর, আমি কুমতাবলম্বী ব্রাহ্মণগণের দণ্ডের জন্য আসিয়াছি, অপরের জন্য নহে।" আচার্য্যের কথা শুনিয়া শিষ্যগণ তাহাকে আচার্য্যের নিকট হইতে দূর করিয়া দিলেন।

ইহার পর আচার্য্য-সমীপে এক চার্ব্বাক আসিয়া উপস্থিত হয়। এ ব্যক্তি বিচারে পরাজিত হইয়া আচার্য্যের পুস্তকভার বহন করিতে লাগিল।

কাপালিকের পর এক প্রাণী-উপাসক বৌদ্ধ আসিয়া আচার্য্যের নিকট "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম" মতের প্রশংসা করিতে থাকেন। এ ব্যক্তি আচার্য্য-মুখে বেদের প্রশংসা এবং বেদোক্ত কর্ম্মে প্রাণীহিংসা বিধেয় ইত্যাদি কথা শুনিয়াই, শেষে আচার্য্যের আনুগত্য স্বীকার করিলেন,

এবং পরে ইনি আচার্য্যের পাদুকাবহন ও প্রসাদ খাইয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন।

ইহার পর "সময়" নামক এক কৌপীনধারী ক্ষপণক আচার্য্যের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হয়। কিঞ্চিৎ বাদ-বিচারের পর, আচার্য্য এই ব্যক্তিকে তাঁহার নিকট ছয় মাস কাল বাসের আদেশ করেন। আশ্চর্য্যের বিষয়! ছয়মাস পরে সামান্য বিচারেই এ ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

অতঃপর একজন কৌপীন-ধারী, মললিপ্তাঙ্গ, স্নানাদিকর্ম্ম-বিরোধী জৈন, আচার্য্যের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হয়। এ ব্যক্তি পরাজিত হইয়া আচার্য্যের ধান্যকর্ষণকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিল এবং পরে একজন বিখ্যাত বণিক হইয়া উঠিল।

ইহার পর "শবল" নামে একজন শূন্যবাদী বৌদ্ধ স্বশিষ্যে, আচার্য্য-সহ বিচারে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু অবশেষে পরাস্ত হইয়া আচার্য্যের শরণ গ্রহণ করে। উপরি উক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ আচার্য্যের বন্দী, কেহ সূত, কেহ মাগধের কার্য্য করিয়া জীবন যাপন করিতে লাগিল।

মল্লপুর। আচার্য্য এখানে তিন সপ্তাহ অতিবাহিত করেন। এখানে ভগবান মল্লারি ও তাঁহার বাহন কুক্কুর-সেবকগণ আচার্য্যের সুমধুর উপদেশ শুনিয়া, বহু কঠিন প্রায়শ্চিত্তের পর তাঁহার শিষ্যত্ব লাভ করে, এবং পঞ্চদেবতার পূজা ও শাস্ত্রাধ্যয়নে নিরত থাকে।

মরুন্ধ্র। এই নগরের বিশ্বক্সেনের উপাসকগণের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। বিশ্বক্সেনের মন্দিরের পুরদ্বার অতীব মনোরম। আচার্য্য তাহার পূর্ব্বদিকে এক প্রকাণ্ড পান্থশালা ও নানাবিধ গৃহাদি নির্ম্মাণ করান। তিনি এখানে কিছুদিন কুশোপরি বাস এবং সর্ব্বদা ধ্যান-পরায়ণ থাকিতেন। এখানে তিনি বহু বিশ্বক্সেন-ভক্ত ও কামদেব-ভক্তগণকে ক্রমে স্বমতে আনয়ন করেন।

মাগধ। এই দেশ তৎকালে পরম রমণীয় ছিল। তখন ইন্দ্র-উপাসক ও কুবের-ভক্তগণ খুব প্রবল। আচার্য্য-আগমনে ইহারা স্বমত ত্যাগ করিয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন এবং পঞ্চযজ্ঞ ও পঞ্চদেবতা-পূজাপরায়ণ হয়েন। আচার্য্য এস্থলে বিখ্যাত শুদ্ধাদ্বৈত-মতাবলম্বী "ভদ্র হরির" নাম করিতেছেন—দেখা যায়। *

যমপ্রস্থপুর। এখানে আচার্য্যের এক মাস কাল অবস্থিতি ঘটে। তন্মধ্যে কতকগুলি যমভক্ত, আচার্য্যের উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহার অদ্বৈত 'মত' গ্রহণ করেন।

প্রয়াগ। আচার্য্য এখানে আসিলে নানা মতবাদীর সহিত তাঁহার বিচার ঘটে। তন্মধ্যে বরুণের উপাসক "তীর্থপতি," বায়ুদেবের উপাসক 'প্রাণনাথ,' ভূমি-উপাসক 'অনন্ত,' তীর্থ-উপাসক 'জীবনদ,' শূন্য-বাদী 'নিরালম্বন', বরাহমন্ত্রোপাসক 'লক্ষ্মণ', মনু-লোকের উপাসক 'কাম-কর্ম্মা', গুণবাদী, সাংখ্যীয় প্রধানবাদী, কাপিল-যোগবিৎ, ও পরমাণুবাদী 'ধীরশিবের' নাম উল্লেখযোগ্য। বিচার শেষে ইহারা সকলেই আচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

কাশী। প্রয়াগ হইতে সাতদিনে আচার্য্য এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। এখানে আচার্য্য তিন মাস বাস করেন। এখানেও বহু লোকের সহিত তাঁহার বিচার হয়, এবং সকলেই শেষে তাঁহার শরণ গ্রহণ করেন। ইঁহাদের মধ্যে কর্ম্মবাদী কতিপয় ব্যক্তি, 'বাভরণ' প্রমুখ চন্দ্রোপাসকগণ, মঙ্গলাদি গ্রহোপাসকগণ, "সত্যশর্ম্মা" প্রমুখ পিতৃলোক

---

এই ভদ্র-হরি সম্ভবতঃ ভর্ত্তৃহরি হইবেন। চীনদেশীয় পরিব্রাজক ইৎসিঙ্গের মতে ভর্ত্তৃহরি ৬৪০ খৃষ্টাব্দে দেহ ত্যাগ করেন। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন ঃ—"সীহলথকথা" পালি-গ্রন্থে বুদ্ধ-ঘোষের জীবনী-প্রসঙ্গে ইনি পাতঞ্জলির সহিত উল্লিখিত হইয়াছেন।

উপাসকগণ,"শঙ্খপাদ" ও "কুব্জলীড়"-প্রমুখ অনন্ত-উপাসকগণ, চির-কীর্ত্তি-প্রমুখ সিদ্ধোপাসকগণ, গন্ধর্ব্ব-উপাসকগণ এবং বেতাল-উপাসকগণ প্রধান ছিলেন।

সৌরাষ্ট্রদেশ। আচার্য্য এখানে নির্ব্বিবাদে ভাষ্য প্রচার করেন।

দ্বারকা। এখানে পাঞ্চরাত্র, বৈষ্ণব শৈব, শাক্ত, ও সৌর-গণের মধ্যে পাঞ্চরাত্র-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ই অত্যন্ত প্রবল ছিলেন। আচার্য্যের শিষ্যগণ ক্রমে তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া অদ্বৈতমতে আনয়ন করেন।

উজ্জয়িনী। আচার্য্য এখানে "মহাকাল" শিবের অর্চ্চনা করিয়া মণ্ডপ-মধ্যে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন এবং ভাস্করাচার্য্যের সহিত বিচার-মানসে পদ্মপাদ দ্বারা তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। সুদীর্ঘ বিচারের পর "ভাস্কর" পরাজিত হইলেন, কিন্তু স্বমত-ত্যাগ করিলেন না। ফলতঃ জনসাধারণ সকলে আচার্য্যেরই অনুগামী হইল। অনন্তর প্রসিদ্ধ বাণ, ময়ূর, ও দণ্ডী প্রভৃতি কবিগণ আচার্য্যের আনুগত্য স্বীকার করেন।

বাহ্লিক দেশ। আচার্য্য এখানে নিজ ভাষ্য প্রচার করেন। ঐ সময় জৈন-সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার তুমুল তর্ক-যুদ্ধ ঘটে। জৈন-গণ পরাজিত হইয়া অনেকে তাঁহার শিষ্য হইলেন, কিন্তু কতক-গুলি ব্যক্তি নিজ-মত পরিত্যাগ করিলেন না।

নৈমিষ। এখানে ভাষ্য প্রচারে আচার্য্যের কোন বাধাই ঘটে নাই। তিনি নির্ব্বিবাদে এস্থলে তাঁহার ভাষ্য প্রচার করেন।

দরদ ভরত ও কুরু পাঞ্চাল দেশ। এই সকল দেশে ভাষ্য-প্রচার ভিন্ন আর কিছু বিশেষ ঘটনার উল্লেখ দেখা যায় না। এখানে শ্রীহর্ষের সহিত যে বিচারের কথা শুনাযায়, তাহা সম্ভবতঃ ঐ কুরু পাঞ্চাল দেশেই ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু ইহা অসম্ভব, কারণ এই শ্রীহর্ষ শঙ্করের অনেক পরে আবির্ভূত।

কামরূপ। এখানে শাক্তভাষ্য-প্রণেতা অভিনব-গুপ্ত, আচার্য্যের সহিত বিচারে পরাজিত হইয়া কপটতা পূর্ব্বক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরে, গোপনে অভিচার-কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার শরীরে ভগন্দর রোগোৎপাদন করিয়া তাঁহাকে বধ করিবার প্রয়াস পান। কামরূপ ত্যাগ করিবার পরই আচার্য্যের দুরন্ত ভগন্দররোগের আবির্ভাব হইল। তাঁহার শরীর দিন-দিন শীর্ণ হইতে লাগিল। এই সময় তোটকাচার্য্য, ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া আচার্য্যের এরূপ সেবা করিতেন যে অপরে দেখিয়া বিস্মিত হইত। শিষ্যগণ আচার্য্যকে চিকিৎসাধীন থাকিবার জন্য বহু অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি সে কথায় কর্ণপাত করিতেন না, অধিক পীড়াপীড়ি করায় চিকিৎসা করাইতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু শেষে, শিষ্যগণের নিতান্ত অনুরোধে, তিনি চিকিৎসক আনিবার অনুমতি না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। শিষ্যগণ অতি সত্বর দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজবৈদ্য আনয়ন করিলেন। তাঁহারা আচার্য্যের কষ্টের কথা শুনিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। অনন্তর আচার্য্য সুমিষ্ট কথায় তাঁহাদিগকে তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন এবং শরীরের উপর মমতা বিসর্জ্জন করিয়া অসীম রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। ক্রমে যন্ত্রণার মাত্রা চরম সীমায় উঠিল। তিনি তখন দেবাদিদেব মহাদেবকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ভক্ত-বৎসল ভগবানের আদেশে অচিরে তথায় অশ্বিনী-কুমারদ্বয় আবির্ভূত হইলেন এবং যতি-রাজকে দর্শন দিয়া অভিনব-গুপ্তের অভিসন্ধি বলিয়া দিলেন। তাঁহারা আরও বলিলেন, এ রোগ চিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য হইবার নহে, সুতরাং ঔষধ-প্রয়োগ বৃথা। গুরুভক্ত পদ্মপাদ ইহা বিদিত হইলেন। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,—ক্রোধে অধীর হইয়া অভিনব-গুপ্তের বধ-মানসে তখনই মন্ত্রজপে প্রবৃত্ত হইলেন। আচার্য্য, পদ্মপাদকে অনেক

নিষেধ করিলেন ; কিন্তু পদ্মপাদ সে কথায় কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন না। পদ্মপাদের মন্ত্রবলে অনতিবিলম্বে সেই রোগ, আচার্য্য-শরীর হইতে অভিনব-গুপ্তের শরীরে সঞ্চারিত হইল। আচার্য্য, ক্রমে আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন, এবং অভিনব-গুপ্ত ধীরে ধীরে উক্ত রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন, তাঁহার সেই শয়নই শেষ শয়ন হইল।

গঙ্গাতীর। আচার্য্য ভগন্দর-রোগ-মুক্ত হইয়া একদিন রাত্রিকালে, গঙ্গাতীরে বালুকাময় প্রদেশে ব্রহ্ম-ধ্যানে নিমগ্ন আছেন, শিষ্যগণ প্রায় সকলেই নিদ্রিত ; এমন সময় ভগবান "গৌড়পাদ" তথায় আবির্ভূত হইলেন। আচার্য্য, গৌড়পাদকে দেখিবামাত্র তাঁহার চরণ-যুগলে পতিত হইলেন এবং নতশিরে কৃতাঞ্জলি হইয়া সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। গৌড়পাদ, আচার্য্যের কুশল, এবং গোবিন্দপাদের নিকট হইতে তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে নানা-কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আচার্য্যও ভক্তি-গদ্-গদ-চিত্তে বাষ্পাকুলিত-লোচনে একে একে তাহার উত্তর দান করিলেন। গৌড়পাদ, আচার্য্যের কথা শুনিয়া যার-পর-নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং বলিলেন, "বৎস আমি তোমার উপর পরম প্রীত হইয়াছি, তুমি কি বর চাও বল, আমি তোমাকে তাহা এখনই দিব।"

পরম-গুরু গৌড়পাদের ইচ্ছা অবগত হইয়া, আচার্য্য—অতি বিনীত ভাবে বলিতে লাগিলেন,—"ভগবন্ আপনার কৃপাতে এ-দাসের প্রার্থনা করিবার কিছুই নাই ; তথাপি যদি নিতান্তই কিছু দিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে এই বর দিন—যেন এ-চিত্ত নিরন্তর সেই চৈতন্য-তত্ত্বে বিলীন থাকিতে পারে।" গৌড়পাদ, আচার্য্যের কথা শুনিয়া নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং "তথাস্তু" বলিয়া তথা হইতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

মিথিলা। এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ আচার্য্যের "মত" শুনিয়া তাঁহাকে বিধি-বিধানে পূজা করেন এবং তাঁহার মতাবলম্বী হয়েন।

অঙ্গ ও বঙ্গ দেশ। আচার্য্য এ-দেশে নিজ-কীর্ত্তি-পতাকা অতি সহজেই উড্ডীন করিয়াছিলেন।

গৌড়দেশ। আচার্য্য প্রথমে এতদ্দেশীয় প্রধান পণ্ডিত "মুরারি মিশ্র"কে, এবং পরে উদয়নাচার্য্য ও ধর্ম্মগুপ্তকে জয় করেন। ইহার পর সমগ্র গৌড়দেশে আচার্য্যের যশোগান হইতে থাকিল।*

কাশ্মীরে শারদা-পীঠ। আচার্য্য গঙ্গাতীরে অবস্থান কালে শারদা-পীঠের মাহাত্ম্য অবগত হয়েন। শুনিলেন, "শারদা-দেবীর মন্দিরে চারিটী দ্বার আছে, প্রত্যেক দ্বারে এক-একটী মণ্ডপ আছে এবং মন্দিরা-ভ্যন্তরে সর্ব্বজ্ঞ-পীঠ বিদ্যমান। উক্ত পীঠে আরোহণ করিলে লোকে, সজ্জনগণমধ্যে সর্ব্বজ্ঞ-খ্যাতি লাভ করে। পূর্ব্ব, পশ্চিম, ও উত্তর-দেশীয় পণ্ডিতগণ, ঐ সকল দ্বার উদ্ঘাটনে সমর্থ হইয়াছেন, কিন্তু দক্ষিণ-দেশীয় পণ্ডিতগণ সমর্থ নহেন, সুতরাং দক্ষিণ-দিকের দ্বার রুদ্ধ আছে।" যাহা হউক এইরূপ জনরব বিফল করিবার মানসে, অথবা নিজ-ভাষ্য যাহাতে অবাধে প্রচারিত হয়—এই আকাঙ্ক্ষায় আচার্য্য শারদা-পীঠে গমন করেন। তিনি তত্রত্য প্রথানুসারে নিজ সর্ব্বজ্ঞতা-জ্ঞাপন করিয়া বাদিগণকে বাদে আহ্বান পূর্ব্বক দক্ষিণ-দ্বার উদ্ঘাটন করিতে উদ্যত হইলেন। ইহা দেখিয়া পণ্ডিতগণ তথায় সমবেত হইলেন এবং আচার্য্যকে এ-কার্য্য করিতে নিবারণ করিলেন; কারণ, তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, আচার্য্য কখনই তত্রত্য পণ্ডিতগণকে নিরুত্তর করিতে পারিবেন না।

অল্পক্ষণমধ্যে নানা মতের বহু পণ্ডিত তথায় আগমন করিতে লাগি-

---

* মাধব এই উদয়নকে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য বলিয়া ভুল করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, ইনি বাচস্পতি-মিশ্রের "তাৎপর্য্যটীকার" উপর "তাৎপর্য্যটীকা-পরিশুদ্ধি" নামক গ্রন্থ-রচনা করিয়াছেন।

লেন। ক্রমে বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য, সৌত্রান্তিক-বৈভাষিক-যোগাচার ও মাধ্যমিক প্রভৃতি চারি প্রকার বৌদ্ধ, দিগম্বর-জৈন, ও পূর্ব্ব-মীমাংসক-মতাবলম্বী সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সেই মণ্ডপে একটি সভা করিলেন এবং একে একে আচার্য্যকে নানাপ্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তিনিও তাঁহাদিগকে একে একে সদুত্তর দিয়া নিরস্ত করিলেন এবং নিজ পক্ষ স্থাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সকলে নিরুত্তর হইলে পণ্ডিতগণ আচার্য্যকে পথ-প্রদান করিলেন, এবং নিজেরাই মন্দিরের দক্ষিণ-দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিলেন। আচার্য্য তখন পদ্মপাদের হস্ত ধারণ করিয়া সশিষ্যে সরস্বতী-পীঠ সমীপে আগমন করিতে লাগিলেন। এ-দিকে সরস্বতী-দেবী আচার্য্যকে পরীক্ষা করিবার মানসে দৈববাণী দ্বারা বলিতে লাগিলেন—"ওহে শঙ্কর ক্ষান্ত হও, সাহস করিবার প্রয়োজন নাই। তুমি 'সর্ব্বজ্ঞ' তাহা প্রমাণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তোমার শুদ্ধচিত্ত কোথায়? তুমি যতি হইয়া অঙ্গনা-উপভোগ করিয়াছ, সুতরাং তুমি কি এই পীঠে আরোহণের অযোগ্য ন'হ।" আচার্য্য ইহা, শুনিয়া বিনয়-বচনে বলিলেন, "জননি! এ-দেহ ত কোন পাপ বা অপবিত্র কর্ম্ম করে নাই, অন্য দেহের পাপে বর্ত্তমান দেহ দূষিত বলিয়া কেন পরিগণিত হইবে? হে ভগবতি বিদ্যা-স্বরূপিণী! আপনার অবিদিত ত কিছুই নাই। সুতরাং আপনি কেন নিবারণ করিতেছেন।"

আচার্য্যের কথা শুনিয়া দেবী সাতিশয় প্রসন্না হইলেন এবং মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। অনন্তর শঙ্কর "মৌনং সম্মতি-লক্ষণং" মনে করিয়া আনন্দ-মনে ধীরে ধীরে পীঠোপরি আরোহণ করিলেন। পণ্ডিতগণ শিষ্যগণসহ মহা আনন্দে জয়-জয়-ধ্বনি করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবী, আচার্য্যের প্রত্যক্ষ হইয়া বলিতে লাগিলেন "মহাত্মন্ আপনার যশ

ভারতের সর্ব্বত্র বিশ্রুত হউক। আপনি সর্ব্বগুণাক্রান্ত এবং সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া সর্ব্বত্র পূজিত হউন। আপনিই এই পীঠে বসিবার যোগ্য।" এই রূপে দেবী আচার্য্যের যশঃকীর্ত্তন করিলে, সকলে সর্ব্ববিধ মৎসর পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহারা তখন দেবীর বাক্য উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়া আচার্য্যকে বহু সম্মানে সম্মানিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর শঙ্কর, অদ্বৈতমতের শ্রেষ্ঠতা দৃঢ় রূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য শারদা-পীঠে কিছুদিন বাস করিলেন।*

বদরিকাশ্রম। আচার্য্য এইরূপে দিগ্বিজয়-ব্যাপার সমাধা করিয়া সুরেশ্বর এবং তাঁহার শিষ্যগণকে ঋষ্যশৃঙ্গাশ্রমে, পদ্মপাদকে জগন্নাথক্ষেত্রে, হস্তামলককে দ্বারকায় এবং তোটকাচার্য্যকে বদরীক্ষেত্রে অবস্থান পূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচার করিতে আদেশ করিলেন † এবং স্বয়ং কৈলাস গমন করিবেন বলিয়া বদরিকাশ্রমে যাত্রা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শিষ্যগণ কিন্তু আচার্য্য-সঙ্গ-লাভে বঞ্চিত হইতে অনিচ্ছুক; সুতরাং আচার্য্য-সঙ্গে বদরিকাশ্রমে গমন করিবেন বলিয়া আচার্য্যের অনুমতি ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। শিষ্য-হৃদয়জ্ঞ আচার্য্য অগত্যা অনুমতি প্রদান করিলেন, এবং সশিষ্যে বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তিনি এখানে আসিয়া পূর্ব্বজিত পাতঞ্জল-মতের অনুগামীদিগকে স্বভাষ্য শিক্ষাদান পূর্ব্বক

---

* মাধবের শারদা-মন্দির-বর্ণনা প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ। এক্ষণে যে প্রাচীন মন্দির বর্ত্তমান, তাহা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। পীঠের পরিবর্ত্তে "কুণ্ড"। "চারি দ্বারে চারি মণ্ডপের", পরিবর্ত্তে কেবল পশ্চিম দ্বারের সম্মুখে একটী মাত্র মণ্ডপে গণেশের স্থান, এবং মোটের উপর, মাত্র দুইটী দ্বার আছে। কাশ্মীর-শ্রীনগরেও শঙ্কর-সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ আছে। বাহুল্য ভয়ে এস্থলে পরিত্যক্ত হইল। এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত কথা "শঙ্করাচার্য্য" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিলাম।

† এ সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ আছে।

কিছুদিন অতিবাহিত করিলেন। এই স্থলে তাঁহার দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ অতীত হইল। অনন্তর তিনি কেদারনাথ তীর্থে গমন করিলেন। তথায় শিষ্যগণের শীত-জন্য দারুণ কষ্ট দেখিয়া তিনি মহেশ্বরের নিকট একটী উষ্ণ জলের প্রস্রবণ-নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আনন্দের বিষয়, মহেশ্বরও অবিলম্বে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন—অবিলম্বে কোথা হইতে তথায় এক তপ্ত জল-প্রবাহের আবির্ভাব হইল। এই তপ্ত জলকুণ্ডের সাহায্যে শিষ্যগণ সেই দারুণ শীত নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন, এবং আচার্য্যের অমূল্য উপদেশ অনুসারে সাধন ভজনে মনোনিবেশ করিলেন। শুনা যায় তদবধি উক্ত কুণ্ড 'তপ্ত-তোয়া' নামে প্রসিদ্ধ *। এই রূপে লোক-শঙ্কর, আচার্য্য-শঙ্কর, কেদারনাথ তীর্থে কিছুদিন অবস্থান করিয়া মানব-লীলা সংবরণ মানসে কৈলাসে গমন করিলেন এবং তথায় কৈলাস-নাথ শঙ্করের সহিত সম্মিলিত হইলেন।†

---

* কেদারনাথে "তপ্ততোয়া" বলিয়া কিছু আমি দেখি নাই। কেদারনাথ হইতে ৫।৬ মাইল নীচে গৌরীকুণ্ডে তপ্তজল-কুণ্ড আছে—দেখিয়াছি। ইহাই যদি মাধবাচার্য্যের লক্ষ্য হয় তাহা হইলে, ইহা ঠিক কেদারনাথে নহে। বদরিনাথে, ঠিক মন্দিরের নীচেই একটী তপ্তজল-কুণ্ড আছে, ইহা "তপ্ততোয়া" নামে খ্যাত।

† উপরে যে শঙ্কর-চরিত লিখিত হইল, তাহা কেবল মাধবাচার্য্যের "শঙ্কর দিগ্বিজয়" ও ধনপতিস্থরীর টীকাতে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর মাধবাচার্য্য, আচার্য্য জীবনের ঘটনাগুলি যেরূপ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আমি ঠিক তাঁহার মত করিয়া বর্ণনা করি নাই। আমি অনেক স্থলে শঙ্কর-চরিত্রের, মাধবাচার্য্য-প্রদত্ত সেকেলে অলঙ্কারগুলি উন্মোচন করিয়া একেলে দুই একখানি মাত্র অলঙ্কার পরাইয়া দিয়াছি। অবশ্য তুলনা-স্থলে এ বিষয়ে একেবারেই সাবধান হইয়াছি, তথায় ওরূপ অলঙ্কারের বিনিময়ও দৃষ্ট হইবে না। প্রবাদরূপে যে সমস্ত কথা আচার্য্য-জীবনে ভারতের নানাস্থানে শুনা যায়, তাহার তুলনায় মাধবাচার্য্য যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা প্রায় কিছুই নহে। আমি

কথিত আছে, ভগবান শঙ্করাচার্য্য যখন কৈলাসে প্রবেশ করেন, তখন কৈলাসপতি শিব, আচার্য্যের নিরভিমানিতা পরীক্ষার জন্য, অনুচরগণকে শঙ্করের পথ-রোধ করিতে আদেশ প্রদান করেন। আচার্য্য, কৈলাসের দ্বারে আগমন করিলে তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন, "মহাত্মন্ কোথায় যাইতেছেন? ভগবান বলিয়া দিয়াছেন আপনার জন্য এ-ধাম নহে। আপনি কি জানেন না—যে আপনাকে উপলক্ষ্য করিয়া জগতে কত নরহত্যা, কত ভীষণ অত্যাচার হইয়া যাইতেছে। জানেন না, আপনার "মত" যাহারা গ্রহণ করিতেছে না, নরপতিগণ তাহাদিগের কি দুর্দ্দশাই না করিতেছে। কত স্বধর্ম্মানুরাগী বৌদ্ধ, জৈন, কাপালিক প্রভৃতির প্রাণ-বধ হইতেছে! শিব-লোকে দ্বেষ, হিংসার স্থান নাই—যা'ন আপনার এস্থান নহে, শীঘ্র এস্থান হইতে প্রস্থান করুন, নচেৎ বলপূর্ব্বক অধঃপাতিত করিব।" শিবানুচরগণের কথা শুনিয়া আচার্য্য

---

সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়া সেগুলি সংগ্রহ করিয়াছি বটে, কিন্তু, যেহেতু এগ্রন্থে উভয় আচার্য্যকে তুলনা করা হইয়াছে, সেই হেতু সেগুলি আমি ইচ্ছা করিয়াই লিপিবদ্ধ করিলাম না। কচিৎ দুই এক স্থলে দুই একটী প্রবাদমাত্র গ্রহণ করিয়াছি এবং তাহাও তথায় প্রবাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। তুলনা-কার্য্যে প্রবাদ অবলম্বন করা বড় ভয়াবহ ব্যাপার। কারণ,—সকলেই অবগত আছেন—প্রবাদের মধ্যে প্রায়ই নানা গোল থাকে। আচার্য্যের যতগুলি স্তব-স্তুতি আছে প্রায় সকলগুলিই এক একটী ঘটনা সম্বলিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় মাধবাচার্য্য "সংক্ষেপ-শঙ্কর-বিজয়" রচনা করিয়া সেগুলি প্রায়ই পরিত্যাগ করিয়াছেন। টীকাকার দুই এক স্থলে দুই একটী স্তবের উপলক্ষ বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র, অধিকাংশ তিনিও পরিত্যাগ করিয়াছেন। ভক্ত ও ভাবুকের দৃষ্টিতে আচার্য্য জীবন বড় মধুরও উপাদেয় সামগ্রী, কিন্তু দুঃখের বিষয় সে মাধুর্য্য কাল-কবলে কবলিত। এক দিকে মহোৎসাহে দলে দলে দেশ-দেশান্তর হইতে জন-সমূহ আচার্য্যের দর্শনোদ্দেশে ধাবিত, কিন্তু আচার্য্যের দর্শন লাভ করিয়া কেমন তাহারা শান্ত, স্থির হইয়া যাইত, আবার আচার্য্যের

একটু যেন মৃদু হাসিলেন এবং বলিলেন "হে পূজনীয় শিবকিঙ্করগণ, আপনারা ভগবানের নিকট যা'ন এবং তাঁহাকে নিবেদন করুন যে এ-দেহে কি তাঁহারই আজ্ঞায় যাহা-কিছু সব করে নাই? তিনি ভিন্ন ইহার কি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে? এবং এখনও তিনি ভিন্ন কি ইহার অন্য আশ্রয় সম্ভব? আমি এই স্থানেই অপেক্ষা করিতেছি আপনারা তাঁহাকে এই কথা বলুন।" শিবকিঙ্করগণ আচার্য্য-বাক্য শুনিয়া—ভগবানের নিকট আগমন করিলেন এবং আচার্য্য-বাক্য যথাযথ নিবেদন করিলেন। "ভগবান তখন সস্মিত-বদনে বলিলেন" বৎসগণ! যাও—তাঁহাকে সাদর-সম্ভাষণে আমার নিকট আনয়ন কর, আমি তাঁহাকে পরীক্ষার জন্য তোমাদিগকে এরূপ করিতে বলিয়াছিলাম।" অনুচরগণ তখন অতি আগ্রহ সহকারে শঙ্কর সমীপে আগমন করিলেন এবং মহা আদরে তাঁহাকে ভগবানের নিকট লইয়া গেলেন। আচার্য্য

---

সমীপ ত্যাগ করিয়া তাহারা কেমন এক নূতন ও অভিনব ভাবে ভাবিত হইয়া আচার্য্যের ভক্তবৃন্দের সহিত মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইত—ইহা আচার্য্য-জীবনে এক অভিনব দৃশ্য। কত লোক এই ভাব লইয়া গৃহে ফিরিতেছে, কত লোক আবার এই ভাবে বিহ্বল হইয়া আচার্য্যের অনুগমন করিতেছে; আচার্য্য যথায় যাইতেছেন, তাহারাও তথায় যাইতেছে, কোথায় যাইবে তাহা তাহারা জানে না। এইরূপে আচার্য্যের ভ্রমণ কালে অনূন ৩।৪ সহস্র লোক তাঁহার পশ্চাদ্গামী, কেহ শঙ্খ, কেহ ঘণ্টা, কেহ ঢক্কা বাজাইতেছে কেহ ধ্বজাপতাকা লইয়া নৃত্য করিতেছে, কিন্তু আচার্য্যের নিকট সে কোলাহল নাই, সে উত্তেজনা, সে জনতা নাই। আচার্য্যের নিকট শান্তি-দেবী যেন স্বকীয় শান্তিবারি সেচন করিয়া সকলের মুখে প্রফুল্লতাপ্রসূন ফুটাইয়া রাখিয়াছেন। এইরূপে আচার্য্যের দিগ্বিজয়-যাত্রা এক অদ্ভুত দৃশ্য। এ সব কথা এ তুলনা-পুস্তকে স্থান পাইবার যোগ্য নহে, ইহা ভক্ত ও ভাবুকের চিত্ত-পটের চিত্র। যদি ভগবান ইচ্ছা করেন তাহা হইলে পৃথক্ পুস্তকে এ সকল কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিতে যত্নবান হইব।

ভগবানকে দেখিবা মাত্র ছিন্ন তরুবরের ন্যায় ভগবৎ-চরণে পতিত হইলেন এবং তাঁহার চরণ স্পর্শ মাত্র তাহাতেই বিলীন হইয়া গেলেন। অনুচরগণ ইহা দেখিয়া যার-পর-নাই বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন "ভগবন্ আপনার লীলা অপার, এ পরীক্ষা তাঁহার নহে, ইহা আমাদিগের প্রতি আপনার উপদেশ!"

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### রামানুজ-জীবনী।

ভারতের দক্ষিণদিকে পূর্ব্ব-সমুদ্রতীরে পাণ্ড্যরাজ্য অবস্থিত। এখানে প্রায় ১৩° অক্ষাংশে শ্রীপেরেম্বুদুর বা শ্রীমহাভূতপুরী নামক গ্রাম আছে। এই স্থানে দ্রাবিড় ব্রাহ্মণগণের বাস। দ্রাবিড় ব্রাহ্মণগণ সদাচার-সম্পন্ন ও নিষ্ঠাবান। অদ্যাবধি সদাচারের জন্য তাঁহারা সর্ব্বত্র সম্মানিত। "আসুরি কেশবাচার্য্য দীক্ষিত" ইহাদের অন্যতম। ইনি সাতিশয় যজ্ঞনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া পণ্ডিতগণ ইহাকে 'সর্ব্বক্রতু' উপাধি দিয়াছিলেন। কেশবাচার্য্য, বৃদ্ধ শ্রীশৈলপূর্ণ বা পেরুয়া "তিরুমলাই" নাম্নী এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী "কান্তিমতীর" পাণিগ্রহণ করেন। এই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী প্রসিদ্ধ যামুনাচার্য্যের সর্ব্বপ্রধান শিষ্য ছিলেন। যামুনাচার্য্য এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাগ্যবলে অর্দ্ধেক পাণ্ড্যরাজ্যের রাজপদবী পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে বার্দ্ধক্যে সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজের নেতৃত্ব-পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইনি যোগী, জ্ঞানী ও ভক্ত,—ইহাতে জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ এই তিনেরই সুন্দর সামঞ্জস্য সংস্থিত ছিল।

বিবাহের পর বহুদিন অতীত হইল, কিন্তু কেশবের কোনও সন্তানাদি হইল না। তজ্জন্য তিনি সর্ব্বদা অত্যন্ত দুঃখিত থাকিতেন। অবশেষে ভাবিলেন, যজ্ঞদ্বারা শ্রীভগবানকে তুষ্ট করিতে পারিলে নিশ্চয়ই পুত্র-মুখ দেখিতে পাইব। অনন্তর তিনি এক চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে বর্ত্তমান মান্দ্রাজের সমীপবর্ত্তী কৈরবিণী-সাগর-সঙ্গমে স্নানার্থ সস্ত্রীক আগমন করেন। নিকটেই শ্রীপার্থসারথীর মন্দির। তিনি স্নানান্তে শ্রীমূর্ত্তির

দর্শনার্থ আসিলেন। দর্শনানন্তর স্থির করিলেন, এইখানেই ভগবৎ-সমীপে পুত্রার্থ এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা যাউক। অবিলম্বে তাহাই হইল। তিনি শ্রীপার্থসারথীর সম্মুখে, সরোবর তীরে এক যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। যথাকালে যজ্ঞ সমাপ্ত হইল। নিশাকালে কেশব, শ্রীমৎ পার্থসারথীকে স্বপ্ন দেখিলেন—যেন ভগবান তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "হে সর্ব্ব-ক্রতো! আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। জগতে ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থ আমার অবতারগ্রহণ আবশ্যক হইয়াছে, সুতরাং আমাকেই তুমি পুত্র রূপে লাভ করিবে।" স্বপ্ন দেখিয়া কেশব যার-পর-নাই হৃষ্টচিত্ত হইলেন। ভাবিলেন, এইবার ভগবানের কৃপা লাভ করিতে পারিব। অনন্তর ৯৪১ শকাব্দ সৌর বৈশাখ ২য় দিনে শুক্লপক্ষ পঞ্চমী তিথিতে, সোমবারে শুভক্ষণে ভাগ্যবতী কান্তিমতী এক পুত্র-রত্ন প্রসব করিলেন।*

ভক্তপ্রবর বৃদ্ধ শ্রীশৈলপূর্ণ সংবাদ পাইলেন। তিনি ত্বরা পূর্ব্বক শ্রীরঙ্গম হইতে আসিলেন। ভাগিনেয় দেখিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি শিশুর লক্ষণাবলি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। লক্ষণ-গুলি অনন্ত-শয়ন ভগবান অনন্তের অবতার লক্ষ্মণদেবের, লক্ষণের সদৃশ ভাবিয়া তিনি শিশুর নাম রাখিলেন 'লক্ষ্মণ।' যথা সময়ে তাঁহার সংস্কারগুলি অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিলে উপনয়ন-সংস্কারও হইয়া গেল। উপনয়নের পর, পিতা স্বয়ংই তাঁহার শিক্ষাভার গ্রহণ করিলেন। বালক-লক্ষ্মণের বুদ্ধি অসাধারণ তীক্ষ্ণ ছিল। বিদ্যাভ্যাসে

---

* মতান্তরে ৪১১৮ কল্যব্দে ৯৩৯ শলিবাহনাব্দ, মধ্যাহ্নকাল কর্কট-লগ্ন।

(২) খৃষ্টাব্দ ১০১৭ বা ৯৩৮ শকাব্দ পঞ্চমীতিথি, বৃহস্পতিবার আদ্রা নক্ষত্র।

(৩) ১৩ই চৈত্র বৃহস্পতিবার শুক্লপক্ষ।

(৪) ৯৪০ শকাব্দপিঙ্গলা বৎসর চৈত্রমাস।

যেমন তাঁহার প্রতিভা লক্ষিত হইত, ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং ধার্ম্মিক-সহবাসেও তাঁহার তেমনই অনুরাগ দেখা যাইত।

এই সময় কাঞ্চীনগরীতে "কাঞ্চীপূর্ণ" নামে শূদ্রকুলপাবন এক পরম ভাগবত বাস করিতেন। ইঁহার ভক্তি, নিষ্ঠা সর্ব্বজন বিদিত ছিল। অনেকে ভাবিত, "শ্রীবরদরাজ" ইঁহার প্রত্যক্ষ হয়েন। অনেকে আবার তাঁহাকে "শ্রীবরদরাজের" নিকট নিজ নিজ মনস্কামনার উত্তর প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিত। ইনি প্রতিদিন ভগবৎ-পূজার্থ জন্মভূমি পুণা-মেলি হইতে কাঞ্চীপুরীতে গমন করিতেন। পুণামেলির পথ শ্রীপেরে-ম্বুদুরের ভেদ করিয়া লক্ষ্মণের বাটীর নিকট দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং কাঞ্চীপূর্ণকে নিত্য লক্ষ্মণের বাটীর পার্শ্ব দিয়া যাতায়াত করিতে হইত। একদা সায়ংকালে লক্ষ্মণ পথে যদৃচ্ছা-বিচরণ করি-তেছিলেন, এমন সময় কাঞ্চীপূর্ণকে পথিমধ্যে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মুখ-জ্যোতিঃ লক্ষ্মণের চিত্ত-আকর্ষণ করিল। তিনি তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধের ন্যায় তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। বালকের কোমল মুখকান্তি ও মহাপুরুষ-সঙ্কাশ লক্ষণাবলি দেখিয়া কাঞ্চীপূর্ণও তাঁহার প্রতি পুনঃপুনঃ দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, এবং নিকটে আসিয়া সস্নেহে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। "লক্ষ্মণ" পরিচয় দিয়া বিনীত ভাবে কাঞ্চীপূর্ণকে তাঁহার বাটীতে সেই দিন ভোজন করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি বালকের অতিথ্য স্বীকার করিয়া লক্ষ্মণের বাটীতে আসিলে, লক্ষ্মণ তাড়াতাড়ি পিতার নিকট যাইয়া বলিলেন "বাবা আমি এই মহাপুরুষকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, ইহাকে আজ আমাদের বাটীতে রাখিতে হইবে।" কেশব, কাঞ্চীপূর্ণকে চিনিতেন। তিনি পুত্রের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া বলিলেন "বৎস! বেশ করিয়াছ, উনি এক জন পরম ভাগবত, তুমি খুব যত্ন করিয়া তাঁহার সেবা কর।" অনন্তর কেশব, কাঞ্চীপূর্ণের নিকট

আসিলেন এবং তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ হাসিতে হাসিতে কেশবকে, তাঁহার পুত্রের নিমন্ত্রণ-কথা বলিলেন এবং আসন গ্রহণ করিলেন। কেশব বলিলেন "মহাত্মন্ আমাদের পরম সৌভাগ্য আজ আপনি আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করিবেন, আশীর্ব্বাদ করুণ বালকের যেন ভগবৎ-চরণে ভক্তি হয়"। কাঞ্চীপূর্ণ তখন বালকের সুলক্ষণের কথা উল্লেখ করিয়া, কেশবের ভাগ্যের বহু প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যথাসময়ে লক্ষ্মণ, কাঞ্চীপূর্ণকে সুন্দর রূপে ভোজন করাইয়া তাঁহার পদসেবা করিতে উদ্যত হইলেন। কাঞ্চীপূর্ণ লক্ষ্মণের আচরণে চমৎকৃত হইলেন। ব্যগ্র হইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, "বৎস! আমি নীচ শূদ্র, আর তুমি সদ্‌ব্রাহ্মণ-তনয় ও বৈষ্ণব, কোথায় 'আমি' তোমার পদসেবা করিব, না—'তুমি' আমার পদসেবা করিতে প্রস্তুত? ছি! এমন কার্য্য করিও না।" লক্ষ্মণ একটু লজ্জিত হইয়া নিরস্ত হইলেন বটে, কিন্তু মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইলেন। তিনি বলিলেন,— "কেন প্রভু! শাস্ত্রেতে দেখিতে পাই, যিনি হরিভক্তিপরায়ণ, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, এই ত "তিরুপ্পান আলোয়ার" চণ্ডাল হইয়াও ত ব্রাহ্মণের পূজনীয় হইয়াছিলেন। আপনি পরম ভাগবত, আপনার পদসেবা করিতে দোষ কি?" লক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া কাঞ্চীপূর্ণ অন্য কথার অবতারণা করিলেন, কিন্তু ভাবিলেন,—এ বালক কখনও সামান্য মানুষ হইতে পারে না। যাহা হউক, তিনি ভগবৎ-কথায়, লক্ষ্মণের গৃহে সেই রাত্র যাপন করিয়া পরদিন প্রাতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। লক্ষ্মণ ও কাঞ্চীপূর্ণ এক দিনের জন্য মিলিত হইলেন বটে, কিন্তু ইহার সংস্কার লক্ষ্মণের হৃদয়ে আজীবনের জন্য বদ্ধমূল হইল। ক্রমে লক্ষ্মণ ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করিলেন। পিতা কেশব, পুত্রের বিবাহ দিলেন, কিন্তু পুত্রবধূ

লইয়া অধিক দিন সংসার-সুখ ভোগ করিতে পারিলেন না। বিবাহের অল্পদিন পরেই সকলকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন। লক্ষ্মণ, পিতৃশোকে কাতর হইলেন বটে; কিন্তু শোকে অভিভূত হইলেন না। তিনি জননীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন ও কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে মনোনিবেশ করিলেন।

পিতৃ-বিয়োগে লক্ষ্মণের পাঠ বন্ধ হইয়া গেল। কারণ, তাঁহাকে পড়াইতে পারেন, তখন এমন কেহ তথায় ছিলেন না। তিনি শুনিলেন—কাঞ্চীপুরে এক-প্রকার অদ্বৈত-মতাবলম্বী শ্রীযাদবপ্রকাশ নামক এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত-সন্ন্যাসী বহু বিদ্যার্থীকে বিদ্যাদান করিয়া থাকেন। তাঁহার বড় ইচ্ছা হইল,—যাদবপ্রকাশের নিকট বিদ্যাভ্যাস করেন। তিনি জননীর নিকট তাঁহার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। জননীও পুত্রের ইচ্ছার প্রতিবন্ধক হইলেন না। লক্ষ্মণ মাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া কাঞ্চী-পুরীগমন করিলেন এবং অনুসন্ধান করিয়া যাদবপ্রকাশের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। যাদবপ্রকাশ লক্ষ্মণকে দেখিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলেন এবং বিদ্যাদানে সম্মতি প্রদান করিলেন।

লক্ষ্মণ, যাদবপ্রকাশের নিকট আসিয়া প্রথম হইতেই বেদান্ত-শাস্ত্র অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে জননী ভাবিলেন, পুত্রকে প্রবাসে পাঠাইয়া কেবল পুত্রবধূকে লইয়া ভূতপুরীতে থাকিয়া ফল কি? বরং পুত্রের নিকট থাকিলে পুত্রের সুবিধা। এই ভাবিয়া তিনি পুত্রবধূকে লইয়া কাঞ্চীপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যাদবপ্রকাশের আশ্রমের নিকট একটী পৃথক্‌স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। *

---

* মতান্তরে এক সঙ্গে আসেন।

"কান্তিমতী" পুত্রসহ কাঞ্চীপুরীতে বাস করিতেছেন শুনিয়া তাঁহার কনিষ্ঠা-ভগ্নী "দ্যুতিমতী" নিজ-পুত্র গোবিন্দকেও তথায় পাঠাইয়া দিলেন। "দ্যুতিমতী" তখন তাঁহার স্বামী কমলাক্ষভট্টের গৃহে—বল্লনমঙ্গলম্ নামক স্থানে অবস্থান করিতে ছিলেন। গোবিন্দ ও লক্ষ্মণ প্রায় সমবয়স্ক। গোবিন্দ কিছু ছোট। গোবিন্দের আগমনে লক্ষ্মণ যার-পর-নাই আহ্লাদিত হইলেন, এবং দুই ভাই, একসঙ্গে যাদবপ্রকাশের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন।

যাদবপ্রকাশের খ্যাতি শুনিয়া লক্ষ্মণ তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মতের সহিত লক্ষ্মণের সংস্কারের মিল হইল না। লক্ষ্মণ, কর্ম্মকাণ্ডের পক্ষপাতী ও ভক্ত-বৈষ্ণব-বংশ-সম্ভূত; যাদব-প্রকাশ কিন্তু সন্ন্যাসী—কর্ম্মকাণ্ডহীন, শঙ্করাচার্য্য-সম্প্রদায়-ভুক্ত থাকিয়াও পরে নিজেই এক অভিনব মতের প্রবর্ত্তন করেন। এজন্য, তাঁহার সঙ্গ এবং উপদেশে লক্ষ্মণের হৃদয়ে অলক্ষ্যে অশান্তির ছায়া পতিত হইতে থাকিল। তাঁহার স্বভাব-সুলভ বিনয় প্রভৃতি সদ্গুণরাশি অশান্তির ছায়ায় ম্লান হইতে লাগিল।

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে একদিন শিষ্যসকলের প্রাতঃ-কালীন পাঠ-সমাপ্তির পর, লক্ষ্মণ গুরুদেবের অঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিতেছেন, এমন সময় একটী শিষ্য, তাহার সন্দেহ দূরীকরণার্থ পুনরায় আচার্য্য সমীপে আসিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল। আলোচ্য বিষয়,—ছান্দোগ্য উপনিষদের "তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবাক্ষিণী" এই মন্ত্রাংশ। যাদবপ্রকাশ মন্ত্রের অর্থ করিলেন,—সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুরুষের চক্ষু দুইটী আরক্তিম; কিরূপ আরক্তিম? তাহার জন্য মন্ত্রে 'কপ্যাস' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ কপির—বানরের পশ্চাদ্‌ভাগ যেমন, তদ্রূপ। গুরু-দেবের এইরূপ ব্যাখ্যায় লক্ষ্মণের হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি ভাবিলেন,—

হায়! ভগবানের চক্ষের বর্ণ, বানরের পশ্চাদ্‌ভাগের সহিত তুলিত হইল? কি সর্ব্বনাশ! ইহা কখনই হইতে পারে না। নিশ্চয়ই ইহার অন্য অর্থ আছে। এই ভাবিয়া তিনি সকরুণ-প্রাণে ইহার সদর্থ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভগবান্—অন্তর্য্যামী। তাঁহার কৃপায় অবিলম্বে লক্ষ্মণের মনে সদর্থের উদয় হইল। তিনি নীরবে ক্রন্দন করিতে করিতে নিজ কর্ত্তব্য-পালন করিতে লাগিলেন। ভবিতব্য কিন্তু—অন্য প্রকার। লক্ষ্মণের অশ্রুবিন্দু যাদবের অঙ্গে পতিত হইল। তিনি চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখেন, লক্ষ্মণ বাষ্পাকুলিত-নেত্র,যেন মনোদুঃখে ম্রিয়মাণ।

তাঁহার এই ভাব দেখিয়া যাদব কিঞ্চিৎ আগ্রহ-সহকরে 'হেতু' জিজ্ঞাসা করিলেন। বিনীত-স্বভাব লক্ষ্মণ, কি-করিয়া গুরুবাক্যের প্রতিবাদ করিবেন,—ভাবিয়া আকুল হইলেন। গুরুদেব কিন্তু পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ নম্রভাবে বলিলেন,—"প্রভু! ভগবানের চক্ষু বানরের পশ্চদ্ভাগের সহিত তুলিত হওয়ায় আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে।" যাদব ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"বৎস! আচার্য্য শঙ্করও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাতে দোষ কি?" লক্ষ্মণ জানিতেন, গুরুদেব শঙ্করমতের সর্ব্বথা অনুগামী নহেন। তিনি স্বয়ং আচার্য্যের মতের প্রতিবাদ করিয়া এক অভিনব মতের প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন। সুতরাং যাদব, আচার্য্য-শঙ্করের দোহাই দিয়া গুরু-ভক্তির উদ্রেক করিয়া লক্ষ্মণকে বুঝাইলে লক্ষ্মণ বুঝিবেন কেন? যিনি নিজে গুরু-ভক্ত নহেন, তিনি শিষ্যকে কি করিয়া গুরুভক্ত করিতে পারেন? লক্ষ্মণ বলিলেন,—"প্রভু যদি ইহার অন্য অর্থ করিয়া এই হীনোপমা দোষ দূর করা যায়; তাহা হইলে ক্ষতি কি?" যাদব উপহাস করিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা—ভাল, তুমিই তবে অর্থ কর।" যাদব ভাবিয়াছিলেন, এরূপ পরিচিত শব্দের ব্যাখ্যান্তর অসম্ভব। ফলে, লক্ষ্মণ 'কপ্যাস' শব্দে 'কং' অর্থাৎ

জলকে 'পিবন্তি ইতি' অর্থাৎ যে পান বা আকর্ষণ করে, সুতরাং 'কপি' অর্থে সূর্য্য। 'আস' অংশটী আস্ ধাতুর রূপ, ইহার অর্থ বিকসিত; সুতরাং সমুদায়ের অর্থ হইল,—সূর্য্যের দ্বারা বিকসিত। এখন তাহা-হইলে বাক্যের অর্থ হইল, সেই সুবর্ণবর্ণ আদিত্য-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী পুরুষের চক্ষু দুইটী, সূর্য্যদ্বারা বিকসিত পদ্মের ন্যায়। যাদব, ব্যাখ্যা শুনিয়া মনে-মনে বুঝিলেন, লক্ষ্মণ অতি তীক্ষ্ণধী-সম্পন্ন সন্দেহ নাই, তবে দ্বৈতবাদের পক্ষপাতী—ভক্ত। অনন্তর তিনি মুখে তাঁহার খুব প্রশংসা করিয়া স্নানার্থ গমন করিলেন। *

যাদব যেমন পণ্ডিত ছিলেন, মন্ত্র-শাস্ত্রেও তাঁহার তেমনি অসাধারণ অধিকার ছিল। ভূত-পিশাচগ্রস্ত ব্যক্তি তাঁহার নিকট আনীত হইলে মন্ত্র-বলে তিনি তাহাকে আরোগ্য করিতে পারিতেন। এজন্য তাঁহার খ্যাতিও দেশ-দেশান্তরে বিস্তৃত হইয়াছিল। এক সময়, কাঞ্চীপুরীর রাজ-কুমারী ব্রহ্মদৈত্য কর্ত্তৃক আক্রান্তা হন। বহু চেষ্টা-চরিত্র করিয়াও তাঁহাকে কেহ আরোগ্য করিতে পারে নাই। ক্রমে যাদবপ্রকাশের এই ক্ষমতা রাজার কর্ণ-গোচর হইল। সুতরাং রাজা অবিলম্বে তাঁহাকে আনিতে পাঠাইলেন। দূতমুখে বৃত্তান্ত শুনিয়া যাদবপ্রকাশ গর্ব্ব-সহকারে বলিলেন, "যখন আমাকে লইতে আসিয়াছ, তখন নিশ্চয়ই এই ব্রহ্মদৈত্য খুব বলবান্। তা-ভাল; যাও ফিরিয়া গিয়া আমার নাম কর, তাহা হইলেই ব্রহ্মদৈত্য পলাইবে।" অবিলম্বে তাহাই করা হইল, কিন্তু ফল হইল বিপরীত। ব্রহ্মদৈত্য প্রত্যুত্তরে যাদবকেই দেশ-ত্যাগের পরামর্শ দিল। ফলে, যাদবকে শীঘ্র রাজ-বাটীতে আনা হইল। লক্ষ্মণ প্রভৃতি কয়েকটী শিষ্য যাদবের সঙ্গে আসিলেন।

---

* মতান্তরে, (১) এই ঘটনাটী যাদবপ্রকাশের সহিত রামানুজের বিচ্ছেদের শেষ কারণ। (২) কাহারও মতে ইহা দ্বিতীয় বার বিবাদের হেতু।

অনন্তর রাজকুমারী যাদবের সম্মুখে আনীত হইলেন। তিনি ক্রমে যথাশক্তি মন্ত্র-প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সকলই নিষ্ফল হইল। ব্রহ্মদৈত্য যাদবের মন্ত্র-প্রয়োগে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—"ওহে ব্রাহ্মণ আমাকে তাড়াইবারতোমার ক্ষমতা নাই, তুমি আমা অপেক্ষা হীনবল। তুমি যে মন্ত্র-প্রয়োগ করিতেছ, তাহা আমি অবগত আছি। কিন্তু তুমি কি জান—আমি পূর্ব্বে কি ছিলাম? যাদব তখন বস্তুতঃই বিস্মিত হইলেন, তথাপি আত্ম-সম্মান-রক্ষার্থ বলিলেন, "আচ্ছা বেশ তুমিই বল,—তুমি ও আমি পূর্ব্বজন্মে কি ছিলাম? ব্রহ্মদৈত্য তখন ঘৃণাপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে বলিল,—"তুমি পূর্ব্বজন্মে গোসাপ ছিলে; এক বৈষ্ণবের পাতার উচ্ছিষ্টাবশেষ খাইয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছ; এবং আমি ব্রাহ্মণ ছিলাম, যজ্ঞে কিঞ্চিৎ ত্রুটী হওয়ায় ব্রহ্মদৈত্য-যোনি প্রাপ্ত হইয়াছি।" যাদব, ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া এক কৌশল উদ্ভাবন করিলেন, বলিলেন— "আচ্ছা বেশ, যখন দেখিতেছি তুমি সর্ব্বজ্ঞ, তখন তুমিই বল, কি করিলে তুমি এই রাজকুমারীকে পরিত্যাগ করিবে?" ব্রহ্মদৈত্য ক্রোধভরে বলিয়া ফেলিল,—"যদি তোমার ঐ পরম বৈষ্ণব-শিষ্য লক্ষ্মণ দয়া করিয়া আমার মস্তকোপরি পদার্পণ করেন, তাহা হইলে আমি যাইব, নচেৎ নহে।" যাদবের আদেশে তৎক্ষণাৎ তাহাই অনুষ্ঠিত হইল,—ব্রহ্মদৈত্য, রাজ-কুমারীকে পরিত্যাগ করিল। রাজা ও রাণী উভয়েই পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং লক্ষ্মণ ও যাদবকে বহু স্বুবর্ণ-মুদ্রা দিয়া সম্মানিত করিয়া বিদায় দিলেন। লক্ষ্মণ উক্ত স্বুবর্ণ-মুদ্রার কিছুই লইলেন না। সমুদয় গুরুপদে উৎসর্গ করিয়া দিলেন। যাদব, মুখে লক্ষ্মণের উপর খুব সন্তোষ প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অভ্যুদয় হইতেছে দেখিয়া এবং সভামধ্যে ব্রহ্মদৈত্য কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া মনে-মনে মর্ম্মান্তিক দুঃখে জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন। *

* মতান্তরে ইহা রামানুজের সহিত মত-ভেদের প্রথমে ঘটে।

কিছুদিন পরে লক্ষ্মণের তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ পাঠ আরম্ভ হইল। এক দিন এই উপনিষদের "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম" এই মন্ত্র ব্যাখ্যা শুনিয়া তিনি ভাবিলেন, আচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারে—ব্রহ্ম যদি সত্য-স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ বা অনন্তস্বরূপ হয়েন, তাহা হইলে ভগবানের অনন্ত সদ্‌গুণ—দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণগুলি কোথায় গেল ? জীব-ব্রহ্মের অভেদ সিদ্ধান্তই স্থির হইয়া গেল ? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে লক্ষ্মণের হৃদয়ে মুহূর্ত্তমধ্যে দ্বৈতপর ব্যাখ্যা উদিত হইল। তিনি নম্রভাবে ধীরে-ধীরে গুরুদেব-কৃত ব্যাখ্যার দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক দ্বৈতপর ব্যাখ্যার সমর্থন করিতে লাগিলেন। যাদব, কিছুক্ষণ বিচারের পর, লক্ষ্মণের যুক্তির অকাট্য-ভাব যতই বুঝিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার অন্তর্দ্দাহ হইতে লাগিল। তিনি ক্রোধে লক্ষ্মণকে অযথা তিরস্কার করিতে লাগিলেন, এবং শেষে সর্ব্ব-সমক্ষে অপমান করিয়া আশ্রম হইতে দূর করিয়া দিলেন। অগত্যা লক্ষ্মণ স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং মাতৃ-সন্নিধানে থাকিয়া স্বয়ং বেদান্ত-চর্চ্চায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

কাঞ্চীপূর্ণ পূর্ব্বে ভূতপুরীতে লক্ষ্মণের পরিচয় পাইয়াছিলেন। এখানে লক্ষ্মণ, যাদবের নিকট থাকিতেন বলিয়া উভয়ে বড় দেখা-সাক্ষাৎ হইত না; কিন্তু কাঞ্চীপূর্ণ লক্ষ্মণের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। এক্ষণে তিনি বাটী আসিয়াছেন শুনিয়া কাঞ্চীপূর্ণ প্রায়ই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন ও ভগবৎ-কথায় কাল কাটাইতেন। দিন-দিন কাঞ্চীপূর্ণের প্রতি লক্ষ্মণের ভক্তি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল—কাঞ্চীপূর্ণ তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিলেন। এ দিকে লক্ষ্মণকে বিতাড়িত করিয়া যাদব নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি

---

* মতান্তরে (১) এই শ্রুতি লইয়া বিবাদ হয় নাই। (২) ইহা প্রথম বিবাদের হেতু।

ভাবিলেন, এ বালক যেরূপ ধীসম্পন্ন, তাহার উপর দৈবও ইহার প্রতি যেরূপ অনুকূল, তাহাতে ভবিষ্যতে এ-ব্যক্তি অদ্বৈতবাদের মহাশত্রু হইয়া উঠিবে। হইবার যোগাযোগও যথেষ্ট, কারণ, শুনিতে পাই, সেই দ্বৈত-বাদী, শূদ্র, ভণ্ড কাঞ্চীপূর্ণের উপর ইহার বড় প্রীতি, প্রায়ই উভয়ে মিলিত হইয়া থাকে। যাদবপ্রকাশের আরও চিন্তা,—তিনি নিজে লক্ষ্মণের তুলনায় রাজসভাতে নিকৃষ্ট বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, বিচারস্থলেও সকল শিষ্যসমক্ষে মুখে পরাজয় স্বীকার না করিলেও মনে-মনে পরাজয় বুঝিতে পারিয়াছেন ; শিষ্যবর্গও এই ব্যাপার বুঝিতে পারিয়াছে। এ অপমান কি সহ্য করা যায়। এই সকল কারণে জগতে লক্ষ্মণের অস্তিত্ব, যাদবের পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিল। তিনি শিষ্যগণের সহিত গোপনে লক্ষ্মণকে বিনাশ করিবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অবশেষে অনেক চিন্তার পর স্থির হইল, গঙ্গাস্নান-গমনোপলক্ষে পথে কোন গহন অরণ্য-মধ্যে লক্ষ্মণকে বিনষ্ট করিতে হইবে। এই ভাবিয়া তিনি অপর শিষ্যগণদ্বারা লক্ষ্মণকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, এবং কপট স্নেহপ্রদর্শন পূর্ব্বক নিজ সন্নিধানে পুনরায় অধ্যয়ন করিবার আদেশ দিলেন।

কিছুদিন পরে, যাদবপ্রকাশ গঙ্গাস্নান-যাত্রার প্রসঙ্গ তুলিলেন। লক্ষ্মণের নিকটও গঙ্গাস্নান-যাত্রার প্রস্তাব করা হইল। তিনি গুরুর অভিসন্ধি কিছুই জানিতেন না। সুতরাং তাহাতে সম্মত হইলেন এবং গোবিন্দ প্রভৃতি অপর শিষ্যসহ গুরুদেবের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা বিন্ধ্যাচল প্রদেশস্থ গোণ্ডারণ্যে আগমন করিলেন। এই প্রদেশ জন-মানব-শূন্য এবং হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ। যাদব ভাবিলেন, এই স্থানেই লক্ষ্মণকে বিনষ্ট করিতে হইবে। এদিকে লক্ষ্মণের ভ্রাতা গোবিন্দ, গুরুর এই ভীষণ অভিসন্ধি দৈবক্রমে বিদিত হইলেন। তিনি লক্ষ্মণকে ইহা বিদিত করিবার জন্য কেবল সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

একদিন উষার অন্ধকারে লক্ষ্মণ শৌচোদ্দেশ্যে একটী পার্ব্বত্য প্রস্রবণের নিকট গিয়াছেন, অপর শিষ্যগণ তখনও জাগরিত হয় নাই, এমন সময়ে গোবিন্দ দ্রুতপদে লক্ষ্মণের নিকট আসিয়া সকল কথা বলিয়া দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিতে বলিলেন। তিনি গোবিন্দের কথায় সন্দেহ না করিয়া তন্মুহূর্ত্তেই সে স্থান ত্যাগ করিলেন। নিবিড় অরণ্য-মধ্যে যে দিকে পদচিহ্ন দেখিলেন, সেই দিকেই প্রাণের দায়ে উৰ্দ্ধশ্বাসে ধাবিত হইলেন; লক্ষ্য কেবল এই যে—দক্ষিণ দিকেই যাইতে হইবে; কারণ দক্ষিণ দিক হইতেই তাঁহারা আসিয়াছেন। কিছুদূর যাইয়াই তিনি পথ হারাইলেন। তথাপি সমস্ত দিন চলিয়া পদদ্বয় ক্ষত বিক্ষত ও স্ফীত হইয়া গেল, দেহ কণ্টক-বিদ্ধ ও মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডতাপে গলদ্‌ঘর্ম্ম, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় দুর্ব্বল, ক্লান্ত ও জিহ্বা শুষ্ক এবং বদন-মণ্ডল বিশীর্ণ হইয়া উঠিল। অনন্তর লক্ষ্মণ নিরুপায় হইয়া ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়া এক বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন। ক্রমে তিনি আর বসিয়া থাকিতেও পারিলেন না, ক্ষণমধ্যে সংজ্ঞাহীন হইয়া ধরাশায়ী হইলেন।

ভক্তবৎসল ভগবানের লীলা বিচিত্র। মূর্চ্ছান্তে লক্ষ্মণ দেখিলেন, "বেলা অপরাহ্ন; কোথা হইতে এক ব্যাধ-দম্পতী আসিয়া নিকটেই বসিয়া আছে; শরীরেও যেন তাঁহার নূতন বল আসিয়াছে; ক্ষুধা ও তৃষ্ণা অন্তর্হিত হইয়াছে।" নিবিড় অরণ্যে সমস্ত দিনের পর নরমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার বল দ্বিগুণিত হইল। তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন, ভাবিলেন ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া পথ জানিয়া লই।—এমন সময় ব্যাধ-পত্নীই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে বাপু? একা এখানে কেন? এ-যে অতি গহন বন, এখানে দস্যুগণও আসিতে ভীত হয়। তোমার বাটী কোথায়,—কোথায় যাইবে?" লক্ষ্মণ আত্ম-পরিচয় দিলেন, বলিলেন,—তিনি কাঞ্চী যাইবেন। ব্যাধপত্নী ইহা শুনিয়া বলিলেন,—

বেশ হইয়াছে, আমরাও কাঞ্চীযাত্রী, চল এক সঙ্গেই যাইব। অনন্তর ব্যাধের পরামর্শে লক্ষ্মণ তাহাদের সঙ্গে চলিতে লাগিলেন, কথাবার্ত্তায় কোথায় ও কতদূর যাইতেছেন, তাহা বুঝিবার অবকাশ পাইতেছিলেন না। বহুক্ষণ চলিবার পর সন্ধ্যা সমাগত হইল। লক্ষ্মণ তাঁহাদের সঙ্গে এক স্রোতস্বিনী তীরে রাত্রি-যাপন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। ক্ষণ-পরে রাত্রির ঘন অন্ধকার চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সকলেই একটী সমতল প্রস্তর-খণ্ডে শয়ন করিল। রাত্রি অধিক হইলে ব্যাধপত্নীর বড় পিপাসা পাইল, সে স্বামীকে জলানয়নের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। নিকটেই একটী নির্ম্মল জলের কূপ ছিল, কিন্তু অন্ধকার এতই গাঢ় হইয়াছিল যে, ব্যাধ তথায় যাইতে চাহিল না,—পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত পত্নীকে অপেক্ষা করিতে বলিল। লক্ষ্মণ শুইয়া শুইয়া ব্যাধ-দম্পতীর কথোপকথন শুনিলেন। তিনি তখন নিজেই জল আনিয়া দিবেন বলিয়া ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু একে অন্ধকার, তাহাতে ঠিক কোথায় সেই কূপ বিদ্যমান, তাহা জানা নাই, তাই তিনি সে বাসনা পূর্ণ করিতে পারিলেন না। ক্ষণপরে ভাবিলেন, 'যাহা থাকে কপালে, ব্যাধের নিকট পথ জিজ্ঞাসা করিয়া এই রাত্রেই জল আনিয়া দিই। যাহাদের কৃপায় আমি এই জনশূন্য অরণ্যে পথ পাইলাম, যাহাদের কৃপায় আমার প্রাণরক্ষা হইল, সামান্য তৃষ্ণার জল তাহাদিগকে দিতে পারিব না, ইহা অপেক্ষা ঘৃণা ও লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে?' তিনি আর শুইয়া থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া বসিলেন ও জল আনিবার জন্য ব্যাধের নিকট পথ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যাধ বলিল,—"এ অন্ধকারে তুমি সে স্থলে যাইতে পারিবে না; ইচ্ছা হয় কল্য প্রাতে আনিও।" অগত্যা লক্ষ্মণ তাহাই স্থির করিয়া নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে শরণ গ্রহণ করিলেন।

প্রভাত হইল। লক্ষ্মণ, জল আনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া সর্ব্বাগ্রেই

গাত্রোত্থান করিলেন। এ-দিক ও-দিক না চাহিয়া, ব্যাধপত্নীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন। ব্যাধপত্নী তাঁহাকে জাগরিত দেখিয়া বলিল—"বৎস! তুমি গত রাত্রে জল আনিবার জন্য আগ্রহ করিয়াছিলে, চল আমরা সেই কূপের নিকট যাই।" লক্ষ্মণ "তথাস্তু" বলিয়া তাহাদের সহিত কূপের অভিমুখে চলিলেন। ক্ষণকাল চলিবার পর তিনি দেখিলেন, অরণ্য শেষ হইয়াছে, অদূরে প্রান্তরমধ্যস্থ কতিপয় বৃক্ষতলে সোপানবদ্ধ একটী দিব্য কূপ, জল-সংগ্রহের জন্য অনেক নরনারী তথায় সমাগত, দেশটীও যেন কতকটা পরিচিত। তিনি আগ্রহ-সহকারে হস্ত-পদ-প্রক্ষালন পূর্ব্বক অঞ্জলি পূরিয়া জল আনিয়া ব্যাধ-পত্নীকে পান করাইলেন।* তিন অঞ্জলি জল পানের পর, তিনি যেমন পুনর্ব্বার জল আনিতে কূপ-মধ্যে অবতরণ করিয়াছেন, অমনি ব্যাধ ও ব্যাধ-পত্নী অদৃশ্য হইয়া পড়িল, লক্ষ্মণ আসিয়া আর তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না। সুদূর প্রান্তর, চারিদিকেই দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাদের দর্শন আর মিলিল না। তিনি তখন বুঝিলেন, অহো, ইহা দৈবী মায়া! অবশ্য এ-সময় তাঁহার মনোভাব কিরূপ, তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি কূপ-পার্শ্বস্থ কতিপয় লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইহা কোন্ স্থান? এখান হইতে কাঞ্চী কতদূর? কোন্ পথ দিয়াই বা যাইতে হইবে?" তাঁহার কথা শুনিয়া তাহারা তো অবাক্। তাহাদের এক জন বলিয়া উঠিল, "তোমার কি হইয়াছে, তুমি ত যাদবপ্রকাশের নিকট পড়িতে, কাঞ্চী কোথায় জান না? অদূরে বরদরাজের শ্রীমন্দিরের অভ্রভেদী চূড়া দেখিয়াও কি তুমি এ স্থানটী চিনিতে পারিতেছ না? ইহা সেই শালকূপ মহা-

---

* কোন মতে লক্ষ্মণ নিদ্রাভঙ্গের পর আর ব্যাধ-দম্পতীকে দেখিতে পান নাই, এবং আর একটু দক্ষিণাভিমুখে যাইয়াই দেখেন বন শেষ হইয়াছে, দূরে প্রান্তর মধ্যে কতকগুলি লোক কূপ হইতে জল আনিতেছে, ইত্যাদি।

তীর্থ, চিনিতে পারিতেছ না ?" লক্ষ্মণ শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি নাই, শরীর রোমাঞ্চিত, চক্ষু বাষ্পাকুলিত, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে তিনি মূর্চ্ছিত-প্রায় হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার মনে কত কথাই যে উদিত হইতে লাগিল, তাহা কে বলিতে পারে ? "ভগবানের দয়াতেই তাঁহার রক্ষা হইয়াছে, সেই ব্যাধ-দম্পতী স্বয়ং লক্ষ্মী নারায়ণ ভিন্ন আর কে হইতে পারে," ইত্যাদি চিন্তায় তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। ঐ দিন হইতেই তাঁহার জীবনের গতি ফিরিল। বিদ্যাচর্চ্চা, জ্ঞানলাভ, জগতে গণ্য-মান্য হওয়া, এ সব যে ভগবদ্ভক্তি-লাভের তুলনায় নগণ্য ও তৃণতুচ্ছ, ইহাই তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল। তিনি বুঝিলেন, ভগবৎ-কৃপালাভই জীবের চরম লক্ষ্য হওয়া চাই। ভগবদ্ভক্তের অপ্রাপ্য কিছুই নাই।

লক্ষ্মণ বাটী ফিরিলেন। দেখিলেন, স্নেহময়ী জননী তাঁহার বিরহে ম্রিয়মাণা। তিনি দ্রুতপদসঞ্চারে আসিয়া জননীর পদতলে পতিত হইলেন। জননী তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ সহকারে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি জননীর নিকট যাদবের ভীষণ অভিসন্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া, ভগবানের অসীম কৃপায় তাঁহার আত্মরক্ষা পর্য্যন্ত সকল কথাই ধীরে ধীরে নিবেদন করিলেন। জননীর প্রাণ তখন নানা ভাবে যার-পর-নাই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অনন্তর তিনি গোবিন্দের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। লক্ষ্মণও গোবিন্দের কুশল সংবাদ বলিলেন। এইবার কিন্তু লক্ষ্মণ-জননী, বরদরাজের পূজার জন্য চঞ্চল হইলেন। কারণ, তিনি বুঝিলেন বরদরাজের কৃপাতেই, যাদবের দুরভিসন্ধি হইতে তিনি তাঁহার প্রাণপ্রতিম পুত্রকে ফিরিয়া পাইয়াছেন। এমন সময় গোবিন্দের গর্ভধারিণী 'দ্যুতিমতী' লক্ষ্মণের পত্নীকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

পুত্র, যাদবের সহিত গঙ্গাস্নানে যাত্রা করিলে, 'কান্তিমতী' বধূমাতাকে তাঁহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়া একাকিনী যারপরনাই ম্রিয়মাণা হইয়া দিনযাপন করিতেছিলেন। 'দ্যুতিমতী' ইহা জানিতে পারিলেন। তিনিও বহুদিন হইতে গোবিন্দের অদর্শনে যারপর-নাই কাতর হইয়াছিলেন, এজন্য বধূমাতাকে লইয়া ভগিনীর নিকট বাস করিবেন বলিয়া আসিয়াছেন। কান্তিমতীর গৃহে আজ আনন্দের উৎস। একে পুত্রের মৃত্যুমুখ হইতে পুনরাগমন, তাহাতে বধূমাতা ও প্রিয় ভগিনীর সমাগম—এ-আনন্দ রাখিবার কি তাঁহার স্থান আছে? এত আনন্দ সত্ত্বেও কিন্তু কান্তিমতী বরদরাজের পূজার কথা বিস্মৃত হন নাই। তিনি আনন্দে সময়ক্ষেপ না করিয়া সর্ব্বাগ্রে বরদরাজের উদ্দেশ্যে বহু উপচার-বিশিষ্ট ভোগ রন্ধন করিলেন ও লক্ষ্মণকে যথারীতি নিবেদন করিয়া আসিতে বলিলেন। লক্ষ্মণ, ভোগ নিবেদন করিয়া গৃহদ্বারে আসিয়া দেখেন, কাঞ্চীপূর্ণ বহির্দ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি পূর্ব্ব-পরিচিত পরম-ভাগবত, কাঞ্চীপূর্ণকে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। তিনি তাঁহাকে সাদর-সম্ভাষণ পূর্ব্বক গৃহে আনয়ন করিলেন,এবং জননীর আদেশে যাদবের সমুদায় বৃত্তান্ত তৎসমীপে বর্ণনা করিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ বলিলেন—"বৎস! ভগবান্ বরদরাজ তোমার উপর যার-পর-নাই প্রসন্ন, তাই তুমি এ-বিপদে রক্ষা পাইয়াছ,—সেই জন্যই তিনি তোমার নিকট জল-পান করিয়াছেন। তুমি এখন হইতে তাঁহার সেবায় নিরত থাক, এবং নিত্য সেই শাল-কূপের এক কলস জল আনিয়া তাঁহাকে স্নান করাইও;—অচিরে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।" ভক্তানুরাগী লক্ষ্মণ, পরম ভক্ত কাঞ্চীপূর্ণের উপদেশ শিরোধার্য্য করিলেন, এবং নিত্য প্রাতে এক কলস করিয়া শালকূপের জলদ্বারা বরদরাজকে স্নান করাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তিনি কাঞ্চীপূর্ণকে

পরম আদরে ভোজন করাইলেন এবং সেই দিনটা ভগবৎ-কথাতেই অতিবাহিত করিলেন।

লক্ষ্মণ, এক্ষণে আপন ভবনে থাকিয়া ভগবৎ-সেবা ও বেদান্ত-চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ প্রায় নিত্যই তাঁহার আবাসে আসিতেন। তাঁহার সঙ্গসুখে লক্ষ্মণ দিন-দিন ভক্তি-মাধুর্য্য বুঝিতে লাগিলেন এবং একদিন তিনি স্পষ্ট-ভাবেই কাঞ্চীপূর্ণের নিকট দীক্ষিত হইবার প্রস্তাব করিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ কিন্তু লোক-বিরুদ্ধ আচরণে লক্ষ্মণকে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। কারণ তিনি শূদ্র, এবং লক্ষ্মণ সদ্ব্রাহ্মণ। লক্ষ্মণ, তাঁহার আদেশে তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইতে পারিলেন না বটে. কিন্তু অন্তরে অন্তরে তাঁহাকেই গুরুপদে বরণ করিলেন।

ওদিকে প্রভাত হইলে আচার্য্য যাদব ও শিষ্যগণ জাগ্রত হইলেন। শিষ্যগণ দেখিল, সকলেই রহিয়াছে কিন্তু লক্ষ্মণ নাই। গোবিন্দ, লক্ষ্মণের ভাই বলিয়া সকলেই গোবিন্দকে লক্ষ্মণের কথা জিজ্ঞাসা করিল। গোবিন্দ তখন কপটতা করিয়া নিজের অজ্ঞতা জানাইলেন। ক্রমে যাদবের কর্ণে সে সংবাদ পঁহুছিল। যাদব তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণকে অনুসন্ধান করিতে শিষ্যগণকে আদেশ করিলেন। বহু চেষ্টাতেও কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। অবশেষে সকলেই স্থির করিল, লক্ষ্মণ নিশ্চয়ই কোন হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে। যাদব নিশ্চিন্ত হইলেন, ভাবিলেন ভগবানই তাঁহার শত্রু সংহার করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি মধ্যে মধ্যে সেই লক্ষ্মণ-ভীতির ছায়া তাঁহাকে ম্লান করিতে লাগিল।

ক্রমে যাদব সশিষ্যে বারাণসী ধামে আসিয়া পঁহুছিলেন। তথায় তাঁহারা নিত্য গঙ্গাস্নান, বিশ্বেশ্বর-দর্শন প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কালক্ষেপ করিতেন। একদিন সকলে গঙ্গাস্নান করিতেছেন, এমন সময় জল-মধ্যে গোবিন্দের হস্তে কি যেন একটা আসিয়া ঠেকিল।

গোবিন্দ তুলিয়া দেখেন, যে উহা বাণ-লিঙ্গ। তিনি তাড়াতাড়ি উহা গুরু-দেবকে প্রদর্শন করিলেন। যাদব, ইহা দেখিয়া এরূপ ভাবে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, সকলেই বুঝিল, ইহা যে কেবল গোবিন্দের ভাগ্যবলে লব্ধ, তাহা নহে, কিন্তু গোবিন্দের উপর গুরুদেবেরই কৃপা কটাক্ষের ফল। শিষ্যগণ ইহা দেখিয়া মনে-মনে গোবিন্দের প্রতি হিংসা করিতে লাগিল, তথাপি মৌখিক যথেষ্ট প্রশংসা করিল এবং গুরুদেবের অনুগ্রহ-লাভার্থ সযত্ন হইল। গোবিন্দও ইহাতে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; তিনি লক্ষ্মণকে বধ করিবার অভিসন্ধি দেখিয়া কিছু-দিন হইতে মনে-মনে গুরুদেবের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সে ভাব আর থাকিল না। তিনি, ইহা গুরুদেবরই অনুগ্রহের ফল মনে করিয়া তাঁহার উপর পুনরায় শ্রদ্ধান্বিত হইলেন। অনন্তর তিনি যাদবের আদেশে সেই বাণ-লিঙ্গের সেবাতে প্রাণমন সমর্পণ করিলেন। এইরূপে একপক্ষ কাল কাশীধামে অবস্থিতি করিয়া যাদবের দেশে ফিরিবার ইচ্ছা ইহল; তিনি হৃষ্টমনে শিষ্যগণসহ জগন্নাথ ও অহোবিলের পথ দিয়া কাঞ্চী অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ক্রমে সকলে গোবিন্দের নিবাস-ভূমির নিকটে আসিল। এই সময় গোবিন্দ গুরুদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"ভগবান্ যদি অনুমতি করেন, আমি তাহা হইলে এই স্থানেই এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ যাপন করি, আপনি আমার জননীকে এই শুভ সংবাদ দিবেন।" যাদব হৃষ্টচিত্তে গোবিন্দকে অনুমতি প্রদান করিয়া পুনরায় কাঞ্চী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যথা সময়ে যাদব সশিষ্যে কাঞ্চী আসিলেন। তিনি, দ্যুতিমতীকে গোবিন্দের এবং কান্তিমতীকে লক্ষ্মণের সংবাদ দিবার জন্য প্রথমেই লক্ষ্মণের গৃহে আসিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় আসিয়াই দেখেন, লক্ষ্মণ

সুস্থ শরীরে মনের আনন্দে বসিয়া আছেন। লক্ষ্মণকে দেখিবামাত্র যাদব প্রথমতঃ বিস্মিত ও ভীত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন "না—লক্ষ্মণ তাঁহার অভিসন্ধি জানিতে পারেন নাই।" এই ভাবিয়া তিনি মৌখিক আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন। "অহো! বৎস! তুমি কি করিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে? বিন্ধ্যারণ্যে তোমাকে হারাইয়া আমরা যার-পর-নাই কাতর হইয়াছিলাম। কত অনুসন্ধানেও তোমার কোন সংবাদ পাই নাই, অবশেষে ভাবিয়াছিলাম, কোন হিংস্র জন্তু, বোধ হয়, তোমায় বিনষ্ট করিয়াছে। যাহা হউক, তুমি যে প্রাণে বাঁচিয়া গৃহে ফিরিয়াছ, ইহাতে আমার যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ হইল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম, আশীর্ব্বাদ করি—বৎস! তুমি চিরজীবী হও।" লক্ষ্মণ তাঁহাকে বিনীত ভাবে সকল বৃত্তান্তই বলিলেন, কেবল তাঁহার দুরভিসন্ধির অভিজ্ঞতাটুকু গোপন করিলেন। যাদব ভাবিলেন, লক্ষ্মণ তাঁহার দুরভিসন্ধির কথা কিছুই জানে না, সুতরাং দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন—"আঃ বাঁচা গেল! যাহা হউক বৎস! তুমি পূর্ব্ববৎ মৎসকাশে পাঠ অভ্যাস করিতে থাক, আমি তোমার উপর পরম প্রীত হইলাম।" লক্ষ্মণ, যাদবের কৌশল ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না, তিনি সলজ্জভাবে তাহাতেই সম্মত হইলেন। অনন্তর যাদব দ্যুতিমতীকে তথায় দেখিয়া গোবিন্দের সৌভাগ্য-সংবাদ তাঁহাকে জানাইলেন। দ্যুতিমতীও পুত্রের সংবাদে যার-পর-নাই সুখী হইলেন এবং যাদব ফিরিয়া গেলে সেই দিনই মঙ্গল-গ্রাম উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

লক্ষ্মণের কথা, ক্রমে দেশ-বিদেশ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে লাগিল। শ্রীরঙ্গমে বৃদ্ধ যামুনাচার্য্যও একদিন দুইজন বৈষ্ণব-মুখে তাঁহার কথা শুনিলেন। যামুনাচার্য্য ভাবিলেন, এতদিনে ভগবান্ আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন, যেরূপ শুনিতেছি, এই লক্ষ্মণই ভবিষ্যতে বৈষ্ণব-

সম্প্রদায়ের গুরুর স্থান অধিকার করিবেন। লক্ষ্মণকে দেখিবার জন্য তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হইল; এবং অল্পদিন পরে কোন এক উপলক্ষে বরদরাজ দর্শন-মানসে তিনি কাঞ্চীপুরী আসিলেন।

যামুনাচার্য্য একদিন বরদরাজ দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, অদ্বৈতকেশরী যাদবাচার্য্য লক্ষ্মণের স্কন্ধে হস্ত দিয়া বহু শিষ্য সঙ্গে সেই পথে আসিতেছেন। কাঞ্চীপূর্ণ, যামুনাচার্য্যকে দূর হইতে লক্ষ্মণকে দেখাইয়া দিলেন। যামুনাচার্য্য তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার প্রতি যার-পর-নাই আকৃষ্ট হইলেন এবং অনিমিষ নয়নে কিয়ৎকাল চাহিয়া রহিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, যাঁহার জন্য কাঞ্চীপুরে আগমন, আজ তাঁহাকে দেখিয়াও যামুনাচার্য্য তাঁহার সহিত আলাপ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন না।

তিনি ইচ্ছা করিলে কাঞ্চীপূর্ণ'ই লক্ষ্মণকে অন্য সময়ে তাঁহার নিকট আহ্বান করিয়া আনিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। কি ভাবিয়া তিনি এরূপ ইচ্ছা করিলেন না, ইহা মানব বুদ্ধির অগোচর। * অবশ্য যামুনাচার্য্য লক্ষ্মণের সহিত বাক্যালাপ করিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহাকে স্বমতে আনিবার জন্য তিনি যে-ভাবে বরদরাজের নিকট কৃপাভিক্ষা করিলেন, কে জানে সেই প্রার্থনারই ফলে, লক্ষ্মণ ভবিষ্যতে সেই জগদ্‌গুরু রামানুজাচার্য্য হইলেন

---

* কেহ কেহ অনুমান করেন, এসময় লক্ষ্মণের সহিত যামুনাচার্য্য দেখা করিলে অদ্বৈত-কেশরী যাদবের সহিত তাঁহার, তর্ক-যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইত, এবং তাহার ফলে লক্ষ্মণ, বৈষ্ণব-মতের হয়ত তত অনুরাগী হইতে পারিতেন না বোধ হয় কথাটা ঠিক। কারণ বুদ্ধি-কৌশলে জয় করা অপেক্ষা, ভালবাসা, বা উচ্চ আদর্শ দিয়া জয় করায় অনুরাগ বৃদ্ধি হয়।

কি না? যামুনাচার্য্য আর কাঞ্চীপুরীতে অবস্থিতি করিলেন না; তিনি অবিলম্বে শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

যামুনাচার্য্য শ্রীরঙ্গমে ফিরিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন পড়িয়া রহিল লক্ষ্মণের দিকে। লক্ষ্মণ যাহাতে বৈষ্ণব-মার্গ অবলম্বন করেন, তজ্জন্য তিনি সর্ব্বদাই কাতরভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন। একদা তিনি লক্ষ্মণকে লাভ করিবেন বলিয়া অপূর্ব্ব মাধুরী-পূর্ণ এক স্তোত্ররত্ন রচনা করিয়া ভগবানের পাদপদ্মে উপহার দিলেন। এই স্তোত্ররত্ন অদ্যাবধি বৈষ্ণব সমাজে অতিশয় সমাদৃত। লক্ষ্মণের জন্য যামুনাচার্য্য যে, ভগবানের নিকট এইরূপ কাতরভাবে প্রার্থনা করিতেন। ক্রমে তাঁহার শিষ্যবর্গও তাহা জানিতে পারিলেন।

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। এদিকে যাদব, শিষ্যবৃন্দকে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ পড়াইতে লাগিলেন। একদিন এই উপনিষদের "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি মন্ত্রের পাঠ হইতেছে। যাদব, খুব বিচক্ষণতার সহিত ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন। এমন সময় লক্ষ্মণ ইহার প্রতিবাদ নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। যাদবের ব্যাখ্যা অদ্বৈতমতানুকূল, সুতরাং তাহাতে সেব্য-সেবক ভাবের সম্ভাবনা থাকে না। ভক্ত লক্ষ্মণ জীবেশ্বরের সেব্য-সেবক-ভাবের বিলোপ-সাধন সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি আপত্তি উত্থাপন করিলেন এবং যাদবের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্ষণকাল মধ্যেই লক্ষ্মণ, তাঁহার মতের দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক নিজ পক্ষ স্থাপন করিতে সক্ষম হইলেন। তর্কযুদ্ধে পরাজিত ব্যক্তির প্রায় ক্রোধই সম্বল। যাদব, লক্ষ্মণের পক্ষ খণ্ডনে অক্ষম হইয়া ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলেন এবং বলিলেন "লক্ষ্মণ! আমি তোমায় খুব ভাল বাসিতাম, কিন্তু বার বার তোমার ধৃষ্টতা সহ্য করিতে পারি না। তুমি না বুঝিয়া, না জানিয়া এই তৃতীয়

বার আমার সহিত বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তুমি যদি সবই জানিয়া থাক, তবে আমার নিকট অধ্যয়ন কর কেন ? যাও তুমি আমার নিকট হইতে দূর হও, আমি তোমার মুখদর্শন করিতে চাহি না," লক্ষ্মণ ভাবিলেন ভালই হইল ; এরূপ আচার্য্যের নিকট না পড়াই ভাল। কারণ, এবার তাঁহার যাদবপ্রকাশের নিকট অধ্যয়ন করিবার তাদৃশ ইচ্ছা ছিল না, কেবল যাদবের কৃত্রিম সৌজন্য দেখিয়াই অগত্যা আসিয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি গৃহে আগমন করিয়া মাতার নিকট সকল কথা জানাইলেন। জননী বলিলেন "বৎস ! যথেষ্ট হইয়াছে, আর তোমার যাদবের নিকট বিদ্যা শিখিতে যাইতে হইবে না। তুমি বাটীতেই থাকিয়া বেদান্ত-চর্চ্চা কর। লোকে বলে, কাঞ্চীপূর্ণ বরদরাজের অতিপ্রিয় ভক্ত।* তিনি তোমায় পথ প্রদর্শন করিতে পারিবেন।"

যাদবের কাছে বেদান্ত পড়িতে যাইবার পর হইতে লক্ষ্মণ আর শালকূপের জলদ্বারা বরদরাজের স্নান করাইতেন না, এবং কাঞ্চীপূর্ণের সহিতও তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ হইত না। জননীর কথা শুনিয়া তিনি কাঞ্চীপূর্ণের নিকট পুনরায় গমন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি পুটে বলিলেন, "মহাত্মন্ এখন হইতে আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহা[ই] করিব। আর কখনও আপনার কথা অন্যথা করিব না, ভবিষ্য[তে] আর আমি যাদবপ্রকাশের নিকট যাইব না। আপনি ক্ষমা কর[ুন] আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম।" কাঞ্চীপূর্ণ বলিলেন "কে[ন] বৎস ! কি হইয়াছে ? কেন এত কাতরতা প্রকাশ করিতেছ ? বল আ[মা]কে কি করিতে হইবে ?" অনন্তর লক্ষ্মণ বিনীতভাবে সমুদয় বৃত্তান্ত বলি[লেন] এবং পুনঃপুনঃ ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। দয়ার্দ্রহৃদয় কা[ঞ্চীপূর্ণ] তখন সস্নেহে লক্ষ্মণকে বলিলেন "বৎস ! যাও তুমি পুনরায় সেই

* মতান্তরে ইহাই প্রথম বিবাদের হেতু।

ঘটিবে!"—লক্ষ্মণের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই মহাপূর্ণ বলিয়া উঠি-লেন—"মহাশয়! আপনি কি—যাইবেন? মদীয় প্রভুও আপনাকে বড়ই দেখিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহার এখন অন্তিম-কাল উপস্থিত, আপনি যদি আগমন করেন তাহা হইলে আপনাকে আমি তাঁহার নিকট লইয়া যাইতে পারি।" লক্ষ্মণ ইহা শুনিয়া আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহারও সদ্‌গুরু লাভের জন্য বহুদিন হইতে প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল ছিল, বহু চেষ্টাতেও ভক্ত কাঞ্চীপূর্ণ তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করেন নাই, সুতরাং তিনি অতীব উল্লাসের সহিত বলিলেন—"মহাত্মন্ আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি ভগবানকে স্নান করাইয়া এখনই যাত্রা করিব।"

লক্ষ্মণ, এই কথা বলিয়া অতি ত্বরাপূর্ব্বক বরদরাজকে স্নান করাইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং তৎক্ষণাৎ গমনোদ্যত হইলেন। মহাপূর্ণ বলিলেন,—"মহাশয়! বাটীতে সংবাদ দেওয়া কি একবার উচিত নহে? লক্ষ্মণ বলিলেন,—'না, এরূপ সৎকর্ম্মে কালক্ষয় করা বিহিত নয়, চলুন আমরা এখনই বহির্গত হই।" লক্ষ্মণের আগ্রহ দেখিয়া মহাপূর্ণ আর কোন কথাই বলিলেন না এবং উভয়েই ব্যাকুল হৃদয়ে শ্রীরঙ্গম্ অভি-মুখে ধাবিত হইলেন।

ভগবানের লীলা বুঝা ভার। চারিদিন অবিশ্রান্ত পথ চলিবার পর, লক্ষ্মণ ও মহাপূর্ণ শ্রীরঙ্গমের পার্শ্বস্থ 'কাবেরী' নদী-তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—পর-পারে মহা জনতা। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, যে মহাভাগের উদ্দেশে তাঁহারা অবিশ্রান্ত পথ চলিয়া আসিয়াছেন, আজ তাঁহারই সমাধিক্রিয়ার সময় উপস্থিত—"মহাত্মা যামুনাচার্য্য পরমপদ লাভ করিয়াছেন।" একথা শুনিবামাত্র লক্ষ্মণ, বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন; মহাপূর্ণ একেবারে বসিয়া পড়িলেন ও উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে শিরে করাঘাত করিতে

লাগিলেন। অনেকক্ষণ রোদনের পর মহাপূর্ণ কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য লাভ করিলেন—দেখিলেন,—লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত-প্রায়। তিনি তখন জল আনয়ন করিয়া লক্ষ্মণের চৈতন্য-সম্পাদন করিলেন এবং সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাপূর্ণ, সমাধির পূর্ব্বে গুরুদেবকে শেষ-দেখা দেখিবার জন্য লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া নদী অতিক্রম করিলেন। তাঁহারা সমাধিস্থলে আসিয়া দেখেন, তখনও গুরুদেবের সেই দিব্যমূর্ত্তি বিরাজমান। দেখিবামাত্র মহাপূর্ণ তাঁহার চরণ-তলে পতিত হইয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন এবং লক্ষ্মণ চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া অবিরাম অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে লক্ষ্মণের শোকাবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল। তিনি যামুনের সেই শ্রীবিগ্রহ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে, বোধ হইল, মহামুনির দক্ষিণহস্তের তিনটী অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। 'মৃত্যুকালে সকল অঙ্গই শিথিল ও বিস্তৃত হয়; যতক্ষণ সর্ব্বাঙ্গ শিথিল না হয়, ততক্ষণ কখন কখন জীবন-লেশ থাকে,' সুতরাং তাঁহার হৃদয়ে সন্দেহের সঞ্চার হইল। তিনি শিষ্যবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মুনিবরের অঙ্গুলি স্বভাবতঃই কি এইরূপ মুষ্টিবদ্ধ থাকিত?" শিষ্যগণ বলিলেন—"না, মহাশয়! উহা তাঁহার স্বাভাবিক ভাব নহে।" লক্ষ্মণ বুঝিলেন,—অন্তিমকালে নিশ্চয়ই এই মহাপুরুষের কোন বাসনা অপূর্ণ ছিল, নিশ্চয়ই তিনি হৃদয়ে কোনরূপ সঙ্কল্প পোষণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন এবং এখনও তাঁহার প্রাণ সম্ভবতঃ নিঃশেষে দেহত্যাগ করে নাই।

লক্ষ্মণ, যামুনাচার্য্যের শিষ্য না হইলেও পথে কয়দিন মহাপূর্ণ ও কাঞ্চীতে শ্রীকাঞ্চীপূর্ণের সঙ্গবশতঃ, মনে-মনে তাঁহাকে আদর্শ গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ দীক্ষা দিতে অসম্মত হইলে মনে-মনে তিনি দেশপূজ্য যামুনাচার্য্যের কথাই ভাবিতেন। ভাবিতেন,—যদি

তাঁহার নিকট হইতে কোন রূপে দীক্ষা লাভ হয়, তবেই যদি জীবন সার্থক করিতে পারি?' তাহার উপর সেই মহাপুরুষই তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়া ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, এবং তাঁহারই উদ্দেশ্যে অবিশ্রান্ত চারিদিন পথ চলিয়া আজ তাঁহাকে জীবিত দেখিতে পাইলেন না; সুতরাং লক্ষ্মণের মন কতদূর ব্যাকুল হইয়াছে,তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি ভাবিলেন,—'যদি এই মহাপুরুষের শেষ বাসনা জানিতে পারি, এবং সম্ভব হইলে, আমি যদি তাহা পূর্ণ করিবার অঙ্গীকার করি এবং তাহাতে যদি ইহার অঙ্গুলিত্রয় খুলিয়া যায়, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা উত্তম কর্ম্ম আর কি হইতে পারে?' এই ভাবিয়া তিনি মুনিবরের শিষ্যবৃন্দকে তাঁহার শেষ বাসনা কিছু ছিল কি না, সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে—কয়েকজন শিষ্য বলিলেন,—"হাঁ—মহাত্মন্, তিনি যে-সময় যোগমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হন, হঠাৎ সেই সময়, অশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত হইতে থাকে, আমরা সকলে তখন যার-পর নাই উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ভগবন্, কেন আপনি অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছেন, বলুন,—আমরা কি কিছু করিতে পারি?" তখন ভগবান্ একে-একে তাঁহার হৃদ্‌গত তিনটী বাসনার কথা বলেন, ও গণনা কালে, সকলে যেমন অঙ্গুলি বদ্ধ করে, তিনিও তদ্রূপ করেন এবং শেষে বলেন, 'আহা, ভবিষ্যতে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নেতা সেই লক্ষ্মণকে না দেখিয়া আমি দেহত্যাগ করিলাম,' তাহারই পর তাঁহার প্রাণ দেহ-ত্যাগ করে, এবং তদবধি অঙ্গুলিত্রয় ঐ প্রকারই রহিয়াছে!" লক্ষ্মণ ইহা শুনিয়া বলিলেন, "মহাত্মন্,সে বাসনা তিনটী কি—জানিতে পারি কি?" শিষ্যগণ বলিলেন—"তাঁহার প্রথম বাসনা—ব্রহ্মসূত্রের একটী স্বমতানুযায়ী ভাষ্য-রচনা। দ্বিতীয়—অজ্ঞানমুগ্ধ জনগণমধ্যে দ্রাবিড়-বেদ প্রচার, এবং তৃতীয়—মহামুনি পরাশর ও শঠকোপের নামে দুইজনের নাম-করণ।

লক্ষ্মণ, ইহা শুনিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, এ কার্য্য অসম্ভব নহে, আচার্য্যের কৃপাদৃষ্টি থাকিলে ইহা তিনি সহজেই সম্পন্ন করিতে পারিবেন। অনন্তর তিনি যেন কি-এক-ভাবে বিহ্বল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—"আজ আমি সর্ব্ব-সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে—

১। আমি সনাতন বিষ্ণুমতে থাকিয়া অজ্ঞানমুগ্ধ জনগণকে পঞ্চ-সংস্কারযুক্ত, দ্রাবিড়বেদ-বিশারদ এবং নারায়ণের শরণাগত করিয়া সর্ব্বদা তাহাদিগকে রক্ষা করিব।

২। আমি লোক-রক্ষা নিমিত্ত সর্ব্বার্থ-সংগ্রহ, সর্ব্বকল্যাণাকর, তত্ত্বজ্ঞান-প্রতিপাদক ব্রহ্মসূত্রের একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করিব।

৩। যে মুনি-শ্রেষ্ঠ পরাশর ও শঠকোপ, পুরাণ ও দ্রাবিড়বেদ রচনা করিয়া সর্ব্বভূতের উপকার-সাধন করিয়াছেন আমি তাঁহাদের নামানুযায়ী দুই জন মহাপুরুষের নাম-করণ করিব।"

আশ্চর্য্যের বিষয়, লক্ষ্মণের বাক্য যেমন, একে-একে উচ্চারিত হইল, সমাধিস্থ মহামুনি যামুনের-অঙ্গুলি তিনটীও একে-একে খুলিয়া গেল।

সকলে, এই ব্যাপার দেখিয়া চমকিত হইলেন, এবং লক্ষ্মণকে ভূরি ভূরি সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পরস্পরে বলিতে লাগিলেন—"এই যুবকই যে ভবিষ্যতে সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজের নেতা হইবেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।"

অনন্তর সেই মহামুনির দেহ যথারীতি ভূগর্ভে সমাহিত করা হইল। দর্শকবৃন্দ অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে করিতে স্ব-স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। "বররঙ্গ" প্রভৃতি যামুনের প্রধান শিষ্যগণ, লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"মহাত্মন্, আপনার উপরই গুরুদেবের বিশেষ কৃপাদৃষ্টি ছিল। তিনি আমাদিগকে আপনারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং মহাত্মন্! আপনিই আমাদের সকলের কর্ণধার

হউন। আমরা আজ ভবসাগরে কর্ণধার-বিহীন তরণির ন্যায়, আপনি আমাদের আশ্রয় হইলে আমরা কৃতার্থ হইব।”

অনন্তর লক্ষ্মণ সকলকে প্রণিপাত পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—“মহাশয়গণ, আমি যে আপনাদিগের দাস্য করিতে পারিব, তাহা আশা করি না—তবে এ অধমের দ্বারা আপনাদিগের যে-কোন কার্য্য সাধিত হইতে পারে, তাহাতে অনুমাত্র ক্রটী হইবে না। আমি অতি হতভাগ্য, নচেৎ আমার ভাগ্যে মুনিবরের দর্শন-লাভ ঘটিল না কেন?” এই বলিয়া তিনি যার-পর-নাই শোক করিতে লাগিলেন। বররঙ্গ, লক্ষ্মণকে নিতান্ত শোকাভিভূত দেখিয়া আর কিছুই বলিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে লক্ষ্মণের এই শোক, দারুণ অভিমানে পরিণত হইল। অবশ্য এ অভিমান আর কাহারও উপর নহে, ইহা তাঁহার প্রাণপতি ভগবান্ শ্রীরঙ্গনাথেরই উপর। তিনি কাহারও সহিত আর কোন কথা না কহিয়া সহসা কাঞ্চী অভিমুখে গমনোদ্যত হইলেন। সকলে, ইহা দেখিয়া যার-পর-নাই বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা তখন লক্ষ্মণকে মুনিবরের মঠে যাইয়া বিশ্রাম পূর্ব্বক শ্রীরঙ্গনাথদর্শন করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি তাহা কিছুতেই শুনিলেন না। তিনি শ্রীরঙ্গনাথের উপর অভিমান করিয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন, “যে নিষ্ঠুর আমাকে মহামুনির দর্শন-লাভে বঞ্চিত করিয়াছেন, তাঁহাকে আমি দর্শন করিব না।” এইরূপে অভিমান-ভরে তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কাঞ্চীপুরীর উদ্দেশে ধাবিত হইলেন।

কয়েক দিন অবিশ্রান্ত পথ চলিয়া, লক্ষ্মণ স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। গৃহে পত্নী যার-পর-নাই ব্যাকুল হইয়া কাল কাটাইতে ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি পত্নীকে দুই একটী সান্ত্বনা বাক্য বলিয়া, কাঞ্চীপূর্ণের নিকট গমন করিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত বলিলেন।

কাঞ্চীপূর্ণ, গুরুদেবের পরম-পদ-প্রাপ্তির কথা শুনিয়া যার-পর-নাই ব্যথিত হইলেন এবং উভয়েই বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন। অনন্তর কাঞ্চীপুর্ণ বহুকষ্টে শোকসংবরণ করিয়া বরদরাজের সেবার নিমিত্ত উঠিলেন এবং লক্ষ্মণকে গৃহে যাইয়া বিশ্রাম করিতে আদেশ করিলেন। লক্ষ্মণ গৃহে আসিয়া ত্বরা পূর্ব্বক আহারাদি সমাপন করিলেন, এবং পুনরায় তাঁহার নিকট আসিয়া উভয়ে যামুনাচার্য্যের কথায় দিবাভাগ অতিবাহিত করিলেন।

লক্ষ্মণ, এখন হইতে অধিক সময় কাঞ্চীপূর্ণেরই নিকট থাকিতেন। যাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিবেন বলিয়া তিনি শ্রীরঙ্গমে যাইলেন, তাঁহাকে হারাইয়া লক্ষ্মণ কাঞ্চীপূর্ণের প্রতি আরও আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। এবার তিনি দৃঢ়ভাবে সঙ্কল্প করিলেন, যেমন করিয়া হউক কাঞ্চীপূর্ণের নিকট হইতেই দীক্ষিত হইতে হইবে। তিনি একদিন সময় বুঝিয়া কাঞ্চীপূর্ণের নিকট নিতান্ত কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কাঞ্চীপূর্ণ কৌশল পূর্ব্বক তাঁহাকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিলেন। লক্ষ্মণ, কাঞ্চীপূর্ণের কথায় নিরস্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে আরও দৃঢ়তা বৰ্দ্ধিত হইল। তিনি ভাবিলেন, কাঞ্চীপূর্ণ শূদ্রকুলোদ্ভূত বলিয়া যখন আমায় দীক্ষাদান করিতেছেন না, তখন তাঁহার উচ্ছিষ্ট খাইয়া জাতি নষ্ট করিতে পারিলে, হয়ত, তিনি আর আপত্তি করিতে পারিবেন না। এই ভাবিয়া তিনি কাঞ্চীপূর্ণকে এক দিন নিমন্ত্রণ করিলেন; কিন্তু কাঞ্চীপূর্ণ লক্ষ্মণের উদ্দেশ্য বুঝিয়া ফেলিলেন; তিনি যেন ঈষদ্‌হাস্য করিয়া তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে লক্ষ্মণের জননী স্বর্গগত হইয়াছেন, এজন্য এখন তাঁহার পত্নীই গৃহকর্ত্রী। লক্ষ্মণ, বাটী আসিয়া তাঁহাকে কাঞ্চীপূর্ণের নিমন্ত্রণকথা বলিলেন এবং উত্তম অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন।

যথাসময়ে অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইল। লক্ষ্মণ, কাঞ্চীপূর্ণের বিলম্ব দেখিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিবার জন্য তাঁহার আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ ওদিকে অন্য পথ দিয়া লক্ষ্মণ-ভবনে আসিয়া লক্ষ্মণ-পত্নী জমাম্বাকে * বলিলেন,— "মা, যত শীঘ্র পার আমায় অন্ন দাও, আমাকে এখনই মন্দিরে যাইতে হইবে ; সুতরাং বিলম্ব করিলে আমার আহার করা হইবে না।" জমাম্বা ত্বরা পূর্ব্বক কাঞ্চীপূর্ণের সম্মুখে কদলীপত্রে অন্ন-ব্যঞ্জন সাজাইয়া দিলেন। তিনি পরিতৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করিয়া স্বয়ংই তাড়াতাড়ি নিজ-উচ্ছিষ্ট-পত্রাদি আবর্জ্জনা-স্থানে ফেলিয়া দিলেন। জমাম্বাও শূদ্রকে ভোজন করাইয়াছেন বলিয়া দেশের প্রথানুসারে রন্ধন-শালা ও পাকস্থালি প্রভৃতি সমুদায় বিধৌত করিয়া স্নানার্থ গমন করিলেন এবং পতির জন্য পুনরায় পাককার্য্যে প্রবৃত্তা হইলেন।

এদিকে লক্ষ্মণ, কাঞ্চীপূর্ণকে নানা স্থানে অন্বেষণ করিয়া কোথায়ও দেখিতে পাইলেন না ; শেষে—ভাবিলেন হয়ত তিনি অন্য পথ দিয়া তাঁহার বাটীতেই গিয়াছেন। এই ভাবিয়া তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং দেখিলেন,—তাঁহার গৃহিণী সদ্যঃ স্নান করিয়া পুনরায় পাকের আয়োজন করিতেছেন। তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কি! তুমি আবার 'কি' পাক করিতেছ?— কাঞ্চীপূর্ণ কি আসিয়াছিলেন?" গৃহিণী বলিলেন,—"হাঁ, তিনি অতি ব্যস্ত ভাবে আসিয়া আপনার জন্য অপেক্ষা না করিয়াই, ভোজন করিয়া চলিয়া গেলেন। লক্ষ্মণ বলিলেন— "কই তিনি কোন্ স্থানে ভোজন করিয়াছেন? চল—দেখি।" জমাম্বা বলিলেন "তিনি ঐ স্থানে ভোজন করিয়া স্বয়ংই উচ্ছিষ্ট পত্রাদি আবর্জ্জনাস্থানে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন ; আমি একটী শূদ্র দ্বারা ঐ স্থান ধৌত করাইয়া

*শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় স্বীয় 'রামানুজ চরিতে' জমাম্বার পরিবর্ত্তে "রক্ষাম্বা" নাম ব্যবহার করিয়াছেন।

রাখিয়াছি,এবং তাঁহার ভোজনান্তে অবশিষ্ট অন্নব্যঞ্জন সেই শূদ্রকে দিয়াছি, এক্ষণে স্নান করিয়া পুনরায় আপনার জন্য পাকের আয়োজন করিতেছি।" লক্ষ্মণ ইহা শুনিয়া যার-পর-নাই ব্যথিত হইলেন এবং বলিলেন,—"ছিঃ, তুমি এমন কর্ম্মও করিয়াছ? তাঁহার প্রতি শূদ্রবৎ ব্যবহার কি বলিয়া করিলে? আমি যে তাঁহার প্রসাদ পাইব বলিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম।" জমাম্বা, ইহা শুনিয়া কতকটা লজ্জিত হইলেন বটে, কিন্তু শূদ্রের প্রসাদ, তাঁহার স্বামী ভোজন করিবেন ভাবিয়া যার-পর-নাই বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন। তিনি, হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন,—"আপনি যে শূদ্রের প্রসাদ খাইবেন, তাহা আমি ভাবি নাই, যদি পূর্ব্বে বলিতেন, তাহা হইলে আমি তাহার উপায় করিতাম।"

লক্ষ্মণের ভাগ্যে প্রসাদ ভক্ষণ হইল না বটে, কিন্তু এখন হইতে কাঞ্চীপূর্ণের উপর তাঁহার অত্যধিক শ্রদ্ধা জন্মিল। তিনি ভাবিলেন—কাঞ্চীপূর্ণ তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিয়াই কৌশল করিয়া তাঁহাকে প্রসাদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। তা—ভাল, যেমন করিয়াই হউক তাঁহার নিকট মন্ত্র-লাভ করিতেই হইবে।

এদিকে কাঞ্চীপূর্ণ, লক্ষ্মণের আচরণ দেখিয়া ভাবিলেন,—ইহা প্রভুরই লীলা! হায়, কোথায় আমি ভক্তের দাসত্ব করিয়া জীবন-যাপন করিব, না লক্ষ্মণের মত ভক্ত আমার প্রসাদ খাইতে চাহে,—'শিষ্য' হইয়া পদ সেবা করিতে চাহে। তিনি মনের দুঃখে বরদরাজকে বলিলেন,—"প্রভু, আমায় তিরুপতি যাইতে অনুমতি দিন, আমি তথায় যাইয়া আপনার বালাজী মূর্ত্তির সেবা করিব, এখানে আর নয়, প্রভু! কি জানি, কোন্ দিন হয়ত, কি বৈষ্ণবাপরাধ ঘটিবে।" কাঞ্চীপূর্ণ, বরদরাজ-সিদ্ধ ছিলেন। বরদরাজ তাঁহার সহিত মনুষ্যের মত কথা কহিতেন! সুতরাং তিনি কাঞ্চীপূর্ণকে তিরুপতি যাইতে অনুমতি দিলেন। তিনিও তথায়

গিয়া বালাজীর সেবায় দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় ছয় মাস অতীত হইলে ভগবান্ বালাজী একদিন কাঞ্চীপূর্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বৎস, তুমি কাঞ্চীপুরীতে যাইয়া আমাকে পূর্ব্ববৎ পাখার বাতাস কর, তথায় গ্রীষ্মাতিশয় বশতঃ আমার বড় কষ্ট হয়।"

অগত্যা কাঞ্চীপূর্ণকে আবার কাঞ্চীপুরীতে ফিরিয়া আসিতে হইল। লক্ষ্মণ, কাঞ্চীপূর্ণকে হারাইয়া যার-পর-নাই বিষণ্ণ থাকিতেন, প্রাণের কথা কহিবার আর লোক পাইতেন না। ফলে, তাঁহার অভাবে লক্ষ্মণ অত্যন্ত কাতর হইলেন, এবং দিন-দিন তাঁহার প্রতি তাঁহার অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এমন সময় তিনি হঠাৎ একদিন দেখেন—কাঞ্চীপূর্ণ পূর্ব্ববৎ বরদরাজের মন্দিরাভিমুখে গমন করিতেছেন। তিনি তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া দ্রুতগতিতে তাঁহার নিকট আসিলেন এবং কোন কথা না কহিয়া একেবারে তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া বলিলেন,—

"ভগবন্! আপনাকে আমায় উদ্ধার করিতেই হইবে; আপনি ভিন্ন আমার আর গতি নাই। আমি কতদিন হইতে আপনার নিকট এই ভিক্ষা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু আপনি কিছুতেই দয়া-প্রদর্শন করিলেন না, এবার কিন্তু আপনাকে আর আমি ছাড়িব না। আপনি দয়া না করিলে, কে—আমায় মুক্তির পথ দেখাইবে? এত শাস্ত্রচর্চ্চা করিয়াও আমার সন্দেহ কিছুতেই যাইল না, সুতরাং আপনি আমায় উদ্ধার না করিলে আমার উপায় নাই।" ভক্ত কখনও ভক্তের দুঃখ দেখিতে পারেন না। কাঞ্চীপূর্ণ, লক্ষ্মণের জন্য যার-পর-নাই উদ্বিগ্ন হইলেন। অনন্তর তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন "বৎস, তুমি ভাবিত হইও না, অদ্য আমি বরদ-রাজকে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিব। তিনিই তোমায় গুরু মিলাইয়া দিবেন—তিনিই তোমার সকল সংশয় দূর করিবেন! দেখ—আমি শূদ্র, আমি তোমায় দীক্ষা দিলে আচার-বিরুদ্ধ কর্ম্ম করা হইবে। আচার-বিরুদ্ধ

কর্ম্ম করিলে লোক-সমাজে নিন্দাভাজন হইতে হয়; সুতরাং বৎস! তুমি আমায় এ অনুরোধ করিও না, আমি বলিতেছি ভগবান্ বরদরাজ তোমার ব্যবস্থা করিবেন।" লক্ষ্মণ, এই কথায় কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন এবং প্রাতে কাঞ্চীপূর্ণের মুখে বরদরাজের অভয়বাণী শুনিবেন বলিয়া যার-পর-নাই উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিলেন। ক্রমে নিশীথ কাল সমাগত হইল, পুরোহিতগণ সকলেই স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ও নিদ্রাসুখে অভিভূত হইলেন। কাঞ্চীপূর্ণ কিন্তু সেই নির্জ্জন মন্দির-গৃহে সুবৃহৎ তালবৃন্ত লইয়া ভগবানের সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভক্ত-বৎসল ভগবান্ বরদরাজ, কাঞ্চীপূর্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বৎস, তুমি যেন আমায় কিছু বলিবার জন্য উৎসুক দেখিতেছি, বল—তোমার কি জিজ্ঞাস্য!" কাঞ্চীপূর্ণ ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে প্রণতি পুরঃসর বলিতে লাগিলেন, "প্রভু আপনি সর্ব্বান্তর্য্যামী, আপনি সকলই অবগত আছেন, আমি আজ "লক্ষ্মণের" কতিপয় মানসিক প্রশ্নের উত্তরের জন্য আপনার কৃপাভিক্ষা করি।" বরদরাজ বলিলেন "বৎস, হাঁ,—আমি সব অবগত আছি; আর্য্য-রামানুজ 'লক্ষ্মণ' আমার পরম ভক্ত, তাঁহাকে সত্বর তুমি এই কথা গুলি বলিও—

১। "অহমেব পরং ব্রহ্ম জগৎ-কারণ-কারণম্।
আমিই জগতের কারণের কারণ পরম-ব্রহ্ম।

২। ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরয়োর্ভেদঃ সিদ্ধ এব মহামতে॥
জীব ঈশ্বরের ভেদ সত্য।

৩। মোক্ষোপায়োন্যাস এব জনানাং মুক্তিমিচ্ছতাম্।
মুমুক্ষুজনের মোক্ষোপায় সর্ব্বসন্ন্যাস অর্থাৎ প্রপত্তি।

৪। মদ্ভক্তানাং জনানাঞ্চ নান্তিম-স্মৃতিরিষ্যতে।
আমার ভক্তের অন্তিমস্মৃতি নিষ্প্রয়োজন।

গিয়া বালাজীর সেবায় দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় ছয় মাস অতীত হইলে ভগবান্ বালাজী একদিন কাঞ্চীপূর্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বৎস, তুমি কাঞ্চীপুরীতে যাইয়া আমাকে পূর্ব্ববৎ পাখার বাতাস কর, তথায় গ্রীষ্মাতিশয় বশতঃ আমার বড় কষ্ট হয়।"

অগত্যা কাঞ্চীপূর্ণকে আবার কাঞ্চীপুরীতে ফিরিয়া আসিতে হইল। লক্ষ্মণ, কাঞ্চীপূর্ণকে হারাইয়া যার-পর-নাই বিষণ্ণ থাকিতেন, প্রাণের কথা কহিবার আর লোক পাইতেন না। ফলে, তাঁহার অভাবে লক্ষ্মণ অত্যন্ত কাতর হইলেন, এবং দিন-দিন তাঁহার প্রতি তাঁহার অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এমন সময় তিনি হঠাৎ একদিন দেখেন—কাঞ্চীপূর্ণ পূর্ব্ববৎ বরদরাজের মন্দিরাভিমুখে গমন করিতেছেন। তিনি তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া দ্রুতগতিতে তাঁহার নিকট আসিলেন এবং কোন কথা না কহিয়া একেবারে তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া বলিলেন,—

"ভগবন্! আপনাকে আমায় উদ্ধার করিতেই হইবে; আপনি ভিন্ন আমার আর গতি নাই। আমি কতদিন হইতে আপনার নিকট এই ভিক্ষা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু আপনি কিছুতেই দয়া-প্রদর্শন করিলেন না, এবার কিন্তু আপনাকে আর আমি ছাড়িব না। আপনি দয়া না করিলে, কে—আমায় মুক্তির পথ দেখাইবে? এত শাস্ত্রচর্চ্চা করিয়াও আমার সন্দেহ কিছুতেই যাইল না, সুতরাং আপনি আমায় উদ্ধার না করিলে আমার উপায় নাই।" ভক্ত কখনও ভক্তের দুঃখ দেখিতে পারেন না। কাঞ্চীপূর্ণ, লক্ষ্মণের জন্য যার-পর-নাই উদ্বিগ্ন হইলেন। অনন্তর তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন "বৎস, তুমি ভাবিত হইও না, অদ্য আমি বরদ-রাজকে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিব। তিনিই তোমায় গুরু মিলাইয়া দিবেন—তিনিই তোমার সকল সংশয় দূর করিবেন! দেখ—আমি শূদ্র, আমি তোমায় দীক্ষা দিলে আচার-বিরুদ্ধ কর্ম্ম করা হইবে। আচার-বিরুদ্ধ

কর্ম্ম করিলে লোক-সমাজে নিন্দাভাজন হইতে হয়; সুতরাং বৎস! তুমি আমায় এ অনুরোধ করিও না, আমি বলিতেছি ভগবান্ বরদরাজ তোমার ব্যবস্থা করিবেন।" লক্ষ্মণ, এই কথায় কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন এবং প্রাতে কাঞ্চীপূর্ণের মুখে বরদরাজের অভয়বাণী শুনিবেন বলিয়া যার-পর-নাই উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিলেন। ক্রমে নিশীথ কাল সমাগত হইল, পুরোহিতগণ সকলেই স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ও নিদ্রাসুখে অভিভূত হইলেন। কাঞ্চীপূর্ণ কিন্তু সেই নির্জ্জন মন্দির-গৃহে সুবৃহৎ তালবৃন্ত লইয়া ভগবানের সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভক্ত-বৎসল ভগবান্ বরদরাজ, কাঞ্চীপূর্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বৎস, তুমি যেন আমায় কিছু বলিবার জন্য উৎসুক দেখিতেছি, বল—তোমার কি জিজ্ঞাস্য!" কাঞ্চীপূর্ণ ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে প্রণতি পুরঃসর বলিতে লাগিলেন, "প্রভু আপনি সর্ব্বান্তর্যামী, আপনি সকলই অবগত আছেন, আমি আজ "লক্ষ্মণের" কতিপয় মানসিক প্রশ্নের উত্তরের জন্য আপনার কৃপাভিক্ষা করি।" বরদরাজ বলিলেন "বৎস, হাঁ,—আমি সব অবগত আছি; আর্য্য-রামানুজ 'লক্ষ্মণ' আমার পরম ভক্ত, তাঁহাকে সত্বর তুমি এই কথা গুলি বলিও—

১। "অহমেব পরং ব্রহ্ম জগৎ-কারণ-কারণম্।
আমিই জগতের কারণের কারণ পরম-ব্রহ্ম।

২। ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরয়োর্ভেদঃ সিদ্ধ এব মহামতে॥
জীব ঈশ্বরের ভেদ সত্য।

৩। মোক্ষোপায়োন্যাস এব জনানাং মুক্তিমিচ্ছতাম্।
মুমুক্ষুজনের মোক্ষোপায় সর্ব্বসন্ন্যাস অর্থাৎ প্রপত্তি।

৪। মদ্ভক্তানাং জনানাঞ্চ নান্তিম-স্মৃতিরিষ্যতে।
আমার ভক্তের অন্তিমস্মৃতি নিষ্প্রয়োজন।

৫। দেহাবসানে ভক্তানাং দদামি পরমং পদম।
আমার ভক্তের দেহাবসানে আমি তাহাকে পরমপদ দিয়া থাকি।
৬। পূর্ণাচার্য্যং মহাত্মানং সমাশ্রয় গুণাশ্রয়ম্।
মহাত্মা মহাপূর্ণকে গুরুপদে বরণ কর।"

প্রভাত হইতে না হইতেই লক্ষ্মণ, কাঞ্চীপূর্ণের উদ্দেশে ধাবিত হইলেন। কাঞ্চীপূর্ণ তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন "বৎস রামানুজ! তুমি ধন্য! ভগবান্ তোমার প্রশ্নের এই প্রকার উত্তর দিয়াছেন।" এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে বরদরাজের সমুদায় আদেশই একে-একে কহিলেন। বরদরাজ, লক্ষ্মণকে "রামানুজ" শব্দে অভিহিত করায় কাঞ্চীপূর্ণও এক্ষণে তাঁহাকে লক্ষ্মণ না বলিয়া "রামানুজ" বলিয়া সম্বোধন করিলেন, এবং ক্রমে ঐ কথা প্রচার হইয়া পড়ায় সকলেই তাঁহাকে "রামানুজ" বলিতে আরম্ভ করিল। আমরাও অতঃপর তাঁহাকে "লক্ষ্মণ" না বলিয়া "রামানুজ" বলিয়াই পরিচিত করিব।

রামানুজ, ইহা শুনিয়া উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিলেন ও মধ্যে মধ্যে, কখন বা কাঞ্চীপূর্ণ, কখন বা বরদরাজের উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে থাকিলেন। অনন্তর তিনি আর গৃহে না ফিরিয়া সেই বেশেই মহাপূর্ণের উদ্দেশ্যে শ্রীরঙ্গমে যাত্রা করিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ, রামানুজের গৃহে আসিয়া জমাম্বাকে তাঁহার পতির শ্রীরঙ্গম্-যাত্রার কথা অবগত করিলেন।

এদিকে শ্রীরঙ্গমে কি ঘটিতেছে, তাহা একবার দেখা যাউক। শ্রীরঙ্গমে শ্রীযামুন-মুনির তিরোভাবের পর মঠে সেরূপ সুমধুর ভাবে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা আর হয় না। তিরুবরাঙ্গ মঠাধ্যক্ষ বটে, কিন্তু তিনি তাদৃশ বাগ্মী ছিলেন না। ভগবৎ-সেবাই তাঁহার জীবন, তাঁহার দ্বারা একার্য্য সুচারু-সম্পন্ন হইত না। এইরূপে প্রায় এক বৎসর-কাল অতীত

হইয়া গেল, মঠের দুর্দ্দশা দেখিয়া অনেকেই দুঃখিত। পরে একদিবস তিরুবরাঙ্গ সমুদায় ভক্তগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন "বন্ধুগণ"। গুরু-দেবের তিরোভাবে মঠের ও সমগ্র সমাজের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহা তোমরা অবগত আছ। এক্ষণে উপায় কি? গুরুদেব, অন্তিমকালে রামানুজকে আনিবার জন্য মহাপূর্ণকে পাঠাইয়া ছিলেন, তাঁহার ইচ্ছা ছিল তাঁহাকেই সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজের নেতৃত্ব-পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীপাদের সমাধি-কালে রামানুজ তদনুরূপ প্রতিজ্ঞাও করিয়াছিলেন; সুতরাং এক্ষণে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য?" তিরুবরাঙ্গের এই কথা শুনিয়া সকলে একবাক্যে স্থির করিলেন—রামানুজকে এখানে যে-কোন উপায়ে হউক আনিতেই হইবে। এজন্য এখনই মহাপূর্ণকে প্রেরণ করা হউক, তিনি তাঁহাকে কৌশল করিয়া ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতে থাকুন, সত্বরেই হউক বা বিলম্বেই হউক, মহাপূর্ণের সঙ্গগুণে তিনি নিশ্চয়ই এখানে আসিবেন ও আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন" তিরুবরাঙ্গ ইহা শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন, তিনি মহাপূর্ণকে ডাকিয়া বলিলেন "মহাপূর্ণ! সকলের ইচ্ছা যে, তুমি কাঞ্চীপুরী গমন কর, ও রামানুজকে 'শ্রীতামিলপ্রবন্ধ' অধ্যয়ন করাইয়া তাহাতে তাঁহাকে বিশেষ পারদর্শী কর। তিনি যদি স্বয়ং আসিতে না চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাকে যেন অনুরোধ করা না হয়। ভগবানের ইচ্ছায় তিনি এখানে নিশ্চয়ই আসিবেন। অধিক কি, তাঁহাকে আনিতে যে আমরা তোমাকে পাঠাইলাম, তাহাও যেন তিনি জানিতে না পারেন। আর সম্ভবতঃ তোমাকে এজন্য সেখানে কিছু দীর্ঘকাল থাকিতে হইবে, সুতরাং তুমি তথায় সস্ত্রীকই যাও।" সভা হইতে এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া মহাপূর্ণ অবিলম্বে কাঞ্চীপুরী যাত্রা করিলেন।

দিবসদ্বয় পরে মহাপূর্ণ 'মদুরান্তক' নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন।

এখানে শ্রীবিষ্ণুমন্দিরের সম্মুখে এক বৃহৎ সরোবর-তীরে মহাপূর্ণ সস্ত্রীক বিশ্রাম করিতেছিলেন ; ওদিকে রামানুজ কাঞ্চীপুরী পরিত্যাগ করিয়া ঠিক এই সময় মধুরান্তকে আসিয়াছেন। তিনি শ্রীবিগ্রহ-দর্শনানন্তর ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে করিতে দেখেন, যেন সেই পূর্ব্বদৃষ্ট মহাপূর্ণের মত একজন কে সরোবরের তীরে বসিয়া রহিয়াছেন। অহো! যাঁহার জন্য রামানুজ শ্রীরঙ্গমে যাইতেছেন, তিনি আজ তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট! ওদিকে মহাপূর্ণও রামানুজকে দেখিতে পাইলেন ; কিন্তু কেহই যেন তখন নিজ-নিজ নয়নদ্বয়কে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না।

অনন্তর রামানুজ তাঁহাকে 'মহাপূর্ণ ই' নিশ্চয় করিয়া দ্রুতগতিতে আসিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন এবং বলিলেন,—"এই যে প্রভু, আপনাকে পাইয়াছি। ভগবন্! আপনি আমার উদ্ধার-কর্ত্তা,— কৃপা করিয়া আমায় উদ্ধার করুন।" মহাপূর্ণ বলিলেন,—"অহো! বৎস, রামানুজ! তুমি এখানে? তা—বেশ, বড়ই ভাল হইল,—চল, কাঞ্চীপুরী যাইয়াই তোমায় দীক্ষাপ্রদান করিব।" রামানুজ কিন্তু আর মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। দাবদগ্ধ, পিপাসার্ত্ত প্রাণ যেমন বারির জন্য ব্যাকুল হয়, আজ রামানুজের হৃদয়ও তদ্রূপ হইয়াছে। তিনি বলিলেন,—"উঃ! প্রভু, আর সহ্য হয় না, যদি কৃপা করেন ত এখনই আপনি এ অধমকে চরণতলে স্থান দিন, আমি আর ক্ষণকাল বিলম্বও সহ্য করিতে পারিতেছি না।" মহাপূর্ণ শিষ্যের আগ্রহ বুঝিলেন। তিনি রামানুজকে স্নেহালিঙ্গন পূর্ব্বক বলিলেন—"বৎস! তাহাই হউক। অনন্তর তিনি যথারীতি সেই স্থানেই দীক্ষাকার্য্য সমাধা করিলেন এবং পরে সকলে কাঞ্চীপুরী যাত্রা করিলেন। কাঞ্চী আসিয়া রামানুজের প্রার্থনায় মহাপূর্ণ জমাম্বাকেও পঞ্চ-সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া মন্ত্র প্রদান করিলেন এবং সস্ত্রীক রামানুজের গৃহেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এইরূপে রামানুজ গুরু-সন্নিধানে থাকিয়া সাধন-ভজন ও শাস্ত্রাধ্যয়নে দিন-দিন অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবশ্য রামানুজ মহাপূর্ণের নিকট যে-শাস্ত্র পাঠ করিতেন, তাহা অন্য কিছু নহে, তাহা "তামিল বেদ বা দ্রবিড় আম্নায়"। ইহা পূর্ব্বাচার্য্যগণের সাধন-ভজনের অমৃতময়ফল। ইহা অদ্যাবধি দক্ষিণ ভারতে "তিরুবাই মুড়ি" নামে প্রসিদ্ধ।*

এদিক রামানুজ-পত্নী, স্বামীর এই প্রকার ভাব দেখিয়া দুঃখিত অন্তঃকরণে দিন-যাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে পতির উপর তাঁহার অনুরাগ হ্রাস হইতে লাগিল। ভগবৎ-প্রেমে আকুল-চিত্ত রামানুজ, পত্নীর মনঃকষ্ট বুঝিবার অবকাশ পাইতেন না। একদিন তৈল-স্নান দিবসে এক শূদ্র সেবক রামানুজের অঙ্গে তৈল-মর্দ্দন করিতে আসিল। অন্নাভাবে এ ব্যক্তির কলেবর শীর্ণ। ইহাকে দেখিয়া রামানুজের করুণার সঞ্চার হইল। তিনি গৃহিণীকে বলিলেন,—"যদি গত দিবসের অন্ন কিছু থাকে, তাহা হইলে ইহাকে দাও, এ ব্যক্তি বোধ হয়, যেন বহু দিন খায় নাই।" গৃহিণী,—"কল্যকার অন্ন কিছুই নাই" বলিয়া স্নানার্থ চলিয়া গেলেন। রামানুজ কিন্তু পত্নীর বাক্যে সন্দেহ করিলেন। তিনি নিজেই রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া দেখেন,—প্রচুর অন্ন রহিয়াছে।

---

* এই গ্রন্থ প্রায় ৪০০০ শ্লোকাত্মক, ইহার মধ্যে মহাত্মা (১) "পেইহে" রচিত ১০০

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (২) পূদত্ত | রচিত | ১০০ | (৮) তোণ্ডায়াড়ি পেয়াড়ি | ,, | ৫৫ |
| (৩) পে | ,, | ১০০ | (৯) তিরুপ্‌পান | ,, | ১০ |
| (৪)পেরিয়া আলোয়ার | ,, | ৪৭৩ | (১০) মধুরকবি | ,, | ১১ |
| (৫) অণ্ডাল | ,, | ১৪৩ | (১১) তিরুমঙ্গই | ,, | ১৩৬০ |
| (৬) কুলশেখর | ,, | ১৪৫ | (১২) নম্মা আলোয়ার | ,, | ১২৯৬ |
| (৭) তরুমড়িশি | ,, | ২১৬ | | | |
| | | | | | ৪০০৯ |

সুতরাং তিনি গৃহিণীর অপেক্ষা না করিয়া সমুদায় অন্নই তাহাকে ভোজন করাইলেন। ফলে, রামানুজ গৃহিণীর উপর খুব বিরক্ত হইলেন।

দীক্ষার পর হইতে মহাপূর্ণ রামানুজের গৃহেই বাস করিতেছিলেন। যে-দিন ছয় মাস পূর্ণ হইল, ঠিক সেই দিনই রামানুজের চতুঃসহস্র শ্লোকাত্মক সেই তামিল-বেদ বা তিরুবাই-মুড়ি পাঠ সমাপ্ত হইল। রামানুজ গুরু-দক্ষিণা দিবেন বলিয়া,ফল-মূল-নববস্ত্র প্রভৃতি ক্রয় করিবার জন্য আপণে গিয়াছেন। মহাপূর্ণও কি-কার্য্যে স্থানান্তরে গিয়াছেন। এ দিকে ঘটনাক্রমে মহাপূর্ণ-পত্নী ও রামানুজ-পত্নী একই কালে জল আনিবার জন্য কলস লইয়া কূপসমীপে গমন করিলেন। উভয়েই নিজ-নিজ কলস কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু কলস পূর্ণ হইলে রজ্জু সহযোগে তুলিবার কালে গুরু-পত্নীর কলসের জল দুই-এক বিন্দু জমাম্বার কলসে পতিত হইল। জমাম্বা, ইহাতে যার-পর-নাই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি গুরু-পত্নীকে বলিয়া বসিলেন,—"দেখ দেখি, আমার এক কলস জল তুমি নষ্ট করিলে, চোখের মাথা কি খাইয়াছ? গুরু-পত্নী বলিয়া কি স্কন্ধে চড়িতে হয়, তুমি কি—জান না—তোমার পিতৃকুল অপেক্ষা আমার পিতৃকুল কত শ্রেষ্ঠ? গুরু-পত্নী, জমাম্বার কথা শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিনি বিনীত ভাবে জমাম্বার নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিয়া নীরবে গৃহে ফিরিলেন এবং গোপনে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে মহাপূর্ণ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। পত্নী কাঁদিতে কাঁদিতে মহাপূর্ণকে সমুদায় বৃত্তান্তই নিবেদন করিলেন এবং বলিলেন "আর আমাদের এখানে থাকা উচিত নহে।"

মহাপূর্ণ বলিলেন,—"সত্য বলিয়াছ। ভগবানের ইচ্ছা নয় যে, আমরা আর এখানে থাকি,—চল—রামানুজ আসিবার পূর্ব্বেই আমরা এই স্থান ত্যাগ করি; নচেৎ সে আসিলে বিঘ্ন ঘটিবে।" যেমনই

প্রস্তাব অমনিই কার্য্যে পরিণতি। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহারা উভয়েই শ্রীরঙ্গম অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এমন কি জমাম্বাও জানিতে পারিলেন না।

এদিকে একটু পরে রামানুজ গুরুদক্ষিণার দ্রব্যাদি লইয়া বাটী ফিরিলেন —দেখিলেন, গৃহ নির্জ্জনপ্রায়; গুরুদেব বা গুরুপত্নী কেহই নাই। শশব্যস্তে রামানুজ, পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ব্রাহ্মণি! ব্যাপার কি? কই গুরুদেবকে দেখিতেছি না কেন?" জমাম্বা নিজের দোষ গোপন করিয়া সমুদায় কাহিনী বলিলেন; কিন্তু তাঁহারা যে কোথায় তাহা তিনি বলিতে পারিলেন না। রামানুজসকলই বুঝিলেন। দুঃখে ও ক্রোধে তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি পর্য্যন্ত হইল না। তিনি কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে থাকিয়া বলিলেন,—"রে পাপীয়সি! তোরে দেখিলেও পাপ হয়। তোরেও ধিক্, আমাকেও ধিক্। আমার মহা দুর্ভাগ্য যে তুই আমার সহধর্ম্মিণী হইয়াছিস্"। অনন্তর রামানুজ লোকমুখে শুনিলেন যে, তাঁহার গুরুদেব শ্রীরঙ্গমে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি দুঃখেও ক্রোধে অধীর হইয়া সেই সমস্ত দ্রব্যাদি লইয়া বরদরাজের পূজা করিবার জন্য মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন।

সময় উপস্থিত হইলে কিরূপে কোন্ কার্য্য সাধিত হয়, বুঝা বড় কঠিন। রামানুজের আজ সন্ন্যাসের সময় উপস্থিত, সুতরাং কোথা হইতে কি ঘটিতেছে, তাহা কে বুঝিবে? রামানুজ বরদরাজের পূজার জন্য বাটী হইতে বহির্গত হইয়া অধিক দূর যাইতে না যাইতেই এক শীর্ণকলেবর ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ তাঁহার বাটীতে আসিলেন, এবং বহির্দ্বার-দেশে থাকিয়াই কিঞ্চিৎ ভিক্ষাপ্রার্থনা করিলেন। জমাম্বা একে পতির রূঢ়বাক্যে দগ্ধপ্রায়, তাহার উপর পাককর্ম্মে নিযুক্ত থাকায় কিছু বিব্রত। ভিক্ষুকের প্রার্থনা তাঁহার যার-পর-নাই বিরক্তিকর হইল। তিনি ক্রোধভরে তারস্বরে বলিলেন,—"যাও—যাও অন্যত্র যাও, এখানে অন্ন মিলিবে না।" ব্রাহ্মণ ক্ষুণ্ণমনে ধীরে-ধীরে বরদরাজের মন্দিরের দিকে গমন করিলেন। এদিকে

রামানুজও পূজা করিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন। তিনি পথিমধ্যে ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন। ব্রাহ্মণের অবস্থা দেখিয়া রামানুজের করুণার সঞ্চার হইল, তিনি বলিলেন,—"মহাত্মন্ আপনাকে বড় শীর্ণ দেখিতেছি,—আপনার আহার হইয়াছে?—কিছু কি আহার করিবেন?" ব্রাহ্মণ বলিলেন,— "প্রভু, আমি ভিক্ষার জন্য আপনারই গৃহে গিয়াছিলাম, কিন্তু আপনার পত্নী আমাকে তাড়াইয়া দিলেন। রামানুজ ইহা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, এরূপ সহধর্ম্মিণী লইয়া ধর্ম্মসাধন অসম্ভব। ইহার জন্য পদে-পদে আমার বৈষ্ণবাপরাধ ঘটিতেছে। তিন্-তিন্-বার ইহার অপরাধ সহ্য করিয়াছি, কিন্তু আর নহে! এইবার ইহাকে পরিত্যাগ করিতেই হইবে। অদ্যই আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিব। অনন্তর তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—"দেখুন, আপনি যদি একটী কাজ করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার উত্তম ভোজন হইতে পারে। আপনাকে আমি একখানি পত্র ও কতিপয় দ্রব্যাদি দিতেছি, আপনি তাহা লইয়া আমার বাটী যা'ন, এবং আমার পত্নীকে বলুন যে, আপনি তাঁহার ভ্রাতার বিবাহের জন্য তাঁহাকে তাঁহার পিত্রালয়ে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন; যদি ব্রাহ্মণী যাইতে চাহেন, তাহা হইলে আপনাকেই তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার পিত্রালয়ে রাখিয়া আসিতে হইবে।" ব্রাহ্মণ, রামানুজের অভিপ্রায় ভালরূপ বুঝিতে পারিলেন না। তিনি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর থাকায়, তাহাতেই সম্মত হইলেন। রামানুজ বাজার হইতে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ও নববস্ত্র প্রভৃতি ক্রয় করিলেন এবং নিজ শ্বশুর মহাশয়ের জবানি একখানি নিমন্ত্রণ পত্র লিখিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে দিলেন এবং প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ উদরের জ্বালায়, জমাম্বার পিত্রালয়ের লোক সাজিয়া সেই সকল দ্রব্যাদি লইয়া রামানুজের বাটীর উদ্দেশে গমন করিলেন। ওদিকে রামানুজ অন্য পথ দিয়া একটু বিলম্ব করিয়া স্বগৃহোদ্দেশে চলিলেন।

পিত্রালয় হইতে লোক আসিয়াছে শুনিয়া জমাম্বা, যার-পর-নাই আহ্লাদিতা। তিনি গৃহকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণকে বসিবার আসন দিলেন ও কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ যে-সমস্ত দ্রব্যাদি আনিয়াছিলেন, তাহা যথাস্থানে রাখিয়া, পত্রখানি লইয়া তিনি পতির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং পূর্ব্ব-ক্রোধের কথা একেবারে বিস্মৃত হইলেন। ইতিমধ্যে পতিও গৃহে আসিলেন। জমাম্বা স্মিতমুখে তাঁহার হস্তে পত্রখানি দিলেন ও ভ্রাতার বিবাহ কথা জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার তখন কলহ-জনিত ক্রোধভাব কোথায় অন্তর্হিত, যেন একজন নূতন ব্যক্তি। রামানুজ পত্রখানি পড়িয়া গৃহিণীকে পিত্রালয়ে যাইবার অনুমতি দিলেন এবং বলিলেন, "ইচ্ছা হয় ইঁহার সঙ্গেই তুমি যাইতে পার। আমি বিবাহকালে উপস্থিত হইব।" পতির কথা শুনিয়া জমাম্বার আনন্দ আরও বর্দ্ধিত হইল। দীর্ঘকালের পর পিত্রালয় গমন, এ আনন্দ কি রাখিবার স্থান আছে। এদিকে রামানুজ ভাবিলেন পত্নীকে অলঙ্কারাদি বহুমূল্য দ্রব্যাদি সহ পাঠাইতে হইবে, নচেৎ পরে আবার কে তাহার তত্ত্বাবধারণ করে। তিনি বলিলেন, "দেখ অনেক দিনের পর যাইতেছ, তাহাতে আবার বাটীতে বিবাহ, সুতরাং তোমার কিছু দীর্ঘকাল তথায় থাকা আবশ্যক; তুমি তোমার অলঙ্কারাদি মূল্যবান দ্রব্য সকল সঙ্গে লইয়া যাও।" পতির কথায় জমাম্বা আরও প্রীত হইলেন। তিনি ত্বরাপূর্ব্বক গৃহকর্ম্ম সমাপন করিয়া পতি-পদে প্রণাম পূর্ব্বক উক্ত ব্রাহ্মণ-সঙ্গে পিত্রালয় গমন করিলেন।

* মতান্তরে (১) এই ঘটনাটী অন্যদিন ঘটে, এবং রামানুজ মন্দিরে বসিয়া ঐ ব্রাহ্মণটীকে নিজ বাটীতে পাঠান। ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিলে তিনি রুষ্ট হইয়া পত্নীকে পিত্রালয় পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। (২) অন্য মতে, তিনি ক্রোধপূর্ব্বক পত্নীকে পিত্রালয়ে পাঠান। শ্বশুরের নামে পত্র লিখিয়া তাঁহার সহিত কোনরূপ প্রবঞ্চনা করেন নাই।

এদিকে রামানুজও গৃহত্যাগ পূর্ব্বক বরদরাজের মন্দিরাভিমুখে চলিলেন এবং যাইতে যাইতে আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন,— "আঃ, বাঁচা গেল! বহুকষ্টে পাপীয়সীর হস্ত হইতে রক্ষা পাইলাম। হে ভগবান্! হে নারায়ণ! দাসকে শ্রীপাদপদ্মে স্থান দাও।" অবিলম্বে তিনি হস্তিগিরিপতি বরদরাজের সম্মুখে আসিলেন এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—"প্রভু, অদ্য হইতে আমি সর্ব্বতোভাবে আপনার হইলাম, আপনি কৃপা করিয়া আমায় গ্রহণ করুন।" অনন্তর রামানুজ, কাঞ্চীপূর্ণ প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকে ডাকিয়া নিজ মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন, এবং মন্দির সম্মুখস্থ 'অনন্তসরোবরে' স্নান করিয়া যথারীতি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। *

রামানুজের সন্ন্যাস-গ্রহণের কথা শুনিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেল। তত্রত্য অন্য-মঠবাসিগণ তাঁহাকে আপনাদিগের মঠাধ্যক্ষ হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার দুই এক জন শিষ্য হইতে লাগিল। 'দাশরথি' নামক তাঁহার এক ভাগিনেয় সর্ব্বাগ্রে তাঁহার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। দাশরথির† পর 'কুরনাথ' বা 'কুরেশ' আসিয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন। এই কুরেশ—সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না, ইনি অসাধারণ পণ্ডিত ও শ্রুতিধর ছিলেন। এইরূপে দিন-দিন রামানুজের যশোরবি চতুর্দ্দিক্ আলোকিত করিতে লাগিল। দলে-দলে নরনারী নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিতে আসিতে আরম্ভ করিল।

---

* মতান্তরে (১) রামানুজ ভূতপুরী যাইয়া পৈতৃক সম্পত্তির একটা ব্যবস্থা করিয়া সন্ন্যাস লয়েন এবং বরদরাজের আদেশে প্রধান পুরোহিত কাঞ্চীতে রামানুজের জন্য এক মঠ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে সেই মঠের অধ্যক্ষ করিয়া দেন ও মহা সমারোহে ভূতপুরী হইতে তাঁহাকে কাঞ্চীতে আনয়ন করেন। (২) কোনমতে স্ত্রীর সহিত তাঁহার তিনবার মাত্র বিবাদ হয়।

† দাশরথির অপর নাম আণ্ডান, এবং কুরেশের অপর নাম শ্রীবৎসাঙ্ক বা আলবান।

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে পর, এক দিন যাদবপ্রকাশের বৃদ্ধা জননী বরদরাজকে দর্শন করিতে আসিলেন এবং মঠমধ্যে সশিষ্য রামানুজকে দেখিতে পাইলেন। তিনি রামানুজের দিব্যভাব, প্রসন্নবদন ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া যার-পর-নাই মুগ্ধ হইলেন; মনে-মনে ভাবিলেন,— "আহা, যদি 'যাদব' আমার, এই মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিত, তাহা হইলে তাহার দারুণ অশান্তি নিশ্চয়ই বিদূরিত হইত। সে এত পণ্ডিত হইয়াও,—এতদিন সাধুভাবে জীবনযাপন করিয়াও,—ক্রমেই যেন ঘোর অশান্তির অনলে দগ্ধ হইতেছে। আহা! দেখ দেখি, এই যুবক, তাহার শিষ্য হইয়াও কেমন শান্তিসুখ ভোগ করিতেছেন। আহা! ইহার কেমন প্রফুল্ল বদন, কেমন মধুর উপদেশ।' যাদবের জননী জানিতেন, তাঁহার পুত্র এই মহাপুরুষের সহিত কিরূপ জঘন্য ব্যবহার করিয়াছিল। তিনি শুনিয়াছিলেন তাঁহার পুত্র কিরূপে এই মহাপুরুষের প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিল। কেবল তাহাই নহে, সেই ঘটনার পর হইতেই যাদবের অশান্তি-বহ্নি যে দিন-দিন ধিকি-ধিকি বৰ্দ্ধিত হইয়া তাহাকে দগ্ধ করিতেছিল, ইহাও তাঁহার জননী বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

বৃদ্ধা, বাটী ফিরিয়া আসিলেন ও ধীরে ধীরে সন্তানকে নিজ মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন। যাদব, প্রথমে যেন শিহরিয়া উঠিলেন ও বলিলেন,— "মা! কি বলিতেছেন? আপনি পাগল হইলেন! ইহা কি কখন সম্ভব?" পুত্রের কথায় জননী নিরস্ত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণে যাদবই ভাবিলেন,— তিনি, যে ঘোর পাপে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার যদি সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার জননীর বাক্য পালন করাই উচিত। যাহা হউক ক্রমে যতই দিন যাইতে লাগিল, যাদবের অশান্তি ততই বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল, এবং মাতার কথা যেন তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতে লাগিল।

একদিন অপরাহ্নে তিনি মঠের সম্মুখে পাদচারণ করিতেছেন, এমন

সময় কাঞ্চীপূর্ণকে দেখিতে পাইলেন। যাদব, এতদিন এই মহাপুরুষকে ভণ্ড ও উন্মত্ত বলিয়া উপহাস করিতেন, কিন্তু রামানুজের অভ্যুদয় আরম্ভ হওয়া পর্য্যন্ত, তিনি ইঁহাকে আর পূর্ব্ববৎ উপেক্ষা করিতেন না। কারণ, রামানুজ ইঁহাকে যার-পর-নাই সমাদর করিতেন এবং ইঁহারই পরামর্শ লইয়া চলিতেন। কাঞ্চীপূর্ণকে দেখিয়া তিনি তাঁহাকে ডাকিলেন এবং বলিলেন,—"দেখুন—আমার মনে কিছুদিন হইতে বড়ই অশান্তি ভোগ হইতেছে। শুনিতে পাই, আপনি নাকি বরদরাজের সহিত কথা কহেন, আপনি কি আমার বিষয় তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিতে পারেন? কাঞ্চীপূর্ণের নিকট শত্রু-মিত্র সমান, তিনি সসম্মানে বলিলেন,—"মহাশয়! আমি অতি সামান্য ব্যক্তি, তবে আপনার আদেশ, আমি প্রভুকে জানাইব, এবং তাঁহার যাহা অনুমতি হয়, তাহা কল্য আপনাকে বিজ্ঞাপিত করিব।"

কি আশ্চর্য্য! যাদবও সেই রাত্রিতেই স্বপ্ন দেখিলেন,—যেন একজন মহাপুরুষ তাঁহাকে বলিতেছেন যে, "তুমি রামানুজের শরণ গ্রহণ কর, নচেৎ,ও-অশান্তি দূর হইবে না। তুমি যে পাপ করিয়াছ,ইহাই তাহার প্রায়শ্চিত্ত।" প্রভাত হইল। ওদিকে কাঞ্চীপূর্ণও আসিয়া ঠিক সেই কথাই বলিলেন। এইবার যাদবের আর সন্দেহ রহিল না। তিনি মনে-মনে ভাবিলেন, আর কাল বিলম্বে কাজ নাই, যাই, রামানুজেরই শিষ্যত্ব গ্রহণ করি, নচেৎ এ অশান্তি দূর হইবার নহে। অথচ চিন্তা, শিষ্যের শিষ্যত্ব গ্রহণই বা কি করিয়া করেন? এইরূপে দুই-এক দিন যায়, ক্রমেই তাঁহার অশান্তি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অবশেষে একদিন তিনি রামানুজের মঠে গমন করিলেন। ইচ্ছা—তাঁহাদের পরীক্ষা করেন ও তাঁহাদের মতে মত দেওয়া যায় কি না, বিচার করিয়া দেখেন। এখানে রামানুজ, কুরেশ ও দাশরথী পরিবেষ্টিত থাকিয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। রামানুজের জ্যোতিঃ দেখিয়া

তিনি বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। এদিকে যাদবপ্রকাশের প্রবেশ মাত্রই রামানুজ সসম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহাকে আসন প্রদান করিলেন। যাদব ইহাতে রামানুজের প্রতি যার-পর-নাই প্রীত হইলেন, এবং কথায় কথায় তাঁহার 'মত' ও 'পথ' সম্বন্ধে নানা কথার অবতারণা করিলেন। প্রথমতঃ রামানুজ স্বয়ং তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে, তাঁহার আচার্য্য, প্রমাণস্বরূপে কেবল শাস্ত্রের বচন শুনিতে চাহেন —বিচার করিতে চাহেন না,তখন তিনি শ্রুতিধর কুরেশকে একার্য্যে নিযুক্ত করিয়া আচার্য্যকে বলিলেন,—"মহাত্মন্ এই কুরেশের সমুদয় শাস্ত্র কণ্ঠস্থ, সুতরাং আপনি ইহাকে জিজ্ঞাসা করুন।" কুরেশও তদনুসারে যাদবের যাবতীয় সংশয়ের উত্তর-স্বরূপ শাস্ত্র-বচন সকল উদ্ধৃত করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ কুরেশের কথা শুনিয়া যাদব নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। তাঁহার, এই সময় রামানুজ সম্বন্ধীয় পূর্ব্বকথা সমুদয় কেবল মনে উদয় হইতে লাগিল। নিজ-দুরভিসন্ধি, মাতার অনুরোধ, স্বপ্ন-দর্শন, কাঞ্চীপূর্ণের মুখে বরদরাজের বাক্য, একে-একে সবই তাঁহার মনে উদয় হইল। ওদিকে বিচারেও দেখিলেন, রামানুজ মতে অসঙ্গতি নাই, শাস্ত্র-প্রমাণ ইহার ভূরি-ভূরি রহিয়াছে। এইবার যাদব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি উঠিয়া সহসা রামানুজের পদতলে পতিত হইলেন, এবং বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। রামানুজ, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ভূমি হইতে উত্থিত করিয়া প্রেমভরে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন।

অনন্তর যাদব, যথারীতি রামানুজের নিকট পুনরায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার শিষ্যরূপে থাকিয়া জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করিলেন। এই সময়ে বৈষ্ণবমার্গের প্রশংসা করিয়া তিনি যে-এক উপাদেয় পুস্তক রচনা করেন,তাহা অদ্যাবধি "যতিধর্ম্ম সমুচ্চয়" নামে পণ্ডিত সমাজে সমাদৃত হইয়া থাকে।

এই ঘটনার পর দেশময় মহা আন্দোলন চলিতে লাগিল। যাদব-প্রকাশ রামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন!—কথাটা কত লোকে প্রথমতঃ বিশ্বাসই করিল না। যাহা হউক, ইহার ফলে কাঞ্চীতে শৈব-প্রধান্য এক প্রকার নিভিয়া গেল, যা-ওবা কতক শৈব রহিলেন, তাঁহারা যেন গোপনেই বাস করিতে লাগিলেন।

রামানুজের সন্ন্যাস, এবং তাঁহার নিকট যাদব-প্রকাশের শিষ্যত্বগ্রহণ প্রভৃতি সংবাদ ক্রমে শ্রীরঙ্গমে পঁহুছিল। মহাপূর্ণ রামানুজের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলে যামুনাচার্য্যের শিষ্যগণ একটু ভগ্নমনোরথ হইয়া দুঃখিত মনে দিনাতিপাত করিতেছিলেন। এই সংবাদে তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা সকলে শ্রীরঙ্গমাধীশ শ্রীরঙ্গনাথের নিকট রামানুজকে পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রার্থনায় ভগবান্ শ্রীরঙ্গনাথ মহাপূর্ণকে একদিন প্রত্যাদেশ করিয়া, বলিলেন,—এ-জন্য তোমরা বররঙ্গকে কাঞ্চীপূরীতে পাঠাও; বররঙ্গের সঙ্গীত শুনিয়া বরদারাজ প্রসন্ন হইয়া যখন তাঁহাকে বর দিতে চাহিবেন, তিনি যেন সেই সময় তাঁহার নিকট রামানুজকে ভিক্ষা চান, নচেৎ তিনি রামানুজকে কোন মতেই ছাড়িয়া দিবেন না।” প্রত্যাদেশ শুনিবা মাত্র, মহাপূর্ণ সকলকে ইহা জানাইলেন এবং তাঁহারা সকলে একমত হইয়া বররঙ্গকে কাঞ্চী-পুরীতে পাঠাইয়া দিলেন। বররঙ্গ কাঞ্চীপুরীতে আসিয়া প্রত্যহ সঙ্গীত দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। যেরূপ প্রত্যাদেশ, একদিন সেইরূপই ঘটিল। বররঙ্গ, বরদরাজেব নিকট হইতে রামানুজকে ভিক্ষা লইয়া শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাগমন করিলেন।

রামানুজ সশিষ্যে শ্রীরঙ্গমে আসিলেন। এখানে আসিয়া প্রথমেই তিনি শ্রীরঙ্গনাথের পূজার সুবন্দোবস্ত করিলেন এবং ভগবৎ সেবার বৈথানস প্রথা বর্জ্জন করিয়া পাঞ্চরাত্র প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন—সেবাকার্য্য যাহাতে

সুচারু-সম্পন্ন হয় তজ্জন্য তিনি প্রতি বিভাগে পর্য্যবেক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন, এবং মঠের উন্নতি বিধানে মনোযোগী হইলেন।

ইহারই কিছুপরে রামানুজের মন গোবিন্দের জন্য অত্যন্ত ব্যকুল হইল। গোবিন্দ একে বাল্যসখা, তাহার পর তাঁহারই সাহায্যে তাঁহার প্রাণ-রক্ষা পাইয়াছে, সর্ব্বোপরি—তিনি তখন নিজগ্রাম ত্যাগ করিয়া কালহস্তীতে 'কালহস্তীশ্বর' শিবের আরাধনায় দিনাতিপাত করিতে ছিলেন। রামানুজ এজন্য একটু বিচলিত হইলেন এবং অনেক চিন্তার পর মাতুল-শ্রীশৈলপূর্ণকে বেঙ্কটাচলে এই মর্ম্মে একপত্র লিখিলেন যে, তিনি যেন সত্বর কালহস্তীতে যাইয়া যেরূপে হউক, গোবিন্দকে বুঝাইয়া বৈষ্ণবমতে আনয়ন করেন।" শ্রীশৈলপূর্ণ যামুনাচার্য্যের শিষ্য ও পরম পণ্ডিত বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি রামানুজের পত্র পাইয়া কাল বিলম্ব করিলেন না, পত্রবাহককেই সঙ্গে লইয়া কালহস্তী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। *

শ্রীশৈলপূর্ণ এ যাত্রায় গোবিন্দকে বৈষ্ণবমতে আনিতে অক্ষম হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি আবার তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। সঙ্গে সেই পত্রবাহক। এবার তিনি অনেক বিচার ও কৌশলের পর গোবিন্দকে বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত করিতে সক্ষম হন, ও তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া তিরুপতি লইয়া আসেন। গোবিন্দকে আনিবার সময় তত্রত্য অধিবাসিগণ যার-পর-নাই ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীশৈলে'র উপর অত্যাচারের ব্যবস্থা করে, এবং বল-পূর্ব্বক গোবিন্দের গমনে বাধা দিবার চেষ্টা করে, কিন্তু ভগবানের এমনই লীলা, রাত্রিকালে উহাদের মধ্যে একজন স্বপ্ন দেখে যে, ভগবান্ কালহস্তীশ্বর যেন বলিতেছেন,—"তোমরা গোবিন্দকে বাধা

* মতান্তরে রমানুজ কাঞ্চীতে অবস্থিতি কালেই গোবিন্দের নিকট শ্রীশৈলপূর্ণকে পাঠাইয়া ছিলেন। যে লোকটী রামানুজের পত্র লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি রামানুজ শ্রীরঙ্গমে আসিলে, গোবিন্দের বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষার সংবাদ দেন।

দিওনা, আমি উহার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়াছি, জগতে বর্ত্তমান অধর্ম্ম-বিনাশে বৈষ্ণবমতই উপযোগী, সুতরাং তোমরা নিরস্ত হও।" পরদিন প্রাতে এই ব্যক্তি গ্রামবাসী সকলকে তাহার স্বপ্নের কথা জানাইল। তাহারা সকলেই ভীত হইয়া নিরস্ত হইল এবং গোবিন্দকে ছাড়িয়া দিল।

যথাসময়ে পত্রবাহক এই সংবাদ শ্রীরঙ্গমে রামানুজের নিকট আনিলেন। রামানুজের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি এক্ষণে নিশ্চিন্ত মনে নিজ-কর্ত্তব্য-পালনে যত্নবান হইলেন। যামুনাচার্য্যের আসন-লাভ, রাজোচিত সম্মান,সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজের নেতৃত্ব-পদ, তাঁহাকে তাঁহার কর্ত্তব্য-পথ হইতে পরিভ্রষ্ট করিতে পারিল না। তিনি অতি দীনভাবে যামুন-মুনির প্রধান প্রধান শিষ্যগণের সন্নিধানে সাম্প্রদায়িক জ্ঞান-লাভে যত্নবান হইলেন। দেশমান্য সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত হইয়াও তিনি আবার গুরু-সন্নিধানে শাস্ত্রাভ্যাসে নিরত হইলেন। ক্রমে তিনি নিজ দীক্ষাগুরু মহাপূর্ণের নিকট ন্যাস-তত্ব, গীতার্থ-সংগ্রহ, সিদ্ধিত্রয়, ব্যাস-সূত্র, পাঞ্চরাত্র আগম প্রভৃতি শাস্ত্র সমুদয় অধ্যয়ন করিলেন।*

যথাসময়ে তাঁহার উক্ত শাস্ত্র গুলির অধ্যয়ন শেষ হইল। মহাপূর্ণ † তাঁহার অত্যদ্ভুত প্রতিভা দেখিয়া শেষে আপন পুত্রকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন এবং অবশিষ্ট বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাঁহাকে গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট যাইতে বলিলেন। গোষ্ঠীপূর্ণ একজন মহা ভক্ত ও মন্ত্রার্থবিৎ জ্ঞানী মহাপুরুষ। ইনি যামুনাচার্য্যের একজন প্রিয় শিষ্য এবং তিরুকোট্টির বা গোষ্ঠীপুর নামক এক বৰ্দ্ধিষ্ণু গ্রামে বাস করিতেন।

*শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের "রামানুজ চরিত" পুস্তকে দেখিলাম রামানুজ মহাপূর্ণের নিকট অহোব্বয় মাহাত্ম্য, পুরুষ নির্ণয়, সিদ্ধিত্রয়, পাঞ্চরাত্রাগম, গীতার্থসংগ্রহ এবং ব্যাস-সূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন।

†কোন মতে রামানুজের মন্ত্রদাতাগুরু গোষ্ঠীপূর্ণ—মহাপূর্ণ গ্রন্থার্থদাতাগুরু।

মহাপূর্ণের বাক্য শুনিয়া রামানুজ, অবিলম্বে গোষ্ঠীপুর গ্রামাভিমুখে গমন করিলেন। শ্রীরঙ্গম হইতে গোষ্ঠীপুর অধিক দূর ছিল না, সুতরাং তিনি অনতিবিলম্বে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গোষ্ঠীপূর্ণের চরণবন্দনা পূর্ব্বক নিতান্ত বিনীত ভাবে নিজ প্রার্থনা নিবেদন করিলেন। গোষ্ঠীপূর্ণ, রামানুজের প্রার্থনা শুনিয়া উদাসীন ভাবে বলিলেন,—"আর একদিন আসিও।" রামানুজ, সুতরাং আবার তাঁহার চরণবন্দনা করিয়া শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিলেন এবং দুই চারিদিন বাদে—আর একদিন গোষ্ঠী-পূর্ণের সমীপে উপস্থিত হইলেন। এবারও তিনি পূর্ব্ববৎ গুরুদেবের চরণ-বন্দনা করিয়া নিজ প্রার্থনা জানাইলেন। গোষ্ঠীপূর্ণ এবারও তাঁহাকে "আর একদিন আসিও" বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। অগত্যা তিনিও পূর্ব্ববৎ "যে আজ্ঞা" বলিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

অনন্তর একদিন এক উৎসব উপলক্ষে গোষ্ঠীপূর্ণ শ্রীরঙ্গমে আসিয়া-ছেন, এমন সময় একজন ভক্ত, সহসা ভগবদ্‌ভাবাবিষ্ট হইয়া গোষ্ঠীপূর্ণকে বলিলেন,—"গোষ্ঠীপূর্ণ, তুমি রামানুজকে স-রহস্য মন্ত্র উপদেশ দিও।"

গোষ্ঠীপূর্ণ, কিন্তু তাহাতেও নরম হইবার পাত্র নহেন, তিনি ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"প্রভু, তোমারই নিয়ম 'ইদন্তে নাতপস্কায়··· দেয়ং'। এদিকে রামানুজও ছাড়িবার লোক নহেন। গোষ্ঠীপূর্ণ যতবার তাঁহাকে ফিরাইয়া ফিরাইয়া দেন,রামানুজও ততবারই তাঁহার নিকট যাইতে লাগিলেন। অবশেষে গোষ্ঠীপূর্ণের এক শিষ্য শ্রীরঙ্গমে আগমন করিলে রামানুজ তাঁহার নিকট মনোদুঃখ নিবেদন করিলেন। তিনি রামানুজের দুঃখ শুনিয়া যার-পর-নাই ব্যথিত হইলেন এবং ফিরিয়া গিয়া গোষ্ঠীপূর্ণকে অতি কর্কশ ভাবে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আপনি কি রামানুজকে না মারিয়া ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন না?" সকলে এই দৃশ্য দেখিয়া অবাক্। গোষ্ঠীপূর্ণ কিন্তু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা,

রামানুজকে দণ্ড-কমণ্ডলু লইয়া একাকী আসিতে বলিও। সঙ্গে আবার দুই জন চেলা কেন?" মুহূর্ত্ত মধ্যে এ সংবাদ রামানুজের কর্ণে পহুঁছিল। তিনি, দাশরথি ও শ্রীবৎসাঙ্ককে সঙ্গে লইয়া পূর্ব্ববৎ উপস্থিত হইলেন এবং নিতান্ত কাতরতা প্রকাশ পূর্ব্বক মন্ত্র ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। গোষ্ঠী-পূর্ণ বলিলেন,—"আমি ত তোমায় একাকী আসিতে বলিয়াছি, সঙ্গে উহা-দের আনিলে কেন?" রামানুজ বলিলেন,—"প্রভু, দাশরথি আমার দণ্ড ও শ্রীবৎসাঙ্ক আমার কমণ্ডলু।" গোষ্ঠীপূর্ণ শিষ্যের প্রতি রামানুজের প্রগাঢ় ভালবাসা দেখিয়া ঈষৎ হাসিলেন, এবং শিষ্যদ্বয়কে বিদায় দিতে বলিয়া,অষ্টাদশবারের পর এইবার, তাঁহাকে স-রহস্য মন্ত্র প্রদান করিলেন।

কি আশ্চর্য্যের বিষয়! মন্ত্র-প্রাপ্তি মাত্র রামানুজের হৃদয় এক অপূর্ব্ব আলোকে আলোকিত হইল। জীবনের জ্বালা, যন্ত্রণা, সংশয়, অজ্ঞান সব যেন বিদূরিত হইয়া গেল, তিনি যেন নব-জীবন লাভ করিলেন। পরদিন শ্রীগুরুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া রামানুজ শ্রীরঙ্গমের দিকে যাইতেছেন এমন সময় সহসা তাঁহার মনে কি-এক ভাবের উদয় হইল,—তিনি গোষ্ঠীপুরস্থ 'সৌম্য-নারায়ণের' মন্দিরের মহোচ্চ দ্বার অভিমুখে চলিতে লাগিলেন, এবং পথি-মধ্যে যাহাকে দেখিতে পাইলেন, তাহাকেই বলিতে লাগিলেন,—"তোমরা আইস, আমি আজ তোমাদিগকে এক অমূল্য রত্ন দিব।" তাঁহার মুখকান্তি ও দিব্য জ্যোতিঃ দেখিয়া দলে-দলে লোক সকল মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে এই সংবাদ নগর মধ্যে প্রচারিত হইল এবং ক্রমে অসংখ্য নগরবাসী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এমন সময় রামানুজ সেই মন্দিরের মহোচ্চ দ্বারোপরি আরোহণ করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"হে প্রাণপ্রতিম ভাই ভগিনিগণ! তোমরা যদি চিরতরে সংসারের যাবতীয় জ্বালা-যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে চাও,—তোমরা যদি সেই প্রাণ অপেক্ষা

প্রিয়তম ভগবানকে লাভ করিতে চাও, তাহাহইলে আমার সঙ্গে এই মন্ত্র বারত্রয় উচ্চারণ কর।" সকলে তখন তারস্বরে বলিল, "মহাত্মন্! বলুন, কি—সে মন্ত্র, আমরা আপনার কৃপায় কৃতার্থ হই।" অনন্তর রামানুজ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"বল—ওঁ নমো নারায়ণায়।" ওঁ নমো নারায়ণায়। ওঁ নমো নারায়ণায়।" জনসাধারণ সকলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে তিন বার ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিল। তাহারা যেমন উচ্চারণ করিল, অমনি তাহারাও যেন কি-এক নব-ভাবে বিভোর হইয়া গেল,—তাহাদের জীবন-গতি একেবারে ফিরিয়া গেল।

এদিকে এ-সম্বাদ গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট আসিতে বিলম্ব হইল না। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিবার জন্য রামানুজকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। রামানুজও অবিলম্বে সসম্ভ্রমে গুরু-সন্নিধানে আসিলেন। গোষ্ঠীপূর্ণ তাঁহাকে দেখিবা মাত্র চীৎকার পূর্ব্বক বলিলেন,—"দূর হও—নরাধম! তোমাকে মহারত্ন দিয়া আমি 'কি' মহাপাপই করিয়াছি, আর যেন তোমার মুখদর্শন করিতে না হয়। জান, তোমার ভবিষ্যতে অনন্ত নরক।" রামানুজ কিন্তু ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র ভীত না হইয়া বলিলেন,—"প্রভু, আপনারই বাক্য যে, যে এই মন্ত্র লাভ করিবে, সে পরমগতি লাভ করিবে। যদি আমার ন্যায় এক ক্ষুদ্র জীবের অনন্ত নরক হইয়া এত লোকের মুক্তি হয় ত, আমার অনন্ত নরক, অনন্ত বৈকুণ্ঠবাস অপেক্ষাও বাঞ্ছনীয়।" গোষ্টিপূর্ণ, রামানুজের কথা শুনিবা মাত্র চমকিত হইলেন ও একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ক্ষণপরেই তাঁহার ক্রোধ অন্তর্হিত হইল, এবং তৎপরেই তাঁহার হৃদয়, সকরুণ ভাবে আদ্র হইয়া পড়িল। তিনি তখন প্রেমভরে রামানুজকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া শত-শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন, ও বলিলেন,—"রামানুজ! তুমি ধন্য, এবং তোমার সম্পর্কে আমিও ধন্য; তুমিই আমার গুরু, আমি তোমার শিষ্য। যাঁহার এরূপ মহান্

হৃদয়, তিনি যে লোকপিতা ভগবান বিষ্ণুর অংশ, তাহাতে সন্দেহ নাই।” রামানুজ, লজ্জাবনতমস্তকে গোষ্ঠীপূর্ণের পাদপদ্ম শিরে ধারণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—“ভগবন্ আপনি আমার নিত্যগুরু, আপনার কৃপাবলেই আজ আমি ধন্য, এবং সহস্র-সহস্র নরনারীও ধন্য ; আপনাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম।” গোষ্ঠীপূর্ণ রামানুজের এই ব্যবহারে তাঁহার উপর যার-পর-নাই প্রীত হইলেন। তিনি নিজপুত্র 'সৌম্য-নারায়ণকে' তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন এবং অন্যান্য শিষ্যগণকে বলিলেন,—“দেখ, তোমরা অদ্য হইতে সমুদয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তকে “রামানুজ সিদ্ধান্ত” এই নূতন নামে অভিহিত করিবে।” অনন্তর রামানুজ গুরুর অনুমতি লইয়া সশিষ্যে শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিলেন, এবং জন সাধারণ সকলে এখন হইতে রামানুজকে লক্ষণের অবতার বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিল।

রামানুজ শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিলে 'কুরেশ' চরম-শ্লোকের* অর্থাবগতির জন্য তাঁহার নিকট ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি কুরেশের আগ্রহ দেখিয়া তাঁহাকে এক বৎসর অপেক্ষা করিতে অথবা একমাস অভিমান-শূন্য হইয়া † ভিক্ষান্নমাত্র ভোজন পূর্ব্বক জীবনযাপন করিতে বলিলেন। গুরুভক্ত, নিরভিমান কুরেশ তাহাই করিলেন এবং একমাস পরে গুরুদেবের নিকট মন্ত্রার্থলাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

কুরেশের পর দাশরথি চরম-শ্লোকের রহস্য জানিবার জন্য রামানুজের কৃপা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। রামানুজ জানিতেন দাশরথি কিঞ্চিৎ বিদ্যাভিমানী ; তজ্জন্য তিনি তাঁহাকে গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট হইতে উহা লাভ করিতে বলিলেন। দাশরথি তদনুসারে ছয় মাস কাল গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট

* চরমশ্লোক—সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ গীত ১৮ অঃ, ৬৬ শ্লোঃ।

† মতান্তরে মঠদ্বারে অনাহার ও অনিদ্রিত অবস্থায় অবস্থান করিয়া ......

যাতায়াত করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। পরিশেষে গোষ্ঠীপূর্ণ একদিন দাশরথিকে বলিলেন,—"বৎস দাশরথে! তুমি সকল প্রকার অভিমান ত্যাগ করিয়া নিজ গুরুর পাদমূল আশ্রয় কর। তিনিই তোমায় মন্ত্রার্থ দিবেন।" এই কথা শুনিয়া দাশরথি রামানুজের পদপ্রান্তে আসিয়া পতিত হইলেন এবং মন্ত্রার্থ অবগতির জন্য যার-পর-নাই মিনতি করিতে লাগিলেন। রামানুজ কিন্তু তখনও মন্ত্রার্থ প্রদান করিলেন না, তিনি তখনও অপেক্ষা করা উচিত বিবেচনা করিলেন এবং দাশরথিকে অপেক্ষা করিতে আদেশ করিলেন।

এই সময় হঠাৎ একদিন মহাপূর্ণের কন্যা অত্তুলা পিতার আদেশে রামানুজের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অত্তুলা রামানুজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ভ্রাতঃ, আমি আমার শ্বশুরালয়ে দূর হইতে জল আনিয়া রন্ধন করিতে বড় কষ্টবোধ করিতাম বলিয়া শ্বশ্রূমাতাকে কষ্টের কথা বলি। তাহাতে তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—'কেন বাছা? বাপের বাটী হইতে পাচক আনিতে পার নাই। আমার এত সংস্থান নাই যে পাচক রাথি।' অদ্য আমি পিতার নিকট আসিয়া এই কথা বলিলাম, তিনি তোমার নিকট আসিতে বলিলেন। এজন্য অদ্য তোমার নিকট আসিয়াছি। বল ভ্রাতঃ! আমার কি কর্ত্তব্য?" রামানুজ ইহা শুনিবা মাত্র দাশরথিকে দেখাইয়া বলিলেন—যাও ভগিনি, গৃহে যাও, এই দাশরথি তোমার পাচকের কর্ম্ম করিবে।" অত্তুলা দাশরথিকে সঙ্গে লইয়া শ্বশুরালয় গমন করিলেন; দাশরথিও তথায় কোনরূপ লজ্জা বা অভিমান বোধ না করিয়া পাচকের কর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে ছয়মাস অতীত হইয়া গেল। একদিন অত্তুলার শ্বশুর বাটীতে এক বৈষ্ণব পণ্ডিত; বৈষ্ণবশাস্ত্রের একটী শ্লোকের ভুল ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। দাশরথি তাহা শুনিয়া বিনীত ভাবে ইহার প্রতিবাদ করেন।

ব্যাখ্যাকর্ত্তা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"মূঢ়! তুমি পাচক ব্রাহ্মণ, তুমি শাস্ত্রের অর্থ কি জান? কর দেখি ইহার ব্যাখ্যা।" দাশরথি তিলমাত্র দুঃখিত না হইয়া ধীরভাবে ইহার সদ্ব্যাখ্যা করিলেন। শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া যার-পর-নাই পরিতুষ্ট হইলেন; এবং পরে ব্যাখ্যাকর্ত্তা আসিয়া তাঁহার পাদস্পর্শ পূর্ব্বক ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। অনন্তর সকলে তাঁহার এরূপ দাস্যবৃত্তির হেতু জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, তিনি তাঁহার গুরুদেব রামানুজের আদেশ পালনার্থ এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। কিছুদিন পরে সেই সকল লোক দলবদ্ধ হইয়া শ্রীরঙ্গমে আসিয়া রামানুজকে বলিলেন,—"মহাত্মন্! দাশরথির প্রতি আপনার এত কঠোর আদেশ কেন, তিনি নিতান্ত নিরভিমান ও সাক্ষাৎ পরমহংস স্বরূপ, তাঁহার মত ব্যক্তি পাঁচকের কর্ম্ম করিবেন—ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।" রামানুজ ইহাদের কথা শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন, এবং স্বয়ং তাঁহাদের সহিত গমন করিয়া দাশরথিকে শ্রীরঙ্গমে আনিয়া মন্ত্রার্থ প্রদান করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে গোষ্ঠীপূর্ণের ইচ্ছানুসারে রামানুজ, মালাধরের নিকট শঠারিসূক্ত বা সহস্রগীতি অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। অধ্যয়ন কালে তিনি মালাধরের ব্যাখ্যা অপেক্ষা, স্থলে স্থলে উত্তম ব্যাখ্যা যোজনা করিয়া সে সম্বন্ধে তাঁহার মত জানিতে চাহিতেন। মালাধর কিন্তু ইহা রামানুজের পক্ষে ধৃষ্টতা বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এমন কি, অবশেষে তিনি অধ্যাপনা কার্য্যেই বিরত হয়েন। কিছুদিন পরে গোষ্ঠীপূর্ণ ইহা জানিতে পারেন এবং মালাধরের নিকট রামানুজের মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়া পুনরায় তাঁহাকে অধ্যয়ন কার্য্যে সম্মত করেন। ইহার পরও আবার এক দিন মালাধরের ব্যাখ্যা শুনিয়া রামানুজ নিজে শ্লোকের অন্যথা ব্যাখ্যা কারিলেন। কিন্তু মালাধর এবার তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং পুত্র সুন্দরবাহুর সহিত স্বয়ং তাঁহাকে গুরু বলিয়া সম্মানিত করিলেন।

রামানুজ, কিন্তু তথাপি মালাধরকে পূর্ব্বের ন্যায় গুরু-জ্ঞানেই পূজা করিতেন; একদিনের জন্যও কখন অন্যথাচরণ করেন নাই।

মালাধরের নিকট শিক্ষা সমাপ্ত হইলে মহাপূর্ণ, রামানুজকে বররঙ্গের নিকট শিক্ষা লাভ করিতে বলেন। বররঙ্গ, যামুন-মুনির প্রিয় শিষ্য ছিলেন, তিনি নৃত্যগীত দ্বারা রঙ্গনাথের সেবা করিতেন। রামানুজ ছয় মাস কাল তাঁহার সর্ব্ববিধ সেবাকার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। গাত্রে হরিদ্রাচূর্ণ-মর্দ্দন, ক্ষীর প্রস্তুতকরণ প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারা তিনি গুরুদেবের সন্তোষ বিধান করিয়া পরিশেষে তাঁহার নিকট পরমপুরুষার্থজ্ঞান লাভ করিলেন। এই সময় তিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, উহা অদ্যাবধি 'গদ্যত্রয়' নামে জনসমাজে বিখ্যাত। এখানেও রামানুজের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে বররঙ্গ নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে আদেশ করেন।

রামানুজ, এইরূপে কাঞ্চীপূর্ণ, মহাপূর্ণ, গোষ্ঠীপূর্ণ, মালাধর ও বররঙ্গের নিকট হইতে নিখিল বিদ্যা লাভ করিলেন। যামুন-মুনির এই পাঁচজন অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন, ইঁহারা প্রত্যেকে তাঁহার এক-একটী ভাব মাত্র লইতে পারিয়াছিলেন, সমগ্র ভাব কেহই গ্রহণে সমর্থ হয়েন নাই, এক্ষণে রামানুজে তাহাই আবার একত্রিত হইল। রামানুজ, যামুনাচার্য্যের সকল প্রধান শিষ্যের নিকট শিক্ষা লাভ করায়, কাহারও আর কোন বিষয়ে তাঁহার সম্বন্ধে কোন আপত্তির হেতু রহিল না। এখন সকলের চক্ষেই তিনি সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও বৈষ্ণব সমাজের নেতা।

রামানুজের সর্ব্ববিষয়ে আধিপত্য ও মন্দিরের নূতন ব্যবস্থা দর্শনে শ্রীরঙ্গনাথের অর্চ্চকগণ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা স্বার্থহানির ভয়ে রামানুজের প্রাণনাশে সচেষ্ট হইলেন। রামানুজ নিয়মপূর্ব্বক সাতবাড়ী ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিতেন; একদিন তিনি যে গৃহে ভিক্ষা করি-বেন, অর্চ্চকগণ তাহা স্থির করিলেন এবং গৃহস্বামীকে অর্থদ্বারা বশীভূত

করিয়া বিষ-প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়া রাখিলেন। গৃহস্বামী গোপনে নিজ গৃহিণীকে রামানুজের অন্নে বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখিতে আদেশ করিলেন, গৃহিণীর ইহাতে ঘোর আপত্তি থাকিলেও পতির উৎপীড়নে অগত্যা তাঁহাকে তাহাতে সম্মত হইতে হইল। যথাসময়ে রামানুজ আসিলেন। ব্রাহ্মণী তাঁহার পাদবন্দনাচ্ছলে অঙ্গুলিদ্বারা রামানুজের পাদদেশে ইঙ্গিত করিলেন,এবং পরে সেই বিষান্ন আনিয়া দিলেন। রামানুজ বুঝিতে পারিয়া উক্ত অন্ন হইতে কিঞ্চিৎ লইয়া একটী কুক্কুরকে দিলেন। কুক্কুরটী উহা খাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। অনন্তর রামানুজ কাবেরীতীরে যাইয়া অবশিষ্ট অন্ন, জলে ফেলিয়া দিলেন ও নিজে অপরাধী ভাবিয়া অনাহারে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে এই কথা গোষ্ঠীপূর্ণের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি ত্বরাপূর্ব্বক শ্রীরঙ্গম উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। গোষ্ঠীপূর্ণ আসিতেছেন শুনিয়া রামানুজও সশিষ্যে তাঁহার অভ্যর্থনা নিমিত্ত বালুকাময় নদীতীরে আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন মধ্যাহ্নকাল। গোষ্ঠীপূর্ণ এপারে আসিবামাত্র রামানুজ ছিন্নমূল তরুবরের ন্যায় সেই তপ্ত বালুকার উপর তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইলেন। গোষ্ঠীপূর্ণ কিন্তু অপরের মুখে বিষপ্রয়োগের কথা শুনিতে ব্যস্ত—তাঁহাকে উঠিতে বলিলেন না, সুতরাং রামানুজ সেই তপ্ত বালুকার উপরই দগ্ধ হইতে লাগিলেন। এদিকে "প্রণতার্ত্তিহর" নামক রামানুজের এক শিষ্য গোষ্ঠীপূর্ণের এই আচরণে যার-পর-নাই ব্যথিত হইয়া উঠিলেন। তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া রামানুজকে বলপূর্ব্বক স্কন্ধে তুলিয়া গোষ্ঠীপূর্ণকে বলিলেন,— "আপনি কি আমাদের গুরুদেবকে মারিয়া ফেলিতে চাহেন? এমন দয়ার সাগর গুরু কি আর আছে?" প্রণতার্ত্তিহরের ব্যবহারে রামানুজ প্রভৃতি সকলেই যার-পর-নাই ভীত হইলেন, কি জানি—গোষ্ঠীপূর্ণ যদি ক্রুদ্ধ হন। গোষ্ঠীপূর্ণ কিন্তু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"রামানুজ,আজ হইতে

তুমি তোমার এই শিষ্যদ্বারা পাক করাইয়া ভোজন করিও, আমার আজ্ঞা, ইহাতে তোমার যতিধর্ম্ম নষ্ট হইবে না। আমি দেখিতেছিলাম, তোমাকে ভালবাসে এমন তোমার কোন শিষ্য আছে কি না? প্রণতার্ত্তিহর! তুমি ধন্য। আমি আশীর্ব্বাদ করি, অচিরে তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হউক।" *

অর্চ্চকগণের এই চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তাঁহারা যার-পর-নাই দুঃখিত হইলেন, এবং এবার প্রধান অর্চ্চক স্বয়ংই একার্য্য সম্পন্ন করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। রামানুজ নিত্য সন্ধ্যাকালে ভগবদ্দর্শন করিয়া মঠে ফিরিতেন। একদিন প্রধান অর্চ্চক এই সময় রামানুজকে একাকী দেখিয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ প্রসাদ দিতে ইচ্ছা করিলেন। রামানুজ মহাভাগ্য জ্ঞান করিয়া ভক্তিভাবে প্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক আনন্দে তাহা ভক্ষণ করিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিলেন যে, ইহার সহিত বিষ মিশ্রিত আছে। নিমেষ মধ্যে শরীরে বিষক্রিয়া প্রকাশ পাইল। তিনি টলিতে টলিতে কোন মতে মঠে আসিলেন। ক্রমে শিষ্যগণও ইহা বুঝিতে পারিয়া যার-পর-নাই কাতর হইলেন ও বিষশান্তির নিমিত্ত নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রামানুজ কিন্তু তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া শান্ত করিলেন, এবং সমস্ত রাত্রি ভগবৎ স্মরণ করিয়া সেই বিষ জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

অর্চ্চকগণ ভাবিয়াছিলেন, পরদিন প্রাতে আর রামানুজকে জীবিত দেখিতে হইবে না, কিন্তু ফল বিপরীত ঘটিল। † প্রাতে শিষ্যগণ

* মতান্তরে, প্রধান অর্চ্চক, নিজ গৃহিণী দ্বারা, রামানুজকে বিষান্ন প্রদান করেন, কিন্তু তিনি তাঁহার অমিয়কান্তি দেখিয়া বাৎসল্যভাবে মুগ্ধ হইয়া কৌশলে তাঁহাকে সাবধান করিয়া দেন। রামানুজ নিজেকে অপরাধী ভাবিয়া নদীতীরে যাইয়া বালুকোপরি অনাহারে অবস্থান করিতে লাগিলেন, এবং গোষ্ঠীপূর্ণ আসিলে প্রধান অর্চ্চকের উদ্ধারের জন্য রোদন করিতে থাকেন। গোষ্ঠীপূর্ণ রামানুজকে বুঝাইয়া মঠে ফিরাইয়া আনেন। ইত্যাদি।

† (১) মতান্তরে প্রসাদ নহে চরণামৃত। (২) "গরুড়বাহন" বৈদ্য চিকিৎসার দ্বারা রামানুজকে অনাময় করেন। এই বৈদ্য রামানুজের একখানি জীবনী লিখিয়াছিলেন।

রামানুজকে লইয়া মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের উদ্দাম নৃত্যে মেদিনী কম্পিত ও আনন্দধ্বনিতে গগণ মণ্ডল বিদীর্ণ হইতে লাগিল। প্রধান অর্চ্চক ইহা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, এবং অনুতাপের দারুণ দাবানলে দগ্ধ হইয়া বাতাহত ছিন্ন তরুশাখার ন্যায় রামানুজের পদতলে আসিয়া পতিত হইলেন। দয়ার সাগর রামানুজ ইঁহার মর্ম্মবিদারক কাতরতা দেখিয়া বিচলিত হইলেন। তিনি সস্নেহে তাহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিলেন,—"ভ্রাতঃ, যাহা হইবার হইয়াছে, আর একর্ম্ম করিও না, ভগবান্ তোমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।" প্রধান অর্চ্চক একেই ত রামানুজের দৈবশক্তিতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবার তাঁহার ক্ষমাগুণ দেখিয়া তাঁহাকে ভগবদবতার বলিয়া জ্ঞান করিলেন, এবং যাবজ্জীবন তাঁহার ক্রীতদাস হইয়া রহিলেন।

এইরূপে যতই দিন যাইতে লাগিল, রামানুজের কীর্ত্তি ও মহত্ত্ব দেশ বিদেশে প্রচারিত হইতে লাগিল। এই সময় "যজ্ঞমূর্ত্তি" নামক এক অদ্বৈতবাদী মহাপণ্ডিত, কাশীতে সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইতেছিলেন। ইঁহার সহিত সর্ব্বদা বহু শিষ্য ও এক গাড়ী পুস্তক থাকিত। ইনি একদিন শুনিতে পাইলেন, রামানুজাচার্য্য নামক কোন বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী শ্রীরঙ্গমে অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করিতেছেন। শুনিবামাত্র ইনি শ্রীরঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং রামানুজকে বিচারে আহ্বান করিলেন। রামানুজও পশ্চাৎ-পদ হইবার নহেন, তিনি যথারীতি বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে সপ্তদশদিন অতিবাহিত হইল, যজ্ঞমূর্ত্তি তাঁহার যুক্তিগুলি একে-একে খণ্ডন করিয়া ফেলিলেন। দিবাবসানে যজ্ঞমূর্ত্তি প্রফুল্ল-চিত্তে বিরাজ করিতে লাগিলেন,কিন্তু রামানুজ নিজ-পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া বিমর্ষ হইয়া স্ব-মঠে ফিরিলেন। তিনি মঠে আসিয়া মঠস্থ বরদরাজের বিগ্রহ-সম্মুখে করজোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে

লাগিলেন *—"হে নাথ, আজ আমি বড়ই বিপন্ন, যজ্ঞমূর্ত্তি আমার সমুদয় যুক্তি খণ্ডন করিয়া ফেলিয়াছে, যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি তাহাতে কল্য আমার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, আপনি যদি রক্ষা না করেন,তাহা হইলে আমি নিরুপায়। হায়, আবহমান কাল হইতে যে 'মত' আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছে, মহামুনি শঠকোপ হইতে যে মতের বিস্তৃতি ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছিল, আজ এই হতভাগ্যের দ্বারা তাহা বিনষ্ট হইতে চলিল। আপনি কৃপা পূর্ব্বক এই হতভাগ্যকে রক্ষা করিয়া সমগ্র বৈষ্ণব-মতের রক্ষা-সাধন করুন।" ভগবান্ তাঁহার প্রার্থনা শুনিলেন, তিনি নিশীথকালে তাঁহাকে নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে বলিলেন,—"বৎস, চিন্তিত হইও না, কল্য আমি তোমায় এক মহাজ্ঞানী ও পণ্ডিত শিষ্য প্রদান করিব, তুমি যামুনাচার্য্য রচিত "সিদ্ধিত্রয়" গ্রন্থের মায়াবাদ খণ্ডন যুক্তি স্মরণ কর।" রামানুজ জাগরিত হইয়া আনন্দে অধীর হইলেন। তিনি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া সস্মিত-বদনে যজ্ঞমূর্ত্তির নিকট গমন করিলেন। ওদিকে সেই রাত্রি হইতেই যজ্ঞমূর্ত্তিরও চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার আর বিচারে প্রবৃত্তি নাই, এখন তাঁহার ইচ্ছা রামানুজের শরণ গ্রহণ করা। † তিনি রামানুজকে দেখিয়া ভাবিলেন—কল্য ইঁহাকে দুঃখিত হৃদয়ে প্রস্থান করিতে দেখিয়াছি, অদ্য কিন্তু ইনি প্রফুল্ল ও যেন নব-বলে বলীয়ান্। নিশ্চয়ই ইনি দৈববল আশ্রয় করিয়াছেন, ইঁহার সহিত তর্ক করা বৃথা ; এরূপ মহাপুরুষের শরণাগত হওয়াই শ্রেয়ঃ। বৃথা শুষ্ক তর্ক করিয়া জীবনটা ক্ষয় করিতেছি, এত দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিতেছি, কই এমন মহাত্মা ত দৃষ্টি-পথে পতিত হয় নাই। আমি আজ ইঁহার শরণাগত হইয়া

* মতান্তরে মন্দির মধ্যে রঙ্গনাথের সমীপে রামানুজ এই প্রার্থনা করেন।

† কোন মতে, তিনিও রাত্রিকালে স্বপ্নে ভগবান্ কর্ত্তৃক রামানুজের শরণ গ্রহণ করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন।

জীবন সার্থক করিব। এই ভাবিয়া যজ্ঞমূর্ত্তি সহসা রামানুজের চরণ-তলে পতিত হইলেন এবং বাদ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। রামানুজও যথোচিত শ্রদ্ধা-সহকারে ইঁহাকে বহু সম্মানে সম্মানিত করিয়া যথারীতি স্বমতে দীক্ষিত করিলেন এবং ইঁহার জন্য পৃথক্ এক মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন।

কয়েক দিন নিজ মঠে বাস করিয়া যজ্ঞমূর্ত্তি,দেখিলেন তাঁহার পাণ্ডিত্যা-ভিমান দূর হয় না, তখনও লোকে তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া তাঁহার নিকট পড়িতে চাহে। সুতরাং তিনি নিজ মঠ ত্যাগ করিয়া রামানুজের সঙ্গেই মঠস্থ বরদরাজবিগ্রহের সেবায় দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি রামানুজ মতে দীক্ষিত হইবার পর 'দেবরাজ মুনি' নামে পরিচিত হন এবং "জ্ঞানসার," "প্রমেয়সার" প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থরচনা করিয়া রামানুজ মতের পুষ্টি সাধন করেন।

একদিন রামানুজ শিষ্যগণের নিকট শঠকোপ বিরচিত "সহস্রগীতি" ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন, গ্রন্থমধ্যে এক স্থানে রহিয়াছে—"যত দিন দেহে প্রাণ থাকিবে, ততদিন ভগবান্ বেঙ্কটেশকে ভক্তি ভাবে সেবা করা কর্ত্তব্য।" তিনি ইহা পাঠ করিয়া শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তোমাদের মধ্যে এমন কেহ কি আছে, যে তিরুপতি যাইয়া তুলসী-কানন প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া ভগবানের সেবা করিতে পারে ?" ইহাতে "অনন্তাচার্য্য" নামে এক শিষ্য, এই ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হন, এবং রামানুজের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া তিরুপতি চলিয়া যান। ইনি তথায় তুলসী-কানন প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া নারায়ণের পূজার ব্যবস্থা করেন। এসময় তিরুপতির দেববিগ্রহ শিবমূর্ত্তি বলিয়া উপাসিত হইতেন। "সহস্রগীতি" পড়িয়া রামানুজের তথায় বিষ্ণুপূজা প্রচারের মানস হয়, এই জন্যই এই ব্যবস্থা হইল।

ইহারই কিছুদিন পরে রামানুজ স্বয়ং তিরুপতি দর্শনে যাত্রা করিলেন। তিনি শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিলেন। নানা গ্রাম-নগরী অতিক্রম করিয়া ক্রমে তাঁহারা 'দেহলী' নামক নগরীতে উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় বিক্রমদেবকে বন্দনা করিয়া "অষ্টসহস্র" গ্রামাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এই সময় কয়েকজন শিষ্যের "চিত্রকূট" দর্শনের বাঞ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু রামানুজ সে পথ দিয়া যাইলেন না; বলিলেন—সেখানে শৈবগণ এখন বড়ই প্রবল, এখন সেখানে যাওয়া উচিত নহে, এজন্য তিনি অন্য পথ দিয়া চলিতে চলিতে "অষ্টসহস্র" গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"অষ্টসহস্র" গ্রামে রামানুজের দুইজন শিষ্য বাস করিতেন। একজনের নাম 'যজ্ঞেশ,' অপরের নাম 'বরদার্য্য'। যজ্ঞেশ—ধনী ও বিদ্বান্, বরদার্য্য—ভক্ত ও দরিদ্র। শিষ্যসহ অতিথিসৎকার করা দরিদ্র শিষ্যের সামর্থ্য হইবে না; এজন্য তিনি যজ্ঞেশের বাটীতে অতিথি হইবেন ভাবিয়া অগ্রে দুইজন শিষ্য প্রেরণ করিলেন। যজ্ঞেশ, গুরুদেবের আগমন হইবে শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া দ্রব্যাদি আয়োজনার্থ গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, পথশ্রান্ত শিষ্যদ্বয়কে অভ্যর্থনা করিতে ভুলিয়া গেলেন। শিষ্যদ্বয় বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যজ্ঞেশের দেখা না পাইয়া হতাশ ও বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং আচার্য্য সন্নিধানে সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। আচার্য্য ইহা শুনিয়া বলিলেন,—"ভালই হইয়াছে; আমরা ভিখারী সন্ন্যাসী, ধন-মদ-মত্তদিগের সহিত আমাদের ত মিল হইতে পারে না, চল—আমরা সেই দরিদ্র বরদার্য্যের গৃহে অতিথি হই।"

এই বলিয়া আচার্য্য সশিষ্যে বরদার্য্যের গৃহাভিমুখে চলিলেন, যজ্ঞেশের গৃহে আর গমন করিলেন না। অনন্তর তিনি বরদার্য্যের গৃহদ্বারে আসিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; দেখিলেন, বরদার্য্য

বাটী নাই; তাঁহার পত্নী বস্ত্রাভাবে গৃহাভ্যন্তর হইতেই তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতেছেন। রামানুজ ইহা বুঝিতে পারিয়া নিজ উত্তরীয় বস্ত্রখানি গৃহাভ্যন্তরে ফেলিয়া দিলেন, বরদার্য্য-পত্নী উহা পরিধান করিয়া বাহিরে আসিলেন ও যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণী সশিষ্য গুরুদেবকে অভ্যর্থনা করিলেন বটে, কিন্তু মনে-মনে যার-পর-নাই চিন্তিত হইলেন, কারণ গৃহে এমন কিছুই নাই যে, তদ্দ্বারা তাঁহাদের সেবার কোন ব্যবস্থা করেন। অথচ পতি যাহা ভিক্ষা করিয়া আনিবেন তাহাতে তাঁহাদের দুই জনের সঙ্কুলান হয় কি-না সন্দেহ। তিনি ভাবিলেন,—আমাদের মত দরিদ্রের ভাগ্যে গুরু-দেবের সেবা ঘটা অসম্ভব। তাহাতে তিনি স্বয়ং সমাগত। সামান্য পুণ্যে লোকের এ সৌভাগ্যসুযোগ ঘটে না; সুতরাং যে প্রকারে হউক গুরুদেবের সেবা করিতেই হইবে। তাঁহার একবার মনে হইল, গ্রামের ঐ ধনীর গৃহে যাইয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ভিক্ষা করিয়া আনি, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন, সে ধনীই বা দিবে কেন, সে-ত না-ও দিতে পারে; দান ত ইচ্ছা-সাপেক্ষ? ইহারই পর তাঁহার মনে হইল, আচ্ছা ঐ বণিকের ত আমার উপর চিরকালই মহা কু-অভিসন্ধি ছিল, দুরাচার এ-যাবৎ কত ধন-রত্নেরই প্রলোভন দেখাইয়া আসিতেছিল, অতি অল্প দিন হইল, সে হতাশ হইয়া সকল চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়াছে, এখন যদি আমি আমার সতীত্বের বিনিময়ে গুরু-সেবার উপযোগী দ্রব্য সম্ভার প্রার্থনা করি, তাহা হইলে কি সে সম্মত হইতে পারে না? নিন্দা অপযশ যাহা কিছু তাহা ত এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ সম্বন্ধে, পাপ-পুণ্য যাহা কিছু তাহা ত উদ্দেশ্য লইয়া, কিন্তু গুরুদেবের কৃপা হইলে অমরত্ব পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে। অবশ্য এ দেহ এখন পতির সম্পত্তি, এস্থলে তাঁহার অনুমতি প্রয়োজন, কিন্তু তিনি যেরূপ গুরুভক্ত, তাহাতে, একার্য্যে

তাঁহারও যে আপত্তি হইবে, তাহা বোধ হয় না। আমার দেহ কি, গুরু-সেবার নিমিত্ত তিনি তাঁহার অমূল্য জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে সমর্থ। আর অনুমতি লইবার সময়ই বা কোথায়? সুতরাং যাই, এই উপায়ই অবলম্বন করি। ব্রাহ্মণী, এই ভাবিয়া বণিকের গৃহে আসিলেন এবং বলিলেন—"মহাশয়, আমাদের গুরুদেব সশিষ্যে শুভাগমন করিয়াছেন, অথচ গৃহে একটী তণ্ডুলকণা পর্য্যন্ত নাই যে, তাঁহাদের সেবা করি, আপনি যদি তাঁহাদের সেবার উপযোগী যাবতীয় দ্রব্য-সম্ভার প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি আপনার বাসনা পূর্ণ করিব।" এই কথা শুনিবামাত্র বণিকের মহা আনন্দ হইল। বণিক ভাবিল,—যে রূপ-লাবণ্য-বতীকে লাভ করিবার জন্য এত প্রয়াস, অদ্য তাহা সিদ্ধ হইল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার হৃদয়ে কেমন একটা বিস্ময়ের ভাবও জন্মিল। যাহা হউক, সে, আর অধিক চিন্তা না করিয়াই তৎক্ষণাৎ নিজের লোকদ্বারা যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ব্রাহ্মণীর গৃহে পাঠাইয়া দিল। ব্রাহ্মণী অতি যত্নসহকারে নানাবিধ অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া সশিষ্য গুরুদেবের সেবা করিলেন এবং প্রসাদ লইয়া পতির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইহার কিছু পরে বরদার্য্য বাটী ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, গুরুদেব সশিষ্যে তাঁহার পর্ণকুটীর আলোকিত করিয়া বিরাজিত, দেখিবামাত্র তাঁহার হৃদয়ে একই কালে নানাভাবের উদয় হইল। গুরু-দেব দর্শনে যেমন আনন্দও হইল, তদ্রূপ তাঁহাদের সেবার নিমিত্ত মহা উদ্বেগও জন্মিল। তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক গুরুদেবের পাদবন্দনা করিয়া ত্বরাপূর্ব্বক গৃহিণী সকাশে আসিলেন। দেখেন গৃহিণী গুরুদেবের ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ লইয়া বসিয়া আছেন।

প্রসাদ দেখিয়াই তাঁহার হৃদয় আনন্দে বিহ্বল হইল, তিনি কাহাকে ধন্যবাদ দিবেন, কাহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন,

তাহা আর স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি নিতান্ত বিস্মিত হইয়া গৃহিণীকে প্রকৃত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। গৃহিণীও আনুপূর্ব্বিক সমুদায় কথা পতিচরণে নিবেদন করিয়া ভীত ও লজ্জিত ভাবে অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিলেন। বরদার্য্য, ব্রাহ্মণীর কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন ও পত্নীকে শত-শত ধন্যবাদ দিতে দিতে বলিলেন, "ব্রাহ্মণি! চিন্তা করিও না, তোমার মত গুরু-ভক্তের সতীত্ব নাশ করে, এরূপ দুরাচার জগতে এখনও জন্মে নাই। যাও এই বৈষ্ণবপ্রসাদ লইয়া সেই দুরাচারকে খাওয়াও, দেখিবে—সে তোমাকে মাতৃসম্বোধন করিয়া তোমার চরণ-তলে লুণ্ঠিত হইবে।" ব্রাহ্মণী অবিলম্বে প্রসাদ লইয়া পতির সহিত বণিকের গৃহে উপস্থিত হইলেন। বরদার্য্য বাটীর বহির্দ্দেশেই দণ্ডায়মান রহিলেন এবং ব্রাহ্মণী বণিকের নিকট আসিয়া বলিলেন—"মহাশয় এই আমাদের গুরুদেবের প্রসাদ—আপনার জন্য আনিয়াছি, আপনার অনুগ্রহে আজ আমরা গুরুসেবা করিয়া ধন্য হইয়াছি, ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন, আপনি এই প্রসাদ খাইয়া জীবন ধন্য করুন।

বণিক, ব্রাহ্মণের বাটীতে দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দিয়া নানাবিধ চিন্তাস্রোতে ভাসমান ছিল,সে কখনও ব্রাহ্মণীর গুরুভক্তির কথা ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত, কখনও বা অভীষ্টসিদ্ধির কাল্পনিক সুখে আত্মহারা হইতেছিল, কিন্তু এক্ষণে ব্রাহ্মণীর কথা শুনিয়া ও তাঁহার ভাব দেখিয়া, স্তম্ভিত হইল, তাহার পাশব প্রবৃত্তি কোথায় অন্তর্হিত হইল। সে ভয়ে-ভয়ে সেই পবিত্র প্রসাদ ভক্ষণ করিল। কি আশ্চর্য্য! প্রসাদ খাইবামাত্র সহসা দাব-দাহবৎ দারুণ যন্ত্রণা তাহাকে বিহ্বল করিয়া ফেলিল, শত বৃশ্চিক-দংশন-জ্বালা যেন তাহাকে অভিভূত করিতে লাগিল। সে রোদন করিতে করিতে ব্রাহ্মণীর পদতলে পতিত হইয়া বলিল "মা, আমায় রক্ষা করুন

—রক্ষা করুন, আমাকে ঘোর অনন্ত নরক হইতে উদ্ধার করুন। আমি মহাপাতকী, আপনি ব্যতীত আর কেহ আমাকে উদ্ধার করিতে পারিবে না। হায়, আমি আপনার উপর কামদৃষ্টি করিয়াছি।”

বণিকের রোদনধ্বনি ব্রাহ্মণের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বণিকের কাতরতা দেখিয়া বলিলেন, “বৎস! ক্ষান্ত হও, ক্রন্দন করিও না, চল—তুমি আমাদের দয়ার সাগর গুরুদেবের নিকট চল, তিনি তোমায় উদ্ধার করিবেন।” বণিক রোদন করিতে করিতে ব্রাহ্মণ-দম্পতীর সহিত রামানুজের নিকট আসিল, ও তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া সমুদয় নিজ দোষ স্বীকার করিল, এবং উদ্ধারের নিমিত্ত পুনঃপুনঃ কৃপা ভিক্ষা করিতে লাগিল। যতিরাজ, বৃত্তান্ত শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং ভগবদ্ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি বরদার্য্য ও তাঁহার পত্নীকে অগণ্য ধন্যবাদ দিয়া আশীর্ব্বচন দ্বারা তাঁহাদিগের মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন এবং বণিককে উঠাইয়া সদুপদেশ প্রদান পূর্ব্বক যথারীতি বৈষ্ণব-মতে দীক্ষিত করিলেন। বণিকের তখন নির্ব্বেদ দেখে কে? সে সেই অবধি সাধুভাবে জীবনযাপন করিতে লাগিল, তাহার জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল; তাহার পাপপ্রবৃত্তি চিরতরে অন্তর্হিত হইল।

এদিকে যখন এই সব ব্যাপার ঘটিতেছে যজ্ঞেশ তখন গুরুদেবের জন্য ব্যাকুল হইয়া ভগ্নমনে অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছেন। সেবার আয়োজন সম্পন্ন করিয়া তিনি শিষ্যদ্বয়কে দেখিতে না পাইয়া প্রাণে বড় ব্যথা পাইয়াছেন। গুরুদেবের জন্য সমুদায় আয়োজন প্রস্তুত, অথচ গুরুদেব আসিলেন না, এ দুঃখ রাখিবার আর স্থান নাই। তিনি মর্ম্ম-পীড়ায় কাতর হইয়া পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বরদার্য্যের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি যতিরাজকে দেখিয়া

তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইলেন, এবং কি অপরাধে তাঁহার শিষ্যদ্বয় কিঞ্চিৎ অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন; এবং কি জন্যই বা তাঁহার গৃহে যতিরাজের শুভাগমন হইল না, বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। যতিরাজ যেন অপরিচিতের ন্যায় যজ্ঞেশকে বলিলেন,—"কেগা তুমি, কই আমরা তো তোমায় জানিনা, এই গ্রামে আমাদের 'যজ্ঞেশ' নামে একজন শিষ্য ছিল, সে ব্যক্তি বড়ই সজ্জন ও বিনয়ী, কিন্তু আমার শিষ্যগণ তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না। অবশ্য সেই নামে আর এক জনকে খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে ব্যক্তি গর্ব্বিত ও ধন-মদ-মত্ত। যজ্ঞেশ বলিলেন—"কি দুর্দ্দৈব! আমিই সেই হতভাগ্য,—প্রভো! কৃপা করিয়া আমায় ক্ষমা করুন। আমি আপনার শুভা-গমনের জন্য আয়োজন করিতে বাটীর অভ্যন্তরে গিয়াছিলাম, ইত্যবসরে আপনার শিষ্যদ্বয় চলিয়া আসিয়াছেন। আমি তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা বা ঔদাসীন্য প্রদর্শন করি নাই। প্রভো! আমার এ অপরাধ অজ্ঞানকৃত অপরাধ, আপনি নিজগুণে আমায় ক্ষমা করুন।" যজ্ঞেশের কথা শুনিয়া যতিরাজ এক শিষ্যকে তাঁহার শরীরে পূতবারি সেচন করিতে আদেশ করিলেন। * শিষ্য তদ্দণ্ডে তাহাই করিল। যজ্ঞেশ, বারিস্পর্শে নবজীবন লাভ করিলেন, তাঁহার ভাবভঙ্গী তৎক্ষণাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আচার্য্য তখন যজ্ঞেশকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"তাই ত তুমি যে আমাদের সেই 'যজ্ঞেশ' ভাল করিয়া দেখিতে—এখন চিনিতে পারিতেছি বটে। কিন্তু তবুও তোমার যেন একটু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তোমার পরিচ্ছদ কিঞ্চিৎ মলযুক্ত হইয়াছে—দেখিতেছি। আমার বোধ হয়, তুমি যদি তোমার পরিচ্ছদ পরিষ্কার কর ত ভাল হয়।" অনন্তর যতিরাজ, যজ্ঞেশকে অতিথি সৎকার

* কোন জীবনীকার এস্থলে রামানুজের ক্রোধের এবং একজন, আচার্য্যের অভিমানের বর্ণনা করিয়াছেন, আবার অপরের মতে যজ্ঞেশের বারিস্পর্শের প্রসঙ্গই নাই।

সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন ও প্রত্যাগমন কালে তাঁহার আলয়ে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। যজ্ঞেশ, কিন্তু এই শিক্ষা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তদবধি অতিথি বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-সজ্জনের পরিধেয় বস্ত্র ধৌত করা এক কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত করিলেন। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথি পাইলেই তিনি তাঁহার বস্ত্র ধৌত করিয়া দিতেন।

পরদিন প্রাতে অষ্টসহস্র গ্রাম ত্যাগ করিয়া যতিরাজ, মধ্যাহ্নে কাঞ্চীপুরীতে আসিলেন ও প্রথমেই কাঞ্চীপূর্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি কাঞ্চীপূর্ণের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া বরদরাজকে দর্শন করিলেন এবং ভগবানের সহিত কিয়ৎকাল কথোপকথন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। এখানে আচার্য্য ত্রিরাত্র বাস করিয়া কাপিলতীর্থে গমন করেন এবং সেখানে স্নানাদি সমাপন করিয়া সেই দিবসই শ্রীশৈল বা বেঙ্কটাচলের পাদদেশে উপস্থিত হইলেন।

এই পথে রামানুজ কিয়দ্দূর আসিয়া একবার পথ হারাইয়া ফেলিলেন। শিষ্যগণের মধ্যেও কেহ পথ জানিতেন না; সুতরাং সকলেই নিকটস্থ কোন গ্রামবাসীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রামানুজ দেখিতে পাইলেন—দূরে একজন ক্ষেত্রে জলসেচন করিতেছেন। তিনি তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার নিকট যাইয়া পথ জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন এবং বিদায়কালে তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন। শিষ্যগণ গুরুদেবের আচরণে মনে-মনে বিস্মিত হইয়াছিলেন কিন্তু কেহই তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। রামানুজ ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং কিয়দ্দূরে আসিয়া শিষ্যগণকে বলিলেন,—"বৎসগণ, আমি সেই শূদ্রকে প্রণাম করিতেছিলাম দেখিয়া তোমরা সকলে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলে—তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম; কিন্তু তোমরা জানিতে পার নাই, তিনি কে? তিনি—সাক্ষাৎ ভগবান্।" শিষ্যগণ আচার্য্য-

বাক্য শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং নিজ নিজ মূর্খতা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিকট পুনঃপুনঃ ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রামানুজ সেই ভূ-বৈকুণ্ঠ বেঙ্কটাচলের পাদদেশেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। শৈলে আরোহণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। তিনি ভাবিলেন,—ইহা সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠধাম, এখানে লক্ষ্মী-নারায়ণ সতত বিরাজমান। এখানে আমার মত পাপীর পদার্পণ করা উচিত নহে ? আমার এই কলুষবহুল দেহ লইয়া ইহার উপর উঠিলে, হয়ত ; ইহাও কলুষিত হইতে পারে। আমাদের গুরু-সম্প্রদায়ভুক্ত শঠকোপ প্রভৃতি আলবারগণও ইহার উপরে আরোহণ করেন নাই। তাঁহারা এই শৈলের পাদদেশেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন, এবং তাহারই নিদর্শন-স্বরূপ অদ্যাবধি কাপিলতীর্থে তাঁহাদের মূর্ত্তি বিদ্যমান। নিশ্চয়ই আমার শৈলোপরি আরোহণ নিতান্ত গর্হিতকর্ম্ম হইবে।' যতিরাজ এই ভাবিয়া শৈলোপরি পদার্পণ করিলেন না ; তিনি তাহার পাদদেশেই অবস্থিতি পূর্ব্বক ভূ-বৈকুণ্ঠ-সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে লাগিলেন।

শুনা যায় এই সময় এতদ্দেশীয় রাজা বিঠ্ঠলরায় রামানুজের পাদমূলে আশ্রয় লইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক গুরুদক্ষিণার স্বরূপ তাঁহাকে ইলমণ্ডীয় নামক সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ প্রদান করেন। রামানুজ ঐ সম্পত্তি অঙ্গীকার করিলেন বটে, কিন্তু নিজের অধীন রাখিলেন না ; তিনি ইহা দরিদ্র ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া পরম নির্বৃতি লাভ করিলেন।

এদিকে শ্রীশৈলবাসী অনন্তাচার্য্য প্রভৃতি সাধু তপস্বিগণ, রামানুজের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন এবং তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সকলে তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া শৈলারোহণে সম্মত করিলেন। রামানুজ, শৈলোপরি কিয়দ্দূর গমন করিলে পর বৃদ্ধ শ্রীশৈলপূর্ণ তাঁহার জন্য ভগবচ্চরণোদক, লইয়া উপস্থিত হইলেন।

রামানুজ তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন—"মহাভাগ! আপনি আমার জন্য কেন এত কষ্ট করিলেন, সামান্য এক বালকদ্বারা পাঠাইয়া দিলেই ত হইত?" শ্রীশৈলপূর্ণ বলিলেন—"হ্যাঁ বৎস, আমারও তাহাই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কি করি, আমা অপেক্ষা হীনমতি বালক আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, এজন্য আমিই নিজে আনিয়াছি।" মাতুলের কথা শুনিয়া যতিরাজ লজ্জিত হইলেন ও বৈষ্ণবোচিত দীনতা-শিক্ষা-লাভ-জন্য শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট বিনীতভাবে কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিলেন।

ইহার পর রামানুজ 'স্বামি পুষ্করিণীর' জলে অবগাহন করিয়া বেঙ্কটনাথকে দর্শন করিলেন। বেঙ্কটনাথ তাঁহার প্রতি সর্ব্বোত্তম সম্মান প্রদর্শন করিতে পুরোহিতগণকে আদেশ করিলেন। তিনি ইহা শুনিয়া দরবিগলিত নেত্রে ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার চরণে মস্তক বিলুণ্ঠিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীশৈলপূর্ণের পরামর্শ অনুসারে তিনি ভগবৎ সন্নিধানে ত্রিরাত্রি অবস্থান করিয়া, সম্পূর্ণ অনাহারে সমাধি-যোগে সেই সময় অতিবাহিত করিলেন। ইহার পর রামানুজ শ্রীশৈল হইতে অবতরণ করিয়া মাতুল শ্রীশৈলপূর্ণের গৃহে আগমন করেন এবং তথায় এক বৎসর কাল অবস্থিতি করিয়া তাঁহার নিকট রামায়ণের গুহ্যতত্ত্ব সকল শিক্ষা করিলেন।

গোবিন্দ, বৈষ্ণবমতে দীক্ষিত হইবার পর হইতে এ-যাবৎ শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট অবস্থিতি করিতেছিলেন। রামানুজ, গোবিন্দের গুরুভক্তি দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হন; কিন্তু তিনি একদিন গোবিন্দকে নিজ গুরু শ্রীশৈলপূর্ণের শয্যায় শয়ন করিতে দেখিয়া অসন্তুষ্ট হন। তিনি গোবিন্দকে বলিলেন—"ভ্রাতঃ এ তোমার কিরূপ আচরণ! গুরুতল্পে শয়ন করিতে কি আছে? জান না ইহাতে অন্তে অনন্ত নরক হয়।" গোবিন্দ বলিলেন যতিরাজ! ইহা আমি জানি। কিন্তু ইহা আমি নিত্যই করিয়া থাকি।" রামা-

নুজ গোবিন্দের একটু সাহসপূর্ণ উত্তর শুনিয়া ভাবিলেন, এস্থলে আমার আর কিছু বলা উচিত নহে। বৃদ্ধ শ্রীশৈলপূর্ণই ইহার ব্যবস্থা করিবেন। এই ভাবিয়া তিনি গোবিন্দকে আর কিছু না বলিয়া মাতুলকে ইহা নিবেদন করিলেন। শ্রীশৈলপূর্ণ ইহা শুনিয়া কিছু কুপিত হইয়া গোবিন্দকে ডাকিয়া বলিলেন "বৎস! তুমি নাকি নিত্য আমার শয্যায় শয়ন কর?" গোবিন্দ বলিলেন "হাঁ প্রভু! ইহা সত্য।" শ্রীশৈল বলিলেন "সে কি? কেন তুমি এমন কর্ম্ম কর, তোমার উদ্দেশ্য কি? তুমি কি জান না—ইহার ফলে অন্তে অনন্ত নরক।" গোবিন্দ বলিলেন। "প্রভো! উদ্দেশ্য কিছুই নাই, দেখি কেবল, শয্যা সর্ব্বত্র সমান ও কোমল হইয়াছে কিনা। প্রভো! আপনার আশীর্ব্বাদে নরকবাসের জন্য আমি আদৌ ভীত নহি। আমার নরক হইয়া যদি আমার গুরুদেবের সুখে সুষুপ্তি হয়, তাহা হইলে আমার পক্ষে নরকবাসই শ্রেয়ঃ। রামানুজ ও শ্রীশৈলপূর্ণ ইহা শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, তাঁহারা গোবিন্দকে আর কিছু না বলিয়া তাঁহাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। *

গোবিন্দের জীবে দয়া এত ছিল যে, একদিন একটা সর্পের মুখে হাত দিয়া তিনি তাহার মুখ হইতে কণ্টক বাহির করিয়া দেন। রামানুজ এই সব দেখিয়া গোবিন্দের প্রতি যার-পর-নাই আকৃষ্ট হন। তিনি

---

* শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় এ ঘটনাটী এইরূপ লিখিয়াছেন। যথা—গোবিন্দ প্রত্যহ রাত্রিকালে গুরু-শয্যার একপার্শ্বে শয়ন করিতেন, ও প্রাতে গুরুর নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বেই উঠিয়া যাইতেন। রামানুজ ইহা দেখিয়া বিরক্ত হন ও শ্রীশৈলপূর্ণকে বলিয়া দেন, শ্রীশৈলপূর্ণ গোবিন্দকে ডাকিয়া বলিলেন "বৎস, বল দেখি গুরু-শয্যায় শয়ন করিলে কি পাপ হয়? গোবিন্দ বলিলেন "তাহার নরকে বাস হয়" শ্রীশৈলপূর্ণ বলিলেন "তবে তুমি তাহা কর কেন? গোবিন্দ বলিলেন প্রভো! আমি আপনার শয্যার একাংশে শয়ন করিলে যদি আপনার সুখে ও নিরুদ্বেগে নিদ্রা হয়, তাহা হইলে আমার পক্ষে নরকবাসই শ্রেয়ঃ।"

ফিরিবার কালে শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট গোবিন্দকে ভিক্ষা করিয়া লয়েন। প্রভু-পরিবর্ত্তনে গোবিন্দ কিন্তু সুখী হইলেন না।

অনন্তর আচার্য্য এস্থান হইতে ঘটিকাচল বা শোলিঙ্গায় গমন করেন এবং তথায় আসিয়া নৃসিংহদেবকে দর্শন পূর্ব্বক পক্ষীতীর্থ বা তিরুক্কিণ্ড্রম্ নামক স্থানে গমন করেন। এখানে তিনি ভগবান্ বিজয়রাঘবকে দর্শন করিয়া কাঞ্চীপুরীতে প্রত্যাগত হন।

রামানুজ কাঞ্চীপুরী আসিয়া কাঞ্চীপূর্ণের আশ্রমে অতিথি হইলেন। কাঞ্চীপূর্ণ তাঁহার মুখে গোবিন্দের গুরুভক্তির কথা শুনিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; কিন্তু তাঁহার ম্লানমুখ দেখিয়া আচার্য্যকে বলিলেন—"যদি গোবিন্দ শ্রীশৈলপূর্ণের অভাবে এত বিষণ্ণ হয়, তাহা হইলে বোধ হয় তাহাকে সেইখানেই প্রেরণ করা ভাল।" রামানুজ ইহা বুঝিতে পারিলেন ও গোবিন্দকে অবিলম্বে শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট যাইবার আদেশ দিলেন। গোবিন্দ দ্রুতগতিতে সরলপথ ধরিয়া তদ্দিবসেই মধ্যাহ্নে শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট গিয়া পঁহুছিলেন। শ্রীশৈলপূর্ণ কিন্তু তাঁহাকে সম্ভাষণ পর্য্যন্ত করিলেন না। গোবিন্দ সমস্তদিন বাটীর বাহিরে বসিয়াই রহিলেন। শ্রীশৈলপূর্ণের পত্নীর, ইহা দেখিয়া, বড় কষ্ট হইতে লাগিল। তিনি পতিকে বলিলেন,—"গোবিন্দ পথশ্রান্ত ও ক্লান্ত, যদি কথা না কহেন, তাহা হইলে উহাকে কি কিছু আহার্য্য দেওয়াও উচিত নহে?" শ্রীশৈলপূর্ণ বলিলেন,—"বিক্রীত অশ্বকে কি পূর্ব্বস্বামী তৃণোদক দান করে? যে কর্ত্তব্যবোধহীন, তাহার প্রতি আমার তিলার্দ্ধ সহানুভূতি নাই।" গোবিন্দ এই কথা শুনিয়া তদ্দণ্ডেই সেই স্থান ত্যাগ করিয়া পুনরায় রামানুজের সমীপে আগমন করিলেন। রামানুজ, গোবিন্দের মুখে সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিলেন ও তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক আহার্য্য দিয়া আপ্যায়িত করিলেন। গোবিন্দও তদবধি রামানুজের দাস্য করিয়া দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

রামানুজ কাঞ্চীপুরী ত্যাগ করিয়া আবার অষ্টসহস্র গ্রামে আসিলেন, এবং পূর্ব্ব-কথামত যজ্ঞেশের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিনি তথায় আসিয়া কিছুদিন পরে গোবিন্দকে সন্ন্যাস প্রদান করিলেন, কারণ তিনি দেখিলেন, গোবিন্দ সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়জয়ী ও তাঁহার কোনরূপ ভোগ-বাসনা নাই। ইন্দ্রিয়জয়ী না হইলে সন্ন্যাস গ্রহণ বিড়ম্বনা মাত্র, এইজন্য তিনি এতদিন তাহাকে তাহা দেন নাই। যাহা হউক, এইবার যেন রামানুজ অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন, এতদিন যেন তাঁহার হৃদয়ে এক প্রকার উদ্বেগ-অশান্তি ছিল, এখন তাহা আর রহিল না; এক্ষণে অধিক সময় তিনি শিষ্যগণকে শিক্ষাদানেই তৎপর থাকিতেন। শিক্ষামধ্যেও বেদান্তবিচার ও ভগবৎকথা ভিন্ন আর কোন কথাই আলোচিত হইত না। এইরূপে দীর্ঘকাল আলোচনার ফলে তিনি স্বমতের উৎকর্ষ্য ও 'অদ্বৈত', 'যাদব' প্রভৃতি অন্যান্য মতের অপকারিতা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন। এক্ষণে এ সকল আলোচনার ফল, লোকহিতার্থ সংরক্ষণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন—পূর্ব্বাচার্য্যগণও, ঠিক এইভাবে প্রণোদিত হইয়া ব্যাসশিষ্য বোধায়ন প্রণীত ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিকে সংক্ষিপ্ত ভাবে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহা, তদানীন্তনীয় অদ্বৈত-বাদ খণ্ডনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত ছিল না। তিনি ভাবিলেন, এই প্রাচীন আর্ষ মতাবলম্বন পূর্ব্বক অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিতে পারিলে লোকের প্রভৃত উপকার হইবার সম্ভাবনা। ওদিকে যামুনাচার্য্যের নিকট তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞার কথাও স্মরণ হইল। অনন্তর একদিন তিনি কুরেশকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,—"দেখ কুরেশ! আমার ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়নের ইচ্ছা হইতেছে, কিন্তু বোধায়নবৃত্তি সংগৃহীত না হইলে একার্য্য সুচারুসম্পন্ন হইতে পারে না; সুতরাং চল, আমরা উক্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করি।" এই বলিয়া তিনি কুরেশকে সঙ্গে লইয়া কাশ্মীর শারদাপীঠ যাত্রা করিলেন।

যথাসময়ে রামানুজ সশিষ্যে কাশ্মীরের শারদাপীঠে উপস্থিত হইলেন, এবং স্তবদ্বারা দেবীকে পরিতুষ্ট করিলেন। দেবী প্রসন্না হইয়া রামানুজের সমক্ষে আবির্ভূত হন, এবং তাঁহার প্রার্থনানুসারে, নিজ পুস্তকাগার হইতে উক্ত পুস্তকখানি স্বয়ং তাঁহাকে প্রদান করেন, এবং গোপনে লইয়া যাইবার ইঙ্গিত করেন। রামানুজ, সুতরাং তাহাই করিলেন, কিন্তু পণ্ডিতগণ একদিন পুস্তকালয় পরিষ্কার করিবার কালে ইহা জানিতে পারিয়া পথিমধ্যে তাঁহার নিকট হইতে গ্রন্থখানি কাড়িয়া লইয়া যান। রামানুজ ইহাতে যার-পর-নাই দুঃখিত হইলেন। তাঁহার দুঃখ দেখিয়া কুরেশ তাঁহাকে বিনীত ভাবে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"প্রভো! আপনি দুঃখিত হইবেন না, আমি এই কয়দিনে উহা একবার আবৃত্তি করিতে পারিয়া ছিলাম, এবং আপনার আশীর্ব্বাদে উহা আমার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে। কুরেশের কথা শুনিয়া রামানুজ অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন, এবং তাঁহাকে অগণ্য সাধুবাদ করিতে লাগিলেন।

ইহার পর তাঁহারা আর কোথায়ও না যাইয়া সরল পথে শ্রীরঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। এখানে আসিয়া রামানুজ কুরেশকে বলিলেন,—"বৎস কুরেশ! তোমার ন্যায় সুবুদ্ধিমান শাস্ত্রপারদর্শী জগতে দুর্ল্লভ, সুতরাং তুমি আমার লেখক হও; এবং লিখিবার কালে যদি তুমি কোথায়ও আমার যুক্তি কোনরূপ অসমীচীন বোধ কর, তাহা হইলে তুমি তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিও, আমি সেই অবকাশে উহা পুনরায় পর্য্যালোচনা করিয়া বলিব।" গুরুর আজ্ঞানুবর্ত্তী কুরেশ তাহাতেই সম্মত হইলেন এবং এইরূপে শ্রীভাষ্য রচনা আরম্ভ হইল।

একদিন ভাষ্য লেখা হইতেছে, এমন সময় রামানুজ বলিলেন,—"জীব নিত্য ও জ্ঞাতা"। কুরেশ ইহা শুনিয়া লেখনী বন্ধ করিলেন। রামানুজ কুরেশের লেখনী স্থির দেখিয়া পুনঃপুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু

কিছুতেই ভ্রম উপলব্ধি করিতে পারিলেন না, সুতরাং তিনি কুরেশকে লিখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কুরেশ কিন্তু কোন কথা না বলিয়া স্থিরভাবেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। অবশেষে রামানুজ যার-পর-নাই বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"কুরেশ! তুমি যদি এরূপ আচরণ কর, তাহা হইলে তুমিই ভাষ্য রচনায় প্রবৃত্ত হও, আমি আর কিছু বলিব না।" কুরেশ তথাপি নিরুত্তর—তথাপি স্থির। শেষে আচার্য্য এতই রাগান্বিত হইয়া উঠিলেন যে, তিনি কুরেশকে পদাঘাত পূর্ব্বক ফেলিয়া দিয়া তথা হইতে উঠিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

কুরেশ কিন্তু তদবস্থাতেই পড়িয়া রহিলেন, বহুক্ষণ হইল তথাপি উঠিলেন না। সতীর্থগণ বলিল, "ওহে কুরেশ! তুমি আর ওরূপ ভাবে পড়িয়া রহিয়াছ কেন? এখন কি করিবে কর" কুরেশ বলিলেন,— "ভাই হে, শিষ্য—গুরুর সম্পত্তি, তিনি যে অবস্থায় রাখিবেন, শিষ্য সেই অবস্থায়ই থাকিতে বাধ্য।" ওদিকে রামানুজ কিন্তু নিশ্চিন্ত নাই, তিনি গভীর চিন্তামগ্ন। ক্রমে তাঁহার ক্রোধ অন্তর্হিত হইল, হৃদয়ে অনুতাপ আসিল এবং ভগবৎ কৃপায় যথার্থ তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হইল। তিনি নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বিনীত ভাবে কুরেশের নিকট আসিয়া বার-বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, এবং কুরেশও তাঁহাকে উপযুক্ত বাক্যে সান্ত্বনা করিলেন। ইহার পর তিনি পূর্ব্বোক্ত জীবলক্ষণে 'বিষ্ণু কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিতত্ব' লক্ষণটী সংযুক্ত করিয়া কুরেশকে পুনরায় লিখিতে বলিলেন,

---

* কোন মতে দেখা যায় পদাঘাতের কথা নাই। কিন্তু বর্ত্তমান-শিক্ষায় শিক্ষিত ও পণ্ডিত শ্রীনিবাস একথা স্পষ্টভাবেই তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে লিখিয়াছেন।

† কোন মতে রামানুজের এরূপ ভুল সর্ব্বশুদ্ধ তিনবার হইয়াছিল, এবং একবার তিনি এজন্য কুরেশকে গুরু গোষ্ঠীপূর্ণের নিকটও পাঠাইয়াছিলেন।

এবং কুরেশও সানন্দ-মনে পূর্ব্ববৎ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ক্রমে ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য সম্পূর্ণ হইল।*

---

* এই শ্রীভাষ্য রচনা সম্বন্ধে জীবনীকারগণের নানামত দৃষ্ট হয়। সংক্ষেপে তাঁহাদের অভিপ্রায় এই ঃ—১। কতিপয় ব্যক্তি বলেন, রামানুজ কেবল ভাষ্যসংগ্রহার্থ কুরেশকে সঙ্গে লইয়া প্রথমবার কাশ্মীর যান। কাহারও মতে, সঙ্গে কেবল কুরেশ ছিলেন না; দাশরথি, বরদবিষ্ণু-আচার্য্য, এবং গোবিন্দও ছিলেন। আবার কাহারও মতে, তিনি একবারই দিগ্বিজয় কালে কাশ্মীর গিয়াছিলেন; সঙ্গে বহু শিষ্য ছিল।

২। কেহ কেহ কাশ্মীরের শারদাপীঠের পরিবর্ত্তে কাশ্মীরের শ্রীনগরে সরস্বতী দেবী ও তাঁহার ভাণ্ডারের কথা বলিয়াছেন।

৩। কাহারও মতে, তিনি দিগ্বিজয়ের পর শ্রীভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। কাহারও মতে, আবার তৎপূর্ব্বেই এই কার্য্য সাধিত হয়।

৪। কাহারও মতে, সরস্বতী দেবী স্বয়ং স্বহস্তে রামানুজকে বোধায়ন বৃত্তি দিয়াছিলেন, কাহারও মতে রাজাজ্ঞায় পণ্ডিতগণ প্রথমে তাঁহাকে দেখিতে মাত্র দেন, এবং পরে রাজাই তাঁহাকে একেবারে দিয়াছিলেন।

৫। কাহারও মতে, কাশ্মীরেও বোধায়ন বৃত্তির ২৫০০০ শ্লোকাত্মক, এক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ ছিল, উহার মূল গ্রন্থ দুই লক্ষ শ্লোকাত্মক। কেহ বলেন, না—তাহা এক লক্ষ শ্লোকাত্মক মাত্র।

৬। একের মতে, রাজা, রামানুজ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত বোধায়নের বাক্য প্রমাণের জন্য পণ্ডিতগণকে সভাস্থলে উক্ত গ্রন্থ আনিতে আদেশ করেন, ও রামানুজকে একবার সমগ্র পড়িবার আদেশ দেন।

৭। কাহারও মতে, রামানুজমত সরস্বতী দেবী কর্ত্তৃক গৃহীত হয় কিনা, জানিবার জন্য রাজাজ্ঞায় রামানুজ এক রাত্রে শ্রীভাষ্যের সারস্বরূপ বেদান্তসার-গ্রন্থ রচনা করেন। তাহা সরস্বতীদেবীর, গৃহে রক্ষিত হয়, এবং পরদিন তাহা দেবীর হস্তে বিরাজিত দেখা যায়।

৮। কাহারও মতে, কাশ্মীরের বোধায়নবৃত্তি সংগ্রহের পুর্ব্বে রামানুজ ভাষ্য রচনা করেন, কিন্তু কাহারও মতে—পরে।

শ্রীভাষ্যের পর তিনি আরও কয়েক খানি গ্রন্থরচনা করেন। যথা —বেদান্তদীপ, বেদান্তসারসংগ্রহ, গীতাভাষ্য, গদ্যত্রয় ও নিত্যগ্রন্থ। ইহাদের মধ্যে প্রথম চারিখানি বেদান্ত সম্বন্ধীয় এবং শেষ দুইখানি সেবা ও অনুভূতি সম্বন্ধীয়। শ্রীভাষ্য সম্পূর্ণ হইলে উহা শ্রীরঙ্গনাথের সমক্ষে পঠিত হয়। শ্রীরঙ্গনাথ প্রীত হইয়া রামানুজকে ব্রহ্মরথ ও শতকলসাভিষেক দ্বারা সম্মানিত করিতে আদেশ করেন। ইহার পর সকলে রামানুজকে শ্রীরঙ্গমের পথে গাড়ীতে বসাইয়া টানিয়া লইয়া বেড়াইয়াছিল।

এইরূপে শ্রীভাষ্য প্রভৃতি শ্রীগ্রন্থসমূহ সমাপ্ত হইলে শিষ্যগণের অনুরোধে আচার্য্য দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হন।* তাঁহার সঙ্গে তাঁহার ৭৪জন প্রধান শিষ্য ব্যতীত অসংখ্য শিষ্য-সেবক অনুগমন করিলেন। আচার্য্য ইঁহাদের সঙ্গে প্রথমতঃ চোলমণ্ডল অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

চোলরাজ্য। আচার্য্য এদেশের রাজধানী কাঞ্চীপুরী আসিয়া বরদরাজের দর্শন পূর্ব্বক দিগ্বিজয়ার্থ তাঁহার অনুমতি লয়েন, এবং পরে তিরুভালি তিরুনাগরী যাত্রা করেন।

তিরুভালি তিরুনাগরী। ইহা "পরকাল" নামক ভক্ত প্রবরের জন্মস্থান। এখানে রামানুজ যখন পরিক্রমা করিতেছিলেন, তখন একটী পেরিয়া রমণীকে তদভিমুখে আসিতে দেখিয়া তিনি তাহাকে একপার্শ্বে

---

৯। কাহারও মতে, সরস্বতীদেবীই রামানুজ ভাষ্য পড়িয়া উহার 'শ্রীভাষ্য' নাম দেন—এবং রামানুজের 'ভাষ্যকার' নাম দেন।

১০। কাহারও মতে, শ্রীভাষ্য সম্পূর্ণ হইতে বহুদিন অতীত হয়, অর্থাৎ উহা কুরেশের অন্ধতা আরোগ্য হইলে শেষ হয়।

* আচার্য্য শঙ্করের মত, আচার্য্য রামানুজের দিগ্বিজয়ের ক্রম ঠিক নহে বলিয়া বোধ হয়; এজন্য আমরা কেবল পরের-পর স্থান গুলির নাম করিব মাত্র।

যাইতে বলেন। কিন্তু সে কোন দিকেই না সরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "যতিরাজ! আমি কোন্ দিকে সরিব? সম্মুখে—আপনি, পশ্চাতে—তিরু কন্নপুরম্, দক্ষিণহস্তাভিমুখে—তিরুমনন কোল্লাই, অথবা ঐ পবিত্র অশ্বথ বৃক্ষ, বামদিকে—প্রভু তিরুভালি; মহাত্মন্! বলুন, আমি কোন্-দিকে সরিব?" রামানুজ লজ্জায় অধোবদন হইলেন, ভাবিলেন—এ রমণী সর্ব্বত্রই ভক্ত বা ভগবান্ দেখিয়া থাকেন, কিন্তু আমি এমন হতভাগ্য যে ইহাকে চিনিতে পারি নাই? অতঃপর রামানুজ ইহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা লইয়া এস্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

শোলিঙ্গাঙ্গ। এখানে আচার্য্য নৃসিংহদেবের পূজা প্রচার করেন।

ওয়ারাঙ্গল বা তৈলঙ্গ দেশ। "পাঞ্চালরায়" মূর্ত্তিতে ভগবানের পূজাপ্রচার ও পরমত বিজয়—এখানে আচার্য্যের কীর্ত্তি।

শ্রীকাকুলম্ বা চিকাকোল। এখানে আচার্য্য বল্লভমূর্ত্তির পূজা ও তাঁহাকে "তেলেগুরায়" নামে প্রথিত করেন।

তিরুপতি বা বেঙ্কটাচলম্। এখানে এ সময় "ভগবদ্ বিগ্রহ—বিষ্ণু, কি শিব মূর্ত্তি?"—এই লইয়া শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল। রামানুজ ইহা শুনিয়া সকলকে বলিলেন,—"দেখ, শিব ও বিষ্ণু, উভয় দেবতার অস্ত্রাদি, রাত্রে মন্দির মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখা হউক, প্রাতে ভগবানের হস্তে যে অস্ত্রাদি শোভা পাইবে, তদ্দ্বারাই বিবাদ মীমাংসা করা যাইবে। রামানুজের এ কথায় সকলেই সম্মত হইলেন। অনন্তর একরাত্রে, প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করা হইল; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রাতে সর্ব্বসমক্ষে মন্দিরদ্বার উদ্ঘাটিত হইলে দেখা গেল, ভগবানের হস্তে শঙ্খচক্রাদিই শোভা পাইতেছে—ত্রিশূল, ডম্বরু চরণতলে পতিত রহিয়াছে। শৈবগণ ইহা দেখিয়া লজ্জিত হইয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন এবং বৈষ্ণবগণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। পরে রামানুজ

শ্রীবিগ্রহের মধ্যে সুবর্ণময়ী লক্ষ্মীমূর্ত্তি স্থাপন করিলেন ও দুইজন সন্ন্যাসীকে পূজকরূপে নিযুক্ত করিয়া অন্যত্র গমন করেন। তদবধি ইহা বিষ্ণুতীর্থ বলিয়া প্রথিত হইয়া আসিতেছে।

ভূতপুরী। এখানে আচার্য্য, ভগবান্ আদিকেশবকে দর্শন ও তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া দিগ্বিজয়ার্থ তাঁহার অনুমতি লইলেন।

কুম্ভকোণম্। এখানে আচার্য্য বুধ-মণ্ডলীকে স্ব-মত ভুক্ত করেন।

মতুরা। ইহা পাণ্ড্য-রাজ্যের রাজধানী। এখানেও আচার্য্য স্বমত প্রচার ও "সঙ্গমের" তামিল কবিগণকে পরাজয় করেন।

বৃষভাদ্রী। এখানে রামানুজের কীর্ত্তি—সুন্দরবাহুর দর্শন ও পূজা এবং নিজ মত প্রচার। এই স্থানেই ভগবান্, মহাপূর্ণের অপর শিষ্যগণকে, রামানুজকে ভগবদবতার ও তাঁহাদের গুরু জ্ঞান করিতে উপদেশ দেন।

শ্রীভিল্লিপত্তুর। জীবনীকারগণ এখানে আচার্য্যের ভগবদ্-দর্শনের কথাই কেবল উল্লেখ করিয়াছেন, স্বমত-প্রচার বা দিগ্বিজয় ব্যাপারের কোন কথাই বলেন নাই।

কুরুকাপুরী। এখানে আচার্য্য একটী বালিকার মুখে দ্রাবিড় বেদের শ্লোক শুনিয়া তাহার গৃহে অতিথি হন। পরে শঠকোপের স্থান দর্শন করিয়া নিজ নামে শঠকোপের পাদুকার নাম-করণ করেন। আচার্য্য এই স্থানে পিল্লানকে শঠকোপ নামে পরিচিত করেন।

তিরুকুরঙ্গনগরী। এখানে একদিন এক অত্যদ্ভুত ঘটনা ঘটে। আচার্য্যের কুরঙ্গেশ-বিগ্রহ দর্শনের পূর্ব্বে, পথিমধ্যে ভগবান্ এক শ্রীবৈষ্ণব-বেশ ধারণ করিয়া রামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। রামানুজ তাঁহাকে পঞ্চ সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া বৈষ্ণবনম্বী নামে অভিহিত করেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—আচার্য্য শিষ্যকে চিহ্নিত করিবার পর যখন মন্দিরে

দেবতা দর্শন করিতে গমন করেন, তখন দেখেন যে, শ্রীবিগ্রহে ঐ সকল চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছে এবং শিষ্যও অদৃশ্য হইয়াছেন।*

অনন্তশয়ন। ইহা "কেরল" রাজ্যের রাজধানী। এখানে অনন্ত-শয্যায় ভগবানের "পদ্মনাভ" মূর্ত্তির দর্শন করিয়া আচার্য্য, দেশীয় রাজাকে স্বমতে আনিয়া শিষ্য করেন ও একটী মঠ স্থাপন করেন। কোন কোন গ্রন্থে দেখা যায়, এই মন্দিরে রামানুজ পাঞ্চরাত্র মতের পূজাপ্রথা প্রচলনের চেষ্টা করিলে, ভগবান্ "নম্বুরী" ব্রাহ্মণগণের পক্ষ গ্রহণ করিয়া রামানুজকে এ কার্য্য করিতে নিষেধ করেন। পরন্তু রামানুজ ইহাতেও নিবৃত্ত হইলেন না, তিনি বলপূর্ব্বক উক্ত পাঞ্চরাত্র-প্রথা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ তখন আচার্য্যকে বাধা দিবার জন্য তাঁহাকে নিদ্রিতাবস্থায় সিন্ধুদ্বীপে প্রেরণ করেন। রামানুজ জাগরিত হইয়া দেখেন, তিনি কুরঙ্গুড়ির নিকট এক অপরিচিত স্থানে আনীত হইয়াছেন। অনন্তর তিনি অনুচর নম্বীকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, অবিলম্বে নম্বী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও দেবদর্শনার্থ তাঁহাকে তত্রত্য মন্দিরে লইয়া চলিলেন। রামানুজ মন্দিরে যাইয়া দেখেন যে, নম্বী অদৃশ্য হইয়াছেন এবং ভগবদ্ বিগ্রহ ও নম্বী যেন একই ব্যক্তি—বিশেষ কোন পার্থক্যই নাই।†

---

* মতান্তরে, রামানুজের অসংখ্য শিষ্য-সেবক দেখিয়া এখানে ভগবান্ স্বয়ং রামানুজকে তাঁহার এতাদৃশ ক্ষমতার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। রামানুজ ভগবানের লীলাচাতুরী বুঝিতে পারিয়া তাঁহার কর্ণমূলে আপন অভিষ্ট মন্ত্র বলিয়া বলেন যে ইহারই ফলে তাঁহার যাহা কিছু ভগবান্ ইহা শুনিয়া তাঁহাকে গুরুবৎ সম্মান করেন ও তাঁহার নিকট হইতে বৈষ্ণবনম্বী নাম গ্রহণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকেন।

† প্রপন্নামৃতে এ ঘটনা জগন্নাথ ক্ষেত্রে দেখা যায়।

তিরুবণপরিচারম্। ইহা আচার্য্যের অনন্তশয়ন গমন-কালে পথি মধ্যে একটী বিশ্রাম স্থান।

তিরুভাত্তার। অনন্তশয়নের পথে আচার্য্য এখানে বিশ্রাম করেন।

দ্বারকাপথে পশ্চিম সমুদ্র উপকূল। এখানে আচার্য্য ভগবদংশ-সম্ভূত মহাত্মা দক্ষিণামূর্ত্তির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, এবং তাঁহার মতামত লাভের জন্য তাঁহাকে নিজ ভাষ্য প্রদর্শন করেন। দক্ষিণামূর্ত্তি ইহার ভাষ্য দেখিয়া ইহাকে শঙ্কর-ভাষ্য অপেক্ষা উচ্চ আসন প্রদান করেন।*

নিম্নলিখিত স্থান গুলিতে আচার্য্যের পদার্পণ হইয়াছিল, কিন্তু কোন জীবনীকার কোন বাদীর নাম বা কোন ঘটনার উল্লেখ করেন নাই। স্থান গুলি এই।—

"মথুরা, শালগ্রাম, বৈকুণ্ঠ, ভট্টিমণ্ডপ ( লাহোরের নিকট ) মিথিলা, নৈমিষারণ্য, গোবৰ্দ্ধন, মুক্তিনাথক্ষেত্র, গির্ণার গোকুল, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, দেবপ্রয়াগ, মহারাষ্ট্র, প্রয়াগ, অযোধ্যা, কুরুক্ষেত্র, মগধ, গয়া, অঙ্গ, বঙ্গ, কপিলাশ্রম, রামেশ্বর, পুষ্কর।"

কাশী। এখানে আচার্য্য, শৈব ও অদ্বৈতবাদিগণের সহিত সুদীর্ঘ বিচার করিয়া তাঁহাদিগকে পরাজিত করেন এবং বিশিষ্টাদ্বৈত মতের পতাকা উড্ডীন করেন।

জগন্নাথ পুরী। এখানে আচার্য্য অন্য মতবাদীদিগকে পরাজয় করিবার পর পূজকদিগের আচার ব্যবহারে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হন এবং তত্রত্য দেবপূজার প্রচলিত প্রথা উঠাইয়া দিয়া পাঞ্চরাত্র মতের

---

* দক্ষিণদেশের ব্রহ্মসূত্রের দক্ষিণামূর্ত্তি ভাষ্য নামক এক ভাষ্য পাওয়া যায়, কিন্তু এখনও ইহা মুদ্রিত হয় নাই।

পূজাপ্রথা প্রচলিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু পূজকগণ আচার্য্যের প্রস্তাবে অস্বীকৃত হয়েন। অবশেষে তিনি তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া নিজের লোক নিযুক্ত করিলেন। বিতাড়িত পূজারিগণ নিরুপায় হইয়া, সকলে একত্র হইয়া সমস্ত রাত্রি ভগবানের চরণে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ওদিকে পরদিন প্রাতে রামানুজও ভগবানের নিকট পাঞ্চরাত্র বিধি প্রচলনের জন্য আসিয়া উপস্থিত। ভগবান্ উভয়সঙ্কটে পড়িয়া, শেষে রামানুজকেই নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। কিন্তু রামানুজ বৈষ্ণবমত প্রচারে এতই বদ্ধ-পরিকর, যে তিনি ভগবানকে অসন্তুষ্ট করিয়াও বৈষ্ণবমত প্রচলন করিতে প্রস্তুত,—তিনি ভগবানের আদেশ প্রতিপালনে অসম্মত হইলেন। ইহার পর যখন তিনি দেখিলেন মূর্খ পুরোহিতগণ কিছুতেই তাঁহার কথা শুনে না, তখন তিনি রাজশক্তি প্রার্থনা করিলেন; রাজাদেশে পূজাপ্রথা পরিবর্ত্তন করিবেন—এই তখন ইচ্ছা। ভগবান্ রামানুজের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া গরুড়কে বলিলেন,—"বৎস গরুড়! অদ্য রাত্রে তুমি রামানুজকে নিদ্রিতাবস্থায় শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্রে রাখিয়া আইস, নচেৎ পূজকগণের মহা বিপদ।" আমি আর তাহাদের কাতর ক্রন্দন দেখিতে পারি না।" আজ্ঞাবহ খগরাজ গরুড় তখনই তাহা করিলেন। রামানুজ জাগরিত হইয়া দেখেন, তিনি এক অপরিচিত স্থানে শিবের সম্মুখে অবস্থিত। ইহা দেখিয়া তিনি একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন—তিনি ইহার কিছুই রহস্যভেদ করিতে পারিলেন না! এ দিকে তিলকচন্দন প্রভৃতির অভাব বশতঃ সেইদিন আচার্য্যের তিলকাদি ধারণও হইল না। অগত্যা উপবাসী থাকিয়া কেবল ভগবৎ স্মরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি আসিল, তিনি তদবস্থাতেই নিদ্রিত হইলেন; কিন্তু স্বপ্নে দেখিতে লাগিলেন, যেন ভগবান্ বলিতে-ছেন,—"হে রামানুজ! ঐ যে শিবলিঙ্গ দেখিতেছ, উহা আমার কূর্ম্মরূপ,

লোকে না জানিয়া আমাকে শিবলিঙ্গ মনে করিয়া পূজা করে, তুমি এখানে আমার পূজা প্রবর্ত্তিত কর; আর ঐ যে অদূরে জলপ্রবাহ দেখিতেছ ঐ স্থানে যে মৃত্তিকা দেখিবে, উহাতেই ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রচিহ্ন ধারণ কর ও এখানে কিছুদিন অবস্থিতি কর; জগন্নাথ তোমার শিষ্যগণকে অচিরে এখানে প্রেরণ করিবেন।" অতঃপর রামানুজ কূর্ম্মক্ষেত্রকে বিষ্ণুতীর্থে পরিণত করিলেন এবং কিছু দিনের মধ্যে শিষ্যগণ আসিলে সকলে মিলিত হইয়া সিংহাচলে চলিয়া গেলেন।

সিংহাচল বা অহোবিল। এখানে আচার্য্য মহা সিংহাকৃতি ভগবানের অর্চ্চনা ও স্বমত প্রচার করেন।

গরুড়াদ্রি। এখানে অহোবিল মন্দিরে নরসিংহ মূর্ত্তির পূজা প্রবর্ত্তন করিয়া স্বমত প্রচার ও মঠ নির্ম্মাণ করান।

কোন কোন জীবনীকার, ত্রিপ্লিকেন, মদুরান্তকম্, তিরুঅহীন্দ্রপুর, তণ্ডমণ্ডল, বীরনারায়ণপুর, নামক স্থানগুলিতে আচার্য্যের দিগ্বিজয় কথা বলিয়াছেন, কিন্তু কোন ঘটনার উল্লেখ করেন নাই।

বদরীনাথ। এখানে আচার্য্য সর্ব্বসাধারণকে অষ্টাক্ষরী মন্ত্র প্রদান করেন এবং লোকেও মহাজনতা করিয়া তাঁহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে আসিত। নৃসিংহ নামে এক ব্যক্তি এখানে আচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া পরে সেনাপতি নামে পরিচিত হন।

কাশ্মীর। রামানুজ কাশ্মীরে ভট্টিমণ্ডপ (?) বা শারদাপীঠে আসিয়া দেবীর উদ্দেশে স্তব করিতে লাগিলেন। এসময় কাশ্মীরে শারদাপীঠ বিদ্যার জন্য জগদ্বিখ্যাত। দেবী, রামানুজের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রত্যক্ষ হয়েন, ও শ্রুতি ব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রামানুজ "কপ্যাস" শ্রুতির ব্যাখ্যা করিলেন। দেবী ইহা শুনিয়া যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক তাঁহার ভাষ্য গ্রহণ করিয়া মস্তকে

ধারণ করিলেন। রামানুজ দেবীর এতাদৃশ ব্যবহারে বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"মা! আমার প্রতি এরূপ সম্মান কেন প্রদর্শন করিতেছেন, এরূপ সম্মানের যোগ্যতা আমাতে ত নাই?" দেবী বলিলেন,—"বৎস! তোমার ব্যাখ্যা অতি সুন্দর ও সঙ্গত হইয়াছে; পূর্ব্বে শঙ্করও এই স্থানে এই শ্রুতির ব্যাখ্যা করিয়াছিল, কিন্তু তাহা শুনিয়া আমি হাস্য সংবরণ করিতে পারি নাই। আমার বিবেচনায় তুমিই যথার্থ ভাষ্যকার নামের যোগ্য। আমি তোমার উপর বড়ই প্রসন্ন হইয়াছি। আর আমি তোমায় এই হয়গ্রীব বিগ্রহ দিতেছি, তুমি ইহার পূজা করিও।" রামানুজ, শারদা মাতাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিয়া শ্রীনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি এখানে আসিয়া তত্রত্য যাবতীয় পণ্ডিতগণকে বিচারে পরাজয় পূর্ব্বক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করেন।

ক্রমে এই সংবাদ রাজার কর্ণ-গোচর হয়। রাজাও রামানুজের গুণগ্রাম দেখিয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন। পণ্ডিতগণ রাজসদনে নিজ নিজ প্রাধান্য হারাইয়া রামানুজের প্রাণবধার্থ অভিচার ক্রিয়া করিতে লাগিলেন। কিন্তু, ইহার ফল হইল বিপরীত। রামানুজের কোন অনিষ্ট না হইয়া তাঁহারাই পাগল হইয়া গেলেন। তাঁহারা রাজপথে উলঙ্গ হইয়া পরস্পর পরস্পরের বিনাশ সাধনে উদ্যত হইলেন। রাজা এই ব্যাপার দেখিয়া ব্যথিত হৃদয়ে রামানুজের শরণাপন্ন হইলেন; এবং যদি তাঁহার ক্রোধ-জন্য ইহা ঘটিয়া থাকে, তবে তিনি যেন তাঁহাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া প্রসন্ন হন, এই প্রকার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রামানুজ রাজাকে বুঝাইলেন যে,—তিনি তাঁহাদের উপর কোন কিছুই প্রয়োগ করেন নাই, ইহা তাঁহাদেরই অভিচার ক্রিয়ার ফল; কারণ অভিচার-কর্ম্ম যাহার উদ্দেশ্যে করা যায়, তদ্দ্বারা তাহার অনিষ্ট না ঘটিলে, অভিচার কর্ত্তারই অনিষ্ট হয়। যাহা হউক, রাজার অনুরোধে রামানুজ নিজপাদোদক

ছিটাইয়া তাঁহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করেন এবং ইহার ফলে রাজা তাঁহার প্রতি আরও আকৃষ্ট হইয়া পড়েন; এমন কি রামানুজ ফিরিবার কালে পথিমধ্যে বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে আসিয়া নিজ রাজধানীতে ফিরিয়া যান।

এইরূপে দিগ্বিজয়-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া রামানুজ শ্রীরঙ্গমে ফিরিলেন এবং সমগ্র ভারতে বৈষ্ণব 'মত', বা, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের জয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। আজ সমগ্র ভারতমধ্যে শ্রীরঙ্গম যেন বৈষ্ণবমতের কেন্দ্রস্থল। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা দলে দলে শ্রীরঙ্গমে সাঙ্গোপাঙ্গ আচার্য্য রামানুজকে দেখিবার জন্য লালায়িত। কত দেশ-দেশান্তর হইতে কত নরনারী আজ আচার্য্যকে দেখিবার জন্য গৃহ ছাড়িয়া শ্রীরঙ্গমাভিমুখে আসিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এইরূপে শ্রীরঙ্গম এক মহা উৎসবময় স্বর্গ-ভূমিতে পরিণত হইয়া পড়িল।

ইহার কিছুদিন পরে কুরেশের দুই পুত্র এবং গোবিন্দের এক ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্ম হয়, যতিরাজ ইঁহাদের গৃহে যাইয়া নামকরণ করিলেন ও বিষ্ণুচিহ্নে তাহাদের দেহ চিহ্নিত করাইলেন। কুরেশের দুই পুত্রের নাম হইল—পরাশর ভট্টাচার্য্য ও বেদব্যাস ভট্টাচার্য্য এবং গোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম হইল— শ্রীপরাঙ্কুশ পূর্ণাচার্য্য।

এই সময় একদিন যতিরাজ শঠারিসূত্র পাঠ করিতে ছিলেন। দাশরথি প্রমুখ পণ্ডিত শিষ্যগণ ইহা শুনিয়া এতই ভগবৎ-প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহারা আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া শেষে প্রভুচরণে গিয়া পতিত হন। রামানুজ তাঁহাদিগকে শান্ত করিয়া শাস্ত্র-গ্রন্থ সমূহের উপদেশ দ্বারা দ্রাবিড় ভাষার উন্নতি বিধান করিতে বলেন।

আর একদিন শ্রীরঙ্গমে গরুড় মহোৎসব। ধনুর্দ্দাস নামক এক মল্লবীর নিকটস্থ নিচুলাপুরী নামক গ্রাম হইতে মহোৎসব দেখিতে আসিয়াছে। সঙ্গে তাহার অতি রূপ-লাবণ্যবতী স্ত্রী, "হেমাম্বা।" ইহারাও ভগবানের

শোভা-যাত্রার পশ্চাৎ চলিয়াছে। সকলেরই দৃষ্টি ভগবদ্-বিগ্রহের দিকে কিন্তু ধনুর্দ্দাসের দৃষ্টি নিজ রমণীর প্রতি; সে ব্যক্তি হেমাম্বার মস্তকে ছত্রধারণ পূর্ব্বক সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া তাহার মুখপানে চাহিতে চাহিতে চলিয়াছে—লোকলজ্জার লেশ মাত্র নাই!

ওদিকে যতিরাজ সশিষ্যে কাবেরী স্নানানন্তর ভগবদ্দর্শন করিয়া স্বীয় মঠে আসিতেছেন। সহসা তাঁহার দৃষ্টি ধনুর্দ্দাসের উপর পতিত হইল। তিনি জনৈক শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"দেখ, লোকটা কি নির্লজ্জ, রমণীর প্রেমে এতই উন্মত্ত যে, একটু লজ্জাভয়ও নাই। দেখা যাউক, আজ যদি ইহাকে ভগবৎপ্রেমে এইরূপ মুগ্ধ করিতে পারি। অনন্তর তিনি মঠে আসিয়া ধনুর্দ্দাসকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ধনুর্দ্দাস জোড়হস্তে আচার্য্যসম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। রামানুজ তাহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন; পরে, সে কিসের জন্য লোকলজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া উক্ত রমণীর দাসত্ব করিতেছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ধনুর্দ্দাস বলিল,—"ভগবন্! উক্ত রমণী আমার পত্নী। * ইহার রূপ—বিশেষতঃ চক্ষু দুইটী এতই সুন্দর যে, ইহার তুলনা নাই, আমি ইহার এই রূপে মুগ্ধ।" রামানুজ বলিলেন—"আচ্ছা, আমি যদি তোমাকে তোমার পত্নী অপেক্ষা আরও সুন্দর কিছু দেখাইতে পারি,—তোমার পত্নীর চক্ষুর্দ্বয় হইতে আরও সুন্দরতর চক্ষুদ্বয় দেখাইতে পারি, তাহা হইলে তুমি কি কর?" ধনুর্দাস বলিল,—"মহাত্মন্ ইহা অসম্ভব, ইহা অপেক্ষা সুন্দর জগতে কিছুই নাই। তবে আপনি যদি দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে আমি তাহারই ভজনা করিব।" রামানুজ বলিলেন,—"আচ্ছা, বেশ, তাহা হইলে তুমি অদ্য সন্ধ্যাকালে আমার নিকট আসিও, আমি তোমায় উহা দেখাইব।" অনন্তর সন্ধ্যাকালে

* মতান্তরে, উপপত্নী।

ধনুর্দ্দাস আসিল। রামানুজ তাহাকে শ্রীরঙ্গনাথের সম্মুখে লইয়া গিয়া বলিলেন,—"দেখ দেখি ধনুর্দ্দাস! এ রূপটী কেমন, এ চক্ষুদুইটি তোমার প্রণয়িনীর চক্ষুদুইটি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কি না?" ধনুর্দ্দাস ভগবদ্বিগ্রহ দেখিয়া বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িল। অশ্রুধারায় তাহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল, হৃদয় হইতে কামগন্ধ পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হইল, সে নবীন জীবন লাভ করিল। এই ঘটনার পর সে নিজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া শ্রীরঙ্গমে মঠের নিকট একটী বাটীতে রামানুজের একজন প্রধান ভক্ত ও অনুচর রূপে থাকিয়া দিন যাপন করিতে লাগিল। ইহার কিছুদিন পরে রামানুজের আদেশে ধনুর্দ্দাস তাহার পত্নীকেও তথায় আনয়ন করিলেন, এবং একত্রে ভগবৎ সেবায় প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়া কালাতিপাত করিতে থাকিল।

ধনুর্দ্দাসের ভক্ত দেখিয়া রামানুজ তাহাকে বড়ই ভাল বাসিতেন, কিন্তু তাঁহার কতিপয় শিষ্য ইহা সহ্য করিতে পারিতেন না, কারণ ধনুর্দ্দাস শূদ্র। রামানুজ কিন্তু প্রায়ই ধনুর্দ্দাসের হস্ত ধারণ করিয়া পথ চলিতেন। এক দিন তিনি স্নানান্তেই তাহার হস্ত ধারণ করিয়া মঠে আসিলেন। সে-দিন সেই শিষ্যগণ আর মনোবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন একত্র সমবেত হইয়া যতিরাজকে বলিলেন,—"মহাত্মন্! আপনি শূদ্রকে কেন এরূপ প্রশ্রয় দেন? স্নানান্তে পর্য্যন্ত তাহার হস্ত ধারণ করিয়া আসেন, এত ব্রাহ্মণ শিষ্য দ্বারা কি সে-কার্য্য হয় না?" রামানুজ বলিলেন,—"করি কি সাধে? তোমরা উহার গুণ কত, তা'তো জান না?" ইহার নিরভিমানিতা ও সৎ-স্বভাবের পরিচয় ক্রমে তোমরা পাইবে।" অনন্তর আচার্য্য একদিন এক শিষ্যকে বলিলেন,—"দেখ, তোমাকে গোপনে একটী কার্য্য করিতে হইবে।" শিষ্য, গুরুবাক্য পালনে প্রস্তুত হইলেন। রামানুজ বলিলেন,—"দেখ, রাত্রিকালে অন্যান্য শিষ্য-গণের আর্দ্র বস্ত্র যখন শুষ্ক হইতে থাকিবে, তখন তুমি উহাদের বস্ত্রের

এক প্রান্তে কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া রাখিবে, * এবং তাহার পর যাহা ঘটে আমাকে জানাইবে। শিষ্যটী তাহাই করিলেন, পরদিন প্রাতে শিষ্যগণ ইতর লোকের মত অতি জঘন্য ভাষায় পরস্পর কলহ-বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে, ইতিমধ্যে সেই শিষ্যটী আসিয়া আচার্য্যকে এই কথা জানাইলেন। আচার্য্য তখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া তীব্র তিরস্কারে তাঁহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করিলেন।

ইহারই দুই চারি দিবস পরে তিনি উক্ত কলহকারী শিষ্যগণকে বলিলেন,—"দেখ, ধনুর্দ্দাসকে পরীক্ষা করিতে হইবে। সে যখন গভীর রাত্রে আমার নিকট থাকিবে, তোমরা তখন উহার বাটী যাইয়া উহার নিদ্রিতা পত্নীর অলঙ্কারাদি অপহরণ করিয়া আনিবে।" শিষ্যগণ রামানুজের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন না, গুরু-আজ্ঞা বলিয়া বিচার না করিয়াই তাহাতে সম্মত হইলেন। রাত্রি সমাগমে রামানুজ ধনুর্দ্দাসকে ডাকাইয়া আনিলেন ও নানাবিধ ভগবৎ-কথায় তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ওদিকে সেই শিষ্যগণ ধনুর্দ্দাসের গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং ধীরে ধীরে নিদ্রিতা 'হেমাম্বার' গাত্রের অলঙ্কার গুলি উন্মোচন করিতে লাগিলেন। হেমাম্বার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, যে বৈষ্ণবগণ তাঁহার অলঙ্কার চুরী করিতেছেন, কিন্তু তিনি জাগরিত হইয়াছেন জানিতে পারিলে, পাছে, বৈষ্ণবগণ পলায়ন করেন, এজন্য নিদ্রিতের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন। ক্রমে চৌরগণের এক পার্শ্বের অলঙ্কারগুলি উন্মোচন করা হইয়া গেল, অপর পার্শ্বের অলঙ্কারের জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া হেমাম্বা স্বয়ং পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন। তাঁহারা কিন্তু ইহাতে ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। অগত্যা হেমাম্বা প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া পতির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শিষ্যগণ মঠে

---

* মতান্তরে, স্থানান্তরে রাখিবে বা অপহরণ করিবে।

আসিয়াছেন দেখিয়া, রামানুজ ধনুর্দ্দাসকে গৃহে যাইতে বলিলেন। সেও আচার্য্য-চরণে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

এদিকে রামানুজ,শিষ্যগণের নিকট অপহরণ-সংবাদ শুনিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"বেশ হইয়াছে, যাও, এক্ষণে উহারা কিরূপ কথাবার্ত্তা কয়, গোপনে সব শুনিয়া আইস।" গুরু-আজ্ঞা পাইয়া শিষ্যগণ মুহূর্ত্ত মধ্যেই আবার ধনুর্দ্দাসের গৃহপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিলেন ধনুর্দ্দাসও ঠিক সেই সময় গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। ধনুর্দ্দাস গৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখিল, গৃহিণী জাগরিতা ও তাহার অর্দ্ধ অঙ্গে অলঙ্কার নাই। সে বিস্মিত হইয়া ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিল। পত্নী হাসিতে হাসিতে সমুদয় বলিল। সে ভাবিয়াছিল, স্বামী,শুনিয়া সুখী হইবেন, কিন্তু তাহা হইল না। ধনুর্দ্দাস সমস্ত শুনিয়া বলিল,—"ছিঃ, এখনও তোমার জ্ঞান হইল না, তুমি কি জন্য পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিলে? 'তুমি দিবে—দিলে চৌরগণের উপকার হইবে'—তোমার এই ধারণার বশেই ত তুমি পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিয়াছিলে? কিন্তু এ ধারণার মূলে যে অভিমান বিদ্যমান, তাহা তুমি বুঝিতে পারিলে না? 'কে দেয়—আর কে নেয়' ইহা কি তোমার মনে উদয় হইল না? ছিঃ, আমি এজন্য বড়ই দুঃখিত হইলাম।" শিষ্যগণ এই কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহারা লজ্জায় অবনতমস্তকে গুরুর নিকট আসিয়া সমুদয় নিবেদন করিলেন। গুরুদেব তখন বলিলেন,—"ওহে ব্রাহ্মণত্বাভিমানী মূর্খগণ! সেদিন তোমাদের বস্ত্র ছিন্ন দেখিয়া তোমরা কি করিয়াছিলে, আর আজ হেমাম্বার মূল্যবান অলঙ্কার অপহৃত হওয়ায় তাহারা কি করিতেছে দেখিলে? বল দেখি—কে ব্রাহ্মণ, আর কে শূদ্র? যদি কল্যাণ চাও ত ভবিষ্যতে সাবধান হইও।"

এই ঘটনার কিছুদিন পরে রামানুজ শুনিলেন যে, তাঁহার গুরু মহাপূর্ণ, "মারণেরি নম্বি" নামক যামুনাচার্য্যের এক শূদ্র শিষ্যের ব্রাহ্মণোচিত

সৎকার করিয়াছেন এবং তজ্জন্য তিনি আত্মীয়-স্বজন সকলের নিকট ঘৃণিত হইতেছেন। তিনিও গুরুদেবের একার্য্য সম্ভবতঃ নিন্দনীয় হইয়াছে বুঝিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপূর্ণ, শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক জটায়ু ও যুধিষ্ঠির কর্তৃক বিদুরের সৎকারের কথা উল্লেখ করিয়া রামানুজকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, ভক্তের কোন জাতি নাই। রামানুজ, গুরুদেবের যুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন।

আর একদিন এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। সেদিন মহাপূর্ণ আসিয়া রামানুজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন, রামানুজ কিন্তু অচল অটল; কিছুই করিলেন না। মহাপূর্ণ চলিয়া গেলে শিষ্যগণ বিস্মিত হইয়া আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"মহাত্মন্! আপনি এরূপ বিসদৃশ ব্যাপারের কোন প্রতিবাদ বা প্রতীকার পর্য্যন্ত করিলেন না, ইহার তাৎপর্য্য কি?" রামানুজ বলিলেন,—"শিষ্যের প্রতি গুরু যাহা করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন, তাহাই শিষ্যের কর্ত্তব্য।" অনন্তর শিষ্যগণ একথায় সন্তুষ্ট না হইয়া মহাপূর্ণকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাপূর্ণ বলিলেন, "আমি মদীয় গুরু যামুনাচার্য্যকে রামানুজ-শরীরে দেখিয়া এরূপ করিয়াছি।" ইহার পর হইতে সকলে রামানুজকে অসাধারণ মহাত্মা বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিল।

ইহার কিছুদিন পরে একটী মূক ব্যক্তিকে দেখিয়া রামানুজের বড়ই দয়ার উদ্রেক হয়। তিনি তাহাকে নিজ গৃহে ডাকিয়া লইয়া গেলেন ও দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া তাহাকে তাঁহার পদ স্পর্শ করিতে বলিলেন। সে ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ তাহাই করিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, তদবধি ঐ ব্যক্তির মূকত্ব অন্তর্হিত হইল এবং তাহার জীবনও পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। কুরেশ ঘটনাক্রমে এই স্থান দিয়া যাইতে ছিলেন। তিনি দ্বারের ছিদ্র-মধ্য দিয়া সমুদয় ব্যাপার দেখিলেন, এবং মনে-মনে নিজ বিদ্যায় ধিক্কার

দিতে দিতে বলিতে লাগিলেন—“আহা, আজ আমি যদি মূক হইতাম, তাহা হইলে গুরুদেব হয়ত, আমাকেও ঐরূপ করিয়া উদ্ধার করিতেন।”

শ্রীরঙ্গমে রামানুজ যখন এই ভাবে দিন যাপন করিতেছেন, তখন তিনি চোলাধিপতির বিষ-নয়নে পতিত হন। চোলরাজ গোঁড়া শৈব এবং শৈবমত প্রচার * করিবার উদ্দেশ্যে নিজরাজ্যের যাবতীয় পণ্ডিতগণকে শৈবমতভুক্ত বলিয়া একে-একে স্বাক্ষর করাইয়া লইতে ছিলেন। একদিন কুরেশের এক শিষ্যকে স্বাক্ষর করাইবার জন্য রাজসভায় আনা হয়। তিনি স্বাক্ষর না করায় উৎপীড়িত হইতে থাকেন। মন্ত্রী “নালুরাণ” ইহা দেখিয়া চোলাধিপতিকে বলিলেন,—“মহারাজ! ইহারা সকলে রামানুজাচার্য্যের শিষ্য, যদি তাঁহাকে শৈব করিতে পারেন, তবেই আপনার এ পরিশ্রম সার্থক।” মন্ত্রীর কথা শুনিবামাত্র চোলাধিপতি রামানুজের নিমিত্ত দূত প্রেরণ করিলেন। দূতগণ শ্রীরঙ্গমে আসিয়া রামানুজের মঠ অনুসন্ধান করিতেছে, এমন সময় এক বৈষ্ণব আসিয়া কুরেশকে এই সংবাদ দিল। কুরেশ, আচার্য্যের স্নানার্থ জল আনিতে গিয়াছিলেন,তিনি মঠে আসিয়া আচার্য্যের বেশ ধারণ করিয়া দূত সহ রাজ-সদনে চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলে মহাপূর্ণ এ সংবাদ অবগত হইয়া কুরেশের সঙ্গী হইলেন। †

রামানুজ স্নানান্তে বস্ত্র পরিধান করিতে উদ্যত হইলে দাশরথি তাঁহাকে

* ইঁহার রাজধানী কাঞ্চী মতান্তরে ত্রিচিনাপল্লী বা রাজেন্দ্রচোলপুরম্।

† এস্থলে মতান্তর দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন, কুরেশ রামানুজকে বুঝাইয়া রামানুজের বেশধারণ করিয়া রাজসভায় গমন করেন। কেহ বলেন, তিনি রামানুজকে না বলিয়া তাঁহার গৈরিক বসন পরিধান করিয়া গমন করেন; রামানুজ স্নানের পর ব্যাপার জানিতে পারেন; তখন কিন্তু কুরেশ অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন। রামানুজের পলায়ন সম্বন্ধেও দেখা যায়, কাহারও মতে চোলাধিপতি, রামানুজ আসে নাই জানিয়া দ্বিতীয়বার লোক প্রেরণ করিলে রামানুজ ইহা জানিতে পারিয়া

সমুদয় জানাইলেন। অগত্যা তিনি কুরেশের শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিতে বাধ্য হইলেন এবং শিষ্যগণের পরামর্শে শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করিয়া পশ্চিম মুখে প্রস্থান করিলেন। এদিকে রাজসভায় সকলে রামানুজকে না দেখিতে পাইয়া রাজাকে জানাইল। রাজা আবার দূত প্রেরণ করিলেন। দূতগণ ত্বরা পূর্ব্বক আসিয়া দেখে রামানুজ মঠে নাই। তাহারা অনুসন্ধান লইয়া রামানুজের পশ্চাদ্ধাবন করিল। দূর হইতে রামানুজ ইহা দেখিলেন এবং এক মুষ্টি ধূলি লইয়া একজন শিষ্যকে বলিলেন,—"ভগবানের নাম করিয়া ইহা পথিমধ্যে ছড়াইয়া দাও।" শিষ্য তাহাই করিলেন; দূতগণ সেই পর্য্যন্ত আসিল, কিন্তু তাহা অতিক্রম করিতে পারিল না; সুতরাং তাহারা ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইল।

দূতগণকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া রাজার ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি এখন মহাপূর্ণ ও কুরেশকে লইয়া পড়িলেন। রাজার ভীতি-প্রদর্শন ও পণ্ডিতগণের একদেশী তর্ক প্রভৃতিতে কুরেশ কিছুতেই শিবকে বিষ্ণু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বীকার করিলেন না। অবশেষে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া মহাপূর্ণ ও কুরেশের চক্ষু উৎপাটিত করিয়া বিদায় দিবার আদেশ দিলেন। ক্ষণমধ্যে উভয়কে সুদূর প্রান্তর মধ্যে লইয়া যাওয়া হইল এবং উভয়ের চক্ষু উৎপাটিত করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইল। অনন্তর তাঁহারা একটী

---

শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করেন। কেহ বলেন, না, দ্বিতীয়বার দূতাগমন বার্ত্তা শুনিবার পূর্ব্বেই রামানুজ শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করেন। কেহ বলেন, কুরেশ গিয়াছে জানিয়াও তিনি যাইবার জন্য প্রস্তুত হন' কিন্তু শিষ্যগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হন। একের মতে রামানুজ চোলাধিপতিকে শাস্তি দিবার জন্য রঙ্গনাথের নিকট প্রার্থনা করিয়া প্রস্থান করেন। কাহারও মতে কেবল কুরেশের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া গমন করেন, প্রার্থনা করেন নাই। আবার একজন বলেন যে, তিনি ভগবৎ-আদেশেই কুরেশের বেশধারণ করিয়া শ্রীরঙ্গম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি।

স্ত্রীলোকের সাহায্যে এক উদ্যানে আশ্রয় লইলেন, কিন্তু ১০৫ বৎসর বয়সের বৃদ্ধ মহাপূর্ণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া সেইখানেই প্রাণত্যাগ করিলেন এবং কুরেশ অপরের সাহায্যে শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিলেন। *

ওদিকে আচার্য্য ও তাঁহার ৪৫ জন শিষ্য দুর্গম পার্ব্বত্য ও আরণ্য পথে ছয়দিন ক্রমাগত অনাহারে অনিদ্রায় চলিয়া চোলরাজ্য অতিক্রম করিলেন। শেষদিন রাত্রে মহা ঝটিকা ও বৃষ্টির মধ্যে তাঁহারা নীলগিরি পদপ্রান্তে এক গ্রামে উপস্থিত হইলেন এবং দূর হইতে একটী প্রদীপের ক্ষীণালোক দেখিয়া সকলেই সেই দিকে ধাবিত হইলেন।

এই সময় সকলেরই পদতল কণ্টকবিদ্ধ এবং বিস্ফোটকবৎ বেদনা যুক্ত হইয়াছে। রামানুজ, চলচ্ছক্তিরহিত ও মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া এক বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন। অবশেষে শিষ্যগণ তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া উক্ত স্থানে আনিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা এখানে আসিয়া দেখিলেন একটী কুটীর মধ্যে কয়েকজন ব্যাধ উপবিষ্ট। ব্যাধগণ বিপন্ন ব্রাহ্মণগণকে দেখিয়া অভ্যর্থনা করিল এবং যথাসাধ্য তাঁহাদের সৎকার করিল। তাঁহারা সে রাত্রি মধু ও বন্য শস্য দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন এবং পরদিন প্রাতে ব্যাধসহ আরও পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। একটী ব্যাধ, দয়া-পরবশ হইয়া আচার্য্যের সঙ্গে প্রায় ৫০ মাইল দূর পর্য্যন্ত আসিয়া তাহার এক বন্ধুর আলয়ে তাঁহাদিগকে রাখিয়া ফিরিয়া গেল। †

* মতান্তরে, কুরেশ নিজ নির্ভীকতা প্রদর্শন পূর্ব্বক সর্ব্ব-সমক্ষে সভা-মধ্যে নিজেই নিজের চক্ষু উৎপাটন করেন।

† মতান্তরে ছয়দিনের পর রামানুজ সশিষ্যে এক শিলাতলে শয়ন করিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়েন। এমন সময় কতিপয় চণ্ডাল আসিয়া তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ ফল-মূল প্রদান করে ও নিজগৃহে লইয়া যায় এবং তথায় শীত নিবারণের জন্য অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করে।

ব্যাধের বন্ধু গৃহে ছিল না, সে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাটী আসিল। বৈষ্ণবগণকে দেখিয়া ব্যাধবন্ধু, ভৃত্যসঙ্গে তাঁহাদিগকে এক ব্রাহ্মণ-বাটীতে যাইতে অনুরোধ করিল এবং তথায় তাঁহাদিগের নিমিত্ত ভোজনাদির ব্যবস্থা করিয়া দিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই ব্রাহ্মণপত্নী রামানুজের শিষ্যা ছিলেন। ইঁহার নাম চৈলাঞ্চলাম্বা। ব্রাহ্মণীকে অনেক প্রকারে পরীক্ষা করিবার পরও রামানুজের ইঁহার জাতির শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, এমন কি যদিও তৎপূর্ব্বে তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া কদলী পত্রে অন্নাদি দিতে আদেশ করিয়াছেন, তথাপি শিষ্যগণকে গোপনে তাঁহার আচার ব্যবহার লক্ষ্য করিতে বলেন; অপবিত্র অন্ন ভোজন-ভয়ে তিনি ঐরূপ আদেশ করিতে বাধ্য হইলেন। যাহা হউক, সকল রকমে সন্তোষকর প্রমাণ পাইবার পর আচার্য্য রামানুজ সশিষ্যে ছয়দিনের পর এখানে প্রথম অন্ন ভোজন করিলেন। * অনন্তর ব্রাহ্মণীর অনুরোধে তিনি ব্রাহ্মণকে বৈষ্ণবমতে দীক্ষিত করেন। † তিনি নিজেও এখানে দণ্ড, কমণ্ডলু ও গৈরিক বসন গ্রহণ করিলেন এবং দুই একদিন থাকিয়া 'বহ্নি-পুষ্করিণী' হইয়া 'জালগ্রাম' ‡ বা 'মিথিলা শালগ্রাম' নামক নগরে গমন করিলেন।

জালগ্রামে তখন একজনও বৈষ্ণব ছিলেন না। সকলেই শৈব বা অদ্বৈতবাদী। রামানুজ ইহা দেখিয়া দাশরথিকে বলিলেন—"দেখ বৎস দাশরথে! এইগ্রামে একটীও বৈষ্ণব নাই; তুমি এক কার্য্য কর।—এই গ্রামবাসীরা যে জলাশয় হইতে জল আনয়ন করে, তুমি সেই জলাশয়ে যাইয়া পদদ্বয় ডুবাইয়া বসিয়া থাক, বৈষ্ণব পাদোদক পান করাইয়া আমি ইহাদিগকে উদ্ধার করিব।" গুরুর আজ্ঞা দাশরথির শিরোধার্য্য, তিনি তৎক্ষণাৎ

* মতান্তরে রামানুজ শিষ্যগণকে ভোজন করিতে অনুমতি প্রদান করেন ও স্বয়ং দুগ্ধ মাত্র পান করেন। † শিষ্য হইবার পর ব্রাহ্মণের নাম হইল শ্রীরঙ্গদাস।

‡ বর্ত্তমান শালিগ্রাম মহীশূরের ৩০ মাইল পশ্চিমে।

তাহাই করিলেন। গ্রামবাসী সকলে সেই জল পান করিল। ক্রমে সকলের মন অজ্ঞাতসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে লাগিল। তাহারা ক্রমে দলে দলে আচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।

ইহার পর এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া আচার্য্য নৃসিংহপুরাভিমুখে গমন করেন, এবং পথিমধ্যে পরম ভক্ত আন্ধ্র-পূর্ণকে শিষ্যরূপে লাভ করিয়া গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হন। এথানে নৃসিংহদেবের অর্চ্চকগণ আচার্য্যের প্রতি চোলরাজের ব্যবহার শুনিয়া যার-পর-নাই মর্ম্মাহত হইলেন এবং ক্রোধে ও ক্ষোভে অধীর হইয়া নৃসিংহদেবের সম্মুখে রাজার বিনাশ উদ্দেশ্যে অভিচার ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। কেবল ইঁহারাই নহেন এই সময় শ্রীরঙ্গমের বৈষ্ণবগণও, চোলাধিপতির বিনাশ-জন্য নিয়ত ত্রিসন্ধ্যা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে ছিলেন। *

ফলে, এই সময় হইতে চোলাধিপতির কণ্ঠে এক ভীষণ ক্ষত উৎপন্ন হয়, এবং তজ্জন্য তাঁহার দারুণ যন্ত্রণাভোগ হইতে থাকে। ক্রমে ক্ষতস্থানে কৃমি জন্মে, এবং বৈষ্ণবগণের নিকট তিনি 'কৃমিকণ্ঠ' নামে পরিচিত হন। বস্তুতঃ তাঁহার নাম অন্য, সম্ভবতঃ "রাজেন্দ্রচোল" বা "পরান্তক" হইবে।

যাহা হউক আচার্য্য, নৃসিংহপুর হইতে 'ভক্তগ্রাম' বা 'তণ্ডান্নুর' বা বর্ত্তমান 'তম্নুর' নামক স্থানে গমন করিয়া,'তোণ্ডান্নুরনম্বী' নামক এক ভক্ত শিষ্যের নিকট কয়েক দিন বাস করেন। এই সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। তণ্ডান্নুরের রাজা 'বল্লাল' বা 'বিটুলরাও' জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার একমাত্র রূপলাবণ্যবতী কন্যা কিছুদিন হইতে ব্রহ্মরাক্ষসগ্রস্ত হয়েন।

* কেহ কেহ বলেন রামানুজ এই স্থানে হস্তে বারি গ্রহণ পূর্ব্বক মন্ত্রপূত করিয়া বেঙ্কটেশের উদ্দেশে বিসর্জ্জন করেন, এবং ইহারই পর ভগবান্ চোলাধিপতিকে শাস্তি দিতে প্রবৃত্ত হন। কেহ বলেন, আচার্য্যই নৃসিংহদেবের সমক্ষে যজ্ঞেশকে অভিচার কর্ম্মে নিযুক্ত করেন।

বহু চেষ্টাতেও কোন ফলোদয় হয় নাই। রাজা, তণ্ডানুরনম্বীর মুখে রামানুজের কথা শুনিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। *

রামানুজ, রাজভবনে আসিয়া রাজকন্যাকে দেখিলেন, এবং এক শিষ্যকে তাঁহার অঙ্গে নিজ চরণোদক ছিটাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। শিষ্য তাহাই করিল। বারি-স্পর্শ মাত্র রাজকুমারী রাক্ষস হইতে মুক্ত হইলেন। রাজা বল্লাল, রামানুজের এই বিস্ময়াবহ প্রভাব-দর্শনে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। জৈনগণ কিন্তু ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া দ্বাদশ সহস্র পণ্ডিত সমন্বিত এক মহাসভার আয়োজন করিয়া, বিচারার্থ রামানুজকে আহ্বান করিলেন—উদ্দেশ্য তাঁহাকে বিচারে পরাজিত করিয়া অপদস্থ করিয়া রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিবেন। যাহা হউক আচার্য্য যথাসময়ে সশিষ্যে সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। জৈনগণ,আচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আপনি আমাদের এই সকল পণ্ডিতগণকে পরাস্ত না করিতে পারিলে আপনার জয় সিদ্ধ হইবে না, আর যে পক্ষ সম্পূর্ণ পরাজিত হইবে, সেই পক্ষের সকলকে তৈলযন্ত্রে নিষ্পেষিত করা হইবে।" আচার্য্য বলিলেন—"বেশ, আপনারা যাহা বলিবেন আমরা তাহাতেই সম্মত।" বস্তুতঃ তিনি কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইলেন না—সকল প্রস্তাবেই তিনি সম্মতি দিলেন। বহুক্ষণ বিচারের পর জৈনগণ সকলে নানা দিক হইতে নানা প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। আচার্য্য ইঁহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তখন এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি উক্ত সুবৃহৎ মণ্ডপের এক প্রান্তে বস্ত্রদ্বারা একটী প্রকোষ্ঠ বিশেষ রচনা করাইলেন এবং তন্মধ্যে থাকিয়া নিজ 'শেষ' রূপ ধারণ করিয়া

* কথিত আছে রাজভবন-গমন যতি-ধর্ম্মবিরুদ্ধ আচার বলিয়া রামানুজের যাইতে ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু রাজা শিষ্য হইলে সম্প্রদায়ের সুবিধা হইবে বলিয়া তোণ্ডানুরের কথায় তথায় গমন করেন।

সহস্রবদনে একই কালে সহস্র ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন। সকলে ইহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন এবং উত্তর শুনিয়াও নিরুত্তর হইলেন। ইত্যবসরে এক ধূর্ত্ত ব্যক্তি বস্ত্রকোণ অপসারিত করিয়া দেখে যে, আচার্য্য সহস্রফণা বিস্তৃত করিয়া অনন্তরূপে বিরাজমান। সে ব্যক্তি ইহা দেখিয়া ভীত হইয়া পলায়নপর হইল, এবং অধিকাংশ ব্যক্তিই তাহার কথা শুনিয়া তাহার অনুসরণ করিল। *

অনন্তর রাজা বিচারের প্রতিজ্ঞানুসারে জৈনগণকে তৈলযন্ত্রে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু রামানুজের অনুরোধে তাঁহাদিগকে অব্যাহতি দিতে বাধ্য হইলেন†। ফলে এই ঘটনার পর অনেক জৈন বৈষ্ণবমত আশ্রয় করিলেন, এবং রামানুজের ইচ্ছানুসারে রাজা নিজ পূর্ব্বনাম পরিত্যাগ করিয়া "বিষ্ণুবর্দ্ধন" নাম গ্রহণ করিলেন।

ইহার পর রামানুজ নৃসিংহপুর হইতে "তিরুনারায়ণপুরে" আসিলেন ; সঙ্গে রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধন। এখানে একদিন তাঁহার তিলকচন্দন ফুরাইয়া যায়। তিনি ভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে যার-পর-নাই দুঃখিত হৃদয়ে শয়ন করিলেন। অনন্তর রাত্রিশেষে রামানুজ স্বপ্ন দেখিলেন, যেন নারায়ণ তাঁহাকে যাদবাদ্রিতে যাইতে বলিতেছেন ; সেখানে যাইলেই তিলকচন্দন পাওয়া যাইবে। পরদিন প্রাতে রামানুজ সকলকে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিলেন। বিষ্ণুবর্দ্ধন, অনুচরবর্গকে ত্বরাপূর্ব্বক পথ পরিষ্কার করিতে আদেশ করিলেন,

* মতান্তরে রামানুজ এই 'শেষ' রূপ ধারণ করেন নাই এবং কোন ব্যক্তিই বহির্দ্দেশ হইতে ইহা দেখেও নাই।

† মতান্তরে রাজা বহু জৈনের প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন। এই রাজার, পূর্ব্ব হইতেই নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত জৈনগণের উপর আক্রোশ হইয়াছিল, কারণ তিনি রামানুজকে যে দিন নিমন্ত্রণ করেন সেই দিন জৈনাচার্য্যগণকেও নিমন্ত্রণ করেন, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে তিনি ম্লেচ্ছরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত ও বিকলাঙ্গতা প্রাপ্ত হন বলিয়া জৈনাচার্য্যগণ ঘৃণায় তাঁহার আতিথ্যগ্রহণে অস্বীকার করেন।

এবং আচার্য্যের সহিত তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বেদস্ সরোবরের নিকট আসিয়া আচার্য্য তাহাতে স্নান করিলেন, এবং দত্তাত্রেয় যে প্রস্তরোপরি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন তথায় আসিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন। ইহার পর তিনি সমস্ত দিন স্বপ্নদৃষ্ট স্থানে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হইল। তিনি ভাবিলেন,—এই স্বপ্ন তাঁহার কল্পনা, এই জন্যই বোধ হয়, তিলকচন্দন মিলিল না। যাহা হউক রাত্রি আগমনে তিনি নিতান্ত দুঃখিতান্তঃকরণে পূর্ব্ববৎ শুইয়া পড়িলেন ও পুনরায় ভগবানকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ভগবান্—অন্তর্য্যামী। তিনি রামানুজের দুঃখ দেখিয়া আবার স্বপ্নে আবির্ভূত হইলেন এবং পূর্ব্ব স্বপ্ন যে কল্পনা নহে, তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। এবার ভগবান্ অপেক্ষাকৃত ভাল করিয়া স্থান-নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন যে, তিনিও স্বয়ং সন্নিকটস্থ এক তুলসী বৃক্ষমূলে অবস্থিতি করিতেছেন। যাহা হউক পরদিন প্রাতে অল্প চেষ্টার পর রামানুজ সর্ব্বসমক্ষে সেই স্বপ্নদৃষ্ট নারায়ণ-বিগ্রহ ও তিলকচন্দন লাভ করিলেন। সকলে তাঁহাকে ধন্য-ধন্য করিতে লাগিল। বৃদ্ধগণ তখন বলিতে লাগিলেন, 'পূর্ব্বে মুসলমানগণ যে সময় যাদবাদ্রিপতির মন্দির ভঙ্গ করে, তখন সেবকগণ সেই ভগবদ্ বিগ্রহকে একস্থানে প্রোথিত করিয়া পলায়ন করেন, ইহা নিশ্চিত সেই মূর্ত্তি।' অনন্তর রামানুজ যথা-সময়ে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইয়া পাঞ্চরাত্র মতে তাঁহার সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং সেবার ভার একজন শিষ্যের উপর প্রদান করিলেন। *

---

* পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র অতি বিপুল। ইহার সংখ্যা ১০৮, ও ইহা সংহিতাত্মক। ভগবান্ নর ও নারায়ণ রূপে ইহা নারদকে শিক্ষা প্রদান করেন। প্রত্যেক সংহিতা ৪ পাদে বিভক্ত যথা—ক্রিয়াপাদ, চর্য্যাপাদ, জ্ঞানপাদ ও যোগপাদ। বর্ত্তমান কালে এই সব সংহিতা আর প্পাওয়া যায় না—কিন্তু শুনা যাইতেছে সম্প্রতি দক্ষিণদেশে কয়েকখানি পাওয়া গিয়াছে।

যাদবাদ্রিপতির সেবার ব্যবস্থা হইল,কিন্তু উৎসব-মূর্ত্তির অভাবে তাঁহার উৎসব হইতে পারিল না। রামানুজ এজন্য বড়ই ব্যাকুল থাকিতেন। তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া ভগবান্ প্রসন্ন হইলেন এবং একদিন স্বপ্নে তাঁহাকে বলিলেন যে, তাঁহার উৎসব-মূর্ত্তি দিল্লীশ্বরের গৃহে বিরাজমান। তিনি প্রভাতে এই কথা রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধনকে বলিলেন এবং দিল্লীশ্বরের জন্য তাঁহার প্রদত্ত বহুমূল্য উপঢৌকন লইয়া সত্বর সশিষ্যে দিল্লীযাত্রা করিলেন। দুইমাস অবিশ্রান্ত গমন করিয়া তাঁহারা দিল্লী আসিয়া পঁহুছিলেন। বাদসাহ রামানুজের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তিনিও সুযোগ বুঝিয়া আপন প্রার্থনা বাদসাহকে জানাইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, বাদসাহ বিধর্ম্মী ও ভগবন্মূর্ত্তির দ্বেষী হইলেও আচার্য্যের প্রার্থনায় আপত্তি করিলেন না। তিনি রামানুজকে একটী গৃহ প্রদর্শন করাইয়া বলিলেন, দেবমন্দিরাদি ভঙ্গ করিয়া যে সমস্ত দেবমূর্ত্তি আনা হইয়াছে, তাহা এই গৃহমধ্যে রক্ষিত হইয়াছে; অতএব আপনি ইহা হইতে যেটী ইচ্ছা —লইতে পারেন।" প্রথম দিন রামানুজ বিস্তর অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার কোন সন্ধান পাইলেন না; পরে হতাশ হইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার ব্যাকুলতায় ভগবানের আসন টলিল। ভগবান্ পুনরায় রাত্রে তাঁহাকে স্বপ্ন দিয়া, বলিলেন,—"রামানুজ আমি সম্রাটের কন্যার গৃহে বিরাজমান; সম্রাট-তনয়া আমায় লইয়া ক্রীড়া করে, তুমি তথা হইতে আমাকে লইও।"

পরদিন প্রাতে অবিলম্বে রামানুজ এই সংবাদ সম্রাটকে জানাইলেন। সম্রাট মহান্ উদারচেতা। তিনি রামানুজকে অন্তঃপুর হইতেই উহা লইতে অনুমতি দিলেন এবং স্বয়ং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে আনিলেন। একটী ক্রীড়ার পুত্তলী, দিল্লীশ্বরের গৃহে অনন্ত গৃহ-সজ্জার ভিতর কোথায় রক্ষিত, একজন অপরিচিত ভিক্ষুক

সন্ন্যাসীর পক্ষে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা কিরূপ সম্ভব, তাহা বেশ বুঝা যায়। রামানুজ বিপুল গৃহসজ্জা দেখিয়া এ কার্য্য তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে বুঝিলেন, সুতরাং তিনি গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক কোন চেষ্টা না করিয়া কাতরভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রামানুজের প্রার্থনা শুনিয়া সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ পুত্তলীর ন্যায় দণ্ডায়মান। ওদিকে সহসা কোথা হইতে নূপুরধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। সকলের হৃদয়ে বিস্ময় ও অপার দিব্য আনন্দ উৎপন্ন করিয়া, গৃহের এক স্থান হইতে রমাপ্রিয়মূর্ত্তি নৃত্য করিতে করিতে রামানুজের ক্রোড়ে আসিয়া উঠিলেন। সকলে দেখিয়া অবাক্ ও নিস্পন্দ। তিনিও তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া স্বস্থানে আসিলেন এবং সম্রাটের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক অনতিবিলম্বে যাদবাদ্রি অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে ক্রমে রাজকুমারী নিজ ক্রীড়া পুত্তলীর অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। রামানুজ যখন বিগ্রহটীকে লইয়া যান, তখন তিনি তাঁহার অমানুষিক ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময় সাগরে নিমগ্না ছিলেন; এবং তখন তাঁহার অভাব বোধ করেন নাই; এখন তিনি তাঁহার অভাবে বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন, এবং পিতার নিকট ঐ বিগ্রহটী পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সম্রাট অগত্যা দূত প্রেরণ করিয়া রামানুজের নিকট উহা আবার প্রার্থনা করিলেন। তিনি সম্রাটকে তাঁহার দানের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া দূতকে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন এবং যথা-সাধ্য ত্বরাপূর্ব্বক প্রস্থান করিতে লাগিলেন; কারণ, আশঙ্কা—যদি সম্রাট কন্যাস্নেহে মুগ্ধ হইয়া কোনও রূপ বল প্রয়োগ করেন। সম্রাটও দূত মুখে রামানুজের কথা শুনিয়া লজ্জিত হইলেন এবং কন্যাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সম্রাট-তনয়ার দিন দিন ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; এমন কি ক্রমে তাঁহার উন্মাদের লক্ষণ দেখা দিল। বাস্তবিক তখন সম্রাট

আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি তখন রামানুজের নিকট হইতে রমাপ্রিয় বিগ্রহকে আনিবার জন্য একদল লোক প্রেরণের বন্দোবস্ত করিলেন ও কন্যাকে বুঝাইতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া সম্রাট-তনয়া স্বয়ংই সঙ্গে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। সম্রাট, কন্যাকে শান্ত করিবার জন্য নানা প্রকারে বুঝাইলেন, কিন্তু সবই বিফল হইল। অগত্যা তিনি এক পুত্রকে সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে সেই বিগ্রহ ফিরাইয়া আনিবার জন্য রামানুজের নিকট যাইতে আদেশ করিলেন। কন্যা কিন্তু রামানুজের সন্ধান না পাইয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। *

কিছু দূর আসিয়া রামানুজ পথে দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হন এবং রমাপ্রিয়কে হারাইবার সম্ভাবনা হয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, বনবাসী চণ্ডালগণ আসিয়া দস্যুগণকে বিতাড়িত করে,ও তাঁহাদিগকে বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া দেয়। ইহার পর শীঘ্রতার জন্য রামানুজ এই চণ্ডালগণকে বিগ্রহের বাহকরূপে নিযুক্ত করিলেন এবং সকলে যথাসাধ্য দ্রুতগতিতে গমন করিতে লাগিলেন।

---

* এস্থলে জীবনী-লেখকগণের মধ্যে মহা মতবিরোধ দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন,—(১) সম্রাটের লোক রামানুজের নিকট পঁহুছিতে পারে নাই, (২) কেহ বলেন,—পঁহুছিয়াছিল। (৩) কেহ বলেন,—সম্রাট-তনয়া রামানুজের সঙ্গে যাইতে সম্মত হইয়া এক পাল্কীতে যাইতে যাইতে একদিন রমাপ্রিয়মূর্ত্তির অঙ্গে মিলিত হন। (৪) কেহ বলেন,—না, তিনি একদিন পথিমধ্যে উন্মাদিনী হইয়া নিজ লোকজনের সঙ্গত্যাগ করিয়া ভ্রাতা "কবিরের" সঙ্গে বনে বনে চলিয়া মেলকোটে আসেন ও বিগ্রহ দেখিয়া বিগ্রহ অঙ্গে মিশিয়া যান। (৫) কেহ বলেন,—এই কবির সম্রাটের এক পুত্র। কেহ বলেন,—না, ইনি এক প্রেমিক রাজপুত্র, রাজদুহিতাকে বিবাহার্থ প্রেমবশে গোপনে সঙ্গ লইয়াছিলেন। (৬) কেহ বলেন,—সম্রাট নিজ কন্যার অদর্শন সংবাদ শুনিয়া মেলকোটে আসিলে এই সম্রাট পুত্র "কবির" মেলকোটে থাকিয়া যান এবং পরে একজন মহা ভক্ত হইয়া জগন্নাথক্ষেত্রে আসিয়া জীবন বিসর্জ্জন করেন।

যাহা হউক রামানুজ নিরাপদে মেলকোটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ও মহা সমারোহে রমাপ্রিয়মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিলেন। এখন হইতে যথারীতি যাদবাদ্রিপতির উৎসব চলিতে লাগিল। তিনি তাঁহার ৭৪ জন শিষ্যের মধ্যে ৫২ জনকে এই স্থানে অবস্থিতি করিতে আদেশ করিলেন। সম্রাটদুহিতা ম্লেচ্ছ হইলেও, রামানুজের আদেশে, রমাপ্রিয়মূর্ত্তির নিম্নে, তাঁহার একমূর্ত্তি স্থাপিত হইল, এবং চণ্ডালগণের সাহায্যে ভগবদ্‌বিগ্রহ বহন করিয়া আনা হইয়াছিল বলিয়া, বৎসরান্তে উৎসবকালীন তিনদিবস এই চণ্ডালগণকে মন্দিরে প্রবেশাধিকার প্রদত্ত হইল। অদ্যাবধি এই নিয়ম বর্ত্তমান।

ইহার পর রামানুজ পদ্মগিরিতে গমন করিলেন। উহা জৈনগণের সুদৃঢ় দুর্গ বিশেষ। তিনি তথায় তাহাদিগকে বিচারে পরাজিত করিয়া তথা হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন এবং নিজমত প্রচার করেন। ইহার পর তিনি একদিন 'চেনগামি' নামক স্থানে গমন করিয়া তথাকার ভিন্ন-মতাবলম্বিগণকে পরাজিত করেন, এবং জয়-চিহ্নস্বরূপ তথায় এক মঠ নির্ম্মাণ করান। অনন্তর তিনি দাশরথিকে আর একটু পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে বলেন। তিনি তদনুসারে বেলুর বা ভেলাপুর পর্য্যন্ত গমন করিয়া নিজমত প্রচার পূর্ব্বক তথায় একটী নারায়ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া আচার্য্যসমীপে প্রত্যাগমন করেন।

এই সময় শ্রীরঙ্গম হইতে একজন শ্রীবৈষ্ণব আসিলেন। রামানুজ তাঁহার মুখে কুরেশ, ও মহাপূর্ণের বৃত্তান্ত শুনিয়া দুঃখ ও কষ্টে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর সংজ্ঞা লাভ করিয়া বহু কষ্টে শোক সংবরণ পূর্ব্বক তিনি নিজ গুরুদেবের শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। ইহার কিছু পরেই তিনি গোষ্ঠীপূর্ণেরও পরলোক গমন সংবাদ পাইলেন। উপরি উপরি এই সকল দুঃসংবাদ শুনিয়া রামানুজ কি পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া ছিলেন, তাহা

বর্ণনাতীত। অনন্তর তিনি বিস্তৃত বিবরণ জানিবার জন্য "মারুতি" নামক এক শিষ্যকে শ্রীরঙ্গমে প্রেরণ করিলেন। *

মারুতি, কুরেশের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিবার কালে কৃমিকণ্ঠের মৃত্যু সংবাদ শুনিলেন। তিনি সত্বর আসিয়া রামানুজ-চরণে সবিশেষ নিবেদন করিলেন। কৃমিকণ্ঠের নিধনবার্ত্তা শুনিয়া রামানুজ আনন্দে অধীর হইয়া অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি নৃসিংহপুরে প্রত্যাগমন করিলেন এবং 'নৃসিংহদেবের কৃপায় কৃমিকণ্ঠ ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন' বলিয়া তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। তথা হইতে তিনি আবার মেলকোটে আসিলেন এবং শ্রীরঙ্গমে যাইবার জন্য রমাপ্রিয়ের নিকট অনুমতি ভিক্ষা করিয়া লইলেন।

রামানুজকে গমনোদ্যত দেখিয়া তাঁহার শিষ্যগণ বড়ই কাতর হইলেন; সুতরাং তাঁহাদের শান্তির জন্য রামানুজ নিজের একটী প্রস্তর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া নিজ প্রতিনিধি স্বরূপে তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন। কয়েকটী শিষ্যের মনে ইহাতেএকটু সন্দেহের সঞ্চার হয়। তাঁহারা ভাবিলেন প্রস্তরমূর্ত্তি কি আর আমাদের আচার্য্যের কার্য্য করিবেন? তাঁহারা আচার্য্যকে বলিলেন—"গুরুদেব আমাদিগকে জীবন্ত কোন আচার্য্য দিন।" আচার্য্য তখন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন—তোমরা ত বড় অবিশ্বাসী দেখিতেছি, তোমরা কি কখন আমার মূর্ত্তির সম্মুখে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছ, যে উত্তর না পাইয়া একথা বলিতেছ?" শিষ্যগণ লজ্জিত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন বটে, কিন্তু যখন মূর্ত্তির সম্মুখে গিয়া আচার্য্যের নাম গ্রহণ করিয়া আচার্য্যকে সম্বোধন করিলেন, শুনা যায়—মূর্ত্তি তখন তাঁহাদের উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। অনন্তর রামানুজ রমাপ্রিয়ের পূজা সম্বন্ধে শিষ্যগণকে বিশেষ সাবধান করিয়া শ্রীরঙ্গমে

* মতান্তরে রামানুজ ৭ম দিবসে ব্যাধসহ মারুতিকে শ্রীরঙ্গমে প্রেরণ করেন।

চলিয়া আসিলেন। এইরূপে দ্বাদশবর্ষকাল তাঁহার মেলকোট বা তিরু নারায়ণপুরে অবস্থিতি হইয়াছিল।*

ওদিকে কুরেশ কৃমিকণ্ঠের নিকট হইতে নিস্তার পাইয়া শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেন নাই। তাঁহারা রামানুজ সম্বন্ধীয় কাহাকেও আশ্রয় দিয়া আর রাজার ক্রোধের পাত্র হইতে চাহেন নাই। অগত্যা তিনি শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করিয়া বৃষভাদ্রি † নামক স্থানে রামানুজের প্রত্যাগমন আশায় দিন যাপন করিতেছিলেন। এক্ষণে রামানুজ শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিতেছেন শুনিয়া তিনি পুনরায় শ্রীরঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার কিছু পরেই আচার্য্য শ্রীরঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ‡ রামানুজের আগমনে নগরে আনন্দের সীমা রহিল না। আচার্য্য রঙ্গনাথকে প্রণিপাত করিয়াই, কুরেশের গৃহাভিমুখে চলিলেন। ইতিমধ্যে কুরেশও রামানুজের আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া তাঁহার নিকট আসিতেছিলেন; পথেই দেখা হইয়া গেল। রামানুজ, কুরেশকে দেখিতে পাইয়া বেগে গমন করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ও আকুল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"কুরেশ! তোমার এই দুঃখের কারণ—এই মহাপাতকী 'আমি'; হায়! আজ আমার জন্যই তুমি চক্ষু হারাইয়াছ"। কুরেশ কিছুতেই গুরুদেবকে বুঝাইয়া শান্ত করিতে পারেন না, অবশেষে অনেক কষ্টে গুরুদেবকে শান্ত করিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া মঠে ফিরিলেন। ইহার পর আচার্য্য, নিজ-গুরু মহাপূর্ণের গৃহে গমন করিলেন, এবং গুরুপত্নী প্রভৃতিকে সান্ত্বনা দিয়া মঠে প্রত্যাগমন করিলেন।

---

* মতান্তরে ২০ বৎসর। † মতান্তরে কৃষ্ণাচল বা সুন্দরাচল।

‡ মতান্তরে, কুরেশ যাদবাদ্রিতে রামানুজের নিকট গমন করিয়াছিলেন, কেহ বলেন না,—তিরু বণমামলই হইতে রামানুজ তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান।

কিছুদিন পরে রামানুজ শুনিলেন—কৃমিকণ্ঠ, চিত্রকূট বা চিদম্বরের যে মূলবিগ্রহটী নষ্ট করিয়াছে, তাঁহার উৎসব-বিগ্রহটী একটী বৃদ্ধা রমণী তিরুপতিতে লইয়া গিয়া কোনরূপে রক্ষা করিয়াছে। তিনি ইহা শুনিয়া অবিলম্বে তিরুপতি গমন করিলেন ও উক্ত মূর্ত্তিটীকে শৈলতলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, এবং পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিলেন। 'তিল্য' নামে ঐ বৃদ্ধা এই উৎসব-বিগ্রহটীকে চোলরাজার হাত হইতে রক্ষা করেন বলিয়া রামানুজ ইহার নাম রাখিলেন—'তিল্য গোবিন্দ'।

অনন্তর রামানুজ, কুরেশকে সঙ্গে লইয়া কাঞ্চীপুরীতে আসিলেন এবং বরদরাজের নিকট তাঁহাকে তাঁহার লোচনদ্বয় ভিক্ষা করিতে বলিলেন। কুরেশও তদনুসারে কাঞ্চীপতি ভগবান্ বরদরাজের নিত্য স্তব করিতে লাগিলেন। এইরূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হইলে একদিন বরদরাজ স্বপ্নে কুরেশের নিকট আবির্ভূত হইলেন এবং তাঁহার কিছু প্রার্থনা আছে কি না—জিজ্ঞাসা করিলেন। কুরেশ কিন্তু নিজ-চক্ষুর কথা ভুলিয়া গিয়া, 'যে' তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করিয়াছিল, তাহার পরমপদ প্রার্থনা করিলেন, সুতরাং ভগবান্ 'তাহাই হউক' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। রামানুজ ইহা শুনিয়া বলিলেন,—"বৎস! তোমার দেহ ত আমার; আমি তোমাকে যাহা বলিব তাহা ত তোমায় করিতেই হইবে—আমারই কথা-মত তোমাকে বরদরাজের নিকট এই স্থূল চক্ষুই ভিক্ষা করিতে হইবে।" কুরেশ কি করেন, তিনি আবার ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্ আবার প্রত্যক্ষ হইলেন। এবারও কুরেশ তাঁহার নিকট কৃমি-কণ্ঠের উদ্ধার প্রার্থনা করিলেন; ভগবানও 'তাহাই হউক' বলিয়া অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। রামানুজ ইহাতে যার-পর-নাই আনন্দিত হই-লেন বটে, কিন্তু কুরেশকে পুনরায় এই স্থূল চক্ষুর নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে

বলিলেন। অগত্যা কুরেশকে চক্ষু প্রার্থনা করিতে হইল এবং ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাঁহার চক্ষুলাভও ঘটিল। এবার আর রামানুজের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি আনন্দভরে নৃত্য করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "এবার আমার উদ্ধার নিশ্চয় ;—আমি যখন কুরেশের মত শিষ্য লাভ করিয়াছি, তখন আমার পরমপদ লাভে কোন বাধা ঘটিবে না।"*

অনন্তর রামানুজ কুরেশকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিলেন। এবং এখন হইতে তিনি অধিকাংশ সময় দিব্যপ্রবন্ধ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন ; শ্রীভাষ্য প্রভৃতি দার্শনিক গ্রন্থ ততঃ অধিক ব্যাখ্যাত হইত না। এতদ্ব্যতীত তিনি শিষ্যগণকে মৌখিক নানাবিধ সদুপদেশ দান করিতে লাগিলেন। তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম—ভগবদ্ভক্তি ও শরণাগতি। এপথে তাঁহার আদর্শ ছিলেন শঠকোপমুনি। তিনি শিষ্যগণকে শঠকোপ-মুনির উপর বিশেষ শ্রদ্ধা রাখিতে বলিতেন।

একদিন রামানুজ শুনিলেন—পূর্ব্বে 'অণ্ডাল' নামধেয় কোন এক ভক্ত-পত্নী বৃষভাচলের ভগবান্ সুন্দরবাহুর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, ভগবান্ তাঁহাকে যদি বিবাহ করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে শত হাঁড়ী মিষ্টান্ন ও শত পাত্র নবনীত দিবেন ; কিন্তু ভগবানের শরীরে বিলীন

---

* এস্থলে মতান্তর দৃষ্ট হয় ( ১ ) প্রথম বর-লাভের পর রামানুজ কুরেশকে লইয়া কাঞ্চী গমন করেন। ( ২ ) প্রথম বর—দিব্য চক্ষু-লাভার্থ। ২য় বর—মন্ত্রী নালুরাণের পরমগতির জন্য। ( ৩ ) কুরেশ দ্বিতীয়বারও চক্ষু প্রার্থনা না করায় এবং বরদরাজ রামানুজের অভিপ্রায় জানিয়াও কুরেশের অন্য প্রার্থনা পূর্ণ করায়, রামানুজ বরদরাজের উপর অভিমান করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু বরদরাজ, রামানুজকে ডাকিয়া ফিরাইয়া আনেন। ( ৪ ) কুরেশ কেবল রামানুজ ও ভগবানকে দেখিবার উপযোগী চক্ষু পাইয়াছিলেন। ( ৫ ) কোন মতে—চক্ষুলাভ রঙ্গনাথের নিকটই ঘটিয়াছিল। ( ৬ ) কোন মতে কুরেশ দিব্য চক্ষু চাহেন কিন্তু স্থুল চক্ষুও প্রাপ্ত হন।

হওয়ায় অণ্ডাল তাঁহার বাক্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। রামানুজ ইহা শুনিয়া ভক্তপ্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ বৃষভাচলে যাইয়া ভগবানকে শত হাঁড়ী মিষ্টান্ন ও শত পাত্র নবনীত প্রদান করেন। ইহাতে তিনি অণ্ডালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোদাগ্রজ নামে প্রথিত হন।

রামানুজ কোন সময়ে 'বনাদ্রি' হইতে 'কুরুকানগরী' যাইতেছিলেন। পথে 'চিঞ্চাকুটী' গ্রামে একটী দশম বর্ষীয়া বালিকাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন,—"কুরুকানগরী কত দূর?" বালিকা বলিল,—"কেন, আপনি কি সহস্রগীতি পড়েন নাই?" রামানুজ বলিলেন,—"কেন, সহস্রগীতির মধ্যে একথা আছে নাকি?" বালিকা হাসিয়া বলিল—"কেন, মহাশয়! এই যে—'চিঞ্চাকুটীরং কুরুকানগর্য্যাঃ ক্রোশমাত্রকম্।—রহিয়াছে।" রামানুজ ইহাতে মুগ্ধ হইলেন এবং উপযাচক হইয়া তাহাদের গৃহে সেদিন ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করেন। অনন্তর তিনি কুরুকানগরী যাইয়া সেখানে "শঠারির" মূর্ত্তি দর্শন করেন এবং সমবেত জন সমূহকে "শঠারির" প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতে উপদেশ দেন। "শঠারির" মতই যে তাঁহার মতের মূল ভিত্তি, তাহা তিনি এখানে মুক্তকণ্ঠে ঘোষিত করেন।

ইহার পর তিনি শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসেন। একদিন শ্রীরঙ্গমে এক গোপবালা মঠে দধি বিক্রয়ার্থ আসে। সে দধি দিয়া মূল্য প্রার্থনা করিলে তাহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলা হয়। ইতিমধ্যে প্রণতার্ত্তি-হরাচার্য্য, তাহাকে ক্ষুধিত দেখিয়া একটু প্রসাদ খাইতে দেন। প্রসাদ খাইয়া গোপবালার মন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সে আর দধির মূল্য না চাহিয়া মোক্ষ চাহিতে লাগিল। সকলে হাসিয়া অস্থির,—বলিল,—"ওগো বাছা মোক্ষ কি এত সুলভ বস্তু?" বালিকার সে কথায় কাণ নাই; সে কেবলই প্রার্থনা ও ক্রন্দন করিতে লাগিল। যতিরাজ বলিলেন,—"আচ্ছা, তুমি বেঙ্কটাচলে যাও, সেখানে তোমার অভীষ্ট

পূর্ণ হইবে।” বালিকা বলিল,—“তবে, বেঙ্কটনাথের উপর আপনি একখানা পত্র দিন, নচেৎ তিনি দিবেন কেন ?”

বালিকার সরলতা ও পত্রের জন্য আগ্রহ দেখিয়া আচার্য্য তাহাই করিলেন—সত্যসত্যই তাহাকে একখানি পত্র লিখিয়া দিলেন। কিছুদিন পরে শুনা গেল, বালিকা বেঙ্কটাচল যাইয়া ভগবানকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া আর উঠে নাই। সে তাহার সেই নশ্বর দেহ তথায় পরিত্যাগ করে।

আর একদিন একটী সরলচিত্ত ব্রাহ্মণ, যতিরাজের নিকট আসিলেন এবং আচার্য্যের কৈঙ্কর্য্য করিয়া আপনাকে পবিত্র করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রামানুজ ইহা শুনিয়া বলিলেন,—“মহাত্মন্! আপনি ঠিক সিদ্ধান্তই করিয়াছেন, কৈঙ্কর্য্য ভিন্ন জীবের গতি নাই। আপনি যদি কৈঙ্কর্য্য দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করিতে চাহেন, তাহা হইলে যাহা করিতে হইবে বলিতে পারি।” ব্রাহ্মণ আগ্রহ সহকারে উহা জানিতে চাহিলেন। রামানুজ বলিলেন,—“তাহা হইলে আপনি আমাকে কৃপা করিয়া নিত্য আপনার পাদোদক দিয়া কৃতার্থ করিবেন।” সরলচিত্ত ব্রাহ্মণ তাহাই করিতে লাগিলেন। রামানুজ অতঃপর নিত্যই এই বিপ্রের পাদোদক পান করিতেন।

একদিন রামানুজ অন্যত্র ভিক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক ভগবৎ-কথায় দিবাভাগ অতিবাহিত করিয়া মধ্যরাত্রে মঠে ফিরিয়া আসেন। আসিয়া দেখেন, সেই ব্রাহ্মণ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি তাঁহাকে তাঁহার আহারের কথা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন,—“আপনার কৈঙ্কর্য্য এখনও পর্য্যন্ত করা হয় নাই, সেই জন্য অপেক্ষা করিতেছি।” ইহা শুনিয়া রামানুজ তখনই তাঁহার পাদোদক পান করিলেন ও শিষ্যগণকে পান করাইলেন।

এইরূপে শ্রীরঙ্গমে আসিয়া আরও প্রায় ৬০ বৎসর অতীত হইতে চলিল। এইবার রামানুজের লীলাবসান-কাল সমাগত হইল। আচার্য্যের শিষ্য-প্রশিষ্যগণও প্রায় সকলেই সিদ্ধকাম, সকলেই ভগবদ্দর্শন-লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন, ওদিকে যাঁহারা গুরুস্থানীয়—যাঁহারা বয়োবৃদ্ধ অথচ শিষ্য বা পার্ষদ-স্থানীয়, তাঁহারা একে একে অন্তর্ধান করিতে লাগিলেন। মহাপূর্ণ, ইতিপূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। এবার রামানুজের দক্ষিণ-হস্ত কুরেশেরও সময় উপস্থিত। তিনি আচার্য্যের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া কাবেরী তীরে গমন করিলেন এবং শিষ্যক্রোড়ে মস্তক ও পত্নী-ক্রোড়ে পাদদ্বয় রাখিয়া সজ্ঞানে মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিলেন। বলা বাহুল্য রামানুজ কুরেশের অভাবে যার-পর-নাই শোকাভিভূত হয়েন।

ইহার কিছুদিন পরেই দাশরথি, ধনুর্দ্দাস, হেমাম্বা ও শ্রীশৈলপূর্ণ একে একে পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন। কুরেশের দেহত্যাগের পর রামানুজ আর একদিনের জন্যও শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করেন নাই। তিনি ক্রমে জরাগ্রস্ত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন।* এই সময় একদিন প্রণতার্ত্তিহরাচার্য্য, কোন কার্য্য উপলক্ষে বৃষভাচলে গমন করেন এবং তথায় ভগবান্ সুন্দরবাহুর স্তব করিতে থাকেন। ভগবান্ তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যতি-রাজেরই শরণ গ্রহণ করিতে বলিলেন। কথিত আছে, অতঃপর প্রণতার্ত্তি-হরাচার্য্য আর কখনও রামানুজের প্রতি সন্দিহান হন নাই।

ইহার পর কৃমিকণ্ঠের পুত্র ২য় কুলতুঙ্গচোলা রামানুজের পদানত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে থাকে, এবং মন্দিরের কর্ত্তৃত্ব প্রত্যর্পণ করে। আচার্য্য ইহাকে দাশরথির হস্তে সমর্পণ করেন; এবং ইনিও দাশরথির শিষ্যত্ব লাভ করিয়া ধন্য হন।

---

* মতান্তরে তিনি পীড়াক্রান্ত হইয়া ছিলেন। সম্ভবতঃ ইহা স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্য।

ক্রমে রামানুজের শরীর আরও দুর্ব্বল হইতে লাগিল; তিনি মনে মনে রঙ্গনাথের নিকট বিদায় লইলেন। এই সময় দাশরথি-তনয় রামানুজদাস প্রভৃতি কতিপয় শিষ্য, আচার্য্যের মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার অনুমতি ভিক্ষা করিলেন। তিনিও সম্মত হইলেন। তাঁহারা আচার্য্যের অনুমতি লইয়া অবিলম্বে দুইটী প্রস্তর-বিগ্রহ প্রস্তুত করাইলেন। উদ্দেশ্য—একটী ভূতপুরী ও একটী শ্রীরঙ্গমে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। *

ইহার পর আচার্য্য একদিন সমুদয় শিষ্য-সেবককে সমবেত হইতে বলিলেন। অবিলম্বে তাঁহারা সমবেত হইলেন। তিনি তখন ধীর ও শান্তভাবে, তাঁহাদিগকে তাঁহার অন্তিমকাল সমাগতপ্রায়,—জ্ঞাপন করিলেন; ও শেষ উপদেশ দিতে লাগিলেন, শিষ্যগণ ইহা দেখিয়া যার-পর নাই ব্যথিত হইলেন, এবং তাঁহাকে আরও কিছুদিন অবস্থিতি করিবার জন্য বহু মিনতি করিতে

---

* রামানুজের শেষ অবস্থার ঘটনা সম্বন্ধে অনেক মতান্তর দৃষ্ট হয়। যথা—

(১) দাশরথি রামানুজের পর দেহত্যাগ করেন। (২) শ্রীশৈলপূর্ণের পুত্র পিল্লান্ ও দাশরথির আগ্রহে রামানুজের তিনটী মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। পিল্লানের নিকট রঙ্গনাথের মন্দিরে একটী, নাল্লান এবং যুবক আণ্ডানের নিকট ভূতপুরীতে একটী, এবং প্রণতার্ত্তিহরের নিকট নারায়ণপুরীতে একটী স্থাপিত হয়। (৩) শিষ্যগণের কাতরতা দেখিয়া মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা করিতে রামানুজই উপদেশ দেন। (৪) রামানুজ ৭৪টী শঙ্খ ও ৭৪টী চক্র নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহার ৭৪টী শিষ্যকে দিয়া তাঁহাদিগকে সিংহাসনাধিপতি নামে অভিহিত করেন। বরদবিষ্ণু, প্রণতার্ত্তিহর, এবং যুবক আণ্ডানকে শ্রীভাষ্যব্যাখ্যা-কার্য্যের ভার দেন। কিন্তু পিল্লানকে শ্রীভাষ্য ও দিব্য-প্রবন্ধ উভয়ের ব্যাখ্যা কার্য্যের ভার দেন। কুরেশের পুত্র পরাশরকে দ্রাবিড়-বেদ ব্যাখ্যার ভার দেন। (৫) কাহারও মতে রামানুজ ৬০ বা ১২০ বা ১২৮ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুকালে ১০০৯ পিঙ্গলা বৎসর, কল্যব্দ ৪২৩৮, মাঘমাস, শুক্লাদশমী, আর্দ্রা নক্ষত্র, মধ্যাহ্নকাল। কাহারও মতে—উহা শনিবার। (৬) শ্রীরঙ্গমে যে মূর্ত্তিটী স্থাপিত হয়, তাহা রামানুজের মৃত্যুর পূর্ব্বে তিন দিন মধ্যে নির্ম্মিত হয়।

লাগিলেন। আচার্য্য তাঁহাদের অনুরোধে আর চারিদিন মাত্র অবস্থিতি করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং সমস্ত দিন-রাত্রি কেবল শিষ্যবর্গকে উপদেশ দান করিতে লাগিলেন। এই সময়, তিনি যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা অতি সারগর্ভ ও শিষ্যগণকে ভবিষ্যতে যেরূপে চলিতে হইবে, প্রধানতঃ তদ্বিষয়ক। তিনি পরাশর, বরদ-বিষ্ণু-আচার্য্য প্রভৃতি শিষ্যগণকে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের ভারার্পণ করিলেন, এবং বলিলেন, —"দেখ, পশ্চিমদিকে একজন বিখ্যাত বেদান্তী আছেন, তাঁহাকে এখনও স্বমতে আনয়ন করা হয় নাই, তাঁহাকে তোমরা এই পথের পথিক করিও।" অনন্তর তিনি কাবেরী হইতে স্নানাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া স্বীয় দ্বিতীয় প্রস্তর বিগ্রহ-মধ্যে নিজ শক্তি সঞ্চার করিলেন; এবং গোবিন্দের ক্রোড়ে মস্তক ও আন্ধ্রপূর্ণের ক্রোড়ে চরণদ্বয় স্থাপিত করিয়া পরম-ধামে প্রস্থান করিলেন। শোকসাগরে নিমগ্ন শিষ্যগণ, যথারীতি তাঁহার শরীর মহাসমারোহে মন্দির-প্রাঙ্গণে সমাহিত করিলেন।

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### জীবনী-তুলনা।

—০—

ইতিপূর্ব্বে আচার্য্যদ্বয়ের জীবনীতুলনার জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন তাহা এক প্রকার লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। তুলনার প্রয়োজনীয়তা, তুলনার নিয়ম এবং বিঘ্ন-নিবারণ সম্বন্ধে—উপক্রমণিকাতে, আচার্য্য শঙ্করের জীবনী—প্রথম পরিচ্ছেদে এবং আচার্য্য রামানুজের জীবনী—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইয়াছে, এক্ষণে এই তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইহাদের জীবনীতুলনা কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

১। আদর্শ,—যাহা অবলম্বন করিয়া আমরা, আমাদের জীবন গতি পরিচালিত করি, তাহাই আমাদের আদর্শ। ছাঁচ-ঢালাই করিবার জিনিষের সহিত ছাঁচের যে সম্বন্ধ, আমাদের জীবনের সহিত আমাদের অদার্শের সেই সম্বন্ধ। ছাঁচে ঢালাই জিনিস যেমন ছাঁচের অনুরূপ হয়, আমরাও তদ্রূপ আদর্শের অনুরূপ হই। আমরা যেরূপ হই বা যেরূপ করি, সে সবই আমাদের নিজ নিজ আদর্শ অনুসরণের ফল। একার্য্য আমরা সকলেই করিয়া থাকি, কেহ জানিয়া শুনিয়া, কেহ বা না জানিয়া করেন—এই মাত্র প্রভেদ ; আদর্শের অনুসরণ করেন না—এমন মানব নাই। যদি একটু লক্ষ্য করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা করিবে, অথবা ভবিষ্যতে যেরূপ হইবে, তাহা তাহারা পূর্ব্বেই ভাবিয়া রাখিয়াছে, অথবা তাহার ছবি তাহার মনোমধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে, এবং তাহাই তাহারা অনুসরণ করিতেছে।

যুক্তি-বিচার দ্বারা ইহা সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে, কিন্তু অনুভব করিবার চেষ্টা করিলে ইহা আরও সহজে বুঝা যায়, গ্রন্থকলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আমরা ধরিয়া লইলাম—ইহা আমরা সকলেই বুঝি। যাহা হউক, এক্ষণে আমরা আচার্য্যদ্বয়ের এই আদর্শ নির্ণয়ে যত্নবান হইব। বলা বাহুল্য, এবিষয়টী অতি গুরুতর এবং অতীব প্রয়োজনীয়; যাহার সম্বন্ধে এবিষয়টী জানা যায়, তাহার জীবনের সকল রহস্যই বুঝা সহজ হয়; সুতরাং সর্ব্বাগ্রে আমরা আচার্য্যদ্বয়ের আদর্শ আলোচনা করিব।

আদর্শ এক প্রকার নহে। "উপায়" ও "উপেয়" ভেদে এই আদর্শ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে, উপায়ভূত আদর্শ—আবার দ্বিবিধ। আমাদের নিজ নিজ গুরু বা আচার্য্য, শিক্ষক প্রভৃতি এক প্রকার; এবং পরিচিত কতকগুলি ব্যক্তির সদ্‌গুণ-রাশি একত্র করিয়া আমরা 'যে' মনোময় একটী কল্পিতপুরুষ গঠন করিয়া রাখি, তাহা অন্য প্রকার; এক কথায় উপায়ভূত আদর্শ দ্বিবিধ, যথা—প্রকৃত ও কল্পিত। উপেয়ভূত আদর্শ বলিতে,—যাহা আমরা সর্ব্ব-শেষে হইতে চাই—যাহা আমাদের জীবনের বা অস্তিত্বের চরম লক্ষ্য। ইহা, এক কথায়—ভগবান্, আত্মা, অথবা সমগ্র সৃষ্টির আদিকারণ বা শেষ পরিণাম সম্বন্ধীয় আমাদের 'জ্ঞান'। সুতরাং আদর্শ বলিতে আমরা তিন প্রকার পদার্থ বুঝিলাম। যথা—উপায়ভূত প্রকৃত আদর্শ, (২) উপায়ভূত কল্পিত আদর্শ এবং (৩) উপেয়ভূত আদর্শ। এই আদর্শ নির্ণয় করিতে হইলে, প্রথম প্রকারের জন্য, আমাদের দেখিতে হইবে—কে 'কাহাকে' বেশী ভালবাসে,—কে 'কাহার' অত্যন্ত অনুরাগী—কে 'কাহার' বেশী চিন্তা করে,—কে সকল কথায় 'কাহার' নজীর বা দৃষ্টান্ত দেয়, ইত্যাদি। কারণ, দেখা যায়, যাহাকে অত্যন্ত ভালবাসা যায়—যাহার কথা সর্ব্বদা স্মরণ করা হয়—যাহার চরিত্র সর্ব্বদা অনুকরণ করা হয়, সে-ই প্রায় আমাদের এই প্রকার আদর্শের স্থান অধিকার করে। সুতরাং কাহারও

এই প্রকার আদর্শ নির্ণয় করিতে হইলে—গুরু, শিক্ষক, পিতা, মাতা, বন্ধু প্রভৃতি অনুসন্ধেয়।

দ্বিতীয় প্রকার আদর্শের জন্য আমাদের দেখিতে হইবে—কাহার হৃদয়ের কামনা কিরূপ, বা, কে কোন্ ভাবটা আকাঙ্ক্ষা করে। এজন্য আমাদের লোকের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রভৃতি অনুশীলন করা প্রয়োজন। কারণ হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে, আমরা যে-রূপে যাহা হইতে চাই, তাহা প্রায়ই প্রকাশিত করিয়া ফেলি।

তৃতীয় প্রকার আদর্শ-নির্ণয় আরও সহজ। লোকে, চরম ভবিষ্যতে যাহা হইতে চাহে, লোকের যাহা লক্ষ্য, অথবা লোকের—ভগবান্ বা জগতের আদ্যন্ত সম্বন্ধে যে ধারণা, ইহা তাহাই। ইহা লোকের—কথায়, লেথায়, চিন্তা বা উপদেশের ভিতর দিয়া নির্ণেয়।

এই তিন প্রকার আদর্শেরই দোষগুণে আমাদের জীবন ভাল বা মন্দ হয়। আদর্শ যেমন ভাল হইবে, আমাদের জীবন তদ্রূপ ভাল হইবে, আদর্শ যেমন মন্দ হইবে, আমাদের জীবনও সেইরূপ মন্দ হইবে; অথবা আদর্শ যেমন ভাল-মন্দ-জড়িত হইবে, আমরাও তদ্রূপ ভাল-মন্দ-জড়িত হইব। তাহার পর আর একটী জিনিষ দেখিবার আছে। ইহা আদর্শ-পরিবর্ত্তন। দেখা যায়, এই আদর্শ সর্ব্বদা একরূপ থাকে না—ইহার পরিবর্ত্তন হয়। আমাদের জীবনের উন্নতি বা অবনতির সঙ্গে সঙ্গে আদর্শেরও পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। আমাদের জীবন যতই উন্নত হইতে থাকে, আমরা ততই ভাল ভাল আদর্শ অবলম্বন করিতে থাকি, অথবা আমরা যতই উত্তরোত্তর মন্দ হইতে থাকি, ততই আমাদের আদর্শও মন্দে পরিণত হইতে থাকে। আবার দেখা যায়, এই আদর্শ পরিবর্ত্তন, জীবনে যত অল্প হয়, ততই ভাল। কারণ, তাহা হইলে, আদর্শ-পরিবর্ত্তনের জন্য জীবনগতিরও বক্রতা ঘটে না। সরল গতিতে যত অল্প সময়ে

যতদূর যাওয়া যায়, বক্র গতিতে সেই সময় ততদূর কখনই যাওয়া যায় না। এজন্য প্রথম হইতেই যদি খুব উচ্চ ও উপযোগী আদর্শ অবলম্বন করা যায়—যাহা জীবনের শেষ পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইবে না, তাহা হইলে আরও ভাল।

জীবনী-তুলনা-কালে এই বিষয়টী বড়ই প্রয়োজনীয়। এ বিষয়টী জানিতে পারিলে জীবনী-তুলনা ভাল হইবে, কারণ পূর্ব্বেই দেখিয়াছি ইহা জানিতে পারিলে জীবনের যাবতীয় রহস্য সহজে বুঝা যাইতে পারে। ফলে, দাঁড়াইতেছে এই যে, যাহার জীবনের আদর্শ যত উচ্চ ও যত সংখ্যায় অল্প, তাহার জীবনই তত উত্তম।

এক্ষণে দেখা যাউক—এই তিন প্রকার আদর্শ, আমাদের আচার্য্য-দ্বয়ে কিরূপ ছিল? প্রথম,—শঙ্করের আদর্শ বাল্যকালে কে ছিলেন, তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে সম্ভবতঃ ইনি তাঁহার পিতা বা শিক্ষাদাতা গুরু-দেব। পরন্তু ইহা নিতান্ত অল্প দিনের জন্য—ইহা যতদিন তিনি ব্যাকরণ শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন নাই—তত দিনের জন্য। ইহার পর, বোধ হয় তাঁহার আদর্শ—গুরু গোবিন্দপাদ। কারণ, যখনই শুনা যায়—তিনি সুদূর দক্ষিণ ভারতের কেরলদেশ হইতে নর্ম্মদাতীর পর্য্যন্ত, কেবল গুরু গোবিন্দপাদের উদ্দেশ্যে গমন করিতেছেন, তখনই মনে হয়, গোবিন্দ-পাদই শঙ্করের আদর্শ। শঙ্কর বাল্যকালে 'যখন পতঞ্জলি মহাভাষ্য' অধ্যয়ন করেন, তখন শুনিয়াছিলেন যে, ভাষ্যকার, গোবিন্দযোগী নামে, কত সহস্র বৎসর ধরিয়া নর্ম্মদাতীরে সমাধিযোগে অবস্থান করিতেছেন। সম্ভবতঃ গুরুমুখে এই প্রবাদ শুনিয়াই শঙ্কর, তাঁহাকে তাঁহার আদর্শ করিবার সংকল্প করেন। বস্তুতঃ পতঞ্জলিদেব অনেকেরই যে আদর্শ হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ইনি, সকল বিষয়েই যেরূপ পারদর্শী ছিলেন, এরূপ কলিকালে নিতান্ত অল্প দৃষ্ট হয়। যেমন যোগশাস্ত্রে,

তেমনি বৈদ্যকশাস্ত্রে, আবার ততোধিক শব্দশাস্ত্রে, ইনি অদ্বিতীয়-সংক্রান্ত ওদিকে আবার তখন তিনি যোগবলে জীবিত। এ সম্বন্ধে কল্পিত উদ্দেশ্যে যে প্রণাম-শ্লোক প্রচলিত আছে, তাহাও এস্থলে স্মরণীয় যাইতে পারে। যথা—

যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচাং মলং শরীরস্য চ বৈদ্যকেন।

যোঽপাকরৎ তং প্রবরং মুনীনাং পতঞ্জলিং প্রাঞ্জলিরানতোঽস্মি॥

শেষ-জীবনে শঙ্করের এ জাতীয় আদর্শ অন্য কোনরূপ হইয়াছিল কি না—নিরূপণ করা দুরূহ। তবে বোধ হয়, যদি তাঁহার কোন নূতন আদর্শ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সম্ভবতঃ, তিনি আদর্শ-জ্ঞানী ভগবান্ শুকদেব।

পক্ষান্তরে রামানুজের এ জাতীয় আদর্শ, বাল্যে শ্রীকাঞ্চীপূর্ণ। ইনি শূদ্রকুল-পাবন পরম-বৈষ্ণব। বিষ্ণুকাঞ্চীর অধীশ্বর স্বয়ং বরদরাজ ইঁহার সহিত মনুষ্যের মত কথোপকথন করিতেন। লোকের যখন যাহা জানিবার হইত, বা বরদরাজের লোকদিগকে যখন যাহা জানাইবার হইত, ইনি তখন মধ্যে থাকিতেন। লোকে ইঁহাকে বরদরাজের মুখস্বরূপ বলিয়া জ্ঞান করিত। অতি অল্প লোকই, যেমন যাদবপ্রকাশ প্রভৃতি, কেবল ইঁহাকে ভণ্ড, বা ভক্ত-বিটেল বলিয়া উপহাস করিতেন। রামানুজ,জন্মভূমি ভূতপুরীতে যখন পিতৃ-সন্নিধানে বিদ্যাশিক্ষা করিতেন, তখন এই মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণ প্রায়ই নিজ গ্রাম হইতে কাঞ্চীপুরীতে যাইতেন। রামানুজ পথে খেলা করিবার কালে যেদিন প্রথম ইঁহাকে দেখেন,সেই দিনই উভয়ে উভয়ের প্রতি এমন আকৃষ্ট হয়েন যে,সে আকর্ষণ আর বিচ্ছিন্ন হইল না—দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রামানুজ এই অবস্থায় প্রায়ই তাঁহাকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিতেন এবং প্রায় সারারাত্রি উভয়ে ভগবৎ-কথায় আনন্দ উপভোগ করিতেন। পরে রামানুজ যখন বিদ্যাশিক্ষার জন্য কাঞ্চী বাস করিতে লাগিলেন তখনও কাঞ্চীপূর্ণ, রামানুজের গুপ্ত পরামর্শ-দাতা।

যতদূর যাওয়কাশের সহিত যখনই তাঁহার কলহ হইত, কাঞ্চীপূর্ণ প্রায় যায় না ই সময়ে আসিয়া গোপনে রামানুজকে সৎ-পরামর্শ প্রদান করিয়া অবলম্বতেন। কাঞ্চীপূর্ণের কথা শুনিয়াই রামানুজ বরদরাজের স্নানের জন্য নিত্য "শালকূপের" জল আনিতেন। রামানুজের মাতাও কাঞ্চীপূর্ণকে ডাকিয়া পুত্রের বিষয় পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। পরে আবার রামানুজ ইঁহারই শিষ্য হইবার জন্য—ইঁহার প্রসাদ খাইয়া ইঁহাকে মন্ত্রদানে সম্মত করিতে চেষ্টিত হন।

ইহার পর রামানুজের আদর্শ, বোধ হয়, সেই মহা পণ্ডিত, ভক্তপ্রবর যামুনাচার্য্য। যামুনাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য শ্রীরঙ্গমে যাইয়া রামানুজ ইঁহাকে মৃত দেখিলে রঙ্গনাথের উপর রামানুজের এত অভিমান হইয়াছিল যে, তিনি আর রঙ্গনাথকে দর্শন পর্য্যন্ত করিলেন না। লোকের শত অনুরোধ ঠেলিয়া তদবস্থাতেই কাঞ্চী ফিরিয়া আসিলেন।

যামুনাচার্যের মৃত্যুর পরও তাঁহার তিনটী অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ ছিল। রামানুজ ইহা যামুনাচার্য্যের অপূর্ণ-মনস্কামনার লক্ষণ জানিয়া কি-যেন-এক ভাবে বিহ্বল হইয়া ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য প্রভৃতি প্রণয়নের জন্য সর্ব্ব-সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলেন। বস্তুতঃ রামানুজ এই ভাষ্যদ্বারাই জগতে পূজিত।

ইহার পর রামানুজ, গুরু মহাপূর্ণ, গোষ্টিপূর্ণ প্রভৃতির সঙ্গলাভ করিয়া বোধ হয়, ক্রমে সেই শূদ্রকুল-পাবন মহাভক্ত, পরম-যোগী, অদ্ভুত-চরিত্র শঠকোপকে আদর্শ-পদে অভিষিক্ত করেন। শঠকোপের দিব্য-প্রবন্ধ ইঁহার প্রায় নিত্য পাঠ্য ছিল। তিনি তিরুনগরীতে এবং মৃত্যু-কালেও শিষ্যগণকে উপদেশ দিবার সময় তাঁহাদিগকে, অন্যান্য পূর্ব্বাচার্য্যগণের বিশেষতঃ, শঠকোপেরই পদাঙ্কানুসরণ করিতে বলিয়া ছিলেন। অধিক কি, তিনি নিজের নামে শঠকোপের পাদুকার নাম করণও করেন। এজন্য বোধ হয়—তাঁহার নিজের আদর্শ ছিলেন মহামুনি শঠকোপ।

উপরে যে আদর্শের কথা বলা হইল তাহা 'প্রকৃত' বা ব্যক্তি-সংক্রান্ত উপায়ভূত আদর্শের কথা। এইবার দ্বিতীয় প্রকার—'উপায়ভূত কল্পিত আদর্শ' সম্বন্ধে বিচার্য্য। আচার্য্যদ্বয়ের মধ্যে যদি তাঁহাদের এই জাতীয় আদর্শ নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে, মনে হয়, শঙ্করের আদর্শ—তিনি যাহা কৌপীন পঞ্চকে বলিয়াছেন*। অর্থাৎ যিনি সদা বেদান্ত-বাক্যে রত, ভিক্ষান্ন মাত্রে তুষ্ট, শোক-বিহীন, তরুমূলাশ্রয়, পাণিপাত্র, কন্থাসম ধন-কুৎসাকারী, সদানন্দ, সর্ব্বেন্দ্রিয় বৃত্তিযুক্ত অথচ সুশান্ত, দিবারাত্রি ব্রহ্মধ্যান রত, দেহাদি ভাবপরিবর্ত্তন হইলেও আত্মার মধ্যে আত্মদর্শী, অন্ত-মধ্য-বহির্দ্দেশ জ্ঞান-বিহীন, প্রণব-জপ-পরায়ণ, ব্রহ্মই আমি—ইত্যাকার ভাবনা-শীল, ভিক্ষাশী হইয়া চারিদিক পরিভ্রমণকারী এবং যিনি কৌপীনধারী তিনিই ভাগ্যবান্।

রামানুজের এই জাতীয় আদর্শ—যিনি সর্ব্বতোভাবে, অহরহঃ ভগবৎ সেবাতে নিমগ্ন, যিনি অনবরত স্তুতি, স্মরণ, নমস্কার, বন্দন, যতন, কীর্ত্তন, গুণশ্রবণ, বচন, ধ্যান, অর্চ্চন, প্রণামাদি কর্ম্মে রত— অন্য কেহ নহেন। এক কথায় বিষ্ণু পুরাণের এই শ্লোকটী বলিলে বোধ হয় বেশ হয়।

---

* বেদান্তবাক্যেষু সদারমন্তঃ ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥
মূলং তরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ পাণিদ্বয়ং ভোক্তুমমন্ত্রয়ন্তঃ।
কন্থামিব শ্রীমপি কুৎসয়ন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥
সানন্দভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ সুশান্ত সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তঃ।
অহর্নিশং ব্রহ্মণি যে রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥
দেহাদিভাবং পরিবর্ত্তয়ন্তঃ স্বাত্মন্যাত্মানমবলোকয়ন্তঃ।
নান্তং ন মধ্যং ন বহিঃ শরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥
ব্রহ্মাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তঃ ব্রহ্মাহস্মীতি বিভাবয়ন্তঃ।
ভিক্ষাশিনো দিক্ষুঃপরিভ্রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥

বর্ণাশ্রমাচাররত পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তৎ তোষ কারণম্॥ বিষ্ণুপুরাণ ৩।৮।৯

(বেদার্থ-সংগ্রহ ১৪৪ পৃষ্ঠা ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের সংস্করণ দ্রষ্টব্য) অর্থাৎ যিনি বর্ণাশ্রমাচারে থাকিয়া পরমপুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা করেন, তিনিই তাঁহাকে তুষ্ট করেন, তাঁহাকে তুষ্ট করিবার অন্য পথ নাই। অথবা বলা চলে রামানুজের যতগুলি গুরু ছিলেন তাঁহাদের সকলের ভাবের কিছু কিছু লইয়া তাঁহার এই আদর্শ গঠিত হইয়াছিল।

এইবার অবশিষ্ট, উপেয়ভূত আদর্শ। এ সম্বন্ধে বোধহয় শঙ্করের আদর্শ—সেই অবাঙ্মনসাতীত নিষ্ক্রিয় শান্ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মভাব। এ ভাবটী আমরা তাঁহার নির্ব্বাণাষ্টক * প্রভৃতি কতিপয় স্থল দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারি। এই কথায় ইহা সকল প্রকার নিষেধের চরম স্থল। অর্থাৎ আমি—মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়াদি, পঞ্চভূত, পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ, মন্ত্র, তীর্থ, বেদ, যজ্ঞ, ভোজন, ভোজ্য, ভোক্তা নহি; আমার রাগদ্বেষ, রিপু ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, মৃত্যু, শঙ্কা, জাতিভেদ, পিতা, মাতা, জন্ম, বন্ধু, মিত্র, গুরু, শিষ্য, বন্ধন, মুক্তি ভীতি প্রভৃতি কিছুই নাই, আমি নির্ব্বিকল্প,

* মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাদি নাহং ন শ্রোত্রং ন জিহ্বা ন চ ঘ্রাণনেত্রম্।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং, ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা, চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ, মদোনৈব মেনৈব মাৎসর্য্যভাবঃ।
ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
ন মৃত্যু ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ, পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরু র্নৈব শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
অহং নির্বিকল্পো নিরাকাররূপঃ বিভুর্ব্যাপী সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন বা বন্ধনং নৈব মুক্তির্ন ভীতি শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥

নিরাকার, বিভু, সর্ব্বত্র ও সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপী, চিদানন্দরূপ শিবস্বরূপ। বাহুল্য ভয়ে অন্য প্রমাণ উদ্ধৃত হইল না।

পরন্তু রামানুজের এ স্থলে আদর্শ, বোধ হয়—নারায়ণের নিত্য পরিকর-ভাব। তাঁহাকে 'শেষ' অবতার বলা হয়; বোধ হয়, ইহার সহিত তাহার আদর্শের কোন সম্বন্ধ আছে। শেষ বা অনন্তনাগ যেমন নারায়ণের শয়ন-উপবেশনের স্থান, রামানুজ, বোধ হয়, ঐ ভাবে নারায়ণের সেবা করিতে চাহিতেন। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, ইহা তাঁহার রচিত "গদ্যত্রয়" গ্রন্থ-মধ্যগত 'বৈকুণ্ঠ-গদ্যে', অধিকতর পরিস্ফুট। ইহাতে তাঁহার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রভৃতি যথেষ্ট আছে, এবং তিনি স্বয়ংই বলিয়াছেন—যাহা তিনি শ্রীভাষ্যে গোপন করিয়াছেন, তাহা তিনি উক্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন। আমরা নিম্নে উহা সমুদায় উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।*

এই সব দেখিয়া যদি, এক কথায় বলিতে হয় ত, আমরা বলিতে পারি—শঙ্করের আদর্শ—একাধারে যোগী, জ্ঞানী ও ভক্ত এবং রামানুজের আদর্শ ভক্ত ও জ্ঞানী। শঙ্করে আদর্শ-পরিবর্ত্তন ও আদর্শ-সংখ্যা অল্প, রামানুজে

---

* অথ বৈকুণ্ঠগদ্যপ্রারম্ভঃ।

শ্রীঃ॥ যামুনার্য্যসুধাম্ভোধিমবগাহ্য যথামতি। আদায় ভক্তিযোগাখ্যং রত্নং সন্দর্শয়ামাহম্॥ স্বাধীনত্রিবিধচেতনাচেতনস্বরূপস্থিতিপ্রবৃত্তিভেদং ক্লেশকর্ম্মাদ্যশেষদোষাসংস্পৃষ্টং স্বাভাবিকানবধিকাতিশয়জ্ঞানবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যশক্তিতেজঃপ্রভৃত্যসংখ্যেয়কল্যাণগুণগণৌঘমহার্ণবং পরমপুরুষং ভগবন্তং নারায়ণং স্বামিত্বেন গুরুত্বেন সুহৃত্ত্বেন চ পরিগৃহ্যৈকান্তিকাত্যন্তিকতৎপাদাম্বুজদ্বয়পরিচর্য্যৈকমনোরথস্তৎপ্রাপ্তয়ে চ তৎপদাম্বুজদ্বয়প্রপত্তেরন্যৎ ন মে কল্পকোটিশতসহস্রেণাপি সাধনমস্তীতি মন্বানস্তস্যৈব ভগবতো নারায়ণস্যাখিলসত্ত্বদয়ৈকসাগরস্যানালোচিতগুণাগুণাখণ্ডজনানুকূলমর্য্যাদাশীলবতঃ স্বাভাবিকানবধিকাতিশয়গুণবত্তয়া দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদ্যখিলজনহৃদয়ানন্দস্য আশ্রিতবাৎসল্যৈকজলধের্ভক্তজনসংশ্লেষৈকভোগস্য নিত্যজ্ঞানক্রিয়ৈশ্বর্য্যভোগসামগ্রীসমৃদ্ধস্য মহাবিভূতেঃ শ্রীমচ্চরণারবিন্দযুগলমনন্যাত্মসঞ্জীবনেন তদ্গতসর্ব্বভাবেন শরণমনুব্রজেৎ। ততশ্চ প্রত্যহমাত্মোজ্জীবনায়ৈবমনু-

কিন্তু সে দুইটীই একটু বেশী। যাহা হউক, এ বিষয়ে অতঃপর কোন তারতম্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, আমাদের এই কয়েকটী বিষয় বিচার্য্য। প্রথম—রামানুজপক্ষে যামুনাচার্য্য, শঠকোপ প্রভৃতি এবং শঙ্করপক্ষে গোবিন্দপাদ বা শুকদেব প্রভৃতি কিরূপ প্রকৃতির লোক।

---

ব্রজেৎ। চতুর্দ্দশভুবনাত্মকমণ্ডং দশগুণিতোত্তরং চাবরণসপ্তকং সমস্তকার্য্যকারণজাতমতীত্য পরমব্যোমশব্দাভিধেয়ে ব্রহ্মাদীনাং বাঙ্‌মনসামগোচরে শ্রীমতি বৈকুণ্ঠে দিব্যলোকে সনকসনন্দনবিধিশিবাদিভিরপ্যচিন্ত্যস্বরূপস্বভাবৈশ্বর্য্যৈর্নিত্যসিদ্ধৈরনন্তৈর্ভগবদানুকূল্যৈকভোগৈর্দিব্যপুরুষৈর্ম্মহাত্মভিরাপূরিতে তেষাম্ অপি ইয়ৎপরিমাণম্ ইয়দৈশ্বর্য্যম্ ইদৃশস্বভাবমিতি পরিচ্ছেত্তুম্ অযোগ্যে দিব্যাবরণশতসহস্রকোটিভিঃ সংবৃতে দিব্যকল্পতরূপশোভিতে দিব্যোদ্যানশতসহস্রকোটিভিরাবৃতে অতিপরিমাণে দিব্যায়তনে কস্মিংশ্চিদ্বিচিত্রদিব্যরত্নময়দিব্যস্থানমণ্ডপে দিব্যরত্নস্তম্ভশতসহস্রকোটিভিরুপশোভিতে দিব্যনানারত্নকৃতস্থলবিচিত্রিতে দিব্যালঙ্কারালঙ্কৃতে পরিতঃ পতিতৈঃ পতমানৈঃ পাদপস্থৈশ্চ নানাগন্ধবর্ণৈর্দিব্যপুষ্পৈঃ শোভমানৈর্দিব্যপুষ্পোপবনৈরুপশোভিতে সঙ্কীর্ণপারিজাতাদিকল্পদ্রুমোপশোভিতৈরসঙ্কীর্ণৈশ্চ কৈশ্চিদন্তস্থপুষ্পরত্নাদিনির্ম্মিতদিব্যলীলামণ্ডপশতসহস্রোপশোভিতৈঃ সর্ব্বদানুভূয়মানৈরপ্যপূর্ব্ববদাশ্চর্য্যমাবহদ্ভিঃ ক্রীড়াশৈলশতসহস্রৈরলঙ্কৃতৈর্নারায়ণদিব্যলীলানাধারণৈশ্চ কৈশ্চিৎ পদ্মবনালয়াদিব্যলীলাসাধারণৈশ্চ কৈশ্চিচ্ছুকসারিকাময়ূরকোকিলাদিভিঃ কোমলকূজিতৈরাকুলৈর্দিব্যোদ্যানশতসহস্রৈরাবৃতৈর্মণিমুক্তাপ্রবালকৃতসোপানৈর্দিব্যামলামৃতরসোদকৈর্দিব্যাণ্ডজবরৈরতিরমণীয়দর্শনৈরতিমনোহরমধুরস্বরৈরাকুলৈরন্তস্থমুক্তামণিময়দিব্যক্রীড়াস্থানোপশোভিতৈর্দিব্যসৌগন্ধিকবাপীশতসহস্রৈর্দিব্যরাজহংসাবলিভিবিরাজিতৈরাবৃতে নিরস্তাতিশয়ানন্দৈকরসতয়া চানন্ত্যাচ্চ প্রবিষ্টানুন্মাদয়দ্ভিঃ ক্রীড়াদেশৈর্বিরাজিতে তত্র তত্র কৃতদিব্যপুষ্পপর্য্যঙ্কোপশোভিতে নানাপুষ্পরসাস্বাদমত্তভৃঙ্গাবলিভিরুদ্গীয়মানৈর্দিব্যগান্ধর্ব্বেণ পূরিতে চন্দনাগুরুকর্পূরদিব্যপুষ্পাবগাহিতমন্দানিলসেব্যমানে মধ্যে দিব্যপুষ্পসঞ্চয়বিচিত্রিতে মহতি দিব্যযোগপর্য্যঙ্কে অনন্তভোগিনি শ্রীমদ্বৈকুণ্ঠৈশ্বর্য্যাদিদিব্যলোকমাত্মকান্ত্যা বিশ্বমাপ্যায়য়ন্ত্যা শেষশেষাশনাদিসর্ব্বং পরিজনং ভগবতস্তদবস্থোচিতপরিচর্য্যায়ামাজ্ঞাপয়ন্ত্যা শীলরূপগুণবিলাসাদিভিরাত্মানুরূপয়া শ্রিয়া সহাসীনং প্রত্যগ্রোন্মীলিতসরসিজসদৃশনয়নযুগলং স্বচ্ছনীলজীমূতসঙ্কাশম্ অত্যুজ্জ্বলিতপীতবাসসং স্বয়া প্রভয়াতিনির্ম্মলয়া

দ্বিতীয়,—পরতত্ত্বে মিশিয়া তাঁহার আনন্দে বিভোর থাকা ভাল—কি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান হইতে পৃথক্ থাকিয়া তাঁহাকে সুখী করিয়া নিজে সুখী হওয়া ভাল? তৃতীয়, সেই তত্ত্বে একেবারে মিলিত হওয়া যায় কি না, কিম্বা

---

অতিকোমলয়াতিশীতলয়া স্বচ্ছমাণিক্যপ্রভয়া কৃৎস্নং জগদ্ভাসয়ন্তং তম্ অচিন্ত্যদিব্যাদ্ভুত-নিত্যযৌবনং স্বভাবলাবণ্যময়ামৃতসাগরমতিসৌকুমার্য্যাদিষৎপ্রস্বিন্নবদালক্ষ্যমাণললাটফলকং দিব্যালকাবলিবিরাজিতং প্রবুদ্ধমুগ্ধাম্বুজচারুলোচনং সবিভ্রমভ্রূলতমুজ্জ্বলাধরং শুচিস্মিতং কোমলগণ্ডমুন্নসং ললাটপর্য্যন্তবিলম্বিতালকম্ উদগ্রপীনাংসবিলম্বিকুণ্ডলালকাবলি-বন্ধুরকম্বুকন্ধরং প্রিয়াবতংসোৎপলকর্ণভূষণশ্লথালকাবন্ধবিমর্দ্দশংসিভিঃ চতুর্ভিরাজানু-বিলম্বিভির্ভুজৈর্বিরাজিতম্ অতিকোমলদিব্যরেখালঙ্কৃতাতিতাম্রকরতলং দিব্যাঙ্গুলীয়কৈ-র্বিরাজিতম্ অতিকোমলদিব্যনখাবলীবিরাজিতানুরক্তাঙ্গুলীভিরলঙ্কৃতং তৎক্ষণোন্মীলিতপুণ্ডরীক-সদৃশচরণযুগলম্ অতিমনোহরকিরীটমুকুটচূড়াবতংসমকরকুণ্ডলগ্রৈবেয়কহারকেয়ূরকটক-শ্রীবৎসকৌস্তুভমুক্তাদামোদরবন্ধনপীতাম্বরকাঞ্চীগুণনূপুরাদিভিরত্যন্তসুখস্পর্শৈর্দিব্যগন্ধৈ-র্ভূষণৈর্ভূষিতং শ্রীমত্যা বৈজয়ন্ত্যা বনমালয়া বিরাজিতং শঙ্খচক্রগদাসিশার্ঙ্গাদিদিব্যায়ুধৈঃ সেব্যমানং স্বসঙ্কল্পমাত্রাবকৢপ্তজগজ্জন্মস্থিতিধ্বংসাদিকে শ্রীমদ্বিষ্বক্সেনে ন্যস্তসমস্তাত্মৈশ্বর্য্যং বৈনতেয়াদিভিঃ স্বভাবতোনিরস্তসমস্তসাংসারিকস্বভাবৈর্ভগবৎপরিচর্য্যাকরণযোগ্যৈর্ভগবৎপরি-চর্য্যৈকভোগৈর্নিত্যসিদ্ধৈরনন্তৈর্যথাযোগং সেব্যমানম্ আত্মযোগেনানুসংহিতপরাদিকালং দিব্যামলকোমলাবলোকনেন বিশ্বমাহ্লাদয়ন্তমীষদুন্মীলিতমুখাম্বুজনির্গতেন দিব্যাননারবিন্দ-শোভাজননেন দিব্যগাম্ভীর্য্যৌদার্য্যমাধুর্য্যচাতুর্য্যাদ্যনবধিকগুণগণবিভূষিতেনাতিমনোহরদিব্য-ভাবগর্ভেণ দিব্যলীলালাপামৃতরসেন অখিলজনহৃদয়ান্তরাণ্যাপূরয়ন্তং ভগবন্তং নারায়ণং ধ্যান-যোগেন দৃষ্ট্বা ততো ভগবতো নিত্যস্বাম্যমাত্মনো নিত্যদাস্যঞ্চ যথাবস্থিতমনুসন্ধায়, কদাহং ভগবন্তং নারায়ণং মম নাথং মম কুলদৈবতং মম কুলধনং মম ভোগ্যং মম মাতরং মম পিতরং মম সর্ব্বং সাক্ষাৎকরবাণি চক্ষুষা, কদাহং, ভগবৎপাদাম্বুজদ্বয়ং শিরসা সংগ্রহীষ্যামি কদাহং ভগবৎপাদাম্বুজদ্বয়পরিচর্য্যাশয়া নিরস্তসমস্তেতরভোগাশোপ-হতসমস্তসাংসারিকস্বভাবঃ প্রবুদ্ধনিত্যনিয়াম্যনিত্যদাস্যৈকরসাত্মকস্বভাবস্তৎপাদাম্বুজদ্বয়ং প্রবক্ষ্যামি, কদাহং ভগবৎপদাম্বুজদ্বয়পরিচর্য্যাকরণযোগ্যস্তদেকভোগস্তৎপাদৌ পরিচরিষ্যামি, কদা মাং ভগবান্ স্বকীয়য়াতিশীতলয়া দৃশাবলোক্য স্নিগ্ধ-

চিরকাল পৃথক্ ভাবে থাকা যায় কি না। প্রথম বিষয়টীর জন্য "গুরু সম্প্রদায়" দ্রষ্টব্য ; দ্বিতীয়টী—আমাদের রুচির উপর নির্ভর করে এবং তৃতীয়টী সম্বন্ধে,—যদি সেই তত্ত্ব অচিন্ত্য পদার্থ হয়, তাহা হইলে তাহাতে সকলই সম্ভব ; সুতরাং তাহাও আমাদের রুচির উপর নির্ভর করে।

---

গম্ভীরমধুরয়া গিরা পরিচর্য্যায়ৈ মামাজ্ঞাপয়িষ্যতি ইতি ভগবৎপরিচর্য্যায়ামাশাং বর্দ্ধয়িত্বা তয়ৈবাশয়া তৎপ্রসাদোপবৃংহিতয়া ভগবন্তমুপেত্য দূরাদেব ভগবন্তং শেষভোগে শ্রিয়া সহাসীনং বৈনতেয়াদিভিঃ সেব্যমানং সমস্তপরিবারায় শ্রীমতে নারায়ণায় নম ইতি প্রণম্যোত্থায়োত্থায় পুনঃপুনঃ প্রণম্যাত্যন্তসাধ্বসবিনয়াবনতো ভূত্বা, ভগবৎপার্ষদগণনায়কৈর্দ্বারপালকৈঃ কৃপয়া স্নেহগর্ভয়া দৃশাবলোকিতঃ সম্যগভিবন্দিতৈস্তৈস্তৈরেবাভিমতো ভূত্বা ভগবন্তমুপেত্য শ্রীমতা মূলমন্ত্রেণ মামৈকান্তিকাত্যন্তিকপরিচর্য্যাকরণায় পরিগৃহ্নীষ্বেতি যাচমানঃ প্রণম্যাত্মানং ভগবতে নিবেদয়েৎ। ততো ভগবতা স্বয়মেব আত্মসঞ্জীবনেন মর্য্যাদাশীলবতাতিপ্রেমান্বিতেনাবলোকনেনাবলোক্য সর্ব্বদেশসর্ব্বকালসর্ব্বাবস্থোচিতাত্যন্তিকশেষভাবায় স্বীকৃতোঽনুজ্ঞাতশ্চাত্যন্তসাধ্বসবিনয়াবনতঃ কিংকুর্ব্বাণঃ কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা ভগবন্তমুপাসীত। ততশ্চানুভূয়মানভাববিশেষো নিরতিশয়প্রীত্যান্যৎ কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং দ্রষ্টুং স্মর্ত্তুমশক্তঃ পুনরপি শেষভাবমেব যাচমানো ভগবন্তং তমেবাবিচ্ছিন্নস্রোতোরূপেণাবলোকনেনাবলোকয়ন্নাসীত। ততো ভগবতা স্বয়মেবাত্মসঞ্জীবনেনাবলোকনেনাবলোক্য সস্মিতমাহূয় সমস্তক্লেশাপহং নিরতিশয়সুখাবহম্ আত্মীয়ং শ্রীমৎপাদারবিন্দযুগলং শিরসি কৃতং ধ্যাত্বামৃতসাগরান্তরনিমগ্নসর্ব্বাবয়বসুখমাসীত॥ শারীরকেঽপি ভাষ্যে যা গোপিতা শরণাগতিঃ। অত্র গদ্যত্রয়ে ব্যক্তাং তাং বিদ্যাং প্রণতোঽস্ম্যহম্।১॥ লক্ষ্মীপতের্যতিপতেশ্চ দয়ৈকধাম্নো যোঽসৌ পুরা সমজনিষ্ট জগদ্ধিতার্থম্। প্রাচ্যং প্রকাশয়তু নঃ পরমং রহস্যং সংবাদ এষ শরণাগতিমন্ত্রসারঃ ॥২॥ বেদবেদান্ততত্ত্বানাং তত্ত্বযাথাত্ম্যবেদিনে। রামানুজায় মুনয়ে নমো নম গরীয়সে ॥৩॥ বন্দে বেদান্তকর্পূরচামীকরকরণ্ডকম্। রামানুজার্য্যমার্য্যাণাং চূড়ামণিমহর্নিশম্ ॥৪॥ তৃণীকৃতবিরিঞ্চ্যাদিনিরঙ্কুশবিভূতয়ঃ। রামানুজপদাম্ভোজসমাশ্রয়ণশালিনঃ ॥৫॥ ইতি শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যকৃতং গদ্যত্রয়ং সম্পূর্ণম্। শ্রীরঙ্গমঙ্গলমহোৎসববর্দ্ধনায় বেদান্তপন্থপরমার্থসমর্থনায়। কৈঙ্কর্য্যলক্ষণবিলক্ষণমোক্ষভাজো রামানুজো বিজয়তে যতিরাজরাজঃ ॥৬॥

২। আয়ু। আয়ু সম্বন্ধে দেখা যায়—শঙ্করের জীবন ৩২ বৎসর; কিন্তু তাঁহার জন্মভূমির লোকের মতে তাঁহার আয়ু ৩৬ বৎসর। আমরা জন্মপত্রিকা প্রস্তুত-কালে কিন্তু ৩৪ বৎসর স্থির করিতে বাধ্য হইয়াছি। মৃত্যুকাল সম্বন্ধে "শঙ্কর পদ্ধতি" নামক একখানি প্রাচীন পুস্তকই আমাদের অবলম্বন। এই "শঙ্কর পদ্ধতি" এখন পাওয়া যায় না। না পাইবার কারণ কি, তাহাও বুঝা যায় না। গ্রন্থের নাম হইতে মনে হয় যে, এরূপ গ্রন্থ লোপ হওয়া অসম্ভব। তবে যদি উক্ত গ্রন্থ অন্য নামে সম্প্রদায়-মধ্যে পরিচিত থাকে, তাহা হইলে, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। অবশ্য এরূপ অনুমানের একটী কারণও আছে। কারণ—উক্ত 'শঙ্কর পদ্ধতি' গ্রন্থের বচন, মহানুভব-সম্প্রদায়ের "দর্শন প্রকাশ" গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। মহানুভব-সম্প্রদায়—এক প্রকার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। ইহার পক্ষে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের আভ্যন্তরীণ সমুদায় সংবাদ পাওয়া, কতকটা অসম্ভব বলা যাইতে পারে। তাহার পর উক্ত "দর্শনপ্রকাশ" গ্রন্থ বড় আধুনিক নহে। উহা ১৫৬০ শকাব্দাতে মহারাষ্ট্র ভাষায় রচিত। এই গ্রন্থে ভাগবত, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রীয় গ্রন্থ হইতে বচন সকল উদ্ধৃত করা হইয়াছে। বচনগুলি সাবধানতার সহিত উদ্ধৃত—তাহাও দেখা যায়। ইহার মতে শঙ্করের দেহান্ত কাল ৭২০ খৃষ্টাব্দ। শ্লোকটী এই:—

যুগ্ম-পয়োধ-রসামিত-শাকে, রৌদ্রক-বৎসর উর্জ্জক-মাসে।
বাসর ঈজ্য উতাচলমান কৃষ্ণাতিথৌদিবসে শুভযোগে॥ ১২০॥

অর্থাৎ যুগ্ম = ২, পয়োধ = ৪ এবং রস = ৬; সুতরাং ৬৪২ শকাব্দ পাওয়া যায়।*

পক্ষান্তরে রামানুজ-জীবন সম্বন্ধেও যে, সকলে এক-মত তাহা নহে। কোন মতে তিনি ৬৯, কোন মতে ১২০ এবং কোন মতে ১২৮ বৎসর জীবিত

* এস্থলে একটী বিষয় জ্ঞাতব্য এই যে, শঙ্করাচার্য্য-রচিত দেব্যপরাধ-ভঞ্জন নামক স্তোত্রে দেখা যায়, যে তিনি বলিতেছেন "মা আমার ৮৫ বৎসর বয়স হইতে চলিল আর

ছিলেন। মান্দ্রাজের এক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ রাও, এম এ, বি এলের মতে রামানুজের জীবন প্রায় ৮০ বৎসর; ১২০ বা ১২৮ বৎসর হইতে পারে না। তাঁহার মতে রামানুজের মৃত্যুকাল ঠিক, কিন্তু জন্মকাল আরও পরে, যাহা হউক, আমরা প্রচলিত মতই অবলম্বন করিলাম।

সুতরাং দেখা যাইতেছে—শঙ্করের জীবন ৩২ হইতে ৩৬ বৎসরের ভিতর এবং রামানুজের জীবন আন্দাজ ৮০ হইতে ১২০ বৎসরের ভিতর। আয়ু দ্বারা তারতম্য নির্ণয় করিতে হইলে এই কয়েকটী বিষয় চিন্তনীয়। ১। সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে জন্মাদির কারণ—ভোগবাসনা। ২। অবতার-কল্প মহাপুরুষের জন্মের কারণ—ধর্ম্ম-সংস্থাপন। ৩। নিজ নিজ কার্য্য শেষ হইলে সকলকেই প্রস্থান করিতে হইবে। ৪। সামর্থ্যানুসারে কার্য্য শীঘ্র বা বিলম্বে নিষ্পন্ন হয়। ৫। মতের প্রভাব বা কার্য্যের গুরুত্ব।

৩। উপাধিলাভ। কাশ্মীরের শারদাদেবী, পণ্ডিতগণ-প্রদত্ত শঙ্করের 'সর্ব্বজ্ঞ' উপাধি সমর্থন করিয়াছিলেন, কিন্তু রামানুজকে স্বয়ং 'ভাষ্যকার' উপাধি প্রদান করিয়া ছিলেন। এক্ষণে উপাধিজন্য মহত্ত্বাদি বিচার করিতে হইলে, বলিতে হইবে যে, শারদাদেবী শঙ্করকে 'সর্ব্বজ্ঞ' উপাধি দান করায় একদিকে যেমন শঙ্করের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়, অপর দিকে তদ্রূপ রামানুজের 'ভাষ্যকার' উপাধি শঙ্করের 'সর্ব্বজ্ঞ' উপাধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া যায়। কারণ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার হইতে হইলে সর্ব্বজ্ঞতা ব্যতীত তাহা সম্ভব নহে। সুতরাং এতদ্দারা উভয়কে সমান বা বিভিন্ন প্রকার বলাই সঙ্গত মনে হয়।

---

কবে আমার প্রতি কৃপা করিবেন" ইত্যাদি। কিন্তু এতদ্দারা প্রচলিত শঙ্করের ৩২বা ৩৬ বৎসর আয়ুর কোন অন্যথা প্রমাণ হয় না। কারণ শঙ্করের পূর্ব্বে দুই জন শঙ্করাচার্য্যের কিথা জানা যায় এবং পরে তাঁহার শিষ্যপরম্পরা মধ্যে যিনি মঠাধিপত্য গ্রহণ করিতেন তিনিই ঐ নাম গ্রহণ করিতেন

কিন্তু এ বিষয়ে একটু বিচারও চলিতে পারে। রামানুজকে শারদাদেবী যেরূপ আদর ও সম্মান করিয়াছিলেন, রামানুজের নিকট শঙ্করের ব্যাখ্যার যেরূপ নিন্দা করিয়াছিলেন, তাহাতে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, দেবীর নিকট রামানুজ শ্রেষ্ঠ ও শঙ্কর নিকৃষ্ট। কিন্তু রামানুজের জীবনীকার-গণের এস্থলে যেরূপ মতভেদ দেখা যায়, তাহাতে তাঁহাদের সকলের কথা একত্র করিলে তাঁহাদের কোন্ কথাটী ঠিক, তাহা বলা কঠিন হইয়া পড়ে (১৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কারণ যাঁহাকে শারদাদেবী স্বয়ং "বোধায়ন-বৃত্তি" দান করেন, তাঁহার নিকট হইতে পণ্ডিতগণ কিরূপে তাহা কাড়িয়া লইতে সাহসী হন, বুঝা যায় না। যদি কাহারও মতে বলা যায় 'বোধায়নবৃত্তি' রামানুজকে শারদাদেবী, স্বয়ং প্রদান করেন নাই, —রাজা তাঁহাকে দিয়াছিলেন; তাহা হইলেও, যাঁহাকে রাজা ও দেবী এত সম্মান করিলেন, তাঁহার প্রতি পণ্ডিতগণের ঐরূপ ব্যবহার কি সম্ভব? আর যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তিনি কি কোনরূপে রাজাকে তাহা পুনরায় জানাইতে পারিতেন না? রাজা জানিতে পারিলে তিনি পুনরায় উহা পাইতে পারিতেন; অথবা শ্রীশৈলপূর্ণের, কালহস্তীশ্বরে, গোবিন্দকে আনিবার কালে যাহা ঘটিয়াছিল, এ স্থলে সেরূপও ঘটিতে পারিত, অর্থাৎ শারদাদেবী স্বপ্নের দ্বারা পণ্ডিতগণকে নিবারণ করিতে পারিতেন। তাহার পর, শঙ্কর-জীবনীকারগণও যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে শারদাদেবী শঙ্করকে রামানুজ অপেক্ষা যে কম সম্মান করিয়া-ছিলেন—তাহা নহে। সুতরাং এজন্য উভয়ের মধ্যে তারতম্য করা চলে না।

এখন দেখা যাউক দেবীকর্তৃক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উপাধিদান ও পণ্ডিতগণ-প্রদত্ত উপাধি-সমর্থন দ্বারা কিরূপ তারতম্য প্রমাণিত হয়। দেখা যায়, রামানুজকে শারদাদেবী স্বয়ং 'ভাষ্যকার' উপাধি প্রদান করেন এবং শঙ্করের, পণ্ডিতগণ-প্রদত্ত 'সর্ব্বজ্ঞ' উপাধি সমর্থন করেন, কিন্তু যখনই

দেখি পণ্ডিতগণ রামানুজের প্রাণবধার্থ অভিচার কর্ম্ম করেন, কিন্তু শঙ্কর সম্বন্ধে তাহা করেন নাই, যখন দেখি কাশ্মীরে যেরূপ শঙ্কর-ভাষ্যের আদর, রামানুজের তাহার কিছুই নাই, তখনই কি বলা যায় না যে, কাশ্মীরী পণ্ডিত গণের নিকট রামানুজের 'ভাষ্যকার' উপাধি বিবাদশূন্য বিষয় ছিল না? পক্ষান্তরে শঙ্করের 'সর্ব্বজ্ঞ' উপাধি বিবাদশূন্য বিষয় হইয়াছিল। তাহার পর, দেবী কর্ত্তৃক শঙ্করের 'সর্ব্বজ্ঞ' উপাধি সমর্থন করা, আর দেবী কর্ত্তৃক প্রদান—একই কথা। কারণ, দেবীরই নিয়ম যে, যিনি তত্রত্য সকল পণ্ডিতকে পরাজিত করিয়া পীঠে আরোহণ করিবেন, তিনিই 'সর্ব্বজ্ঞ' উপাধি পাইবেন। সুতরাং শারদাদেবী কর্ত্তৃক স্বয়ং প্রদত্ত বলিয়া রামানুজের জীবনীকারগণ তাঁহাকে শঙ্কর অপেক্ষা কতদূর শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত করিতে পারিলেন, তাহা বিবেচ্য।

তাহার পর, যদি বলা যায় যে, শারদাদেবী রামানুজের নিকট শঙ্করকৃত 'কপ্যাস্' শ্রুতি-ব্যাখ্যার নিন্দা করিয়াছিলেন, সুতরাং শঙ্করকে রামানুজের সমান বলাও অন্যায়। তাহাও ঠিক নহে। কারণ, রামানুজ-সম্প্রদায় শঙ্কর-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধবাদী। যদি বিরুদ্ধবাদীর কথা লইতে হয়, তাহা হইলে, তাহা উভয় পক্ষেরই সম্বন্ধে লওয়া উচিত। আমরা কিন্তু কাহারও সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধবাদীর কথা গ্রহণ করি নাই, এবং করিবও না। বিরুদ্ধবাদী কি না বলে। আর এস্থলে তাহা করিলে মাধবের সহিত রামানুজের জীবনীকারগণের বিরোধ ঘটিয়া উঠে। বস্তুতঃ এ বিরোধের মীমাংসা আমাদের না করিতে হইলেই ভাল। আমরা দুইজনকেই যথাসাধ্য মান্য করিয়া ইঁহাদের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে চাহি।

তাহার পর, রামানুজ-জীবনীকারগণের মতে শঙ্করও না-কি শারদাদেবীর নিকট উক্ত "কপ্যাস্" শ্রুতির ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এ কথাটী

কিন্তু সম্ভবপর নহে। কারণ, শঙ্করের সময় শ্রুতি-ব্যাখ্যা লইয়া যত বিরোধ ঘটিবার কথা, শ্রুতিবিরুদ্ধ মতের সহিত বিরোধ ঘটিবার তাহা অপেক্ষা অধিক সম্ভাবনা। শঙ্করের সময় বৌদ্ধ ও কাপালিকগণের প্রাধান্য অধিক ছিল, তৎসম্বন্ধীয় আন্দোলন তাঁহার সময় হওয়াই সম্ভব। শ্রুতির অর্থ লইয়া বিবাদ সম্ভবপর নহে। অগ্রে শ্রুতি সর্ব্বসাধারণে মানিবে, তবে ত তাহার ব্যাখ্যায় মতভেদ হইবে? আর শঙ্করের সময় "কপ্যাস্" শ্রুতি এমন কিছু বিবাদাস্পদ শ্রুতি ছিল না যে,শঙ্কর উহা দেবীর নিকট ব্যাখ্যা করিতে যাইবেন। বরং যাদবপ্রকাশের সঙ্গ-গুণে রামানুজের সময়ই ইহা বিবাদাস্পদ শ্রুতিতে পরিণত হয়, সুতরাং ইহা রামানুজই দেবীকে ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইবেন—ইহাই সম্ভব। এস্থলে রামানুজের জীবনীকারগণের বর্ণিত শারদাদেবীর মুখে শঙ্করের নিন্দা প্রভৃতি আমাদের আলোচনা না করিয়াই তুলনা করিলে ভাল।

৪। কুলদেবতা।—শঙ্করের কুলদেবতা—কৃষ্ণ; রামানুজের কুল-দেবতা—নারায়ণ। এই বিষয়টীর প্রতি দৃষ্টি করিলে, বলিতে হয়, উভয়ের মধ্যে উপাস্য সম্বন্ধে ঐক্য থাকা সম্ভব। তবে রামানুজ কৃষ্ণকে নারায়ণের অংশ জ্ঞান করেন, এবং শঙ্করও সম্ভবতঃ তাহাই করিতেন। কারণ, গীতাভাষ্যের ভূমিকাতে তিনি বলিয়াছেন যে, "বাসুদেবাৎ অংশেন কৃষ্ণ কিল সংবভূব" ইত্যাদি। অবশ্য তাহাও শঙ্করের মতে মায়া; কারণ তাঁহার মতে ভগবানের অংশ হইতে পারে না। তিনি কৃষ্ণের জন্ম সম্বন্ধে সেই স্থলেই লিখিয়াছেন যে—"দেহবান ইব, জাত ইব" ইত্যাদি। পক্ষান্তরে রামানুজমতে অংশাবলম্বনে আবির্ভাব অসম্ভব নহে। অস্মদ্দেশে কিন্তু কৃষ্ণ, নারায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজিত হন।

৫। গুরু-সম্প্রদায়।—এবার আমাদের বিচার্য্য—আচার্য্যদ্বয়ের গুরু-সম্প্রদায়। গুরুর খ্যাতিতে, সকল সমাজেই, শিষ্যেরও খ্যাতি হইয়া

থাকে। এজন্য এ বিষয়টীও অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। শঙ্কর-সম্প্রদায়ে আচার্য্যের গুরুপরম্পরা সম্বন্ধে সকলে এক মত নহেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দেখা যায়। আমি যতগুলি মত জানিতে পারিয়াছি তাহা নিয়ে প্রদান করিলাম—

শঙ্করাচার্য্য বিরচিত সন্ন্যাস-পদ্ধতি মতে।

১। ব্রহ্মা, ২। বিষ্ণু, ৩। রুদ্র, ৪। বশিষ্ঠ, ৫। শক্তি, ৬। পরাশর, ৭। ব্যাস, ৮। শুক, ৯। গৌড়পাদ, ১০। গোবিন্দপাদ, ১১। শঙ্করাচার্য্য।

কাশীর সন্ন্যাসিগণ মধ্যে প্রচলিত।

১। নারায়ণ, ২। ব্রহ্মা, ৩। বশিষ্ঠ, ৪। শক্তি, ৫। পরাশর, ৬। ব্যাস, ৭। শুক, ৮। গৌড়পাদ, ৯। গোবিন্দপাদ, ১০। শঙ্করাচার্য্য।

দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত মতে।

১। মহেশ্বর, ২। নারায়ণ, ৩। ব্রহ্মা, ৪। বশিষ্ঠ, ৫। শক্তি, ৬। পরাশর, ৭। ব্যাস, ৮। শুক, ৯। গৌড়পাদ, ১০। গোবিন্দপাদ, ১১। শঙ্করাচার্য্য।

দক্ষিণমার্গ-তন্ত্র মতে।

১। কপিল, ২। অত্রি, ৩। বশিষ্ঠ, ৪। সনক, ৫। সনন্দন, ৬। ভৃগু, ৭। সনৎসুজাত, ৮। বামদেব, ৯। নারদ, ১০। গৌতম, ১১। শৌনক, ১২। শক্তি, ১৩। মার্কণ্ডেয়, ১৪। কৌশিক, ১৫। পরাশর, ১৬। শুক, ১৭। অঙ্গিরা, ১৮। কণ্ব, ১৯। জাবালি, ২০। ভরদ্বাজ, ২১। বেদব্যাস, ২২। ঈশান, ২৩। রমণ, ২৪। কপর্দ্দী, ২৫। ভূধর, ২৬। সুভট, ২৭। জলজ, ২৮। ভূতেশ, ২৯। পরম, ৩০। বিজয়, ৩১। ভরণ, ৩২। পদ্মেশ, ৩৩। সুভগ, ৩৪। বিশুদ্ধ, ৩৫। সমর, ৩৬। কৈবল্য, ৩৭। গণেশ্বর, ৩৮। সুযাত, ৩৯। বিবুধ, ৪০। যোগী, ৪১। বিজ্ঞান, ৪২। নগ, ৪৩। বিভ্রম, ৪৪। দামোদর, ৪৫। চিদাভাস, ৪৬। চিন্ময়,

৪৭। কলাধর, ৪৮। বীরেশ্বর, ৪৯। মন্দার, ৫০। ত্রিদশ, ৫১। সাগর, ৫২। মৃড়, ৫৩। হর্ষ, ৫৪। সিংহ, ৫৫। গৌড়, ৫৬। বীর, ৫৭। ঘোর, ৫৮। ধ্রুব, ৫৯। দিবাকর, ৬০। চক্রধর, ৬১। প্রমথেশ, ৬২। চতুর্ভূজ ৬৩। আনন্দভৈরব, ৬৪। ধীর, ৬৫। গৌড়, ৬৬। পাবক, ৬৭। পরাচার্য্য, ৬৮। সত্যনিধি, ৬৯। রামচন্দ্র, ৭০। গোবিন্দ, ৭১। শঙ্করাচার্য্য।

রামানুজ সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা যথা।—'গুরুপরম্পরা প্রভাব' মতে

১। বিষ্ণু, ২। পোইহে, ৩। পূদত্ত, ৪। পে আলোয়ার, ৫। তিরুমড়িশি, ৬। শঠারি, ৭। মধুর কবি, ৮। কুলশেখর, ৯। পেরিয়া আলোয়ার, ১০। ভক্তপদরেনু, ১১। তুরুপ্পান। ১২। তিরুমঙ্গই। ১৩। শ্রীনাথ মুনি, ১৪। ঈশ্বর মুনি, ১৫। যামুন মুনি, ১৬। মহাপূর্ণ, ১৭। রামানুজাচার্য্য,

শ্রীনিবাস আয়াঙ্গারের পুস্তক মতে

১। বিষ্ণু, ২। লক্ষ্মী, ৩। সেনেশ, ৪। শঠকোপ ৫। নাথযোগী, ৬। পুণ্ডরীকাক্ষ, ৭। রামমিশ্র, ৮। যামুনাচার্য্য ৯। মহাপূর্ণ, ১০। রামানুজাচার্য্য।

উভয় সম্প্রদায়ে দেখা যায়, আদি গুরু—ভগবান্ নারায়ণ। শঙ্কর-সম্প্রদায়ে কিন্তু কোন মতে নারায়ণ প্রথম, কোন মতে দ্বিতীয়, এই মাত্র প্রভেদ। তবে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের মধ্যে বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, ব্যাস ও শুকের মত মুনি ঋষি, রামানুজ-সম্প্রদায়ে নাই। রামানুজের উভয় মতেই লক্ষ্মীর পরই সেনেশ বা পোইহে ইত্যাদি। সেনেশ শব্দে বিশ্বক্সেন বুঝায়। কিন্তু "গুরুপরম্পরা প্রভাব" মতে, আবার দেখা যায়, ষষ্ঠ গুরু শঠারিই সেনেশ। যাহা হউক, রামানুজ সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরাতে মুনি-ঋষি কেহ দেখা যাইতেছে না। পোইহে প্রভৃতি সকলেই ভগবানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা অস্ত্র শস্ত্রাদির অবতার, পৌরাণিক মুনি-ঋষি কেহ নহেন।

শঙ্কর-সম্প্রদায়ের গৌড়পাদ একজন সিদ্ধযোগী। ইনি, যত দিন ইচ্ছা দেহ রাখিতে পারেন,অথবা দেবীভাগবতের মতে, ইনি ছায়া শুকদেবের সন্তান।* শুক, ব্রহ্মজ্ঞানানন্তর সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে ব্যাসের অনুরোধে ছায়া আকারে গৃহে ফিরিয়া আসেন ; ইনিই সেই ছায়া শুক। গোবিন্দপাদ—শেষাবতার, ইনিই এক সময়ে পতঞ্জলি-রূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইনিই সেই পতঞ্জলিদেব, যোগসাহায্যে কলিকালে শঙ্করাবির্ভাব পর্য্যন্ত দেহরক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। মাধবের গ্রন্থেও এ কথার ইঙ্গিত আছে যথা—

"একাননেন ভুবি যস্ত্ববতীর্য্য শিষ্যানন্বগ্রহীন্নন্বু স এব পতঞ্জলিস্ত্বম্॥"

মাধবীয় শঙ্কর-বিজয় ৫ অধ্যায় ৯৫ শ্লোক।

যোগশক্তিতে অবিশ্বাসী ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে, শুকদেব ও গৌড়পাদের মধ্যে বহু সহস্র বৎসর ব্যবধান হওয়ায় শঙ্কর-সম্প্রদায়, মুনিঋষিগণের সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া বিবেচিত হন। কারণ গৌড়পাদের সাংখ্যকারিকা চীন ভাষায় অনুবাদ, খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে দৃষ্ট হয় এবং তিনি আবার বৌদ্ধদিগের মাধ্যমিক মতের প্রবর্ত্তক 'সিদ্ধ নাগার্জ্জুনের' গ্রন্থ হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। নাগার্জ্জুনের সময় যদিও স্থির হয় নাই, তথাপি এটুকু স্থির যে তিনি খৃষ্টীয় প্রথম, দ্বিতীয় শতাব্দীর বেশী পূর্ব্বে নহেন। এজন্য গৌড়পাদকে খৃষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর লোক স্বীকার করাই উচিত। তান্ত্রিক গুরুপরম্পরা মতেও এক গৌড়পাদ শঙ্করের পঞ্চম ও অন্য গৌড়পাদ পঞ্চদশ পুরুষ পূর্ব্বে আবির্ভূত। আর যদি গৌড়পাদকে ছায়া-শুক-সন্তান পৌরাণিক পুরুষ ধরা যায়,

---

* আমাদের দেশে যে দেবী-ভাগবত মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে গৌড় স্থলে গৌর পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রকাশক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বসু মহাশয়, পাথুরিয়া ঘাটা, কলিকাতা।

তাহা হইলেও সেই দোষ। কারণ গৌড়পাদ ও গোবিন্দপাদে অস্বাভাবিক ব্যবধান আসিয়া পড়ে। গৌড়পাদ ও গোবিন্দপাদকে শঙ্করের গুরু ও পরম-গুরু হইতে হইলে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে জীবিত থাকিতে হয়। এখন কুরুক্ষেত্রের সময় ব্যাস ও শুক ছিলেন, আর কুরুক্ষেত্র-সময় এক মতে কলির প্রারম্ভে, অপর মতে কলির ৬৫৩ বৎসর পরে। পতঞ্জলিদেব যদি পাণিনি ভাষ্যকার হয়েন এবং তিনিই যদি গোবিন্দপাদ হন, তাহা হইলেও অসুবিধা; কারণ তিনি খৃষ্টীয় পূর্ব্ব-শতাব্দীর লোক, আর শঙ্কর কোথায় ৮ম শতাব্দীতে আবির্ভূত। ব্যাসের সমসাময়িক বা শিষ্য পতঞ্জলির ত কথাই নাই। যদি কেহ বলেন, শঙ্করই কেন ঐ সময়ের লোক হউন না। কিন্তু তাহা সম্ভব নহে; কারণ, তিনি যে সমস্ত ব্যক্তিগণের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ সময়ের লোক নহেন, তাহা স্থির। *

যাহা হউক, শঙ্কর-সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা যে, ব্যাস শুক সহ অবিচ্ছিন্ন, সে সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত গুরুপরম্পরা দৃষ্টে ঐতিহাসিকের নিকট সন্দেহাবসর থাকে। কিন্তু শঙ্কর যখন নিজের সূত্রভাষ্যে গৌড়পাদকে একবার "সম্প্রদায়বিৎ" এবং অন্যত্র "বেদান্তার্থসম্প্রদায়বিৎ" বলিয়াছেন, এবং তান্ত্রিক গুরুপরম্পরা মতে যখন ব্যাস ও শঙ্করের মধ্যে ৫০ জন গুরুর নাম পাওয়া যাইতেছে, তখন প্রচলিত গুরুপরম্পরা যে, সকল আচার্য্যেরই নাম নহে, তাহা স্থির। উহা তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ বিখ্যাত, তাঁহা-দেরই নাম বলিয়া বোধ হয়। আমি ঠিক এই অনুমান করিয়া অন্বেষণ করিতে করিতে অবশেষে কাশ্মীর হইতে উক্ত তান্ত্রিক গুরুপরম্পরাটী পাইয়াছি। উহা শঙ্করাচার্য্যের প্রশিষ্য-লিখিত 'বিদ্যার্ণব' তন্ত্র মধ্যে উল্লিখিত

* আচার্য্যের সময় সম্বন্ধে এসব কথা আমি বিস্তৃতভাবে আমার ঐ শঙ্করাচার্য্য নামক পুস্তকে আলোচনা করিয়াছি। এই তুলনার নিমিত্ত গ্রন্থ মধ্যে আমি যে শঙ্করের কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়াছি তাহাতে ৬৮৬ খৃষ্টাব্দে শঙ্করের জন্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

আছে। বস্তুতঃ সর্ব্বত্রই শঙ্করের নামে দক্ষিণাচারী নামে এক তান্ত্রিক সম্প্রদায় আছে, উহার অন্যথা প্রমাণ করা দুরূহ; সুতরাং বলা যায়, শঙ্কর-সম্প্রদায় ব্যাস-সহ অবিচ্ছিন্ন। আর যোগশক্তিতে বিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে কোন কথাই নাই, কারণ তাঁহাদের মতে গৌড়পাদ ও গোবিন্দপাদ উভয়েই যোগী, তিনি যতদিন ইচ্ছা বাঁচিয়া থাকিতে পারেন।

রামানুজ-সম্প্রদায়ে ত ব্যাস, শুকের সহিত সম্বন্ধই নাই। যদি রামানুজের ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, বোধায়ন-মুনির বৃত্তি-সম্মত হয় এবং তাহা যদি আবার রামানুজেরও অভিমত হয়, তাহা হইলে বোধায়নকে গুরুপরম্পরা মধ্যে কেন গণ্য করা হইল না, বুঝিতে পারি না। তবে হইতে পারে যে, বোধায়ন বাস্তবিকই রামানুজের গুরু-পরম্পরার মধ্যে একজন ছিলেন, সংক্ষেপে বলিবার জন্য তাঁহার নাম গৃহীত হইত না—এই মাত্র; তাহা হইলেও আশ্চর্য্যের বিষয় রামানুজ বা তাঁহার শিষ্য সম্প্রদায় কেন তাঁহাকে নূতন করিয়া পরম্পরার মধ্যে স্থান দিলেন না? তাহার পর, এই বোধায়ন-বৃত্তি বস্তুতঃই ছিল কিনা অনেকে সন্দেহ করেন; কারণগুলি নিম্নে একে একে লিপিবদ্ধ করিলাম :—

১। শঙ্করের ন্যায় আচার্য্য, বোধায়নের নাম করেন নাই।

২। তাঁহার কোন টীকাকারও বোধায়নের নাম করেন নাই।

৩। শঙ্কর যে বৃত্তিকারের নাম করিয়াছেন, তাহা অনেক কারণে উপবর্ষকেই বুঝাইতে পারে, কারণ উপবর্ষ—

ক। ব্রহ্মসূত্র ও পূর্ব্বমীমাংসা উভয়েরই বৃত্তিকার, ইহা পার্থসারথী মিশ্রের "শাস্ত্র দীপিকাতে" উক্ত হইয়াছে।

খ। শঙ্কর, ব্রহ্মসূত্রে তৃতীয় অধ্যায়ে যে স্থানে উপবর্ষের নাম করিয়াছেন, সেখানে টীকাকারগণ যেন উপবর্ষকেই বৃত্তিকার বুঝিয়াছেন।

গ। উপবর্ষ অতি প্রাচীন ব্যক্তি ও বৈয়াকরণিক পাণিনি-মুনির গুরু।

ঘ। উভয় মীমাংসার টীকাকার হওয়ায় উপবর্ষ রামানুজের মত জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদী হইতে পারেন ইত্যাদি।

৪। পুরাণে রামানুজের পর্য্যন্ত নাম দেখা যায়, কিন্তু বোধায়ন-বৃত্তির নাম নাই। গরুড় পুরাণে ভাগবতকেই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলা হইয়াছে।

৫। কাশীর পণ্ডিতগণেরও এই মত, যথা শ্রীযুক্ত পণ্ডিত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী সম্পাদিত "অদ্বৈত-সিদ্ধি-সিদ্ধান্ত-সার" গ্রন্থের ভূমিকা, ইত্যাদি।

৬। বোধায়ন ঋষি, শ্রৌতসূত্র প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থকার, কিন্তু তিনি যে ব্যাসশিষ্য, অথবা তিনিই যে ব্রহ্মসূত্রের বৃত্তিকার তাহার প্রমাণ নাই।

৭। বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অংশ ৪র্থ অধ্যায়ে "বোধ্য" বা "বোধি" নামক একজন, ব্যাসপ্রশিষ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, কিন্তু তিনি যে বোধায়ন তাহার প্রমাণ নাই।

৮। শঙ্করের পর, শঙ্করের 'মত' নিরাশ করিয়া 'ভাস্করাচার্য্য'এক ভাষ্য রচনা করেন, তাহাতে তিনি শঙ্করের ব্যাখ্যাকে স্বকপোলকল্পিত বলিয়া দোষারোপ করিয়াছেন, এবং নিজের ব্যাখ্যাকে সূত্রের স্পষ্টার্থ-যুক্ত-ব্যাখ্যা বলিয়াছেন। এখন যদি তিনি, ব্যাসশিষ্য বা আর্ষ বোধায়ন-বৃত্তির অস্তিত্ব অবগত থাকিতেন, তাহা হইলে, তিনি কি নিজে নূতন করিয়া ভাষ্য রচনা করিতে যাইতেন, অথবা নিজভাষ্য-মধ্যে তাঁহার নাম পর্য্যন্তও উল্লেখ করিতেন না!—ইহা কখনই সম্ভবপর নহে।

অবশ্য ইহার বিরুদ্ধে যে-কথা উঠিতে পারে, তাহাও আমাদের চিন্তা করা উচিত। বস্তুতঃ ইহার বিরুদ্ধেও কিছু বলিবার আছে। কারণ আচার্য্য, যদি উপবর্ষকেই বৃত্তিকার ভাবিবেন, তাহা হইলে কখন 'অপরে' 'কেচিৎ' কখন "ভগবান্ উপবর্ষ" এরূপ বাক্য কেন ব্যবহার করিবেন, সর্ব্বত্রই একরূপ বাক্য ব্যবহার করিতেন। এজন্য উভয় দিক্ দেখিলে মনে হয়, এই বৃত্তিকার, উপবর্ষের পরবর্ত্তী এবং শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী; এবং ইনি ঋষি বা

ব্যাসশিষ্য বলিয়া শঙ্করের সময় সম্মানিত হইতেন না। এই বৃত্তিকার ব্যাস-শিষ্য হইলে উপবর্ষ অপেক্ষা প্রাচীন ও সম্মানার্হ হইতেন, কিন্তু শঙ্কর উপবর্ষকেই ভগবান্ বলিয়াছেন, এবং বৃত্তিকারের 'মত' বহু স্থলে খণ্ডন করিয়াছেন। বোধ হয় উপবর্ষের বৃত্তি আচার্য্যের অভিমত। তাহার পর, রামানুজ নিজেও কোন স্থলে বোধায়নকে ব্যাসশিষ্য বা প্রশিষ্য, এরূপ বলেন নাই, শিষ্যগণই তাহা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র। যাহা হউক, এই বোধায়নও রামানুজের গুরুসম্প্রদায় মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হন নাই।

তাহার পর, ইহাদের গুরুসম্প্রদায় মধ্যে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন ইতর জাতি এবং একজন দস্যু, অবশ্য তাহা হইলেও ইঁহারা সকলেই পরম ভক্ত। যাহা হউক, ইঁহাদের বিবরণ এইরূপ, যথা—

২। পোইহে। ইনি ভগবানের পাঞ্চজন্যাংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জন্মস্থান কাঞ্চীপুরী। ইনি সরোবর মধ্যে যোগনিমগ্ন থাকিতেন, এজন্য ইঁহার নাম সরযোগী। অদ্যাবধি সরোবর মধ্যে মন্দিরে ইঁহার ধ্যান-নিমীলিত মূর্ত্তি বিদ্যমান। ইনি দ্বাপর যুগে স্বর্ণপদ্মের ভিতর জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৩। পূদত্ত। ইনি মান্দ্রাজ হইতে ৬ ক্রোশ দক্ষিণে তিরুবড়-মমলই নামক স্থানে নারায়ণের গদাংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নাস্তিক-গর্ব্ব-খর্ব্বকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনিও দ্বাপর যুগের লোক।

৪। পে। মান্দ্রাজের দক্ষিণাংশে মলয়াপুরে একটী কূপমধ্যে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি সদা হরি-প্রেমে উন্মত্ত থাকিতেন, এবং ভগবানের খড়্গাংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিও দ্বাপরযুগে আবির্ভূত হন।

৫। তিরুমড়িশি। ইনি ভগবানের সুদর্শনাংশে মহীসারপুরে ৪২০২ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাকে লোকে মহীসার পুরের অধীশ্বর বলিয়া সম্মান করিত। ইনি প্রতিদিন তুলসী ও কুসুমমাল্য রচনা

করিয়া ভগবচ্চরণে অর্পণ করিতেন। মহীসারপুর—বর্ত্তমান তিরুমড়িশি। ইহা পুণামেলির দুই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

৬। শঠারি। ইহার অপর নাম শঠকোপ, শঠরিপু, বা পরাঙ্কুশ ইত্যাদি। ইনি কলিযুগের প্রারম্ভে (?) অর্থাৎ ৩১০২ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে পাণ্ড্য দেশস্থ কুরুকাপুরীতে চণ্ডাল-বংশসম্ভূত, সম্পত্তিশালী ভূম্যধিকারী 'কারির' ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাকে বিশ্বক্সেনের দ্বিতীয় অবতার বলা হয়। কুরুকাপুরী বা কুরুকুর, তিরুনভেলির নিকট তাম্রপর্ণী নদীতীরে অবস্থিত। ঐতিহাসিকের মতে ইনি খৃষ্টীয় ৮।৯ ম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি জন্মাবধি ১৬ বৎসর জড়পিণ্ডবৎ অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

৭। মধুর কবি। ইনি ভগবানের গরুড়াংশে কুরুকাপুরীর নিকট একটী স্থানে ৩২২৪ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে (?) জন্মগ্রহণ করেন। শঠারি ইঁহার গুরু ছিলেন। ইঁহার কবিতা অতি মধুর বলিয়া ইঁহাকে মধুরকবি বলা হইত। ইনি অযোধ্যা হইতে একটী আলোকরশ্মি অবলম্বন করিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে শ্রীনাগরী নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তথায় আলোকমূলে শঠারিকে দেখিয়া তাঁহার শিষ্য হন।

৮। কুলশেখর। ইনি কেরল দেশের রাজা ছিলেন। মালাবার দেশে চোলপট্টন বা তিরুভঞ্জিকোলম্ নামক স্থানে ৩১০২ পূর্ব্ব (?) খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি ভগবানের কৌস্তুভাংশে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং সর্ব্বজন-সমক্ষে রথারোহণ পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে গমন করেন। ইঁহার জন্মকাল, মালাবার দেশে প্রচলিত কেরলোৎপত্তিতে কিন্তু অন্যভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তদনুসারে ইনি খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর লোক।

৯। পেরিয়া আলোয়ার। ইহার অর্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। ইনি ৩০৫৬পূর্ব্ব(?)খৃষ্টাব্দে শ্রীবিল্লিপুত্তুর নগরে বিষ্ণুর রথাংশে জন্মগ্রহণ করেন।

ইহার কন্যা "অণ্ডাল," ভগবান্ রঙ্গনাথ নামক বিষ্ণুবিগ্রহকে বিবাহ করিতে আসিয়া বিষ্ণুবিগ্রহে মিশিয়া যান।

১০। ভক্ত-পদরেণু বা তোণ্ডাবাড়িপ্পোড়ি আলোয়ার। ইনি ভগবানের বনমালার অংশে জন্মিয়াছিলেন। চোলরাজ্যস্থ মাণ্ডঙ্গুড়পুর—ইঁহার জন্মস্থান। ইহা বর্ত্তমান ত্রিচিনাপল্লির নিকট। ইঁহার জন্মকাল ২৮১৪ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ (?)। ইনি নিত্য ভগবানকে মাল্যদ্বারা অর্চ্চনা করিতেন, এজন্য ইঁহাকে ভগবানের বনমালার অবতার বলা হয়।

১১। তিরুপ্পান আলোয়ার। ইঁহার অপর নাম মুনিবাহন। ইনি খৃষ্টীয় ১০০ অব্দে (?) ওরায়ুর নামক স্থানে চণ্ডালবংশে ভগবানের শ্রীবৎস অংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অতি সুগায়ক ছিলেন ও গান করিতে করিতে বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়িতেন। ইনিও একজন পরম-ভক্ত। এক দিন পথে গান করিতে করিতে ইনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। রঙ্গনাথের এক সেবক ভগবানের জন্য জল আনিতে যাইতে ছিলেন। পথ অবরুদ্ধ দেখিয়া সেবক, লোষ্ট্রাঘাতে তিরুপ্পানের সংজ্ঞাসাধন করেন; কিন্তু জল আনিয়া দেখেন মন্দির অবরুদ্ধ, কাজেই ভগবানের নিকট যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে ভাবিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে থাকেন। ভগবান্, ভিতর হইতে, উক্ত চণ্ডালকে স্কন্ধে করিয়া তাঁহার মন্দির বেষ্টন করিতে তাঁহাকে আদেশ করেন। সেবক তাহাই করিল, দ্বারও উদ্ঘাটিত হইল। কথিত আছে, ইনি পরে রঙ্গনাথের শরীরে বিলীন হন।

১২। কালিয়ন্ বা তিরুমঙ্গই। ইনি ভগবানের শার্ঙ্গধনুর অংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার চারি জন শিষ্য ছিলেন। প্রথম "তোরা-বড়ক্কন" অর্থাৎ তার্কিক-শিরোমণি, দ্বিতীয়, তাড়ূদূয়ান্ অর্থাৎ দ্বার-উদ্ঘাটক। ইনি ফুৎকার দ্বারা দ্বার খুলিতে পারিতেন। তৃতীয়, নেড়েলাহ-মেরিপ্পান্, অর্থাৎ ছায়াগ্রহ। ইনি যাহার ছায়া স্পর্শ

করিতেন, তাহার গতিরোধ হইত। চতুর্থ, নীরমেল্-নড়প্পান্ অর্থাৎ জলোপরিচর। ইনি জলের উপরও গমন করিতে পারিতেন। গুরু কালিয়ন, তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে এই চারি জন শিষ্য সহ শ্রীরঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত হন। এ সময় রঙ্গনাথের মন্দির অতিক্ষুদ্র ও ভগ্ন দশাগ্রস্ত ছিল। কালিয়ন, মন্দিরের অবস্থা দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন এবং ধনিগণের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া মন্দির নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিলেন। পরন্তু ধনিগণ কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। অনন্তর তিনি ধনিগণের এই দুর্ব্ব্যবহারে, ক্রোধে অধীর হইয়া দস্যুবৃত্তি দ্বারা ধন-সঞ্চয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। রাজসভা প্রভৃতি স্থানে গিয়া তার্কিকশিরোমণি শিষ্যটী, সকলকে বাক্‌চাতুর্য্যে যখন আবদ্ধ করিতেন, দ্বিতীয় শিষ্য ধনাগারে প্রবেশ করিয়া তখন ফুৎকার দ্বারা তালা খুলিয়া দিতেন, কেহ আসিলে তৃতীয় শিষ্য তাহার ছায়া স্পর্শ করিয়া তাহার গতিরোধ করিতেন এবং কালিয়ন্ স্বয়ং ধনরত্ন লইয়া প্রস্থান করিতেন। পরিখা প্রভৃতি দ্বারা ধনাগার সুরক্ষিত থাকিলে চতুর্থ শিষ্য জলের উপর দিয়া তথায় উপস্থিত হইতেন। এই প্রকারে ৬০ বৎসর কাল দস্যুবৃত্তি করিয়া তিনি ঐ দেশের এক প্রকার রাজা হইয়া পড়িলেন; কিন্তু নিজে তিনি ভিক্ষান্ন ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করিতেন না। সহস্র দস্যু তাঁহার শিষ্য হইয়া তাঁহার দস্যুতায় সাহায্য করিত; কি রাজা, কি প্রজা তাঁহাকে ভয় করিত না তখন এমন কেহই ছিল না।

এইরূপে ৬০ বৎসর অন্তে সপ্ত প্রাকার বিশিষ্ট সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হইল। মন্দির সম্পূর্ণ হইলে তিনি শিল্পীগণকে পারিশ্রমিক দিয়া বিদায় করিলেন। এই সময় তাঁহার সহস্র দস্যু শিষ্যও বেতন লইবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, কিন্তু কালিয়নের নিকট এক পয়সাও তখন নাই। দস্যুগণ, কালিয়নকে নিঃস্ব জানিয়া মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা

করিতে লাগিল। গুরু কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই চতুর্থ শিষ্যকে ডাকিয়া নৌকা-যোগে উক্ত দস্যুগণকে জলে ডুবাইয়া মারিবার পরামর্শ দিয়া বসিয়া আছেন। শিষ্য আসিয়া দস্যুগণকে বলিলেন, "তোমরা আমার সঙ্গে এই সুবৃহৎ নৌকায় আরোহণ করিয়া কাবেরীর উত্তর পারে আইস, তথায় বহু ধনরত্ন লুক্কায়িত আছে, আমরা উহা লইব। দস্যুগণ আনন্দ সহকারে নৌকায় আরোহণ করিয়া চলিল। নৌকা মধ্য-নদীতে আসিলে সহসা জলমগ্ন হইল। দস্যুগণ প্রাণে মরিল, শিষ্য, জলের উপর দিয়া গুরুসন্নিধানে ফিরিয়া আসিলেন। যেথানে এই সহস্র দস্যু বিনষ্ট হয়, অদ্যাবধি তাহাকে হত্যাস্থল বা কোল্লিড়ম্ বলা হইয়া থাকে। ইনি ৮ম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন ও দিব্যপ্রবন্ধ নামক এই সম্প্রদায়ের বেদ-স্থানীয় পুস্তকের ছয়টী প্রবন্ধ রচনা করেন। ইনিও পরম ভক্ত। ইঁহার রচিত এক সহস্র শ্লোকাত্মক তিরুমুড়ি বিশ্ববিখ্যাত।

১৩। শ্রীনাথ মুনি। ইনি ব্রাহ্মণ, কিন্তু শঠকোপের শিষ্য। কলিগত ৩৬৮৪ বা ৫৮৩ খৃষ্টাব্দে 'বীর নারায়ণপুরে' বিশ্বকৃসেনের পারিষদ্ গজবদনের অংশে ইঁহার জন্ম। ইনি "পরাঙ্কুশ-দাস" নামক "মধুর কবির" শিষ্যের নিকট হইতে মন্ত্র লইয়া তপস্যা দ্বারা দ্রাবিড়বেদ উদ্ধার করেন। ইনি মহাযোগী ছিলেন এবং ৩৩০।৪০ বৎসর জীবিত থাকিয়া সমাধিযোগে দেহত্যাগ করেন। শঙ্করের সময় ইনি শ্রীরঙ্গমে ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। ন্যায়তত্ত্ব, যোগরহস্য, শ্রীপুরুষ-নির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহার রচিত।

১৪। ঈশ্বর মুনি। ইনি শ্রীনাথ মুনির পুত্র, কিন্তু অকালে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে ইঁহার ভার্য্যা গর্ভবতী ছিলেন, সুতরাং অনতিবিলম্বে নাথমুনি পৌত্রের মুখদর্শন করিয়া সকল দুঃখ বিস্মৃত হয়েন। এই পৌত্রই ভবিষ্যতে যামুনমুনি নামে বিখ্যাত হয়েন। ঈশ্বর মুনি, পৃশ্নিগর্ভ বিষ্ণুর অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

১৫। যামুন মুনি। ইনি যমুনাতীরে মাতৃগর্ভে আগমন করেন বলিয়া ইহার পিতামহ নাথ-মুনি ইহার নাম রাখিয়া ছিলেন—যামুন। যামুন, কলি ৪০১৭ অব্দে বুধবার, পূর্ণিমা, আষাঢ়মাসে উত্তরা-ষাড়া নক্ষত্রে শ্রীরঙ্গমে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার জন্মস্থান বীরনারায়ণপুর বা মাদুরা। ইনি বিষ্ণুর সিংহাসন অংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যাবধি ইনি অসাধারণ ধীসম্পন্ন ছিলেন। বাল্যে ইনি রাজসভায় সমুদায় পণ্ডিতগণকে জয় করিয়া রাজা ও রাণীর প্রতিজ্ঞানুসারে পাণ্ড্যরাজ্যের অর্দ্ধেক প্রাপ্ত হন এবং বৃদ্ধ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীরঙ্গমে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ইনি ১২৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। যামুনের পাঁচজন শিষ্য ছিলেন। রামানুজ সকলের নিকটেই শিক্ষা লাভ করেন, তবে বিশেষভাবে মহাপূর্ণ ই রামানুজের মন্ত্রদাতা গুরু। শ্রীনিবাস আয়াঙ্গারের মতে নাথমুনির পর ১৪। পুণ্ডরীকাক্ষ, তৎপরে ১৫। রামমিশ্র, এবং তদনুসারে রাম-মিশ্রের শিষ্য যামুনাচার্য্য বা যামুনমুনি।

১৪। পুণ্ডরীকাক্ষ। কলির ৩৯২৭ অব্দে শ্রীরঙ্গমের উত্তর শ্বেতগিরিতে ইহার জন্ম হয়। ইনি ১০৫ বৎসর জীবিত ছিলেন ও সমাধিযোগে দেহত্যাগ করেন। ইনি নাথমুনির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও তাঁহার নিকট হইতে যোগবিদ্যা ও দ্রাবিড়বেদের ব্যাখ্যা শিক্ষা করেন। যামুনাচার্য্যকে শিক্ষা দিবার জন্য নাথমুনি ইহাকে তাঁহার সমুদয় বিদ্যা প্রদান করিয়া ছিলেন।

১৫। রামমিশ্র। ইনি ৩৯৩২ কল্যব্দে ভগবানের কুমুদের অংশে শ্রীরঙ্গমে জন্মগ্রহণ করেন! ইনিও ১০৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। পুণ্ডরীকাক্ষ অতি বৃদ্ধ হওয়ায়, যামুনাচার্য্যকে শিক্ষা দিবার জন্য নাথমুনির নিকট তিনি, যে সমস্ত বিদ্যা শিখিয়া ছিলেন, তাহা ইহাকে শিখাইয়া যান।

উপরি উক্ত বৃত্তান্ত দর্শনে দেখা যায়, রামানুজ-সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা মধ্যে আদি-ব্যক্তিগণ অতি প্রাচীন, দ্বাপরের শেষ বা কলির প্রথমে আবির্ভূত। শঠকোপ, যাঁহাকে ঐতিহাসিকগণ তত প্রাচীন মনে করেন না, তিনি পর্য্যন্ত প্রাচীন দলভুক্ত। পরন্তু নাথমুনি হইতে আধুনিক দলভুক্ত বলা যায়। নাথমুনি যেরূপ যোগী ছিলেন, ইঁহার শিষ্য প্রশিষ্য সেরূপ ছিলেন না। ইঁহার শিষ্য পুণ্ডরীকাক্ষ সমাধিযোগে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু রামমিশ্র তাহা পারেন নাই। যামুনাচার্য্য, যদিও রামমিশ্রের নিকট নাথমুনি-প্রদত্ত যোগবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন এবং নাথমুনির অপর শিষ্য, যোগী ও সমাধিমান কুরুকাধিপের নিকট হইতেও শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি সমাধিযোগে দেহত্যাগ করিতে সক্ষম হন নাই। তাহার পর, যামুনের শিষ্য মহাপূর্ণ বা তাঁহার শিষ্য রামানুজ, কেহই যোগে ঔৎকর্ষ্য লাভ করিয়াছিলেন—একথা শুনা যায় না। বরং রামানুজ যোগবিদ্যার বিরোধীই ছিলেন। তিনি, যামুনের এক শিষ্যকে যোগবিদ্যা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। ইঁহারা সকলে শঠকোপ প্রভৃতির রচিত দ্রাবিড়-বেদোক্ত ভক্তিমার্গেরই অধিক পক্ষপাতী ছিলেন।

পক্ষান্তরে শঙ্করাচার্য্যের গুরুসম্প্রদায়ে যোগবিদ্যা অধিক অভ্যস্ত ছিল। তাঁহার গুরু গোবিন্দপাদ ও পরমগুরু গৌড়পাদ সিদ্ধ-যোগী ও বহু-সহস্র-বৎসরজীবী বলিয়া পরিচিত। শঙ্করের নিজের ও তাঁহার গুরু গোবিন্দপাদ, উভয়েরই দেহত্যাগ সমাধি দ্বারা হয়, কিন্তু রামানুজ বা তাঁহার গুরু মহাপূর্ণ বা পরমগুরু যামুনাচার্য্যের তাহা ঘটে নাই। যদি চ তিব্বতে শঙ্করের, লামার নিকট তপ্ত তৈলে, মতান্তরে ছুরিকা খণ্ডে প্রাণত্যাগের কথা আছে, তাহা তাঁহার বিরুদ্ধসম্প্রদায়ের কথা। এই তুলনাকার্য্যে আমরা উভয় পক্ষেরই মিত্র ও শিষ্য-সম্প্রদায়ের কথা গ্রহণ করিতেছি। বিরুদ্ধবাদী কিনা বলিয়া থাকে। দয়ানন্দস্বামী বলিতেন,

শঙ্কর, বিষপ্রযুক্ত হইয়া দেহত্যাগ করেন। কিন্তু এসব কথার আকর কোন গ্রন্থ আছে কি না, তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই।

তাহার পর, গৌড়পাদের সাংখ্যকারিকা-ভাষ্য, মাণ্ডুক্য-উপনিষদ্-কারিকা, উত্তর-গীতাভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ, এবং গোবিন্দপাদের অদ্বৈতানুভূতি দেখিলে এই সম্প্রদায়কে যোগবিদ্যা ও দার্শনিক, বিশেষতঃ বেদান্ত-বিদ্যায় বিশারদ বলিতে হইবে, পক্ষান্তরে রামানুজ-সম্প্রদায়ে—নাথমুনি বিরচিত ন্যায়তত্ত্ব, যোগরহস্য ও শ্রীপুরুষনির্ণয় গ্রন্থ এবং শঠকোপ বিরচিত দ্রাবিড় আম্নায় প্রভৃতি কয়েকখানি ভক্তিগ্রন্থ ব্যতীত বৈদান্তিক বা দার্শনিক গ্রন্থ কিছু আছে কি-না জানি না। এই ঘটনাকে যদি শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সহিত সমান করিবার জন্য ধরা যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, নাথমুনির সহিত রামানুজের যে কালগত ও পরম্পরাগত ব্যবধান, শঙ্কর ও গোবিন্দপাদ বা গৌড়পাদের সহিত সে ব্যবধান নাই। গৌড়পাদের সহিত শঙ্করের সাক্ষাৎ, মাধবাচার্য্য স্পষ্টভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত শুনা যায়, রামানুজ যোগবিদ্যার বিরোধীই ছিলেন। যামুনাচার্য্যের এক শিষ্য ছিলেন, তিনি যোগাভ্যাস করিতেন দেখিয়া রামানুজ তাঁহাকে তাহা হইতে বিনিবৃত্ত করেন। সুতরাং বলিতে পারা যায় শঙ্করের গুরু-সম্প্রদায় যোগবিদ্যা ও সাংখ্য-বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত এবং রামানুজের গুরু-সম্প্রদায় ভক্তি-বিদ্যায় পণ্ডিত।

তাহার পর, শঙ্করের গুরু-সম্প্রদায়ে ব্রাহ্মণেতর নীচ শূদ্রজাতির 'গুরুত্ব' শুনা যায় না, রামানুজের গুরু-সম্প্রদায়ে চণ্ডাল প্রভৃতিও গুরুপদে আসীন দেখা যায়। তাঁহার মৃত্যুকালে তিনি যে দশটী প্রধান উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতে শঠারি-সূত্র পাঠের আদেশ একটী নিদর্শন। তিরুমঙ্গই, ১২শ গুরু; ইনি রঙ্গনাথের মন্দিরের জন্য যে দস্যুদল গঠন করিয়াছিলেন, মন্দির শেষ হইলে, তাহারা যখন অর্থ প্রার্থনা করে, তখন তিনি তাহাদিগকে

কাবেরীতে ডুবাইয়া মারেন। শঙ্কর-সম্প্রদায়ে এরূপ গুরু কেহ ছিলেন কিনা জানি না। যদি বলা যায়, নীচ জাতি ভক্ত হইলে, তাঁহাকে গুরু করিলে উদারতারই পরিচয় হয়, সুতরাং রামানুজের গুরু-সম্প্রদায়ে উদারতার আধিক্য বলা যাইতে পারে ; সত্য, কিন্তু উন্নতি, শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া যতটা হয়, উশৃঙ্খলতার মধ্য দিয়া ততটা হইতে পারে না, ইহা স্থির। আর এই শৃঙ্খলার জন্যই ব্রাহ্মণ—লোকগুরু, অপরে তাঁহাদের অনুগমনকারী, এইরূপ নিয়ম করা হইয়াছে। এখন কদাচিৎ কোথাও অন্য জাতিতে মহত্ত্বদর্শনে তাঁহাকে গুরুপদে স্থান দিলে ঐ শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়। আর এই জন্যই আদর্শ-চরিত্র রামচন্দ্র, শূদ্র তপস্বীর শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন ; এই জন্যই রামানুজের নিরতিশয় নির্ব্বন্ধ সত্ত্বেও পরমভক্ত, শূদ্র কাঞ্চীপূর্ণও রামানুজকে মন্ত্র প্রদান করেন নাই ; এই জন্যই রামানুজের গুরু মহাপূর্ণ, এক শূদ্র ভক্তের ব্রাহ্মণোচিত সৎকার করেন বলিয়া রামানুজ কর্তৃক অনুযুক্ত হন; এই জন্যই রামানুজের কিছু পরে এ-ভাবের একটা প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়, যাহার ফলে রামানুজের শিষ্য-সম্প্রদায় খুব ব্রাহ্মণোচিত জাতিবিচারের প্রাধান্য দিয়াছেন। সুতরাং আমরা বলিতে পারি, শঙ্করের গুরু-সম্প্রদায় জ্ঞানী, শান্ত ও গম্ভীর; রামানুজের, ভক্ত উদার ও ভাববিহ্বল, কিন্তু একটু উচ্ছৃঙ্খলতার পোষক। শঙ্কর-সম্প্রদায়ে—'লক্ষ্য' ও 'উপায়'—উভয়ের প্রতি সমান দৃষ্টি। রামানুজ-সম্প্রদায়ে—লক্ষ্যের প্রতি অধিক দৃষ্টি।

সম্প্রদায় সম্বন্ধে ঐরূপ হইলেও ব্যক্তিগত প্রকৃতি অনুসারে শঙ্কর ও রামানুজের মধ্যে কি সম্বন্ধ, তাহাও একবার চিন্তনীয়। শঙ্কর, ব্রাহ্মণ-কুমার, ব্রাহ্মণের শিষ্য হইলেন, ইহাতে বলিবার কিছুই নাই, কিন্তু রামানুজ, ব্রাহ্মণ-কুমার হইয়াও তিনি যেরূপ গুরু-সম্প্রদায় আশ্রয় করিলেন, তাহাতে তাঁহার গুণগ্রাহিতার পরিচয় হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে অবশ্য তিনি প্রথমে অন্য সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ-ভগবদ্ভক্ত পাইলে কাঞ্চীপূর্ণের

প্রতি এত অনুরক্ত হইতেন কিনা সন্দেহ। তিনি স্বজাতি-সুলভ জাত্যভিমান পরিত্যাগ করিয়া শূদ্র কাঞ্চীপূর্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন, ইহা তাঁহার সরলতা ও উদারতার পরিচয় সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে শঙ্কর যখন শুনিলেন যে, সুদূর নর্ম্মদাতীরে এক মহাযোগী থাকেন,—যখন দেখিলেন তাঁহার মনের মতটী আর কোথাও মিলে না, তখন তিনি সেই স্থানে যাওয়াই স্থির করিলেন; এজন্য তাঁহার সূক্ষ্মদর্শীতা ও বিচার-বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা প্রমাণিত হয়, তাহাও স্বীকার্য্য। সুতরাং, দেখা যাইতেছে দুই জনের মনোবৃত্তি দুই প্রকার। শঙ্কর চাহেন—যাহা একেবারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা যতই কেন দুর্ল্লভ হউক না, তাহা যে-কোন উপায়ে পাইতেই হইবে; রামানুজ যদৃচ্ছালব্ধ উত্তম বস্তুতেই সন্তুষ্ট।

৬। জন্মকাল। শঙ্করের জন্মকাল ৬০৮ শকাব্দ বা ৬৮৬ খৃষ্টাব্দ। রামানুজের জন্মকাল ৯৪১ শকাব্দ বা ১০১৯ খৃষ্টাব্দ। শঙ্করের সময় ভারতে ম্লেচ্ছাধিকার হয় নাই। তাঁহার দেহত্যাগের ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে সুদূর পশ্চিম ভারতে প্রথম মুসলমান আক্রমণ হয়। তাঁহার সময় ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ব-স্ব-প্রধান কতকগুলি রাজ্যে বিভক্ত। কোন সার্ব্বভৌমিক রাজা ছিলেন না। অমিয়মাখা বৌদ্ধধর্ম্ম বিকৃত হইয়া ভীষণ তান্ত্রিক মতে পরিণত হইয়াছিল। মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা লোকে ইহলোকের সুখভোগই পরম-পুরুষার্থ জ্ঞান করিত। *

* শঙ্করাচার্য্যের জন্মকাল লইয়া প্রায় ২০।২২ প্রকার মত-ভেদ আছে। ইহাদের অবান্তর কাল খৃষ্ট পূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দী হইতে ১৫শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আমি এ সম্বন্ধে ৫।৬ বৎসর পরিশ্রম করিয়া সমস্ত ভাষায় যেখানে যে-কোন সংবাদ পাওয়া যায়, একত্র করিয়া এবং সমগ্র ভারত প্রদক্ষিণ করিয়া বহু পরিশ্রমের পর উক্ত সময়ই নির্ণয় করিয়াছি। এ সম্বন্ধে শ্রীশঙ্করাচার্য্য নামক এক পুস্তকে সমুদায় সবিস্তারে লিখিবার চেষ্টা করিতেছি। রামানুজের জন্মকাল ৯৩৮ হইতে ৯৪১ শকাব্দ পর্য্যন্ত মত-ভেদ আছে। আমি জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করিয়া দেখিয়াছি ৯৪১ই সম্ভবতঃ ঠিক।

বৌদ্ধধর্ম্মকে স্থান দিবার পূর্ব্বে বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম্ম যেরূপ বিকৃত হইয়া ছিল, বৌদ্ধধর্ম্মও বিকৃত হইয়া তদপেক্ষা অধিকতর পূতিগন্ধময় হইয়া পড়িয়াছিল। জৈনগণের পবিত্র উপদেশ তখন অলৌকিক শক্তি-উপার্জ্জনেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। অবশ্য জৈনমত, বুদ্ধমতের ন্যায় তত অধিক বিকৃত বা বিনষ্টপ্রায় হয় নাই। ইঁহারা কৌশলে নিজাস্তিত্ব রক্ষা করিতে ছিলেন। প্রাচীন পৌরাণিক 'মত' তখন বিকৃত বৌদ্ধ-তান্ত্রিক-তার সংস্পর্শে বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া স্ব-স্ব-প্রধান হইয়া পড়িয়াছিল, ইহাদের অভ্যন্তরে একতাসূত্র তখন ছিন্নভিন্ন। বেদমূলকতা থাকিলেও একেশ্বরাধীনতা প্রভৃতি তখন বিলুপ্ত হইয়াছিল। যুদ্ধে উভয় পক্ষের সৈন্যসামন্ত নিহতপ্রায় হইয়া একপক্ষ জয়লাভ করিলে, বিজেতাগণ যেমন পরাজিতকে স্ববশে আনয়নে অসমর্থ হয়, কিন্তু আবার নূতন সেনাপতি প্রভৃতি আগমন করিলে যেমন তাহাতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ ন্যায়, সাংখ্য, কর্ম্ম-মীমাংসা প্রভৃতি, বৌদ্ধশত্রুকে পরাজিত করিয়া স্বয়ং নিহতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদিগের তখন বৌদ্ধগণকে স্ববশে আনিবার সামর্থ্য ছিল না, তখন আরও নূতন বলের জন্য যেন তাহারা পশ্চাদ্দিকে কেবল চাহিয়া দেখিতেছিল। ঠিক এই সময় বেদান্ত-শাস্ত্র-রূপ নববলে সজ্জিত হইয়া শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয় হয়। উৎকৃষ্ট অস্ত্র ও নববলে বলীয়ান্ শঙ্কর তখন, বিজেতা অবশিষ্ট সৈন্য দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া শত্রুর সমুদায় ঐশ্বর্য্য হরণ করিলেন ও শত্রুগণকে অভয় দিয়া স্ববশে আনয়ন করিলেন। বস্তুতঃই শঙ্কর তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৈদিক ও বৌদ্ধগণের দার্শনিক মতের উৎকৃষ্ট অংশগুলি গ্রহণ করিয়া বেদান্তমত প্রচারের সুযোগ পাইয়াছিলেন; তৎকালের যত কিছু উৎকৃষ্ট, সে সমুদায়ই তাঁহার মতে অন্তর্নিবিষ্ট করিতে সুবিধা পাইয়াছিলেন। আচার্য্যের অভ্যুদয় হইয়া যদি ভারতবাসী নিজ বৈদিক ধর্ম্মের একতা, একেশ্বরাধীনতা না স্মরণ করিতে পারিত, তাহা

হইলে একেশ্বরবাদী উন্মত্ত মুসলমানগণের প্রবাহে ভারতের বৈদিক ধর্ম্ম ভবিষ্যতে একদিনও দণ্ডায়মান থাকিতে পারিত না। ওদিকে বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে ঈশ্বরান্বেষণ সম্বন্ধে ভারতে চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহা ইতিহাসই বলিয়া দিতেছে। এই জন্যই বোধ হয়, বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর কি এ পর্য্যন্ত কেহ জানে নাই, ভবিষ্যতে জানিতেও পারিবে না, তোমরা ও-চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে জুড়াইতে পার, তাহার উপায় কর। আচার্য্য শঙ্কর নিজ মতমধ্যে, সুতরাং, ঈশ্বর সম্বন্ধে এমন সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যাহা তৎকালের চেষ্টার ফল অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বমতের সমন্বয় স্থল বলিতে হইবে।

পক্ষান্তরে, রামানুজ যে সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে সময় ভারত, মুসলমানগণ কর্তৃক উপদ্রুত ও বিধ্বস্ত। অবশ্য দক্ষিণ-ভারত তখনও তাহাদের করতল-গত হয় নাই। শঙ্করের প্রায় ৩৩৩ বৎসর পরে রামানুজের আবির্ভাব হয়। এ সময় ভারতে শঙ্কর-মতও বিকৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। শাঙ্কর-বেদান্তের সূক্ষ্মতত্ত্ব গুলি অনধিকারীর হস্তে পড়িয়া এক অভিনব উৎপাতের সৃষ্টি করিয়াছিল। ব্রহ্মার নিকট ইন্দ্র ও বিরোচন উপদেশ লাভ করিয়া যেমন ইন্দ্র—তপস্যারত ও নিরভিমান এবং বিরোচন যেমন অসুরে পরিণত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ শঙ্করের সেই সূক্ষ্ম ও উচ্চকথা বুঝিতে না পারিয়া, অনেকে তস্করবৃত্তি পূর্ব্বক জীবন যাপন করিত ও স্বয়ং 'ব্রহ্ম' বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত। যেমন নিজের সন্তানগণকে বিপথ হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য পিতা, নিজ গুপ্তভাণ্ডার, অযোগ্য পুত্রের নিকট আর লুকাইয়া রাখেন না, তদ্রূপ বৈদিক-ধর্ম্মানুসরণকারী বিপ্রতনয়গণ পর্য্যন্ত বৌদ্ধাদি অবৈদিক-মতে প্রবৃত্ত দেখিয়া আচার্য্য, গুহ, অন্তিমের অবলম্বনীয় সেই বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-গুলি অযোগ্য অধিকারীমধ্যে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অযোগ্য-পুত্রহস্তে অমূল্য পিতৃভাণ্ডার পড়িলে

যেমন তাহার অপব্যবহার হয়, তদ্রূপ বেদান্ত-রত্ন, অনধিকারীর হস্তে পড়িয়া কুফল উৎপাদন করিতে লাগিল। ঈশ্বর-ভক্তি, অভিমান-শূন্যতা প্রভৃতি সকলে ভুলিয়া গেল, সকলে সবই করিত, অথচ নিজেকে ব্রহ্ম ভাবিয়া সেই পাপের সমর্থন করিত। আচার্য্য রামানুজের ঠিক এই সময় অভ্যুদয় হয়। শঙ্কর-মতের কুফল নিবারণ জন্যই যেন রামানুজের জন্ম হয়।

মনুষ্যপ্রকৃতি দুইপ্রকার দেখা যায়। একপ্রকার—দাসত্ব-প্রয়াসী, অপর—প্রভুত্ব-প্রয়াসী। এ দুইপ্রকার প্রকৃতি, সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের একটী অবয়ব। সকলেই যেমন কখন প্রভু হইতে চাহে না, তদ্রূপ সকলেই কখন দাসত্ব করিতে চাহে না। এ ভেদ, মানব-চরিত্রে প্রকৃতি-গত ভেদ। ইহাতে নিন্দনীয় বা প্রশংসনীয় কিছুই নাই—ইহা প্রকৃতির পরিচয় মাত্র। শঙ্কর-মত যখন অতি বিস্তৃত হইয়া এই দাসত্ব-প্রয়াসীরও অবলম্বনীয় হইয়া পড়িল, তখন তাহার সুফল কি করিয়া ফলিতে পারে? তাহার কুফল ত অবশ্যম্ভাবী। বস্তুতঃই এ সময় শঙ্কর-মত সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল; অধিক কি, বেদান্ত অধ্যয়নের জন্য রামানুজ, অমন কাঞ্চীপুরীতে বিকৃত অদ্বৈতপন্থী যাদবপ্রকাশ ভিন্ন আর কাহাকেও পান নাই।

এতদ্দ্বারা ইহা বুঝা যায় যে, নিরীশ্বর বৌদ্ধ-সংঘর্ষে শঙ্কর-মতে ব্রহ্ম-বস্তু প্রতিপাদনে যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছে এবং নানা শ্রেণীভুক্ত কাপালিক, বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য, সৌর, শাক্তগণের সহিত সংঘর্ষে শঙ্করের ব্রহ্মকে সকলের অভীষ্ট ভগবান্ হইতে এত উচ্চভাবাপন্ন ও সূক্ষ্মতর তত্ত্বে পরিণত করিতে হইয়াছে যে, সকলের মতেরই সামঞ্জস্য রক্ষা পায়; এবং রামানুজ-মতে সেই ব্রহ্মবস্তুকে উপাসনা ও সেবোপযোগী করিবার জন্য তাহা অপেক্ষা অধিক প্রয়াস হইয়াছে, কারণ শঙ্করের ব্রহ্ম, জগৎ ও জীবের সহিত সর্ব্ববিধ সম্বন্ধ রহিত বস্তু। লোকে তাহা ধারণা করিতে সহজে পারে না।

লোকে যেরূপ হয়, তাহা যেমন তাহার কতকটা সঙ্গ ও অবস্থার ফল,

এস্থলে শঙ্কর ও রামানুজে তাহাই হইয়াছে দেখান হইল। অবস্থা বা সঙ্গের বশে যাহাতে যে-ভাব যতটা প্রকাশ পাইয়াছে, ইহাতে তাহারই আভাস কিঞ্চিৎ পাওয়া গেল।

আচার্য্যদ্বয়ের পূর্ব্বে ভারতের অবস্থা আলোচনা করা হইয়াছে, এইবার তাঁহাদের পরে কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা দেখিতে চেষ্টা করা যাউক। শঙ্করের পর ভারতে প্রায় তুই শত বৎসর পর্য্যন্ত ধর্ম্ম-ভাব বেশ চলিয়াছিল, কেবল রাজকীয় উপদ্রবে তাহা আশানুরূপ সুফল প্রসব করিতে পারে নাই। যদি রাজকীয় উপদ্রব না ঘটিত, তাহা হইলে খুব সম্ভব উহা আরও অধিক দিন সুফল প্রসব করিতে পারিত। তথাপি ধর্ম্মসম্বন্ধে শঙ্করের পর ভারত কিছুদিনের জন্য সেই বৈদিক জ্ঞান-জ্যোতির আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিছুদিন মৃত-প্রায় সমাজ-শরীরে জীবনী-লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল,—কিছুদিন লোকে পরস্পরে বিবাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া নিজ নিজ লক্ষ্যের প্রতি প্রধাবিত হইতে পারিয়াছিল। এমন কি, মহামতি বাচস্পতি মিশ্র পর্য্যন্ত এ ভাব বেশ সতেজে চলিয়াছিল, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়, কিন্তু রামানুজের ঠিক পূর্ব্ব শতাব্দী হইতে এ ভাবের পরিবর্ত্তন হইল এবং যেরূপটী ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

এক্ষণে রামানুজের পর ভারতের অবস্থা যেরূপ হইল, তাহাই কেবল আলোচ্য। রাজকীয় ব্যাপারে রামানুজ-মত, শঙ্কর-মত অপেক্ষা আরও অধিক অনুপযোগী বলিয়া বোধ হয়। দিন দিন, মুসলমানগণ হিন্দুরাজ্য সমূহ বিধ্বস্ত ও লুণ্ঠন করিতে লাগিল, ক্রমে হিন্দুরাজ্য সকল বিলুপ্ত হইয়া ম্লেচ্ছরাজ্যে পরিণত হইল। রামানুজের দেহত্যাগের পর অর্দ্ধশতাব্দী মধ্যেই শ্রীরঙ্গমের শ্রীরঙ্গনাথ বিগ্রহই মুসলমানগণ স্থানান্তরিত করিয়াছিল।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে শঙ্কর যেমন একটা একতাসূত্রে সকলকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন; রামানুজ তাহা আবার শিথিল করিলেন। কোথায় তিনি সমন্বয়ের পথ অবলম্বন করিয়া আরও সকলকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিবেন, না তিনি অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি এরূপ ঔদাসীন্য দেখাইলেন যে, উহাকে বিদ্বেষ নাম দিতে একটুও কুণ্ঠা হয় না। তাঁহার পর আবার সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিবাদ-বিসম্বাদ দেখা দিতে লাগিল। রামানুজ, অদ্বৈতমত ও শৈবমতের অনুরাগী ছিলেন না বলিয়া অদ্বৈতবাদী ও শৈবগণ একত্র বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া রামানুজ-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। ইহার ফলে বৈরাগী ও সন্ন্যাসিগণের কত স্থলে কত ভীষণ যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। হরিদ্বার, নাসিক প্রভৃতি উক্ত যুদ্ধের প্রধান নিদর্শন স্থল। রামানুজ, শঙ্কর-মতের সমকক্ষতা আচরণে সমর্থ হওয়ায় অন্যান্য বৈষ্ণব-মত আবার মস্তকোত্তোলন করিবার সুযোগ পাইল। ক্রমে মধ্ব, নিম্বার্ক ও বল্লভ প্রভৃতি মতবাদিগণ আবার প্রবল হইতে লাগিলেন। শৈবগণের মধ্যে বীর-শৈব-সম্প্রদায় বাসবাচার্য্যের যত্নে সৃজিত হইল। ইহারা তখন বেশ সংগ্রাম-পটু হইয়া রামানুজ-মতের বাধা দানে উদ্যত হইলেন। ফলে, শঙ্কর-প্রতিষ্ঠিত একতা-সূত্রের বন্ধন রামানুজ শিথিল করিলেন এবং তজ্জন্য ভারতবাসীর আবার সেই অন্তরের জিনিসে বিবাদ উপস্থিত হইল। ওদিকে যে-সমস্ত শঙ্কর-মতের অনুপযোগী ব্যক্তিবৃন্দ শঙ্কর-মতে প্রবেশ করিয়া দারুণ অশান্তির জ্বালায় জ্বলিতে ছিলেন, তাঁহাদের হৃদয়ে আজ শান্তি-বারি সিঞ্চিত হইল, তাঁহাদের যেন বহুদিনের পিপাসা আজ মিটিল। বোধ হয়, রামানুজ না জন্মিলে, ভাবাবেগে ভগবদ্ ভজন-পূজন এক প্রকার বিলুপ্তপ্রায় হইত। এইরূপে কালরূপী ভগবল্লীলায়—আচার্য্যদ্বয় নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া আবার কাহার হস্তে ভবিষ্যতের ভারত-সন্তানকে সমর্পণ করিয়া চলিয়া গেলেন, তাহা বিধাতাই জানেন।

যাহা হউক এতদ্দ্বারা আমরা দেখিতে পাইলাম, উভয়েই প্রকৃতি-জননীর প্রেরণায় বা ভগবদিচ্ছায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ভগবানের সৃষ্টিতে উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা আছে।

৭। জন্মগত সংস্কার।—শঙ্কর যেন জন্মাবধিই ব্রহ্মজ্ঞানী। কারণ, গোবিন্দপাদের নিকট উপদেশ-প্রার্থী হইয়া যখন তিনি আত্ম-পরিচয় দেন, তখন শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানীর কথাই বলেন। তাঁহার "সিদ্ধান্ত-বিন্দু-সার" "নিরঞ্জনাষ্টক" প্রভৃতি স্তবস্তুতি গুলিও ইহার প্রমাণ। দেবদেবী-বিষয়ক স্তবস্তুতিগুলি ইহার অবিরোধী বলিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞানী বলাই সঙ্গত। রামানুজ কিন্তু জন্মাবধিই বিষ্ণুভক্ত। কারণ, যাদবপ্রকাশের নিকট যখন তিনি 'কপ্যাস' শ্রুতির ব্যাখ্যাতে বিষ্ণুর চক্ষুর সহিত বানরের পশ্চাদ্ভাগের তুলনা শুনিলেন, তখন তিনি অশ্রু সম্বরণ করিতে অসমর্থ হন। এসব গুলি জন্মগত সংস্কার প্রমাণের সুন্দর নিদর্শন স্থল। এতদ্দ্বারা বলা যাইতে পারে, দুইজন জন্ম হইতেই দুই প্রকার সংস্কার বিশিষ্ট ছিলেন।

৮। জন্মস্থান।—শঙ্করের জন্মস্থান দক্ষিণ-ভারতের পশ্চিম উপকূল। রামানুজের জন্মস্থান কিন্তু পূর্ব্ব উপকূলে। দুইজনে ভারতের দুই সীমায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তবে শঙ্করাচার্য্যের জন্মভূমি, তুলনায় আর একটু দক্ষিণদিক্-বর্ত্তী। শঙ্করের জন্মস্থানের নিকটেই সুন্দর আলোয়াই নদী; উহা এখন শঙ্করের ভিটার পাদ-দেশ বিধৌত করিয়া প্রবাহিত। আলোয়াই নদীর জলও খুব ভাল, এ দেশে লোকে ইহাকে ঔষধের মত উপকারী বলিয়া জ্ঞান করে। রামানুজের জন্মস্থানের নিকট নদী নাই। শঙ্করের জন্মভূমিতে দাঁড়াইলে দূরে পর্ব্বতমালা দেখা যায়, রামানুজের জন্মস্থান হইতে সেরূপ কিছু দেখা যায় না, তবে তাঁহার জন্মভূমির চারিদিকে শস্য-শ্যামলা বসুন্ধরা হাসিতেছে। তাঁহার জন্মস্থানের

শুষ্কতা, উত্তাপ প্রভৃতি শঙ্করের জন্মস্থান হইতে একটু বেশী। শীত, গ্রীষ্মের মাত্রাও রামানুজের জন্মভূমিতে যত বেশী, শঙ্করের জন্মভূমিতে তত বেশী নহে। লোকের শারীরিক বল প্রায় তুল্য, বোধ হয়, রামানুজের জন্মভূমির দিকে একটু বেশী। সমতলভূমি রামানুজের দেশে বেশী, শঙ্করের দেশে, বোধ হয়, তত বেশী নহে। এক কথায় শঙ্করের দেশে প্রকৃতির সকল মূর্ত্তি যত বেশী বিদ্যমান, রামানুজের দেশে তত বেশী নহে। প্রকৃতির তীব্রতা রামানুজের দেশে অধিক, কিন্তু শঙ্করের দেশে সামঞ্জস্য অধিক। যদি স্থানের প্রকৃতি মনুষ্য-জীবন-গঠনের একটী উপকরণ হয়, তাহা হইলে এতদনুসারে উভয়ের চরিত্রেও ইহা কথঞ্চিৎ প্রতিফলিত হইবার কথা। প্রকৃত প্রস্তাবে উভয়ের চরিত্রে এভাবের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা অভিজ্ঞ পাঠক উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

৯। জন্মের উপলক্ষ।—শঙ্করের জন্মের পূর্ব্বে তাঁহার পিতা মাতা শিবার্চ্চনা করিয়া পুত্র লাভ করেন। রামানুজের জন্মের পূর্ব্বে রামানুজের পিতা যজ্ঞদ্বারা বিষ্ণুর তুষ্টি-সাধন করিয়া রামানুজকে লাভ করেন। উভয়েই বহুদিন অপুত্রক থাকিয়া পুত্র-কামনার ফলে উভয়কে লাভ করিয়াছিলেন। উদ্দাম মানব-প্রকৃতি বশে কাহারও জন্ম নহে।

১০। জয়চিহ্ন-স্থাপন। শঙ্কর-জীবনে কোথাও দেখা যায় না যে, তিনি তাঁহার জয়চিহ্ন স্থাপন করিয়াছেন, পরন্তু 'রামানুজ দিব্য চরিত' নামক গ্রন্থে দেখা যায় যে, তিনি যখন শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করিয়া মেলকাট প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্মস্থাপনে প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন চেন্‌গামি (বর্ত্তমান চেনগাম্) নামক স্থানে তিনি বাদীদিগকে বিচারে পরাজিত করিয়া জয়চিহ্ন স্বরূপ একটি মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি দাশরথিকে এই দিগ্বিজয়-কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। দাশরথি-ভেলুর পর্য্যন্ত গমন করেন এবং পথে সকলকে বাদে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইনি প্রায় সর্ব্বত্রই তাঁহার জয়চিহ্ন স্বরূপ

এক একটী নারায়ণ প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিয়া ছিলেন। ভেলুরে যে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার শিলালেখ হইতে জানা যায়, উহা ১০৩৯ শক বা ১১১৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

আচার্য্য শঙ্করও মঠাদি অনেক স্থাপন করিয়াছেন কিন্তু কোথাও তাহা জয়-চিহ্ন-স্থাপন রূপে বর্ণিত হয় নাই।

১১। জীবনগঠনে দৈব-নির্ব্বন্ধ।—মনুষ্যজীবন যেমন সঙ্গ বা অবস্থার ফল, তদ্রূপ সেই সঙ্গ বা অবস্থাও আবার অন্য কিছুর ফল। সত্য বটে, মনুষ্যকে যে-অবস্থায় রাখা যাইবে, সে তদ্রূপ হইবে, কিন্তু সকলকে অভিপ্রেত অবস্থায় রাখা যায় না কেন? এজন্য প্রাক্তন বা দৈব-নির্ব্বন্ধ স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। বস্তুতঃ এই দৈব-নির্ব্বন্ধ মানবকে এমন এক পথে পরিচালিত করে, যাহা সময়-সময় শত চেষ্টাতেও অন্যথা করা যায় না। অনেক সময় জীবনের ভাল-মন্দ এই বিষয়টীর উপর নির্ভর করে; সুতরাং এ বিষয়টী জানিতে পারিলে আচার্য্যদ্বয়ের জীবনের একটা দিক্ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ হইতে পারিবে। বাস্তবিকই আমাদের আচার্য্যদ্বয়ের জীবনে এই দৈব-নির্ব্বন্ধের লীলা-খেলা যেন আগাগোড়া। আচার্য্য শঙ্করের জীবনে দেখা যায়, প্রথম,—কয়েকটী ঋষি-কল্প ব্রাহ্মণ শঙ্কর-গৃহে আতিথ্য-গ্রহণ করেন এবং উপযাচক হইয়া আচার্য্যের ভবিষ্যৎ-বর্ণন করেন। ইহাই বোধ হয় শঙ্করের সন্ন্যাস-গ্রহণের হেতু। দ্বিতীয়,—কুম্ভীর-আক্রমণ। ইহা না ঘটিলে তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণ হইত না। তৃতীয়,—শঙ্কর-স্তবে গোবিন্দপাদের সমাধি-ভঙ্গ। শুনা যায়, ইহার পূর্ব্বে কত লোকে গোবিন্দপাদের সমাধি-ভঙ্গের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কেহই সক্ষম হয় নাই। ওদিকে আবার এই গোবিন্দপাদই শঙ্করের আগমন-প্রতীক্ষায় কত কাল ধরিয়া সমাধিস্থ, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার পর চতুর্থ,—বিশ্বেশ্বর-দর্শন ও তৎকর্তৃক ধর্ম্ম-সংস্থাপনে আদেশ। ইহা না

ঘটিলে শঙ্কর স্বয়ং দিগ্বিজয়ে কখন প্রবৃত্ত হইতেন কি-না সন্দেহ। পঞ্চম,—ব্যাস-দর্শন ও পুনরায় তাঁহারও সেই একই আদেশ। তাহার পর, ব্যাসের সম্মুখেই শঙ্কর যখন দেহত্যাগের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তখন ব্যাসের আশীর্ব্বাদে তাঁহার আরও ১৬ বৎসর আয়ুঃলাভ হয়; এবং সেই আয়ুঃ-বলেই এই দিগ্বিজয় ঘটে। সুতরাং দেখা যায়, শঙ্করের জীবন, আগাগোড়া দৈবনির্ব্বন্ধের ফল। এ সব ঘটনা না ঘটিলে শঙ্কর কোন্ ভাবে জীবন ক্ষয় করিতেন তাহা কে জানে?

পক্ষান্তরে, রামানুজ-জীবনেও ইহার বড় অভাব নাই,—দৈবনির্ব্বন্ধও ইঁহার জীবনে প্রচুর। প্রথম,—শ্রীকাঞ্চীপূর্ণের সাক্ষাৎ-লাভ; এটী একটী দৈব ঘটনা। তিনি পথে খেলা করিতে করিতে ইঁহাকে দেখিতে পান—ইহা কোন চেষ্টার ফল নহে। বস্তুতঃ কাঞ্চীপূর্ণের সঙ্গই তাঁহাকে সম্ভবতঃ বৈষ্ণবপথে চলিতে সহায়তা করে। দ্বিতীয়,—যাদবপ্রকাশের দুরভিসন্ধি হইতে উদ্ধার-কালে ব্যাধ-দম্পতীর সাহায্য লাভ। ভগবানের এই অযাচিত অনুগ্রহ, রামানুজের ভক্তজীবন-লাভের হেতু বলিয়া বোধ হয়। তাহার পর, তৃতীয়,—বরদরাজ কর্তৃক রামানুজের হৃদ্‌গত ছয়টী প্রশ্নের সমাধান। ইহাই রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-গ্রহণের হেতু। মধ্যার্জ্জুনে শিব যেমন শঙ্কর-সমক্ষে ‘অদ্বৈত সত্য’ বলায় তত্রত্য লোকসমূহ শঙ্কর-মতাবলম্বী হয়, এস্থলে তদ্রূপ যদি বরদরাজ রামানুজকে ‘অদ্বৈত সত্য’ বলিতেন, তাহা হইলে রামানুজ কি অদ্বৈতবাদী না হইয়া থাকিতে পারিতেন? চতুর্থ,—যামুনাচার্য্যের মৃতদশায় তিনটী অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ দর্শন। ইহা সাধারণতঃ অপূর্ণ কামনার লক্ষণ; রামানুজ তাহা দেখিয়া ভাবের আবেগে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন; বস্তুতঃ ইহাই রামানুজের শ্রীভাষ্য-রচনার কারণ। ইহা না করিলে তিনি কি করিতেন কে জানে। পঞ্চম,—যে সময় রামানুজ জানিলেন যে, মহাপূর্ণ তাঁহার গুরু হইবেন, এবং যখন

তিনি মহাপূর্ণের উদ্দেশে শ্রীরঙ্গমাভিমুখে প্রধাবিত, ঠিক সেই সময় ওদিকে শ্রীরঙ্গমের বৈষ্ণবগণ মহাপূর্ণকে রামানুজের জন্য পাঠাইয়াছেন; এমন ঠিক যে, পথেই দেখা। এতদ্দ্বারাও রামানুজের মহাপূর্ণের নিকট তামিলবেদ পড়িবার সুযোগ হয়। ষষ্ঠ,—পত্নীর সহিত কলহ। ইহাতেও দেখা যায় —কাহারও ইচ্ছা নহে যে কলহ হয়, অথচ কেমন উপলক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইত। পত্নীর চতুর্থ অপরাধটীতে ক্ষুধিত ব্রাহ্মণের সমাগম যেন স্পষ্ট দৈবাধীন ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ রামানুজ সন্ন্যাসী না হইলে এত কার্য্য করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ! সপ্তম,—গোষ্ঠীপূর্ণ রামানুজকে মন্ত্রার্থ-দানে যখন পুনঃ পুনঃ ফিরাইয়া দিতেছিলেন, তখন একজন ভক্ত, ভাবাবিষ্ট হইয়া গোষ্ঠীপূর্ণকে সম্মত হইতে অনুরোধ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি যে কত বার স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ছিলেন, তাহা বলিতে হইলে সমগ্র জীবনীর পুনরুল্লেখ প্রয়োজন হয়। সুতরাং বলা যায়, উভয়েই, দৈবাধীন জগতে লীলা করিয়া গিয়াছেন।

১২। জীবনগঠনে মনুষ্য-নির্ব্বন্ধ। পূর্ব্বে যেমন দৈব-নির্ব্বন্ধ দেখা গেল, তদ্রূপ মনুষ্য-নির্ব্বন্ধও এই বার আলোচ্য বিষয়। অনেক সময় দেখা যায়, সন্তান বিপথগামী হইলে পিতা কৌশলে সৎসঙ্গে রাখিয়া তাহাকে সুপথে আনয়ন করেন, অনেক সময় পুত্রের মতে মত দিয়া ক্রমে তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া অজ্ঞাতসারে তাহাকে ফিরাইয়া আনেন। আমাদের আলোচ্য বিষয় এই বার এই জাতীয়। আমরা দেখিব, উভয়ের জীবনে এই জাতীয় ব্যাপার কিছু ঘটিয়াছে কি না? ইহা একটী বড়ই প্রয়োজনীয় বিষয়। কারণ, এতদ্দ্বারা লোকের পূর্ব্বসংস্কার বা আন্তরতম প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কোন্ বিষয়টী কাহার উপার্জ্জিত, কোন্‌টী কাহার সহজাত, স্থির করিতে হইলে, এই জাতীয় বিষয় আলোচনা প্রয়োজন। শঙ্কর-জীবনে আমরা এই বিষয়টীর নিদর্শন নির্ণয় করিতে পারি না। যদিও

শুনা যায়, গুরু গোবিন্দপাদ শঙ্করাবির্ভাবের জন্য, বহু-শত-বর্ষ সমাধি-যোগে শরীর-রক্ষা করিতে ছিলেন, তথাপি ইহাকে ঠিক মনুষ্যনির্ব্বন্ধ বলা যায় না। গোবিন্দপাদের এ প্রকার আচরণ সাধারণ মনুষ্যোচিত নহে, সুতরাং ইহাকে আমরা দৈব-নির্ব্বন্ধের মধ্যে গ্রহণ করিলাম। বস্তুতঃ তিনি সমাধিতে থাকিয়া শঙ্করের অন্বেষণ করিতেন বা শঙ্করকে আকর্ষণ করিতেন কিনা, এরূপ কোন কথা শুনা যায় না। বরং তদ্বিপরীত, তিনি শঙ্করের নর্ম্মদার জলস্তম্ভন দেখিয়া ঐকথা স্মরণ করেন।

রামানুজ-জীবনে এসম্বন্ধে প্রথম উপলক্ষ কাঞ্চীপূর্ণের সঙ্গ। কারণ কাঞ্চীপূর্ণ প্রথমে যখন বালক রামানুজকে দেখেন, তখন হইতেই তিনি রামানুজকে ভালবাসিতে লাগিলেন ও হরি-কথা শুনাইতেন, ইচ্ছা— রামানুজ একজন ভক্ত হন। এই ইচ্ছাই আমাদের লক্ষ্য। যাহার প্রতি যাহা ইচ্ছা করা যায়, প্রকাশ করিয়া না বলিলেও অলক্ষ্যে তাহা তাহার উপর কার্য্য করে। রামানুজ কতদিন কাঞ্চীপূর্ণকে নিমন্ত্রণ করিয়া একত্র শয়ন ও অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ভগবৎ কথায় সময় কাটাইতেন। এ সকলই প্রকারান্তরে কাঞ্চীপূর্ণের ঐ প্রকার ইচ্ছার নিদর্শন। এজন্য, বৈষ্ণবতার বীজ, রামানুজ-হৃদয়ে প্রথম কাঞ্চীপূর্ণই বপন করেন, বলা যাইতে পারে। ইহার পর কাঞ্চীতে যখন যাদবপ্রকাশের সঙ্গলাভ হইল তখনও সেখানে এই কাঞ্চীপূর্ণ রামানুজকে পরিচালিত করিয়াছেন। যাদবপ্রকাশের বিপরীত সঙ্গবশতঃ যখনই রামানুজের বৈষ্ণব-হৃদয়ে ক্ষত হইত, কাঞ্চীপূর্ণ তখনই সেই ক্ষত আরাম করিয়া দিতেন; তিনি একদিনও রামানুজকে যাদবপ্রকাশের অদ্বৈত-মত গ্রহণ করিতে পরামর্শ দেন নাই। ইহার পর শ্রীরঙ্গমে যামুনাচার্য্য এই বালকের প্রতিভার কথা যে শুনিতে পাইয়া আকৃষ্ট হন, তাহারও মূলে আবার সেই কাঞ্চীপূর্ণ।*

* শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, যামুনাচার্য্য একদিন একখানি

কারণ, যামুনাচার্য্য কাঞ্চীপূর্ণের গুরু, এবং কাঞ্চীপূর্ণের নিকট রামানুজের কথা শুনিয়া দুইজন বৈষ্ণব যামুনাচার্য্যকে একথা প্রথম অবগত করান। ইহার পর যামুনাচার্য্য রামানুজকে দেখিবেন বলিয়া একবার কাঞ্চীতে বরদরাজ দর্শন করিতে আসিলেন। তিনি তখন রামানুজকে যাদবের করতলগত দেখিয়া আর কোন চেষ্টা করিলেন না। কি জন্য কোন চেষ্টা করিলেন না, এসম্বন্ধে নানাজনে নানা কথা বলিয়া থাকেন। কেহ বলেন—যাদব দুষ্ট-মতাবলম্বী বলিয়া; কেহ বলেন—সুবিধা হয় নাই বলিয়া; কেহ বলেন—রামানুজ ও যামুনাচার্য্য একযোগে কার্য্য করিলে জগতে কেহ আর থাকিবে না, সকলেই বৈকুণ্ঠে যাইবে, এই ভাবিয়া; কাহারও মতে যামুনাচার্য্য চেষ্টা করিয়াও রামানুজের সঙ্গে মিলিত হইতে পারেন নাই। ফলতঃ তিনি যে, রামানুজের সহিত মিলিত হইতে পারেন নাই—এ কথার কোন অন্যথা দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃই ইহা বড় বিস্ময়কর ব্যাপার। যামুনাচার্য্য যদি এত বড় পণ্ডিত ছিলেন—তাহার "সিদ্ধিত্রয়" গ্রন্থের বিচার, যদি অদ্বৈতবাদ-খণ্ডনে এতই উপযোগী ছিল যে, যজ্ঞমূর্ত্তিকে পরাজয় কালে রঙ্গনাথ স্বয়ং রামানুজকে সেই কথা স্মরণ করিতে বলেন, তাহা হইলে যামুনাচার্য্য যাদবকে বিচারে পরাজিত করিয়া রামানুজকে লইয়া যাইতে পারিতেন; কিন্তু তাহা তিনি করিলেন না। সে যাহা হউক, যাদব প্রতিবাদী হইলে রামানুজ উভয়মত, দর্শকের ন্যায় নিরপেক্ষ ভাবে দেখিবার হয়ত অবকাশ পাইতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে সুবিধা তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই।

---

গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে শিষ্যগণকে বলিলেন, "তোমরা এক উপযুক্ত ব্যক্তি অনুসন্ধান কর।" তদনুসারে তাঁহারা কাঞ্চীতে রামানুজকে খুঁজিয়া বাহির করেন। শ্রীনিবাস আয়াঙ্গারের মতে, যামুনাচার্য্য প্রথমে কাঞ্চীতে রামানুজকে যাদবের নিকট দেখেন। শ্রীরঙ্গমে যাইয়া কিছুদিন পরে উক্ত গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে রামানুজকে মনে পড়ে।

তাহার পর, যামুনাচার্য্য সর্ব্বদা মনে মনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন,—রামানুজ যেন তাঁহার মতে আসেন। কিছুদিন পরে একটী সুন্দর স্তব রচনা করিয়া মহাপূর্ণকে কাঞ্চী প্রেরণ করেন, আশা—যদি রামানুজ উক্ত স্তব শুনিয়া আপনি অনুরক্ত হইয়া তাঁহার নিকট আইসেন। রামানুজ আসিলেন, কিন্তু যামুনাচার্য্য তখন স্বধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। তথাপি যামুনাচার্য্য শিষ্যগণকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, রামানুজকে যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহাকেই যেন 'গাদি' দেওয়া হয়। তাহার পর, যামুনের শিষ্যগণ সভা করিয়া স্থির করেন যে, যে-কোন উপায়ে রামানুজকে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ আচার্য্য-পদে অভিষিক্ত করিতেই হইবে। এজন্য মহাপূর্ণকে কাঞ্চীপ্রেরণ করেন। এক বৎসর থাকিয়া শঠারিসূত্র পড়াইয়া, অজ্ঞাতসারে রামানুজকে স্বমতে আনিতে হইবে বলিয়া মহাপূর্ণকে সস্ত্রীক পাঠান হয়। পাছে এই উদ্দেশ্য রামানুজ অবগত হন, তজ্জন্য মহাপূর্ণকে এ বিষয় সতর্ক পর্য্যন্ত করিয়া দেওয়া হয়। এদিকে এজন্য সকলে ভগবানের নিকট নিয়ত প্রার্থনাও করিতেছেন। ওদিকে যাদবপ্রকাশ রামানুজের হৃদয় অধিকার করিতে পারিতেছিলেন না। পাণ্ডিত্যের জন্য রামানুজের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিলেও জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে তিনি রামানুজের আদর্শ হইতে পারিলেন না। তিনি রামানুজের উপর বিরাগ প্রদর্শন করিয়া রামানুজকে বরং বিপরীত ভাবাপন্ন হইতে সহায়তা করিতে লাগিলেন। তাহার পর, যাদব নিজে সাধনহীন পণ্ডিত। নিজে অদ্বৈতবাদী হইয়া নিজ-গুরু শঙ্করেরও দোষদর্শী। গুরুদ্বেষীর শিষ্য গুরুদ্বেষী ভিন্ন আর কি হইতে পারেন ? রামানুজ ক্রমে অজ্ঞাতসারে আমাদের সেই আচার্য্য রামানুজ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। বস্তুতঃ রামানুজকে 'রামানুজাচার্য্য' করিবার জন্য যথেষ্ট কৌশল অবলম্বিত হইয়াছিল ; একথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহা না হইলে কি হইত বলা যায় না।

সুতরাং বলা যাইতে পারে, শঙ্কর ও রামানুজ দুই জনে দুই জাতীয় ব্যক্তি। এক জন যেন জন্মাবধি একরূপ, আর এক জন কতকটা গড়াপেটা।

১৩। দিগ্বিজয়। আচার্য্য শঙ্করের দিগ্বিজয়ের হেতু—১ম, গুরু গোবিন্দপাদের আজ্ঞা; ২য়, বিশ্বেশ্বরের অনুমতি; ৩য়, ব্যাসদেবের আদেশ। পক্ষান্তরে আচার্য্য রামানুজের দিগ্বিজয়ের হেতু—শিষ্যগণের অনুরোধ। উভয়েই পরেচ্ছায় কর্ম্ম করিয়াছেন, তবে মাধবের বর্ণনাতে গুরু বা বিশ্বেশ্বর অথবা ব্যাসদেব যখন এ প্রস্তাব করেন, তখন শঙ্করের আনন্দ-প্রকাশের উল্লেখ নাই। কিন্তু পণ্ডিত শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার ইহাতে রামানুজের আনন্দের উল্লেখ করিয়াছেন। শিষ্যগণ, দিগ্বিজয়-প্রস্তাব করিলে রামানুজ আনন্দ সহকারে তাহাতে সম্মত হন, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ফলে, একার্য্যে শঙ্করে আনন্দের অভাব এবং রামানুজে তাহার সদ্ভাব এইমাত্র বিশেষ।

১৪। দীক্ষা। শঙ্করের উপনয়ন-সংস্কার বা ব্রহ্ম-দীক্ষার পর গুরু গোবিন্দপাদের নিকট সমাধি প্রভৃতি যোগতত্ত্বে দীক্ষার কথা শুনা যায়, অন্য কোন বিশেষ দীক্ষার কথা শুনা যায় না।

রামানুজের উপনয়নের পর মহাপূর্ণের নিকট তাঁহার, ১ম, পাঞ্চরাত্র মতের দীক্ষার কথা শ্রুত হয়। ইহা একটি মন্ত্র। মহাপূর্ণ, রামানুজের অঙ্গে শঙ্খ-চক্রাদি চিহ্ন, তপ্ত লৌহ দ্বারা চিহ্নিত করিয়া তাঁহার কর্ণে উক্ত মন্ত্র প্রদান করেন। ২য়, পরে গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট ১৮শ বার প্রত্যাখ্যাত হইয়া আবার তাঁহার নিকট হইতে "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্র লাভ করেন, এবং ইহাতে তাঁহার দিব্যজ্ঞান হইয়াছিল।

১৫। দেবতা-প্রতিষ্ঠা।—শঙ্কর-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত প্রচুর, ১ম, তিনি নেপাল ও উত্তরাখণ্ডের যাবতীয় তীর্থ সমুদায়ের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এইরূপ স্থানীয় প্রবাদ। পরন্তু কেদার, বদরী ও পশুপতিনাথ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। ২য়, জগন্নাথে কালযবনের অত্যাচারকালে,

তত্রত্য পাণ্ডাগণ জগন্নাথ বিগ্রহের উদরপ্রদেশ-স্থিত রত্নপেটিকা চিল্কা হ্রদের তীরে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখেন। কালক্রমে উক্ত স্থান লোকের স্মৃতিচ্যুত হয়। আচার্য্য শঙ্কর, যোগবলে উক্ত স্থান, আবিষ্কার করেন এবং উহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। বদরীনাথ, হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থানে, যথাক্রমে নারদকুণ্ডু ও গঙ্গা হইতে প্রতিমা উদ্ধার— আচার্য্যের অন্যতম কীর্ত্তি। ৩য়, কাঞ্চীপুরীর শিব- ও বিষ্ণু-কাঞ্চীর বিশাল মন্দিরদ্বয় নির্ম্মাণের হেতুও আচার্য্য। কামাক্ষী-দেবী ও তাঁহার সুবৃহৎ মন্দির তাঁহারই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কাঞ্চীর বিষয় মাধবের গ্রন্থেই উক্ত হইয়াছে। ৪র্থ, শৃঙ্গেরীতে মঠমধ্যে সরস্বতী-দেবীর প্রতিষ্ঠা তিনিই করিয়াছেন। অন্যান্য স্থলে মঠাদি নির্ম্মাণ ও তত্তৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-স্থাপন, আচার্য্যেরই কীর্ত্তি।

পক্ষান্তরে রামানুজ-জীবনে এসম্বন্ধে—প্রথম, মেলকোট বা নারায়ণ-পুরে রমাপ্রিয় বিগ্রহ স্থাপন। তাহার পর, দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে উক্ত সম্পৎকুমার বা রমাপ্রিয়মূর্ত্তির উৎসব বিগ্রহের উদ্ধার-সাধন। দ্বিতীয়, চিদম্বরে চোলরাজ শৈব কৃমিকণ্ঠ কর্ত্তৃক গোবিন্দরায়ের বিগ্রহ বিনষ্ট হইলে, এক বৃদ্ধা কৌশল-ক্রমে উক্ত দেবতার, যে উৎসব-বিগ্রহটী রক্ষা করেন, রামানুজ তাহা স্থাপন করেন এবং তাঁহার মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। তৃতীয়, বিট্টলরায়, জৈনধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুবর্দ্ধন নাম গ্রহণ করিয়া, অনেক জৈনমন্দির বিষ্ণুমন্দিরে পরিণত করিয়াছিলেন। ইহা কিন্তু ঠিক রামানুজের ইচ্ছা বা আদেশ নহে,—ইহা উক্ত রাজারই কীর্ত্তি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, শঙ্করের দেবতাপ্রতিষ্ঠা-কর্ম্ম, অন্ততঃ পক্ষে ৮৷৯টী এবং রামানুজের তাহা সম্ভবতঃ ৪৷৫টী মাত্র। এতদ্ব্যতীত কেহ যদি সমগ্র ভারত ভ্রমণ করেন, তাহা হইলেও এই দুই আচার্য্যের দেবতাপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যথেষ্ট তারতম্য বুঝিতে পারিবেন।

এই বিষয়টী সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে আর একটী বিষয় চিন্তনীয়। দেখা যায়, শঙ্কর কোন বিরুদ্ধবাদীর দেবমন্দির, নিজ অভীষ্ট বা প্রিয় দেবমন্দিরে পরিণত করেন নাই। বুদ্ধগয়া গমনকালে যদিও আমি শুনিয়াছিলাম যে, শঙ্কর বুদ্ধগয়ায় আসিয়া তত্রত্য পণ্ডিতগণকে বিচারে পরাজিত করিয়া মন্দিরটীকে নিজ করায়ত্ত করিয়াছিলেন, তথাপি তথায় বুদ্ধেরই পূজা হইয়া থাকে, তাহাকে অন্য দেবমন্দিরে পরিণত করেন নাই। আর তাঁহার দশাবতার-স্তবেও তিনি বুদ্ধকে ভগবদবতার বলিয়াই স্তুতি করিতেছেন দেখিলে, তাঁহার ওরূপ করিবার যে কোন হেতু ছিল তাহাও বুঝা যায় না।

পক্ষান্তরে রামানুজ, কূর্ম্মক্ষেত্র ও বেঙ্কটাচল বা তিরুপতিতে * শিব-মন্দিরকে বিষ্ণুমন্দিরে পরিণত করেন, দেখা যায়। তিরুনারায়ণপুরে যে বহু শত জৈনমন্দির বিষ্ণুমন্দিরে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়, তাহাতে রামানুজের সাক্ষাৎ কৃতিত্ব স্বীকার করা চলে না; কারণ তাহা

* বেঙ্কটাচলের শিবমন্দির বিষ্ণুমন্দিরে পরিণতি-ব্যাপারে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। গ্রন্থমধ্যে আমরা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি তাহা হইতে এই প্রবাদটী খুব পৃথক্। রামানুজের ভক্ত ও শিষ্য সম্প্রদায়ই বলেন যে, রামানুজ, শৈব ও বৈষ্ণবগণের বিবাদ মিটাইবার জন্য যে কেবল, মন্দিরগৃহে শিব ও বিষ্ণুর পৃথক্ পৃথক্ অস্ত্রশস্ত্রাদি সংস্থাপন করিয়া মন্দির বন্ধ রাখিয়া পরদিন ভগবানের স্বয়ং বৈষ্ণবাস্ত্রাদি গ্রহণ দ্বারা উহা বিষ্ণুমন্দির বলিয়া প্রমাণ করেন—তাহা নহে, পরন্তু তিনি সর্পরূপ ধারণ করিয়া মন্দিরের জলনির্গমনের পথের মধ্য দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভগবানকে বুঝাইয়া স্বয়ং বৈষ্ণবাস্ত্রাদি ধারণ করাইয়া দেন, এবং ভবিষ্যতে যদি কেহ ঐরূপ আবার করে, তজ্জন্য সে পথটী চিরকালের জন্য বন্ধ করিয়া দেন। ইঁহারা আরও বলেন, শঙ্কর পরকায়-প্রবেশ করিয়া নিজকার্য্য সাধন করেন। রামানুজ তাঁহার স্থূল শরীর দ্বারাই ঐ অদ্ভুত কার্য্য করেন। 'প্রবাদ' বলিয়া এবং কার্য্যটীও রামানুজের স্বভাবোচিত নহে বলিয়া, ইহা আমরা পরিত্যাগ করিয়াছি।

তাঁহার ভক্ত বিষ্ণুবর্দ্ধন রাজা কর্তৃক সাধিত হইয়াছিল। যাহা হউক কূর্ম্মক্ষেত্র ও বেঙ্কটাচল স্থানে একার্য্য রামানুজই স্বয়ং সম্পন্ন করিয়াছিলেন, স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং এই দেবতা-প্রতিষ্ঠা-ব্যাপারে উভয়ের যথেষ্ট বিশেষত্ব আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি বলা যায়, নেপালের প্রবাদ অনুসারে শঙ্কর, বৌদ্ধ মন্দিরাদি শৈবমন্দিরে পরিণত করিয়াছেন, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য কিনা তাহা বিচার্য্য। নেপালের ইতিহাসে দেখা যায় দুই জন শঙ্করাচার্য্য নেপালে ধর্ম্মস্থাপন উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন, একজন অষ্টম শতাব্দীতে এবং অপর, খৃষ্টপূর্ব্ব শতাব্দীতে। সুতরাং নেপালের কার্য্য কোন্ শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক অনুষ্ঠিত তাহা অনিশ্চিত। তাহার পর, আর এক কথা, বঙ্গদেশে একজন শৈব শঙ্করাচার্য্য জন্মিয়াছিলেন, ইহা বেশ বুঝা যায়। জর্ম্মাণ পণ্ডিত অফ্রেট সাহেব নিজ ক্যাটালোগস্ ক্যাটালোগ্রাম পুস্তকে, শিবমানসপূজা প্রভৃতি কতিপয় পুস্তকের গ্রন্থকার, ঐ বঙ্গীয় শৈব শঙ্করাচার্য্যকেই বুঝিয়াছেন। বাস্তবিক হুয়েনসাঙ্গ বর্ণিত মুর্শিদাবাদের নিকট কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক-নরেন্দ্রবর্দ্ধন যেরূপ বৌদ্ধমতের শত্রুতা করিয়া ছিলেন, যে-ভাবে তিনি গয়ায় বোধিদ্রুম বারবার নষ্ট করিয়াছিলেন, যে-ভাবে বৌদ্ধমত উচ্ছেদের জন্য কান্যকুব্জের বৌদ্ধ রাজা রাজ্যবর্দ্ধনকে হত্যা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ইত্যাকার শত্রুতাচরণের মূলে কোন শৈবাচার্য্যের অস্তিত্ব কল্পনা করা অসঙ্গত নহে। অথবা ইনিই নেপালের প্রথম শঙ্করাচার্য্য হইবেন এরূপ কল্পনাও অসঙ্গত নহে। তবে এরূপ কল্পনার পক্ষে এক বাধা—কালগত বৈষম্য। কোথায় নেপালের খৃষ্টপূর্ব্বের শঙ্কর, আর কোথায় হুয়েনসাঙ্গের সময়ের শশাঙ্কের মন্ত্রণাদাতা শঙ্কর। সত্য, কিন্তু নেপালের উক্ত ইতিহাসের প্রাচীন অংশের সময়-সংক্রান্ত সত্যতা সম্বন্ধে সকল পণ্ডিতই যেরূপ চিন্তা করিয়া থাকেন, তদনুসারে ঐ কালগত বৈষম্য অগ্রাহ্য করা যাইতে

পারে। অস্মদ্দেশীয় ইতিহাসোক্ত বিষয়ের পারম্পর্য্য যেরূপ সম্মানিত হয়, কাল সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত ততটা আদৃত হয় না। এজন্য প্রথম শঙ্করাচার্য্যকে নেপালের বৌদ্ধগণের শত্রু বিবেচনা করিয়া আমাদের আচার্য্য শঙ্করকে এ দোষে দোষী করা কতদূর সঙ্গত তাহা ভাবিবার বিষয়। বস্তুতঃ এ পর্য্যন্ত যতগুলি শঙ্কর-চরিত পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে আচার্য্য কর্ত্তৃক বৌদ্ধ নিগ্রহের কথা নাই বা কোন দেবদ্বেষেরও কথা নাই।

১৬। পিতৃমাতৃকুল। শঙ্করের পিতৃ-মাতৃ-কুল নম্বুরী ব্রাহ্মণ। রামানুজের পিতৃ-মাতৃ-কুল দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ। এই উভয় ব্রাহ্মণগণের আচার ও সংস্কারগত ভেদ আছে। পরশুরাম সমুদ্র হইতে কেরল প্রদেশ উদ্ধার করিয়া বসতির জন্য ভারতের আর্য্যাবর্ত্ত হইতে সদ্‌ব্রাহ্মণ লইয়া যান। ইহারা তথায় নিম্নভূমি ও সর্প প্রভৃতির বাহুল্য দেখিয়া তথা হইতে চলিয়া আসেন। ইহাতে পরশুরাম পুনরায় পূর্ব্ব দিক্ হইতে (অর্থাৎ রামানুজের জন্মস্থান যেদিকে সেইদিক হইতে) ব্রাহ্মণগণকে কেরলে লইয়া যান। এবার তিনি এক কৌশল করিলেন, মানবের যেখানে দুর্ব্বলতা—সকলে যাহা চায়—তাহাতেই সুবিধা প্রদান করিলেন। তিনি ঐ ব্রাহ্মণগন-মধ্যে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত করিলেন যে—(১) জ্যেষ্ঠপুত্র সম্পত্তির অধিকারী হইবেন (২) এবং তিনিই কেবল স্বজাতিকন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন, (৩) অপর ভ্রাতাগণ জ্যেষ্ঠের অধীনে খোরপোষের অধিকারী, (৪) তাঁহারা স্বজাতিকন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন না, কিন্তু শূদ্র নায়ার রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন, (৫) তাঁহাদের নায়ারপত্নী নিজ পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া নিজ গৃহে থাকিবেন, পতিগৃহে আসিতে পারিবেন না, (৬) তাঁহারা নায়ার গৃহে ভোজন বা জলগ্রহণ পর্য্যন্ত করিতে পারিবেন না। (৭) ইহাদের সন্তানগণও নায়ারজাতি মধ্যে পরিগণিত হইবে। (৮) নায়ারগণ

স্বজাতিমধ্যেই বিবাহ করিতে পারিবে, (৯) এবং ভগ্নীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধারক হইবে। এই প্রকার নিয়মদ্বারা ব্রাহ্মণগণ তথায় বসতি করিলেন। শঙ্কর এই ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের আচার-ব্যবহার অদ্যাবধিও ঠিক সেই প্রাচীনকালের মতই আছে। ইঁহারা অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ কর্ম্মকাণ্ড-পরায়ণ ও বেদানুরাগী। রামানুজের পিতৃ-মাতৃ-কুলও কর্ম্মকাণ্ড-পরায়ণ ও বেদানুরাগী ছিলেন, কিন্তু নম্বুরীগণের মত ইঁহারা তত গোঁড়া ছিলেন না! ইহার একটী নিদর্শন এই যে, সেই প্রাচীন প্রথানুসারে পঞ্চমবৎসরের বালককে গুরুকুলে প্রেরণ, সমগ্রবেদ কণ্ঠস্থ করান, প্রভৃতি নিয়ম শঙ্করের দেশে এখনও যেরূপ দেখা যায়, রামানুজের দেশে সেরূপ দেখা যায় না। অথচ শঙ্করের দেশে যত ম্লেচ্ছ আক্রমণ হইয়াছিল, রামানুজের দেশে তত হয় নাই। তবে জৈন প্রভৃতির অত্যাচার রামানুজের দেশেই অধিক হইয়াছিল—ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সদাচার সম্বন্ধে কেহই কম নহেন, তবে গোঁড়ামীটা যেন শঙ্করের দেশের ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বেশী বলিয়া বোধ হয়। শঙ্করের পিতা তাঁহার বৃদ্ধবয়সে ও শঙ্করের তিন বৎসর বয়ঃক্রমকালে দেহত্যাগ করেন। রামানুজের পিতা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে এবং রামানুজের প্রায় ১৭বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

পিতার স্বভাব। শঙ্করের পিতা অত্যন্ত বৈরাগ্যবান্ ছিলেন। তিনি আজীবন গুরুগৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য ও গুরুসেবায় জীবনাতিপাত করিবার ইচ্ছা করিতেন। কেবল পিতার অনুরোধে বিবাহাদি করেন। রামানুজের পিতা যাজ্ঞিক ছিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য লোকে তাঁহাকে সর্ব্বক্রতু উপাধি দিয়াছিল। বিবাহে অনিচ্ছা প্রভৃতি তাঁহার জীবনে শুনা যায় না। পুত্রোৎপাদন, ধর্ম্মের অঙ্গ-জ্ঞানে তিনি পুত্রকামনায় যজ্ঞেরই আশ্রয় লইয়াছিলেন। শঙ্করের পিতা যজ্ঞানুষ্ঠায়ী হইলেও

তজ্জন্য তাঁহার খ্যাতিলাভ শুনা যায় না। পুত্রোৎপাদন ধর্ম্মের আদেশ, তজ্জন্য পুত্রার্থে তিনি আশুতোষের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। শঙ্করের পিতা জ্ঞানানুষ্ঠান প্রধান। রামানুজের পিতা কর্ম্মানুষ্ঠান প্রধান।

১৭। পূজালাভ। ইহার দৃষ্টান্ত শঙ্করজীবনে এইরূপ—শঙ্কর-জীবনের শেষভাগে অর্থাৎ দিগ্বিজয়কালে আচার্য্যের সম্মান চরম-সীমায় উঠিয়াছিল। প্রথম, সুব্রহ্মণ্য দেশে তাঁহার তিন সহস্র শিষ্য, কেহ শঙ্খ বাজাইয়া, কেহ বাদ্য বাজাইয়া, কেহ ঘণ্টা বাজাইয়া, কেহ চামর ব্যজন করিয়া,কেহ তাল দিয়া আচার্য্যকে অর্চ্চনা করিত। (৭২পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয়, শুভগণবরপুরে সায়ংকালে সমুদায় শিষ্য আচার্য্যদেবকে দ্বাদশবার প্রণাম ও ঢক্কার তাল দিতে দিতে ভগবানের স্তব ও নৃত্য করিত বর্ণিত হইয়াছে ইত্যাদি। (৭৩পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

পক্ষান্তরে, রামানুজ-জীবনে দেখা যায়, তাঁহার শ্রীভাষ্যাদি গ্রন্থ শেষ হইলে তাঁহার শিষ্যগণ, তাঁহাকে শকটে আরোহণ করাইয়া মহা সমারোহে শ্রীরঙ্গমের পথে টানিয়া লইয়া বেড়াইয়াছিলেন। অন্য সময়ে কিন্তু শিষ্যগণ দলবদ্ধ হইয়া শঙ্করের ন্যায় রামানুজকে অর্চ্চনা করিতেন কিনা, তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই। তবে রামানুজ-জীবনে আর একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে, এটী তাঁহার নিজমূর্ত্তি-স্থাপন। তিরুনারায়ণপুর হইতে শ্রীরঙ্গমে আসিবার কালে—শিষ্যগণ যখন রামানুজের অদর্শন-জন্য ব্যাকুল হন, তখন রামানুজ নিজের প্রস্তর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় প্রতিষ্ঠিত করিবার আদেশ দেন। আবার অন্য মতে দেখা যায়, শ্রীরঙ্গমে তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে শিষ্যগণের অনুরোধে তিনি তথায় তাঁহার তিনটী প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি দেন। যথা,—একটী শ্রীরঙ্গমে, একটী ভূত-পুরীতে, এবং তৃতীয়টী তিরুনারায়ণপুরে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য। অবশ্য

পূর্ব্বমতে তিরুনারায়ণপুরের মূর্ত্তিটী শ্রীরঙ্গমে মূর্ত্তিস্থাপনের বহু পূর্ব্বে স্থাপিত হয়। এতদ্ব্যতীত কাঞ্চী ও তিরুপতিতেও তাঁহার বিগ্রহ স্থাপনের আদেশ তিনি স্বয়ং প্রদান করিয়াছিলেন। অবশ্য শঙ্করজীবনে এরূপ ব্যাপারের কথা শুনা যায় না।

যাহা হউক এই পূজালাভ ও তাহার স্পৃহা বিভিন্ন প্রকারে উভয় আচার্য্যেই বর্ত্তমান ছিল। ইহা একপক্ষে যেমন অভিমানের পরিচায়ক বলা যাইতে পারে, অন্য পক্ষে যদি উহা লোকহিতার্থ হয়, তাহা হইলে তাহা দোষাবহ হইতে পারে না। শিষ্য বা ভক্তকে চরণস্পর্শ করিতে দিলে যদি অভিমান না হয়, তাহা হইলে এই সকল কর্ম্মেও তাহা হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না।

১৮। ভগবদ্ অনুগ্রহ। শঙ্করের প্রতি, ভগবানের অযাচিত অনুগ্রহ পাঁচটী স্থলে দেখা যায়। যথা—প্রথম, কাশীতে চণ্ডালবেশে বিশ্বেশ্বর, শঙ্করকে দর্শন দিয়া তাঁহার ভেদবুদ্ধি নষ্ট করেন। দ্বিতীয়, যখন জগন্মাতা অন্নপূর্ণা দর্শন দিয়া তাঁহাকে শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দেন। তবে এই দ্বিতীয় ঘটনাটী প্রবাদমাত্র; ইহা কোন গ্রন্থে দেখা যায় না। তৃতীয়, কাশ্মীরে সরস্বতীদেবী কর্ত্তৃক 'সর্ব্বজ্ঞ' উপাধি দান, চতুর্থ, উগ্রভৈরব শঙ্করকে বলি দিবার উপক্রম করিলে হঠাৎ পদ্মপাদের মানসপটে সেই দৃশ্য প্রদর্শন। পঞ্চম, কর্ণাট উজ্জয়িনীতে ক্রকচ, ভৈরবকে আহ্বান করিলে, ভৈরব শঙ্কর-পক্ষই সমর্থন করেন।

রামানুজকেও ভগবান অযাচিত ভাবে চারিটী স্থলে অনুগ্রহ করিয়াছেন। যথা,—প্রথম, রামানুজ যখন বিন্ধ্যাচলে অসহায় অবস্থায় মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পতিত ছিলেন, তখন ব্যাধরূপে আসিয়া তাঁহাকে কাঞ্চী পঁহুছাইয়া দেন। অবশ্য এস্থলে রামানুজ ভগবানের দয়াভিক্ষা ও ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তবে সুদূর বিন্ধ্যাচল হইতে অপরাহ্ণের

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কাঞ্চীতে আনিয়া দেওয়া তাঁহার পক্ষে ভগবানের অযাচিত করুণার ফল। কারণ, ব্যাধ ও ব্যাধপত্নী সহ পাঁচ দিন হাঁটিতে হাঁটিতে কাঞ্চী আসিলেও ভগবানের রামানুজকে রক্ষা করা হইতে পারিত। দ্বিতীয়, কাঞ্চীর রাজকন্যাকে ব্রহ্মরাক্ষসের হস্ত হইতে উদ্ধার কালে, উক্ত ব্রহ্মরাক্ষস যাদবের সহিত কলহ করিতে করিতে বলিয়া ফেলে যে, রামানুজের চরণোদক পান করিলে ( মতান্তরে রামানুজ তাহার মস্তকে পদার্পণ করিলে ) সে বিদূরিত হইবে। এটীকেও ভগবদনুগ্রহ বলা চলিতে পারে। তৃতীয়, যাদবপ্রকাশ রামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণকালে বরদরাজ কর্ত্তৃক যাদবের প্রতি স্বপ্নাদেশ। চতুর্থ, কাশ্মীরের শারদাদেবী কর্ত্তৃক উপাধিদান। এতদ্দ্বারা শঙ্কর-জীবনে পাঁচটী ঘটনা, এবং রামানুজ জীবনে চারিটী ঘটনা, ভগবানের অযাচিত অনুগ্রহ বলা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ঘটনা বিস্তর আছে, তাহা ভগবদনুগ্রহ বটে, কিন্তু অযাচিত অনুগ্রহ বলা যায় না।

এই বিষয়ের বিরোধী বিষয়—দৈববিড়ম্বনা। ইহাকে আমরা দুর্ব্বুদ্ধি নাম দিয়া "বুদ্ধিকৌশল" বিষয়ের মধ্যে আলোচনা করিয়াছি। ইহাতে দেখা যায়, পুরীধামে জগন্নাথদেব, রামানুজের তথায় পাঞ্চরাত্র বিধি-প্রবর্ত্তনের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া তাঁহাকে নিদ্রিতাবস্থায় গরুড়দ্বারা শতক্রোশ ব্যবধান কূর্ম্মক্ষেত্রে পাঠাইয়া দেন। সুতরাং প্রস্তাবিত বিষয়টী বিচার কালে এ বিষয়টীও স্মরণ করা যাইতে পারে। যাহা হউক এতদ্দ্বারা কে কতদূর ভগবদনুগ্রহ-ভাজন, তাহা বেশ বুঝা যায়।

১৯। ভাষ্যরচনা। শঙ্করের ভাষ্যরচনার হেতু—গুরু-গোবিন্দ-পাদ ও বিশ্বেশ্বরের আজ্ঞা। কিন্তু রামানুজের ভাষ্যরচনার হেতু—যামুনাচার্য্যের ইচ্ছাপূর্ণ করা। ইহাতে বিশেষ এই যে, শঙ্করে কর্ত্তৃত্ব-জ্ঞানশূন্যতার বাহুল্য, রামানুজে ভক্তের ইচ্ছাপূর্ণ করিবার বাসনা-

বাহুল্য দেখা যায়। বস্তুতঃ দুই জন যেন দুই প্রকারে মহত্ত্বেরই পরিচয় দিতেছেন। অন্য কথায় এই বিষয়ে শঙ্করে পরেচ্ছাধীনতার পরিচয়, এবং রামানুজে পরোপকার-প্রবৃত্তির সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়।

২০। ভ্রমণ। শঙ্কর-জীবনে ভ্রমণ, এদিকে বাহ্লিক হইতে ওদিকে কামরূপ এবং বদরিকাশ্রম ( মতান্তরে তিব্বত ) হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত। তদ্ব্যতীত তিনি বদরিকাশ্রমে দুইবার গমন করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে রামানুজ শঙ্কর পদার্পিত প্রায় সর্ব্বত্রই গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু বাহ্লিক ( বর্ত্তমান মধ্য-এসিয়া ) এবং কামরূপে গমন করেন নাই। সুতরাং রামানুজ অপেক্ষা শঙ্করের ভ্রমণ অধিক মনে হয়।

২১। মতের প্রভাব। শঙ্কর-মতের প্রভাবে প্রাচীন অনেক 'মত' ও অনেক সম্প্রদায় আজ বিলুপ্ত, কতিপয় মাত্র পুনরুজ্জীবিত। নানাবিধ গণপতি-উপাসক, সৌর, কাপালিক প্রভৃতি প্রাচীন সম্প্রদায় আর দৃষ্ট হয় না, যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, তাহা শঙ্করের পঞ্চদেবতা উপাসনার ছায়া আশ্রয় করিয়া জীবিত রহিয়াছে। শঙ্করের পর যাহারা আবার মাথা তুলিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কতিপয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়— যেমন ভাগবত ও পাঞ্চরাত্র বা রামানুজ-সম্প্রদায়। তাহার পর, ভারতের সর্ব্বত্র শঙ্কর-মত আজ পর্য্যন্ত যেরূপ প্রবল রহিয়াছে, তাহাও ইহার অসীম প্রভাবের পরিচায়ক। পক্ষান্তরে রামানুজমতও ভারতের অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করের পর জৈন ও বৌদ্ধগণ মাথা তুলিলে রামানুজই আবার তাহাদের মস্তকে মুদ্গর প্রহার করেন। শঙ্কর-মত-প্রধান অনেক স্থলে—যেমন তিরুপতি, কাঞ্চী, অযোধ্যা, চিত্রকূট প্রভৃতি স্থলে, রামানুজ নিজ-মতের প্রাধান্য-স্থাপন করিয়াছেন। অবশ্য ইহা যে সর্ব্বত্র রামানুজই স্বয়ং করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কোন জীবনীকার বর্ণনা করেন নাই। এ বিষয়ে পরবর্ত্তী রামানন্দেরও কৃতিত্ব যথেষ্ট

আছে। এখন যদি তুলনা করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে মনে হয়, এ বিষয়ে শঙ্কর যত কৃতকার্য্য, রামানুজ তত নহেন। কাশ্মীর, মালাবার, ও উত্তরাখণ্ডে রামানুজকে অতি অল্প লোকেই জানে। তাহার পর শঙ্কর, বেদান্তের যে পূর্ব্বমত খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার গ্রন্থ আজ একেবারে বিলুপ্ত, কিন্তু রামানুজ যে অদ্বৈতবাদ খণ্ডনে যার-পর-নাই শ্রম স্বীকার করিলেন, সেই অদ্বৈতবাদ-গ্রন্থ আজও অবাধে তাঁহার সমকক্ষতা আচরণ করিতেছে। উভয় মতের গ্রন্থ ও পণ্ডিতের সংখ্যা যদি গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে এখনও ইহা শঙ্করমতেই অধিক বলিয়া বোধ হয়, সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়া ইহাই আমারও বিশ্বাস হইয়াছে। শঙ্কর, নিজ-মত লইয়া সকল শ্রেণীর মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছিলেন—সকল মত-বাদীর সহিত বিচার করিয়াছিলেন ; রামানুজ কিন্তু তাহা সে ভাবে করেন নাই। তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া সর্ব্বত্র গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু শঙ্করের প্রধান মঠ—শৃঙ্গেরী গমন করেন নাই। তিনি তিরুপতির পথে শিষ্যগণের অনুরোধ-সত্ত্বেও এক শৈবপ্রধান গ্রামে যা'ন নাই।

২২। মৃত্যু। মৃত্যুদ্বারা লোকের মহত্ত্ব-বিচার করা একটা প্রথা আছে। চলিত কথায় বলে "তপ জপ কর কি গো ম'রতে জান্‌লে হয়"। শঙ্করের মৃত্যু মাধবের মতে—কৈলাসে শিব-শরীরে বিলীন হইয়া হয়, অন্যমতে—কাঞ্চীতে উপবিষ্টাবস্থায় সমাধি অবলম্বন করিয়া ; আবার একটী প্রবাদ অনুসারে—গঙ্গোত্রীতে সমাধিযোগে তাঁহার দেহান্ত ঘটে। তাঁহার দেশের প্রবাদানুসারে তিনি ত্রিচুরে, যোগবলে বসিয়া সমাধি-দ্বারা সশরীরে তত্রত্য পরশুরাম-প্রতিষ্ঠিত শিব-শরীরে বিলীন হন। ফলে একটী—অদৃশ্য হইয়া, অপরটী সমাধিযোগে দেহত্যাগ করিয়া। পক্ষান্তরে রামানুজের দেহান্তকালে রামানুজ গোবিন্দের ক্রোড়ে মস্তক ও আন্ধ্র-পূর্ণের ক্রোড়ে চরণ রাখিয়া শায়িত অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। কোন

মতে—রামানুজ, পিল্লানের ক্রোড়ে মস্তক এবং প্রণতার্ত্তিহরের ক্রোড়ে পাদদ্বয় রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি শিষ্যগণকে বিস্তর উপদেশ দেন, তন্মধ্যে ৭২টী উপদেশ অদ্যাবধি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ রহিয়াছে; তৎপরে তিনি দেববিগ্রহের সেবার ব্যবস্থা করেন; ভবিষ্যতে কে কোন্ কর্ম্ম করিবে তদ্বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্থির করিয়া দেন, এবং পুরোহিত ও ভৃত্যবর্গকে ডাকাইয়া তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। প্রপন্না-মৃত-মতে মৃত্যুকালে রামানুজের দৃষ্টি, গুরু মহাপূর্ণের পাদুকার উপরি নিবদ্ধ এবং অন্তঃকরণ যামুনাচার্য্যের চরণধ্যানে নিমগ্ন ছিল। রামানুজের দেহ শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়, এবং তথায় তাঁহার এক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তাহার পর উপসংহারে আমরা দেখিব, আচার্য্যদ্বয়ের সাধারণ আদর্শ কতকটা গীতোক্ত আদর্শ। এই গীতায় মৃত্যু-কালে যেরূপ করা প্রয়োজন, তাহা বেশ স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। ইহাতে দেখা যায়—

“প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন ভক্ত্যাযুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥ ১০
সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনোহৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥ ১২।
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥” ১৩

(গীতা ৮ম অধ্যায়।)

মরণকালে নিশ্চল-হৃদয় সেই ব্যক্তি, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণকে সম্যক্ আবিষ্ট করিলে ভক্তি এবং যোগবলে সেই আদিত্য-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১০

সকল ইন্দ্রিয়দ্বার নিরুদ্ধ করিয়া এবং হৃদয়-পুণ্ডরীকে অন্তঃকরণকে

সমাহিত করিয়া আপনার প্রাণ মূর্দ্ধাদেশে আহিত করিয়া (সাধক) যোগ অবলম্বন করিবে। ১২

(তাহার পর) ওঁ এই অক্ষর-রূপ ব্রহ্মবাচক শব্দটী উচ্চারণ করত আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যে ব্যক্তি দেহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে, সে পরম গতি লাভ করিয়া থাকে। ১৩।”

এতদনুসারে যোগ অবলম্বন বিশেষ প্রয়োজন। অবশ্য রামানুজের আদর্শ এস্থলে অন্যরূপ; কারণ, বরদরাজ তাঁহাকে কাঞ্চীপূর্ণের দ্বারা যাহা বলিয়া পাঠান, তাহাতে শ্রীবৈষ্ণবের মৃত্যুকালে কোন নিয়মের প্রয়োজন নাই,—স্পষ্টই কথিত হইয়াছে। যাহা হউক এতদ্দ্বারা উভয়ের বিশেষত্ব বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়।

২৩। রোগ। শঙ্কর-শরীরে একমাত্র ভগন্দর রোগের কথা শুনা যায়। অবশ্য ইহা অভিনবগুপ্তের অভিচার ক্রিয়ার ফল। এতদ্ভিন্ন আর অন্য কোন রোগের কথা শুনা যায় না। রামানুজের জীবনের শেষভাগে ;—প্রথম, চক্ষু দিয়া কেবল রক্তপাতের কথা শুনা যায়। দ্বিতীয়, মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে যেদিন ভূতপুরীতে তাঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়, সেদিন তাঁহার শরীরে সহসা অবসাদ উপস্থিত হয়। সকলে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় রামানুজ বলিলেন—“দেখ বোধ হয় এই সময় আমার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হইতেছে।”

২৪। শিক্ষা। সন্ন্যাসের পূর্ব্বে শঙ্করের শিক্ষার উপকরণ বেদ, বেদান্তদর্শন, পুরাণ, জ্যোতিষ প্রভৃতি যাবতীয় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শাস্ত্রগ্রন্থ। দেশীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থ অধ্যয়নের কথা বড় শুনা যায় না। সন্ন্যাসের পর তিনি গোবিন্দপাদের নিকট যাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহা যোগবিদ্যা ও ‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি বেদান্তবাক্য প্রভৃতির রহস্য ভিন্ন আর কিছু নহে। গোবিন্দপাদ কৃত অদ্বৈতানুভূতি গ্রন্থও তিনি পড়িা

থাকিতে পারেন। রামানুজের শিক্ষার উপকরণ শঙ্করের ন্যায় বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি এবং তামিল ভাষায় লিখিত দ্রাবিড় বেদ। এই দ্রাবিড় বেদ অনেক নামে পরিচিত, যথা তামিলপ্রবন্ধ, দিব্যপ্রবন্ধ ইত্যাদি। ইহা শঠকোপ প্রভৃতি রামানুজ-সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক রচিত শ্লোকবদ্ধ ভগবানের স্তুতি-প্রধান গ্রন্থ। ( ১১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ) বেদের উপদেশ সর্ব্ব-সাধারণে যাহাতে গ্রহণ করিতে পারে, তজ্জন্যই এই গ্রন্থের রচনা হয়। শূদ্রকুল-পাবন মহামুনি শঠকোপ রচিত অংশই ইহার প্রধান ও অধিকতর আদরণীয়; রামানুজের শিক্ষার মধ্যে ইহার অংশ যথেষ্ট ছিল। কাঞ্চীতে রামানুজের গুরু মহাপূর্ণ তাঁহার গৃহে ছয় মাস কাল অবস্থান করিয়া তাঁহাকে এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, এবং রামানুজ শ্রীরঙ্গমে যাইয়াও আবার এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের প্রতি রামানুজ-সম্প্রদায়ের যত শ্রদ্ধা ও ভক্তি, ইহার মূল বেদ-বেদান্তের উপর যেন, বোধ হয়, তত নহে। তাহার পর রামানুজ, গুরু গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট যাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে গীতার এই শ্লোকটী—অর্থাৎ

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্যমামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"

প্রধান। ইহার ব্যাখ্যা কালে গোষ্ঠীপূর্ণ যে-সব কথা বলিয়াছিলেন, তাহা দেখিলেই বুঝা যায়, এ উপদেশের লক্ষ্য কোন্ দিকে। তিনি বলিয়াছিলেন যে, যে প্রপন্ন হইবে, তাহার ছয়টী বিরোধ পরিত্যাগ করিতে হইবে। যথা—

১। আশ্রয়ন বিরোধী। অর্থাৎ 'আমি' 'আমার' ভাব, ফলাভিসন্ধি, এবং জগন্মাতার অহৈতুক কৃপা ও পরমগতির প্রতি সন্দেহ।

২। শ্রবণ বিরোধী। অন্য দেবতা বিষয়ক শাস্ত্রবাক্যের প্রতি অনুরাগ।

৩। অনুভব বিরোধী। যে-সব সামগ্রী ভগবানের সেবোপযোগী তাহা নিজার্থ ব্যবহার করিবার স্পৃহা।

৪। স্বরূপ বিরোধী।—নিজেকে ভগবান্ হইতে স্বাধীন জ্ঞান করা।

৫। পরত্ব বিরোধী।—অন্য দেবতাকে পরমেশ্বর জ্ঞান করা।

৬। প্রাপ্তি বিরোধী।—শক্তিশূন্য ভগবৎসেবীর মতানুমোদন।

এতদ্ব্যতীত শুনা যায়, তিনি দক্ষিণামূর্ত্তি নামক একজন মহাপুরুষের গ্রন্থ বৃদ্ধবয়সে পড়িয়াছিলেন।

তাহার পর, শিক্ষোপকরণ নির্ণয়ের আর এক উপায় আছে। জর্ম্মান্ পণ্ডিত 'থিবো' আচার্য্যদ্বয়ের সূত্রভাষ্যের অনুবাদের শেষে আচার্য্যদ্বয় কর্ত্তৃক প্রমাণ রূপে উদ্ধৃত গ্রন্থের একটা তালিকা দিয়াছেন। তদনুসারে

শঙ্কর,

১। ঐতরেয় আরণ্যক, ২। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৩। আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র, ৪। আর্ষেয় ব্রাহ্মণ, ৫। ভগবদ্গীতা, ৬। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৭। জাবালোপনিষৎ, ৮। পূর্ব্বমীমাংসাসূত্র, ৯। গৌড়পাদকারিকা, ১০। ঈশোপনিষৎ, ১১। কঠোপনিষৎ, ১২। কৌষিতীকিব্রাহ্মণোপনিষৎ, ১৩। কেনোপনিষৎ, ১৪। ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ১৫। মহাভারত, ১৬। মৈত্রায়ণীয় সংহিতা, ১৮। মনুস্মৃতি, ১৯। মুণ্ডকোপনিষৎ, ২০। নিরুক্ত, ২১। ন্যায় সূত্র, ২২। পাণিনী, ২৩। প্রশ্নোপনিষৎ, ২৪। ঋগ্বেদ সংহিতা, ২৫। সাংখ্য কারিকা, ২৬। ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ, ২৭। শতপথব্রাহ্মণ, ২৮। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ২৯। তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ৩০। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩১। তৈত্তিরীয়-সংহিতা, ৩২। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ৩৩। তাণ্ডমহাব্রাহ্মণ, ৩৪। বৈশেষিক সূত্র, ৩৫। বাজসনেয়ী সংহিতা, ৩৬। যোগসূত্র, ৩৭। পৈঙ্গীব্রাহ্মণ, ৩৮। বিষ্ণুপুরাণ, ৩৯। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, ৪০। শিবপুরাণ, ৪১। শিবধর্ম্মোত্তর, ৪২। উপবর্ষবৃত্তি, ৪৩। বৃত্তিকারকৃত গ্রন্থ প্রভৃতি পড়িয়াছিলেন এবং

রামানুজ,

১। ঐতরেয় আরণ্যক, ২। ঐতরেয় উপনিষৎ। ৩। আপস্তম্বীয় ধর্ম্ম-সূত্র, ৪। ভগবদ্গীতা, ৫। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৬। দক্ষস্মৃতি, ৭। জাবালোপনিষৎ, ৮। গর্ভোপনিষৎ, ৯। গৌড়পাদকারিকা, ১০। গৌতমধর্ম্মসূত্র ১১। ঈশোপনিষৎ, ১২। কঠোপনিষৎ,১৩। কৌষিতক্যুপনিষৎ,১৪। কেনোপনিষৎ, ১৫। ছান্দোগ্য-উপনিষৎ, ১৬। চুলিকোপনিষৎ,১৭। মহানারায়ণোপনিষৎ, ১৮। মহোপনিষৎ, ১৯। মৈত্রায়ণ-উপনিষৎ, ২০। মনুস্মৃতি ২১। মুণ্ডকোপনিষৎ, ২২। ন্যায়সূত্র,২৩। পাণিনী,২৪। প্রশ্নোপনিষৎ,২৫। পূর্ব্বমীমাংসাসূত্র, ২৬। ঋগ্বেদসংহিতা,২৭। সনৎসুজাতীয়,২৮। সাংখ্যকারিকা, ২৯। শতপথব্রাহ্মণ, ৩০। সুবালোপনিষৎ, ৩১। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৩২। তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৩৩। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩৪। তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৩৫। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ৩৬। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ, ৩৭। বিষ্ণুপুরাণ, ৩৮। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, ৩৯। যামুনাচার্য্যের গ্রন্থ, ৪০। শঠকোপাদিকৃত গ্রন্থ পড়েন।

যাহা হউক এতদ্দৃষ্টে আমরা বলিতে পারি যে, শঙ্করের শিক্ষার ভিতরে বেদ ও বেদান্তের মূল গ্রন্থসমূহই প্রধান, কিন্তু রামানুজ এতদ্ভিন্ন অন্য জাতীয় গ্রন্থসমূহ অধ্যয়নে যথেষ্ট সময়ক্ষেপ করিয়াছেন। এখন মূল বৃক্ষের সহিত শাখাজাত বৃক্ষের যে সম্বন্ধ, বেদের সহিত উক্ত অন্য জাতীয় গ্রন্থসমূহের সেই সম্বন্ধ বলা যাইতে পারে। কারণ ভাষান্তরিত গ্রন্থ, মূল গ্রন্থ হইতে যে দূরবর্ত্তী হইতে পারে, তদ্বিষয়ে আশঙ্কা যথেষ্ট। যাহা হউক, এক কথায় শঙ্করের শিক্ষার উপকরণ দ্বিজব্রাহ্মণগণেরই অধিক উপযোগী, এবং রামানুজের শিক্ষার উপকরণ ইতর সাধারণ সকলেরই পক্ষে উপযোগী—এই মাত্র বিশেষ।

শিক্ষার রূপভেদ। শঙ্কর নিজ প্রতিকূল মতাবলম্বী গুরুর নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছেন, একথা শুনা যায় না। গুরুর সহিত তাঁহার কখনও

মতভেদ হইয়াছিল, একথাও শুনা যায় না। পক্ষান্তরে রামানুজের সহিত তাঁহার গুরু যাদবপ্রকাশের তিন বার মতান্তর ঘটিয়াছিল। তিনি প্রথম বার বিতাড়িত হইলে উপযুক্ত গুরুর অভাবে পুনরায় যাদবপ্রকাশেরই শরণাগত হইয়াছিলেন। তাহার পর যাদবপ্রকাশের দুরভিসন্ধি হইতে রামানুজ উদ্ধার পাইলে কাঞ্চীপূর্ণের উপদেশ অনুযায়ী তিনি বরদরাজের জন্য শালকূপ হইতে যে, নিত্য স্নানের জল আনিতেন, তাহা পুনরায় যাদব-প্রকাশের নিকট যাইয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং শেষবার বিতাড়িত হইলে তিনি উক্ত কাঞ্চীপূর্ণের পরামর্শে আবার সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন।

এতদ্দ্বারা বলা যায় যে, রামনুজের জীবন প্রতিকূল অবস্থা-স্রোতের ফল, পক্ষান্তরে শঙ্করের জীবন অনুকূল অবস্থা-স্রোতের ফল। ইহার ফল এই যে, প্রতিকূল স্রোতে লোকের জীবনগতি মন্থর হয়, কিন্তু তাহাতে চতুরতা ও বিচক্ষণতা লাভ হয়। পক্ষান্তরে যাঁহার জীবন অনুকূল স্রোতের ফল, তাঁহার জীবনগতি দ্রুত হয়। তিনি সরলচিত্ত হয়েন ও অভীষ্ট ফল লাভে অধিক সামর্থ্য লাভ করেন। বস্তুতঃ রামানুজের চতুরতার দৃষ্টান্ত আছে। ইহা আমরা চতুরতা নামক প্রবন্ধে যথাস্থানে পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করিয়াছি।

২৮। শিষ্য চরিত্র। উভয় আচার্য্যেরই অগণিত শিষ্য-সেবক। উভয়েরই শিষ্য-সেবকগণমধ্যে অনেকে ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়া-ছিলেন। শঙ্কর-শিষ্যের মধ্যে পদ্মপাদের সিদ্ধি অধিক ছিল। তিনি নৃসিংহ-সিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার এই সিদ্ধিবলেই আচার্য্যের কয়েকবার জীবন রক্ষা হইয়াছিল। উগ্র-ভৈরব শঙ্করকে বলি দিবার কালে ও অভিনব-গুপ্তের অভিচার কালে, পদ্মপাদই আচার্য্যের জীবন রক্ষা করেন। তোটকাচার্য্য আচার্য্যের কৃপায় সর্ব্ববিদ্যাসম্পন্ন হইতে পারিয়াছিলেন। হস্তামলক শিষ্যটী আজন্মসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত শঙ্করশিষ্যগণ মধ্যে আচার্য্যের জীবিতকাল-

মধ্যে আর বড় অলৌকিক শক্তির পরিচয়-স্থল দেখা যায় না। কিন্তু এক দিকে যেমন শিষ্যগণের এবংবিধ চরিত্র, অন্যদিকে আবার একটু অন্যভাব দৃষ্ট হয়। বার্ত্তিক রচনাকালে শিষ্যদিগের পরস্পরের মধ্যে একটু ঈর্ষার কলঙ্ককালিমা বেশ স্পষ্ট প্রতীত হয়। অবশ্য ইহার মধ্যে উদ্দেশ্য যদি চ অদ্বৈতমতের ভাবী অনিষ্ট আশঙ্কা, তথাপি তাহা ঈর্ষাদোষসংস্পৃষ্ট, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পক্ষান্তরে রামানুজ-শিষ্যগণমধ্যে অনন্তাচার্য্য, কুরেশ, প্রণতার্ত্তিহরাচার্য্য প্রভৃতি কতিপয় শিষ্য ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। স্বপ্নাদেশ, তাঁহারা প্রায় সকলেই প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ গৃহী ছিলেন, সন্ন্যাসীর সংখ্যা অতি অল্প। তাহার পর, রামানুজ-শিষ্যগণের চরিত্রও যে নির্দ্দোষ, তাহাও বলিবার উপায় নাই। একদিন তাঁহাদের কৌপীন ছিন্ন হইলে, তাঁহারা পরস্পরে কলহে প্রবৃত্ত হয়েন ও নিতান্ত ইতর লোকের মত ব্যবহার করিয়াছিলেন। তবে তুলনা করিলে দেখা যায়, শঙ্করশিষ্যগণ অপেক্ষা রামানুজ-শিষ্যগণ মধ্যে বিনয় ও গুরুভক্তি প্রবল ছিল। আর এক কথা শঙ্করের কোন স্ত্রীলোক শিষ্য ছিল না, পরন্তু রামানুজের তাহা ছিল।

২৬। **সন্ন্যাস-গ্রহণ।** শঙ্কর ৮বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। রামানুজ প্রায় ২০ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শঙ্করের জন্মভূমিতে আমি তাঁহার একখানি জীবন-চরিত সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি। ইহার মতে তিনি ১৬ বৎসরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কিন্তু যখন তত্রত্য পণ্ডিতগণকে ডাকিয়া আচার্য্যের চরিত-কথা জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন দেখি দুইজন পণ্ডিত দুই প্রকার মতাবলম্বী। কিন্তু তৃতীয় এক ব্যক্তি এই বলিয়া সমাধান করিলেন যে, উহা ১৬ বৎসর নহে; উহা তাঁহার পিতার জীবনের ষোড়শ সংস্কার সমাপনের পর। লোকে

১৬ সংখ্যা ধরিয়া গোল করিয়া ফেলিয়াছে। অবশ্য অনেকেই অবগত আছেন যে, এই ষোড়শ সংস্কার শ্রাদ্ধের পর একটী সংস্কার বিশেষ। ফলে ৮ম বৎসরেই শঙ্কর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই কথাই অধিকাংশ লোকে স্বীকার করেন।

সন্ন্যাস-গ্রহণের উপলক্ষ। জীবনের পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঘটনা অনেক সময় পরবর্ত্তী ঘটনার 'হেতু' এবং 'উপলক্ষ' বলিয়া পরিগণিত হয়, তন্মধ্যে যাহা গৌণ হেতু তাহাই সাধারণতঃ 'উপলক্ষ' এবং যাহা মুখ্য-হেতু তাহাই 'হেতু' নামে অভিহিত হয়। এতদনুসারে আমরা বলিতে পারি, শঙ্করের সন্ন্যাস গ্রহণের হেতু—জীবনের সার্থকতা-লাভের ইচ্ছা এবং উপলক্ষ—সমাগত অতিথি-মুখে নিজ মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ ও কুম্ভীরাক্রমণ। শঙ্কর প্রায় সপ্তম বৎসর বয়সে গুরু-গৃহ হইতে স্বগৃহে সমাবর্ত্তন করিয়া মাতৃসেবা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। এই সময় কয়েকজন ঋষিকল্প ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার গৃহে অতিথি হন। তাঁহারা, তাঁহার প্রতিভা দেখিয়া তাঁহার জন্মপত্রিকা দেখিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহাদেরই মুখে তিনি শুনেন যে, তাঁহার পরমায়ু ৮ বৎসর, কিন্তু সাধন-ভজন দ্বারা ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারে। মাধবের মতে কিন্তু ব্রাহ্মণেরা ৮ বৎসর পরিবর্ত্তে ১৬ ও ১৬র পরিবর্ত্তে ৩২ বৎসরের কথা বলিয়াছিলেন। এই সংবাদ শ্রবণের পরই আচার্য্য ধীরে-ধীরে মাতার নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণ-প্রস্তাব করিতে থাকেন, ইতিপূর্ব্বে তাঁহার সন্ন্যাস-ইচ্ছার কথা শুনা যায় না। অবশ্য ইতিপূর্ব্বে সন্ন্যাস গ্রহণের উপযোগিতা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়া ছিলেন, স্বীকার করিতে হইবে; কারণ তাহা না হইলে তিনি মৃত্যু-সংবাদ শুনিবার কিছু পরেই মাতার নিকট এ প্রস্তাব করেন কেন? আর ইতিপূর্ব্বে এ প্রস্তাব না করিবারও কারণ, বোধ হয়—মাতার বৃদ্ধাবস্থা, এবং তজ্জন্য তাঁহার

মাতৃসেবার প্রয়োজনীয়তা। এক্ষণে 'মৃত্যু নিকট' শুনিয়া তিনি মাতৃসেবা অপেক্ষা জীবনের সার্থকতার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া মাতার জীবদ্দশাতেই, মাতার নিকট সন্ন্যাসের অনুমতি ভিক্ষা করেন। অসহায়া বৃদ্ধা জননীর পক্ষে এমন সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন একমাত্র সন্তানকে সন্ন্যাসে অনুমতি-দান যেরূপ হৃদয়বিদারক ব্যাপার, শঙ্কর-জননীর সেইরূপই বোধ হইয়াছিল। সুতরাং তিনি সন্ন্যাসে অনুমতি পাইলেন না।

ইহারই পর একদিন শঙ্করকে সম্মুখস্থ নদীতে কুম্ভীর আক্রমণ করে, তখন মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া শঙ্কর, মাতার নিকট হইতে 'অন্ত্য সন্ন্যাসের' অনুমতি ভিক্ষা করিয়া লয়েন। অগত্যা শঙ্কর-জননী শঙ্করকে সন্ন্যাসে অনুমতি দিতে বাধ্য হন। সুতরাং দেখা যাইতেছে অতিথি-সমাগম, মৃত্যু-সংবাদ-শ্রবণ ও কুম্ভীর আক্রমণ—এই তিনটী ঘটনা তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণের গৌণ-হেতু বা উপলক্ষ, প্রকৃত-হেতু তাঁহার, জ্ঞান-সাধনে সন্ন্যাসের উপযোগিতা-জ্ঞান ও নিজ মৃত্যু-চিন্তা।

কিন্তু মাধবাচার্য্য এখানে এমন ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মনে হয়—এ কুম্ভীর আক্রমণ—শঙ্করের যেন এক কৌশল মাত্র। কারণ, তাঁহার বর্ণনাতে শঙ্করের মুখ দিয়া তিনি এইরূপ একটী কথা বাহির করাইয়াছেন যে "মা! আপনি আমায় সন্ন্যাসে অনুমতি দিলে কুম্ভীর আমাকে ছাড়িয়া দিবে"। কিন্তু মাধবের এ কথা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, তাঁহার দেশের লোকে এভাবে ও-কথা বর্ণনা করে না। আর যদি আচার্য্যকে ভগবদবতার বলা যায়, তাহা হইলে তাঁহার ঐরূপ আচরণকে কৌশল না বলিয়া লীলা বলাই উচিত। এবং তাহা হইলে কৌশল-জন্য দোষ আর থাকে না। অবশ্য মাধবের ইহাই অভিপ্রায়, তাহা বেশ বুঝা যায়। আর এ সম্বন্ধে "শঙ্কর-বিজয়-বিলাসে" যাহা আছে, তাহাতে উক্ত কুম্ভীর—শাপ-গ্রস্ত এক গন্ধর্ব্ব, শঙ্করকে স্পর্শ করিয়া দেবদেহ ধারণ করিয়া সর্ব্ব-সমক্ষে

স্বর্গে গমন করেন। সুতরাং উভয় জীবনীকারেরই ইচ্ছা যে, ইহা আচার্য্যের কৌশল বলিয়া লোকে না বুঝে। ওদিকে শঙ্করের জন্ম ভূমিতে সকলেই কুম্ভীরে-ধরা ব্যাপারটীকে সত্য ঘটনা বলিয়াই বিশ্বাস করেন। এমন কি, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের উপর শঙ্কর-প্রদত্ত শাপ-মোচনের জন্য যখন তাঁহারা শঙ্করের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন, তখন তিনি নাকি বলিয়া ছিলেন, যে—"পুনরায় যখন এই নদীর এই স্থানে কুম্ভীর দেখা যাইবে, তখন তোমাদের উক্ত শাপ মোচন হইবে।" বস্তুতঃ শাপগ্রস্ত শঙ্কর-জ্ঞাতিগণ এখনও তাহার আশা রাখেন। ফলে শঙ্করের সন্ন্যাস-গ্রহণের হেতু—নিজ মৃত্যু-চিন্তা, উপলক্ষ—জ্যোতির্ব্বিদ-গণের ভবিষ্যৎ-কথন প্রভৃতি। জ্ঞানী, পণ্ডিত ব্যক্তি যেমন নিজের অন্তিম-কাল সন্নিহিত জানিয়া পরমার্থ-চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে চাহেন ও তাঁহার যত কিছু উপায় তাহা অবলম্বন করেন, শঙ্করের যেন ঠিক সেই জন্য সন্ন্যাস-গ্রহণেচ্ছা জন্মে, বলিতে পারা যায়।

রামানুজের সন্ন্যাস-গ্রহণের হেতু ও উপলক্ষ কিন্তু অন্য প্রকার। তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর স্বভাবই তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণের হেতু হইয়াছিল। পত্নী, রামানুজের ভগবন্নিষ্ঠা, ও সংসার-সুখে অনাসক্তি দেখিয়া তাঁহার উপর বিরক্ত ছিলেন। অবশ্য বিরক্ত হইবার কারণও যথেষ্ট হইয়াছিল। রামানুজ সর্ব্বদা শাস্ত্রচর্চ্চা ও ভগবৎ-সেবা লইয়া উন্মত্ত; অর্থোপার্জ্জন বা গৃহ-ব্যবস্থাতে একেবারেই তাঁহার লক্ষ্য থাকিত না। অথচ তিনি প্রায়ই অতিথি-সেবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। অর্থ কোথা হইতে আসে সে চিন্তা নাই, কেবল খরচেরই ব্যবস্থা। তাহার পর, পত্নী উচ্চ ব্রাহ্মণ-বংশ-সম্ভূতা, অথচ তাঁহার যিনি পতি, তিনি শূদ্র কাঞ্চীপূর্ণের শিষ্যত্বলাভে ব্যাকুল—শূদ্রের প্রসাদ খাইয়া জাতি নষ্ট করিয়াও তাঁহার শষ্য হইতে প্রস্তুত! পতির এবম্প্রকার আচরণে তিনি নিতান্ত মর্ম্মাহত

হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ প্রথম কলহ কাঞ্চীপূর্ণের প্রসাদ লইয়া—অন্য কিছু নহে। তার পর যখন তিনি মহাপূর্ণের সহিত প্রথমবার শ্রীরঙ্গমে যাইলেন, তখন স্ত্রীকে একবার সংবাদ পর্য্যন্ত দিলেন না, অথচ স্ত্রী, বাটীতে রন্ধন করিয়া প্রস্তুত। এই সকল কারণের ফলে তিনি উপর্য্যুপরি রামানুজের অপ্রিয় অনুষ্ঠান করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। স্ত্রীর অপরাধে রামানুজ যতই বিরক্ত হইয়া স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করেন, স্ত্রীও ততই বুদ্ধি হারাইতে লাগিলেন ও ততই স্বামীর অপ্রিয় অনুষ্ঠান করিয়া ফেলিতেন। এইরূপে রামানুজ তিন বার, ( মতান্তরে দুইবার ) অপরাধ ক্ষমা করিয়া চতুর্থ বার ( মতান্তরে তৃতীয় বার ) তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। ত্যাগের উদ্দেশ্য—'স্ত্রী আর যেন তাঁহার পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে না পারে', ফলে রামানুজের সন্ন্যাসের হেতু—নির্ব্বিঘ্নে ভগবৎ-সেবা ও শাস্ত্রচর্চ্চা, আর উপলক্ষ—তাঁহার স্ত্রীর সহিত কলহ। স্ত্রী, তাঁহার বিঘ্নকারিণী না হইলে তিনি হয়ত সন্ন্যাস লইতেন না। যাহা হউক, এতদ্দৃষ্টে আমরা বলিতে পারি, শঙ্করের সন্ন্যাস-ইচ্ছা—নিজ অভীষ্ট-লাভের উপায় অবলম্বন করিবার জন্য। আর রামানুজের সন্ন্যাস-ইচ্ছা—নিজ অভীষ্ট লাভের উপায়ের বিঘ্নবিনাশ করিবার জন্য। শঙ্কর ভাবিয়া-ছিলেন, অভীষ্টলাভের উপায় সন্ন্যাসপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন, তাহা হইলে বিঘ্নসম্ভাবনা অল্প; সুতরাং তিনি পূর্ব্ব হইতে সন্ন্যাস-গ্রহণ করিলেন। রামানুজ ভাবিয়াছিলেন—অভীষ্টলাভের উপায় ভগবৎ-সেবা; তিনি বিঘ্নের বিষয় ভাবেন নাই। সুতরাং তিনি কেবল ভগবৎ-সেবাতেই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। পরে কিন্তু যখন বিঘ্ন আসিল তখন বিঘ্নবিনাশের জন্য সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন। তবে শঙ্কর তাহা পূর্ব্ব হইতেই অবলম্বন করিলেন, এবং রামানুজ যখন প্রয়োজন হইল তখন করিলেন, এইমাত্র প্রভেদ।

২৭। সাধন-মার্গ। শঙ্কর, গুরু গোবিন্দপাদের নিকট যোগবিদ্যা অভ্যাস ও অদ্বৈত-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার নামে এক দক্ষিণাচারী তান্ত্রিক সম্প্রদায় প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু তিনি যে তদনুসারে কোন সাধন-ভজন করিয়াছিলেন, তাহা শুনা যায় না।

পক্ষান্তরে রামানুজ, মহাপূর্ণ ও গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট যে মন্ত্রলাভ করেন, তাহার বলেই সিদ্ধি লাভ করেন। তিনি নিত্য অর্চ্চা মূর্ত্তিতে ভগবানের সেবা করিতেন, তাহা তাঁহার জীবনীপাঠে বেশ উপলব্ধি হয়। তিনি কাশ্মীরে শারদাদেবীর নিকট হইতে হয়গ্রীব-মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন, তিনি তাঁহার নিত্য সেবা করিতেন। তদ্ব্যতীত তাঁহার মঠে বরদরাজের একটী মূর্ত্তি থাকিত তিনি তাহারও সেবা করিতেন। সম্ভবতঃ তীর্থ-ভ্রমণ বা দিগ্বিজয়-কালে এই বিগ্রহটী তাঁহার সঙ্গে থাকিত। তাহার পর, বাল্যে তিনি কাঞ্চীপতি বরদরাজকে নিত্য শালকূপের জলদ্বারা স্নান করাইতেন, শ্রীরঙ্গমে তিনি নিত্য শ্রীরঙ্গনাথের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতেন। তদ্ব্যতীত পাঞ্চরাত্র-বিধি অনুসারে যে সকল সাম্প্রদায়িক আচার-ব্যবহার প্রচলিত আছে, তাহাও তাঁহার সাধন-মার্গের অন্তর্গত, তাহাও বেশ বুঝা যায়। আর রামানুজ যে, যোগমার্গ অবলম্বন করেন নাই, তাহাও এক প্রকার স্থির। যাহা হউক ইহা দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে, আচার্য্যদ্বয়ের সাধন-মার্গ পৃথক্।

২৮। সাধারণ চরিত্র। এইবার আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজের জীবন একবার সমগ্রভাবে দেখিবার চেষ্টা করা যাউক। শঙ্কর ও রামানুজ উভয়েই গৌরকান্তি দীর্ঘকায় ও সৌম্য-মূর্ত্তি ছিলেন। শঙ্কর শান্ত, গম্ভীর, প্রসন্নবদন, স্থির, ও মিতভাষী; রামানুজ যেন ভক্তিভাবে আপ্লুত কখন স্থির, কখন চঞ্চল, কখন প্রসন্ন-বদন, কখন ব্যাকুল। শঙ্করের জীবন যেন জগৎকে শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন প্রভৃতি বিচারপরায়ণতা

দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য। রামানুজের জীবন যেন জগৎকে ভগবৎ-সেবা দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য। শঙ্কর-জীবনে শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনরূপ বিচার—প্রধান, ভগবৎ-সেবা প্রভৃতি গৌণ; রামানুজ-জীবনে ভগবৎ-সেবাই প্রধান, বিচার প্রভৃতি গৌণ। শঙ্কর যেমন বৈদিক ধর্ম্মমত স্থাপনে ব্যগ্র; রামানুজ তদ্রূপ বিষ্ণু-ভক্তিমার্গ স্থাপনে ব্যাকুল। শঙ্কর-জীবনে ঔদাসীন্য মাখা, রামানুজ-জীবনে আসক্তি মাখা। শঙ্করমতে সকল দেবতার অন্তর্গত সূক্ষ্মতম এক সাধারণ ব্রহ্মতত্ত্বই উপাস্য, রামানুজ-মতে সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণই উপাস্য। শঙ্করের মত অদ্বৈতবাদ, রামানুজের মত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। শঙ্কর বলেন,—এক অদ্বৈত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বই সত্য, অপর সব মায়া, রামানুজ বলেন—জীব ও জড়বিশিষ্ট এক অদ্বৈত-তত্ত্বই সত্য, মায়া কিছুই নহে। শঙ্করমতের মুক্তি—ব্রহ্ম-স্বরূপতা লাভ, কিন্তু ইহাও পরমার্থতঃ আকাশকুসুমসম অসম্ভব; রামানুজমতের মুক্তি বৈকুণ্ঠবাস ও নারায়ণের চির কৈঙ্কর্য্য। শঙ্করমতে বৈকুণ্ঠবাস প্রভৃতি এক প্রকার স্বর্গমাত্র ইহা মুক্তি নহে।

বেশ। শঙ্কর গৈরিক বস্ত্রধারী,মুণ্ডিত মস্তক একদণ্ডধারী সন্ন্যাসী,রামানুজ গৈরিক বস্ত্রধারী মুণ্ডিত মস্তক ত্রিদণ্ডধারী সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসের পর শঙ্করের যজ্ঞোপবীত ছিল না; রামানুজের কিন্তু তাহা ছিল। শঙ্করের ললাটে ভস্মের ত্রিপুণ্ড্র শোভিত; রামানুজের ললাটে গোপীচন্দনের ঊর্দ্ধপুণ্ড্র শোভিত।

উপরি উক্ত আটাইশটী বিষয় প্রকৃত প্রস্তাবে দোষ বা গুণ, কিছুই বলা চলে না, যাহা হউক এক্ষণে আমরা কতিপয় গুণ সম্বন্ধীয় বিষয় আলোচনা করিব।

২৯। অজেয়ত্ব। শঙ্কর বাদ-কালে নিত্য অপরাজিত; কাহারও নিকট বাদে তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন একথা শুনা যায় না*। মণ্ডন

*স্বর্গীয় ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী অল্পদিন পূর্ব্বে উপাসনা পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন যে, শঙ্কর

পত্নী সরস্বতী দেবীর নিকটও তিনি পরাজিত—ইহা বলা যায় না, কারণ সন্ন্যাসীর কামচিন্তায় ব্রহ্মচর্য্য হানি হইবে, এজন্য তিনি তাহার উত্তর দেন নাই। তিনি এমন কৌশল অবলম্বন করিলেন যে, সকল দিকই রক্ষা পাইল।

রামানুজ যদিও কাহারও নিকট একেবারে পরাজিত হন নাই, তথাপি যজ্ঞমূর্ত্তির নিকট তিনি "পরদিন পরাজিত হইবেন" এই ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তিনি গৃহে আসিয়া ভগবানের নিকট অনেক ক্রন্দন করিয়াছিলেন। ইহার ফলে ভগবান্ রাত্রে তাঁহাকে স্বপ্ন দেন যে, যজ্ঞমূর্ত্তি পরদিন তাঁহার শিষ্য হইবেন।" যাহা হউক পরদিন যজ্ঞমূর্ত্তি আর রামানুজের সহিত তর্ক-বিতর্ক করেন নাই। তাঁহার মন তাঁহার অজ্ঞাতসারে পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি রামানুজের চরণে পতিত হইয়া শিষ্যত্ব ভিক্ষা করিলেন। "আমি পরাজিত" লোক-সমক্ষে স্বীকার না করিলেও যদি মনে মনে বুঝিয়া থাকি—আমি পরাজিত, তাহা হইলেই আমার পরাজয় হইয়াছে—বলিতে হইবে। বরং এই রূপই অধিক দেখা যায় যে, লোকের চক্ষে একজন পরাজিত হইলেও সে স্বীকার করে না, কিন্তু যে নিজের মনে বুঝে যে—সে পরাজিত, তাহার আর বাকী কি? যদি পরাজয় বলিয়া কিছু থাকে ত ইহাই যথার্থ পরাজয়। বস্তুতঃ রামানুজ যজ্ঞমূর্ত্তিকে তর্ক বা বিদ্যাবুদ্ধিতে আপনা অপেক্ষা বড় বলিয়া সম্মান করিতেন। কেবল বরদরাজের কৃপায় যে তিনি তাঁহার শিষ্য হইয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। যাদবপ্রকাশকেও শিষ্য করিবার কালে বস্তুতঃ বিচার কিছুই হয় নাই। তিনি রামানুজ

---

এক বৈষ্ণব পণ্ডিতের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। আমি ইহা দেখিয়া তাঁহার নিকট প্রমাণ জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন যে উহা এক বৈষ্ণব গ্রন্থে আছে।" বলা বাহুল্য ইহা শত্রু সম্প্রদায়ের কথা বলিয়া তাহা আমাদের নিকট অগ্রাহ্য। আমরা মিত্র ও শিষ্য সম্প্রদায়ের কথা যথাযথ লইয়া তুলনা করিতেছি মাত্র।

'মত' জানিতে চাহিয়া ছিলেন মাত্র। আর রামানুজ তজ্জন্য কুরেশকে শাস্ত্র-প্রমাণসহ তাহা বিবৃত করিতে বলেন।

৩০। অনুসন্ধিৎসা, জ্ঞানপিপাসা। শঙ্কর-জীবনে ইহার কার্য্য কেবল এক স্থলে দেখা যায়। তিনি বাল্যে গুরুর আদেশে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া কিছু দিন শাস্ত্র আলোচনা করেন। এ সময় তিনি দেখিলেন যে, কি প্রাচীন, কি বর্ত্তমান সকল পণ্ডিতই নিজ নিজ বুদ্ধিবলে যাহা-হউক-একটা কিছু প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন, বস্তুতঃ অতীন্দ্রিয় জ্ঞান না হইলে, সত্য সাক্ষাৎকার হইতে পারে না। এজন্য তিনি অতীন্দ্রিয়-জ্ঞানে জ্ঞানী কোন যোগীশ্বরের নিকট শিক্ষা লাভে অভিলাষী হয়েন। তিনি বাল্যে আচার্য্যের নিকট গুরু গোবিন্দপাদের অলৌকিক যোগ-শক্তির, কথা শুনিয়া ছিলেন, এজন্য তিনি আর কাহারও নিকট কিছু শিখিবার ইচ্ছা না করিয়া একেবারে তাঁহারই নিকট গমন করেন। সেখানে সিদ্ধিলাভের পর আর কোথায়ও শঙ্কর কিছু শিখিবার জন্য ব্যগ্র, ইহা তাঁহার জীবনে আদৌ দেখা যায় না। অধিক কি, পরম-গুরু গৌড়পাদ যখন তাঁহাকে বর দিতে চাহেন, তখন তাঁহার কিছুই চাহিবার না থাকায় তিনি যাহাতে নিরন্তর সেই "সচ্চিদানন্দ" বস্তুতে অবস্থিতি করিতে পারেন, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পক্ষান্তরে রামানুজ-জীবনে ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে। প্রথম, জন্মভূমি হইতে কাঞ্চী আগমন, দ্বিতীয়, যাদবপ্রকাশের নিকট একাধিক বার বিতাড়িত হইয়াও পুনঃ শিষ্যত্ব স্বীকার। তৃতীয়, তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়াও তৃপ্তি না হওয়ায় ভক্ত কাঞ্চীপূর্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণের চেষ্টা। চতুর্থ, তাহাতেও ব্যর্থমনোরথ হওয়ায় তাঁহারই দ্বারা ভগবান্ বরদরাজের নিকট হৃদ্গত প্রশ্নের উত্তর লাভের চেষ্টা। পঞ্চম, মহাপূর্ণ প্রভৃতি যামুনাচার্য্যের প্রধান পাঁচ জন শিষ্যেরই নিকট পুনঃ পুনঃ সাম্প্রদায়িক গ্রন্থাদি অধ্যয়ন।

ষষ্ঠ, গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট গীতার চরম মন্ত্রার্থ লাভের জন্য উপর্য্যুপরি ১৮শ বার প্রাণপণ চেষ্টা। সপ্তম, তিরুপতিতে যাইয়া সেই খানেই শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট রামায়ণ অধ্যয়ন। অষ্টম, পশ্চিম সমুদ্রোপকূলে দক্ষিণামূর্ত্তি নামক এক অতি প্রসিদ্ধ মহাত্মা অবস্থিতি করিতেন, তথায় যাইয়া বৃদ্ধবয়সেও তাঁহারই গ্রন্থ অধ্যয়ন। নবম, শ্রীভাষ্য-রচনা করিবেন বলিয়া বোধায়ন বৃত্তির জন্য সুদূর কাশ্মীর পর্য্যন্ত গমন।

এতদ্দ্বারা উভয়ের সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বে উভয়ের অনুসন্ধিৎসা বা জ্ঞানপিপাসার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। রামানুজ যেমন দীর্ঘজীবী তদ্রূপ তাঁহার এই পিপাসা বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত দেখা যায়। রামানুজ এজন্য ব্রাহ্মণ-শূদ্র বিচার করেন নাই, শঙ্কর এজন্য জীবনের মমতা না করিয়া কোথায় সেই সহস্র ক্রোশ দূরবর্ত্তী হিংস্রজন্তু-সমাকীর্ণ গহন বিন্ধ্যারণ্যে নর্ম্মদাতীরে গোবিন্দপাদ, তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করেন ও সিদ্ধকাম হয়েন। অবশ্য পথে কত যে ক্ষমতাপন্ন সিদ্ধ সাধু পণ্ডিত দেখিয়াছেন (যাহাদিগকে তিনি পরে জয় করেন) তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু তাঁহার প্রাণপণ লক্ষ্য—সেই এক পুরুষ-পুঙ্গবে। শঙ্কর এজন্য একেবারে জাতিনাশাশঙ্কা, * জীবনের মমতা ও সংসার ত্যাগ করিয়া চলিলেন। রামানুজ এজন্য সংসার ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু জাতিনাশাশঙ্কা ত্যাগে কৃতসংকল্প হয়েন।

৩১। অলৌকিক জ্ঞান। যাঁহার জ্ঞানকে দেশ-কাল-বস্তু বাধা দিতে পারে না, তাঁহার জ্ঞানকে আমরা এস্থলে অলৌকিক জ্ঞান নামে অভিহিত করিতেছি। দেশ অর্থাৎ দূরতা জন্য যাঁহার জ্ঞানের তারতম্য হয় না। কাল অর্থাৎ বর্ত্তমানের ন্যায় ভূত ও ভবিষ্যৎ

---

* ইঁহাদের দেশের রীতি—দেশের বাহিরে গেলেই জাতি-নাশ হয়।

বিষয়ে যাঁহার জ্ঞান হয় এবং বস্তু অর্থাৎ বস্তু-ব্যবধান সত্ত্বেও যাঁহার জ্ঞান হয়, তাঁহার জ্ঞানই এস্থলে অলৌকিক জ্ঞান। শঙ্করের উক্ত ত্রিবিধ অলৌকিক জ্ঞানের দৃষ্টান্ত এইরূপ—(১) তিনি হস্তামলকের পূর্ব্বজন্মের কথা সকলকে বলিয়াছিলেন, এ কথা তিনি পূর্ব্বে কাহারও নিকট শুনিয়া বলেন নাই। (২) পদ্মপাদের তীর্থভ্রমণে দৈবদুর্ব্বিপাক ঘটিবে তাহাও তিনি পূর্ব্বে বুঝিয়াছিলেন। (৩) মণ্ডনমিশ্রের পুনর্জ্জন্ম হইবে এবং তখন তিনি তাঁহার ভাষ্যের টীকা করিবেন ও তাহাই জগতে প্রসিদ্ধ হইবে, এ বিষয়ে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। (৪) জগন্নাথ, বদরীনাথ, হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থানে দেবতা-পুনঃপ্রতিষ্ঠা কালে তিনি যথাক্রমে ভূগর্ভ, কূপমধ্য ও জাহ্নবীতল হইতে ভগবদ্বিগ্রহ উদ্ধার করেন। (৫) মাতার অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে দুই তিন শত ক্রোশ দূরে থাকিয়া তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

পক্ষান্তরে রামানুজ-জীবনের ঘটনা এইরূপ—(১) তাঁহার মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে তাঁহার জন্মভূমিতে যখন তাঁহার প্রস্তরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হয়, তখন তিনি শ্রীরঙ্গমে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেছিলেন। এই সময় সহসা তাঁহার শরীরে মহা অবসাদ উপস্থিত হয়। সকলে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রামানুজ বলেন "দেখ দেখি আজ বুঝি ভূতপুরীতে আমার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।" বস্তুতঃ তখন সকলের মনে হইল যে—সত্য—সেই দিনই নির্দ্দিষ্ট দিন। (২) রামানুজ যখন প্রথম তিরুপতি গমন করেন, তখন এক কৃষক তাঁহাকে পথপ্রদর্শন করেন। যাইবার কালে রামানুজ সেই কৃষকের পদতলে পতিত হন। শিষ্যগণ, আচার্য্যকে কৃষকপদতলে পতিত দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হয়েন। কিয়দ্দূরে আসিয়া রামানুজ, শিষ্যগণকে বলেন যে, তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ কৃষকবেশে তাঁহাদিগকে পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন।

(৩) কূর্ম্মক্ষেত্রে পাঞ্চরাত্র মতে কূর্ম্মরূপ ভগবানের পূজা প্রবর্ত্তিত করিয়া রামানুজ বলিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে কৃষ্ণমাচারিয়া নামে এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া তথায় বৈখানস বিধি প্রচলন করিবেন।

এতদ্দৃষ্টে বলা যায় যে, শঙ্করের অলৌকিক জ্ঞানে উক্ত দেশ, কাল ও বস্তুগত ত্রিবিধ ব্যবধান বাধা দিতে পারিত না। কারণ, ১ম ঘটনাটী অতীত কালের জ্ঞানের পরিচায়ক। ২।৩য় ঘটনাদ্বয় ভবিষ্যৎ জ্ঞানবিষয়ক। ৪র্থ, বস্তুগত ব্যবধান অতিক্রমের শক্তির দৃষ্টান্ত। এবং ৫ম, দেশগত ব্যবধান অতিক্রম করিবার নিদর্শন। কিন্তু রামানুজে উক্ত সকল প্রকার দৃষ্টান্ত নাই। কারণ ১মটীর দ্বারা দেশগত ব্যবধান, এবং ৩য়টীর দ্বারা ভবিষ্যৎ সুতরাং অংশতঃ কালগত ব্যবধান অতিক্রমের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় বটে, কিন্তু অতীতবিষয়ক জ্ঞান তাঁহার হইত কি-না তদ্বিষয়ে কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না বলিয়া কালগত বাধা অতিক্রমের পূর্ণ দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল না। তাহার পর বস্তুগত ব্যবধান তাঁহার জ্ঞানের বাধা দিতে পারিত কি-না, তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতেছে না। এ সামর্থ্য থাকিলে তিনি তিরুনারায়ণপুরে ভূগর্ভস্থ তিলকচন্দনের জন্য কাতর হইতেন না। এজন্য রামানুজে অলৌকিক জ্ঞানের সকল লক্ষণ পাওয়া গেল না। ২য় ঘটনাটী কৃষকদেহে স্বয়ং ভগবান্ আবির্ভূত, ইহা শিষ্যগণ কেহ বুঝিতে পারেন নাই; রামানুজই কেবল বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এজন্য ইহাকে বস্তুগত ব্যবধান অতিক্রমের দৃষ্টান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। কারণ কৃষকদেহটী ত জড়বস্তু নহে—উহা ভগবদ্বস্তু। ইহা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ভগবদ্দর্শন বা সিদ্ধিবিশেষ। এজন্য এসব কথা আমরা অলৌকিক শক্তি বা সিদ্ধিমধ্যে পৃথক্ আলোচনা করিব।

যদি বলা যায়, রামানুজ স্বপ্নসাহায্যে তিরুনারায়ণপুরে ভূগর্ভস্থ

তিলকচন্দনের স্থান জানিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং বস্তুগত ব্যবধান তাঁহার জ্ঞানের বাধা দিতে পারিত না, কিন্তু এ কথা বলিলে দুইটী দোষ ঘটিবে। প্রথম, তিনি নিজেই স্বপ্নকে চিত্তবিকার বলিয়া জ্ঞান করিতেন। দৃষ্টান্ত—উক্ত তিরুনারায়ণপুরেরই ঘটনা; এবং দ্বিতীয়,স্বপ্নে তাঁহার ভগবদ্দর্শন ঘটনাটী তাহা হইলে তাঁহার মনেরই ধর্ম্ম হইয়া যায়, ভগবদ্দর্শনের মাহাত্ম্য থাকে না। সুতরাং স্বপ্নদ্বারা তাঁহার বস্তুগত ব্যবধান অতিক্রম করিবার শক্তি ছিল বলা চলে না।

৩২। অলৌকিক শক্তি বা সিদ্ধি। এই বিষয়টী ধর্ম্ম-সংস্থাপক মাত্রেরই অতি প্রয়োজনীয় গুণ। জগতে এ পর্য্যন্ত যিনিই ভগবদবতাররূপে খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন, তিনিই অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। অধিক কি, এমন অনেকে জন্মিয়া গিয়াছেন যাঁহারা বাস্তবিকই অতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন এবং আশ্চর্য্য বুদ্ধিশক্তি-বিশিষ্ট ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সে সম্মান লাভ ঘটে নাই। আমরা দেখিতে পাই এই গুণটী উভয় আচার্য্যেই প্রচুর মাত্রায় ছিল। যাহা হউক তুলনা করিলে যেরূপ প্রতিভাত হয় তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শঙ্কর পক্ষ।

১। শঙ্কর দরিদ্রা ব্রাহ্মণীর গৃহে সুবর্ণ আমলকী বৃষ্টি করাইয়াছিলেন।

২। তিনি নদীর গতি পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

৩। তিনি নর্ম্মদার জলস্তম্ভন করিয়াছিলেন।

৪। তিনি আকাশমার্গে গমন করিয়াছিলেন।

৫। তিনি পরকায়-প্রবেশ করিয়াছিলেন।

৬। মঠাম্নায়তে দেখা যায়, তিনি বলিতেছেন যে, পীঠাধিপতি

প্রত্যেক শঙ্করশরীরে তিনি বিরাজ করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করিবেন। এজন্য পীঠাধিপতি সকলেই এখনও 'শঙ্করাচার্য্য' নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন।

পক্ষান্তরে রামানুজ নিজ প্রস্তরমূর্ত্তিতে শক্তিসঞ্চার করিয়া তাহাতে বাক্‌শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন এবং শিষ্যগণকে উক্ত মূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ স্বয়ং বলিয়া জ্ঞান করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ভূতপূরীতে উক্ত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাকালে রামানুজশরীরে ভয়ানক অবসাদ উপস্থিত হয়। এজন্য কেহ কেহ মনে করেন—রামানুজ উক্ত মূর্ত্তিমধ্যে বিরাজমান থাকিয়া ধর্ম্মরক্ষা করিতেছেন।

৭। শঙ্কর,মধ্যার্জ্জুন নামক স্থানে তত্রত্য শিবকে সকলের প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার অদ্বৈতমত—সত্য, তাহা শিবের মুখ দিয়া নির্গত করাইয়া সকলকে স্বমতে আনিয়াছিলেন।

পক্ষান্তরে রামানুজ তিরুনারায়ণপুরের রাজা বিট্টলদেবের সভায় দ্বাদশ সহস্র জৈন পণ্ডিতকে একক সকলের প্রশ্নের উত্তর দিয়া নিরস্ত করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি সভামধ্যে একস্থান বস্ত্রাবৃত করিয়া নিজ সহস্রফণাবিশিষ্ট অনন্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সহস্রবদনে সহস্র লোকের সহস্র প্রশ্নের উত্তর দেন। এই ঘটনা একজন জৈন, বস্ত্রের একদেশ অপসারিত করিয়া গোপনে দেখিয়া সকলের নিকট প্রচার করিয়াছিল। এস্থলে কিন্তু বিশেষত্ব এই যে, শঙ্করের ঐ কীর্ত্তির দ্রষ্টা একজন নহে, পরন্তু বহুসহস্র ব্যক্তি। পক্ষান্তরে রামানুজের এ কীর্ত্তির দ্রষ্টা একজন মাত্র জৈন।

৮। শঙ্কর,কর্ণাট উজ্জয়িনীতে সহস্র কাপালিককে নেত্রাগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিয়াছিলেন। অবশ্য প্রাচীনমতে এরূপ নরহত্যার অভিনয় উল্লিখিত হয় নাই। তাহাতে যাহা আছে তাহা সঙ্গত। ৭৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৯। শঙ্কর, মূর্খ তোটককে সর্ব্ববিদ্যা প্রদান করেন।

রামানুজ বৃদ্ধবয়সেও দক্ষিণামূর্ত্তির নিকট তাঁহার গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন।

১০। শঙ্কর হস্তামলকের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন।

১১। সুরেশ্বরের মুক্তির জন্য জন্মান্তরের প্রয়োজন আছে, আর তিনি বাচস্পতি নামে জন্মিয়া তখন যে টীকা লিখিবেন, তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, শঙ্কর এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

১২। (ক) নারদকুণ্ড হইতে বদরীনারায়ণের মূর্ত্তি, (খ) গঙ্গা হইতে হৃষীকেশের বিষ্ণুবিগ্রহ, (গ) পাণ্ডাগণ কালযবনের ভয়ে জগন্নাথের উদরস্থিত বর্ত্তমান রত্নপেটীকা চিল্কাহ্রদের তীরে লুকাইয়া রাখিয়া স্থান ভুলিয়া গেলে শঙ্কর তাহা উদ্ধার করেন।

রামানুজও তদ্রূপ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া সম্পৎকুমারের মূর্ত্তি তিরুনারায়ণপুরে ভূগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। দিল্লীতে সম্রাটের প্রাসাদে রাজকুমারীর গৃহাভ্যন্তরে উক্ত সম্পৎকুমারের উৎসব-বিগ্রহ ম্লেচ্ছাদি-সর্ব্বজন-সমক্ষে রামানুজের ক্রোড়ে আসিয়া উপস্থিত হন।

১৩। শঙ্কর, মৌনাম্বিকাতে একটী মৃত শিশুর পুনর্জ্জীবন প্রদান করিয়াছিলেন।

১৪। শঙ্কর, জননীকে অন্তিমকালে শিব ও পরে বিষ্ণুস্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন।

রামানুজ, ধনুর্দ্দাসকে শ্রীরঙ্গনাথের অপূর্ব্ব সুন্দর চক্ষু দেখাইয়াছিলেন, তাহাতেই ধনুর্দ্দাসের জীবন পরিবর্ত্তিত হয় ও সে সেই অবধি তাঁহার অনুরাগী শিষ্য হয়।

১৫। শঙ্করের যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, তিনি স্তবদ্বারা বহু দেবদেবীকে বহুবার তাঁহার নিজের ও পরের প্রত্যক্ষীভূত করিয়াছিলেন; যথা—(ক) বাল্যে লক্ষ্মীদেবী, (খ) মধ্যার্জ্জুন

শিব, (গ) মাতার অন্তিমকালে শিব ও বিষ্ণু, (ঘ) মণ্ডন-পরাজয় কালে সরস্বতী দেবী, (ঙ) কাশ্মীরে শারদাপীঠে সরস্বতী দেবী, (চ) ভগন্দর রোগের সময় দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ইত্যাদি।

## রামানুজ পক্ষ।

১। রামানুজের জীবনে এরূপ দেবতা প্রত্যক্ষ কেবল কাশ্মীরে শারদাপীঠে হইয়াছিল। অন্যত্র সবই স্বপ্নে বা ছদ্মবেশে অথবা বিগ্রহ দর্শনে, কোনটীও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ নহে। স্বপ্নে দর্শন যথা—(ক) যজ্ঞমূর্ত্তির সহিত বিচারকালে, (খ) যাদবপ্রকাশের শিষ্যত্ব গ্রহণকালে, (গ) তিরুনারায়ণপুরে সম্পৎকুমার বিগ্রহ উদ্ধার ও তিলকচন্দন লাভ কালে, (ঘ) জগন্নাথে পূজাপ্রথা পরিবর্ত্তনকালে, (ঙ) কূর্ম্মক্ষেত্রে বা সিন্ধুদ্বীপে তিলকচন্দন ফুরাইলে; (চ) দিল্লীতে রমাপ্রিয় মুর্ত্তি-লাভ কালে, (ছ) এবং মৃত্যুকাল আসন্ন হইলে। ছদ্মবেশে যথা;—(জ) তিরুপতি পথে, (ঝ) সিন্ধুদ্বীপে, (ঞ) তিরুকুরুঙ্গুড়ি নামক স্থলে। বিগ্রহ দর্শনে যথা;—(ট) শ্রীরঙ্গমে রঙ্গনাথ, (ঠ) কাঞ্চীতে বরদরাজ, (ড) তিরুপতিতে বেঙ্কটেশ, (ঢ) সুন্দরাচলে সুন্দরবাহু।

২। রামানুজের সহিত সুন্দরবাহু, রঙ্গনাথ ও বরদরাজ প্রভৃতি বিগ্রহগণ মনুষ্যের মত কথাবার্ত্তা কহিতেন।

৩। রামানুজের প্রসাদ খাইয়া এক বণিকের দুর্দ্দমনীয় কামরিপু অন্তর্হিত হয় ও সে রামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

৪। রামানুজ প্রায় তিনটী স্থলে রাজকুমারীগণের ব্রহ্মরাক্ষস দূর করিয়াছিলেন।

৫। রামানুজ যখন শ্রীরঙ্গমে দ্বিতীয়বার আসেন, তখন ভগবান্ রঙ্গনাথ, রামানুজকে ইহ ও পরজগতের প্রভুত্ব প্রদান করিয়াছিলেন।

৬। রামানুজ তিরুপতিতে যাইলে তথায় ভগবান্ বেঙ্কটেশও, ভগবান্ রঙ্গনাথের কথাই সমর্থন করেন।

কাশীতে বিশ্বেশ্বর শঙ্করকে ভাষ্য প্রচার করিতে বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহ-পর জগতের প্রভুত্ব দেন নাই।

৭। রামানুজ এক গোয়ালিনীকে তাহার মুক্তির জন্য বেঙ্কটেশের উপর একখানি পত্র দিয়া তাহাকে তিরুপতিতে পাঠান। আশ্চর্য্যের [illegible] গোয়ালিনী তিরুপতি আসিয়া ভগবানের সমক্ষে যেমন সাষ্টাঙ্গে [illegible]ণিপাত করিল, আর উঠিল না। মতান্তরে সে ভগবানের শরীরে মিশিয়া যায়।

৮। রামানুজ-জীবনে রামানুজের জন্য অপরেরও প্রতি ভগবানের স্বপ্নাদেশের কথা দুইটী শুনা যায়; যথা—(ক) যজ্ঞমূর্ত্তির নিকট পরাজয় কালে যজ্ঞমূর্ত্তিকে স্বপ্নদান, (খ) যাদবপ্রকাশকে রামানুজের শিষ্য হইতে স্বপ্নদান।

৯। রামানুজকে কাশ্মীরে শারদাদেবী দর্শন দান করিয়া, তাঁহার ভাষ্য নিজ মস্তকে স্থাপন করিয়াছিলেন।

১০। তিনি পুরোহিতগণপ্রদত্ত বিষ জীর্ণ করিয়াছিলেন। মতান্তরে চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্যলাভ করেন।

১১। রামানুজকে কাশ্মীরে পণ্ডিতগণ অভিচার করিয়া নিজেরাই বিপন্ন হইয়াছিলেন।

শঙ্করকে অভিচার করিয়া অভিনব-গুপ্ত তাঁহার শরীরে ভগন্দর রোগ উৎপাদন করিয়া দেয়। অবশ্য এ স্থলে রামানুজ অপেক্ষা শঙ্করের শক্তি অল্প, কি অভিনব-গুপ্ত অপেক্ষা পণ্ডিতগণের শক্তি অল্প, তাহা বলা যায় না।

১২। ভগবান্ সুন্দরবাহু রামানুজকে ভগবদবতার ও মহাপূর্ণের

অপর শিষ্যগণেরও গুরু বলিয়া সর্ব্বসমক্ষে একবার প্রচার করেন এবং অন্যবার রামানুজ-শিষ্য প্রণতার্ত্তিহরকে রামানুজের শরণ গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

১৩। রামানুজের আদেশে দাশরথি এক গ্রামের এক জলাশয়ে পা ডুবাইয়া বসিয়া থাকেন, গ্রামের লোক তাঁহার চরণোদক পান করিয়া সকলে বৈষ্ণব হয়।

১৪। রামানুজের গুরু মহাপূর্ণ রামানুজকে প্রণাম করিয়াছেন, কারণ তিনি রামানুজ-শরীরে যামুনাচার্য্যকে দেখিয়াছিলেন।

১৫। রামানুজের কৃপায় এক মূকের মূকত্ব সারিয়া যায় ও তাহার দিব্যজ্ঞান লাভ হয়।

শঙ্করের জীবনেও তোটকাচার্য্যের সর্ব্ববিদ্যা স্ফূর্ত্তির কথা আছে।

৩৩। আত্মনির্ভরতা বা ভগবন্নির্ভরতা। শঙ্করে ইহার দৃষ্টান্ত প্রচুর। সমগ্র ভারত-বিশ্রুত, বাদে সিংহসদৃশ, বৌদ্ধ-জৈন-নিধন-সমর্থ, বিচারকালে প্রাণান্ত পণ পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত, মহাপণ্ডিত কুমারিল-প্রসঙ্গ ইহার প্রথম দৃষ্টান্ত। এত বড় মহাপুরুষের নিকট যুবক শঙ্কর যাইতেছেন, তাঁহাকে শিষ্য করিয়া তাঁহার দ্বারা বার্ত্তিক লিখাইতে। দ্বিতীয়, উক্ত কুমারিলস্বামী যে মণ্ডন-মিশ্রকে নিজের অপেক্ষা বড় বলিয়া, শঙ্করকে তাঁহার নিকট যাইতে বলিলেন, শঙ্কর তথায় যাইয়া তাঁহা অপেক্ষা বিদূষী তাঁহারই ভার্য্যাকে বিচারে মধ্যস্থা মানিলেন, ভার্য্যা যে স্বভাবতঃ স্বামী পক্ষপাতিনী হয়, ইহাতে তাঁহার মনে কোন ইতস্ততঃই হইল না। তিনি নিশ্চয়ই জয়ী হইবেন—মনে করিলেন,—যেন পরাজয় কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না। তৃতীয়। জননী যখন কিছুতেই সন্ন্যাসে অনুমতি প্রদান করিলেন না, তখন শঙ্কর ভগবানের উপর নির্ভর করিয়াই কালাপেক্ষা

৬। রামানুজ তিরুপতিতে যাইলে তথায় ভগবান্ বেঙ্কটেশও, ভগবান্ রঙ্গনাথের কথাই সমর্থন করেন।

কাশীতে বিশ্বেশ্বর শঙ্করকে ভাষ্য প্রচার করিতে বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহ-পর জগতের প্রভুত্ব দেন নাই।

৭। রামানুজ এক গোয়ালিনীকে তাহার মুক্তির জন্য বেঙ্কটেশের উপর একখানি পত্র দিয়া তাহাকে তিরুপতিতে পাঠান। আশ্চর্য্যের বিষয় গোয়ালিনী তিরুপতি আসিয়া ভগবানের সমক্ষে যেমন সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল, আর উঠিল না। মতান্তরে সে ভগবানের শরীরে মিশিয়া যায়।

৮। রামানুজ-জীবনে রামানুজের জন্য অপরেরও প্রতি ভগবানের স্বপ্নাদেশের কথা দুইটী শুনা যায়; যথা—(ক) যজ্ঞমূর্ত্তির নিকট পরাজয় কালে যজ্ঞমূর্ত্তিকে স্বপ্নদান, (খ) যাদবপ্রকাশকে রামানুজের শিষ্য হইতে স্বপ্নদান।

৯। রামানুজকে কাশ্মীরে শারদাদেবী দর্শন দান করিয়া, তাঁহার ভাষ্য নিজ মস্তকে স্থাপন করিয়াছিলেন।

১০। তিনি পুরোহিতগণপ্রদত্ত বিষ জীর্ণ করিয়াছিলেন। মতান্তরে চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্যলাভ করেন।

১১। রামানুজকে কাশ্মীরে পণ্ডিতগণ অভিচার করিয়া নিজেরাই বিপন্ন হইয়াছিলেন।

শঙ্করকে অভিচার করিয়া অভিনব-গুপ্ত তাঁহার শরীরে ভগন্দর রোগ উৎপাদন করিয়া দেয়। অবশ্য এ স্থলে রামানুজ অপেক্ষা শঙ্করের শক্তি অল্প, কি অভিনব-গুপ্ত অপেক্ষা পণ্ডিতগণের শক্তি অল্প, তাহা বলা যায় না।

১২। ভগবান্ সুন্দরবাহু রামানুজকে ভগবদবতার ও মহাপূর্ণের

অপর শিষ্যগণেরও গুরু বলিয়া সর্ব্বসমক্ষে একবার প্রচার করেন এবং অন্যবার রামানুজ-শিষ্য প্রণতার্ত্তিহরকে রামানুজের শরণ গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

১৩। রামানুজের আদেশে দাশরথি এক গ্রামের এক জলাশয়ে পা ডুবাইয়া বসিয়া থাকেন, গ্রামের লোক তাঁহার চরণোদক পান করিয়া সকলে বৈষ্ণব হয়।

১৪। রামানুজের গুরু মহাপূর্ণ রামানুজকে প্রণাম করিয়াছেন, কারণ তিনি রামানুজ-শরীরে যামুনাচার্য্যকে দেখিয়াছিলেন।

১৫। রামানুজের কৃপায় এক মূকের মূকত্ব সারিয়া যায় ও তাহার দিব্যজ্ঞান লাভ হয়।

শঙ্করের জীবনেও তোটকাচার্য্যের সর্ব্ববিদ্যা স্ফূর্ত্তির কথা আছে।

৩৩। আত্মনির্ভরতা বা ভগবন্নির্ভরতা। শঙ্করে ইহার দৃষ্টান্ত প্রচুর। সমগ্র ভারত-বিশ্রুত, বাদে সিংহসদৃশ, বৌদ্ধ-জৈন-নিধন-সমর্থ, বিচারকালে প্রাণান্ত পণ পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত, মহাপণ্ডিত কুমারিল-প্রসঙ্গ ইহার প্রথম দৃষ্টান্ত। এত বড় মহাপুরুষের নিকট যুবক শঙ্কর যাইতেছেন, তাঁহাকে শিষ্য করিয়া তাঁহার দ্বারা বার্ত্তিক লিখাইতে। দ্বিতীয়, উক্ত কুমারিলস্বামী যে মণ্ডন-মিশ্রকে নিজের অপেক্ষা বড় বলিয়া, শঙ্করকে তাঁহার নিকট যাইতে বলিলেন, শঙ্কর তথায় যাইয়া তাঁহা অপেক্ষা বিদূষী তাঁহারই ভার্য্যাকে বিচারে মধ্যস্থা মানিলেন, ভার্য্যা যে স্বভাবতঃ স্বামী পক্ষপাতিনী হয়, ইহাতে তাঁহার মনে কোন ইতস্ততঃই হইল না। তিনি নিশ্চয়ই জয়ী হইবেন—মনে করিলেন,—যেন পরাজয় কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না। তৃতীয়। জননী যখন কিছুতেই সন্ন্যাসে অনুমতি প্রদান করিলেন না, তখন শঙ্কর ভগবানের উপর নির্ভর করিয়াই কালাপেক্ষা

তখন পথে কতকগুলি অতি নীচ জাতির সাহায্য প্রয়োজন হয়। (কোন মতে বিগ্রহ-বহন-কার্য্য, কোন মতে দস্যুদিগের হস্ত হইতে রক্ষার জন্য।) ফলে, ইহার জন্য রামানুজ দেশাচারের বিরুদ্ধে উক্ত নীচ জাতিকে বাৎসরিক উৎসবে রমাপ্রিয়ার মন্দিরমধ্যে প্রবেশাধিকার প্রদান করেন। কোন মতানুসারে কেবল মেলকোটে নহে, পরন্তু বেলুর ও শ্রীরঙ্গমেই এই প্রথা। অবশ্য ইহারা বাহিরে আসিলে মন্দির রীতিমত ধৌত করিয়া পুনরায় উৎসব কার্য্য চলিতে থাকে। তৃতীয়, মেলকোটে পলায়নের সময় রামানুজ সশিষ্য এক ব্রাহ্মণের বাটী অতিথি হন। ব্রাহ্মণপত্নী রামানুজ প্রভৃতি সকলের জন্য অন্ন প্রস্তত করিলে শিষ্যগণ ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। রামানুজ কিন্তু তাঁহার শ্রীবৈষ্ণবতার পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জন ভোজন করিতে সকলকে আদেশ করেন। অপর মতে তিনি নিজে আহার করেন নাই, কিন্তু শিষ্যগণকে খাইতে বলিয়াছিলেন। চতুর্থ, গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট মন্ত্রলাভ করিয়া তিনি আপামর সাধারণকে তাহা দিয়াছিলেন, অধিকারী অনধিকারী পর্য্যন্ত বিচার করেন নাই। অবশ্য মুখ্যতঃ ইহা পরোপকার প্রবৃত্তির মধ্যে পরিগণিত হইলেও উদারতার ইহা একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলিতে হইবে। পঞ্চম, রামানুজ দেবরাজমুনিকে বিদ্যাবুদ্ধিতে আপনা অপেক্ষা বড় বলিয়া সম্মান করিতেন, ও বলিতেন যে "আমি তাঁহার সমকক্ষ নহি, কেবল বরদরাজের কৃপায় তিনি আমার শিষ্য হইয়াছেন। ষষ্ঠ, কাশ্মীরে পণ্ডিতগণের অভিচারের ফলে পণ্ডিতেরাই ব্যাধিগ্রস্ত হইলে রাজার অনুরোধে রামানুজ তাঁহাদিগকেই সুস্থ করেন। সপ্তম, রঙ্গনাথের প্রধান অর্চ্চক বিষপ্রদান করিলে, কোন মতে, রামানুজ তাঁহার উদ্ধারের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। অষ্টম, তিরুভেলি তিরুনাগরিতে রামানুজ চণ্ডাল রমণীকে যখন সরিতে

বলেন, তখন উক্ত রমণীর কথা শুনিয়া রামানুজ ক্ষমাপ্রার্থনাপূর্ব্বক, তাঁহাকে মন্দিরের মধ্যে ভগবৎসমীপে স্থান দেন। নবম, শূদ্র ধনুর্দ্দাসের সদ্‌গুণ দেখিয়া রামানুজ স্নান করিয়া তাহারই হস্ত ধারণ করিয়া মঠে আসিতেন এবং শিষ্যগণ প্রতিবাদ করিলে তাঁহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিয়াছিলেন।

সুতরাং বলা যাইতে পারে এই গুণটী উভয়েরই যথেষ্ট ছিল, তবে ইহার বিপরীত অনুদারতারও দৃষ্টান্ত ইঁহাদের মধ্যে দেখা যায়; সেই জন্য ইহার ফলাফল আলোচনা করিতে হইলে ইঁহাদের অনুদারতা সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করা আবশ্যক।

অনুদারতা। শঙ্কর-জীবনে অনুদারতার পরিচয় এক স্থলে পাওয়া যায়। আচার্য্য, কর্ণাট উজ্জয়িনীতে অবস্থান কালে এক ভীষণাকৃতি কাপালিক আসিয়া যখন তাহার অতি জঘন্য কদাচারের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল, তখন আচার্য্য তাহার সহিত দুই একটী কথামাত্র কহিয়াই তাহাকে বিতাড়িত করিতে শিষ্যগণকে আদেশ করেন। এই সময় তিনি ইহাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি "সুদুষ্টমতস্থ ব্রাহ্মণগণকে দণ্ড দিতে আসিয়াছেন, অপরের জন্য নহে, ইত্যাদি" এতদ্ব্যতীত এরূপ কথা শঙ্কর-জীবনে আর শুনা যায় না।

রামানুজ-জীবনেও অনুদারতার দৃষ্টান্ত আছে। প্রথম, মারণেরিনম্বী শূদ্র ভক্ত ছিলেন। ইঁহার মৃত্যু ঘটিলে রামানুজ শূদ্রোচিত সৎকার করিতে আদেশ দেন। কিন্তু রামানুজের গুরু মহাপূর্ণ ব্রাহ্মণোচিত ব্রহ্মমেধ সৎকার করেন। রামানুজ ইহা জানিতে পারিয়া গুরুদেবকে বলিয়াছিলেন "প্রভু, আমি কত কষ্টে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্থাপন করিতেছি আর আপনি ভঙ্গ করিতেছেন!" অবশ্য গুরু মহাপূর্ণ এরূপ সদুত্তর দিয়াছিলেন যে, রামানুজ লজ্জিত হইয়া এ কথা আর

করিতে লাগিলেন—বিশ্বাস নিশ্চয়ই ভগবান্ তাঁহাকে সন্ন্যাসের সুযোগ প্রদান করিবেন। ইহারই কিছুদিন পরে তিনি কুম্ভীর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন ও জননীর অনুমতি লাভ করেন।

রামানুজেও ঐ শক্তির অসদ্ভাব ছিল না। ইনিও দিগ্বিজয় যাত্রা করিয়াছিলেন; তবে সর্ব্বদেশের সর্ব্ব পণ্ডিতকেই বিচারে আহ্বান করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না, কারণ (১) মৃত্যুকালে পশ্চিম-দিকের এক বৈদান্তিককে জয় করিয়া স্বমতে আনিবার জন্য তিনি শিষ্যগণকে বলিয়া যা'ন। ইহাকে তিনি জয় করিয়া যা'ন নাই। (২) তিনি শৃঙ্গেরী, শঙ্করাচার্য্যের মঠে গমন করেন নাই এবং তাঁহাকে নিজ করায়ত্ত করিতে পারেন নাই। (৩) তিনি শিষ্যগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইলেও একটী শৈবপ্রধান স্থান পরিত্যাগ করেন।

৩৪। উদারতা। উদারতা সম্বন্ধে উভয়ের চরিত্র-বিচার একটু জটিল। শঙ্কর-জীবনে প্রথম দৃষ্টান্ত—কাশীধামে চণ্ডালরূপী বিশ্বেশ্বর দর্শন। তিনি যে চণ্ডালকে ঘৃণার সহিত পথ ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুজ্ঞা করিতেছিলেন, তিনিই যখন পরমুহূর্ত্তে তাহার মুখে জ্ঞানের কথা শুনিলেন, তখন তিনি চণ্ডালকেই গুরু বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন। দ্বিতীয়—মাতৃদেহ সৎকার-কালে শূদ্র নায়ারগণ তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল ও মাতার সতীত্ব বিচারে রাজার নিকট সত্য সাক্ষ্য দিয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকে তিনি জলাচরণীয় জাতিমধ্যে গণ্য করিয়াছিলেন। তৃতীয়—শঙ্কর নানা দেবদেবীর কাহাকেও অবজ্ঞা করিতেন না, সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান করিতেন। তিনি নানা সম্প্রদায়ের 'মত' খণ্ডন করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে খণ্ডন—যদি তাহারা বেদ বা ব্রহ্মকে অস্বীকার করিত; বেদ মানিয়া সর্ব্ব বস্তুতে অনুস্যূত ব্রহ্মবস্তুকে স্বীকার করিলে, কেবল

বহিরঙ্গ সাধনের প্রতি নির্ভর না করিয়া প্রকৃত সাধনের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে, আর তিনি বড় কিছু বলিতেন না। তিনি রামেশ্বরে একদল শৈব এবং অন্যত্র শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভৃতি মতের সমর্থন করিয়াছিলেন; আবার অন্যত্র ঐ সকল মত খণ্ডনও করিয়াছিলেন। এইরূপ, তিনি অনন্তানন্দগিরি প্রভৃতির মতে পঞ্চ উপাসক ও কাপালিক মত সংস্কৃত করিয়া পুনঃস্থাপন করিয়াছিলেন—শুনা যায়। চিহ্ন ধারণ করিলেই ধর্ম্ম হয়—এই প্রকার মুগ্ধজনোচিত কথার উপর তিনি বড় খড়্গহস্ত ছিলেন। ফলে এতদ্দ্বারা আচার্য্যের এক প্রকার সার্ব্বভৌম উদারতারই পরিচয় পাওয়া যায়। চতুর্থ,উগ্রভৈরবকে নিজ মস্তকদানে সম্মতিও এক প্রকার উদারতার মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। অবশ্য ইহা পরোপকার প্রবৃত্তির মধ্য গণ্য হইতে পারে বলিয়া আমরা ইহা সে স্থলেও আলেচনা করিয়াছি। পঞ্চম, শঙ্কর মণ্ডনের পাণ্ডিত্য দেখিয়া মণ্ডনকে অন্য শিষ্যবর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন, এজন্য অন্য শিষ্যগণ মণ্ডনের পূর্ব্বসংস্কারের কথা তুলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বলিলেও আচার্য্যের ভাবান্তর হইত না। ষষ্ঠ, অভিনবগুপ্ত তাঁহাকে অভিচার করিয়াছে জানিয়াও তিনি তাহার উপর প্রতিহিংসাপরায়ণ হন নাই। এমন কি, পদ্মপাদ যখন বলপূর্ব্বক পুনরভিচার করেন, তখন তিনি তাঁহাকে বিস্তর নিষেধ করিয়াছিলেন। সপ্তম, বিরুদ্ধবাদিগণের নিকট তিরস্কৃত হইলেও তিনি তাহাদিগের প্রতি প্রায়ই সদয় ব্যবহার করিতেন।

পক্ষান্তরে রামানুজ-জীবনে উদারতার দৃষ্টান্ত এইরূপ—প্রথম কাঞ্চীপূর্ণ শূদ্র হইলেও ভগবদ্ভক্ত বলিয়া তিনি তাঁহার শিষ্যত্বের জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন। কাঞ্চীপূর্ণের অশেষ আপত্তি সত্ত্বেও তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না। দ্বিতীয়, রামানুজ দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে রমাপ্রিয় মূর্ত্তি উদ্ধার করিয়া যখন মেলকোটে আসিতেছিলেন

উত্থাপন করেন নাই। দ্বিতীয়, তাঁহার মতে বৈদিক হইয়াও উপাস্য দেবতা 'বিষ্ণু' ও পাঞ্চরাত্র বৈষ্ণবমত আশ্রয় না করিলে মুক্তি নাই। তৃতীয়, কৃমিকণ্ঠের শাস্তিতে রামানুজ আনন্দিত হইয়াছিলেন। চতুর্থ, রামানুজ কখন বিষ্ণু ও সরস্বতী ভিন্ন অন্য দেবতার মন্দিরে গিয়াছিলেন ও তাঁহার পূজা বা স্তব স্তুতি করিয়াছিলেন ইহা শুনা যায় না। পঞ্চম, তাঁহার প্রসিদ্ধ ৭২টী অমূল্য উপদেশ দেখিলে বুঝা যায়, তিনি নিজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণকে যেরূপ সম্মান করিতে উপদেশ দিয়াছেন, আপামর সাধারণকে সেরূপ সম্মান করিতে উপদেশ দেন নাই।

৩৫। উদ্যম, উৎসাহ। মহৎ চরিত্রে উদ্যম ও উৎসাহের কতদূর উপযোগিতা তাহা বলাই বাহুল্য। আচার্য্য শঙ্কর-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত ;—(১) গুরুগোবিন্দ পাদের নাম শুনিয়া তাঁহার নিকট গমন। (২) ব্যাসের সহিত সুদীর্ঘ বিচার। তিনি স্নানে যাইতেছিলেন, এমন সময় ব্যাস আসিয়া বিচার প্রার্থনা করায় তৎক্ষণাৎ বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন! (৩) ভাষ্য-রচনার জন্য বদরিকাশ্রম গমন। (৪) কাশ্মীরে পণ্ডিতমণ্ডলীর কথা শুনিবামাত্র তথায় গমনে উদ্যত হন। ভগন্দর রোগজন্য তাঁহার শরীর দুর্ব্বল থাকিলেও তিনি দৃক্‌পাত করেন নাই। (৫) ব্যাসের আদেশে কুমারিলের নিকট গমন করিলেন। কুমারিল যখন মণ্ডনের নিকট যাইবার পরামর্শ দেন আচার্য্য তদ্দণ্ডেই মাহিষ্মতী যাত্রা করেন,কষ্টবোধ বা হতাশার কোনরূপ লক্ষণ বর্ণিত হয় নাই। (৬) মণ্ডনের পত্নীর নিকট কামশাস্ত্রীয় প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য পরকায়-প্রবেশ করিয়াও স্বকার্য্য সাধনে পশ্চাৎপদ হন নাই। (৭) মধ্যার্জ্জুনে জনসাধারণ, শিবের কথা না শুনিলে তাঁহার মত গ্রহণ করিবে না, শুনিয়া তদ্দণ্ডেই শিবের

স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হন, ও সাধারণকে শিববাক্য শ্রবণ করাইলেন। ( ৮ ) সমগ্র ভারত ভ্রমণ। (৯) সর্ব্বত্র দিগ্বিজয়।

পক্ষান্তরে আচার্য্য রামানুজ-জীবনেও ইহার দৃষ্টান্ত প্রচুর; যথা— ( ১ ) ভূতপুরীতে থাকিয়া পাঠের অসুবিধা হওয়ায় একাকীই কাঞ্চী-পুরীতে যাদবপ্রকাশের নিকট অবস্থান করেন। ( ২ ) মন্ত্রদানে কাঞ্চীপূর্ণের পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যানেও রামানুজ হতোৎসাহ হন নাই। ( ৩ ) যামুনাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মহাপূর্ণের সহিত শ্রীরঙ্গম যাত্রা করেন, গৃহে সংবাদ দিবার দিকেও দৃষ্টি নাই। কাঞ্চীপূর্ণের মুখে বরদরাজের উত্তর শুনিয়া তন্মুহূর্ত্তেই মহাপূর্ণের উদ্দেশে শ্রীরঙ্গম যাত্রা। ( ৪ ) মালাধর ও শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট শাস্ত্রাভ্যাস। ( ৫ ) বোধায়নবৃত্তির জন্য কাশ্মীর যাত্রা। ( ৬ ) পাঞ্চ-রাত্র প্রথা প্রবর্ত্তনের জন্য জগন্নাথদেবের সহিতই বিরোধ করিতে রামানুজ প্রস্তুত—কিছুতেই পশ্চাৎপদ নহেন। ( ৭ ) দাশরথির নিরভিমানিতা শুনিয়া স্বয়ং যাইয়া তাঁহাকে আত্তুলাইয়ের শ্বশুরালয় হইতে আনয়ন করেন। ( ৮ ) গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট ১৮শ বার প্রত্যা-খ্যাত হইয়াও মন্ত্রলাভ। ( ৯ ) প্রায় সমগ্র ভারত ভ্রমণ। ( ১০ ) প্রায় সর্ব্বত্র দিগ্বিজয়। ( ১১ ) তীর্থযাত্রা। ( ১২ ) দিল্লীতে যাদবাদ্রিপতির উৎসব-বিগ্রহ আছে শুনিয়া, তথায় গমন।

এতদ্দ্বারা দেখা যায়, উভয়েরই এ গুণের কোনরূপ হীনতা নাই। যাঁহার জীবন যেমন দীর্ঘ, তিনি তেমনিই উদ্যম ও উৎসাহের পরিচয় দিয়াছেন। তবে যদি নিতান্তই বিশেষত্ব অন্বেষণ করিতে হয়, তাহা হইলে এইটুকু বলা যায় যে, রামানুজ, জীবনের শেষার্দ্ধ এক শ্রীরঙ্গমেই অতিবাহিত করেন,কোথাও গমন করেন নাই; কিন্তু শঙ্কর কোথাও দীর্ঘকাল বিশ্রাম বা অবস্থান করেন নাই, এবং তথাপি তাঁহার

আচরণে ঔদাসীন্য সর্ব্বত্রই লক্ষিত হইত; রামানুজে তৎপরিবর্ত্তে একটা যেন আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়—এই মাত্র বিশেষ।

৩৬। উদ্ধারের আশা। শঙ্কর-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। আচার্য্য রামানুজের জীবনে কোন কোন জীবনী-কার লিখিয়াছেন যে, কুরেশ যে সময় বরদরাজের কৃপায় চক্ষুলাভ করেন, সে সময় কুরেশের ভক্তি ও স্বার্থত্যাগ দেখিয়া তিনি আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, এত দিনে তিনি জানিলেন যে, কুরেশের সঙ্গ বশতঃ তাঁহারও উদ্ধার হইবে।

৩৭। ঔদাসীন্য বা অনাসক্তি। শঙ্কর-জীবনে ইহার তিনটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে। প্রথম আচার্য্য যখন মাতার সৎকার করিয়া, শিষ্যগণের অপেক্ষায় কেরল-দেশে অবস্থিতি করিতে ছিলেন, তখন শৃঙ্গেরী হইতে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার নিকট আগমন করেন। এই সময় আচার্য্য শিষ্যগণকে আসিতে দেখিয়া অপরিচিতের ন্যায় উপবিষ্ট রহিলেন, কোন সম্ভাষণই করিলেন না। দ্বিতীয়, যে ভাষ্যের বার্ত্তিক রচনার জন্য শঙ্কর, কুমারিলের নিকট গমন করেন,এবং পরে তাঁহার কথামত মণ্ডনকে পরাজিত করেন, অথচ সেই বার্ত্তিকেরই জন্য শঙ্কর, স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া মণ্ডনকে কোন আদেশ করিতেছেন না, মণ্ডন আসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিলেন,তখন তিনি তাঁহাকে উহা রচনা করিতে বলিলেন। তৃতীয়, উগ্রভৈরবকে নিজ মস্তকদান করিলে দিগ্বিজয় কর্ম্ম অর্দ্ধ-সমাপ্ত থাকিবে, তাহা জানিয়াও তিনি তাহাতে সম্মত হন, ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে রামানুজ-জীবনে এ জাতীয় ঔদাসীন্যের দৃষ্টান্ত একটী পাওয়া যায়। যথা কাঞ্চীতে যাদবপ্রকাশ রামানুজকে সঙ্গে লইয়া

রাজকন্যার ব্রহ্মরাক্ষস মোচন করিতে আসিলে রাজা যখন উভয়কেই বহু ধনদান করেন, রামানুজ তখন তাহা স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া গুরু যাদবপ্রকাশের পাদপদ্মে সমর্পণ করেন।

এক্ষণে যদি অনাসক্তির বিপরীত আসক্তির দৃষ্টান্ত অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে শঙ্করে ইহার এক মাত্র দৃষ্টান্ত এই যে, সুরেশ্বর কর্ত্তৃক ভাষ্য-বার্ত্তিক রচনায় বাধা ঘটিলে আচার্য্য একটু দুঃখিত হইলেন। কিন্তু রামানুজে ইহার একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। যথা;—১। রামানুজ, যজ্ঞমূর্ত্তির নিকট পরাজিত-প্রায় হইলে সম্প্রদায়ের ক্ষতি হইবে বলিয়া ভগবানের নিকট ক্রন্দন ও সাহায্য ভিক্ষা করেন। ২। কাশ্মীর হইতে বোধায়ন-বৃত্তি আনয়ন কালে পণ্ডিতগণ তাহা কাড়িয়া লইলে তাঁহার দুঃখ হয়। ৩। গোবিন্দকে স্বমতে আনিবার তাঁহার প্রবৃত্তি। ৪। জগন্নাথ-ক্ষেত্র এবং অনন্তশয়নে ভগবদিচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহার পাঞ্চরাত্র প্রথা প্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টা। ইত্যাদি। (১৭০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

৩৮। কর্ত্তব্য-জ্ঞান। শঙ্কর-জীবনে কর্ত্তব্য-পরায়ণতার দৃষ্টান্ত যথেষ্ট থাকিলেও এক স্থলে, কাহারও কাহারও মতে কর্ত্তব্যজ্ঞানের একটু ত্রুটী হইয়াছিল। তিনি, বিধবা বৃদ্ধা জননীর এক মাত্র সন্তান ছিলেন ; জননীর সাতিশয় নির্ব্বন্ধ সত্ত্বেও তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন—ইহাই তাঁহাদের মতে আপত্তিকর। যদিও তিনি জ্ঞাতিগণকে সমুদায় পৈত্রিক সম্পত্তি দিয়া জননীর রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ-পোষণের ভার দিয়া গিয়াছিলেন,—এবং যদিও তিনি সন্ন্যাসী হইয়া সন্ন্যাসের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াও জননীর সৎকার করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে তাঁহার ইষ্টদেব দর্শন করাইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা ইহাকে ত্রুটী বলিতে চাহেন ; কারণ, জননীর দেহান্তে সন্ন্যাস-গ্রহণ করিলে সকল দিকৃই রক্ষা পাইত। তাঁহারা বলেন এস্থলে

শঙ্কর নিজে—অল্পায়ু জানিতে পারিয়া নিজের মোক্ষের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন ; সুতরাং ইহা তাঁহার স্বার্থপরতা ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের অল্পতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু যে ব্যক্তি একথা বলিতে পারেন যে, তিনি যত দূরেই কেন থাকুন না, মাতা স্মরণ করিলেই তিনি জিহ্বায় তাঁহার স্তনদুগ্ধ আস্বাদ পাইবেন এবং তখনই তিনি মাতৃসন্নিধানে আসিবেন, যিনি একথা বলিতে পারেন যে "মা তুমি আমায় ছাড়িয়া দাও, আমি অন্তিমে তোমায় তোমার চির অভীষ্ট প্রদর্শন করাইব। আমি নিকটে থাকিয়া তোমার যে লাভ হইবে, আমি দূরে থাকিয়া তাহার শত গুণ অধিক লাভ হইবে।" তাঁহার কি ইহা কর্ত্তব্যজ্ঞানের ক্রটী বা স্বার্থপরতা? তিনি জানিতেন তাঁহার আয়ু অল্প, এবং সিদ্ধি নিশ্চিত, তিনি জানিতেন তিনি সন্ন্যাস লইয়া জননীর যথার্থ উপকার করিতে পারিবেন, কিন্তু জননীর দেহান্তে তাহা অসম্ভব। সুতরাং এস্থলে শঙ্করের কর্ত্তব্য-জ্ঞানহীনতা কতটুকু, তাহা বিবেচ্য।

রামানুজ-জীবনে সর্ব্বত্র কর্ত্তব্যজ্ঞান-পরায়ণতার দৃষ্টান্ত থাকিলেও কর্ত্তব্যজ্ঞানহীনতার সম্ভবতঃ দুইটী পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম, পত্নী-ত্যাগ। দ্বিতীয়, গুরু মহাপূর্ণ ও শিষ্য কুরেশের সমূহ বিপদ জানিয়াও পলায়ন। বস্তুতঃ প্রথমটীতে রামানুজের তত দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না ; কারণ, যদি তিনি গুরুদ্বেষিণী স্ত্রীর অপরাধ ক্ষমা করিয়া একত্র থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার গুরুভক্তি বর্দ্ধিত হইত কি না, ভাবিবার বিষয়। সঙ্গের দোষগুণে মানুষের অনেক পরিবর্ত্তন হয়। ওরূপ স্ত্রীর সহিত বাসে তাঁহার হৃদয়ে কখনই ওরূপ গুরুভক্তি জন্মিত না। আর যাঁহার ভবিষ্যতে এত বড় লোক হইবার সম্ভাবনা, তাঁহার ওরূপ গুরুভক্তি ব্যতীত এরূপ হওয়া মনে হয়, যেন এক প্রকার অসম্ভব। কিন্তু একটা কথা, রামানুজ যদি প্রায়

২০।২২ বৎসরে সন্ন্যাস লইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার স্ত্রীর বয়স তখন কত, ইহাও দেখিতে হইবে। কারণ ১৬ বৎসর বয়সে রামানুজের বিবাহ হয়, হিন্দুপ্রথানুযায়ী তখন তাঁহার স্ত্রীর বয়স ৮।১০ বৎসরের অধিক হওয়া সম্ভব নহে। অতএব সন্ন্যাসকালে তাঁহার স্ত্রীর বয়স ১২।১৪, না হয় ১৫।১৬, ইহার অধিক নহে। ১২।১৪ কি ১৫।১৬ বৎসরের বালিকার অপরাধ তৃতীয় বারের অধিক হইলেও রামানুজের মার্জ্জনায় বিশেষ ক্ষতি হইত কি না চিন্তার বিষয়। যাহা হউক, যদি তিনি বুদ্ধদেবের মত পরে স্ত্রীর উন্নতিচেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে হয়ত ইহা আদৌ দোষমধ্যে গণ্য হইত না। দ্বিতীয়টী সম্বন্ধে আমরা মনুষ্যবুদ্ধিতে তাঁহাকে সমর্থন করিতে পারি না। জীবনীকারগণের মধ্যে যেন বোধ হয়, এ সম্বন্ধে রামানুজকে সমর্থন করিবার বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল। কেহ বলিয়াছেন যে, তিনি পাঁচ জনের কথায় সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য পলায়ন করেন, এবং কেহ বলিয়াছেন যে, তিনি কেবল পাঁচ জনের কথায় পলায়ন করেন—তাহা নয়, পরন্তু ভগবান্ রঙ্গনাথের আদেশেই তিনি প্রস্থান করিতে বাধ্য হন। যাহা হউক পাঁচজনের কথা শুনিয়া তাঁহার পলায়ন উচিত হয় নাই বলিয়া মনে হয়। কাহারও মতে যদি বলা যায় যে,তিনি গুরু মহাপূর্ণের আদেশেই ওরূপ করিয়াছিলেন, তথাপি এস্থলে গুরুর জন্য গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করাও শ্রেয়ঃ ছিল। কারণ, তিনি একবার জনসাধারণের উদ্ধারের জন্যই গুরু গোষ্ঠীপূর্ণের আদেশ লঙ্ঘন করিয়াও গুরু-দত্ত মন্ত্র সর্ব্বসমক্ষে উচ্চারণ করিয়াছিলেন। সুতরাং এ অংশে রামানুজকে সমর্থন করা অসম্ভব।

৩৯। ক্ষমাগুণ। শঙ্করের ক্ষমাগুণের দৃষ্টান্ত যথেষ্ট পাওয়া যায়। প্রথম জ্ঞাতিগণ শঙ্করের পূজনীয় জননীর চরিত্রে দোষারোপ করিয়াও

ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, শঙ্কর তাহাদিগকে তিনটী অভিশাপের মধ্যে একটীর বিষয়ে ক্ষমা করেন। এজন্য আর তাহারা বেদ বহির্ভূত হয় নাই। দ্বিতীয় মল্লপুর নামক স্থানে কুক্কুরসেবকগণ আচার্য্য কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলে যখন ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন তিনি হাসিতে হাসিতে তাহাদিগকে আবার উপদেশ দিয়া সৎপথ প্রদর্শন করেন। তৃতীয়, অভিনবগুপ্ত অভিচার কর্ম্ম করিয়া শঙ্করের শরীরে ভগন্দর রোগ উৎপন্ন করিলে, পদ্মপাদ যখন অভিনবগুপ্তের উপর পুনঃ অভিচার করিতে আরম্ভ করেন তখন শঙ্কর, পদ্মপাদকে বহুবার নিষেধ করিয়াছিলেন। চতুর্থ, রামেশ্বরে কতকগুলি শৈব, আচার্য্যকে 'বঞ্চক' প্রভৃতি শব্দদ্বারা তিরস্কার করে, আচার্য্য কিন্তু তাহাদিগকে ভদ্রবচনে সম্বোধন করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন।

রামানুজের জীবনেও ক্ষমা গুণের দৃষ্টান্ত প্রচুর। প্রথম, তিরুপতি পথে ধনী বণিকের প্রসঙ্গে তিনি বণিককে বস্তুতঃ ক্ষমাই করিয়াছিলেন বলিতে হইবে। দ্বিতীয়, রঙ্গনাথের প্রধান অর্চ্চক রামানুজকে দুইবার বিষ প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করেন। তিনি প্রথম বার বিফল মনোরথ হইয়া দ্বিতীয় বার সক্ষম হন। উভয় বারই তিনি তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার একবারও অমঙ্গল কামনা করেন নাই, বরং তাঁহার উপায় কি হইবে ভাবিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন। তৃতীয়, কাশ্মীরে পণ্ডিতগণ যখন রামানুজের উপর অভিচার করে, তখন তাহাতে রামানুজের ক্ষতি না হইয়া পণ্ডিতগণই উন্মত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরের বধসাধনে প্রবৃত্ত হয়। এ স্থলেও রাজার প্রার্থনা অনুসারে রামানুজ তাহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করেন। চতুর্থ, যাদবপ্রকাশ তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি তাঁহাকেও ক্ষমা করিয়াছিলেন।

রামানুজ যেখানে ক্ষমা করেন নাই, তাঁহার জীবনে আমরা এরূপ

দুইটী স্থান দেখিতে পাই। যথা ;—১। কৃমিকণ্ঠের তিনি কখনও শুভ কামনা করেন নাই, কারণ সে গুরুঘাতী! ২। মন্দিরে অর্চ্চকগণ পূজার দ্রব্যাদি চুরী করিত ; এজন্য রামানুজ তাহাদিগের অনেককে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করাইয়াছিলেন—এরূপও কেহ কেহ বলিয়াছেন।

৪০। গুণগ্রাহিতা। শঙ্কর-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত যথা ;—১ম, কাশীধামে চণ্ডালমুখে তত্ত্বকথা শুনিয়া তাঁহাকে গুরু বলিয়া সম্মান করা। ২য়—হস্তামলককে তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন দেখিয়া তাঁহাকে, তাঁহার পিতার নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া লওয়া। ৩য়—তোটকাচার্য্যের গুরুভক্তির জন্য তাঁহাকে সর্ব্ববিদ্যা প্রদান। ৪র্থ—মণ্ডনমিশ্র পূর্ব্বে কর্ম্মমতাবলম্বী থাকিলেও পদ্মপাদ প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকেই ভাষ্যবার্ত্তিক করিতে অনুমতিপ্রদান। ৫ম—পদ্মপাদের গুরুভক্তি দেখিয়া তিনি তাঁহাকে তাঁহার ভাষ্যখানি, অপর শিষ্য হইতে দুইবার অধিক পড়াইয়াছিলেন। ৬ষ্ঠ—মাতার সৎকার কালে নায়ারগণের সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া তাহাদিগকে জলাচরণীয় জাতি মধ্যে গণ্য করা।

রামানুজ-জীবনেও ইহার দৃষ্টান্ত প্রচুর। যথা ;—১ম—কাঞ্চীপূর্ণ শূদ্র হইলেও তাঁহার শিষ্যত্ব লাভের চেষ্টা, পদসেবা ও তাঁহাকে প্রণাম। ২য়—মহাপূর্ণ কর্ত্তৃক বরদরাজের মন্দিরে যামুনাচার্য্যকৃত স্তোত্রপাঠ শুনিয়া যামুনাচার্য্যকে দর্শন করিতে শ্রীরঙ্গম যাত্রা। ৩য়—কুরেশ, শিষ্য হইলেও শ্রীভাষ্যের লেখক রূপে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হয়। ৪র্থ—যজ্ঞমূর্ত্তি শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেও তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মান। ৫ম—তিরুভালি তিরুনাগরীতে চণ্ডাল রমণীকে গুরুর মত সম্মান প্রদর্শন। ৬ষ্ঠ—পথে একটী অপরিচিত বালিকার মুখে দ্রাবিড় বেদের শ্লোক শুনিয়া তাহার গৃহে আতিথ্য-গ্রহণ। ৭ম—পলায়ন কালে অরণ্য মধ্যে অপরিচিত ব্রাহ্মণীর অন্ন-ভক্ষণে শিষ্যগণকে অনুমতি দান।

৮ম—রমাপ্রিয় মূর্ত্তির বাহক চণ্ডালগণকে মন্দিরে প্রবেশাধিকার প্রদান। ৯ম—ধনুর্দ্দাসকে ব্রাহ্মণ শিষ্য অপেক্ষা আদর প্রদর্শন করা। ১০ম—এক নীচ জাতীয়া রমণী, উৎসব-দর্শনে গমন না করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে দেখিয়া, তাহাকে তথায় সঙ্গেকরিয়া লইয়া যাওয়া। আচার্য্য শঙ্কর-জীবন অপেক্ষা আচার্য্য রামানুজ-জীবন যেমন দীর্ঘ, তদ্রূপ তাঁহার দৃষ্টান্তও সংখ্যায় অধিক।

৪১। গুরুভক্তি। শঙ্করের গুরুভক্তির দৃষ্টান্ত ;—প্রথম, গোবিন্দপাদের গুহা-প্রদক্ষিণ ; দ্বিতীয়, গুরুস্তবে তিনি যেরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন ; তৃতীয়, গোবিন্দপাদের চরণ-পূজা ; চতুর্থ, গুরুদেবের সমাধির বিঘ্ন-নিবারণের জন্য নর্ম্মদার জল-রোধ ; পঞ্চম, পরমগুরু গৌড়পাদের অভ্যর্থনা। এই সকল স্থলে তাঁহার অসাধারণ গুরুভক্তি দেখা যায়।

রামানুজের গুরুভক্তির দৃষ্টান্ত আরও অধিক। তাঁহার জীবনও যেমন দীর্ঘ এবং গুরুগণ-সহ অবস্থানও যেমন দীর্ঘ, গুরুভক্তির দৃষ্টান্তও তদ্রূপ প্রচুর। রামানুজের একজন গুরু ছিলেন—বররঙ্গ। রামানুজ প্রতিদিন রাত্রে তাঁহার জন্য স্বহস্তে ক্ষীর প্রস্তুত করিতেন এবং বররঙ্গ, রঙ্গনাথের সম্মুখে নৃত্য করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার গাত্রবেদনা নিবারণ করিবার জন্য, স্বহস্তে তাঁহার গাত্রে হরিদ্রা-চূর্ণ প্রভৃতি মর্দ্দন করিতেন।

শঙ্করের ভাগ্যে এ ধরণের গুরুসেবার কথা শুনা যায় না। অবশ্য, তাঁহার গুরুসন্নিধানে অবস্থানও যার-পর-নাই অল্প। রামানুজের এ প্রকার গুরুভক্তি থাকিলেও, চোলাধিপতি শৈব কৃমিকণ্ঠ, রামানুজকে না পাইয়া তাঁহার গুরু মহাপূর্ণের চক্ষু উৎপাটিত করেন। রামানুজ গুরুকে সাক্ষাৎ যমের হস্তে ফেলিয়া পাঁচজনের

পরামর্শে দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া যা'ন। কৃমিকণ্ঠ তাঁহাকে পাইলে হয়ত ঘটনা অন্যরূপ হইত। তবে কেহ কেহ বলেন, যে মহাপূর্ণ যে, কুরেশের সঙ্গে গিয়াছিলেন তাহা, রামানুজ জানিতেন না।

তাহার পর রামানুজের সহিত তাঁহার গুরু যাদবপ্রকাশ ও মালাধরেরও অনৈক্য-কথা এ স্থলে উত্থাপন করা চলিতে পারে। মালাধর যখন রামানুজকে শঠারি-সূত্র গ্রন্থ পড়াইতেছিলেন, তখন রামানুজ প্রায়ই মালাধরের ব্যাখ্যার উপর নিজে ব্যাখ্যা করিতেন। ইহার ফলে মালাধর, মধ্যে একবার রামানুজকে পড়াইতে অসম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু মহাপূর্ণের কথায় আবার পড়াইতে সম্মত হয়েন। যাদব-প্রকাশের সহিত বিবাদের কথার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অবশ্য ইহা একপক্ষে যেমন অশিষ্টাচার, অন্যদিকে তেমনি স্পষ্টবাদিতা বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ মহাপুরুষ-চরিত্র সব বুঝা আমাদের পক্ষে অনেক সময় সুকঠিন।

৪২। ত্যাগশীলতা। শঙ্করকে কেরলরাজ 'রাজশেখর' বহু ধন দান করিতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন ও উক্ত ধন দরিদ্রগণকে বিতরণ করিতে বলেন।

রামানুজকে তিরুপতি প্রদেশের রাজা বিট্টলদেব ইলমণ্ডলীয় নামক বিস্তীর্ণ ভূভাগ প্রদান করিলে রামানুজ উহা গ্রহণপূর্ব্বক দরিদ্র ব্রাহ্মণগণকে বিতরণ করেন।

এতদ্ব্যতীত উভয়েই কখন কাহারও দান গ্রহণ করেন নাই, কখন ভিক্ষান্ন ব্যতীত কিছুই ভোজন করেন নাই। শঙ্করের সন্ন্যাসী-জীবনে কোন দানের প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় না। রামানুজের কিন্তু উক্ত ঘটনাটী সন্ন্যাসী-জীবনেই ঘটিয়াছিল।

৪৩। দেবতার প্রতি সম্মান। শঙ্কর, সকল তীর্থেই সকল দেব-দেবী দর্শন, স্তব ও স্তুতি প্রভৃতি করিয়াছিলেন, কোনরূপ তীব্রতা বা ভাববিহ্বলতা দেখা যায় না।

রামানুজ, বিষ্ণু ভিন্ন কাহারও দর্শনাদি করিতেন না। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, তিনি তিরুপতি গমন করিয়া পর্ব্বতোপরি আরোহণ করেন নাই, পাদদেশ মাত্র প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিবেন ভাবিয়াছিলেন। কারণ, তিরুপতি সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠধাম, তাঁহার স্পর্শে তাহা কলুষিত হইবার সম্ভাবনা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আলোয়ারগণ ঐ পর্ব্বতের পাদদেশেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তাঁহাদের মূর্ত্তি তথায় অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠিত। অবশেষে সকলের অনুরোধে এবং নিজে স্বয়ং শেষাবতার ভাবিয়া শেষরূপী উক্ত শৈলোপরি আরোহণ করেন।

৪৪। ধ্যানপরায়ণতা। এতদ্দারা আমরা গভীর চিন্তাকেই লক্ষ্য করিতেছি। শাস্ত্রীয় কথায় ইহার অন্য নাম সমাধি হইতে পারে। জীবনীকারগণ অবশ্য উভয় জীবনেই ইহার উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা কিন্তু ইহা যে স্থলে কোন ঘটনা-সম্বলিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে, সেই স্থলটীকেই ইহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া ইহার উল্লেখ করিতে চাহি। উভয়ের জীবনী-লেখকগণই উভয়ের ভক্ত, সুতরাং তাঁহাদের চক্ষে ইঁহারা ত সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইবেনই; আর সেই জন্যই কখন কখন অসত্য বর্ণনারও সম্ভাবনা ঘটিবেই, কিন্তু যাহা কোন ঘটনা-সম্বলিত, ভক্তির আবেগে তাহার অন্যথা হওয়া একটু কঠিন, এজন্য ঘটনা-সম্বলিত ধ্যান-পরায়ণতাই আমাদের আলোচ্য হইলে ভাল।

শঙ্কর-জীবনে দেখা যায়, ইহা একস্থলে তাঁহার পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান। শ্রীশৈলে উগ্রভৈরব যখন তাঁহার মস্তক ভিক্ষা করে, তখন তিনি, শিষ্যগণকে লুকাইয়া একটী নিভৃত স্থানে সমাধিস্থ হইয়া থাকেন, উদ্দেশ্য—সেই অবস্থায় তাহা হইলে কাপালিক তাঁহাকে বলি দিয়া তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিবে। এস্থলে ইঁহার সমাধি-অভ্যাসের এরূপ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে যে, একজন তাঁহার মস্তক-ছেদন করিবে, তিনি তাহা জানিতে পারিবেন না। শঙ্কর-জীবনে সমাধির সহিত কোন ঘটনার সম্বন্ধ, ইহা ভিন্ন আর দেখা যায় না। দ্বিতীয়, শুভগণবরপুরে তাঁহার ধ্যানপরায়ণতার বেশ স্পষ্ট উল্লেখ আছে, শিষ্যগণকে দিগ্বিজয়-কার্য্যে আদেশ দিয়া স্বয়ং ধ্যানরত থাকিতেন। তৃতীয়, ভাষ্যাদি-রচনাকালে বদরিকাশ্রমেও এ কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

পক্ষান্তরে রামানুজ-জীবনে, কোন কোন জীবনীকারগণের বর্ণনাতে তাঁহার সমাধির কথা আছে; কিন্তু তাহা কোন ঘটনার সহিত সংযুক্ত নহে। ১ম,—শ্রীশৈল গমনকালে তথায় তিনি, তিন দিন অনাহারে ধ্যান-নিমগ্ন অবস্থায় অবস্থিতি করেন। ২য়,—অর্চ্চক-গণ বিষ-প্রয়োগ করিলে রামানুজ সমস্ত রাত্রি ভগবচ্চিন্তা করিয়া সে বিষ জীর্ণ করেন। এতদ্ব্যতীত আর কোন ঘটনা দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণযোগ্য নহে বলিয়া বোধ হয়।

৪৫। নিরভিমানিতা ও অভিমান। শঙ্করে নিরভি-মানিতার দৃষ্টান্ত প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। দিগ্বিজয়কালে অনেক স্থলে অনেক দুরাচারী কাপালিক প্রভৃতি আচার্য্যের নিকট আসিয়া তাঁহাকে অতি রূঢ় ভাষায় সম্বোধন প্রভৃতি করিয়াছে, আচার্য্য কিন্তু শান্ত গম্ভীর ভাবে তাহার উত্তর দিয়াছেন মাত্র। ২য়, মণ্ডনকে

পরাজয় করিবার পর অনেকে ইহা তাঁহার কৃতিত্ব বলিয়াছিল, কিন্তু আচার্য্য ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ৩য়, দিগ্বিজয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দিগ্বিজয় অসম্পূর্ণ অবস্থায় কাপালিকের নিকট মস্তক দানের সম্মতি—একটী অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হইতে পারে।

রামানুজের জীবনেও প্রায় অনুরূপ দৃষ্টান্ত আছে। প্রথম, শিষ্যগণের নিকট তাঁহার নিরভিমানিতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষ্য লিখিবার কালে তিনি কুরেশকে পদাঘাত করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়, এক জীবনীকারের মতে যজ্ঞমূর্ত্তি যখন বিচার করিবার জন্য রামানুজের নিকট আগমন করেন,তখন রামানুজ না-কি বিচারের পূর্ব্বেই নিজের পরাজয় স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু এ কথা সত্য হইলে সম্ভাবিত পরাজয়-জন্য ভগবানের নিকট তাঁহার ক্রন্দন অসঙ্গত হয়। এজন্য এ দৃষ্টান্তটী গ্রহণযোগ্য নহে। তৃতীয়, যজ্ঞমূর্ত্তি শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেও রামানুজ তাঁহাকে আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া সম্মান করিতেন।

এতদ্দৃষ্টে আমরা বলিতে পারি, শঙ্করে, তিরস্কৃত হইয়াও নিরভিমানিতার পরিচয়স্থল আছে। কিন্তু রামানুজে সে দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত। তবে শিষ্য ও মিত্রের নিকট নিরভিমানিতার স্থল, বোধ হয়, উভয়েই সমান। শঙ্কর কদাচারী কাপালিক প্রভৃতি বাদিগণকে কখন কখন 'মূঢ়' প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। শঙ্কর-শিষ্যেরা বলেন মূঢ়কে মূঢ় বলিলে বক্তার মনে অনুগ্রহ ও স্নেহভাব থাকাও সম্ভব। সে যাহা হউক, নিরভিমানিতা বিচার করিতে হইলে ইহার বিরোধী অভিমানও বিচার্য্য।

অভিমান। অবশ্য, এ 'অভিমান' বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, তাহা নহে। ইহা 'আমি কর্ত্তা' এই ভাবের বোধক।

শঙ্করজীবনে—এমন কোন ঘটনা দেখা যায় না, যাহাতে তাঁহার এই অভিমানের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তাঁহার মঠাম্নায়ে দেখা যায় যে, তিনি নিজেকে ভগবদবতার বলিয়া জ্ঞান করিতেন।

রামানুজ-জীবনে কিন্তু এ জাতীয় অভিমানের দৃষ্টান্ত এইরূপ ;— প্রথম,—তিরুপতি-পথে বণিকের প্রসঙ্গটী ইহার একটী দৃষ্টান্ত হইতে পারে। কারণ, কোন কোন জীবনীকার এ স্থলে রামানুজের ক্রোধের বর্ণনা করিরয়াছেন, কিন্তু অনেকেই এ স্থলে আবার অভিমানের ছবি আঁকিয়াছেন। এ স্থলে রামানুজ বলিতেছেন "আমরা ভিখারী সন্ন্যাসী, আমাদের সঙ্গে ধনীর মিল হইবে কেন ? চল, আমরা দরিদ্র বরদার্য্যের গৃহে যাই।" ফলে রামানুজ, বণিক্‌কে দেখিয়া পূর্ব্ববৎ সাদর অভ্যর্থনা করেন নাই। অধিকাংশেরই মতে তিনি প্রথমে কোন কথাই কহেন নাই, তবে এ কথা সত্য যে, সে যাত্রায় তিনি তাহার বাটী যা'ন নাই, ফিরিবার কালে গিয়াছিলেন। দ্বিতীয়, 'কপ্যাস' শ্রুতি ব্যাখ্যাকালে যাদবপ্রকাশের কথায় বিষ্ণুনিন্দা ভাবিয়া রামানুজ অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। তৃতীয়, যামুনাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া তিনি যখন তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না, তখন একবার তাঁহার অভিমান হইয়াছিল, তবে ইহা মনুষ্যের উপর নহে, ইহা সেই ভগবান্ রঙ্গনাথের উপর। চতুর্থ, অনন্ত-শয়নে বা জগন্নাথে ভগবদিচ্ছার বিরুদ্ধে পাঞ্চরাত্র প্রথা প্রচলনের আগ্রহ। এস্থলে এক জন জীবনীকারের মতে দেখা যায় যে, তিনি ভগবানকে বলিতেছেন "আপনি যখন শ্রীরঙ্গমে এ জগতের ধর্ম্মরাজ্যের রাজপদে আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন, তখন আমি এ কার্য্য কেন করিতে পাইব না, ইত্যাদি।" পঞ্চম, যামুনাচার্য্যের মৃত্যুকালে যামুনাচার্য্যের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার তিনটী প্রতিজ্ঞা। ষষ্ঠ, যজ্ঞমূর্ত্তির

নিকট পরাজয় সম্ভাবিত হইলে তাঁহার মনে হয় যে, তিনি পরাজিত হইলে তাঁহার মতটাই নষ্ট হইবে, সুতরাং তজ্জন্য প্রার্থনা। ক্রোধ ও বিষাদ, অভিমানেরই ফল, এজন্য সে প্রবন্ধ গুলিও এস্থলে আলোচনা করিয়া এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে।

৪৬। পতিতোদ্ধার প্রবৃত্তি। শঙ্কর-জীবনে পতিতোদ্ধারের প্রবৃত্তি যাহা দেখা যায়, তাহা খুব বেশী হইলেও, —তাহার জন্য ধর্ম্ম-সংস্থাপন করিয়া দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করিলেও,—তাহা ব্রাহ্মণ-জাতি-প্রধান। অবশ্য বৌদ্ধ, জৈন, দুরাচারী, সুরাপায়ী, পরতল্পগামী, কাপালিকগণ ও বহুসংখ্যক ব্যক্তি তাঁহার আশ্রয় পাইয়াছিল, তাহার ভূরি-ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। তবে কর্ণাট উজ্জয়িনীর সেই ভৈরবের গল্প হইতে বলিতে হইবে যে, তাঁহার অধিক লক্ষ্য ছিল পতিত ব্রাহ্মণকুলের প্রতি, সর্ব্ববিধ পতিতের প্রতি তাঁহার সমান লক্ষ্য ছিল না। তিনি নিজের মুখে বলিয়াছিলেন যে, সুদুষ্টমতস্থ ব্রাহ্মণগণকে দণ্ড দিবার জন্য তিনি আসিয়াছেন, ইত্যাদি। তবে ইহার সম্বন্ধে তাঁহার আর একটী ভাব বিচার্য্য। তিনি মনে করিতেন যে, ব্রাহ্মণগণ রক্ষিত হইলে ধর্ম্ম রক্ষিত হইবে, সুতরাং মূল রক্ষা করা অগ্রে কর্ত্তব্য। তাঁহার নিজের অল্পায়ুস্বের জ্ঞান না থাকিলে তিনি কেবল মূলে জল সিঞ্চন না করিয়া শাখা পল্লবেও হয়ত সিঞ্চন করিতেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-ভাষ্যে ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে তাঁহার এই ভাবের প্রমাণ আছে ; যথা—"ব্রাহ্মণত্বস্য রক্ষিতেন রক্ষিতঃ স্যাৎ বৈদিকোধর্ম্মঃ" ইত্যাদি।

রামানুজ-জীবনেও এ প্রবৃত্তি পরিস্ফুট। শ্রীরঙ্গমে ধনুর্দ্দাস-প্রসঙ্গ ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত। এই ঘটনাটীকে কেহ কেহ বলেন যে, ইহা রামানুজের পতিতোদ্ধার প্রবৃত্তির পরিচায়ক নহে। পরন্তু রমণীর প্রতি প্রেমের মাত্রানুসারে ভগবৎ-প্রেমের মাত্রাধিক্য হয় কি-না, পরীক্ষার

জন্য তিনি ধনুর্দ্দাসকে উদ্ধার করেন। কাহারও মতে ইহা তাঁহার বিশুদ্ধ পতিতোদ্ধার প্রবৃত্তির কার্য্য। যাহা হউক রামানুজ যত শিষ্য-সেবক করিয়াছিলেন তন্মধ্যে সকল জাতিই ছিল—তাঁহার মতে ভগবদ্ ভক্ত সকলেই এক জাতিভুক্ত—তথাপি শঙ্করের ন্যায় কদাচারিগণকে সুপথে আনয়ন তাঁহার জীবনে তত অধিক ঘটে নাই। অবশ্য ইহার অন্য কারণও থাকিতে পারে। কারণ, শঙ্করের পর প্রায় সকলেই শঙ্কর মতাবলম্বী হইয়া পড়িয়াছিল। কদাচারী ভীষণ কাপালিক আর তত ছিল না। যাহারা ছিল তাহারা শঙ্কর-মতের মধ্যে থাকিয়াই গোপনে ঐ কার্য্য করিত এবং রামানুজ যে এই জাতীয় ব্যক্তিগণের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন তাহাও শুনা যায় না।

৪৭। পরিহাস প্রবৃত্তি। শঙ্করে পরিহাস-প্রবৃত্তি এক বার দেখা গিয়াছিল। আকাশমার্গ অবলম্বন করিয়া আচার্য্য মণ্ডন-গৃহে প্রবেশ করিলে, মণ্ডন কুপিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথা হইতে মুণ্ডি ?" শঙ্কর বলিলেন, "গলা হইতে সমস্তই মুণ্ডিত" ইত্যাদি।

রামানুজের চরিত্রে পরিহাস-প্রবৃত্তির পরিচয় একাধিক বার দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম, এক দিন তোণ্ডানুরের বিষ্ণু-বিগ্রহ 'তোণ্ডানুর নম্বীকে বলেন যে, আমাকে রমাপ্রিয়ের নিকট লইয়া চল, আমরা এক সঙ্গে শিকার ক্রীড়া করিব। তোণ্ডানুর তদনুসারে ভগবানকে লইয়া মেলকোটে আসেন। রামানুজ তাঁহাদিগকে যথোচিত অভ্যর্থনা করেন ও ভগবানের জন্য বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা করেন। রামানুজের ৫২ জন শিষ্য এই প্রসাদ পাইবার জন্য আগ্রহ করেন। ওদিকে মন্দিরের সেবকগণেরও তাহারই জন্য আগ্রহ হয়। ফলে, বিবাদ রামানুজের নিকট আসিল। তিনি কিন্তু পরিহাস করিয়া শিষ্যগণকে বলিলেন 'যাও তোমরা কাড়িয়া খাও'। দ্বিতীয় আর এক দিন উৎসব-

কালে দাশরথির হস্ত ধারণ করিয়া কাবেরী গমন করেন, কিন্তু স্নান করিয়া শূদ্র ধনুর্দ্দাসের হস্ত ধারণ করেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, "পাছে দাশরথি ভাবে যে ইহাতে তাহার হীনতা হয়।"

৪৮। পরোপকার প্রবৃত্তি ও দয়া। পরোপকার-প্রবৃত্তি শঙ্করের যে ভাবে দেখা যায়, তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপে এই কয়টী ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথম, বাল্যকালে আমলকী ফল ভিক্ষা লইয়া এক ব্রাহ্মণীর দুঃখ-মোচনার্থ লক্ষ্মীদেবীর নিকট প্রার্থনা। দ্বিতীয়, আচার্য্য, যখন মূকাম্বিকা গমন করেন, তখন একটী রমণীকে মৃত পুত্র ক্রোড়ে করিয়া ক্রন্দন করিতে দেখিয়া সাতিশয় বিচলিত হয়েন, এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া পুত্রের পুনর্জ্জীবন প্রদান করেন। তৃতীয়, শ্রীশৈলে উগ্রভৈরবের প্রার্থনানুসারে আচার্য্য নিজ মস্তক প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। ইহাতে উগ্রভৈরবের ইষ্টসিদ্ধি হইবে, ইহাই তাঁহার মস্তক দানে সম্মতির হেতু। চতুর্থ, তাঁহার দিগ্বিজয়, দেবতা ও ধর্ম্মস্থাপন কার্য্য। ইহাকে তাঁহার স্বমত স্থাপন বা প্রচার-স্পৃহা বলা যায় না। কারণ, দিগ্বিজয়াদিতে প্রবৃত্তির কারণ—প্রথমতঃ, গুরু আজ্ঞা; দ্বিতীয়তঃ বিশ্বেশ্বরের আদেশ ও তৃতীয়তঃ ব্যাসদেবের ইচ্ছা। অবশ্য তাই বলিয়া যে তাঁহার স্বমতের প্রচার-প্রবৃত্তি ছিল না, তাহাও নহে। ইহার অন্য দৃষ্টান্ত আছে, তাহা যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে। পঞ্চম, মল্লপুরে কতকগুলি কুক্কুর-উপাসকগণকে পতিত ও প্রায়শ্চিত্তের অযোগ্য জানিয়াও দয়াপরবশ হইয়া তাহাদিগকে শুদ্ধ করিবার আদেশ দেন।

রামানুজ-জীবনে পরোপকার-প্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত এই কয়টী, যথা;— প্রথম, রামানুজ ১৮শ বার প্রত্যাখ্যাত হইয়া গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট যে গুহ্য মন্ত্রলাভ করেন, গুরুর নিষেধ সত্ত্বেও লোকহিতার্থ তাহা

আপামর সাধারণকে প্রদান করেন। গুরুর আজ্ঞালঙ্ঘনে অনন্ত নরক হয়—ইহা জানিয়াও পরোপকারার্থ তাহা প্রচার করেন। তাঁহার পর, দ্বিতীয় ঘটনা, রামানুজ যখন শালগ্রামে উপস্থিত হন, তখন তথায় সকলেই অদ্বৈতপন্থী দেখিয়া দাশরথিকে সেই গ্রামের জলাশয়ে পদ নিমজ্জিত করিয়া রাখিতে বলেন, উদ্দেশ্য—বৈষ্ণবের চরণোদক পান করিয়া তাহাদের উদ্ধার হইবে। তৃতীয় ঘটনা—একটী মূক শিষ্যের উপর রামানুজের কৃপা। এই শিষ্যটীকে এক দিন একটী ঘরের ভিতর লইয়া যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেন ও তাহাকে তাঁহার পাদস্পর্শ করিতে আদেশ করেন। বলিতে কি শিষ্যের প্রতি গুরুদেবের এরূপ ব্যবহার, বিশেষ অনুগ্রহের ফল বলিতে হইবে। ৪র্থ—রামানুজের দিগ্বিজয় ও শ্রীবৈষ্ণব-মত-স্থাপন প্রভৃতি জীবনের সমগ্র ব্যাপারটীকেও অংশতঃ পরোপকার প্রবৃত্তির পরিচয় বলা যাইতে পারে। ৫ম—ধনুর্দ্দাসের প্রসঙ্গটী আমরা পরোপকারের মধ্যে গণ্য করিতে পারি। ইহা পতিতোদ্ধারের মধ্যেও আলোচিত হইয়াছে।

যাহা হউক, পরোপকার প্রবৃত্তি, আমরা উভয়েতেই দেখিতে পাই। তবে অবশ্য উভয়ে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণ ভাবেই হউক বা ব্যক্তিগত ভাবেই হউক, উভয়েই, উপকারের স্থল দেখিলে পশ্চাৎপদ হন নাই। তবে এ বিষয়ে তারতম্য নির্ণয় করিতে হইলে আমাদের এই কয়টী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। ১। রামানুজ নিজ ইষ্টমন্ত্র দ্বিতীয় বার সর্ব্বসাধারণকে ওভাবে প্রদান করেন নাই। ২। তিনি জীবনের শেষার্দ্ধ এক শ্রীরঙ্গমেই অতিবাহিত করেন। ৩। তাঁহার মৃত্যুকালেও ভারতের সর্ব্বত্র নিজমত প্রচার হয় নাই। কারণ (ক) পশ্চিম দেশীয় এক বেদান্তী পণ্ডিতকে স্বদলে আনিবার জন্য তিনি শিষ্যগণকে বলিয়া যান। (খ) তিরুপতি

পথে যে শৈবগণের নিকট গমন করিতে অসম্মত হন, তথায়ও আর গমনের কথা শুনা যায় না। (গ) তিনি শঙ্কর মতের প্রধান স্থান শৃঙ্গেরীও গমন করেন নাই। শঙ্কর (১) জীবনের সমগ্র ভাগটাই ধর্ম্ম প্রচারে অতিবাহিত করেন, কোথাও বিশ্রাম সুখ ভোগ ঘটে নাই। (২) তাঁহার সময় কোন স্থানে তাঁহার মত অপ্রচারিত ছিল না। (৩) তিনি সকল শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের সহিতই বিচার— করিয়াছিলেন। (৪) তাঁহার এরূপ কার্য্য করিবার হেতু ব্যাস ও বিশ্বেশ্বরের আদেশ। (৫) যিনি যাঁহার জীবনের যতটা পরের জন্য পরিশ্রম করেন তিনি তত পরোপকারী নামের যোগ্য।

৪৯। **প্রতিজ্ঞাপালন।** প্রতিজ্ঞাপালন বিষয়টীও একটী প্রয়োজনীয় বিষয়। ইহাতে হৃদয়ের দৃঢ়তা, ভবিষ্যদৃষ্টি ও ব্যবস্থাপন-সামর্থ্য প্রভৃতি অনেকগুলি গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। শঙ্কর-জীবনে তিনটী প্রতিজ্ঞা ও তাহার পালনের দৃষ্টান্ত আছে। এ প্রতিজ্ঞা তাঁহার মাতার নিকট। যথা ;—(১) তিনি তাঁহার সৎকার করিবেন ও (২) অন্তিমকালে তাঁহাকে তাঁহার অভীষ্ট দর্শন করাইবেন, এবং (৩) যখন তিনি পীড়িত হইয়া শঙ্করকে স্মরণ করিবেন, তখনই তিনি ভারতের যেখানেই থাকুন না কেন, আসিয়া উপস্থিত হইবেন। বস্তুতঃ তাহা তিনি যথাযথ ভাবে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পক্ষান্তরে রামানুজ-জীবনেও পাঁচটী প্রতিজ্ঞা দেখা যায়, এবং তাহার ৪টীর পালন ও একটীর লঙ্ঘন দেখা যায়। রামানুজ যামুনাচার্য্যের মৃত্যু-কালীন যে চারিটী প্রতিজ্ঞা করেন, তাহা তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। পরন্ত 'বঙ্কীপুরুত্তু নম্বীকে' গৃহদেবতা উপাসনা সম্বন্ধে প্রথমে শিক্ষা দিবেন বলিয়াও কুরেশ ও হনুমদ্দাসকে প্রথমে শিক্ষা প্রদান করেন উক্ত নম্বী উহাতে আপত্তি করিলে রামানুজ নিজের দুর্ব্বলতা স্বীকার করেন।

৫০। ব্রহ্মচর্য্য। শঙ্কর বিবাহ করেন নাই। রামানুজ করিয়াছিলেন। যে মতে শঙ্কর ৮ বৎসরে সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, সে মতে ত তাঁহার বিবাহের কথাই উঠা উচিত নহে, কিন্তু যে মতে ১৬ বৎসরে সন্ন্যাস লইয়াছিলেন কথিত হইয়াছে, সে মতে অবশ্যই কোন না কোন কথা হইয়াছিল বোধ হয়, কিন্তু কোন জীবনীকারই এ বিষয় কোন কথার উল্লেখ করেন নাই।

রামানুজের বিবাহ ১৬ বৎসরে হইয়াছিল, কিন্তু কোন জীবনীকারই তাঁহার তাহাতে যে কোন প্রকার আপত্তি ছিল, এরূপ কোন আভাস দেন নাই। শঙ্কর আকুমার ব্রহ্মচারী, এবং রামানুজ যুবতী ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারী। শঙ্কর উর্দ্ধরেতা হইয়া ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করেন, এবং রামানুজ সংসারী সাজিয়া বিহিত বিধানে স্ত্রীগমন করিয়াও ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে রামানুজ গোবিন্দকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমাদের এ অনুমানের প্রমাণ; যথা—"ঋতুকালে স্ত্রীগমন গৃহস্থ মাত্রেরই কর্ত্তব্য।" এজন্য শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে রামানুজকেও ব্রহ্মচারী বলা যায়। অবশ্য উর্দ্ধরেতা হইয়া ব্রহ্মচর্য্য-পালন, যোগীর পক্ষে যত প্রয়োজন, অন্যথা তত নহে। কেহ বলেন, 'পরকায়ে প্রবেশ পূর্ব্বক শঙ্করও স্ত্রী-সম্ভোগ করিয়াছিলেন', কিন্তু অপরের মতে তিনি তাহা আদৌ করেন নাই, এবং সেই জন্যই রাজ-শরীরে যোগীর আত্মা আসিয়াছে বলিয়া রাজমহিষিগণের সন্দেহ হয়। আর যদিই স্ত্রী-সম্ভোগ করিয়া থাকেন, তাহা ভোগবাসনা বশেও নহে, তাহা সরস্বতী দেবীর প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য ভিন্নদেহে।

৫১। বুদ্ধি-কৌশল, কল্পনা-শক্তি প্রভৃতি। এ সম্বন্ধে শঙ্কর-জীবনে পরকায়ে প্রবেশ একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত। দেবী সরস্বতী যখন তাঁহাকে কাম-প্রশ্ন করেন, তিনি তখন এমন কৌশল উদ্ভাবন

করিলেন যে, সকল দিক্‌ই রক্ষা পাইল। অধিক কি, কাশ্মীরে তাঁহার সরস্বতী পীঠারোহণই অসম্ভব হইত, যদি তিনি উক্ত কৌশল অবলম্বন না করিতে পারিতেন। যতি-শরীরে কাম-চিন্তা করিবেন না, অথচ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, চিন্তা না করিয়া উত্তর দেওয়া যায় না। এজন্য মৃত রাজশরীরে প্রবেশ করিয়া কামশাস্ত্রের গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহা 'উভয়-ভারতীর' হস্তে দিলে, উভয়-ভারতী নিরস্ত হইবেন ; কিন্তু এ কার্য্যের জন্য সময় চাই, তজ্জন্য তিনি বাদের রীতি অনুসারেই এক মাস সময় লয়েন। এতটা ভাবা যথেষ্ট বুদ্ধিকৌশল ও কল্পনা-শক্তির পরিচয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত—গুরুগোবিন্দ-পাদের নিকট অবস্থিতি কালে, যখন নর্ম্মদার জলপ্লাবন হয়, তখন তিনি একটী কলস স্থাপন পূর্ব্বক উক্ত জল স্তম্ভিত করেন। এটীও তাঁহার কৌশ-লজ্ঞের পরিচয়। তৃতীয়, মণ্ডনের সহিত প্রথম-পরিচয় কালে মণ্ডনের তিরস্কার সূচক বাক্য গুলির অন্যরূপ অর্থ করা। যেমন "কুতঃ মুণ্ডি ! অর্থাৎ কোথা হইতে মুণ্ডী" এই কথা মণ্ডন জিজ্ঞাসা করিলে শঙ্কর বলেন "গলান্মুণ্ডী" "গলা হইতে মুণ্ডী" মণ্ডন বলিলেন "কিং সুরাপীতা" "অর্থাৎ সুরাপান করিয়াছ" শঙ্কর বলিলেন "সুরা পীতবর্ণ কে বলিল ?" ইত্যাদি। চতুর্থ, অপর শিষ্যগণকে, পদ্মপাদের গুরুভক্তি প্রদর্শনার্থ তাঁহাকে নদীর পরপার হইতে শীঘ্র আগমন করিবার জন্য আহ্বান করিয়া তাঁহার মহত্ত্ব প্রদর্শন। আচার্য্য নিশ্চয়ই কল্পনা করিয়াছিলেন যে, পদ্মপাদ ইহাতে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবেন এবং ফলে তাহাই হইল। পঞ্চম, মণ্ডনের সহিত বিচারে আচার্য্য পূর্ব্ব-মীমাংসার বেদান্তানুকূল ব্যাখ্যা করেন। ইহার দ্বারাই বুঝা যায়, আচার্য্যের বুদ্ধি-কৌশল ও কল্পনা-শক্তি প্রভৃতি যথেষ্ট ছিল।

পক্ষান্তরে রামানুজ-জীবনে কল্পনা-শক্তির পরিচয় এই যথা ;—

প্রথম, তিনি মেলকোটে ১২০০০ দ্বাদশসহস্র জৈনপণ্ডিত সহ বিচার কালে, সকলের উত্তর এক সঙ্গে দিবেন বলিয়া গৃহের এক কোণে বস্ত্রাবৃত করিয়া স্বীয় অনন্তমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দেন। দ্বিতীয়, মৃত্যুকালে যামুনাচার্য্যের তিনটী অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ দেখিয়া, তিনি ভাবিলেন যে, নিশ্চয়ই তাঁহার কোন বাসনা অপূর্ণ আছে। তদনুসারে তিনি, সকলকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, এবং উত্তরে শুনিতে পাইলেন যে, সত্য-সত্যই তাঁহার তিনটী বাসনা অপূর্ণ ছিল। তৃতীয়, শিষ্যগণকে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি শিষ্যগণের বস্ত্র ছিন্ন ও ধনুর্দ্দাস-পত্নীর অলঙ্কার চুরী করিতে বলেন; ইহাও তাঁহার কল্পনা শক্তির একটী দৃষ্টান্ত হইতে পারে। চতুর্থ, গুরু মালাধরের নিকট অধ্যয়ন-কালে তাঁহার ব্যাখ্যা-কৌশলকেও কল্পনাশক্তির পরিচায়ক বলা যাইতে পারে। অবশ্য এসঙ্গে 'নির্ব্বুদ্ধিতা' বিষয়টীও বিচার্য্য; কারণ, ইহা প্রকৃত বিষয়ের বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত।

নির্ব্বুদ্ধিতা, দৈববিড়ম্বনা। শঙ্কর-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত অদ্যাবধি জানিতে পারা যায় নাই।

রামানুজ-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ, যথা;—আচার্য্য রামানুজ যখন শ্রীজগন্নাথ-ধামে আসেন, তখন তথায় অন্নের বিচার নাই ও জগন্নাথদেবের পূজাপদ্ধতি দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হন। তিনি পাঞ্চরাত্র মতে ভগবানের সেবার ব্যবস্থা করিতে চেষ্টিত হন। এজন্য তিনি বিচার দ্বারা তত্রত্য যাবতীয় অন্যমতাবলম্বী পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করেন। কিন্তু পূজারিগণ তাহাতেও অসম্মত হওয়ায় রাজার সাহায্যে বলপূর্ব্বক ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের যত্ন হয়। পূজারিগণ ভগবানের শরণ গ্রহণ করিলেন; কারণ, তাহাতে তাঁহাদের জীবিকার ক্ষতি। ভগবান্, রামানুজকে স্বপ্ন-যোগে একার্য্য করিতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু

রামানুজ ছাড়িবার পাত্র নহেন। অবশেষে রামানুজের একান্ত আগ্রহ দেখিয়া ভগবান্, গরুড় দ্বারা নিদ্রিতাবস্থায় রামানুজকে সুদূর কূর্ম্ম-ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত করেন। মতান্তরে এ ঘটনাটী ত্রিভাণ্ডারামে "অনন্ত-শয়ন" দেবের নিকটে ঘটিয়াছিল। তথায় ভগবান্ নম্বুরী ব্রাহ্মণগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া রামানুজকে কুরুঙ্গুড়ির নিকটবর্ত্তী সিন্ধুনদীর তীরে নিক্ষিপ্ত করেন।

৫২। ভগবদ্‌ভক্তি। শঙ্করের মতে ভগবদ্ভক্তি ও রামানুজের মতে ভগবদ্ভক্তি ঠিক একরূপ নহে। কিন্তু তাহা হইলেও উভয়ের মধ্যে একটু সাধারণ অংশ বর্ত্তমান। এক কথায় শঙ্কর মতে ভক্তি তিনটী সোপান-বিশিষ্ট যথা ;—১ম, আপনাকে 'ভগবানের' মনে করা ২য়, ভগবানকে 'আপনার' মনে করা ; ৩য়, অভেদ হইয়া যাওয়া। রামানুজ-মতে প্রথম দুইটী স্বীকার্য্য ; কিন্তু ৩য়টী একেবারে অস্বীকার্য কারণ, ইহা অসম্ভব। এখন এই সাধারণ অংশ অনুসারে শঙ্করে ভগবদ্ভক্তি যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাকে শান্ত ও দাস্য নামে অভিহিত করা চলে। তবে দাস্য-ভাব অপেক্ষা শান্ত-ভাবই তাঁহার প্রবল ; কারণ, তাঁহার অধিকাংশ স্তব-স্তুতিতেই দেখা যায়, তিনি ভগবৎ-স্বরূপ-জ্ঞানের অপূর্ব্বতায় বিভোর, নিজেকে ভগবানের দাস বা সন্তান বলিয়া অল্প স্থলেই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, অথবা ভগবানের দাসত্বের জন্য কামনা করিতেছেন।

রামানুজের কিন্তু দাস্য-ভক্তিই লক্ষিত হয়। শান্ত প্রভৃতি অপর ভাব তাঁহাতে দৃষ্ট হয় না। এ বিষয়ে তাঁহার বৈকুণ্ঠগদ্যই প্রমাণ। অশ্রুজল-পতন, ক্রন্দন প্রভৃতি উভয়েই দেখা যায়, তবে উন্মত্ত ভাব, মূর্চ্ছা, নৃত্য প্রভৃতি রামানুজেই ছিল, শঙ্করে বড় নহে। শঙ্করের অশ্রু-পাতের দৃষ্টান্ত কাশীতে বিশ্বেশ্বর-দর্শন-কাল। রামানুজে ভক্তি-ভাবের

তীব্রতার আরও নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রথম, যামুনাচার্য্যকে দর্শন করিতে শ্রীরঙ্গমে আসিয়া রামানুজ, যখন তাঁহাকে মৃত দেখেন, তখন শ্রীরঙ্গনাথের উপর তাঁহার অতি দারুণ অভিমান হয়। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে তদ্দণ্ডেই কাঞ্চী ফিরিয়া আসেন; সকলে অনুরোধ করিলেও শ্রীরঙ্গনাথকে দর্শন করিলেন না। দ্বিতীয়, যাদবপ্রকাশের সহিত কলহ। যাদবপ্রকাশের মুখে 'কপ্যাস' শ্রুতির ব্যাখ্যা শুনিয়া রামানুজ এতই বিচলিত হইয়া পড়িলেন যে, গুরুদেহে তৈল-মর্দ্দন-কালে তাঁহার দরবিগলিত অশ্রুধারা গুরুদেহে পতিত হয়।

৫৩। ভগবানের সহিত সম্বন্ধ-জ্ঞান। শঙ্কর ব্যবহারিক দশায় অর্থাৎ দেহাভিমানযুক্ত দশায় নিজেকে কখন ভগবদ্দাস কখন তাঁহাদের সন্তান জ্ঞান করিতেন। দাস-জ্ঞানের দৃষ্টান্ত—কাশীতে বিশ্বেশ্বরের স্তবে, এবং সন্তান-জ্ঞানের দৃষ্টান্ত—গঙ্গা প্রভৃতির স্তবে। পারমার্থিক দৃষ্টিতে তিনি নিজ আত্মাকে, শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, বা সর্ব্বদেবে অনুস্যূত এক অদ্বয়-পরতত্ত্বের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করিতেন। এভাব শিবত্বাতিরিক্ত বিষ্ণুত্ব বা বিষ্ণুত্বাতিরিক্ত শিবত্ব নহে, তাহা সকল ভাবের সাম্যভাব—সকল বিশেষের মধ্যে সামান্য ভাব; অথবা তাহা পরম সাম্য ভাব। এস্থলে গীতার এ শ্লোকটী স্মরণ করিলে তাঁহার ভাবটী বুঝা সহজ হইবে যথা;—

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি সঃ পশ্যতি ॥ ১৩। ২৮

ইনি নিজ মঠাম্নায়ে নিজেকে কলিকালে ভগবদ্‌বতার বলিয়াছেন যথা;—

কৃতে বিশ্বগুরু র্ব্রহ্মা ত্রেতায়ামৃষিসত্তমঃ।
দ্বাপরে ব্যাস এব স্যাৎ কলাবত্র ভবাম্যহম্॥ ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে রামানুজ নিজেকে ভগবদ্দাস এবং ভগবদ্দাস—শেষ

নাগের অবতার জ্ঞান করিতেন। তিনি তিরুপতিতে পাঁচজনের কথায় নিজেকে শেষাবতার বা লক্ষণের অবতার বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলেন এবং জৈনসভায় তিনি অনন্তরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, শুনা যায়। তাঁহার "ভগবান্" সকল তত্ত্বের পরম তত্ত্ব, তিনি সকল কল্যাণ গুণের আকর, বিভু, ভক্তবৎসল, সর্ব্বশক্তিমান্ ও পরমেশ্বর। শঙ্করের উক্ত অবতারত্বসূচক শ্লোকের ন্যায় একটী শ্লোক, আমি এ সম্প্রদায়ের মুখেও শুনিয়াছি।

৫৪। ভদ্রতা। শঙ্করের জীবনে ভদ্রতার দৃষ্টান্ত প্রচুর দেখা যায়। দিগ্বিজয়কালে কত লোক আসিয়া আচার্য্যকে তিরস্কার পূর্ব্বক কথা কহিয়াছে, কিন্তু আচার্য্য তাহাদিগের সহিত অতি ভদ্রতার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন। যদিও দুই একটী স্থলে 'মূঢ়' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু তাহা স্নেহসূচক কি-না নির্ণয় হয় না। কারণ এক স্থলে তিনি এক জনের সহিত পরুষ ভাষায় কথা কহিলে পর, যখন সে ব্যক্তি আচার্য্যের শরণাপন্ন হয়, তখন আচার্য্য হাসিয়া তাহাকে সম্ভাষণ করেন। যথার্থ ঘৃণার সহিত কথা কহিলে হাস্য করিতে পারিতেন না।

পক্ষান্তরে রামানুজ-জীবনে বাদীর সহিত এরূপ কিছুই ঘটে নাই। কারণ, কোন প্রতিবাদী রামানুজকে তিরস্কার করিয়া কথা আরম্ভ করিয়াছিল, শুনা যায় না। তথাপি সাধারণের সহিত ব্যবহারে রামানুজে ভদ্রতার দৃষ্টান্ত প্রচুর। "বিনয়" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৫৫। ভাবের আবেগ। ভাবের আবেগ শঙ্কর-জীবনে অল্প স্থলেই দৃষ্ট হয় এবং যাহাও দৃষ্ট হয় তাহাও অতি সংযত। অশ্রুজল সিঞ্চন, ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণতি, বিচলিত ভাব প্রভৃতির দৃষ্টান্ত শঙ্কর-জীবনে বোধ হয়—চারিটী। ১ম। কাশীধামে চণ্ডালরূপী বিশ্বেশ্বর দর্শনে, শুনা

যায়, তিনি অশ্রুজলে আপ্লুত হইয়াছিলেন। ২। ব্যাসদেব চলিয়া গেলে তাঁহার অদর্শন জন্য শঙ্কর বিচলিত হইয়াছিলেন। ৩। মূকাম্বিকায় মৃতশিশু ক্রোড়ে করিয়া একটী রমণীকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া তিনি একটু বিচলিত হইয়াছিলেন। ৪। গঙ্গাতীরে অবস্থানকালে পরমগুরু গৌড়পাদকে দেখিয়া শঙ্কর ভক্তিভাবে বাষ্পাকুলিত-নেত্র হইয়াছিলেন।

রামানুজে ইহার দৃষ্টান্ত বোধ হয় অগণিত। তিনি ভাববশে বিহ্বল হইতেন; অধিক কি, দুই একবার মূর্চ্ছিত পর্য্যন্ত হইয়াছেন। শ্রীরঙ্গমে যামুনমুনির দর্শন না পাইয়া তিনি মূর্চ্ছিত হন। কুরেশের মৃত্যুকালে, এবং তাঁহার চক্ষু প্রাপ্তিকালে তিনি অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। কাঞ্চীপূর্ণের মুখে বরদরাজের উত্তর শুনিয়া তিনি আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গমের পুরোহিত বিষপ্রয়োগের চেষ্টা করিলে তিনি গোষ্ঠীপূর্ণের পদতলে, উত্তপ্ত বালুকোপরি পড়িয়াছিলেন; যতক্ষণ তাঁহার শিষ্য তাঁহাকে না উঠায়, ততক্ষণ তিনি তদবস্থাতেই ছিলেন। কাহারও বর্ণনায় তিনি ক্রন্দন করিয়াছিলেন। কুরেশের পুত্র পরাশরকে ক্রোড়ে করিয়া তিনি দরবিগলিত ধারায় অশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। গুরু মহাপূর্ণের মৃত্যু ও কুরেশের চক্ষু নষ্ট হইয়াছে, শুনিয়া তিনি অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইরূপ বহুস্থলে রামানুজে ভাবের আবেগের পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়।

৫৬। মেধাশক্তি। শঙ্কর বাল্যাবধি শ্রুতিধর ছিলেন। ইহার নিদর্শন, ১ম, পদ্মপাদ, তাঁহার রচিত 'ব্রহ্মসূত্র-বৃত্তি' শঙ্করকে যে পর্য্যন্ত শুনাইয়াছিলেন, পদ্মপাদের তীর্থ ভ্রমণকালে তাঁহার বৈষ্ণব-মতাবলম্বী দ্বৈতবাদী মাতুল কর্ত্তৃক তাহা বিনষ্ট হইলে, আচার্য্য তাহা যথাযথ আবৃত্তি করেন ও পদ্মপাদ তাহা লিখিয়া লয়েন। ২। কেরল-

পতি 'রাজশেখর' তাঁহার নাটক তিনখানি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া দুঃখ করিলে আচার্য্য তাহা পুনরায় আবৃত্তি করেন ও কেরলপতি তদনুসারে তাহার পুনরুদ্ধার করেন। এই নাটক আচার্য্য স্বগৃহে অবস্থানকালে, কেরলপতি তাঁহাকে শুনাইয়াছিলেন। (৩) গুরুগৃহেও যাহা একবার শুনিতেন, তাহা আর পড়িতে হইত না।

রামানুজ শ্রুতিধর ছিলেন না। এই জন্যই তিনি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনাকালে শ্রুতিধর কুরেশকে লেখক-পদে নিযুক্ত করেন; কারণ, তাহা হইলে তাঁহার ভ্রম প্রমাদের সম্ভাবনা থাকিবে না।

৫৭। লোকপ্রিয়তা। শঙ্কর-জীবনে লোকপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত এইরূপ;—তিনি কর্ণাট উজ্জয়িনীতে কাপালিকগণের সহিত যখন বিচারার্থ গমনোদ্যত হইতেছেন,তখন বিদর্ভরাজ আসিয়া শঙ্করকে তথায় যাইতে নিষেধ করিতেছেন, পাছে তাহারা তাঁহাকে মারিয়া ফেলে। ওদিকে সুধন্বা রাজা তাহা শুনিয়া স্বয়ংই সসৈন্যে যাইবার জন্য আচার্য্যের অনুমতি ভিক্ষা করিতেছেন। ভগন্দর রোগের সময় গৌড় দেশীয় রাজবৈদ্যগণ যার-পর-নাই যত্ন-সহকারে আচার্য্যের সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

পক্ষান্তরে রামানুজ, শ্রীরঙ্গম হইতে বিতাড়িত হইলে ব্যাধকুল পর্য্যন্ত কয়েক দিন আহার ত্যাগ করিয়াছিল—শুনা যায়। নৃসিংহপুরে পুরোহিতগণ এবং শ্রীরঙ্গমের বৈষ্ণবগণ, রামানুজের শত্রু কৃমিকণ্ঠকে মারিবার জন্য নিত্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন। রামানুজ যখন তিরুনারায়ণপুরে গমন করেন, তখন রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধন রামানুজের সঙ্গে থাকিয়া লোক-জন দ্বারা পথ পরিষ্কার করাইয়াছিলেন।

৫৮। বিনয়গুণ। শঙ্করে বিনয়-গুণের দৃষ্টান্ত;—প্রথম, গুরু গোবিন্দপাদের নিকটে। দ্বিতীয়, কাশীতে চণ্ডালরূপী বিশ্বেশ্বরের

সমক্ষে। তৃতীয়, ব্যাস সহিত বিচারে। চতুর্থ, পরমগুরু গৌড়পাদের সহিত সাক্ষাৎকালে ; এবং পঞ্চম, কতকগুলি বাদীর সহিত।

পক্ষান্তরে রামানুজের বিনয়-গুণের দৃষ্টান্ত প্রচুর। ১ম, কাঞ্চী-পূর্ণের সহিত ব্যবহার। ২য়, যাদবপ্রকাশের সহিত ব্যবহার। ৩য়, মহাপূর্ণ, গোষ্ঠীপূর্ণ, যামুনাচার্য্যপ্রভৃতি গুরুস্থানীয় গণের সহিত ব্যবহার। ৪র্থ, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত যজ্ঞমূর্ত্তির সহিত ব্যবহার। ৫ম, শ্রীশৈল-পূর্ণের সহিত ব্যবহার। ৬ষ্ঠ, তিরুভালি তিরুনাগরিতে এক চণ্ডাল রমণী প্রসঙ্গ। রামানুজের গুরুসেবা এবং গুরুগণের পদতলে লুণ্ঠনের দৃষ্টান্ত নিত্য দৈনন্দিন ব্যাপার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শিষ্যগণের সহিত ব্যবহারেই রামানুজ যখন যারপরনাই বিনয়ী, তখন অপরের নিকট যে তিনি ততোধিক বিনয়ী হইবেন তাহাতে কি আর সন্দেহ থাকিতে পারে ?

তবে শঙ্কর চরিত্রে দেখা যায়, শ্রেষ্ঠ প্রতিবাদীর সহিত ব্যবহারে তিনি যথেষ্ট বিনয়ী, সমানের নিকট তিনি ভদ্র ব্যবহারে অগ্রণী, নিকৃষ্টের প্রতি স্নেহশীল ও দুর্ব্বৃত্তের পক্ষে তিনি একটু যেন রূঢ়ভাষী। রামানুজ কিন্তু যেন সকল স্থলেই সমান বিনয়ী।

৫৯। শত্রুর মঙ্গল-সাধন। শঙ্কর-জীবনে শত্রুর মঙ্গল-সাধন, কেবল এক স্থলে শুনা যায়। ইহা শ্রীশৈল নামক স্থানে। এখানে অনেকে শঙ্করের শিষ্য হইবার পর কতকগুলি লোক শঙ্করের মৃত্যু কামনা করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে আচার্য্য ইহাদিগকেও উপদেশ দিয়া সৎপথে আনয়ন করেন।

রামানুজ-জীবনেও শত্রুর মঙ্গল-সাধনের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ উদ্বোধনে যাহা লিখিয়াছেন, তদনুসারে রঙ্গনাথের প্রধান অর্চ্চক, আচার্য্যকে বিষ খাওয়াইতে চেষ্টা করিলে রামানুজ, প্রধান

অর্চ্চকের গতি কি হইবে—ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিলেন ও ভগবানের নিকট তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন। অবশ্য এ কথা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বা পণ্ডিত শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার তাঁহাদের গ্রন্থে আদৌ উল্লেখ করেন নাই।

এক্ষণে এই বিষয়টী বিচার করিতে হইলে ইহার একটী বিপরীত দৃষ্টান্তের কথা মনে হয়। সেটী কৃমিকণ্ঠ সম্বন্ধীয় ঘটনা। রামানুজ কৃমিকণ্ঠের শাস্তির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন; মতান্তরে অভিচার পর্য্যন্তও করিয়াছিলেন। তবে ইহাও বিবেচ্য যে রামানুজ যেমন শ্রীরঙ্গমের প্রধান অর্চ্চকের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, শঙ্করের জীবনে সেরূপ কোন ব্যাকুলতার বর্ণনা নাই।

৬০। শিক্ষাপ্রদানে লক্ষ্য। শঙ্করের শিক্ষাপ্রদানে যাহা লক্ষ্য ছিল, তাহা সন্ন্যাসী ও গৃহীভেদে দ্বিবিধ। গৃহীর পক্ষে, কর্ম্ম-সম্বন্ধে পঞ্চ-দেবতা উপাসনা ও শাস্ত্র অনুযায়ী আচরণই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহার মতে, এই শাস্ত্র—স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি; কিন্তু ইহা বেদমূলক হওয়া চাই; যাহার বেদমূলকত্বে সন্দেহ আছে তাহা অগ্রাহ্য। চিহ্নাদি-ধারণ করিয়া শাস্ত্রের তাৎপর্য্যের প্রতি উদাসীন থাকিলে চলিবে না। জ্ঞানসম্বন্ধে বিচারপরায়ণ হইয়া অন্তর নির্ম্মল করিতে হইবে। সন্ন্যাসীর পক্ষে ধ্যান-ধারণা, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন প্রভৃতিই মুখ্যতঃ অবলম্বনীয়। ব্রহ্ম কি—বুঝিতে না পারিলেও 'আমি ব্রহ্ম' 'আমি ব্রহ্ম' জপ করিবে। এ কথাও বলিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই।

পক্ষান্তরে রামানুজের লক্ষ্য অভিমান শূন্যতা, ভগবৎ-সেবা ও নির্ভরতা। দৃষ্টান্ত—নারায়ণপুর পরিত্যাগ কালে শিষ্যগণের প্রতি উপদেশ। ভগবৎ-সেবায় বিষ্ণু ভিন্ন অন্য কোন দেবতার স্থান নাই।

ইঁহার লক্ষ্য বিচারের প্রতি নহে, পরন্তু ভগবদ্ বিগ্রহ ও গুরুসেবার প্রতি। দাশরথির বিদ্যাভিমান ছিল বলিয়া তাঁহাকে সহজে মন্ত্রপ্রদান করেন নাই। গুরুভক্তি পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে, গুরুকন্যা আত্তুলার পাচকের কর্ম্ম করিতে আদেশ দেন। ধনুর্দ্দাস-পত্নীর অলঙ্কার চুরী করিতে শিষ্যগণকে আদেশ করিয়া তিনি তাহাদিগকে অভিমান-শূন্যতা শিক্ষাই দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, ভগবৎ-শরণাগতিই সাধনার উদ্দেশ্য। পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র ও পুরাণাদিই ইঁহাদের প্রধান অবলম্বন।

৬১। শিষ্য ও ভক্ত-সম্বর্দ্ধন। শঙ্কর-জীবনে এমন কোন ঘটনা দেখা যায় না, যেখানে তিনি শিষ্য বা কোন ভক্তকে তাঁহা অপেক্ষা বড় বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন। লোকে তাঁহাকে প্রশংসা বা স্তুতি করিলে তিনি গম্ভীর ভাব ধারণ করিতেন।

রামানুজ কিন্তু নিজ ভক্ত বা শিষ্যগণকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন। এতদর্থে দেবরাজ-মুনি, কুরেশ ও গোবিন্দের সহিত রামানুজের ব্যবহার, দৃষ্টান্ত স্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেবরাজ-মুনিকে তিনি, আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রায়ই সম্মান করিতেন। তাঁহার জন্য পৃথক এক মঠ নির্ম্মাণ করিয়াও দিয়াছিলেন।

রামানুজ, কুরেশকে যখন বরদরাজের নিকট তাঁহার চক্ষু ভিক্ষা করিতে বলেন, সে সময় কুরেশ চর্ম্মচক্ষু ভিক্ষা না করিয়া জ্ঞানচক্ষু ভিক্ষা করেন। দ্বিতীয় বার, রামানুজ, কুরেশকে এই চক্ষু ভিক্ষা করিতে বলেন, সে বারেও কুরেশ নিজের চক্ষু ভিক্ষা না করিয়া নালুরাণের, (তাঁহার এক শিষ্য) উদ্ধার কামনা করেন। রামানুজ কুরেশের এতাদৃশ স্বার্থত্যাগ দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে "ধন্য আমি, যেহেতু আমি তোমার সহিত কোন রকমে সংশ্লিষ্ট।"

গোবিন্দ যখন আত্মপ্রশংসা করিয়াছিলেন, তখন গোবিন্দের উত্তর

শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন "গোবিন্দ তুমি আমার জন্ত একটু প্রার্থনা করিও, আহা আমি যদি তোমার মত হইতে পারিতাম ; হায়! আমি কতদূরে পড়িয়া রহিয়াছি"। ২য়, গোবিন্দকে সন্ন্যাস দিয়া রামানুজ তাঁহাকে নিজ নাম প্রদান করিয়াছিলেন, অবশ্য গোবিন্দ তাহা গ্রহণ না করায় তাঁহার "এম্বার" নাম হয়। "এম্বার" শব্দ তাঁহার নামের কিয়দংশ মাত্র।

দেবরাজ-মুনি, কুরেশের সংকার কালে, পাঠের জন্য কিছু রচনা করিয়া ছিলেন। ইহার নাম "দ্রাবিড় রামানুজ নুত্তন্তাডি"। তদবধি শ্রীবৈষ্ণব সংকার কালে ইহা পঠিত হয়। ইহার ভিতর কুরেশ ও রামানুজের নাম আছে। দেবরাজ ইহা যখন প্রথম রচনা করেন তখন তাহাতে কুরেশের নাম ছিল না, রামানুজ ইহা শুনিয়া উহাতে কুরেশেরও নাম সন্নিবিষ্ট করিতে আদেশ করেন।

রামানুজ যখন মহামুনি শঠকোপের জন্মভূমি তিরু-নাগরি দর্শন করিতে যাইতে ছিলেন, তখন পথে একটী রমণীকে ফিরিয়া আসিতে দেখেন। রামানুজ ইহা দেখিয়া রমণীটীকে জিজ্ঞাসা করেন "সকলেই তিরু নাগরি যাইতেছে, আর তুমি কেন অন্যত্র যাইতেছ?" রমণী বলিলেন "আমার মত পাপিষ্ঠার তথায় থাকা শোভা পায় না ; যাঁহারা ৭৩টী সৎকর্ম্ম করিয়াছেন তাঁহারাই তথায় থাকিবার যোগ্য"। এই বলিয়া রমণী একে একে সেই ৭৩টী সৎকর্ম্মের উল্লেখ করিয়া গণনা করিতে লাগিলেন। রামানুজ ইহাতে সাতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং স্ত্রীলোকটীকে সঙ্গে করিয়া তিরু-নাগরি আনিলেন। এ সম্প্রদায় সহজে কাহারো হস্তে অন্ন-ভক্ষণ করেন না, কিন্তু রামানুজ ইহার হস্তে অন্ন-ভোজন করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিলেন।

৬২। শিষ্য-চরিত্রে দৃষ্টি। শঙ্কর-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত এই-

রূপ যথা ;—শৃঙ্গেরীতে একদিন শিষ্যগণ পাঠ-শ্রবণে উপবিষ্ট, শঙ্করও পাঠ প্রদানে উদ্যত, কিন্তু মূর্খ তোটকাচার্য্য তখন গুরুর বস্ত্র ধৌত করিয়া আসেন নাই। এজন্য আচার্য্য একটু অপেক্ষা করিতেছেন। শিষ্যগণ বিলম্ব দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া আচার্য্যকে দুই একবার অনুরোধ করিলেন, আচার্য্য কিন্তু তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিতেছেন না। অনন্তর পদ্মপাদ প্রমুখ অনেকে যখন ব্যস্ততা প্রদর্শন করিলেন, তখন আচার্য্য তোটকের জন্য অপেক্ষা করিতে বলিলেন। পদ্মপাদ ইহাতে বলিলেন "গুরো! সে ত মূর্খ, সে কি বুঝিবে?" আচার্য্য একটু মৃদু হাসিলেন ; ওদিকে মনে মনে তোটকের হৃদয়ের সেই অজ্ঞান আবরণটী উঠাইয়া লইলেন। তোটকের হঠাৎ যেন চমক ভাঙ্গিল, তাঁহার অজ্ঞান অন্ধকার দূর হইয়া গেল। তিনি তখন তোটকচ্ছন্দে এক অপূর্ব্ব স্তব করিতে করিতে গুরু-সন্নিধানে আসিলেন। পদ্মপাদ ইহা দেখিয়া অপ্রতিভ হইলেন ও মৎসর পরিত্যাগ করিলেন। ২য়, বদরিকাশ্রমে পদ্মপাদের উপর যখন অপর শিষ্যগণের একটু হিংসার উদয় হয়, তখন আচার্য্য নদীর পরপারস্থিত পদ্মপাদকে অতি ব্যস্ততা সহকারে আহ্বান করেন। পদ্মপাদ গুরুর ব্যস্ততা সহকারে আহ্বান শুনিয়া দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া নদীর উপর দিয়াই দৌড়িয়া আসিতে উদ্যত হইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এ সময় নদীর বক্ষে পদ্মপাদের প্রতি পদবিক্ষেপে এক একটী পদ্ম উৎপন্ন হইয়া তাঁহাকে সহায়তা করিল। ইহা দেখিয়া অপর শিষ্যগণ নিজের অধিকার-হীনতা উপলব্ধি করিলেন। কিন্তু মণ্ডনের ভাষ্য-বার্ত্তিক রচনাকালে যখন মণ্ডনের উপর পদ্মপাদের শিষ্যগণের একটু হিংসার ভাব দেখিতে পান, তখন তিনি তাঁহাদিগকে কোন রূপ শাসন করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই।

পক্ষান্তরে রামানুজ-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত এই যথা ; ১ম—রামানুজ

যখন তিরুপতিতে গিয়াছিলেন, তখন গোবিন্দকে, নিজগুরু শ্রীশৈল-পূর্ণের শয্যা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে একবার শয়ন করিতে দেখেন। গুরুর শয্যায় শয়ন, শাস্ত্রবিরুদ্ধ। তিনি তজ্জন্য একথা শ্রীশৈলপূর্ণকে বলিয়া দেন ইত্যাদি। ২য়—রামানুজের নিকট শ্রীরঙ্গমে আসিয়া গোবিন্দ একদিন খুব আত্ম-প্রশংসা করেন। রামানুজ তাহাতে আশ্চর্য্য হইয়া গোবিন্দকে এই গর্হিত কর্ম্মের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। অবশ্য গোবিন্দের উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ৩য়—গোবিন্দের মাতা আসিয়া একদিন রামানুজকে বলেন "বৎস! গোবিন্দ আমার গৃহে শয়ন করে না, অথচ তাহার যুবতী ভার্য্যা রহিয়াছে।" রামানুজ গার্হস্থ্য-ধর্ম্মানুসারে গোবিন্দকে তমোগুণ পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীর নিকট শয়ন করিতে আদেশ দেন। গোবিন্দ তাহাই করিলেন; সমস্ত রাত্র স্ত্রীর সহিত ভগবৎ কথায় কাটাইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আবার রামানুজের সেবার্থ আসিলেন। গোবিন্দের মাতা আবার রামানুজকে এই সংবাদ জানাইলেন। রামানুজ, গোবিন্দকে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলেন। গোবিন্দ বলিলেন "আপনি তমোগুণ পরিত্যাগ করিয়া শয়নের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, আমি তাহাই করিয়াছি।" গোবিন্দের এই ভাব দেখিয়া রামানুজ তাঁহাকে সন্ন্যাস দিলেন। ৪র্থ—দাশরথির একটু বিদ্যাভি-মান ছিল বলিয়া তিনি তাঁহাকে চরম-মন্ত্রার্থ প্রদান না করিয়া গুরু গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট প্রেরণ করেন। গোষ্ঠীপূর্ণ আবার ছয়মাস পরে তাঁহাকে রামানুজের নিকট প্রেরণ করেন। ইহার পরে রামা-নুজ তাঁহাকে মন্ত্রার্থ প্রদান করেন; যতক্ষণ বিদ্যাভিমান ছিল ততক্ষণ দেন নাই। ৫ম—শূদ্র ধনুর্দ্দাসের হস্তধারণ করিয়া আচার্য্য স্নান করিয়া গৃহে ফিরিতেন, ইহাতে বিপ্র-শিষ্যগণের মনে হিংসার উদয় হয়। কেহ কেহ এ কথা আচার্য্যকে বলিয়াও ছিলেন। আচার্য্য এজন্য এমন

এক কৌশল উদ্ভাবন করেন যে, তাহাতে শিষ্যগণের যথেষ্ট শিক্ষা লাভ হয়। ( ১৭৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। )

৬৩। শিষ্যের প্রতি ভালবাসা। শঙ্কর, তাঁহার শিষ্যগণকে যেরূপ ভালবাসিতেন তাহাতে বিশেষত্ব কিছু দেখা যায় না। ইহা সাধারণ ভাব মাত্র। এ বিষয় পদ্মপাদের তীর্থ-ভ্রমণের প্রসঙ্গ কথঞ্চিৎ মাত্র দৃষ্টান্ত হইতে পারে।

রামানুজের শিষ্যের প্রতি ভালবাসা অধিক প্রকাশ পাইত, বোধ হয়। কারণ, তিনি যখন গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট মন্ত্রার্থ লাভের জন্য পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যাত হইতেছেন, তখনও তিনি দাশরথি ও শ্রীবৎসাঙ্ককে সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিতেছেন। গুরু, শেষবারে রামানুজকে একাকী আসিতে বলেন, কিন্তু তথাপি তিনি উভয়কেই সঙ্গে করিয়া গিয়াছিলেন, গুরু "শিষ্যদ্বয়কে কেন আনিয়াছ" জিজ্ঞাসা করিলে রামানুজ বলিলেন "প্রভু! উহাদের একজন আমার দণ্ড, একজন আমার কমণ্ডলু" ইত্যাদি। তাহার পর, কুরেশের মৃত্যুকালে রামানুজ তাঁহার স্কন্ধোপরি পতিত হইয়া বালকের মত ক্রন্দন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন। "তোমার কি আমার উপর দয়া হইতেছে না" "তুমি কি আমায় ঘৃণা করিলে" ইত্যাদি।

৬৪। সম্প্রদায়-ব্যবস্থাপন সামর্থ্য। এই সামর্থ্য উভয় আচার্য্যেই দৃষ্ট হয়। শঙ্কর, ভারতের চারিপ্রান্তে চারিটী মঠ সংস্থাপন করিয়া চারি জন আচার্য্যকে প্রদান করেন। সমগ্র ভারতকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া তাঁহাদের অধিকার নির্দ্ধারণ করিয়া দেন, এবং মঠাম্নায় গ্রন্থখানি এমন ভাবে রচনা করিয়াছেন যে, বৈদিক ধর্ম্মানুরাগী মাত্রেরই তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আছে। ইহা যদিও বিস্তৃত গ্রন্থ নহে, তবে ইহাতে তাঁহার খুব সার্ব্বভৌম,

সূক্ষ্ম এবং ভবিষ্যদ্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার পর তাঁহার নিজের দেশে ৬৪টী অনাচার (বিশেষ বা নূতন আচার) ও নূতন স্মৃতির প্রচলন, প্রভৃতি তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের উপর দৃষ্টির পরিচায়ক—বলা যায়।

পক্ষান্তরে রামানুজে ইহা এই প্রকার যথা;—তাঁহার মৃত্যুকালীন তিনি যে ৭২টী উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা কেবল ধর্ম্মসংক্রান্ত উপদেশ নহে, ইহাতে রাজবুদ্ধি যথেষ্ট বর্ত্তমান। চোলরাজ, চিদম্বর বা চিত্রকূটে, প্রসিদ্ধ গোবিন্দরাজের মন্দির ধ্বংস করিয়া এবং মূল বিগ্রহ নষ্ট করিয়া যখন সমুদ্রগর্ভে ফেলিয়া দেয়, এবং একটী স্ত্রীলোক যখন গোবিন্দ-রাজের উৎসব-বিগ্রহটী গোপনে লইয়া যাইয়া তিরুপতিতে রক্ষা করে, তখন রামানুজ এই সম্বাদ প্রাপ্ত হন। চোলরাজ মরিবার পর রামানুজ, যাদব-বংশীয় কৃত্যদেব নামক এক রাজার দ্বারা তিরুপতিতে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন ও সেই উৎসব বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। 'রামানুজ দিব্যচরিত' গ্রন্থে কথিত হইয়াছে যে, রামানুজ ইলমণ্ডলীয় নামক গ্রাম ক্রয় করিয়া নিজ প্রিয় ৭১ জন শিষ্যগণ মধ্যে উহা বিভক্ত করিয়া দেন। অনন্তর তিনি মন্দিরের চতুর্দ্দিকে গৃহাদি নির্ম্মাণ করান এবং তাহাও উক্ত ৭১ জন শিষ্যকে প্রদান করেন। এই গ্রাম, মন্দির ও তাহার সেবাভার প্রভৃতি উক্ত রাজার অধীন রক্ষিত হয়। মৃত্যুকালে তিনি শিষ্যগণকে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের ভার, যে ভাবে প্রদান করেন, তাহাতে তাঁহার বিচক্ষণতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। যে বিষয়ে যে উপযুক্ত, যাহার যাহাতে পটুতা, তাহা বুঝিয়া তাহাদের উপর কর্ত্তব্য ভার প্রদত্ত হয়।

৬৫। স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য।—১। "শঙ্করের ভগন্দর রোগের সময় তাঁহার যন্ত্রণা দেখিয়া শিষ্যগণ যখন বৈদ্য আনিবার জন্য বিশেষ

আগ্রহ করিতে থাকেন, তখন আচার্য্য তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া নিবারণ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও বৈদ্য আনা হইলে এবং বৈদ্য আসিয়া বিফল-মনোরথ হইলে, তিনিই বৈদ্যকে বুঝাইয়া বিদায় দিলেন। (২) দিগ্বিজয়-কালে, অনেক দুর্ব্বৃত্ত আসিয়া আচার্য্যকে তিরস্কার পূর্ব্বক কথা কহিয়াছে, তিনি কিন্তু অবিচলিত থাকিতেন। (৩) মণ্ডনের সহিত ১৮ দিন বিচারেও তাঁহার ধৈর্য্য-চ্যুতি হয় নাই, কিন্তু মণ্ডনের তাহা হইয়াছিল; এবং তাহারই ফলে তাঁহার গলার মালা শেষ দিন মলিন হইয়াছিল।

পক্ষান্তরে রামানুজে ইহা অন্যরূপ। (১) শ্রীভাষ্য রচনাকালে কুরেশ লেখা বন্ধ করিলে রামানুজের ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। (২) কৃমি-কণ্ঠের ভয়ে পলাইয়া রামানুজ শেষে এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন যে, শিষ্যগণ স্কন্ধে করিয়া তাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া যা'ন। (৩) কুরেশ ও মহাপূর্ণের মৃত্যু-সময় তিনি শোকে অধীর হইয়াছিলেন। (৪) যজ্ঞমূর্ত্তির সহিত বিচারে, শেষদিন, তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। (৫) প্রথম বার বিষ-প্রয়োগকালে তিনি মনের আবেগে কয়েক দিন উপবাসী ছিলেন। কিন্তু অবশ্য দ্বিতীয় বার বিষ-প্রয়োগ-কালে তিনি ধীরভাবে শিষ্যগণকে বুঝাইয়া শান্ত করিয়াছিলেন।

এইবার আমরা আচার্য্যদ্বয়ের কতকগুলি দোষ বা আপাত-দৃষ্টিতে যাহা দোষ বলিয়া বোধ হয়, তাহাই একে একে আলোচনা করিব।

৬৬। অনুতাপ।—শঙ্কর-জীবনে অনুতাপের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।* কিন্তু রামানুজ-জীবনে তাহা দুই স্থলে দৃষ্ট হয়। যথা,—

* ১৩০২ বঙ্গাব্দে সজ্জনতোষিণী পত্রিকাতে শ্রীঅমরনাথ মিত্র একটি বড় নূতন কথা লিখিয়াছিলেন। ইনি ব্রহ্মাণ্ড গিরি কৃত "শঙ্কর-বিলাসে" শঙ্করকে অনুতাপ করিতে দেখিতেছেন যথা, শঙ্করবাক্য ;—

প্রথম, কুরেশকে ভাষ্য লিখিবার সময় পদাঘাত করিয়া নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিলে রামানুজ অনুতাপ করেন। দ্বিতীয়, কৃমিকণ্ঠ কর্ত্তৃক গুরু মহাপূর্ণ ও কুরেশের চক্ষু উৎপাটিত হইয়াছে শুনিয়া রামানুজ এই বলিয়া দুঃখ করেন যে, আমারই জন্য তাঁহাদিগের এই যন্ত্রণা-ভোগ হইল। তাহার পর, রামানুজ শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিয়া যখন কুরেশের সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন রামানুজ নিজেকে মহাপাপী ও কুরেশের চক্ষু-নষ্টের কারণ বলিয়া দুঃখ করিয়াছিলেন।

৬৭। অশিষ্টাচার।—শঙ্কর-জীবনে অশিষ্টাচারের দৃষ্টান্ত এইরূপ ;—১। দিগ্বিজয়-কালে কতিপয় স্থলে তিনি কয়েক জন কদাচারীকে "মূঢ়" বা "মূঢ়তম" বলিয়াছিলেন। ২। ভাষ্য-মধ্যে বিরুদ্ধ-বাদীকে এক স্থলে "দেবানাং প্রিয়" অর্থাৎ পশু ও অন্যস্থলে "বলীবর্দ্দ" পর্য্যন্ত বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে রামানুজ-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত এই

---

সাকার শ্রুতিমুল্লঙ্ঘ্য নিরাকার প্রবাদতঃ।
যদঘং মে কৃতং দেবি তদ্দোষং ক্ষন্তুমর্হসি॥
ত্বমেব জগতাং ধাত্রী সারদেহক্ষররূপিণি।
ত্বৎপ্রসাদাদ্দেবেশি মূকোবাচালতাং ব্রজেৎ॥
বিচারার্থে কৃতং যচ্চ বেদার্থস্তু বিপর্য্যয়ম্।
দেবানাং জপযজ্ঞাদি খণ্ডিতং দেবতার্চ্চনম্।
স্বমতস্থাপনার্থায় কৃতং মে ভূরি দুষ্কৃতম্॥
তৎ ক্ষমস্ব মহামায়ে পরমাত্ম-স্বরূপিণি॥
কৃতাঘ-পরিহারায় তবার্চ্চা স্থাপিতা ময়া।
অত্র তিষ্ঠ মহেশানি যাবদাভূতসংপ্লবম্॥

ইহা বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের পত্রিকাতে লিখিত এবং শঙ্করসম্প্রদায়ের কাহারও মুখে এ গ্রন্থের অস্তিত্বের কথা শুনা যায় না।

রূপ;—১ম, গুরু যাদবপ্রকাশের সহিত ব্যবহার। যাদবপ্রকাশের নিকট রামানুজ যখন উপনিষৎ পাঠ করিতেন, তখন তিনি গুরুর সহিত তিনবার কলহ করিয়াছিলেন। এই কলহের কারণ শ্রুতির ব্যাখ্যা লইয়া। যাদবপ্রকাশ শঙ্কর-ভাষ্যানুসারেই ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, রামানুজের কিন্তু তাহা প্রাণে লাগিয়াছিল। অবশ্য পাঠকালে শিষ্যকে গুরুর সহিত তর্ক-বিতর্ক করিতে দেখা যায়, কিন্তু গুরু ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলে, শিষ্য নিজ ন্যায়-পক্ষও ত্যাগ করিয়া বিনীত ভাবে ক্ষান্ত হয়। রামানুজ কিন্তু তাহা করেন নাই। তিনি অবশ্যই এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, গুরু তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া ক্ষান্ত হন। যদি বলা যায়, মূর্খ গুরুর নিকট প্রতিবাদ করিলে সহস্র বিনয়-গুণে আর আবরণ করা যায় না; কিন্তু বাস্তবিক যাদবপ্রকাশ একজন দেশপূজ্য মহাপণ্ডিত; অদ্যাবধি তাঁহার বেদান্ত-ভাষ্য বর্ত্তমান। ২য়, শ্রীরঙ্গমে গুরু মালাধরের সহিত রামানুজের ব্যবহার। এ স্থলেও রামানুজ, মালাধরের ব্যাখ্যা শুনিয়া যেখানে একটু অসঙ্গতি দেখিতেন, সেই খানেই স্বয়ং তাহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতেন। এইরূপ কয়েক বার হইবার পর, মালাধর, রামানুজকে শিক্ষা দিতে বিরত হন, এবং মহাপূর্ণ আসিয়া মালাধরকে বুঝাইয়া পুনরায় রামানুজকে শিক্ষাদানে সম্মত করেন, সুতরাং বলিতে হইবে যে, রামানুজের চরিত্রে মালাধর দুঃখিত বা বিরক্ত হইয়া মধ্যে শিক্ষাদানে বিরত হইয়াছিলেন। ৩য়, রামানুজও, ভাষ্য-মধ্যে বিরুদ্ধ-বাদীকে "দেবানাং প্রিয়", "জন্মান্ধ", "উন্মত্ত" প্রভৃতি বলিয়াছেন দেখা যায়। যাহা হউক আচার্য্যদ্বয়ের "মূঢ়" ও "পশু" প্রভৃতি সম্বোধন যে, সর্ব্বত্রই নিন্দা ও ঘৃণার সূচক তাহা না হইতেও পারে। মুগ্ধ অর্থে মূঢ় এবং ইন্দ্রিয়-পরবশ অর্থে পশু প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার হইতে পারে।

প্রথম, কুরেশকে ভাষ্য লিখিবার সময় পদাঘাত করিয়া নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিলে রামানুজ অনুতাপ করেন। দ্বিতীয়, কৃমিকণ্ঠ কর্ত্তৃক গুরু মহাপূর্ণ ও কুরেশের চক্ষু উৎপাটিত হইয়াছে শুনিয়া রামানুজ এই বলিয়া দুঃখ করেন যে, আমারই জন্য তাঁহাদিগের এই যন্ত্রণা-ভোগ হইল। তাহার পর, রামানুজ শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিয়া যখন কুরেশের সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন রামানুজ নিজেকে মহাপাপী ও কুরেশের চক্ষু-নষ্টের কারণ বলিয়া দুঃখ করিয়াছিলেন।

৬৭। অশিষ্টাচার।—শঙ্কর-জীবনে অশিষ্টাচারের দৃষ্টান্ত এইরূপ;—১। দিগ্বিজয়-কালে কতিপয় স্থলে তিনি কয়েক জন কদাচারীকে "মূঢ়" বা "মূঢ়তম" বলিয়াছিলেন। ২। ভাষ্য-মধ্যে বিরুদ্ধ-বাদীকে এক স্থলে "দেবানাং প্রিয়" অর্থাৎ পশু ও অন্যস্থলে "বলীবর্দ্দ" পর্য্যন্ত বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে রামানুজ-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত এই

---

সাকার শ্রুতিমুল্লঙ্ঘ্য নিরাকার প্রবাদতঃ।
যদঘং মে কৃতং দেবি তদ্দোষং ক্ষন্তুমর্হসি॥
ত্বমেব জগতাং ধাত্রী সারদেহক্ষররূপিণি।
ত্বৎপ্রসাদাদ্দেবেশি মূকোবাচালতাং ব্রজেৎ॥
বিচারার্থে কৃতং যচ্চ বেদার্থস্ত বিপর্য্যয়ম্।
দেবানাং জপযজ্ঞাদি খণ্ডিতং দেবতার্চ্চনম্।
স্বমতস্থাপনার্থায় কৃতং মে ভূরি দুষ্কৃতম্॥
তৎ ক্ষমস্ব মহামায়ে পরমাত্ম-স্বরূপিণি॥
কৃতাঘ-পরিহারায় ত্বদর্চ্চা স্থাপিতা ময়া।
অত্র তিষ্ঠ মহেশানি যাবদাভূতসংপ্লবম্॥

ইহা বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের পত্রিকাতে লিখিত এবং শঙ্করসম্প্রদায়ের কাহারও মুখে এ গ্রন্থের অস্তিত্বের কথা শুনা যায় না।

রূপ ;—১ম, গুরু যাদবপ্রকাশের সহিত ব্যবহার। যাদবপ্রকাশের নিকট রামানুজ যখন উপনিষৎ পাঠ করিতেন, তখন তিনি গুরুর সহিত তিনবার কলহ করিয়াছিলেন। এই কলহের কারণ শ্রুতির ব্যাখ্যা লইয়া। যাদবপ্রকাশ শঙ্কর-ভাষ্যানুসারেই ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, রামানুজের কিন্তু তাহা প্রাণে লাগিয়াছিল। অবশ্য পাঠকালে শিষ্যকে গুরুর সহিত তর্ক-বিতর্ক করিতে দেখা যায়, কিন্তু গুরু ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলে, শিষ্য নিজ ন্যায়-পক্ষও ত্যাগ করিয়া বিনীত ভাবে ক্ষান্ত হয়। রামানুজ কিন্তু তাহা করেন নাই। তিনি অবশ্যই এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, গুরু তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া ক্ষান্ত হন। যদি বলা যায়, মূর্খ গুরুর নিকট প্রতিবাদ করিলে সহস্র বিনয়-গুণে আর আবরণ করা যায় না; কিন্তু বাস্তবিক যাদবপ্রকাশ একজন দেশপূজ্য মহাপণ্ডিত; অদ্যাবধি তাঁহার বেদান্ত-ভাষ্য বর্ত্তমান। ২য়, শ্রীরঙ্গমে গুরু মালাধরের সহিত রামানুজের ব্যবহার। এ স্থলেও রামানুজ, মালাধরের ব্যাখ্যা শুনিয়া যেখানে একটু অসঙ্গতি দেখিতেন, সেই খানেই স্বয়ং তাহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতেন। এইরূপ কয়েক বার হইবার পর, মালাধর, রামানুজকে শিক্ষা দিতে বিরত হন, এবং মহাপূর্ণ আসিয়া মালাধরকে বুঝাইয়া পুনরায় রামানুজকে শিক্ষাদানে সম্মত করেন, সুতরাং বলিতে হইবে যে, রামানুজের চরিত্রে মালাধর দুঃখিত বা বিরক্ত হইয়া মধ্যে শিক্ষাদানে বিরত হইয়াছিলেন। ৩য়, রামানুজও, ভাষ্য-মধ্যে বিরুদ্ধ-বাদীকে "দেবানাং প্রিয়", "জন্মান্ধ", "উন্মত্ত" প্রভৃতি বলিয়াছেন দেখা যায়। যাহা হউক আচার্য্যদ্বয়ের "মূঢ়" ও "পশু" প্রভৃতি সম্বোধন যে, সর্ব্বত্রই নিন্দা ও ঘৃণার সূচক তাহা না হইতেও পারে। মুগ্ধ অর্থে মূঢ় এবং ইন্দ্রিয়-পরবশ অর্থে পশু প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার হইতে পারে।

৬৮। ক্রোধ। কেহ কাহার অপরাধ না করিলে ক্রোধ উৎপন্ন হয় না। দেখা যাউক শঙ্করের নিকট কেহ কোন অপরাধ করিয়াছে কি-না এবং শঙ্কর তাহাদিগের প্রতি কিরূপ ক্রোধ করিয়াছেন।

প্রথম, শঙ্কর-চরণে অপরাধী তাঁহার জ্ঞাতিগণ। আচার্য্য বাটী ফিরিয়া আসিয়াছেন ও মাতার মুখাগ্নি করিবেন শুনিয়া তাহারা ভাবিল যে, শঙ্কর বুঝি আবার গৃহী হয় ও তাহার বিষয় ফিরাইয়া লয়। এজন্য তাহারা শঙ্করকে মাতৃসৎকারে কোন সাহায্য করে নাই; এমন কি, অগ্নি পর্য্যন্ত দেয় নাই। ইহাতে শঙ্কর স্বয়ং অগ্নি উৎপাদন করিয়া মাতৃসৎকার করিলেন। জ্ঞাতিগণ, ইহা দেখিয়া শঙ্করের মাতার চরিত্র সম্বন্ধে কুৎসা করিতে লাগিল, ও তাঁহার জন্ম অবৈধ বলিয়া নিন্দা রটাইল। এইবার শঙ্কর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি জ্ঞাতিগণকে তিনটী শাপ-প্রদান করিলেন ও রাজাকে এ বিষয় বিচার করিয়া যাহাতে উক্ত শাপ প্রতিপালিত হয়, তজ্জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রথম শাপ এই যে, তাহারা বেদবহির্ভূত হইবে। দ্বিতীয় শাপ—কোন যতি তাহাদের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিবে না। তৃতীয়, সকলেই যেন নিজ বাটীর প্রাঙ্গণ-কোণে মৃতদেহ দাহ করে। কিন্তু আমি যখন ইঁহাদের দেশে গিয়াছিলাম তখন এই তৃতীয় শাপটী আমার মিথ্যা বলিয়া বোধ হইয়াছিল। এটী তাঁহাদের দেশাচার; আমার বোধ হইল ইহা শঙ্করের পূর্ব্বেও ছিল।

দ্বিতীয়, দিগ্বিজয়ার্থ শঙ্কর যখন কর্ণাট উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হন, তখন অসংখ্য কাপালিকের গুরু, ভৈরব-সিদ্ধ "ক্রকচ" সসৈন্য শঙ্কর ও তাঁহার শিষ্যগণকে আক্রমণ করে। ইহা দেখিয়া রাজা সুধন্বা সসৈন্যে কাপালিক সৈন্যসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ক্রকচ তাঁহার সৈন্যগণের গতিরুদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া, অপর সহস্র কাপালিককে অন্য দিক দিয়া

শঙ্কর শিষ্যগণকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণ করেন,এইবার শিষ্যগণ নিরুপায় দেখিয়া আচার্য্যের শরণাপন্ন হন। আচার্য্যও তখন অন্য উপায়ে তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে না পারায়, নেত্রোত্থিত ক্রোধাগ্নিতে তাহাদিগকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। কিন্তু এই ঘটনাটী মাধবের বর্ণনা। প্রাচীন শঙ্কর-বিজয়ে যুদ্ধ বা ভস্ম করার কথা কিছুই নাই। তাহাতে যাহা আছে, তাহাতে শঙ্করকে নিরীহ-স্বভাব বলিতে হয়।

তৃতীয়, দিগ্বিজয়-কালে কর্ণাট উজ্জয়িনী নামক স্থানে এক ভীষণাকৃতি কাপালিকের জঘন্য মতের অতি অশ্রাব্য কথা শুনিয়া শঙ্কর তাহাকে দূর হইয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। ইহাকে ক্রোধ না বলিয়া ঘৃণা বা উপেক্ষার ভাব বলা যাইতে পারে।

রামানুজের জীবনে ক্রোধের দৃষ্টান্ত এইরূপ;—প্রথম দৃষ্টান্ত, তাঁহার পত্নীর সহিত। ইহা একবার বা দুইবার নহে, তিন বা চারি বার। যথা;—(ক) পত্নীকর্তৃক কাঞ্চীপূর্ণকে শূদ্রবৎ ব্যবহারকালে, (খ) এক ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণকে অন্নদানে অসম্মত হইলে। (গ) গুরুপত্নীকে অবমাননা ও (ঘ) এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে অন্ন না দিয়া প্রত্যাখ্যানকালে।

দ্বিতীয়, চোলাধিপতি কৃমিকণ্ঠ যখন গুরু মহাপূর্ণ ও শিষ্য কুরেশের চক্ষু উৎপাটন করে, তখন তাহার অত্যাচার জন্য রামানুজের ক্রোধের কথা শুনা যায়। এ সময় তিনি নাকি তাঁহার এক শিষ্য যজ্ঞেশকে বলিয়াছিলেন যে,তুমি এমন কিছু দৈবক্রিয়া কর,যাহাতে শ্রীসম্প্রদায়ের সমুদয় শত্রু নিহত হয়। কাহারও মতে তিনি স্বয়ং কৃমিকণ্ঠকে নিহত করিবার জন্য নৃসিংহদেবের সমক্ষে অভিচার কর্ম্ম করিয়াছিলেন। কাহারও মতে ইহা তিনি স্বয়ং করেন নাই, তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ করিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং জল মন্ত্রপূত করিয়া নিক্ষেপ করিয়াছিলেন মাত্র।

তৃতীয়, রামানুজ প্রথম-বার তিরুপতি গমনকালে পথিমধ্যে এক

ধনী বণিকের বাটীতে অতিথি হইবেন বলিয়া বণিকের বাটী দুই জন শিষ্যকে প্রেরণ করেন। বণিক, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন ও রামানুজের জন্য নানা ভোজ্যোপকরণের ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হন। শিষ্যদ্বয় কোনরূপ আদর অভ্যর্থনা না পাইয়া রামানুজ-সমীপে ফিরিয়া আসেন। রামানুজ, ইহাতে, কাহারও মতে ক্রুদ্ধ হন এবং কাহারও মতে অভিমান করেন। ফলে, ধনী আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক গৃহে লইয়া যাইবার জন্য যত্ন করিলে রামানুজ যাইতে অস্বীকার করেন, তবে ফিরিবার কালে তাহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন—শুনা যায়।

চতুর্থ, কুরেশ ভাষ্য লিখিতেন, রামানুজ বলিতেন। একদিন "জীবের" লক্ষণ নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া রামানুজ অনেক বার অনেক রকম করিয়া বলিলেন, কিন্তু কুরেশ কিছুতেই লিখিলেন না। অবশেষে রামানুজ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে পদাঘাত করিয়া ফেলিয়া দেন, ও আসন ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যা'ন। মতান্তরে সেরূপ করেন নাই, কিন্তু বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন।

৬৯। গৃহস্থোচিত ব্যবহার। ইহার দৃষ্টান্ত শঙ্কর-জীবনে দৃষ্ট হয় না। ইহা কয়েক স্থলে রামানুজেই কেবল দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ দেখা যায়, রামানুজের যখন ৪৩ বৎসর বয়স, তখন কুরেশের একটী পুত্র হয়। তিনি পরে পরাশরভট্ট নামে পরিচিত হন। তিনি যখন অতি শিশু, দোলনাতে শুইয়া থাকেন, তখন তাঁহাকে রামানুজ ধর্ম্মপুত্ররূপে গ্রহণ করেন এবং তখন হইতে তাঁহাকে মঠে আনিয়া রাখা হয়। রামানুজের শিষ্যসেবকগণ তাঁহাকে মঠেই লালন-পালন করিতেন, এবং তাঁহার দোলনা রামানুজের আসনের নিকটেই রক্ষিত হইয়াছিল। পরাশরের বিবাহেও রামানুজ 'ঘটকালী' করিয়াছিলেন।

অন্য সম্প্রদায় এরূপ-স্থলে যেমন ছেলেকে সন্ন্যাসী করেন, ইনি তাহা করিলেন না। বস্তুতঃ এ সম্প্রদায়ে সন্ন্যাসীর সংখ্যা কম।

দ্বিতীয়তঃ দেখা যায়, রামানুজ এক স্থলে পুত্রের জন্য খেদ করিতেছেন। অবশ্য ইহা ভক্তির আধিক্যেরও পরিচয়। রামানুজ, যে সময় প্রাচীন আচার্য্যগণের নামে শিষ্যগণের নাম রাখিতেছিলেন, সেই সময় তিনি এক দিন দুঃখ করিয়া বলেন, "আহা যদি আমার একটী পুত্র থাকিত, তাহা হইলে আমি তাহার "নম্মা আলোয়ার" নাম রাখিতাম, ইত্যাদি।

৭০ চতুরতা। এ স্থলে চতুরতা অর্থে বুদ্ধিমত্তা নহে, ইহা তাহা হইতে পৃথক্ করিয়া বুঝিতে হইবে।

শঙ্কর-জীবনে চতুরতার দৃষ্টান্ত অদ্যাবধি পাই নাই।

রামানুজের জীবনে, কিন্তু, তাহার দৃষ্টান্ত এইরূপ, যথা ;—প্রথম, শ্রীরঙ্গম হইতে প্রস্থান কালে নীলগিরির অরণ্য প্রদেশে যখন সেই অজ্ঞাত কুলশীলা রমণীর অন্ন ভোজনের কথা উঠে, তখন রামানুজ, রমণীটীকে তাঁহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া অন্নপ্রদানে আদেশ করিলেন। রমণীটী আনন্দচিত্তে যখন ভোজন-পাত্রে অন্ন প্রদান করিতে গমন করিলেন, তখন আচার্য্য একটী শিষ্যকে গোপনে তাঁহার গতিবিধি ও আচার নিরীক্ষণ করিতে বলিলেন। শিষ্য যাহা দেখিলেন তাহাতেও রামানুজের তুষ্টি হইল না, তখনও তিনি তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে ত্রুটি করেন নাই।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। শ্রীরঙ্গমে রঙ্গনাথের পূজারিগণ, পূর্ব্ব হইতে মন্দিরের অনেক দ্রব্যাদি অপহরণ করিতেন এবং কর্ত্তব্য-কর্ম্মে অবহেলা করিতেন। রামানুজ আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত হইয়া পূজারিগণের এবম্প্রকার চৌর্য্য, বন্ধ করেন এবং তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্য-পালনে বাধ্য করেন।

বস্তুতঃ ইহা ক্রমে এতই গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল যে, পূজারিগণ পরে রামানুজকে বিষ-প্রয়োগ দ্বারা বধ করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন।

৭১। পাপীজ্ঞান (নিজেকে)। আচার্য্য শঙ্করে ইহার দৃষ্টান্ত কোন জীবনী-মধ্যে কথিত হয় নাই। তাঁহার কোন স্তোত্রে এ কথার উল্লেখ আছে কিনা জানি না। তবে কাশ্মীরে শারদাদেবীর প্রশ্নে শঙ্কর যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার নিজেকে পাপী বলিয়া জ্ঞান ছিল না। (আয়ুঃ প্রবন্ধটী দ্রষ্টব্য।)

পক্ষান্তরে রামানুজ-জীবনীতে ইহার উল্লেখ আছে। যথা;— ১। তিরুপতি গমনকালে রামানুজ প্রথমতঃ পর্ব্বতারোহণ করিতে অসম্মত হন; কারণ, তিনি ভাবিলেন—তাঁহার কলুষবহুল দেহ দ্বারা ভূবৈকুণ্ঠ শ্রীশৈল কলুষিত হইবে (১৫৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। পরে অনন্তাচার্য্য প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যগণ আসিয়া তাঁহাকে অনন্তের অবতার বলিয়া বুঝাইয়া তাঁহাকে তথায় যাইতে সম্মত করেন। তাঁহাদের ভয় এই যে, রামানুজ না যাইলে ভবিষ্যতে তথায় আর কেহ যাইবে না, তীর্থটীই হয়ত নষ্ট হইতে পারে। রামানুজ নিজে সত্য সত্য পাপী বলিয়াই যে, তিনি ওরূপ করিয়াছিলেন, তাহা সম্ভবতঃ নহে। তবে তাহা তাঁহার দেবতার প্রতি সম্মান-জ্ঞানাধিক্যের পরিচয়। ২য়, শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিলে কুরেশের নিকট আক্ষেপ কালে রামানুজ বলিয়াছিলেন যে, তিনি নিশ্চয়ই মহাপাতকী; যেহেতু তাঁহার জন্য কুরেশের চক্ষু ও গুরুদেবের প্রাণনষ্ট হইল।

যাহা হউক, এ বিষয়ে রামানুজের যত আন্তরিকতা বা 'প্রকৃত' বলিয়া জ্ঞান আছে, শঙ্করে ততটা নাই। শঙ্করের ভগবন্মহিমার প্রতি দৃষ্টি অধিক। রামানুজের ভাবও প্রায় তাহাই, তবে তাঁহার নিজেকে যেন কতকটা সত্য সত্যই ছোট করিবার ইচ্ছা আছে। ফলতঃ, কোন

দুই জন যদি কতকগুলি বিষয়ে সমান গুণ-সম্পন্ন হন, এবং তৃতীয় ব্যক্তির গুণ-কীর্ত্তন-কালে, যদি তাঁহাদের এক জন নিজেকে ছোট করিয়া উক্ত তৃতীয় ব্যক্তিকে বড় করেন, এবং অপর ব্যক্তি যদি নিজেকে ছোট না করিয়া তৃতীয় ব্যক্তিকে আরও বড় করেন, তাহা হইলে দুইজনের সম্বন্ধ যেরূপ হয়, এস্থলেও ইঁহাদের সম্বন্ধ তদ্রূপ।

৭২। প্রাণভয়। শঙ্করের প্রাণসংশয় কাল উপস্থিত হইলে তিনি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা এই;—প্রথম, বাল্যে কুম্ভীর আক্রমণ করিলে তিনি ব্যাকুল হন, এবং জীবনের আশা না থাকায় মাতার নিকট অন্ত্য-সন্ন্যাসের অনুমতি ভিক্ষা করিয়া লয়েন।

দ্বিতীয়, উগ্রভৈরব কাপালিক যখন সরলভাবে তাঁহার মস্তক ভিক্ষা করে, তখন তিনি তাহার উপকারের জন্য মস্তক দিতে স্বীকৃত হন, এবং ভৈরবের সম্মুখে বলি দিবার সময় উপস্থিত হইলে, সমাধি অবলম্বন করিয়া উপবিষ্ট থাকেন। শিষ্যগণ জানিলে পাছে উগ্রভৈরবের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি না হয়, তজ্জন্য তাহার যথারীতি আয়োজনও করেন।

তৃতীয়, বিদর্ভরাজধানী হইতে আচার্য্য যখন কর্ণাট উজ্জয়িনী যাইতে উদ্যত হন, তখন বিদর্ভরাজ তথায় যাইতে আচার্য্যকে নিষেধ করেন। সুধন্বারাজ তাহা শুনিয়া আচার্য্যের রক্ষার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। আচার্য্য কিন্তু কাহাকেও কোন উত্তর না দিয়া ধীরভাবে সেই কর্ণাট উজ্জয়িণীতেই উপস্থিত হইলেন। তথায় অনতিবিলম্বে কাপালিক-সৈন্য, আচার্য্য-পক্ষ ধ্বংসের জন্য অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সুধন্বারাজ কিন্তু কৌশল ও সাহস অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। কাপালিক-প্রধান ক্রকচ, তখন আচার্য্য সমীপে আসিয়া মন্ত্র দ্বারা ভৈরবকে সর্ব্বসমক্ষে আহ্বান করিল ও আচার্য্যকে বধ করিতে অনুরোধ করিল। আচার্য্য-শিষ্যগণ, ভৈরব-

মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে তখন ভৈরবের স্তব করিতে লাগিলেন। আচার্য্য কিন্তু শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন ভাবেই উপবিষ্ট ছিলেন। মাধবের মতে আচার্য্য, বধোদ্যত বহু সহস্র কাপালিক সৈন্যকে নেত্রাগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত করেন।

চতুর্থ, কামরূপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে অভিনবগুপ্ত, আচার্য্য, শরীরে ভগন্দর রোগ উৎপাদন করে। রোগ যখন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিল, শিষ্যগণ তখন বৈদ্য আনিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। আচার্য্য কিন্তু শিষ্যগণকে এজন্য বহুবার নিষেধ করিয়াছিলেন, তিনি একবারও সম্মতি দান বা আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই, বরং কর্ম্মফল বলিয়া ধীরভাবে সেই দারুণ যন্ত্রণা-ভোগ করিতেছিলেন। ক্রমে যখন যন্ত্রণা তাঁহার সহ্য করিবার সীমা অতিক্রম করিল, তখন তিনি ভবানীপতি ভগবানকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ভগবানের আদেশে দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় আসিয়া বলিয়া গেলেন যে, ইহা অভিনবগুপ্তের অভিচারের ফল। পদ্মপাদ তাহা শুনিয়া অভিনবগুপ্তের উপর যখন বিপরীত অভিচার করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন আচার্য্য তাঁহাকে বারবার নিষেধ করেন। যেহেতু আচার্য্য-অভিনব গুপ্তের অভিচারের ফলে দেহত্যাগেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

পক্ষান্তরে রামানুজ-জীবনে তাঁহার প্রাণ-সংশয় স্থল চারিটী মাত্র পাওয়া যায়। শৈব চোলরাজ যখন রামানুজকে বলপূর্ব্বক শৈব করিবে বলিয়া লোক প্রেরণ করে, তখন রামানুজ দণ্ড-কমণ্ডলু পরিত্যাগ করিয়া শিষ্য কুরেশের শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া শ্রীরঙ্গম পরিত্যাগ করেন। তিনি আরণ্য-পথে শিষ্যগণসহ ছয় দিন ছয় রাত্র অবিশ্রান্ত দ্রুতগমন করিয়া শেষে এত পরিশ্রান্ত হন যে, স্বয়ং আর চলিতে অক্ষম হন। পরিশেষে শিষ্যগণ তাঁহাকে স্কন্ধে বহন করিতে বাধ্য হন। তাঁহার পদদ্বয়, প্রস্তর ও কণ্টকাদিতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া

যায়, তিনি তখন এক প্রকার মৃতপ্রায়। এ স্থলে নানা জীবনীকার নানারূপ বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু যিনি যাহাই বলুন, উক্ত ঘটনাগুলি কেহ অস্বীকার করেন নাই। কেহ বলিয়াছেন যে, রামানুজ প্রথমে পলায়ন করিতে চাহেন নাই, শিষ্যগণের অনুরোধে বাধ্য হইয়াছিলেন। কেহ বলেন, কুরেশ তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া চলিয়া যা'ন, পরে তিনি যখন জানিতে পারেন তখন, অপর শিষ্যগণ সাতিশয় অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে পলায়ন করিতে বাধ্য করেন, ইত্যাদি। কাহারও মতে পরে রঙ্গনাথও পলায়নে আদেশ দেন। ফলে, পলায়নের প্রকার বা উদ্দেশ্য যেরূপই হউক না কেন, যাহ ঘটিয়া ছিল, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে।

দ্বিতীয়, তাঁহার বাল্য বয়সে যাদবপ্রকাশ যখন তাঁহাকে বিন্ধ্যারণ্যে বধ করিবার চেষ্টা করেন, তিনি তখন পলায়ন করেন এবং প্রাণভয়ে যার-পর-নাই ব্যাকুল হন।

তৃতীয়, শ্রীরঙ্গমের পুরোহিতগণ প্রথম যখন বিষান্ন প্রদান করেন তখন তিনি পুরোহিতের স্ত্রীর ইঙ্গিতে তাহা জানিতে পারেন ও তাহা একটী কুক্কুরকে দেন। কুক্কুরটী সেই অন্ন খাইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে। অনন্তর তিনি তাহা কাবেরী জলে নিক্ষেপ করিয়া সারা দিনরাত উপবাস করিয়া থাকেন। কি কারণে বলা যায় না, গোষ্ঠীপূর্ণ আসিলে রামানুজ কাবেরীতীরে তপ্ত বালুকোপরি তাঁহার চরণে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন। ফলে, গোষ্ঠীপূর্ণ, রামানুজের শিষ্য প্রণতার্ত্তিহরাচার্য্যের, রামানুজের উপর ভক্তি দেখিয়া বলিলেন যে, অতঃপর তুমি ইহারই দ্বারা অন্ন প্রস্তুত করাইয়া ভিক্ষা করিও, ইহাতে তোমার ধর্ম্মহানি হইবে না। তখন হইতে রামানুজ তাহাই করিতে লাগিলেন। এ স্থলে অনাহারের কারণ, অধিকাংশ জীবনীকারের

মতে প্রাণনাশের আশঙ্কা, কিন্তু পূজনীয় রামকৃষ্ণানন্দ স্বামীর মতে ইহার কারণ—অনুতাপ।

চতুর্থ—আর একদিন উক্ত পুরোহিতগণ ভগবানের চরণামৃত সহ রামানুজকে বিষ প্রদান করেন। এ দিন তিনি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারেন, কিন্তু ভগবৎ চরণামৃত বলিয়া তাহা পান করেন। পান করিয়া মন্দিরদ্বার পার হইবার পূর্ব্বেই, তাঁহার পা টলিতে আরম্ভ করিল। তিনি নিরুপায় হইয়া টলিতে টলিতে মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রমে শিষ্যগণ জানিতে পারিলেন ও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া বিষ-শান্তির নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রামানুজ তাঁহাদিগকে নানারূপে সান্তনা করিলেন ও সমস্ত রাত্রি ভগবৎ চরণে চিত্ত স্থাপন করিয়া স্থির ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই ঘটনাটী কেবল প্রপন্নামৃত গ্রন্থেই দেখা যায়, অন্যত্র নহে। কোন মতে, আচার্য্য, চিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য লাভ করেন।

৭৩। ভ্রান্তি। শঙ্কর-জীবনে কেহ তাঁহার ভ্রম সংশোধন করিয়াছে এ কথা শুনা যায় না। ব্রহ্ম-সূত্র-ভাষ্য, কাশীতে (মতান্তরে উত্তর-কাশীতে) ব্যাসদেবকে দেখিবার জন্য প্রদত্ত হইলে তিনি কোন ভ্রম প্রদর্শন করিয়া ছিলেন, একথা কোথায়ও শুনিতে পাওয়া যায় না।

পক্ষান্তরে রামানুজ-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত তাঁহার শ্রীভাষ্য রচনাকাল। কেহ বলেন, এইরূপ ঘটনা একবার নহে ২।৩ বার ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয় বার নাকি কুরেশকে ছয়মাস কাল গোষ্ঠীপূর্ণের নিকটে থাকিয়া বিবাদস্থলটীর মীমাংসা করিয়া লইতে হইয়াছিল।

৭৪। মিথ্যাচরণ। শঙ্কর-জীবনে মিথ্যাচরণের দুইটী দৃষ্টান্ত আছে। যাঁহারা বলেন, শঙ্করকে কুম্ভীরে ধরা, মাতার নিকট সন্ন্যাসের অনুমতি পাইবার জন্য, তাঁহাদের মতে ইহার উদ্দেশ্য যতই

ভাল ও মহৎ হউক না, আচরণ মিথ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু এ বিষয় বিচার্য্য। কারণ আচার্য্যের জন্মভূমিতে ইহা সত্য বলিয়াই সকলে বিশ্বাস করে। যে জ্ঞাতি-শত্রু শঙ্করের মাতার চরিত্রে অপবাদ রটাইতে পারে, তাহারা, এ ঘটনা মিথ্যা হইলে বা ইহা শঙ্করের কৌশল হইলে কি, তাহা কখন সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিত? আর ইহা সত্য হইবার পক্ষে অসম্ভাবনাও বিছুই নাই। কারণ কুম্ভীর ধরিয়া কখন কাহাকে কি ছাড়িয়া দেয় নাই? প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের ঘাটের, অথবা পরে, পুরীতে শ্রীযুক্ত ভুতানন্দ স্বামীর কথা ইহার দৃষ্টান্ত। তাঁহাকে কুম্ভীরে ধরিয়াছিল, কিন্তু শেষে ছাড়িয়া দেয়। তাহার পর, ইহার সহিত জ্যোতিষী সম্বন্ধীয় ঘটনাটীর ঐক্য আছে—দেখা যায়। জ্যোতিষীরা বলেন—শঙ্করের ৮ বৎসর পরমায়ু, কিন্তু যোগবলে শঙ্কর ইহাকে ১৬ বৎসরে পরিণত করিতে পারিবেন, এবং গুরু (বৃহস্পতির?) কৃপায় খুব জোর ইহা ৩২বৎসর পর্য্যন্ত হইতে পারিবে। বস্তুতঃ এই ৮বৎসরেই তাঁহাকে কুম্ভীরে ধরে, এই অবস্থায় তিনি অন্তিম সন্ন্যাসের নিমিত্ত মাতার অনুমতি লয়েন। আর সঙ্কল্পিত সন্ন্যাস পরিত্যজ্য নহে, এই জন্য তিনি আর গৃহে থাকিলেন না। ওদিকে ১৬ বৎসরে শঙ্কর, ব্যাসের সমক্ষে ভাগীরথী সলিলে দেহত্যাগ করিতে উদ্যত শুনা যায়। তাহাতেই ব্যাস তাঁহাকে আর ১৬ বৎসর আয়ুঃ হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। সুতরাং শঙ্করের দেশের প্রবাদানুসারে ইহা তাঁহার মিথ্যা-চরণ নহে। মাধবাচার্য্য যদিও ইহাকে একটু কৌশল বলিয়াছেন। কিন্তু তথাপি তিনি সব বিষয়ে যে, সত্য সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, তাহা সত্য। দ্বিতীয়।—"অমরু" রাজ-শরীরে প্রবেশ করিয়া রাজারূপে পরিচিত হইলে তিনি, কখনও স্বয়ং রাণী বা অমাত্য-বর্গকে আত্মপরিচয় দেন নাই।

পক্ষান্তরে রামানুজ-জীবনেও দুইটী স্থলে মিথ্যাচরণ দেখা যায়। প্রথম, প্রপন্নামৃত নামক একখানি খুব প্রামাণিক গ্রন্থমতে তিনি সন্ন্যাস-গ্রহণ-কালে শ্বশুরের নাম করিয়া নিজেই এক পত্র লেখেন ও সেই প্রত্যাখ্যাত ব্রাহ্মণকে শ্বশুরালয়ের লোক সাজাইয়া স্ত্রীকে তাহার সঙ্গে পিত্রালয়ে প্রেরণ করেন। তবে একটা কথা এই যে, এ বিষয়ে মতান্তর আছে। পণ্ডিত শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার তাঁহার মূল গ্রন্থে এ ঘটনাটী গ্রহণ করেন নাই, টীকার আকারে তাহা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয়, দণ্ডী সন্ন্যাসী হইয়া, দণ্ড-কমণ্ডলু ত্যাগ করিয়া, শুভ্র বস্ত্র পরিধান করতঃ কৃমিকণ্ঠের ভয়ে পলায়ন !

৭৫। লজ্জা।—কাশীতে অন্নপূর্ণাদেবীর নিকট "শক্তি" স্বীকারে শঙ্করের লজ্জার দৃষ্টান্ত একটী পাওয়া যায়। কিন্তু এ কথা শঙ্কর-সম্প্রদায়-ভুক্তগণ স্বীকার করেন না।

রামানুজে ইহার দৃষ্টান্ত,—তিরুভালি তিরুনাগরীর চণ্ডাল রমণী-প্রসঙ্গ, বলিতে পারা যায়। (১৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

৭৬। বিদ্বেষ-বুদ্ধি।—এই বিষয়টী দুইভাগে বিভক্ত হইবার যোগ্য। যথা—মানব-সংক্রান্ত ও দেবতা-সংক্রান্ত। তন্মধ্যে প্রথম স্থলে দেখা যায়, শঙ্করে বিদ্বেষ-বুদ্ধি সাধারণ ভাবে ছিল। তিনি যেখানে কদাচার ও অবিচার দেখিতেন, সেই খানেই তীব্র প্রতিবাদ করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। কাপালিক প্রভৃতি কতকগুলি সম্প্রদায়ের আচার অত্যন্ত জঘন্য ছিল বলিয়া, তাহাদের সঙ্গে আচার্য্যের ব্যবহার, স্থলে স্থলে কর্কশ দেখা যায়। কয়েক স্থলে তিনি বাদীকে মূঢ় প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, এবং এক জনকে তিরস্কার পূর্ব্বক দূর করিয়াও দিয়াছিলেন।

রামানুজে এই বিদ্বেষ-বুদ্ধি অন্যরূপ ছিল। শৈব ও অদ্বৈতবাদীর

উপর বিদ্বেষ, যেন তাঁহার কিছু বিশেষ ভাবে ছিল—বোধ হয়। তাঁহার লেখার ভিতর অদ্বৈতবাদ খণ্ডনই বেশী। এই প্রসঙ্গে তিনি বাদীকে "মূঢ়" "পশু" প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন বা তিরস্কার করিতেন, তাহা দেখা যায়। তিনি মৃত্যুকালীন যে ৭২টী উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কেবল শ্রীবৈষ্ণবগণকেই সম্মান করিবার ব্যবস্থা আছে। নিম্নে তাহার কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম। * তবে এস্থলে ইহাও

---

বিহায় বিষ্ণুকৈঙ্কর্য্যং কৈঙ্কর্য্যং বৈষ্ণবস্য চ।
বিনশ্যেৎ স নরঃ প্রাজ্ঞঃ রাগাদি প্রেরিতো যদি ॥ ১১ ॥
হরে র্ভগবতো বিষ্ণো বৈর্ষ্ণবানাঞ্চ সন্নিধৌ।
পাদৌ প্রসার্য্য ন বসেৎ কদাচিদমলাত্মনাম্ ॥ ১৪ ॥
বিষ্ণো র্গুরো বৈর্ষ্ণবস্য গৃহাণাঞ্চ দিশং প্রতি।
পাদৌ প্রসার্য্য নিদ্রাঞ্চ কদাচিন্নৈব কারয়েৎ ॥ ১৫ ॥
বৈষ্ণবাগমনং শ্রুত্বা গচ্ছেদভিমুখং তদা।
সাকং গচ্ছেৎ ক্বচিদ্দূরং ভক্ত্যা তেষাং বিনির্গমে ॥ ১৯ ॥
বিষ্ণোর্দিব্য-বিমানানি গোপুরাণি জগৎপতেঃ।
দৃষ্টমাত্রেণ সহসা কারয়েদঞ্জলিং তদা।
দৃষ্ট্বেতর বিমানানি বিস্ময়ং নৈব কারয়েৎ ॥ ২৪ ॥
শ্রুত্বা ন বিস্ময়ং গচ্ছেদ্দেবতান্তর-কীর্ত্তনং।
শ্রীবৈষ্ণবানাং সর্ব্বেষাং দেহছায়া ন লঙ্ঘয়েৎ।
স্বদেহছায়া সংস্পর্শং বৈষ্ণবেষু ন কারয়েৎ ॥ ২৭ ॥
বৈষ্ণবায় দরিদ্রায় পূর্ব্বং বন্দনকারিনে।
অনাদরাণি কার্য্যানি ভবেয়ুঃ পাতকানি বৈ ॥ ২৮ ॥
যদি প্রণমতে পূর্ব্বং দাসোহং ইতি বৈষ্ণবঃ।
অনাদরে কৃতে তস্মিন্ অপচারো মহান্ ভবেৎ ॥ ২৯ ॥
বৈষ্ণবানাঞ্চ জন্মানি নিদ্রালস্যানি যানি চ।
দৃষ্ট্বা তান্যপ্রকাশ্যানি জনেভ্যো ন বদেৎ ক্বচিৎ ॥ ৩০ ॥

আমাদের স্মরণ করিতে হইবে যে, বৈষ্ণবগণ কেবল নিজ সম্প্রদায়-ভুক্তগণকে অধিক সম্মানাদি করায় কোন দ্বেষভাব প্রকাশ পায়, তাহা স্বীকার করেন না; প্রত্যুত ইহা তাঁহাদের মতে একনিষ্ঠা। আর যদি ইহা দয়া হয়, তাহা হইলে ইহা বিদ্বেষ বুদ্ধি নামের যোগ্যই হইতে পারে না।

দ্বিতীয়, দেবতা সম্বন্ধে শঙ্করের কোন বিদ্বেষ বুদ্ধি, বোধ হয়, ছিল না। তিনি সকল তীর্থে, সকল দেবতা দর্শন ও সকলেরই স্তব-স্তুতি

---

তেষাং দোষান্ বিহায়াশু গুণাংশ্চৈব প্রকীর্ত্তয়েৎ ॥ ৩১ ॥
প্রাকৃতানাঞ্চ সংস্পর্শং প্রাপ্তঃ প্রামাদিকাদ্ যদি।
স্নাতঃ সচৈলঃ সহসা বৈষ্ণবাঙ্ঘ্রি জলং পিবেৎ ॥ ৩৫ ॥
বৈরাগ্যজ্ঞানভক্ত্যাদিগুণবন্তো মহাত্মনঃ।
বৈষ্ণবাংস্তান্ মহাভাগান্ মত্বা চরমবিগ্রহান্।
কারয়েৎ তেষু বিশ্বাসং বিশেষেণ মহাত্মসু ॥ ৩৬ ॥
ন গ্রাহয়েৎ বিষ্ণুতীর্থং প্রাকৃতানাং গৃহেষু চ।
প্রাকৃতানাং নিবাসস্থান্ ন সেবেদ্বিষ্ণু বিগ্রহান্ ॥ ৩৮ ॥
যদি শ্রীবৈষ্ণবৈ দর্ত্তং প্রসাদং বিষ্ণু-সন্নিধৌ।
উপবাসাদি নিয়মযুক্তোঽহমিতি ন ত্যজেৎ ॥ ৪০ ॥
দেবতান্তরভক্তানাং সঙ্গদোষনিবৃত্তয়ে ॥ ৪১ ॥
শ্রীবৈষ্ণবৈর্মহাভাগৈঃ সল্লাপং কারয়েৎ সদা।
তদীয়ং দূষকজনান্ ন পশ্যেৎ পুরুষাধমান্ ॥ ৪৮ ॥
বৈষ্ণবেন তিরস্কারঃ কৃতো হি ভবতাং যদি।
অপকারং স্মৃতিং তস্মাদ্ মত্বা মৌনতো বসেৎ ॥ ৫৩ ॥
শ্রীবৈষ্ণবেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ কারয়েৎ সততং হিতম্ ॥ ৫৪ ॥
পূজনাৎ বিষ্ণুভক্তানাং পুরুষার্থোঽস্তি নেতরঃ।
তেষু তদ্দ্বেষতঃ কিঞ্চিৎ নাস্তি নাশনমাত্মনঃ ॥ ৬৩ ॥
শ্রীশে সর্ব্বেশ্বরেশে ভদিতর সমধীর্যস্ত বা নারকী সঃ ॥ ৬৪ ॥

করিতেন; কারণ প্রায় সকল দেব-দেবীরই শঙ্কর কৃত স্তবস্তুতি দেখা যায়। এমন-যে কদাচারী কাপালিক, তাহাদের দেবতাও শঙ্করের পূজ্য হইয়াছেন। তিনি কখন কোন বিরুদ্ধ-বাদীর দেব-মন্দির অধিকার করিয়া তাহাতে নিজ অভীষ্ট দেবমূর্ত্তি স্থাপনাদি করেন নাই। (দেবতা-প্রতিষ্ঠা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। পঞ্চদেবতা সকলেরই পূজ্য—ইহা শঙ্কর-সম্প্রদায়ের কথা।

রামানুজ, এক বিষ্ণু বা বিষ্ণু সম্বন্ধীয় দেবতা ভিন্ন আর কাহারও স্তব-স্তুতি করেন নাই। এমন-কি অন্য দেবতার তীর্থে যাইলেও তথাকার বিষ্ণু বিগ্রহই দর্শন ও পূজাদি করিতেন। ১। কাশ্মীরে শারদাদেবী ভিন্ন অন্য দেবতা-দর্শন বা পূজা তাঁহার জীবনে শুনা যায় না। ২। তিনি বিরুদ্ধবাদীর দেবমন্দির বিষ্ণুমন্দিরে পরিণত করিয়াছেন। তিরুপতি ও কূর্ম্মক্ষেত্রের শিবমন্দির বিষ্ণুমন্দিরে পরিণতি ইহার দৃষ্টান্ত। ৩। তাঁহার ভক্ত বিষ্ণুবর্দ্ধন, নিজরাজ্যে বহু শত জৈনমন্দির ভাঙ্গিয়া বিষ্ণুমন্দির ও পুষ্করিণী প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। রামানুজ কোনরূপ নিষেধ করেন নাই। ৪। রামানুজের শিষ্য কুরেশ, কৃমিকণ্ঠের সভায় শিবের এক প্রকার অবমাননাই করিয়াছিলেন। সকলে "শিবাৎ পরতরং নহি" এই কথা বলিতে থাকিলে তিনি অতি বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন "দ্রোণমস্তি ততঃ পরং" অর্থাৎ তাহার পরও দ্রোণ আছে। কারণ, দ্রোণ ও শিব শব্দে মাপের দ্রব্যও বুঝায়। অবশ্য রামানুজের ভিতর যদি শিবের প্রতি শ্রদ্ধাভাব থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার শিষ্য কুরেশ কখনও সভামধ্যে ওরূপ বিদ্রূপ করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। তাহার পর, ৫। তিনি জগন্নাথ হইতে কূর্ম্মক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে তথায় মহাদেবমূর্ত্তি দেখিয়া যার-পর-নাই বিচলিত হইয়াছিলেন। এই দৈব-বিড়ম্বনা-জন্য তিনি একদিন অনা-

হারে কাল কাটাইয়া ছিলেন। অনন্তর স্বপ্নাদেশ পাইয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন; মোটের উপর তাঁহার জীবনে শিবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন বা পূজা করার কোন কথা শুনা যায় না।

যাহা হউক, চেষ্টা করিলে আমরা উভয় আচার্য্যের বিভিন্ন প্রকার বিদ্বেষ বুদ্ধির হেতুও কতকটা আবিষ্কার করিতে পারি। শঙ্করের বিদ্বেষ বুদ্ধির কারণ—কাপালিক প্রভৃতি কতিপয় জঘন্যাচারী সম্প্রদায়ভুক্ত লোকগণ কর্ত্তৃক শঙ্করের উপর পুনঃ পুনঃ কটূক্তি ও নিজ কদাচারের প্রশংসা। ইহারই আতিশয্যস্থলে তিনি মধ্যে মধ্যে এক এক জনকে মূঢ় প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন ও এক জনকে বিতাড়িত পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। যদি বলা যায়, তাঁহার এই প্রকার আচরণ, অত্যধিক বিদ্বেষ-বুদ্ধির পরিচায়ক; কারণ, তান্ত্রিক অভিনবগুপ্ত, আচার্য্যকে মারিয়া ফেলিবার জন্য অভিচার ক্রিয়া করিয়াছিল; এবং অভিচার ক্রিয়ার ফলে শঙ্করের ভগন্দর রোগ উৎপন্ন হয়। কিন্তু তাহা বলা যায় না, কারণ অভিনবগুপ্তের ব্যাপার তাঁহার জীবনের প্রায় শেষভাগে সংঘটিত হয়।

পক্ষান্তরে রামানুজের শৈব ও অদ্বৈতবাদি-গণের প্রতি দ্বেষের কারণ এই যে, অদ্বৈতবাদী যাদবপ্রকাশ তাঁহার অধ্যাপক হইয়াও রামানুজকে অদ্বৈতমতের বিরোধী দেখিয়া, মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কৃমিকণ্ঠের ব্যবহার তাঁহার যতদূর মর্ম্মান্তিক হইতে পারে তাহা হইয়াছিল। ওদিকে বৈষ্ণব কাঞ্চীপূর্ণের মধুর ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ হইতেন। সুতরাং এক্ষেত্রে ইহাদের ধর্ম্মমতের উপর রামানুজের যে একটা দ্বেষবুদ্ধি স্বভাবতঃই উৎপন্ন হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

এখানে বিশেষ বক্তব্য এই যে—আমাদের দেশের গৌড়ীয় বৈষ্ণব

সম্প্রদায়ের মধ্যে একনিষ্ঠা সত্ত্বেও রামানুজ সম্প্রদায়ের মত এতটা শৈবাদিদ্বেষের তীব্রতা দেখা যায় না। তাঁহারা শিবকে যথাযোগ্য সম্মান করেন। অথচ তাঁহারা ভক্তিমার্গের যেরূপ পূর্ণতা সাধন করিয়াছেন, তাহা একটী অভাবনীয় ব্যাপার।

জাতিবিদ্বেষ। জাতিবিচারের ভিতর অনেক সময় জাতি-বিদ্বেষ লুক্কায়িত থাকে। যাহা হউক শঙ্কর-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত যথা;—কাশীতে এক চণ্ডাল তাঁহার পথরোধ করিলে শঙ্কর তাহাকে পথ ছাড়িয়া সরিয়া যাইতে বলেন। কিন্তু আবার মাতৃ-সংকার কালে শূদ্র নায়ারগণ তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল ও মাতার সতীত্ব সম্বন্ধে রাজার নিকট বিচারকালে সত্য সাক্ষ্য দিয়াছিল বলিয়া, আচার্য্য তাহাদিগকে জলাচরণীয় জাতিমধ্যে গণ্য করেন।

রামানুজ-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ;—তিনি যখন তিরুভালি তিরুনাগরীর পথ দিয়া যাইতে ছিলেন, সম্মুখে এক চণ্ডাল-রমণীকে দেখিতে পান ও তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু আবার দিল্লী হইতে ভগবদ্-বিগ্রহ আনিবার সময় যে-সমস্ত চণ্ডাল তাঁহাকে দস্যু-বিতাড়নে (মতান্তরে বিগ্রহবহন-কার্য্যে) সহায়তা করিয়াছিল, সেই সকল নীচ জাতিকে তিনি মন্দিরমধ্যে প্রবেশা-ধিকার দিয়া গিয়াছেন।

৭৭। বিষাদ। এ বিষয়টী বিচার করিলে আমরা লোকের মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারি, কারণ যাঁহার যত সর্ব্বত্র পারমার্থিক বা ভগবদ্বুদ্ধি হয়, তাঁহার তত প্রসন্নতা জন্মে, এতদর্থে গীতার বহু শ্লোকের মধ্যে আমরা "ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।" "প্রসন্নচেতসহ্যাশু বুদ্ধি পর্য্যবতিষ্ঠতে" ইত্যাদি শ্লোকগুলি স্মরণ করিতে পারি। বিষাদ, উক্ত প্রসন্নতার বিপরীত ভাব।

যাহা হউক, শঙ্কর-জীবনে তিনটী স্থলে বিষাদ দেখা যায়, যথা ;—প্রথম, বাল্যে মাতার নিকট সন্ন্যাসের অনুমতি না পাইয়া ; দ্বিতীয়, কুম্ভীরে আক্রমণ করিলে ; এবং তৃতীয়, যখন শিষ্যগণ মধ্যে মনোমালিন্য বশতঃ তাঁহার ভাষ্যের বার্ত্তিক রচিত হইল না। এই তিনটী স্থলেই তিনি দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলেন।

পক্ষান্তরে রামানুজ-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত;—১ম। তিনি যখন কাশ্মীর হইতে বোধায়নবৃত্তি আনিতে ছিলেন, তখন কাশ্মীরের পণ্ডিতগণ তাহা কাড়িয়া লইয়া যায়, এস্থলে রামানুজের দুঃখানুভবের কথা বর্ণিত আছে। ২। গুরু মহাপূর্ণ ও কুরেশের চক্ষু উৎপাটিত হইলে তাঁহার বিষাদের কথা শুনা যায়। ৩। কুরেশের মৃত্যুকালে তিনি শোকে অধীর হন ও বালকোচিত ক্রন্দন করিয়াছিলেন। ৪। যামুনাচার্য্যের মৃত্যুকালে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া তিনি দুঃখে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। ৫। কাঞ্চীপূর্ণের নিকট মন্ত্রগ্রহণে অসমর্থ হইলে তিনি যারপরনাই ব্যাকুল হন। ৬। গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট মন্ত্র লইবার জন্য যখন তিনি বার-বার প্রত্যাখ্যাত হইতেছিলেন, তখন তাঁহার দুঃখ দেখিয়া গোষ্ঠীপূর্ণের এক শিষ্য এতই বিচলিত হন যে, তিনি নিজ গুরুদেবকে এজন্য অনুরোধ করেন এবং তাহারই পর রামানুজ গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট মন্ত্রলাভ করিলেন। যাহাহউক ইহার মধ্যে বিশেষত্ব এই যে, শঙ্করের সকলই বাল্য-জীবনে ও সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বে, কেবল একটী সিদ্ধ জীবনে, কিন্তু রামানুজের প্রথম তিনটী সিদ্ধি লাভের পর এবং শেষ তিনটী সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বে। গোষ্ঠীপুর্ণের নিকট মন্ত্রলাভের পর তাঁহার সিদ্ধিলাভ ঘটে—একথা বলা অসঙ্গত হয় না।

৭৮। সাধারণ মনুষ্যোচিত ব্যবহার। এতদ্দ্বারা আমরা হর্ষ-বিষাদ দুইটী গুণ লক্ষ্য করিতেছি। সাধারণ লোকে যেমন কিছু

পাইলে আনন্দিত হয়,এবং কিছু ক্ষতি হইলে বিষণ্ণ হয়,এইরূপ ভাবটীই এ-স্থলে লক্ষ্য করা হইতেছে।

শঙ্কর যখন তাঁহার ভাষ্যবার্ত্তিক রচিত হইল না দেখিলেন, তখন একবার একটু খেদ করিয়াছিলেন। এখন ইহাকে যদি কাশ্মীরের শারদাপীঠে উপবেশনকালে তাঁহার আনন্দের সহিত পাশাপাশি করিয়া দেখা যায়,তাহা হইলে বলা যায় যে,শঙ্করেরও সাধারণ মনুষ্যোচিত হর্ষ-বিষাদ ছিল। এতদ্ব্যতীত শঙ্কর-জীবনে আর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

পক্ষান্তরে রামানুজ-জীবনে ইহা যেরূপ দৃষ্ট হয়, তাহা এই;— রামানুজ যখন কৃমিকণ্ঠের মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহার যার-পর-নাই আনন্দের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে; মহাপূর্ণের মৃত্যুর কথা শুনিয়া আবার তদ্রূপ দুঃখের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই কৃমিকণ্ঠ, রামানুজের শত্রু। যাহা হউক উভয় আচার্য্যেরই এইরূপ হর্ষবিষাদের ভাব, শেষ জীবনেও দেখা গিয়াছে। তবে শত্রু-মিত্রের ভালমন্দে সুখী-দুঃখী ভাব শঙ্করের জীবনে দেখা যায় না।

এই বিষয়টীর বিপরীত দৃষ্টান্ত শঙ্কর-জীবনে একটী আছে। ইহা শঙ্কর যখন মাতৃসৎকার করিয়া পদ্মপাদাদি শিষ্য প্রভৃতির জন্য কেরল দেশে অপেক্ষা করিতেছিলেন, তখন শৃঙ্গেরী হইতে সুরেশ্বরাদি অন্যান্য শিষ্যগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে দেখিয়া কোন সম্ভাষণই করেন নাই। বহু দিনের পর প্রিয়শিষ্য সমাগমে সকলেরই একটা আনন্দ হইয়া থাকে, শঙ্করের আচরণে এস্থলে তাহার কিছুই লক্ষিত হইল না। অথচ পরে যখন তিনি তাঁহাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করেন,তখন তাঁহার স্নেহের কোনও বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় নাই। এভাবটীকে বোধ হয়, সুখ-দুঃখে সম-জ্ঞানের পরিচায়ক এবং অসাধারণ মনুষ্যোচিত ব্যবহার বলা চলিতে পারে।

৭৯। সংশয়। নিশ্চয়-জ্ঞান, সংশয়-জ্ঞানের বিপরীত; একটী জিনিসে পরস্পর-বিরুদ্ধ অন্য দুইটি ধর্ম্মের স্মরণের নাম সংশয়। এ বিষয়টী মহাপুরুষের চরিত্রনির্ণয়ে একটী সুন্দর উপায়। গীতায় সংশয়াত্মার বিশেষ নিন্দাই করা হইয়াছে, যথা,—"সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"; সুতরাং এটী একটী দোষের মধ্যে গণ্য হয়। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা একেবারে নিষ্প্রয়োজনীয়ও নহে। সংশয় ব্যতীত পরীক্ষা হয় না, পরীক্ষা ব্যতীত জ্ঞান হয় না। ফল কথা, সংশয়ের অধীন হওয়া উচিত নহে; কিন্তু সংশয় রূপ উপায় দ্বারা নিশ্চয়-জ্ঞান বৃদ্ধি করা উচিত। জ্ঞান হইলে এই সংশয় ছিন্ন হয় যথা—"ছিন্দতে সর্ব্ব সংশয়াঃ।" শ্রুতি।

শঙ্করের জীবনে সংশয় ছিল, কিন্তু তজ্জন্য ব্যাকুলতার কথা শুনা যায় না। ১। গোবিন্দপাদের নিকট যোগ শিক্ষার পূর্ব্বে তাঁহার সংশয় ছিল, এরূপ কল্পনা করা, বোধ হয় অসঙ্গত নহে। ২। কাশীধামে ব্যাসদেবের সহিত সপ্তাহ কাল বিচারের পর যখন শঙ্কর জানিলেন যে, বাদী স্বয়ং ব্যাসদেব, তখন শঙ্কর তাঁহাকে নিজ ভাষ্যখানি দেখিতে অনুরোধ করেন। ইহাও একটী সম্ভবতঃ সংশয়ের দৃষ্টান্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও ইহা অজ্ঞাত সংশয় বলিতে হইবে।

পক্ষান্তরে রামানুজের সংশয়-জন্য ব্যাকুলতা হইয়াছিল, তাহা স্পষ্ট জানা যায়। (১) তাঁহার ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ ছিল। তিনি এজন্য কাঞ্চীপূর্ণের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অভীষ্ট লাভ করিবেন, এই আশায় তাঁহাকে বহু বার দীক্ষা দিবার জন্য অনুরোধ করেন। কাঞ্চী-পূর্ণ, স্বয়ং শূদ্র বলিয়া তিনি রামানুজকে দীক্ষা দিতে অসম্মত হন। পরিশেষে রামানুজ হতাশ হইয়া কাঞ্চীপূর্ণকে এই অনুরোধ করেন, যে, তিনি যেন কৃপা করিয়া বরদরাজের নিকট হইতে তাঁহার হৃদ্‌গত প্রশ্ন কয়টীর উত্তর আনিয়া দেন। কাঞ্চীপূর্ণ তাহাতে সম্মত হন এবং

রাত্রে বরদরাজের নিকট হইতে রামানুজের হৃদ্‌গত প্রশ্নের উত্তর লইয়া প্রাতে তাঁহাকে জ্ঞাপন করেন। প্রশ্ন কয়টীর মধ্যে প্রথম ছয়টী সন্দেহ-সূচক,শেষটী—জ্ঞাতব্য এই মাত্র বিশেষ। (২) তাহার পর তিরুনারায়ণপুরে অবস্থিতি কালে তিনি মহাত্মা দক্ষিণামূর্ত্তিকে নিজভাষ্য প্রদর্শন করেন; ইহা শঙ্করের ব্যাসদেবকে নিজভাষ্য প্রদর্শনের ন্যায় একটী ঘটনা। (৩) যজ্ঞমূর্ত্তির সহিত তর্ককালে রামানুজের পরাজয় সম্ভব হইলে, তাঁহার হৃদয়ে সংশয়ের অস্তিত্ব অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

যাহা হউক, এইবার সংশয় নিরাশের প্রকার-ভেদ বিচার্য্য। শঙ্কর, সংশয়-নিরাশের জন্য যোগ-বিদ্যার আশ্রয় লইয়াছিলেন, কারণ যোগ-বিদ্যাতে অতীন্দ্রিয় বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় এবং তজ্জন্য তিনি গোবিন্দপাদের শরণ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু রামানুজ সে-স্থলে ভক্ত কাঞ্চীপূর্ণের শরণ গ্রহণ করিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ স্বয়ং সাহায্য করিতে অসম্মত হইলে রামানুজ কাঞ্চীপূর্ণের মুখে ভগবানের কথা শুনিয়া সংশয় দূর করেন। সুতরাং শঙ্করের সংশয় দূর হইল, সমাধি সাহায্যে তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার করিয়া, রামানুজের সংশয় দূর হইল, আপ্ত-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া,—এইমাত্র প্রভেদ। যজ্ঞমূর্ত্তির সহিত বিচার-স্থলের ন্যায় বিচার-স্থল শঙ্করের ভাগ্যে ঘটে নাই।

৮০। স্বদল-ভুক্ত করিবার প্রবৃত্তি। অন্য সম্প্রদায়ের উপর দ্বেষ-ভাব অত্যন্ত দূষণীয়, কিন্তু যদি পরোপকারার্থ ইহা হৃদয়ে পোষণ করা যায়, তাহা হইলে ইহা সদ্‌গুণ। শঙ্কর-জীবনে এ প্রবৃত্তি এইরূপ—১ম, মণ্ডন মিশ্রকে শিষ্যত্বে আনয়ন। ২য়, কুমারিল সম্বন্ধেও সেই কথা। ৩য়, হস্তামলককে তাঁহার পিতা প্রভাকরের নিকট হইতে ভিক্ষা। ইত্যাদি। ইহার মধ্যে যথার্থ স্বদল ভুক্ত করিবার প্রবৃত্তি কেবল হস্তামলককে প্রার্থনা কালে বলা যাইতে পারে। কারণ, অন্যত্র বিশ্বেশ্বর ও ব্যাসের

আদেশেই শঙ্কর একার্য্যে প্রবৃত্ত হন; সুতরাং শঙ্কর-জীবনে প্রকৃত পক্ষে ঐ একটী স্থলই ইহার দৃষ্টান্ত।

রামানুজে এ প্রবৃত্তি এইরূপ, যথা;—১ম, রামানুজ, গোবিন্দকে স্বদলে আনিবার জন্য মাতুল শ্রীশৈলপূর্ণকে অনুরোধ করেন, এবং গোবিন্দ শ্রীশৈলপূর্ণের শিষ্যরূপে কিছু দিন অতিবাহিত করিলে তাঁহাকে নিজের নিকট রাখিবার জন্য মাতুলের নিকট প্রার্থনা করিয়া লয়েন। ২য়, যতিধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বলিয়া বিট্টল-রাজের প্রাসাদে গমন করিতে রামানুজ অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু তোণ্ডানুরনম্বী যখন বলেন, যে যদি বিট্টলরাজ তাঁহার শিষ্য হন, তাহা হইলে সম্প্রদায়ের বিশেষ সাহায্য হইবে, তখন রামানুজ উক্ত রাজার বাটীতে গমন করেন। ৩য়, মৃত্যুকালে পশ্চিম দেশীয় বেদান্তীকে স্বমতে আনিতে, শিষ্যগণকে আদেশ করেন। ৪র্থ, জালগ্রামের অধিবাসিগণকে শৈব ও অদ্বৈতবাদী দেখিয়া দাশরথীকে গ্রামের জলাশয়ে পা ডুবাইয়া থাকিবার আদেশ দেন—উদ্দেশ্য বৈষ্ণবের পাদোদক খাইয়া তাহারা বৈষ্ণব হইবে। ইত্যাদি।

৮১। কোষ্ঠী বিচার। এইবার আমাদের আলোচ্য বিষয়—আচার্য্যদ্বয়ের কোষ্ঠী। যাঁহারা কোষ্ঠীর ফলাফল সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন তাঁহারা এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিত তিনটী বিষয়ে কিঞ্চিৎ লাভবান হইতে পারিবেন; কিন্তু যাঁহারা ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা উহাদের মধ্যে প্রথমটীকে একটু প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করিলেও করিতে পারেন।

প্রথম, আচার্য্যদ্বয়ের আবির্ভাব-সময়-নির্দ্ধারণে সহায়তা। কারণ, জীবনীকারগণ আচার্য্যদ্বয়ের যে গ্রহ-সংস্থান প্রভৃতি উল্লেখ করিয়াছেন, সেইরূপ গ্রহ-সংস্থান যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ে পাওয়া যায়, তাহা হইলে,

আচার্য্যের জন্মকাল সম্বন্ধে আর একটী প্রমাণ সংগ্রহ হইল, অথবা সন্দেহের মাত্রা আর একটু কমিল—বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়, আচার্য্যদ্বয়ের চরিত্র সম্বন্ধে জীবনীকারগণের মতভেদ মীমাংসা। কারণ,যেখানে জীবনীকারগণ একটী বিষয়ে নানা-মতাবলম্বী হইয়াছেন, কোষ্ঠী সাহায্যে তাহার মধ্যে একটী স্থির অথবা তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করা যাইতে পারে।

তৃতীয়, নূতন বিষয় অবগতি। অর্থাৎ যে-সব কথা অপ্রকাশিত, কোন জীবনীকারই যে-সব বিষয়ের কোন উল্লেখ করেন নাই, সেরূপ কোন কোন বিষয়ে হয়ত কিছু আভাস পাওয়া যাইতে পারিবে।

কিন্তু এ কার্য্যটী যেমন কঠিন তেমনি অনিশ্চিত। কারণ, প্রথমতঃ কোষ্ঠীর উপযোগী উপকরণ পাওয়া যায় না,এবং দ্বিতীয়তঃ আচার্য্যগণের জন্মকাল সম্বন্ধেই নানা মতভেদ বিদ্যমান। রামানুজের জন্ম-সময় বরং কতকটা নির্ণয় হয়—কিন্তু শঙ্কর সম্বন্ধে অকুল পাথার। রামানুজের জন্ম সম্বন্ধে যতগুলি মতভেদ আছে, তাহাতে ৯৩৮, ৯৩৯, ও ৯৪০ এই তিনটী শকাব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু কোন মতে ইহা আবার উক্ত সময়ের ২০।৩০ বৎসর পরে অনুমিত হয়। শেষ মতটীর প্রবর্ত্তক মাদ্রাজের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ রাও; এম এ, বি এল। যাহা হউক, শঙ্কর সম্বন্ধে কিন্তু এ বিষয় এক বিস্ময়কর ব্যাপার। কল্যব্দ ৬০৫ হইতে কল্যব্দ ৪৫০২ পর্য্যন্ত তাঁহার জন্মকাল বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। হিসাব করিলে উক্ত ৪৫০২—৬০৫=৩৮৯৭ বৎসরের ভিতর এই প্রবাদের সংখ্যা প্রায় ২০ কি ২২টী হইবে। সুতরাং কার্য্যটী যেমন কঠিন তেমনি যে অনিশ্চিত, তাহা বলাই বাহুল্য।

যাহা হউক, এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে হইলে আমাদের দুইটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথম,তাঁহাদের সময় নির্ণয়,দ্বিতীয়

তাঁহাদের জন্ম-পত্রিকার উপকরণ নির্ণয়। সময়-নির্ণয় ও জন্ম পত্রিকার উপকরণ নির্ণয়, এক ব্যাপার নহে। কারণ, জন্ম-পত্রিকার নিমিত্ত বিশেষ সময়,—যথা লগ্ন, তিথি, বার, অথবা গ্রহ-সংস্থান জানা প্রয়োজন। কিন্তু সময়-নির্ণয়-ব্যাপারে দুই পাঁচ বৎসরের অল্লাধিক্যে কিছু আসিয়া যায় না। যাহা হউক, অগ্রে আমরা শঙ্করের সময়-নির্ণয়-ব্যাপারটী আলোচনা করিব, পরে যথাক্রমে অবশিষ্ট বিষয় আলোচ্য।

সময়-নির্ণয়। এ সম্বন্ধে আমরা যে পথ অবলম্বন করিতেছি তাহা এই ;—প্রথম, তাঁহার আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধীয় যে-সকল প্রবাদ প্রভৃতি পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে যাহা ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সহিত বিরুদ্ধ হইবে না—তাহাই গ্রাহ্য।

দ্বিতীয়, ঐতিহাসিক ঘটনা প্রভৃতির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার জন্য আমরা ( ১ ) যথাসাধ্য প্রাচীন অর্থাৎ তাঁহার নিজের বা তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্য অথবা তাঁহার বিপক্ষগণের পুস্তকাদি ; এবং ( ২ ) প্রাচীন ইতিহাস বা প্রাচীন "লেখ" প্রভৃতি অবলম্বন করিব। আচার্য্যের আবির্ভাব-কাল নির্ণয়ের জন্য আজ অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর কত মনীষীই, যে কত চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার পরিচয় দিতে হইলে একখানি নাতি-বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। আমি এক্ষণে সেই সমুদয় আলোচনা করিয়া এবং সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া যাহা সর্ব্বোত্তম প্রমাণ ও যাহা এখনও নূতন বলিয়া বুঝিয়াছি,তাহাদের কয়েকটী নিম্নে উল্লেখ করিলাম। এক্ষণে,যে 'মূল প্রবাদের'উপর নির্ভর করিয়া আচার্য্য-শঙ্করের আবির্ভাব-কাল নির্ণয় করিয়াছি, তাহা এই। ইহা "মহানুভব সম্প্রদায়ের "দর্শন প্রকাশ"নামক একখানি গ্রন্থে উদ্ধৃত, "শঙ্কর পদ্ধতি" নামক একখানি গ্রন্থের বচন। এই গ্রন্থ খানি মহারাষ্ট্র ভাষায় লিখিত ও ১৫৬০ শকাব্দাতে রচিত। বচনটী এই ;—

"তথা চ শঙ্করপদ্ধতৌ উক্তমস্তি ;—

গৌড়পাদান্বয়ে জাতঃ শকেন্দ্রে শালিবাহনে।
শ্রীমদ্গোবিন্দপাদোঽসৌ গোবিন্দাচার্য্য ঈরিতঃ ॥ ১১৬ ॥
তচ্ছিষ্যঃ শঙ্করাচার্য্যঃ পাদান্তেন সমীরিতঃ।
দত্তাত্রেয়াদ্‌বরং লেভে নিজমার্গপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১১৭ ॥
স তদ্‌বত্তোটকং প্রাহ বাক্যং স্বগুরুসংস্তবে।
শালিবাহশকে শ্রীমান্ শঙ্করো যতিবর্দ্ধনঃ ॥ ১১৮ ॥
অভূবন্নির্জ্জিতা ভট্টাস্তথা প্রভাকরাদয়ঃ।
বেদান্তো যেন লোকেস্মিন্ বিততো হি মনস্বিনা ॥ ১১৯ ॥
যুগ্মপয়োধরসামিতশাকে রৌদ্রকবৎসর উর্জ্জকমাসে।
বাসর ইজ্য উতাচলমান কৃষ্ণতিথৌ দিবসে শুভযোগে ॥১২০॥
শঙ্করলোকমগান্নিজদেহং হেমগিরৌ প্রবিহায় হঠেন ॥
শঙ্কর নাম মুনির্যতিবর্য্যো মস্করিমার্গ-করো ভগবৎপাদ ॥"১২১ ॥

এই বচনে আচার্য্যের মৃত্যু-সময় ৬৪২ শকাব্দ পাওয়া যায়। এখন ইহা হইতে মাধবাচার্য্যের মতে আচার্য্যের জীবিত কাল ৩২ বৎসর বাদ দিলে ৬১০ শকাব্দ হয় এবং আচার্য্যের দেশের প্রাচীন ইতিহাস "কেরলোৎপত্তি" নামক গ্রন্থের মতে আচার্য্যের জীবিত কাল ৩৮ বৎসর বাদ দিলে ৬০৪ শকাব্দ পাওয়া যায়। এখন তাহা হইলে, বলা যায়, আচার্য্যের আবির্ভাব-কাল ৬০৪ হইতে ৬১০ শকাব্দার মধ্যে হওয়া সম্ভব।

এইবার ইহার সঙ্গে একে একে প্রধান কয়েকটী প্রমাণ মিলাইয়া দেখা যাউক, যদি কোন সন্তোষকর ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

১। শঙ্করের প্রধান মঠ, শৃঙ্গেরী মঠের কথা। এ মঠটী অদ্যাবধি অক্ষুণ্ণ-গৌরব ও ইহার আচার্য্য-পরম্পরা অবিচ্ছিন্ন। এই শৃঙ্গেরী মঠে প্রবাদ

আছে যে, আচার্য্য ১৪ বিক্রমার্কাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ২২ বিক্রমার্কাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং ৩০ বিক্রমার্কাব্দে সমাধি লাভ করেন। শঙ্করের শিষ্য সুরেশ্বর ৬৮০ শালিবাহনাব্দে বোধঘনাচার্য্যকে সন্ন্যাস দিয়া শিষ্য করেন এবং ৬৯৫ শালিবাহনাব্দে স্বয়ং দেহত্যাগ করেন।

এখন যদি শৃঙ্গেরীর এই কথার প্রতি দৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায়, সুরেশ্বর ৩০ বিক্রমার্কাব্দে সন্ন্যাস লইয়া ৬৯৫ শালিবাহনাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিলে, তিনি (৫৭ + ৭৮ = ১৩৫ — ৩০ = ১০৫ + ৬৯৫ =) ৮০০ বৎসর সন্ন্যাস লইয়া জীবিত ছিলেন। কিন্তু ঘটনাটী কিছু যেন অসম্ভব। সুরেশ্বর ৮০০ বৎসর জীবিত থাকিলেন, অথচ প্রাচীন কোন শ্রেণীর কোন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ থাকিল না! এক দেশে এক জন মহাযোগী, মহাজ্ঞানী একস্থানে ৮০০ বৎসর জীবিত রহিয়াছেন অথচ ইহা সে দেশের কোন গ্রন্থাদি মধ্যে বা লোকমুখে প্রবাদাকারে স্থান পাইল না—ইহা কি আশ্চর্য্যজনক অথবা অসম্ভব ব্যাপার নহে? যে শৃঙ্গেরী মঠের গুরু-পরম্পরা অবিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রথিত; যেখানে, প্রবাদ এই যে, শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত শারদাদেবীর কৃপায় অদ্যাবধি কোন মূর্খ, আচার্য্য-সিংহাসন কলুষিত করেন নাই, সেই শৃঙ্গেরীর প্রবাদ এরূপ অস্বাভাবিক, ইহা কি বিস্ময়কর ব্যাপার নহে? কাহার না মনে উদয় হইবে যে, হয়—ইহার ভিতর কোন ভ্রম-প্রমাদ প্রবেশ-লাভ করিয়াছে, অথবা আচার্য্যকে প্রাচীন প্রমাণ করিয়া সম্প্রদায়ের গৌরব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, মঠের কেহ ঐরূপ করিয়াছে।

আমি আজ চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে একবার শৃঙ্গেরী যাই; এবং তথায় অনুসন্ধানে যাহা জানিলাম, তাহাতে বুঝিলাম যে, ইহাতে তত্রত্য কোন ব্যক্তি-বিশেষের কোন অভিসন্ধি থাকা সম্ভব নহে। ইহাতে আচার্য্যকে প্রাচীন বলিয়া প্রমাণিত করিয়া তাঁহার গৌরব

বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্য নাই। আমি যখন তত্রত্য বর্ত্তমান শঙ্করাচার্য্যকে এ বিষয় জেরা করিতে লাগিলাম, তখন তিনি সরল ভাবে বলিলেন “ইহা আমার পরম-গুরুদেব, মঠের প্রাচীন গলিতপ্রায় বহু হিসাব পত্রের কাগজ হইতে আবিষ্কার করেন এবং পরে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া যা'ন। সুরেশ্বরাচার্য্যের ৮০০ শত বৎসর স্থিতির কথা আমরা শুনি নাই এবং কোন গ্রন্থাদি বা অন্য কোন কাগজ পত্রে দেখিতে পাই না। তবে যখন হিসাবে ঐরূপ প্রমাণ হয়, তখন হয়ত তিনি যোগবলে অত দিনই জীবিত ছিলেন, সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন, আমরা কিছুই বলিতে পারি না।” বর্ত্তমান শঙ্করাচার্য্য এ কথার সত্যতার জন্য আগ্রহ না করায়, আমার মনে হইল, ইহার ভিতর হয়ত কৃত্রিমতা নাই, ইহার ভিতর সম্ভবতঃ গুরুর গৌরব-ঘোষণার বাসনা নাই, নিশ্চয় ইহার ভিতর কোন রহস্য আছে।

অতঃপর পণ্ডিত বালগঙ্গাধর তিলকের সহিত দেখা হয়। তিনি এই প্রসঙ্গে বলিলেন যে, “শৃঙ্গেরীর উক্ত প্রবাদ আমিও শুনিয়াছি, আমার বোধ হয়, শৃঙ্গেরীর লোকে যখন ওরূপ অসম্ভব কথা প্রচার করিতে কুণ্ঠিত নহেন তখন,এ বিক্রমার্ক-রাজা চালুক্যবংশের বহু বিক্রমার্ক নামধেয় রাজার মধ্যে কোন রাজা হইবেন—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ তখন হইতে আমি ইহার সঙ্গতির আশা করিতে লাগিলাম এবং পরিশেষে চালুক্যরাজ “প্রথম বিক্রমাদিত্যকেই” শৃঙ্গেরী মঠোক্ত বিক্রমার্ক বলিয়া বুঝিলাম। শৃঙ্গেরীর মঠের উক্ত তালিকাতে দেখা যায়, প্রথমে বিক্রমার্কাব্দ সাহায্যে শঙ্করের জন্ম, তাঁহার সন্ন্যাস, সুরেশ্বরের সন্ন্যাস এবং শঙ্করের সমাধি কালের পরিচয় আছে। কিন্তু তৎপরেই শালিবাহনাব্দে সুরেশ্বরের শিষ্য বোধঘনাচার্য্যের সন্ন্যাস, ও সুরেশ্বরের নিজের সমাধিকালের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

ইহা দেখিলেই বেশ বোধ হয় যে, শৃঙ্গেরীর কর্ম্মচারিগণ প্রথমতঃ উক্ত বিক্রমার্করাজের অব্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তাঁহার প্রতিভা শালিবাহনের প্রভাবকে নিষ্প্রভ করিতে পারে নাই; এজন্য সুরেশ্বরের শেষ-জীবনেই পুনরায় শালিবাহন অব্দই ব্যবহৃত হইতে লাগিল। বস্তুতঃ চালুক্যরাজ "প্রথম বিক্রমাদিত্যের" যে ভাবে প্রভাব বিস্তার হইতেছিল, তাঁহার পুত্র-পৌত্রাদির সময় আর সে ভাব ছিল না; পশ্চিম দিকে রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজগণ এবং দক্ষিণ দিকে পল্লববংশীয় রাজগণ তখন নিজ নিজ সার্ব্বভৌমত্ব স্থাপনে প্রাণপণ করিতেছিলেন। সুতরাং সহসা এরূপ অব্দ-পরিবর্ত্তন অসম্ভব নহে। ইহাতে যদি কৃত্রিমতা থাকিত তাহা হইলে, ইহার রচনাকর্ত্তা, বরং শঙ্করের প্রাচীনত্ব রক্ষা করিবার জন্য সুরেশ্বরের পর কতকগুলি কল্পিত নাম বসাইয়া দিতে পারিতেন। বস্তুতঃ আমরা ইহারও দৃষ্টান্ত পাইয়াছি।

তাহার পর, চালুক্যবংশীয় বিক্রমার্ককে এজন্য গ্রহণ করিবার অন্য হেতুও আছে। ইহা শঙ্কর-শিষ্য সুরেশ্বরের শিষ্য সর্ব্বজ্ঞাত্ম মুনির নিজ গ্রন্থ রচনা কালের ইঙ্গিত। ইনি স্বপ্রণীত "সংক্ষেপ শারীরক" নামক গ্রন্থের শেষে মনুকুলের এক আদিত্য রাজার নাম উল্লেখ করিয়াছেন, যথা;—"শ্রীমত্যক্ষতশাসনে মনুকুলাদিত্যে ভুবং শাসতি" ইত্যাদি। অর্থাৎ যে সময় শ্রীমান, অক্ষতশাসন, মনুকুলাদিত্য পৃথিবী শাসন করিতেছেন সেই সময় আমি এই গ্রন্থ রচনা করিলাম। ইত্যাদি। অবশ্য এখানে আদিত্য শব্দকে বিশেষণ পদ, ও মনুকুল শব্দে সাধারণ মানব জাতি বলিলেও চলিতে পারে। কিন্তু প্রাচীন পণ্ডিতগণের প্রথা স্মরণ করিলে "মনুকুলাদিত্য" পদে আদিত্যরাজাও বুঝাইতে পারে। কারণ, প্রাচীন পণ্ডিতগণ প্রায়ই এরূপ স্থলে দ্ব্যর্থ ঘটিত শব্দ দ্বারা একসঙ্গে আত্মপরিচয় এবং রাজার গুণ প্রভৃতি কীর্ত্তন

করিতেন। তাহার পর, প্রত্নতত্ত্ব-বিশারদ, পণ্ডিত রামকৃষ্ণ গোপাল-ভাণ্ডারকারেরও ইঙ্গিত যে, মন্নুকুল পদদ্বারা চালুক্য-বংশ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কারণ কেবল "চালুক্য" এবং আর দুই একটী রাজবংশ তাঁহাদের প্রদত্ত শিলা-লিপিতে এই জাতীয় শব্দ দ্বারা নিজ নিজ বংশ পরিচয় দিতেন।

তাহার পর আর এক কথা। উক্ত চালুক্য বিক্রমার্কের 'আদিত্য' নামে এক ভ্রাতাও ছিলেন। এই আদিত্য রাজা অনেকের মতে বিক্রমার্কের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং ইনি জ্যেষ্ঠের রাজ্যের দক্ষিণাংশের শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতেন। শৃঙ্গেরী ইহারই রাজ্যের অন্তর্গত। আবার বিক্রমার্কের পুত্র-পৌত্রাদিও,"বিনয়াদিত্য" ও "বিজয়াদিত্য" ও "দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য" নামে অভিহিত হইতেন। সকলেরই নামের শেষে আদিত্য শব্দ। এজন্য যদি আদিত্য-শব্দে আদিত্য-উপাধিধারী রাজগণ ধরা যায়, তাহা হইলে "বিজয়াদিত্য" বা "বিনয়াদিত্যকে" বুঝাইতে পারে। অবশ্য এস্থলে আদিত্য-শব্দে "প্রথম বিক্রমাদিত্যের" ভ্রাতা "আদিত্য রাজা" অথবা "বিজয়াদিত্য" অথবা "বিনয়াদিত্য" কিম্বা "দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য" গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা সুরেশ্বরের শিষ্য সর্ব্বজ্ঞাত্ম মুনির সময়ের উপর নির্ভর করে। তবে তিনি যেহেতু শঙ্করের প্রশিষ্য, সেইহেতু, তিনি "প্রথম বিক্রমাদিত্যের" সময় গ্রন্থ রচনা করেন নাই, তাহা স্থির। কারণ শঙ্করেরই জন্ম ১৪ বিক্রমার্কাব্দে হয় এবং ইনি তাঁহার প্রশিষ্য। যাহা হউক এমত স্থলে যদি আমরা শৃঙ্গেরীর ১৪ বিক্রমার্কাব্দকে চালুক্য "প্রথম বিক্রমার্করাজার" অব্দ ধরি, তাহা হইলে সকল দিকই রক্ষা করা যাইতে পারে। আমরা দেখিতে পাই, এই "প্রথম বিক্রমাদিত্যের" অভিষেক-কাল, বার্ণেল সাহেবের মতে ৬৭০ খৃষ্টাব্দ। অবশ্য ফ্লীট সাহেব ইহাকে ৬৫৫ খৃষ্টাব্দ করিতে চাহেন।

কিন্তু ইহা যে অনিশ্চিত ও কল্পনা মাত্র, তাহা আমি আমার শঙ্করাচার্য্য নামক গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এজন্য বার্ণেল সাহেবের কথা লইয়া ৬৭০ খৃষ্টাব্দেই বিক্রমার্কের রাজ্যাভিষেক কাল স্বীকার করিয়া ৬৭০তে শৃঙ্গেরীর প্রবাদানুসারে ১৪ বিক্রমার্ক অব্দ যোগ করিলে ৬৮৪ খৃষ্টাব্দ বা ৬০৬ শকাব্দ পাওয়া যায়। এরূপ করিলে সুরেশ্বরের সন্ন্যাসী-জীবন ৮০০ শত বৎসর না হইয়া কেবল ৭৭ বৎসর মাত্রে পরিণত হয়। যাহা হউক, ইহা মনুষ্যোচিত আয়ু-বলিতে পারা যায়। সুতরাং শৃঙ্গেরীর প্রবাদ অনুসারে শঙ্করের জন্ম ৬০৬ শকাব্দ এবং কেরলোৎপত্তির কথার সহিত শঙ্কর-পদ্ধতির উক্তি মিলাইলে আচার্য্যের জন্ম ৬০৪ শকাব্দ, এবং মাধবের শঙ্কর বিজয়ের সহিত শঙ্কর-পদ্ধতির বচনটী একত্র করিলে আচার্য্যের আবির্ভাব কাল ৬১০ শকাব্দ পাওয়া যায়। ফলে, সবগুলি একত্র করিলে ৬০৪ শকাব্দ হইতে ৬১০ শকাব্দার মধ্যে আচার্য্যের জন্ম—একথা আমরা বলিতে পারি।

২। শঙ্কর নিজভাষ্য মধ্যে দৃষ্টান্ত স্বরূপে কতিপয় রাজার নাম করিয়াছেন। তন্মধ্যে পূর্ণবর্ম্মা নামটী হইতে অপেক্ষাকৃত সন্তোষকর সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি যে-ভাবে এই রাজার নাম করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, এ রাজা তখন জীবিত ছিলেন, অথবা অল্পদিন পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তখনও তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ লোকে বিস্মৃত হয় নাই। তাহার পর চীন পরিব্রাজক হুয়েনসাঙ্গও এক পূর্ণবর্ম্মা রাজার নাম করিয়াছেন। তিনিও যেন তখনও জীবিত ছিলেন অথবা আরও অল্পদিন পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন। হুয়েনসাঙ্গ ৬২৯ হইতে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতে ছিলেন এবং শঙ্করের নাম করেন নাই। সুতরাং বলা চলে, শঙ্কর ৬৪৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে নহেন।

এতদ্ব্যতীত ভারতের ইতিহাসে অন্য একজন পূর্ণবর্ম্মার নাম পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার সময় ঠিক জানা যায় না। তবে তাঁহার প্রদত্ত লিপি হইতে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, তিনি খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর লোক হইবেন।

৩। ইৎসিঙ্গ নামে আর একজন চীন-পরিব্রাজক ভারতভ্রমণ করিয়া ৬৯১ হইতে ৬৯২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এক খানি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে (ক) প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক ভর্ত্তৃহরি তাঁহার ৪০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৬৫১।৫২ খৃষ্টাব্দে এবং (খ) জয়াদিত্য ৩০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৬৬১।৬২ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এখন এই ভর্ত্তৃহরির বাক্য কুমারিল উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং কুমারিলের 'মত' শঙ্কর এবং তাঁহার শিষ্য সুরেশ্বর খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং শঙ্কর ৬৬১।৬৬২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে নহেন। তাহার পর, উক্ত 'জয়াদিত্য,' 'বামনের' সহিত একযোগে পাণিনী ব্যাকরণের কাশিকা নামে এক বৃত্তি রচনা করিয়াছেন এবং কুমারিল আবার তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং এতদ্দ্বারাও শঙ্কর ৬৬১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে যাইতে পারেন না।

৪। মাধবের শঙ্কর-বিজয় মতে (ক) মণ্ডনের এক নাম উম্বেকাচার্য্য, (খ) মণ্ডন, কুমারিলের শিষ্য (গ) শঙ্করের সহিত কুমারিলের মৃত্যুকালে দেখা হয়। এবং (ঘ) মণ্ডন, শঙ্করের শিষ্য হইয়া সুরেশ্বর নামে অভিহিত হন।

৫। পোড়বন্দর নিবাসী স্বর্গীয় পণ্ডিত শঙ্কর-পাণ্ডুরাঙ্গ, এক প্রাচীন হাতের লেখা মালতীমাধব গ্রন্থ আবিষ্কার করেন। তাহার তৃতীয় অঙ্ক শেষে লেখা আছে যে, উহা কুমারিল শিষ্যকৃত, ৬ষ্ঠ অঙ্ক শেষে—কুমারিল শিষ্য উম্বেকাচার্য্য এবং দশম অঙ্ক শেষে—কুমারিল

শিষ্য ভবভূতি বিরচিত ইত্যাদি। এই গ্রন্থকার ভবভূতিকে কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য ৬৯৯ হইতে ৭৩৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কাশ্মীর লইয়া যা'ন। সুতরাং উম্বেকাচার্য্য যিনিই হউন না, কুমারিল, ভবভূতির গুরু বলিয়া তিনিও ৬৯৯ হইতে ৭৩৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন, বলা যায়। আর শঙ্কর ঐ কুমারিলের 'মত' খণ্ডন করেন বলিয়া তিনিও ঐ সময়ের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইতে পারেন না।

৬। (ক) শঙ্কর ও সুরেশ্বর, কুমারিলের মত খণ্ডন করিয়াছেন। (খ) কুমারিল, জৈনসাধু অকলঙ্কের 'মত' খণ্ডন করিয়াছেন। (গ) অকলঙ্কের শিষ্য বিদ্যানন্দ, নিজ গ্রন্থে সুরেশ্বরের বৃহদারণ্যক-ভাষ্য বার্ত্তিকের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। (ঘ) বিদ্যানন্দ, জৈন-গুরু-পরম্পরা বা দিগম্বরীয় পট্টাবলী মতে ৭৫১ খৃষ্টাব্দে আচার্য্য-পদে আরোহণ করেন ও ৩২ বৎসর ৪ দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

৭। (ক) ১০৫০ শকের রাষ্ট্রকূটবংশীয় এক রাজার শিলালেখ অনুসারে "অকলঙ্ক," সাহসতুঙ্গ-রাজার সভাসদ ছিলেন। এক্ষণে (খ) অন্য আর এক প্রাচীন শিলালেখানুসারে দেখা যায়, উক্ত সাহসতুঙ্গ, রাষ্ট্রকূটরাজ দন্তীদুর্গের অপর নাম, এবং (গ) দন্তীদুর্গের প্রদত্ত এক খানি শিলালেখের সময় শকাব্দ ৬৭৫ বা ৭৫৩ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং বলা চলে শঙ্কর ৭৫৩ খৃষ্টাব্দের সন্নিহিত কালে জীবিত ছিলেন।

৮। শঙ্কর নিজ-গ্রন্থে "শ্রুঘ্ন" ও "পাটলীপুত্রের" দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। অবশ্য এই দৃষ্টান্ত পাণিনীর পতঞ্জলি ভাষ্যেও দেখা যায়, কিন্তু যখন অন্য প্রসঙ্গে শঙ্কর স্বয়ং এই দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিতেছেন, তখন শঙ্করের সময় উক্ত দুইটী নগরীর অস্তিত্ব ছিল, তাহা সম্ভব। এখন আমরা চীনদেশীয় পুরাতত্ত্ববিদ্ মাতোয়ালিনের গ্রন্থে দেখিতে পাই, উক্ত পাটলীপুত্র ৭৫০ খৃষ্টাব্দে গঙ্গার জল-প্লাবনে বিনষ্ট হয়। সুতরাং বলা

চলে,—শঙ্কর, বিনষ্ট পাটলীপুত্রের দৃষ্টান্ত না দিয়া তৎকালে বিদ্যমান পাটলীপুত্রেরই দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। এজন্য তিনি ৭৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, এইরূপই সম্ভব।

৯। শ্রীকণ্ঠ নামক এক পণ্ডিত তাঁহার "যোগ-প্রকাশ" নামক এক পুস্তকে শঙ্করের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং গ্রন্থ-শেষে নিজ সময় ৬৯০ শকাব্দ লিখিয়াছেন। সুতরাং এতদ্দ্বারা শঙ্কর, ৬৯০ শক বা ৭৬৮ খৃষ্টাব্দের পর নহেন—প্রমাণিত হয়।

১০। জিনসেন ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে হরিবংশ রচনা করেন। ইনি বিদ্যানন্দ প্রভৃতির নাম করিয়াছেন। বিদ্যানন্দ, সুরেশ্বরের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন; সুতরাং শঙ্কর ৭৮৩ খৃষ্টাব্দের পরে নহেন।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য যে-সমস্ত প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষাকৃত অনিশ্চিত বলিয়া এস্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না। তবে উক্ত দশটী বিষয় একত্র করিলে, পূর্ব্বোক্ত 'মহানুভব' সম্প্রদায়ের উদ্ধৃত বচনোক্ত সময়ের সহিত অনৈক্য হয় না। প্রচলিত ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে শঙ্করের জন্ম—প্রবাদটীর মূল একখানি ৩।৪ শত বৎসরের পূর্ব্বের অক্ষরে লেখা তিন পাতার পুঁথি; আর আমাদের অবলম্বিত মূলটী চারি শত বৎসরের পুস্তকের উদ্ধৃত প্রামাণিক বচন। জৈন-পট্টাবলী, শৃঙ্গেরী মঠের সুরেশ্বরের সময় ও মাধবের বর্ণনা প্রভৃতি, ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে শঙ্করের জন্ম হইলে, কিছুতেই মিলে না, কিন্তু ৬৮৬ খৃষ্টাব্দে হইলে সকলগুলিই মিলিয়া যাইতে পারে। শৃঙ্গেরীর প্রবাদে কৃত্রিমতা নাই, তাহা আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। এজন্য চারি শত বৎসর পূর্ব্বে অন্য সম্প্রদায় কর্তৃক প্রমাণরূপে গৃহীত শঙ্কর-পদ্ধতির বচন যে, অন্য সকল প্রকার বচন হইতে প্রবল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এ বচনটী অন্য সম্প্রদায়, চারি শত বৎসর পূর্ব্বে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করায়,

শঙ্করের নিজ সম্প্রদায়ের গৃহীত অপর সকল বচন হইতে উত্তম। কারণ, শঙ্করের নিজ সম্প্রদায়ের লোক, নিজ আচার্য্যকে প্রাচীন বলিয়া প্রমাণ করিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন, এবং চারি শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার নিজ সম্প্রদায়, তাঁহার সময়-বোধক অন্য কোনও শ্লোক প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতেন, তাহা এখনও পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। শৃঙ্গেরী মঠে যাহা গৃহীত, তাহাতে শঙ্কর-পদ্ধতির বচনের সহিতই ঐক্য হয়। সুতরাং আমাদের গৃহীত মূলটী অন্য সকল মূল হইতে শ্রেষ্ঠ মনে হয়।

এখন বিচার্য্য, ৬০৪ হইতে ৬১০ শকাব্দ, এই ৭ বৎসরের মধ্যে কোন্ বৎসর আচার্য্যের জন্মকাল? আমরা এস্থলে পুনরায় যে-পথ অবলম্বন করিয়াছি, তাহা পূর্ব্ব হইতেই বলা ভাল। প্রথম, আচার্য্যের জীবনীকারগণ, যে গ্রহসংস্থান বা তিথি-নক্ষত্র উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ইহার মধ্যে যে-বৎসরে সম্ভব হইবে, তাহাই গ্রাহ্য হইবে, এবং দ্বিতীয়, ভিন্ন ভিন্ন জীবনীকারগণের ভিন্ন ভিন্ন গ্রহসংস্থানাদির বর্ণনা থাকায়, যাহা আচার্য্যের মহত্ত্বের পরিচায়ক হইবে, আমরা তাহাই গ্রহণ করিব। যদি কেহ বলেন যে, এরূপে আচার্য্যকে বড় করিবার ইচ্ছা, আমাদিগকে অসত্য পথে পরিচালিত করিতে পারে,তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে, যতক্ষণ সত্য না জানা যায়, ততক্ষণ তাঁহাকে সাধারণ মানব প্রমাণ করিবার প্রবৃত্তিও সমান দোষাবহ। মহৎকে মহৎ বলায় ক্ষতি নাই, বরং না বলায় ক্ষতি আছে। আজ যাঁহাকে ভারতের অধিকাংশ লোক ভগবদবতারের ন্যায় পূজা করে, সুদুর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতগণও যাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া সম্মান করেন, তাঁহাকে মহৎ বলিলে কি মিথ্যাভিসন্ধি হইতে পারে?

যাউক; এই পথে অগ্রসর হইলে দেখা যায় যে, আচার্য্যের জীবনী-কারগণের মধ্যে মাধবাচার্য্য, সদানন্দ ও চিদ্বিলাসযতি,আচার্য্যের জন্ম-

কালীন গ্রহসংস্থান বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে মাধবের মতে রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি এই চারিটী গ্রহ, ও সদানন্দের মতে পাঁচটী গ্রহ উচ্চস্থ ছিল; কিন্তু কোন্ পাঁচটী তাহা বর্ণিত হয় নাই। চিদ্বিলাসের মতেও তাহাই, তবে তিনি আরও বলিয়াছেন যে, আর্দ্রা নক্ষত্রে মধ্যাহ্নকালে আচার্য্যের জন্ম হয়। তাহার পর, এই চিদ্বিলাস যতিকে মাধবাচার্য্যের টীকাকার—ধনপতি স্থরী, আচার্য্যের সাক্ষাৎ শিষ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এজন্য মনে হয়, চিদ্বিলাসের কথায় অধিক আস্থা স্থাপন করিলে অসঙ্গত হইবে না। সুতরাং উক্ত ৬০৪ হইতে ৬১০ এর মধ্যে, যে বৎসরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গ্রহ উচ্চস্থ হইবে, আমরা সেই বৎসরটী গ্রহণ করিব।

তাহার পর, আচার্য্য শঙ্করের জন্মমাস বিচার্য্য। এ বিষয়েও নানা মতভেদ শুনা যায়। কেহ বলেন—চৈত্র মাস শুক্লা দশমী, কেহ বলেন—বৈশাখ শুক্লা ৫মী, কেহ বলেন—বৈশাখ শুক্লা তৃতীয়া, কেহ বলেন—শ্রাবণী পূর্ণিমা; আবার কাহারও মতে তাহা চতুর্দ্দশী। আমরা এস্থলে বৈশাখ মাস গ্রহণ করিয়া জন্মপত্রিকা নির্ম্মাণ করিতেছি। কারণ, চৈত্রমাস হইলে রবি উচ্চস্থ হয় না। মলমাস হইলে যদিচ সম্ভব হয়, কিন্তু তাহাতেও মেষের ১০ অংশের নিকটবর্ত্তী হওয়া বড় সম্ভব হয় না। মেষের ১০ অংশ রবির স্থচ্চস্থান; ইহার নিকট রবি যাঁহার কোষ্ঠীতে থাকিবেন, তিনি অসাধারণ প্রতিভাশালী হইয়া থাকেন। চৈত্রমাসে ইহা এক প্রকার অসম্ভব, পরন্তু বৈশাখেই সম্ভব। সুতরাং আচার্য্যের মহত্বানুকূল এই বৈশাখ মাসই আমরা গ্রহণ করিব। "কেরল উৎপত্তির" মতে শ্রাবণী-পূর্ণিমা লইলে রবি সম্ভবতঃ সিংহে আসিতে পারেন। কিন্তু রবি সিংহস্থ অপেক্ষা রবি মেষস্থই উত্তম। মেষে রবি থাকিলে শুক্র বলবান্ হন, সিংহে রবি থাকিলে বুধ বলবান্

হন, এবং বুধ ও শুক্রের তুলনা করিলে শুক্রই শুভ গ্রহ বলিতে হইবে। এজন্যও আমরা বৈশাখ মাসই গ্রহণ করিব।

তাহার পর, তিথি বিচার। ইহাতে দেখা যায়—শুক্লা তৃতীয়া, পঞ্চমী, দশমী, কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী এবং পূর্ণিমা এই পাঁচটী মতান্তর রহিয়াছে। তন্মধ্যে পূর্ণিমা-পক্ষে, শ্রাবণী পূর্ণিমা বা বৈশাখী পূর্ণিমা গ্রহণ করা যাইতে পারে। শ্রাবণী পূর্ণিমাতে কুম্ভরাশি ও বৈশাখী পূর্ণিমাতে তুলা রাশি হয়। ইহা বস্তুতঃ চন্দ্রের উচ্চ স্থান নহে। অধিক কি, তুলা রাশি, চন্দ্রের নীচ স্থান বৃশ্চিকের নিতান্ত সন্নিহিত হওয়ায়, মাত্র ১০ কলা বলবান্ হয়। আর ইহাতে চিদ্বিলাসোক্ত ৫টী গ্রহের তুঙ্গত্বের আশা আরও সুদূর-পরাহত হয়। বৈশাখী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতেও আরও মন্দ; কারণ, ইহাতে চন্দ্র নীচস্থ হন। এখন বৈশাখী শুক্লা দশমী, পঞ্চমী, ও তৃতীয়ার মধ্যে এক বৈশাখী তৃতীয়াই চন্দ্রতুঙ্গীর সহায়; এজন্য আমরা শুক্লা তৃতীয়া তিথিই গ্রহণ করিলাম। অবশ্য পক্ষবল ও স্থানবলের মধ্যে কাহারও কাহারও মতে পক্ষবলই বলবান, কিন্তু স্থানবলে বলী হইলে জীবনের ঘটনা অনেক মিলিবে। ইহা পরেও আলোচিত হইবে। তবে একটু সূক্ষ্ম এই যে, বৈশাখ মাসে চন্দ্র বৃষে থাকিলে যে-ফল হইবে, তাহা বৈশাখ মাসে চন্দ্র তুলায় থাকা অপেক্ষা বড় মন্দ নহে। প্রথম পক্ষের জাতক, অন্তরে যত মহৎ হয়, বাহিরে তত প্রকাশ পায় না। দ্বিতীয় পক্ষের জাতক যতটা মহত্ত্ব প্রকাশ করে, অন্তরে তত মহত্ত্ব থাকে না। তুঙ্গ চন্দ্র, রবি-জ্যোতি না পাইয়া প্রকাশিত হন না, আর তুলার চন্দ্র রবি তেজে প্রকাশিত হন, কিন্তু স্বয়ং অন্তরে দুর্ব্বল থাকেন। সুতরাং ফল হইল এইরূপ যে—একজন দুর্ব্বল ব্যক্তি, তাহার বল যথাসাধ্য প্রকাশ করিল, আর একজন সবল ব্যক্তি তাহার বল যথাসাধ্য প্রকাশ করিতে পারিল না। এস্থলে প্রকৃত মহত্ত্ব তথাপি সবল ব্যক্তির, দুর্ব্বলের নহে;

লোকে দুর্ব্বল অপেক্ষা সবলকেই প্রশংসা করে। এখন কর্কট-লগ্নে চন্দ্র বৃষে থাকায় উহা আয় ভাবাপন্ন হইল, তাহার ফলে শঙ্করের আয় হইবার সম্ভাবনা থাকিয়াও হইল না। বস্তুতঃ তিনি অর্থাদি গ্রহণ করিলে তিনি তাহা যথেষ্ট পাইতে পারিতেন। এইজন্য আমরা শুক্লা তৃতীয়ার পক্ষই গ্রহণ করিলাম। চিদ্বিলাসের গ্রন্থে আর্দ্রা নক্ষত্র কথিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু আর্দ্রা নক্ষত্রে চন্দ্র তুঙ্গী হয় না। এজন্য আমরা এ অংশে চিদ্বিলাসের কথাও ঠিক ঠিক গ্রহণ করিতে পারিলাম না। তাহার পর শৃঙ্গেরী ও দ্বারকা মঠের প্রচলিত প্রবাদ সহ মিলও থাকে না। কারণ, অদ্যাবধি উক্ত মঠে শুক্লাপঞ্চমী তিথিই আচার্য্যের জন্মতিথি বলিয়া উৎসব হয়। অবশ্য দ্বারকামঠের কথা অপ্রামাণ্য; কারণ ইহা বহুদিন যাবৎ নামমাত্রে পর্য্যবসিত ছিল, উৎসবাদি হইত না, মনে হয়। আর ঐ বৎসর শৃঙ্গেরী মঠোক্ত ৫মী তিথিতে চিদ্বিলাসের আর্দ্রা নক্ষত্র মিলে না বলিয়া, আমরা এস্থলে উভয়ের কথাই পরিত্যাগ করিলাম। কারণ,গণনা দ্বারাই প্রমাণিত হইবে যে, ঐ বৎসরে আর্দ্রা নক্ষত্রে ৫মী তিথি হয় না, এবং যে কোন বৎসরেই মেষে ১০ অংশে রবিকে রাখিয়া ৫মী তিথিতে চন্দ্রকে বৃষে রাখিতে যাইলে চন্দ্র, বৃষের ২৮ অংশে থাকিতে বাধ্য; সুতরাং চন্দ্রের বৃষ-স্থিতি-জন্য ফল-হ্রাস অনিবার্য্য হয়। আর ঐ বৎসর গ্রহণ না করিলে আচার্য্যের জীবনানুকূল জন্মপত্রিকাও পাওয়া যাইবে না। এজন্য ৫মী তিথি ও আর্দ্রা নক্ষত্র উভয়ই ছাড়িয়া অন্য প্রবাদানুসারে বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া তিথি অবলম্বন করিয়া চিদ্বিলাসের বর্ণনার যত নিকটবর্ত্তী হয়, সেই চেষ্টা করিলাম। অবশ্য যে-সময় আমরা নিরূপণ করিতেছি, তাহাতেও যে, তাঁহার কথিত ৫টী গ্রহই তুঙ্গ হইয়াছে, তাহাও নহে। আমরা, যে কোষ্ঠী প্রস্তুত করিতেছি, তাহাতে ৪টী মাত্র গ্রহ তুঙ্গী হইয়াছে।

উক্ত সময়ে ৫টী গ্রহ তুঙ্গী পাওয়া অসম্ভব। তবে এ কথায়, একটী বক্তব্য এই যে, আমাদের শুক্র মেষের ৫ অংশে আসিয়াছে, যদি অপর কোন মতের গণনায় উহা উক্ত ৫ অংশ পিছাইয়া মীনে যায়, তাহা হইলেই ৫টী গ্রহ তুঙ্গ পাওয়া যায়। আর এই ভারতে যত গ্রহ-গণনার পন্থা আছে, তাহাতে যে, এরূপ ৪।৫ অংশ এদিক-ওদিক হইতে পারে না, তাহাও নহে। ফলে, ইহা যতক্ষণ না জানা যায়, ততক্ষণ একেবারে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে একথা নিশ্চিত যে, সূর্য্য-সিদ্ধান্তের গণনা, এবং আর্য্য-ভট্টের মতে গণনা যে এক নহে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। আমাদের গণনা অবশ্যই সূর্য্য-সিদ্ধান্ত মতে; এবং চিদ্বিলাসের গণনা বোধ হয়, আর্য্যভট্টের মতে; কারণ দক্ষিণ দেশে আর্য্যভট্টের মতই সে সময় প্রচলিত ছিল। যাহা হউক, আমরা উক্ত সমুদায় কারণে চিদ্বিলাসের বর্ণনা অনুসারে ৬০৪ হইতে ৬১০ শকাব্দের মধ্যে বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে আচার্য্যের জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছি। মাধবের মতে মঙ্গল তুঙ্গী হওয়া চাই, কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে রবি, বৃহস্পতি ও শনিকে তুঙ্গ রাখিয়া কোনরূপে মঙ্গলকে তুঙ্গ রাখা যায় না। আর এই তুঙ্গভাব কেবল ৬০৮ শকাব্দেই পাওয়া যায়। ৬০৪, ৬০৫, ৬০৬, ৬০৭, ৬০৯, ও ৬১০ শকাব্দাতে পাওয়া যায় না। সুতরাং ৬০৮ শকাব্দেই বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে শঙ্করের কোষ্ঠী প্রস্তুত করা যাউক।

রামানুজ সম্বন্ধেও যথেষ্ট বিপদ। কোন মতে ৯৩৮ শকাব্দ, কোন মতে ৯৬৯ শকাব্দ এবং কোন মতে ৯৪০ শকাব্দ। এখন উক্ত মত তিনটীর মধ্যে দুই মতে চৈত্র মাসে শুক্লা ৫মী তিথি ও চন্দ্রের আর্দ্রা নক্ষত্রে স্থিতি কথিত হইয়াছে এবং এক মতে নক্ষত্র কথিত না হইয়া

শুক্লা ৭মী তিথি কথিত হইযাছে। ইহা একটী বিষম গোলযোগের কারণ। চৈত্রমাসে শুক্লা ৫মীতে আর্দ্রা নক্ষত্র কোন বৎসরেই কোনমতেই হইতে পারে না, ইহা এক প্রকার অসম্ভব। মলমাস ধরিয়া মেষে রবি আনিয়াও তাহা ঘটে না। বস্তুতঃ আমি উক্ত তিন শকেরই উক্ত ৫মী তিথি ধরিয়া রবি ও চন্দ্রের স্ফুট সাধন করিয়া দেখিয়াছি, শুক্লা ৫মী তিথিতে চৈত্রমাসে আর্দ্রা নক্ষত্র কোনমতেই হইতে পারে না। সুতরাং আর্দ্রা নক্ষত্রের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চৈত্র শুক্লা ৫মী তিথির পক্ষই গ্রহণ করিয়াছি। যদি সপ্তমী তিথি গ্রহণ করি, তাহা হইলে আর্দ্রা নক্ষত্র পাওয়া সম্ভব, কিন্তু তাহা হইলে চন্দ্র ব্যয়-ভাবস্থ ও তুঙ্গ স্থানচ্যুত হওয়ায় রামানুজের জীবনানুকূল জন্মপত্রিকা হয় না। সুতরাং আর্দ্রা নক্ষত্র ছাড়িয়া শুক্লা ৫মী তিথি এবং আয়ভাবস্থ তুঙ্গ চন্দ্রপক্ষই গ্রহণ করিলাম।

শকাব্দ সম্বন্ধে যাহাতে রবি মেষস্থ, বা মেষের নিকটস্থ হয়, তাহারই চেষ্টা করিয়াছি। মীন রাশিতে রবি থাকা অপেক্ষা মেষ রাশিতে থাকায় বলাধিক্য ঘটে, এজন্য রবি মেষ রাশিতেই অবস্থিত, এইরূপ বিবেচনা করিতেছি। ৬০৮ শকাব্দ গ্রহণ করিয়া শঙ্করকে যেমন মহৎ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি, ৯৪০ শকাব্দাতে রামানুজকেও সেইরূপ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ৯৪০ শকাব্দে বৃহস্পতি তুঙ্গী হয় বলিয়া ৯৩৮ বা ৯৩৯ পরিত্যক্ত হইবার আর একটী কারণ। আচার্য্য শঙ্করেরও বৃহস্পতি তুঙ্গী, সুতরাং আচার্য্য রামানুজেরও যাহাতে তাহা হয়, তাহাই গ্রহণ করা উচিত বিবেচনা করি। বস্তুতঃ আচার্য্য রামানুজও শঙ্করের ন্যায়ই অবতার-কল্প ব্যক্তি। এজন্য উভয়েই যথাসম্ভব মহদ্ ব্যক্তি বলিয়া যাহাতে প্রমাণিত হন, তদনুকূল সময় গ্রহণ করিয়া তদনুসারে জন্ম পত্রিকা প্রস্তুত হইল। রামানুজের

জন্মবার অনেকেই দিয়াছেন, কিন্তু কাহারও কথা ঠিক নহে বোধ হয়। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি কোনমতে "বার" মিলে না।

সুতরাং শঙ্করের ৬০৮ শকাব্দ বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া এবং রামানুজের ৯৪০ শকাব্দ চৈত্র শুক্লা ৫মীতে যেরূপ জন্ম পত্রিকা হয় পর পৃষ্ঠায় তাহাই প্রদান করিলাম।

কিন্তু এস্থলে রামানুজের জন্মাব্দ সম্বন্ধে একটী কথা আছে। যদিও আমরা বৃহস্পতি তুঙ্গ হইবে বলিয়া তাঁহার ৯৩৮ ও ৯৩৯ জন্মাব্দদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া ৯৪০ শকাব্দ গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু তথাপি উহা প্রকৃত প্রস্তাবে ৯৪১ শকাব্দ হইয়া পড়িয়াছে। কারণ কল্যব্দ চৈত্র পূর্ণিমায় এবং শকাব্দ সৌর বৈশাখ মাস হইতে আরম্ভ হয়। ৯৪০ শকাব্দে মলমাস হওয়ায় সৌর বৈশাখ মাসে চৈত্র পূর্ণিমা ঘটে। যাহা হউক, যে জীবনীকার রামানুজের জন্মকাল ৯৪০ শকাব্দ ও চৈত্র মাস লিখিয়াছেন তিনি যদি চান্দ্র চৈত্র মাস মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার কথার অন্যথা করি নাই।

এইবার লগ্ন নিরূপণ করিতে হইবে। প্রথমতঃ ফলের ঐক্য হইবে বলিয়া এবং দ্বিতীয়তঃ প্রপন্নামৃতের মতে রামানুজের কর্কট লগ্নে জন্ম এবং চিদ্বিলাসের মতে শঙ্করের মধ্যাহ্নে জন্ম কথিত হইয়াছে। বলিয়া

---

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের জন্মপত্রিকা।

শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত কল্যব্দ অনুসারে গণিত হয়। বরাহ মিহির লিখিয়াছেন নবশৈলেন্দু রামাঢ্যাঃ শকাব্দাঃ কলিবৎসরাঃ। সুতরাং ৬০৮ শকাব্দায় ৩১৭৯ যোগ করিলে ৩৭৮৭ কল্যব্দ হইল। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-যুগপরিমাণ বৎসর একত্র করিলে ১৯৫৫৮৮০০০০ বর্ষ হয়। ইহার পর কলি আরম্ভ। সুতরাং উহাতে শঙ্করের কল্যব্দ যোগ

আমরা উভয়েরই কর্কট লগ্ন স্থির করিলাম। লগ্নস্ফুট সম্বন্ধে শঙ্করের ১৫ অংশ ধরা গেল; কারণ তাঁহার অষ্টমে রাহুকে রাখা প্রয়োজন। রামানুজের উহা ৭ অংশ ধরা হইল; কারণ, তাহা হইলে তাঁহার দশমে বুধ, মঙ্গল ও লগ্নে বৃহস্পতি পাওয়া যাইবে। ইহা না হইলে মঙ্গল, বুধ নবমে ও বৃহস্পতি দ্বাদশে আসিয়া পড়িবে এবং তজ্জন্য তাঁহার জীবনের সহিত ইহার ফলের ঐক্য হইতে পারিবে না।

---

করিলে ১৯৫৫৮৮৩৭৮৭ হয়। অর্থাৎ সত্যযুগ হইতে উক্ত পরিমাণ বৎসরের পর শঙ্করের জন্ম হয়।

এইবার উহাকে সাবন দিনে পরিণত করিতে হইবে। যথা;—

১৯৫৫৮৮৩৭৮৭ × ১২ = ২৩৪৭০৬০৫৪৪৪ সৌর মাস।

এখন ১ চতুর্যুগের ৫১৮৪০০০০ সৌর মাসে যদি ১৫৯৩৩৩৬ অধিমাস হয়, তাহা হইলে ২৩৪৭০৬০৫৪৪৪ সৌরমাসে কত অধিমাস হইবে?

$$= \frac{২৩৪৭০৬০৫৪৪৪ \times ১৫৯৩৩৩৬}{৫১৮৪০০০০} = ৭২,১৩,৮৪,২৭০$$ অধিমাস হইল। ইহা পূর্ব্বোক্ত সৌর মাসে যোগ করিলে অর্থাৎ

২৩৪৭০৬০৫৪৪৪ সৌরমাস।<br>
+ ৭২১৩৮৪২৭০ অধিমাস।<br>
২৪,১৯,১৯,৮৯,৭১৪ চন্দ্র মাস। ইহাকে ৩০ দিয়া গুণ করিয়া চান্দ্র দিন কর।<br>
× ৩০<br>
৭২,৫৭,৫৯,৬৯,১৪২০ = চান্দ্রদিন। ইহাতে শুক্ল.তৃতীয়ার জন্য ২তিথি ও বৈশাখ মাস বলিয়া ৩০ দিন যোগ কর। কারণ চৈত্র পূর্ণিমা হইতে বৎসর আরম্ভ হয়।<br>
+ ৩০<br>
+ ২<br>
৭২৫৭৫৯,৬৯,১৪৫২ = ইহাই শঙ্করের চান্দ্রদিন হইল।

এখন এক চতুর্যুগে ১৬০৩০০০০৮০, চান্দ্রদিনে যদি ২৫০৮২২৫২ তিথিক্ষয় হয় ত ৭২৫৭৫৯৬৯১৪৫২ চান্দ্র দিনে কত তিথিক্ষয় হইবে?

$$= \frac{৭২৫৭৫৯৬৯১৪৫২ \times ২৫০৮২২৫২}{১৬০৩০০০০৮০} = ১১৩৫৬০১১৫৮০$$ তিথিক্ষয় হইল।

যাহা হউক, এক্ষণে দেখা আবশ্যক যে, এই কোষ্ঠীদ্বয় আচার্য্যদ্বয়ের কোষ্ঠী হইতে পারে কিনা। যদি হয়, তাহা হইলে এতদনুসারে আচার্য্যদ্বয় সম্বন্ধে পূর্ব্ব প্রস্তাবিত ফল তিনটী পাওয়া যাইবে। ইহা যদি আচার্য্যদ্বয়ের কোষ্ঠী না হয়, তাহা হইলে, এতদবলম্বনে তুলনা করিয়া ফল কি ? কিন্তু কার্য্যটী এতই গুরুতর ও ইহা গ্রন্থের স্থান এতই অধিকার করিবে যে, সবিস্তারে এ বিষয় আলোচনা করা এ পুস্তকে অসম্ভব। অগত্যা সংক্ষেপেই আমরা এই দুইটী বিষয় বিচার করিব।

---

এখন উক্ত তিথিক্ষয়, চান্দ্রদিন হইতে অন্তর করিলে সাবনদিন বা অহর্গণ হইবে ;—

৭২৫৭৫৯৬৯১৪৫২ চান্দ্রদিন।
—১১৩৫৬০১১৫৮০ তিথিক্ষয়।
৭১৪৪০৬৭৯৮৭২ অহর্গণ হইল। ইহাকে ৭ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট ১ থাকে। সুতরাং শঙ্করের জন্মবার রবিবার হইল।

এইবার উক্ত অহর্গণ হইতে গ্রহগণের মধ্য আনিতে হইবে যথা ;— এক চতুর্যুগের ১৫৭৭৯১৭৮২৮ সাবন দিনে যদি সূর্য্য ৪৩২০০০০ বার জ্যোতিশ্চক্র পরিভ্রমণ করেন, তাহা হইলে শঙ্করের জন্মদিন =৭১৪৪০৩৬৭৯৮৭২ দিনে কত রবি-মধ্য অর্থাৎ রবি ভ্রমণ করিবে ?

$$\frac{৭১৪৪০৩৬৭৯৮৭২ \times ৪৩২০০০০}{১৫৭৭৯১৭৮২৮} = ১৯৫৫৮৮৩৭৮৭ \text{ ভগণ}$$

এবং ৪৩,৫৮,৫৩,৬৪ ভাগাবশিষ্ট হইল। উক্ত ভাগাবশিষ্টকে ১২ রাশি দিয়া গুণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ভাজক দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল ০ রাশি এবং ভাগাবশিষ্ট ৫২,৩০,২৪,৩৬৮ হয়। এই ভাগাবশিষ্টকে আবার ৩০ দিয়া গুণ করিয়া উক্ত ভাজক দিয়া ভাগ করিলে ৯ অংশ ভাগফল এবং ১৪,৮৯,৪৭,০৫,৮৮ ভাগাবশিষ্ট হয়। এই ভাগাবশিষ্টকে আবার ৬০ দিয়া গুণ করিয়া উক্ত ভাজক দিয়া ভাগ করিলে ৫৬ কলা ও ভাগাবশিষ্ট ১০০৪,৮৩৬,৯১২ হয়। এই ভাগাবশিষ্টকে আবার

মেষ
জন্ম-কুণ্ডলী
শ্রী
শ্রীশঙ্করাচার্য্য
৬০৮
শকাব্দ
মেষ
জন্ম-কুণ্ডলী
শ্রী
শ্রীরামানুজাচার্য্য
৯৪১
শকাব্দ

যাহা হউক, এক্ষণে দেখা আবশ্যক যে, এই কোষ্ঠীদ্বয় আচার্য্যদ্বয়ের কোষ্ঠী হইতে পারে কিনা। যদি হয়, তাহা হইলে এতদনুসারে আচার্য্যদ্বয় সম্বন্ধে পূর্ব্ব প্রস্তাবিত ফল তিনটী পাওয়া যাইবে। ইহা যদি আচার্য্যদ্বয়ের কোষ্ঠী না হয়, তাহা হইলে, এতদবলম্বনে তুলনা করিয়া ফল কি? কিন্তু কার্য্যটী এতই গুরুতর ও ইহা গ্রন্থের স্থান এতই অধিকার করিবে যে, সবিস্তারে এ বিষয় আলোচনা করা এ পুস্তকে অসম্ভব। অগত্যা সংক্ষেপেই আমরা এই দুইটী বিষয় বিচার করিব।

---

এখন উক্ত তিথিক্ষয়, চান্দ্রদিন হইতে অন্তর করিলে সাবনদিন বা অহর্গণ হইবে ;—

৭২৫৭৫৯৬৯১৪৫২ চান্দ্রদিন।
—১১৩৫৬০১১৫৮০ তিথিক্ষয়।
৭১৪৪০৬৭৯৮৭২ অহর্গণ হইল। ইহাকে ৭ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট ১ থাকে। সুতরাং শঙ্করের জন্মবার রবিবার হইল।

এইবার উক্ত অহর্গণ হইতে গ্রহগণের মধ্য আনিতে হইবে যথা ;— এক চতুর্যুগের ১৫৭৭৯১৭৮২৮ সাবন দিনে যদি সূর্য্য ৪৩২০০০০ বার জ্যোতিশ্চক্র পরিভ্রমণ করেন, তাহা হইলে শঙ্করের জন্মদিন =৭১৪৪০৩৬৭৯৮৭২ দিনে কত রবি-মধ্য অর্থাৎ রবি ভ্রমণ করিবে?

৭১৪৪০৩৬৭৯৮৭২ × ৪৩২০০০০ / ১৫৭৭৯১৭৮২৮ = ১৯৫৫৮৮৩৭৮৭ ভগণ

এবং ৪৩,৫৮,৫৩,৬৪ ভাগাবশিষ্ট হইল। উক্ত ভাগাবশিষ্টকে ১২ রাশি দিয়া গুণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ভাজক দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল ০ রাশি এবং ভাগাবশিষ্ট ৫২,৩০,২৪,৩৬৮ হয়। এই ভাগাবশিষ্টকে আবার ৩০ দিয়া গুণ করিয়া উক্ত ভাজক দিয়া ভাগ করিলে ৯ অংশ ভাগফল এবং ১৪,৮৯,৪৭,০৫,৮৮ ভাগাবশিষ্ট হয়। এই ভাগাবশিষ্টকে আবার ৬০ দিয়া গুণ করিয়া উক্ত ভাজক দিয়া ভাগ করিলে ৫৬ কলা ও ভাগাবশিষ্ট ১০০৪,৮৩৬,৯১২ হয়। এই ভাগাবশিষ্টকে আবার

জন্ম-কুণ্ডলী
শ্রী
শ্রীশঙ্করাচার্য্য
৬০৮
শকাব্দ
জন্ম-কুণ্ডলী
শ্রী
শ্রীরামানুজাচার্য্য
৯৪১
শকাব্দ

প্রথম, আচার্য্যদ্বয়ের যে কোষ্ঠী হইয়াছে, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, ইহা তাঁহাদের জীবনের প্রধান অধিকাংশ ঘটনার সহিত ঐক্য হয়। যে গুলি ঐক্য হয়, নিম্নে তাহার মধ্যে প্রধান কয়েকটীর একটী তালিকা করিয়া দিলাম।

১। বিদ্যাবুদ্ধি ও মন্ত্রসিদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে, এ কোষ্ঠীদ্বয় তাঁহাদের জীবনের সহিত ঐক্য হয়। এ দুইটী উভয়েরই অত্যন্ত অসামান্য হইবার কথা। শঙ্করের সহিত তাঁহার গুরুদেবের ব্যবহার, শঙ্করকে শিক্ষা দিয়া তাঁহার দেহত্যাগ এবং রামানুজের গুরুগণের সহিত রামানুজের ব্যবহার ও বহুসংখ্যক গুরুকরণ তাঁহার এ কোষ্ঠী হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয়।

---

৬০ দিয়া গুণ করিয়া উক্ত ভাজক দিয়া ভাগ করিলে ৩৮ বিকলা ও ৩২৯৩৩৭২৫৬ ভাগাবশিষ্ট থাকে। আমাদের বিকলা পর্য্যন্তই যথেষ্ট; সুতরাং ভাগাবশিষ্ট ত্যাগ করা হইল। এখন ভগণ বাদ দিয়া রাশি, অংশ, কলা ও বিকলা লইলেই রবির মধ্য বাহির করা হইল। পরন্তু রবির যাহা মধ্য, বুধ ও শুক্রেরও তাহাই মধ্য সুতরাং জানা গেল—

রবি, বুধ ও শুক্রের মধ্য = ০।৯।৫৬।৩৮।—ঐরূপ

মঙ্গলের মধ্য যথা ;— $\frac{\text{অহর্গণ} \times \text{২২৯৬৮৩২}}{\text{চতুর্যুগ সাবন দিন}}$ = ভগণ বাদে ৫।১৭।১১।৮ রশ্যাদি হইল।

চন্দ্র মধ্য যথা ;— $\frac{\text{অহর্গণ} \times \text{৫৭৭৫৩৩৩৬}}{\text{চতুর্যুগ সাঃ দিন}}$ = ঐ　১।১৩।১৩।২৯　,,।

বৃহস্পতি মধ্য যথা ;— $\frac{\text{অহর্গণ} \times \text{৩৬৪২২০}}{\text{চতুর্যুগ সাঃ দিন}}$ = ঐ　৩।১২।৩৬।০　,,।

শনি মধ্য মথা ;— $\frac{\text{অহর্গণ} \times \text{১৪৬৫৬৮}}{\text{চতুর্যুগ সাঃ দিন}}$ = ঐ　৫।২৪।৪৫।১৯　,,।

রাহু মধ্য যথা ;— $\frac{\text{অহর্গণ} \times \text{২৩২২৩৮}}{\text{চতুর্যুগ সাঃ দিন}}$ = ঐ　১।০।৫৮।৩৬　,,।

২। শঙ্করের বৃদ্ধা মাতাকে ত্যাগ করিয়া এবং রামানুজের পত্নী ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ, উভয়ই কোষ্ঠী হইতে জানা যায়। শঙ্কর পরে মাতৃ-হিতকারী এবং রামানুজ, নিজ স্ত্রী সম্বন্ধে তদ্রূপ কোন হিত করেন নাই, তাহারও যোগ আছে।

৩। রামানুজের দীর্ঘায়ু ও শঙ্করের অল্পায়ু, ইহাও এ কোষ্ঠী দেখিয়া বলা যায়।

---

ইহার পর গ্রহগণের শীঘ্রোচ্চ বাহির করিতে হইবে। ইহা কেবল বুধও শুক্রের আছে, যথা ;—

বুধ শীঘ্রোচ্চ যথা ;— $\frac{\text{অহর্গণ} \times ১৭৯৩৭০৬০}{\text{চতুর্যুগ সাঃ দিন}}$ = ভগণবাদে ১।৮।২৮।২৩।

শুক্রের শীঘ্রোচ্চ যথা ;— $\frac{\text{অহর্গণ} \times ৭০২২৩৭৬}{\text{চতুর্যুগ সাঃ দিন}}$ = ঐ ০।০।৫৯।২৫।

এইবার গ্রহগণের মন্দোচ্চ আনয়ন করা প্রয়োজন, যথা ;—এক চতুর্যুগের ১৫৭৭৯১৭৮২৮ সাবন দিনে যদি চন্দ্রোচ্চ ৪৮৮২০৩ বার ভ্রমণ করে, তাহা হইলে শঙ্করের সাবন দিনে কত চন্দোচ্চ হইবে ?

চন্দ্রের মন্দোচ্চ ;— $\frac{\text{অহর্গণ} \times ৪৮৮২০৩}{\text{চতুযু গ সাঃ দিন}}$ = ভগণ বাদে = ২।১৯।৫১।১৩।

এক কল্পের ৪৩২০০০০,০০০ সৌর বর্ষে যদি রবির মন্দোচ্চ ৩৮৭ বার ভ্রমণ করে, তাহা হইলে যুগপ্রারম্ভ হইতে শঙ্করের জন্মাব্দে কত ?

এবার অহর্গণ-সংখ্যা নিষ্প্রয়োজন, বর্ষসংখ্যাদ্বারাই কার্য্য হইবে।

রবি মন্দোচ্চ যথা ;— $\frac{১৯৫৫৮৮৩৭৮৭ \times ৩৮৭}{৪৩২০০০০০০০}$ = ভগণ বাদে = ২।১৭।১৫।৭

মঙ্গল মন্দোচ্চ যথা ;— $\frac{\text{বর্ষ সংখ্যা} \times ২০৪}{\text{সৌর বর্ষ}}$ = ঐ = ৪।১০।১।০

বুধ মন্দোচ্চ যথা ;— $\frac{\text{বর্ষ সংখ্যা} \times ৩৬৮}{\text{সৌর বর্ষ}}$ = ঐ = ৭।১০।২৬।১২

৪। শঙ্করের ৮ বৎসরে মৃত্যু-সম্ভাবনার যোগ পাওয়া গিয়াছে। এই সময়েই তাঁহাকে কুম্ভীরে ধরে। অভিনবগুপ্ত শঙ্কর-শরীরে ভগন্দর রোগ উৎপাদন করিয়াছিল শুনা যায়, এ কোষ্ঠীতেও আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার ঐ রোগ হওয়া উচিত। রামানুজ নীরোগ ছিলেন এবং তাঁহাকে বিষ প্রয়োগ করা হয়, তাহা তাঁহার কোষ্ঠী বলিয়া দেয়।

৫। উভয়ের অদ্বিতীয় বাগ্মীত্ব, বেদান্ত-শাস্ত্র-পারদর্শীতা, বিখ্যাত-কীর্ত্তিশালিত্ব, ও তর্কযুক্তি-পরায়ণতা এবং সর্ব্বত্র অজেয়ত্ব, এ কোষ্ঠীদ্বয় সমর্থন করিবে।

---

বৃহস্পতি মন্দোচ্চ যথা ;— $\frac{\text{বর্ষ সংখ্যা} \times ৯০০}{\text{সৌর বর্ষ}}$ = ভগণ বাদে = ৫।২১।১৭।৩

শুক্র মন্দোচ্চ যথা ;— $\frac{\text{বর্ষ সংখ্যা} \times ৫৩৫}{\text{সৌর বর্ষ}}$ = ঐ = ২।২৯।৪৯।৮

শনি মন্দোচ্চ যথা ;— $\frac{\text{বর্ষ সংখ্যা} \times ৩৯}{\text{সৌর বর্ষ}}$ = ঐ = ৭।২৬।৩৭।২০

সুতরাং সকলের নিষ্কর্ষ হইল এই ;—

| গ্রহ | মধ্য | মন্দোচ্চ | শীঘ্রোচ্চ |
|---|---|---|---|
| রবি | ০।৯।৫৬।৩৮ | ২।১৭।১৫।৭ | ০।০ |
| চন্দ্র | ১।১৩।১৩।২৯ | ২।১৯।৫১।১৩ | ০।০।০ |
| মঙ্গল | ৫।১৭।১১।৮ | ৪।১০।১।০ | ০।৯।৫৬।৩৮ |
| বুধ | ০।৯।৫৬।৩৮ | ৭।১০।২৬।১২ | ১।৮।২৮।২৩ |
| বৃহস্পতি | ৩।১২।৩৬।০ | ৫।২১।১৭।৩ | ০।৯।৫৬।৩৮ |
| শুক্র | ০।৯।৫৬।৩৮ | ২।১৯।৪৯।৮ | ০।০।৫৯।২৫ |
| শনি | ৫।২৪।৪৫।১৯ | ৭।২৬।৩৭।২০ | ০।৯।৫৬।৩৮ |
| রাহু | ১।০।৫৮।৩৬ | ০।০।০ | ০।০।০ |

অতঃপর স্ফুট আনয়ন করিতে হইবে। এই স্ফুট আনয়নে আমি আর সূর্য্যসিদ্ধান্তের প্রক্রিয়া লইলাম না, সিদ্ধান্তরহস্যের খণ্ডা ব্যবহার করিলাম, ইহাতে ফলের কোন পার্থক্য হইবে না ; অধিকন্তু সহজসাধ্য। দেশান্তর প্রভৃতি কয়েকটী ক্রিয়া ফলে অংশকে অন্যথা করিতে পারে না;

৬। শঙ্কর গৃহত্যাগ করিয়াও নিজে মঠ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করেন এবং রামানুজ পরের মঠের অধ্যক্ষ হইবেন, তাহাও এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যায়।

৭। তপশ্চরণ, ভ্রমণ ও সন্ন্যাস-গ্রহণ ইহাও এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হয়।

৮। শঙ্করের আকুমার ব্রহ্মচর্য্য ও রামানুজের কিঞ্চিৎ সাংসারিক জীবন, তাহাও এ কোষ্ঠী হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়।

৯। শঙ্করের প্রতি জ্ঞাতিগণের শত্রুতা এবং রামানুজের প্রতি তদ্বিপরীত ভাব, এ কোষ্ঠীতে তাহারও ইঙ্গিত আছে।

১০। এ কোষ্ঠী শঙ্করের বাল্যে ও রামানুজের যৌবনে পিতৃবিয়োগ প্রমাণিত করে।

---

সুতরাং তাহাও পরিত্যক্ত হইল। আমাদের অংশ পর্য্যন্ত ঠিক হইলেই যথেষ্ট।

রবিস্ফুট। রবিমধ্য = ০।৯।৫৬।৩৮, রবিমন্দোচ্চ = ২।১৭।১৫।৭

০।৯।৫৬।৩৮ রবিমধ্য
—২৯।৩৪ মধ্যাহ্নকালের জন্য অর্দ্ধদিনের গতি বিযুক্ত হইল।
০। ৯।২৭। ৪ রবির তাৎকালিক মধ্য।
—২।১৭।১৫। ৭ রবির মন্দোচ্চ বিযুক্ত হইল।
৯।২২।১১।৫৭ মন্দকেন্দ্র। ৯।২২ = ২৯২ = অংশ। এখন সিদ্ধান্তরহস্য খণ্ডানুসারে

২৯২ অংশে = ২৫৬।১৩ কলা বিকলা হয় এবং
২৯৩ ,, = ২৫৫।২৫
সুতরাং এক অংশে = —০।৪৮ বিকলা হয়।

এখন ১১।৫৭ = $\frac{১}{৫}$ ধরা যাউক। উক্ত ৪৮ বিকলার $\frac{১}{৫}$ = ১০ বিকলা ধরা যাউক। এখন ২৫৬।১৩ হইতে ১০ বিকলা বিযুক্ত করিলে ২৫৬।৩ ভুজফল হইল, ইহা হইতে ১৩৫ কলা বাদদিলে ১২১।৩ অর্থাৎ ০।২।১।৩ অংশাদি ফল হইল।

এক্ষণে রবিমধ্য ০। ৯।২৭।৪ হইতে উক্ত ভুজফল সংস্কার করিলে
০। ২। ১।৩
০।১১।২৮।৭ রবিস্ফুট হইল।

আমি এ কোষ্ঠী লইয়া ভারতের অনেক গণ্য-মান্য পণ্ডিতকে দেখাইয়াছি, আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহারা প্রায় সকলেই এক বাক্যে উক্ত কথা গুলি সমর্থন করিয়াছেন। কেবল একজন ব্যক্তি, দুই একটী বিষয়ে একটু অন্য-মত হইয়াছিলেন। ভারত-গৌরব কাশীর ৺বাপুদেব শাস্ত্রীর পৌত্র শ্রীযুক্ত যদুনাথ শাস্ত্রী মহাশয়, ভৃগু সংহিতা, গ্রহ-সংবাদ প্রভৃতি কতকগুলি অমুদ্রিত প্রাচীন পুস্তক হইতে শ্লোক উদ্ধার পূর্ব্বক এরূপ ফল মিলাইয়াছিলেন যে, বাস্তবিকই তিনি আমাকে বিস্মিত

---

বীজানয়ন—( নবশৈলেন্দু রামাঢ্যাঃ শকাব্দাঃ কলিবৎসরাঃ )

৩১৭৯+৬০৮=৩৭৮৭ কল্যব্দ ÷ ৩০০০ = ১।১২।২৪।২৪ বীজ হইল ;

চন্দ্র-কেন্দ্রে উহার একগুণ অর্থাৎ ১।১২।২৪।২৪ যোগ করিতে হইবে।

শনির মধ্যে উহার তিন গুণ অর্থাৎ ৩।৩৭।১৩।১২ যোগ করিতে হইবে।

বুধোচ্চো উহার চারি গুণ অর্থাৎ ৪।৪৯।৩৭।৩৬ যোগ করিতে হইবে।

বৃহস্পতিমধ্যে উহার দুই গুণ অর্থাৎ ২,২৪।৪৮।৪৮ বিয়োগ করিতে হইবে।

শুক্রোচ্চে উহার তিন গুণ অর্থাৎ ৩।৩৭।১৩।১২ বিয়োগ করিতে হইবে।

চন্দ্রস্ফুট। চন্দ্রমধ্য ১।১৩।১৩।২৯ ; চন্দ্র মন্দোচ্চ ২।১৯।৫১।১৩

১।১৩।১৩।২৯=চন্দ্রমধ্য।

—২।১৯।৫১।১৩=চন্দ্র মন্দোচ্চ বাদ দাও।

১০।২৩।২২।১৬=চন্দ্রকেন্দ্র।

—০। ৬।৩১।৫৬= { মধ্যাহ্নকালের জন্য অর্দ্ধদিনের গতি বিযুক্ত হইল। ইহা চন্দ্রকেন্দ্রের মধ্য-খণ্ডার একদিনের অর্দ্ধ।

১০।১৬।৫০।২০=তৎকালিক চন্দ্রকেন্দ্র।

+০। ১।১২।২৪=বীজাংশ।

+০। ০। ৯।২৯= { ভুজান্তর, রবির মন্দকেন্দ্রফলের ২৭ ভাগের একভাগ। অর্থাৎ রবিমন্দকেন্দ্র ফল ২৫৬।১৩÷২৭=৯।২৯ কলা বিকলা।

১০।১৮।১২।১৩=এখন ইহার ফল বাহির কর।

করিয়াছিলেন। আমার গণনা তিনি সমর্থন করিয়া কতিপয় নূতন বিষয় বলিয়া দেন; আমি তাহা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলাম। বিস্তার ভয়ে তাঁহার বিচার-প্রণালী ও প্রমাণ সমূহ পরিত্যাগ করিলাম।

এক্ষণে কোষ্ঠী-গণনা দ্বারা কি লাভ হইল দেখিতে হইবে। প্রথম, উভয়ের তুলনা-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যাউক। গ্রহের ভাব ও বলাবল সমস্ত বিচার করিয়া কোষ্ঠী তুলনা করা যে, কতদূর দুরূহ কর্ম্ম, তাহা অভিজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন। দুঃখের বিষয় আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতাতেও যতটুকু হইতে পারিত, তাহাও গ্রন্থ-বিস্তার ভয়ে এস্থলে লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম না। তবে যাহা নিতান্ত স্থূল কথা, তাহারই কয়েকটী নিয়ে তালিকাকারে লিপিবদ্ধ করিলাম। যথা;—

১। আচার্য্যদ্বয়ের পক্ষে বৃহস্পতি যাহাতে নিতান্ত শুভ হইতে

---

এখন ১০।১৮=৩১৮ অংশ, সিদ্ধান্ত-রহস্য খণ্ডা মতে ৩১৮=৫০৬।০ এবং
৩১৯=৫০২।৭ বিযুক্ত করিলে
এক অংশে—৩।৫৩ কলাবিকলা হইল।

এক্ষণে ১২।১৩কে $\frac{১}{৪}$ ধর। ৩।৫৩ × $\frac{১}{৪}$ = ৪৭ বিকলা হয়। ৫০৬। ০ কলা হইতে উক্ত
—০।৪৭ কলাবিকলা বাদ
দিলে ৫০৫।১৩ কলাবিকলা হয়।

উহা হইতে খণ্ডার নিয়মানুসারে ৩০৮। ০ কলা বাদ দিলে
১৯৭।১৩ কলাবিকলা হয়।

অর্থাৎ ১০।১৮।১২।১৩তে ৩।১৭।১৩ অংশ কলাবিকলা ফল হইল।

এক্ষণে ১।১৩।১৩।২৯ চন্দ্র মধ্য। ইহা হইতে চন্দ্রের মধ্যখণ্ডার
—৬।৩৫।১৭ এক দিনের অর্দ্ধ বিযুক্ত করিলে
১।৬।৩৮।১২=তাৎকালিক মধ্য হয়। উহাতে
+০। ০। ৯।২৯=উক্ত ভুজান্তর সংস্কার ও
+০। ৩।১৭।১৩=ভুজফল যোগ করিলে
১।১০। ৪।৫৪=চন্দ্রস্ফুট হইল।

পারে, তদবলম্বনে বৎসর ঠিক করিয়াও যখন গণিতদ্বারা বৃহস্পতির স্ফুট বাহির করিলাম, তখন দেখা গেল, উভয়েরই পক্ষে বৃহস্পতি, তাঁহার যথাসম্ভব ক্ষমতা প্রকাশের চূড়ান্ত সীমায় আরোহণ করিতেছেন। কিন্তু শঙ্করের পক্ষে তিনি সেই চূড়ান্ত সীমার মধ্যে আবার সর্ব্বোচ্চ স্থানে উঠিবার ৫টী ধাপযুক্ত একটী সোপানের ৪॥০ ধাপেরও উপর যেন গিয়াছেন, এবং রামানুজের পক্ষে তখনও ৪টী ধাপ বাকী আছে। জ্যোতিষ-শাস্ত্রের মতে, সম্পূর্ণ রূপে বৃহস্পতির এ ভাবটীকে

---

বৃহস্পতিস্ফুট ;—

রবি ও চন্দ্র ভিন্ন মঙ্গলাদি পঞ্চ গ্রহের স্ফুট সাধন একই প্রকার। সুতরাং আমরা এস্থলে কেবল বৃহস্পতিরই স্ফুট-সাধন-প্রক্রিয়াটী প্রদর্শন করিতেছি। বৃহস্পতির উচ্চ ভাব অবলম্বনেই আমরা আচার্য্যদ্বয়ের জন্ম বৎসর নির্ণয় করিয়াছি; সুতরাং অন্যান্য গ্রহ অপেক্ষা ইহারই উপযোগিতা অধিক।

প্রথম তাৎকালিক সাধন ;—

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| মধ্য | ৩।১২।৩৬।০ | শীঘ্রোচ্চ | ০।৯।৫৬।৩৮ | মন্দোচ্চ = ৫।২১।১৭।০ |
| দিনার্দ্ধ বাদ— | ০। ০। ৩।০ | দিনার্দ্ধ বাদ | ০।০।২৯।৩৪ | সূর্য্য সিদ্ধান্ত |
| | ৩।১২।৩৩।০ | শুদ্ধ শীঘ্রোচ্চ | ০।৯।২৭। ৪ | ও সিদ্ধান্ত রহস্যের |
| বীজ বাদ — | ০। ২।২৪।০ | | | সমন্বয়ার্থ যোগ ০।২৪। ০।০ |
| শুদ্ধ মধ্য | ৩।১০। ৯।০ | | | শুদ্ধ মন্দোচ্চ ৬।১৫।১৭।৩ |

এইবার প্রথম ক্রিয়া ;—

| | | | |
|---|---|---|---|
| | মধ্য ৩।১০।৯।০ | ৩ রাশি = ৯০ অংশ, এখন | অবশিষ্ট |
| শীঘ্র বাদ | ০।৯।২৭।৪ | সিদ্ধান্ত রহস্য খণ্ডানুসারে | ৪১।৫৬ |
| শীঘ্র কেন্দ্র | ৩।০।৪১।৫৬ | ৯০ অংশ = ৩৬।৪২ ফল | × —২ |
| ফল | ০।৩৬।৪২। ০। ০ | ৯১ অংশ = ৩৬।৪০ ফল | ১।২৩.৫২ |
| বাদ — | ০। ০। ১।২৩।৫২ | অন্তর—।২ কলা | কলাদি। |

সুতরাং শীঘ্র কেন্দ্র ফল ০।৩৬।৪০।৩৬। ৮ ÷ ২ = ০।১৮।২০।১৮।৪ শীঘ্র কেন্দ্র ফলার্দ্ধ।

লগ্নে পাইয়া জন্ম হইলে জাতকের অবতারত্ব সিদ্ধ হয়। যাহা হউক বৃহস্পতি তত্ত্বজ্ঞান-দাতা, লগ্নে আছেন বলিয়া তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে শঙ্করের পক্ষে তিনি রামানুজ অপেক্ষা অধিক ও শুভ ফলপ্রদ। বস্তুতঃ ৩৪ বৎসরের ভিতর শঙ্করের লিখিত গ্রন্থ সংখ্যা, রামানুজের ১২০ বৎসরের লিখিত গ্রন্থ সংখ্যা অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ।

২। রবি গ্রহটীর দ্বারা জাতকের প্রতিভা ও তেজস্বীতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই রবি উভয় আচার্য্যেরই কর্ম্ম বা কীর্ত্তি ভাবাপন্ন; সুতরাং ইনি উভয়ের কর্ম্ম বা কীর্ত্তি সম্বন্ধে প্রতিভার কারক। তবে বিশেষ এই যে, শঙ্করে উহা চরম ভাবের চরমভূমি হইতে এক পদ মাত্র নামিয়াছেন, কিন্তু রামানুজে উক্ত চরম ভাবের চরমভূমি পাইতে তখন ৯পদ ভূমি বাকী রহিয়াছে। এখন ইহার ফলে উভয়ের কীর্ত্তি-রবির

---

দ্বিতীয় ক্রিয়া ;—

| | | | |
|---|---|---|---|
| মধ্য= | ৩।১০। ৯। ০ | ৯।১৩=২৮৩অংশ | অবশিষ্ট |
| মন্দ বাদ | ৬।১৫ ১৭। ৩ | সিদ্ধান্ত রহস্য খণ্ডানুসারে | ১২।১৫ |
| মন্দ কেন্দ্র= | ৮।২৪।৫১।৫৭ | ২৮০ অংশ=১৬।৫৫ কলাফল | ×—১ |
| শীঘ্র কেন্দ্র ফলার্দ্ধ | | ২৮৪ অংশ=১৬।৫৪ কলাফল | ১২।১৫ |
| যোগ= | ০।১৮।২০।১৮ | অন্তর=—।১ কলা। | বিকলাদি। |
| সংস্কৃত মন্দকেন্দ্র | ৯।১৩।১২।১৫ | | |

এখন ফল=০।১৬।৫৫। ০। ০
বাদ=০। ০। ০।১২।১৫
সুতরাং মন্দ কেন্দ্র ফল ০।১৬।৫৪।৪৭।৪৫

তৃতীয় ক্রিয়া ;—

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ৩।৫=৯৫ অংশ। | ৩৬।৪৫ |
| | | সিদ্ধান্ত-রহস্যের খণ্ডানুসারে | ×—১ |
| শীঘ্র কেন্দ্র= | ৩।০ ।৪১।৫৬ | ৯৫ অংশ=৩৬।৩৩ কলাফল | ৩৬।৪৫ |
| মন্দ কেন্দ্র ফল যোগ= | ০।১৬।৫৪।৪৯ | ৯৬ অংশ=৩৬।৩২ কলাফল | বিকলাদি। |
| যোগফল= | ৩।১৭।৩৬।৪৫ | অন্তর —।১ কলা। | |
| বাদ | —০।১২।০ ।০ | উপরে সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তরহস্যের | |
| | ৩।৫ ।৩৬।৪৫ | ঐক্যজন্য ২৪ অংশের অর্দ্ধ বাদ দাও। | |

অবস্থা দুই প্রকার হইল। শঙ্করে উহা যতদূর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, প্রায় তাহাই করিতেছে, কিন্তু বৃদ্ধের সংসারে ঔদাসীন্যের ন্যায় একটু যেন ঔদাসীন্য মিশ্রিত, এজন্য ফল একটু কম প্রদান করিত। বস্তুতঃ শঙ্কর যে কীর্ত্তি উপার্জ্জন করিয়াছেন, সে কীর্ত্তি-বিষয়ে তিনি উদাসীনই থাকিতেন; সুতরাং যতদূর হইতে পারিত, তাহা তাঁহার হইত না। তিনি এজন্য চেষ্টিত থাকিলে ইহা নিশ্চয়ই অধিক হইত। পক্ষান্তরে রামানুজে উহা যেন যৌবনোন্মুখ বালকের উদ্যমে ভরা। ইহা, যে ফল প্রদানে অক্ষম, ইহা তাহাও দিবার জন্য চেষ্টিত। সুতরাং প্রৌঢ় ও যৌবনোন্মুখ বালকের সামর্থ্যের যে তারতম্য সেইরূপ তারতম্য

---

এখন ৩৬।৩৩ অংশ কলা = ১।৬।৩৩।০ ।০ ফল
বাদ = ০।০।০ ।৩৬।৪৫
সংস্কৃতশীঘ্র কেন্দ্রফল ১।৬।৩২।২৩।১৫

সুতরাং মধ্য = ৩।১০। ৯। ০
মন্দ-কেন্দ্রফল = ০।১৬।৫৪।৪৯
সংস্কৃত শীঘ্র-কেন্দ্রফল ১। ৬।৩২।২৩
৫। ৩।৩৬।১২
বাদ — —২। ০। ০। ০
বৃহস্পতি স্ফুট = ৩। ৩।৩৬।১২ অর্থাৎ কর্কট রাশির ৪ অংশে অবস্থিত।

বৃহস্পতি, কর্কটের ৫অংশে হইলে স্বচ্চস্থ হইত, কিন্তু তাহার আর ২৩ কলা মাত্র বাকী আছে। এইবার কেবল রাহুর স্ফুট বাহির করিলেই স্ফুট সাধনের সকল প্রকারই দেখান হয়। রাহুস্ফুটে মধ্যাহ্নের জন্য দিনার্দ্ধ বাদ দিয়া তাৎকালিক করিয়া, তাহা ১২ রাশি হইতে বাদ দিলেই রাহুর স্ফুট বাহির করা হয় যথা;—

রাহু মধ্য = ১।০।৫৮।৩৬
বাদ দিনার্দ্ধ = ০।০। ১।৪০
১।০।৫৬।৫৬

এখন ১২।০ । ০। ০ হইতে
বাদ ১।০ ।৫৬।৫৬ দিলে
রাহু স্ফুট = ১০।২৯। ৩। ৪ হইল।

ইঁহাদের কীর্ত্তি ও বাগ্মিতার মধ্যে বিদ্যমান থাকিবে। বস্তুতঃ শঙ্করের বৈরাগ্য-প্রধান উপদেশ ও জগতের মিথ্যাত্ব জ্ঞান-প্রচার এবং রামানুজের জগতের সত্যত্ব জ্ঞান-প্রচার ও সন্ন্যাসাদিতে অনুৎসাহ-প্রদান—ইঁহাদের কীর্ত্তির প্রধান অঙ্গ ছিল। তাহার পর, শঙ্করের মতের প্রভাব যদি ধরা যায়, তাহা হইলে তাহা তুলনায় বেশীই প্রমাণিত হইবে।

---

সুতরাং শঙ্করের কোষ্ঠীর সকল গ্রহের স্ফুট হইল ;—

| | | | |
|---|---|---|---|
| রবি= | ০।১১।২৮।৭ | বৃহস্পতি= | ৩।৩।৩৬।১২ |
| চন্দ্র= | ১।১০।৪।৫৪ | শুক্র= | ০।৫।০।২৫ |
| মঙ্গল= | ৪।৭।৫৮।৩৯ বক্রী | শনি= | ৬।৪।৭।১৪ |
| বুধ= | ০।১৫।৩৫।১০ | রাহু= | ১০।২৯।৩।৪ |

---

## শ্রীরামানুজের জন্ম পত্রিকা।

এইবার আমরা আচার্য্য রামানুজের জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি ৯৪০ শকাব্দই আচার্য্যের পক্ষে অনুকূল হয়, সুতরাং আমরা উক্ত শকেই তাঁহার জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করিলাম। আচার্য্য শঙ্করের জন্মপত্রিকা কালে যেরূপে জন্ম পত্রিকা প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে ; সুতরাং এস্থলে আমরা যথাসাধ্য সংক্ষেপে উহা সমাধা করিব। গুণ ও ভাগফল প্রভৃতি পূর্ব্ববৎ প্রদত্ত হইল ; কারণ, যদি কেহ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের গণনার পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে একটু সুবিধাই হইবে।

৯৪০ শকাব্দ=৪১১৯ কল্যব্দ।

সত্য যুগাদি কলির প্রথম পর্য্যন্ত ১৯৫৫৮৮০০০০ বর্ষ হয়।

সুতরাং সত্য যুগ হইতে ১৯৫৫৮৮৪১১৯ বর্ষ পরে রামানুজের জন্ম হয়।

এখন ১৯৫৫৮৮৪১১৯ × ১২ = ২৩৪৭০৬০৯৪২৮ মাস হইল।

তাহার পর $\frac{২৩৪৭০৬০৯৪২৮ \times ১৫৯৩৩৩৬}{৫১৮৪০০০০}$ = ৭২১৩৮৪৩৯৩ অধিমাস।

৩। শনি গ্রহটী তপস্যাকারক। ইহার দৃষ্টি-জন্য উভয়েই কঠোর তপস্বী হইয়াছেন। রামানুজ অপেক্ষা শঙ্করে ইহা অধিক বলী ও তপস্বী বুদ্ধির উপর অধিক ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছেন। জিতেন্দ্রিয়তাও ইহার ফল।

৪। চন্দ্র! ইনি মনের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা; সুতরাং মানসিক ভাবের কর্ত্তা। উভয় আচার্য্যেরই ইহা এক স্থানে এক ভাবাপন্ন। তবে বিশেষ এই যে, শঙ্করে ইনি অধিক বলী রামানুজে ইনি অধিক প্রকাশশীল। ইহার ফলে মানসিক ধর্ম্ম শঙ্করে প্রবলতর; কিন্তু অপ্রকাশ অর্থাৎ সংযত, এবং রামানুজে তত প্রবল নহে; সুতরাং

---

অধিমাস সৌরমাস চান্দ্রমাস

৭২১০৮৪৩৯৩ + ২৩৪৭০৬০৯৪২৮ = ২৪১৯১৯৯৩৮২১ × ৩০ = চান্দ্রদিন =

= ৭২৫৭৫৯৮১৪৬৩০ + ৪ তিথি = ৭২৫৭৫৯৮১৪৬৩৪ তিথি হইল।

তাহার পর $\frac{\text{৭২৫৭৫৯৮১৪৬৩৪} \times \text{২৫০৮২২৫২}}{\text{১৬০৩০০০০৮০}}$ = ১১৩৫৬০১৩৫০৮ তিথিক্ষয়।

চান্দ্রদিন তিথিক্ষয় সাবন

৭২৫৭৫৯৮১৪৬৩৪ − ১১৩৫৬০১৩৫০৮ = ৭১৪৪০৩৮০১১২৬ অহর্গণ।

$\frac{\text{অহর্গণ} \times \text{৪৩২০০০০}}{\text{১৫৭৭৯১৭৮২৮}}$ = ১১|২৮|১২|২৯ ভগণ বাদে রবি বুধ ও শুক্র মধ্য,

$\frac{\text{অহর্গণ} \times \text{৫৭৭৫৩৩৩৬}}{\text{পূর্ব্ববৎ}}$ = ১|১৮|৩৭|৪১ ভগণ বাদে চন্দ্র মধ্য।

$\frac{\text{অহর্গণ} \times \text{২২৯৬৮৩২}}{\text{পূর্ব্ববৎ}}$ = ১১|১৬,৩৭|৫৩ ভগণ বাদে মঙ্গল মধ্য।

$\frac{\text{অহর্গণ} \times \text{৩৬৪২২০}}{\text{পূর্ব্ববৎ}}$ = ৩|৮|২১|৫০ ভগণ বাদে বৃহস্পতি মধ্য।

$\frac{\text{অহর্গণ} \times \text{১৪৬৫৬৮}}{\text{পূর্ব্ববৎ}}$ = ৮|২৯|২৪|১৮ ভগণ বাদে শনি মধ্য।

$\frac{\text{অহর্গণ} \times \text{২৩২২৩৮}}{\text{পূর্ব্ববৎ}}$ = ১১|৫|৩৫|৪৯ ভগণ বাদে রাহু মধ্য।

$\frac{\text{অহর্গণ} \times \text{১৭৯৩৭০৬০}}{\text{পূর্ব্ববৎ}}$ = ৫|১৮|২৪|১৯ ভগণ বাদে বুধ শীঘ্রোচ্চ।

সংযতও নহে। মন অন্ধ, মনের ধর্ম্ম সংকল্প-বিকল্প বা মতান্তরে সংশয়। শঙ্করের কৌপীন পঞ্চকের "সুশান্ত সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্ত" ভাবটী মনে হয়,এস্থলে এই চন্দ্রের ফলের অনুরূপ। পক্ষান্তরে সংযমের অভাবে রামানুজের চন্দ্র, মধ্যে মধ্যে সদুদ্দেশ্যে রামানুজের সহিত তাঁহার গুরু গণেরও মতান্তর ঘটাইত। যথা গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট গৃহীতমন্ত্র সকলের কল্যাণ-মানসে সর্ব্বসমক্ষে তিনি একবার প্রকাশ করেন, এবং মালাধর ও যাদব-প্রকাশের ব্যাখ্যায় একাধিকবার প্রতিবাদ করেন।

৫। মঙ্গল। ইনি সেনাপতি, মানবে বীরত্বের কারক। শঙ্করে ইনি অশুভ ফলদাতা, কিন্তু রামানুজে ইনি অতীব শুভ ভাবাপন্ন। ইনি শঙ্করের মুখ দিয়া জ্ঞাতিগণের উপর শাপ নির্গত করাইয়াছিলেন

---

$$\frac{\text{অহর্গণ} \times ৭০২২৩৭৬}{\text{পূর্ব্ববৎ}} = ৭।১৭।৩৮।৫৭ \text{ ভগণ বাদে শুক্র শীঘ্রোচ্চ।}$$

$$\frac{১৯৫৫৮৮৪১১৯ \times ৩৮৭}{৪৩২০০০০০০০} = ২।১৭।১৫।৪৫ \text{ ভগণ বাদে রবি মন্দোচ্চ।}$$

$$\frac{\text{অহর্গণ} \times ৪৮৮২০৩}{১৫৭৭৯১৭৮২৮} = ৮।২৫।২৮।৩৮ \text{ ভগণ বাদে চন্দ্র মন্দোচ্চ।}$$

$$\frac{১৯৫৫৮৮৪১১৯ \times ২০৪}{৪৩২০০০০০০০} = ৪।১০।১।৪৮ \text{ ভগণ বাদে মঙ্গল মন্দোচ্চ।}$$

$$\frac{১৯৫৫৮৮৪১১৯ \times ৩৬৮}{\text{পূর্ব্ববৎ}} = ৭।১০।২৬।৪৬ \text{ ভগণ বাদে বুধ মন্দোচ্চ।}$$

$$\frac{১৯৫৫৮৮৪১১৯ \times ৯০০}{\text{পূর্ব্ববৎ}} = ৫।২১।১৮।৩২ \text{ ভগণ বাদে বৃহস্পতি মন্দোচ্চ।}$$

$$\frac{১৯৫৫৮৮৪১১৯ \times ৫৩৫}{\text{পূর্ব্ববৎ}} = ২।১৯।৫০।০ \text{ ভগণ বাদে শুক্র মন্দোচ্চ।}$$

$$\frac{১৯৫৫৮৮৪১১৯ \times ৩৯}{\text{পূর্ব্ববৎ}} = ৭।২৬।৩৭।২৪ \text{ ভগণ বাদে শনি মন্দোচ্চ।}$$

এইবার রামানুজের বৃহস্পতির স্ফুটটী বাহির করিয়া দেখা যাউক। কারণ ইহারই উচ্চভাব আশা করিয়া আমরা রামানুজের এই বৎসর জন্মশক নিরূপণ করিয়াছি।

এবং তাঁহাকে কয়েকবার মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিয়াছিলেন। কিন্তু রামানুজের মুখ দিয়া গুরুগণের ব্যাখ্যারও উপর ব্যাখ্যা বাহির করাইয়া তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিয়া ছিলেন।

৬। শুক্র। ইনি কবিত্ব শক্তি ও প্রেম প্রভৃতি হৃদয়ের গলিত ভাবের জনক। রামানুজ অপেক্ষা শঙ্করে ইনি বলবান্ কিন্তু পাদান্তমিত। জ্ঞান ও কীর্ত্তি সম্বন্ধে শঙ্করে ইনি রামানুজ অপেক্ষা শুভ ফলদাতা হইবেন। শঙ্করের জ্যোতিষ বিদ্যা, কবিত্ব এবং কলাবিদ্যা, ভগবানে ভালবাসা ও কবিত্ব পূর্ণস্তোত্রাদি রচনা ইহারই ফল। রামানুজের স্তোত্রাদি নাই।

৭। বুধ। এতদ্বারা প্রত্যুৎপন্নমতি, বাগ্মীতা বিচার্য্য। ইহা রামানুজ অপেক্ষা শঙ্করে শুভ ফলপ্রদ।

---

বৃহস্পতিস্ফুট ;—

মধ্য ৩।৮।২১।৫০, মন্দোচ্চ ৫।২১।১৮।৩২, শীঘ্রোচ্চ ১১।২৮।১২।২৯।<br>
তাৎকালিক +০।০। ২।৩০    + ০।২৪। ০। ০    তাৎকালিক +০। ০।২৯।৩৪<br>
৩।৮।২৪।২০    ৬।১৫।।১৮।৩২    ১১।২৮।৪২। ৩<br>
বীজ— ০।২।৪৪।৪৫<br>
শুদ্ধ মধ্য = ৩।৫।৩৯।৩৫

এইবার প্রথম ক্রিয়া যথা ;—

৩। ৫।৩৯।৩৫ মধ্য    ৯৬ = ৩৬।৩২    ৫৭।৩২<br>
—১১।২৮।৪২। ৩ শীঘ্রোচ্চ    ৯৭ = ৩৬।৩১    × ১<br>
৩। ৬।৫৭।৩২ শীঘ্রোচ্চ কেন্দ্র    —। ১    ৫৭।৩২

৩৬।৩২—০।০।৫৭।৩২ = ৩৬।৩১।২।২৮ ÷ ২ = ১৮।১৫।৩১।১৪ শীঘ্রকেন্দ্র ফলার্দ্ধ।

দ্বিতীয় ক্রিয়া ;—

৩। ৫।৩৯।৩৫ মধ্য    ২৭৮ = ১৭।১    ৩৬।৩৪    ১৭।১। ০। ০<br>
—৬।১৫।১৮।৩২ মন্দোচ্চ    ২৭৯ = ১৭।০    × —১    — ০।৩৬।৩৪<br>
৮।২০।২১। ৩ মন্দ কেন্দ্র    —।১    ৩৬।৩৪    ১৭।০।২৩।২৬ সংস্কৃত মন্দ কেন্দ্রফল।<br>
+০।১৮।১৫।৩১ শীঘ্র কেন্দ্র ফলার্দ্ধ<br>
৯। ৮।৩৬।৩৪ সংস্কৃত মন্দ কেন্দ্র।

এইবার দেখা যাউক, আচার্য্যদ্বয়ের চরিত্র সম্বন্ধে নূতন কিছু সংবাদ পাওয়া যায় কি না, অথবা জীবনীকারগণের মতভেদের কিছু মীমাংসা হয় কি না।

**শঙ্কর সম্বন্ধে নূতন কথা ও সংশয় নিরাশ, যথা ;—**

১। শঙ্কর, পিতার অর্শ, প্রমেহ ও বৃষণ বৃদ্ধি প্রভৃতি অতি রুগ্না-বস্থায় জন্ম গ্রহণ করেন।

২। ক্রমে ঐ রোগ বৃদ্ধি হইলে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

৩। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর স্বদেশের তীর্থ স্থানে কোনও উদ্যান বিশেষের স্থলে সর্পাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

---

তৃতীয় ক্রিয়া ;—

৩। ৬।৫৭।৩২ শীঘ্র কেন্দ্র
+০।১৭। ০।২৩ সংস্কৃত মন্দ
৩।২৩।৫৭।৫৫ [কেন্দ্র ফল।
—০।১২। ০। ০
৩।১১।৫৭।৫৫ সংস্কৃত শীঘ্র কেন্দ্রফল।

১০১=৩৬।২৮ ৫৭।৫৫ ৩৬।২৮। ০। ০
১০২=৩৬।১৯ ×১ +০।৫৭।৫৫
+।১ ৫৭।৫৫ ৩৬।২৮।৫৭।৫৫
=১।৬।২৮।৫৭।৫৫
সংস্কৃত শীঘ্র কেন্দ্রফল।

সুতরাং ৩। ৫।৩৯।৩৫ মধ্য।
০।১৭। ০।২৩ সংস্কৃত মন্দ কেন্দ্রফল।
১। ৬।২৮।৫৮ সংস্কৃত শীঘ্র কেন্দ্রফল।
৪।২৯। ৮।৫৬
—২। ০। ০। ০
২।২৯। ৯।৫৬ বৃহস্পতি স্ফুট।

সুতরাং রামানুজের বৃহস্পতি ঠিক কর্কটেও আসিল না। কর্কটে আসিতে ৫১ কলা এখনও বাকী আছে। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, ইহাকে কর্কটে নিশ্চয়ই আসিতে হইবে। কারণ সূর্য্যসিদ্ধান্তের গণনা, কাল বশে কিছু অনৈক্য হয় বলিয়াই, বীজ শোধনের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং সেই বীজ ক্রিয়া-বলে স্ফুট একটু পিছাইয়া গিয়াছে। আর বস্তুতঃ কর্কটে না আসিলে ঐ দিনে রামানুজের মত কেহ জন্মিতে পারে না।

৪। শঙ্করের পিতার দুই বিবাহ। প্রথম পক্ষের পত্নী একটী কন্যা রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন।

৫। শঙ্কর তাঁহার পিতার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সন্তান।

৬। শঙ্করের বিমাতার কন্যা বংশ কিছুদিন থাকা উচিত।

৭। তাঁহার পিতা ৪৮ বৎসরে পুনরায় বিবাহ করেন।

৮। শঙ্করের পিতার দ্বিতীয় বার বিবাহের ৮ বৎসর পরে শঙ্করের জন্ম হয়।

৯। শঙ্করের জন্মের সময় তাঁহার পিতার মাথার পীড়া ও দৃষ্টি দোষ হয়।

---

আমরা যদি ফল মিলাইবার জন্য রামানুজকে এরূপ অনুমানের সুযোগ দিই, তাহা হইলে সেই সুযোগ শঙ্করকে দিলে শঙ্করের বৃহস্পতি ঠিক তাঁহার স্বচ্চাংশেই থাকেন। অবশ্য বীজের জন্য আমরা এক অংশের অধিক অন্যথা করিতে সাহসী হইতে পারি না। পাশ্চাত্য মতে গণনা করিতে পারিলে, হয়ত ঠিক অবস্থা জানা যাইতে পারিত। কিন্তু আমি সে শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, এবং যাঁহারা আমার পরিচিত ও অভিজ্ঞ, তাঁহারা হাজার বারশত বৎসরের পূর্ব্বে গণনা করিতে ভীত হন। এজন্য তাঁহাদের সাহায্যেও উহা লাভ করিতে পারি নাই। যাহা হউক, রামানুজের গ্রহস্ফুট এই ;—

| | |
|---|---|
| রবি = ০।০।৪৯।৩০।১৭।১৮ | বৃহস্পতি = ২।২৯।৮।৫৬ |
| চন্দ্র = ১।২২।৫১।২১ | শুক্র = ১০।১৪।১।৩ |
| মঙ্গল = ১১।২৬।১৯।২৯ | শনি = ৯।৫।১১।১০ বক্রী |
| বুধ = ১১।২৫।২৬।০ বক্রী | রাহু = ০।২৪।২২।৩৬ |

অতঃপর আমরা কতিপয় প্রসিদ্ধ জ্যোতিষগ্রন্থ হইতে কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া উভয়ের জীবনানুকূল ঘটনাবলির ঐক্যপ্রদর্শন করিতে চেষ্টা করি ;—

১০। শঙ্করের পিতার ৫৯ বৎসরে মৃত্যু হয়।

১১। শঙ্করের মাতা সতী সাধ্বী, কিন্তু মুখরা ও তেজস্বিনা এবং অতি সুন্দরী ছিলেন।

১২। স্বাধীন প্রকৃতি-জন্য তাঁহার, মধ্যে মধ্যে পতির সহিত কলহও হইত।

১৩। শঙ্করের মাতুল বংশ অতি প্রবল। ইহা অদ্যাবধি আছে, (আমি তাঁহার জন্মভূমিতে ইহা শুনিয়াছি।)

১৪। তাঁহার গঠন লম্বা ও তিনি গৌরকান্তি ছিলেন।

---

উভয়ের কবিত্ব, ধার্ম্মিকতা ও রাজপূজ্যযোগ ;—

কবিঃ সুগীতঃ প্রিয়দর্শনঃ শুচির্দাতা চ ভোক্তা নৃপপূজিতঃ সুখী।
দেবদ্বিজারাধনতৎপরো ধনী ভবেন্নরো দেবাগুরৌ তনুস্থে ॥

উভয়ের দেবতাকৃপালাভ যোগ ;—

লগ্নাধিপস্যাত্মপতৌ সপত্নে তদ্দেবভক্তিঃ সুতনাশহেতুঃ।
সমানতা সাম্যতরে সুহৃত্বে তদ্দেবতাপারকৃপামুপৈতি ॥

উভয়ের বাগ্মীযোগ ;—

বাক্‌স্থানপে সৌম্যযুতে ত্রিকোণে কেন্দ্রস্থিতে তুঙ্গসমন্বিতে বা।
শুভেক্ষিতে পুংগ্রহযোগযুক্তে বাগ্মী ভবেদ্ যুক্তিসমন্বিতোঽসৌ ॥৭৯॥

উভয়ের গণিতজ্ঞযোগ ;—

গণিতজ্ঞোভবেজ্জাতো বাগভাবে ভূমিনন্দনে।
সসৌম্যে বুধসংদৃষ্টে কেন্দ্রে বা ভূমিনন্দনে ॥

উভয়ের তর্কযুক্তিপরায়ণ যোগ ;—

বাগভাবপে রবৌ ভৌমে গুরু শুক্র-নিরীক্ষিতে।
পারাবতাংশগে বাপি তর্কযুক্তিপরায়ণঃ ॥

১৫। শঙ্করের পিতামাতার সংসার, গ্রামস্থ কোন রাজোপাধি কুটুম্বের আশ্রিত ছিল। সম্ভবতঃ ইনিই রাজা রাজশেখর।

১৬। তাঁহাদের সম্পত্তি মধ্যবিৎগৃহস্থোচিত হওয়া উচিত।

১৭। শঙ্কর বাল্যে কতকগুলি অর্থহীন দেশাচারের ঘোর প্রতিবাদ করিতেন, এবং জ্ঞাতিগণের সহিত শাস্ত্রার্থ লইয়া কলহ করিতেন। আর তাহার ফলে তিনি তাহাদের অপ্রিয় হইতেন।

১৮। শঙ্করকে ৮।৯ বৎসরে কুম্ভীর ধরে। এক ক্ষত্রিয় ও এক ব্রাহ্মণের সাহায্যে জীবন রক্ষা হয়।

১৯। শঙ্কর বেশী কথা কহিতেন না, কিন্তু যাহা বলিতেন, তাহা

---

উভয়ের বেদান্তজ্ঞ যোগ ;—

বেদান্ত পরিশীলঃ স্যাৎ কেন্দ্র-কোণে গুরৌ যদি।

উভয়ের কুটুম্ব-রক্ষক ও বাগ্বিলাসী যোগ ;—

কুটুম্বরাশেরধিপে সসৌম্যে কেন্দ্রস্থিতে সোচ্চ-সুহৃদ্গৃহে বা।
সৌম্যর্ক্ষ যুক্তে যদি জাত-পুণ্যঃ কুটুম্ব-সংরক্ষণ-বাগ্বিলাসঃ ॥ ১৭ ॥

উভয়ের চতুরতা ও সত্যবাদিতা যোগ ;—

লাভেশে গগণে ধর্ম্মে রাজপূজ্যো ধনাধিপঃ।
চতুরঃ সত্যবাদী চ নিজ ধর্ম্ম সমন্বিতঃ ॥ পরাশর।

উভয়ের মাতৃভক্তি যোগ ;—

মাতরিভক্তঃ সুকৃতী পিতরি দ্বেষী সুদীর্ঘতরজীবী।
ধনবান্ জননীপালনরতোলাভাধিপে খগতে ॥ ফলপ্রদীপ।

উভয়ের স্থায়ী কীর্ত্তি যোগ ;—

দৃঢ়াতস্য কীর্ত্তির্ভবেদ্ রোগযোগো যদাচন্দ্রমা লাভভাবং প্রয়াতঃ ॥

বড় জোর করিয়া বলিতেন এবং তাঁহার মুখ দিয়া যাহা বাহির হইত তাহা প্রায়ই ঘটিত।

২০। তাঁহার ভাষা কৃটার্থ পূর্ণ হইত।

২১। খুব মহৎ লোকই শঙ্করের বন্ধু হইতেন।

২২। শঙ্কর সমাধিলব্ধ শান্তভাবকেই সুখ বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

২৩। তাঁহার বাম নেত্রে ক্লেদ নির্গমণ-রূপ কোন রোগ থাকা উচিত।

---

উভয়ের বলবান যোগ। লগ্নাধিপতি ১১শের ফল যথা—

একাদশগস্তনুপঃ সুজীবিতং সুত সমন্বিতং বিদিতম্।

তেজস্কলিতং কুরুতে বলিনং পুরুষং ন সীদন্তম্॥ ফলপ্রদীপ।

উভয়ের জননীর অসুস্থতা যোগ। দশমে রবির ফল—

জনন্যাস্তথা যাতনামাতনোতি ক্লমঃ সংক্রমেদ্ বল্লভৈর্বিপ্রয়োগঃ॥ ৬০

উভয়ের সদ্‌গুণ রাশির যোগ ;—

মিতং সংবদেন্নোমিতং সংলভেত প্রসাদাদি বৈ কারি সৌরাজ্য বৃত্তিঃ।

বুধে কর্ম্মগে পূজনীয়ো বিশেষাৎ পিতুঃ সম্পদোনীতি-দণ্ডাধিকারাৎ॥

ভবেৎ কামশীলস্তথাসৌ প্রতাপী ধিয়া সংযুতো রাজমান্যোনরঃ স্যাৎ।

সদাবাহনৈর্মাতৃসৌখ্যোনরঃ স্যাদ্ যদা কর্ম্মগঃ সৌম্যখেটো নরাণাম্॥

শঙ্করের সিদ্ধকাম যোগ ;— (ইহার একটু রামানুজও আছে।)

কদাচিন্ন ভবেৎ সিদ্ধং যৎ কার্য্যং কর্ত্তু মিচ্ছতে॥

ধনেনন্দে চ সহজে কর্ম্মেশো যদি সংস্থিতঃ।

শঙ্করের মাতৃপালিতত্ব যোগ ;—

বিত্তস্থে গগণপতৌ মাত্রাপালিতঃ সুতঃ।

ভাগ্যেশে সহজে বিত্তে সদা ভাগ্যানুচিন্তকঃ।

২৪। শঙ্করের মৃত্যু হিমালয়ে স্বেচ্ছায় ঘটাই সম্ভব।

২৫। ভগন্দর রোগ সত্য হওয়া উচিত। উহা ১৮ বৎসরে হয় এবং ২৩ বৎসর অন্তে সারে।

২৬। আয়ুঃ তাঁহার ৩৪ বৎসর হওয়া উচিত।

২৭। শঙ্করের স্পষ্টবাদিতা মধ্যে মধ্যে রূঢ় ভাব ধারণ করিত এবং তাহা তখন অতি তীব্র হইত।

২৮। শঙ্কর জারজ নহেন, কিন্তু জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক অপবাদ রটিবে।

২৯। শঙ্করের জীবনে দেবদর্শন ও সিদ্ধি বড়ই সুলভ।

৩০। শঙ্কর, বৈষ্ণব বংশের সন্তান।

৩১। শঙ্কর সাম্যনীতির পক্ষপাতী হইলেও রাজাদিগের দ্বারা মধ্যে মধ্যে কদাচারিগণকে দণ্ড দেওয়াইয়াছেন—ইহা সম্ভব।

---

শঙ্করের হর্ষ-যুক্ত যোগ ;—

সদৈবহর্ষসংযুক্তঃ সপ্তমেশে সুখেস্থিতে।

শঙ্করের বাল্যে পিতৃবিয়োগের যোগ ;—

মাতৃ পিত্রোর্ভবেন্মৃত্যুঃ স্বল্পকালেন ভীতিযুক্॥

শঙ্করের ব্রহ্মচর্য্য যোগ ;—

ব্যায়গে গগণ-গৃহস্থে পররমণীপরাংমুখ পবিত্রাঙ্গঃ।

শঙ্করের মাতার মুখরাভাব যোগ ;—ঐ কারণ,

সুতধন সংগ্রহনিরতা দুর্ব্বচনপরা ভবতি তন্মাতা॥৭৫ ফল প্রদীপ।

শঙ্করের রসায়ন-বিদ্যা ও মহাসুখ যোগ ;—

সুখেশে কর্ম্মগেহস্থে রাজমান্যো ভবেন্নরঃ।

রসায়নী মহাহৃষ্টো ভুনক্তি সুখমদ্ভুতম্॥ ১৬৬ পরাশর।

রামানুজ সম্বন্ধে নূতন কথা ও সন্দেহ নিরাশ ;—

১। রামানুজের জিহ্বায় একটু জড়তা থাকা উচিত।

২। রামানুজের দুই ভাই ও এক জ্যেষ্ঠা ভগ্নি থাকা বা হওয়া উচিত। রামানুজ তৃতীয়।

৩। জ্যেষ্ঠ ভাই-ভগ্নির বংশ বিস্তার হওয়া সম্ভব। তাঁহাদের দৌহিত্র বংশ থাকিবে পৌত্রবংশ থাকিবে না।

---

শঙ্করের রাজদ্বারে মৃত্যু যোগ। এটী পরকায়-প্রবেশ-কালে রাজমন্ত্রীগণ কর্ত্তৃক শঙ্করের শরীর দগ্ধ করিবার চেষ্টা বলা যায়।

তৃতীয়েশেঽষ্টমেদ্ব্যনে রাজদ্বারে মৃতির্ভবেৎ।

চৌরো বা পরগামী বা বাল্যে কষ্টং দিনে দিনে ॥ ১৩২। পরাশর।

শঙ্করের বিবাহ না হইবার যোগ ;—রাহুদৃষ্ট বক্রী মঙ্গলের ত্রিপাদ দৃষ্টির ফল ;—

স্বর্ভানৌ চেদ্‌দ্যুনগে পাপদৃষ্টে পাপৈর্যুক্তে নৈব পত্নী-যুতিঃ স্যাৎ।

সম্ভূতা বা ম্রিয়তে স্বল্পঃ কালাৎ সৌম্যৈর্যুক্তে বীক্ষিতে বা বিলম্বাৎ॥

শঙ্করের কপট লেখকর যোগ। (শুক্রযোগে এস্থলে অশুভ নহে।)

মেষে বুধে কপট-লেখ-করোনরঃ স্যাৎ ॥ ১০০

শঙ্করের ৩৩ ৩৪ বৎসরে মৃত্যু যোগ ;—

পাপ গ্রহে রন্ধ্রপতৌ সচন্দ্রে কেন্দ্রস্থিতে বা যদি বা ত্রিকোণে।

নিরীক্ষিতে পাপখগৈর্নভস্থে র্জাতস্ত্রয়স্ত্রিংশদুপৈতি বর্ষম্ ॥ পরাশর।

শঙ্করের গণিতজ্ঞ যোগ ;--

কেন্দ্র ত্রিকোণগে জীবে শুক্রে সোচ্চং গতে যদি।

বাগ্‌ভাবপে ইন্দু পুত্রে বা গণিতজ্ঞো ভবেন্নরঃ॥

৪। রামানুজের দুই কন্যা এক পুত্র হওয়া উচিত। (এ সম্বন্ধে প্রবাদও আছে।)

৫। পুত্রের বংশ-নাশ ও কন্যার বংশ থাকা উচিত।

৬। রামানুজের ধর্ম্মাচরণ প্রবৃত্তি অত্যন্ত অসাধারণ প্রবলা হওয়া উচিত। তিনি ধর্ম্মাচরণের জন্য পাগল বলিলেই হয়।

৭। রামানুজের অল্প ক্লীবত্ব ছিল।

৮। স্ত্রীর সহিত কলহে স্ত্রীই দোষী।

৯। রামানুজের পিতার সহিত তাঁহার অনৈক্য হইত।

---

শঙ্করের নির্ব্বংশ, বিবেকী, দিগ্বিজয়, নেত্র-রোগ যোগ ;—

দশমে শুক্রের ফল ;—

ভৃগুঃ কর্ম্মগো গোত্রবীর্য্যং রুণদ্ধি ক্ষয়ার্থং ভ্রমঃ কিং ন আত্মীয় এব।
তুলামানতো হাটকং বিপ্রবৃত্ত্যা জনাড়ম্বরৈঃ প্রত্যহং বা বিবাদাৎ॥
ধ্রুবং বাহনানাং তথা রাজমান্যং সদা চোৎসবং বিদ্যয়া বৈ বিবেকী।
বনস্থোঽপি সদা ভুঙ্‌ক্তে নানা সৌখ্যানি মানবঃ।
স্ত্রীধনী নেত্ররোগী চ পূজ্যঃ স্যাৎ কর্ম্মগে ভৃগৌ॥ ৭৩

শঙ্করের জ্ঞাতিশত্রুতা ও অপরের সহিত মিত্রতা যোগ ;—

৮মে রাহুর ফল ;—

নৃপৈঃ পণ্ডিতৈর্ব্বন্দিতো নিন্দিতঃ স্বৈঃ॥

শঙ্করের ভগন্দর-রোগের যোগ ;—

কদাচিদ্‌গুদে ক্রূর রোগাভবেয়ু যদা রাহু নামা নরাণাং বিশেষাৎ॥
অনিষ্টনাশং খলু গুহ্যপীড়াং প্রমেহরোগং বৃষণস্য বৃদ্ধিম্।
প্রাপ্নোতি জন্তুর্বিকলারি লাভং সিংহী সুতে বৈ খলু মৃত্যুগেহে॥

১০। মাতার সহিত তাঁহার ঐক্য হইত, কিন্তু মধ্যে মধ্যে অল্প অনৈক্য হওয়াও উচিত।

১১। রামানুজের পত্নী রামানুজের মাতার সহিত বেশ কলহ করিতেন।

১২। রামানুজ অত্যন্ত সদাচার-প্রিয় ছিলেন, প্রায় শুচিবাই বলিলেই চলে।

১৩। রামানুজ সহজে ক্রুদ্ধ হইতেন না, কিন্তু ক্রুদ্ধ হইলে অত্যধিক ক্রুদ্ধ হইতেন, অথচ তাহা সহজেই শান্ত হইত।

১৪। গুরু ও ভগবৎ-সেবাতেই রামানুজ নিজেকে সুখী জ্ঞান করিতেন।

---

রামানুজের কপট যোগ ;—

সজ্জে কুজে কপটকৃৎ...।

রামানুজের পত্নীত্যাগ যোগ। ৭মে শনি-স্থিতির ফল ;—

কুতো বা সুখং চাঙ্গনানাং।

রামানুজের দুঃশীলা ও ক্রূরা জায়া যোগ ;—

জায়েশে সপ্তমে চৈব দরিদ্রঃ কৃপণো মহান্।
জারকন্যা ভবেদ্ ভার্য্যা বস্ত্রাজীবী চ নির্ধনী।
তৃতীয়েশে সুখে কর্ম্মে পঞ্চমে বা সুখী সদা।
অতি ক্রূরা ভবেদ্ ভার্য্যা ধনাঢ্যো মতিমানতি॥ পরাশর।

রামানুজের গুরুদেবতার্চ্চন যোগ। ১০ম পতি ১০মে থাকার ফল।—( শঙ্করের সিদ্ধকাম যোগ, কিছু ইঁহারও আছে।)

দশমেশে সুখে কর্ম্মে জ্ঞানবান্ সুখী বিক্রমী।
গুরু-দেবার্চ্চন-রতো ধর্ম্মাত্মা সত্য-সংযুতঃ॥ ১৪৫ পরাশর।

১৫। রামানুজ অহিফেন-সেবন অভ্যাস করিয়া ছিলেন।

১৬। তিনি শৈব-বংশের পুত্র ছিলেন।

১৭। রামানুজ সাম্যনীতিরই পক্ষপাতী অধিক; এবং কৌশলজ্ঞ ছিলেন।

১৭। তিনি ১২০ বৎসর জীবিত ছিলেন না, তাঁহার ৯৮ বৎসর ১০ মাস জীবন হওয়া উচিত।

---

রামানুজের মহত্ত্ব যোগ। দশমে মঙ্গলের ফল;—
কুলে তস্য কিং মঙ্গলং মঙ্গলো নো জনৈর্ভূয়তে মধ্যভাবে যদি স্যাৎ।
স্বতঃ সিদ্ধ এবাবতংসীয়তেঽসৌ বরাকোঽপি কণ্ঠীবরঃ কিং দ্বিতীয়ঃ॥
ভবেদ্বংশনাথোঽথবা গ্রামনাথস্তথা ভূমিনাথোঽথবা বাহুবীর্য্যাৎ॥

রামানুজের ক্রোধ-বর্জ্জিত যোগ;—

ভাগ্যেশে দশমে তুর্য্যে মন্ত্রী সেনাপতি র্ভবেৎ।
পুণ্যবান্ গুণবান্ বাগ্মী সাহসী ক্রোধবর্জ্জিতঃ॥

রামানুজের পুত্রসৌখ্যহানি যোগ;—

ব্যয়েশে দশমে লাভে পুত্র-সৌখ্যং ভবেন্নহি।
মণিমাণিক্যমুক্তাভিধন্তে কিঞ্চিৎ সমালভেৎ॥ পরাশর।

রামানুজের ভার্য্যামৃত্যু যোগ। ১১ পতি ৮মের ফল;—
লাভেশে সপ্তমে রন্ধ্রে ভার্য্যা তস্য ন জীবতি।
উদারো গুণবান্ কর্ম্মী মূর্খো ভবতি নিশ্চিতম্॥ ১৫০পরাশর।

রামানুজের পিতৃদ্বেষ যোগ;—

মাতরি ভক্ত সুকৃতী পিতরি দ্বেষী সুদীর্ঘতরজীবী।
ধনবান্ জননীপালনরতোলাভাধিপে খগতে॥ ফলপ্রদীপ।

১৮। স্ত্রীর নিকট শ্বশুরের নামে পত্র-লেখা-রূপ আচরণ, বিবাদস্থলে রামানুজের পক্ষে অসম্ভব নহে।

১৯। রামানুজ ভীরু ছিলেন না,কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাঁহাতে ভীরুতা দেখা দিত।

২০। তিনি অতি মিষ্ট-ভাষী ও মিষ্ট ব্যবহার-কুশলী ছিলেন।

---

রামানুজের ক্লীবত্ব ও সুখহানি যোগ। ৪র্থ পতি ৮মের ফল ;—

সুখেশে ব্যয়রন্ধ্রস্থে সুখহীনো ভবেন্নর।

পিতৃ-সৌখ্যং ভবেদল্পং ক্লীবো বা জারজোঽপি বা॥ ১৬৫ পরাশর।

রামানুজের সুখ, দীর্ঘায়ুঃ, কষ্টসাধ্য-জয় ও সুস্থদেহ যোগ ;—

৮মে শুক্রের ফল, যথা ;—

জনঃ ক্ষুদ্রবাদী চিরং চারুজীবেচ্চতুষ্পাৎ সুখং দৈত্যপূজ্যো দদাতি।
জনুষ্যষ্টমে কষ্টসাধ্যো জয়ার্থঃ পুনর্ব্বর্দ্ধতে রোগহর্ত্তা গ্রহঃ স্যাৎ।
চিরঞ্জীবতে সুস্থদেহে চ নূ্যনং যদা চাষ্টমে ভার্গবঃ স্যাত্তদানীম্॥ ২৫৭
প্রসন্নমূর্ত্তি র্নৃপলব্ধমানঃ শঠোঽতি নিঃশঙ্কতরঃ সগর্ব্বঃ।
স্ত্রী-পুত্র-চিন্তা-সহিতঃ কদাচিন্নরোঽষ্টমস্থানগতে সিতাখ্যে॥ ২৫৮

রামানুজের ভক্তি যোগ। ৫ম পতি ১০মের ফল ;—

সুতেশে কর্ম্মগে মানী সর্ব্বধর্ম্মসমন্বিতঃ।

তুঙ্গযষ্ঠিস্তনুস্বামী ভক্তিযুক্তৈক-চেতসা॥ পরাশর।

রামানুজের ম্লেচ্ছ রাজার নিকট সম্মানপ্রাপ্তি যোগ ;—

১০মে রাহুর ফল যথা ;—

সদা ম্লেচ্ছসংসর্গতোঽতীব গর্ব্বং লভেন্ মানিনী কামিনী ভোগমুচ্চৈঃ।
জনৈব্যাকুলোঽসৌ সুখং নাধিশেতে মদেঽর্থব্যয়ী ক্রূরকর্ম্মা খগেঽসৌ॥

---

২১। বুদ্ধির তুলনায় কবিত্ব শক্তি কম ছিল।

২২। দিল্লীর বিগ্রহ আনয়ন-প্রসঙ্গ সম্ভব।

২৩। তিনি ম্লেচ্ছ রাজাগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইতেন।

২৪। দেব-দর্শনাদি রামানুজেরও ঘটিত।

২৫। জগন্নাথের দৈবনিগ্রহও সত্য হওয়া সম্ভব।

২৬। রঙ্গনাথের পুরোহিতগণ রামানুজকে শঙ্খ-বিষ প্রয়োগ করিয়াছিল।

উপরি উক্ত ফলের কিয়দংশ আমি গণনা করি এবং কিয়দংশ পণ্ডিত শ্রীযদুনাথ শাস্ত্রী গণনা করিয়াছেন। পরন্তু আমার গণনাও তিনি অনুমোদন করিয়া এই পুস্তকের হস্তলিপিতে স্বাক্ষর করিয়াদেন। হোরা-বিজ্ঞান-রহস্যকার, গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার শোধক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ মহাশয়ও উহার কিয়দংশ দেখিয়াছিলেন এবং তিনিও তাহা সমর্থন করিয়াছিলেন। যাহাহউক যদি ভবিষ্যতে কোন বিশদ ও বিশ্বাসযোগ্য জীবনী-গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় এবং তাহার সহিত যদি ইহার কিছু ঐক্য হয়, তবেই এ পরিশ্রম সফল।

---

# উপসংহার।

আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাতব্য,সাধ্যমত সংক্ষেপতঃ তাহা ইতি পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। উপক্রমণিকাতে জীবনীতুলনার ফল. কি করিয়া মত-তুলনা-কালে প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। এই আলোচনার ফলে আমরা স্থির করিয়াছি যে, জীবনী-তুলনা-কার্য্যের ফল তিন প্রকারে পরিণত করিতে হইবে। যথা প্রথম—ছোট-বড়-নির্দ্ধারণ, দ্বিতীয়—প্রকারতা-নির্দ্ধারণ এবং তৃতীয়—উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন-নির্দ্ধারণ। এজন্য উভয় আচার্য্যেরই এক-একটী দোষ বা গুণ অবলম্বন পূর্ব্বক উভয়ের জীবনী তুলনা করিয়া প্রায় সর্ব্বত্রই উক্ত ত্রিবিধ বিষয়ের সাধ্য-মত উপকরণ নিরূপণ করিয়াছি। যে যে বিষয় অবলম্বনে এই তুলনা-কার্য সম্পন্ন করা হইয়াছে, তাহা সংখ্যায় ৮০টী হইয়াছে। এই সমুদয় বিষয় আমরা তিন ভাগে অকারাদি বর্ণ-ক্রমে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম বিভাগে দোষও নহে গুণও নহে, এমন কতকগুলি বিষয়, দ্বিতীয় বিভাগে কতকগুলি গুণ এবং তৃতীয় বিভাগে আপাত দৃষ্টিতে যাহা দোষ বলিয়া বোধ হয়, এমন কতকগুলি বিষয় সংগ্রহ করিয়াছি। এই প্রকার বিষয়-নির্ব্বাচনে আমরা পূর্ব্ব হইতে কোন নিয়ম গঠন করি নাই; জীবনী পাঠ করিতে করিতে যে-ঘটনা দ্বারা যে-দোষ বা গুণের কথা সহজে মনে উদয় হয়, তাহার নামানুসারে উহা নির্ণীত হইয়াছে।

### প্রথম বিভাগ, দোষ-গুণ-ভিন্ন।

১ আদর্শ
২ আয়ুঃ
৩ উপাধি
৪ কুল দেবতা
৫ গুরু সম্প্রদায়
৬ জন্ম-কাল
৭ জন্মগত সংস্কার
৮ জন্মস্থান
৯ জন্মের উপলক্ষ
১০ জয়-চিহ্ন স্থাপন
১১ জীবনগঠনে দৈব নির্ব্বন্ধ
১২ জীব-গঠনে মনুষ্য নির্ব্বন্ধ
১৩ দিগ্বিজয়
১৪ দীক্ষা
১৫ দেবতা-প্রতিষ্ঠা
১৬ পিতৃমাতৃকুল
১৭ পূজালাভ
১৮ ভগবদনুগ্রহ
১৯ ভাষ্যরচনা
২০ ভ্রমণ
২১ মতের প্রভাব
২২ মৃত্যু
২৩ রোগ
২৪ শিক্ষা
    শিক্ষার রূপভেদ
২৫ শিষ্যচরিত্র
২৬ সন্ন্যাস
    সন্ন্যাস গ্রহণের উপলক্ষ
২৭ সাধন মার্গ
২৮ সাধারণ চরিত্র

### দ্বিতীয় বিভাগ, গুণাবলী।

২৯ অজেয়ত্ব
৩০ অনুসন্ধিৎসা, জ্ঞানপিপাসা
৩১ অলৌকিক জ্ঞান
৩২ অলৌকিক শক্তি বা সিদ্ধি
৩৩ আত্মনির্ভরতা
৩৪ উদারতা
৩৫ উদ্যম, উৎসাহ
৩৬ উদ্ধারের আশা
৩৭ ঔদাসীন্য বা অনাসক্তি
৩৮ কর্ত্তব্য জ্ঞান
৩৯ ক্ষমা গুণ
৪০ গুণগ্রাহিতা
৪১ গুরুভক্তি
৪২ ত্যাগশীলতা
৪৩ দেবতার প্রতি সম্মান
৪৪ ধ্যানপরায়ণতা
৪৫ নিরভিমানিতা
৪৬ পতিতোদ্ধার প্রবৃত্তি
৪৭ পরিহাস-প্রবৃত্তি
৪৮ পরোপকার প্রবৃত্তি ও দয়া
৪৯ প্রতিজ্ঞাপালন

৫০ ব্রহ্মচর্য্য
৫১ বুদ্ধি-কৌশল, কল্পনাশক্তি
৫২ ভগবদ্ভক্তি
৫৩ ভগবানের সহিত সম্বন্ধ জ্ঞান
৫৪ ভদ্রতা
৫৫ ভাবের আবেগ
৫৬ মেধাশক্তি
৫৭ লোকপ্রিয়তা
৫৮ বিনয় গুণ
৫৯ শত্রুর মঙ্গল-সাধন
৬০ শিক্ষা প্রদানে লক্ষ্য
৬১ শিষ্য ও ভক্ত সম্বর্দ্ধন
৬২ শিষ্য চরিত্রে দৃষ্টি
৬৩ শিষ্যের প্রতি ভালবাসা
৬৪ সম্প্রদায়-ব্যবস্থাপন সামর্থ্য
৬৫ স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য

তৃতীয় বিভাগ, দোষাবলী।

৬৬ অনুতাপ
অনুদারতা, ( ৩৪ দ্রষ্টব্য )
অভিমান ( ৪৫ দ্রষ্টব্য )
৬৭ অশিষ্টাচার
৬৮ ক্রোধ
৬৯ গৃহস্থোচিত ব্যবহার
৭০ চতুরতা
দৈববিড়ম্বনা ( ৫১ দ্রষ্টব্য )
নির্ব্বুদ্ধিতা, ( ৫১ দ্রষ্টব্য )
৭১ পাপীজ্ঞান ( নিজেকে )
৭২ প্রাণভয় বা জীবনে মমতা
৭৩ ভ্রান্তি
৭৪ মিথ্যাচরণ
৭৫ লজ্জা
৭৬ বিদ্বেষ বুদ্ধি
জাতিবিদ্বেষ
৭৭ বিষাদ
৭৮ সাধারণ মনুষ্যোচিত ব্যবহার
৭৯ সংশয়
৮০ স্বদলভুক্ত করিবার প্রবৃত্তি।
৮১ কোষ্ঠী বিচার

বিচার করিয়া দেখিলে উক্ত ৮০টী বিষয় আরও অল্পাধিক সংখ্যক দোষ বা গুণ-মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা চলে, অথবা অন্য নামে বর্ণিত হইতে পারে। কিন্তু বাহুল্য ভয়ে এ কার্য্যে আমরা এ স্থলে হস্তক্ষেপ করিলাম না ; যে জন্য আমরা এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা উপরি উক্ত বিষয় গুলি হইতেই অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারে।

এক্ষণে উক্ত ৮০টী বিষয় লইয়া যে প্রকার তুলনা কার্য্য করিতে

হইবে, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়া যাউক। আমরা এজন্য প্রথমতঃ দেখিব যে, আচার্য্যদ্বয়ের মধ্যে কে কত দূর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। কারণ, ইঁহারা উভয়েই দার্শনিক, ইঁহাদের এত নাম এই দার্শনিকতার জন্য। আর জগতে যত প্রকার অধ্যাত্ম-বিদ্যা আছে, দর্শন-শাস্ত্র তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চাসন প্রাপ্ত হইবার যোগ্য; সুতরাং এতদ্দৃষ্টিতে ইঁহাদিগকে তুলনা করিতে পারিলে আমাদের উদ্দেশ্য অনেকটা সিদ্ধ হইবে, সন্দেহ নাই। যাহাহউক এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, উক্ত বিষয়গুলির মধ্যে কোন্ কোন্‌টী, কি পরিমাণে যথার্থ দাশনিক মতের অনুকূল বা প্রতিকূল। কিন্তু এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে দার্শনিক-মত বলিতে সাধারণতঃ কি বুঝায়, তাহা একবার স্মরণ করিলে ভাল হয়। কারণ, ইহারই উপর আমাদের সমুদায় বক্তব্য নির্ভর করিবে। "দর্শন" শব্দ হইতে 'দার্শনিক' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। দর্শন বলিতে আমরা চক্ষু, দর্শন-ক্রিয়া ও দর্শন-শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি। কিন্তু এস্থলে আমরা দর্শন-ক্রিয়া বা চক্ষুর প্রতি লক্ষ্য করিতেছি না—দর্শন-শাস্ত্রের প্রতিই লক্ষ্য করিতেছি।

এই দর্শন-শাস্ত্র এক প্রকার বিদ্যা। চক্ষু দ্বারা আমরা যেমন বস্তুর রূপ ও আকৃতির জ্ঞানলাভ করি, এই বিদ্যার দ্বারাও তদ্রূপ আমরা সমুদায় পদার্থের যথার্থ জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি। আবার দেখা যায় পদার্থের রূপ এবং যথার্থ জ্ঞান এক নহে। অনেক সময় যাহা আমাদের নিকট একরূপে প্রতিভাত হয়, ভাল করিয়া দেখিলে, অর্থাৎ তাহার সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বিচার করিলে, তাহা অন্যথা প্রমাণিত হইতে পারে। অন্ধকারে এক খণ্ড রজ্জু দেখিয়া সর্প মনে করিলাম, কিন্তু আলোক আনিয়া ভাল করিয়া দেখিতে, জানা গেল, উহা রজ্জু। রজ্জু-খণ্ডের সর্পরূপ যথার্থ নহে, উহার রজ্জুরূপই যথার্থ।

এজন্য যাহা আপাতদৃষ্টিতে এক প্রকার প্রতিভাত হয়,কিন্তু যাহা বিচার কালে অন্য প্রকার হইয়া যায়, তাহা তদ্ বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান নহে। যে জ্ঞান, কোন কালে কোন অবস্থায় অন্যথা হইবে না, তাহাই তদ্বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান। যাবতীয় পদার্থের এই স্বরূপ বা যথার্থ জ্ঞান, দর্শন শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। যে শাস্ত্র, এই প্রকার যাবতীয় পদার্থের 'যথার্থ-রূপ' অবগত করাইয়া দেয়, তাহাই দর্শন-শাস্ত্র।

এক্ষণে আমরা দেখিব, যে ব্যক্তি এই দর্শন-শাস্ত্র রচনা করিতে বসিবেন, তাঁহার কি প্রকার গুণ থাকা প্রয়োজন। যদি দেখি, যথার্থ দার্শনিকের এই গুণগুলি থাকা প্রয়োজন,এবং তাহার পর সেই গুণগুলি আমাদের নিরূপিত উক্ত ৮০টী বিষয়ের সহিত তুলনায় এক জনে অনুকূল এবং অপরে প্রতিকূল, অথবা যদি দেখি উভয়ের গুণ সংখ্যা সমান হইলেও এক জন অপর ব্যক্তি অপেক্ষা মাত্রানুসারে শ্রেষ্ঠ, তাহা হইলে আমরা সহজে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিব। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের আচার্য্যদ্বয় দার্শনিক শিরোমণি, ইঁহাদের কীর্ত্তিস্তম্ভের ভিত্তি দার্শনিকতা, এবং আমরাও জানিতে চাহি—ইঁহাদের মধ্যে কে কতটা আদর্শ দার্শনিক। যাহাহউক এক্ষণে সর্ব্বাগ্রে আমরা দার্শনিকের উপযোগী গুণ কি কি, তাহা আলোচনা করিব।

পূর্ব্বে দেখিয়াছি, দার্শনিক, যাবতীয় পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় করিতে চাহেন। কোন পদার্থই তাঁহার গবেষণার বাহিরে যাইতে বা থাকিতে পারিবে না। সুতরাং আমরা যাহা দেখি বা দেখি না, জানি বা জানি না, সকল পদার্থেরই স্বরূপ-নির্ণয় তাঁহার কার্য্য। এখন দেখা আবশ্যক, এত বড় গুরুতর ব্যাপার যাঁহাদের আলোচ্য বিষয়, তাঁহারা কি প্রকার প্রকৃতি-সম্পন্ন হইলে তাঁহাদের কার্য্য অভ্রান্ত হইতে পারে।

এই বিষয়টীকে আমরা দুই প্রকারে আলোচনা করিব। একটী

অনুকূল শ্রেণী অবলম্বন করিয়া, অপরটী বিঘ্ননিবারক শ্রেণীর বিচার দ্বারা। তন্মধ্যে যাহা অনুকূল শ্রেণীভুক্ত, তাহারা এই ;—

প্রথমতঃ, আমরা দেখিয়া থাকি যে, আমরা জ্ঞাত রাজ্যের সাহায্যে অজ্ঞাত রাজ্যে গমন করি ; জ্ঞাত পদার্থ ধরিয়া অজ্ঞাত পদার্থের জ্ঞান-লাভ করি। আবার জ্ঞাত পদার্থের স্বরূপ-নির্ণয়, জ্ঞাত পদার্থের জ্ঞান দ্বারা যতটা হয়, তাহা অপেক্ষা জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত—উভয় পদার্থের জ্ঞান লাভ হইলে আরও অধিক হইবার কথা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যিনি যত অধিক জ্ঞানবান,—যাঁহার জ্ঞান যত জ্ঞাত-অজ্ঞাত উভয় রাজ্যের খবর রাখে, তিনি তত উত্তম দার্শনিক হইবার যোগ্য। এতদুদ্দেশ্যে আমরা এই প্রকার জ্ঞানকে 'অভিজ্ঞতা বা বহুদর্শন' ইত্যাদি নাম দিলাম এবং ইহা দার্শনিকের প্রথম গুণ হইক।

দেখা যায় যে, এ জগতে যিনি যত জ্ঞানের বিষয় গুলিকে ভাঙ্গিতে ও গড়িতে পারেন, এবং ভাঙ্গিয়া গড়িয়া তাহাদের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারেন, তাঁহারই জ্ঞান অধিক হয়। আবার কোন রূপে এই দুইটী কার্য্য করিতে পারিলেই যে, জ্ঞানের পূর্ণতা হইবার কথা, তাহাও নহে ; দুইটীই সমান রূপে করিতে পারা চাই। কোনটী কম, কোনটী বেশী হইলে চলিবে না। সুতরাং যাঁহারা যত সমান ভাবে সকল বিষয়ই ভাঙ্গিতে-গড়িতে এবং তাহাদের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে—অন্য কথায় সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণে সমর্থ, তাঁহারাই দার্শনিকের কার্য্যে অধিকতর উপযুক্ত। এতদর্থে বিচার-শীলতা, পর্য্যবেক্ষণ জাতীয় গুণ-গুলি লইয়া একটী শ্রেণী গঠন করা যাউক এবং ইহা দার্শনিকের দ্বিতীয় গুণ হউক।

এখন এই ভাঙ্গা-গড়া ও সম্বন্ধ-নির্ণয়-ব্যাপারে যাহা প্রয়োজন, তাহার প্রথম, আমাদের মনে হয় যে "অনুসন্ধিৎসা"। যাহা দেখিলাম

তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিলে অনুসন্ধিৎসা হয় না। যাহা দেখি, তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া আরও দেখিবার প্রবৃত্তিকেই যথার্থ অনুসন্ধিৎসা বলা যায়। তাহার পর, ভাঙ্গা-গড়া ও সম্বন্ধ-নির্ণয় এই উভয় স্থলেই আর দুই একটী গুণের প্রয়োজন, তাহা "স্মৃতি" ও "কল্পনাশক্তি"। কারণ, স্মৃতির সাহায্যে আমরা পূর্ব্বদৃষ্ট বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ-নির্ণয় করিয়া থাকি, এবং কল্পনাশক্তি সাহায্যে নানা রূপে নানা প্রকারে তাহার প্রয়োগ করিতে সমর্থ হই। উদ্ভাবনী-শক্তি,এই কল্পনা-শক্তিরই ফল। সুতরাং দেখা গেল তৃতীয় গুণ,—অনুসন্ধিৎসা, চতুর্থ—স্মৃতি এবং পঞ্চম – কল্পনাশক্তি।

ইহার পর ষষ্ঠগুণ—একাগ্রতা ও সপ্তম গুণ—ধ্যানপরায়ণতা, বলা যায়। কারণ, দেখা যায় যিনি একটা বিষয়ে যত অভিনিবেশ বা গভীর চিন্তা করিতে পারেন, তিনি সেই বিষয়ে ততই জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হন। যত গভীর চিন্তা করিতে পারা যায়, আমরা আমাদের চিন্তার বিষয়ের 'রূপ' তত পূর্ণ মাত্রায় ধারণ করিতে পারি। আর যতই আমরা আমাদের চিন্তার বিষয়ের রূপ ধারণ করিতে পারি, ততই আমরা তাহাদের প্রকৃতির জ্ঞানলাভ করিতে সক্ষম হই। সাধারণতঃ দাবাবড়ে খেলাতে উক্ত ধ্যানপরায়ণতা ও একাগ্রতার উত্তম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইহাতে যিনি যত পরের মনের ভিতর প্রবেশ করিতে পারেন, তিনি তত উত্তম খেলিতে পারেন, দেখা যায়। আর একটু অগ্রসর হইলে ইহার দৃষ্টান্ত অন্য কিছু উল্লেখ না করিয়া যোগ-বিদ্যা কিম্বা আজ-কালকার ক্লেয়ারভয়েন্সের নাম গ্রহণ করিলেও যথেষ্ট হয়। এই যোগ-বিদ্যা সাহায্যে অনেক এমন অজ্ঞাত বিষয়-সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়, যাহা অন্য উপায়ে পারা যায় না। ক্লেয়ারভয়েন্স দ্বারাও অনুরূপ ফল পাইতে দেখা গিয়াছে। ইহারা যদিও সাদৃশ্য-সম্বন্ধ-মূলক জ্ঞান; কিন্তু তথাপি "উপমান"

নহে। আর ইহা সচরাচর সকলের বিকশিত হইতে দেখা যায় না। উপমান বা সাদৃশ্য-সম্বন্ধ-জন্য জ্ঞানে, যে বিষয়টীর জ্ঞানলাভ ঘটে, সে বিষয়টী স্মৃতিরূপে আমাদের মনে উদিত হয়। গো সদৃশ পশু দেখিয়া গবয় লক্ষণ স্মরণ হইলে তবে তাহাকে 'গবয়' বলা হয়। যোগজ জ্ঞান সম্বন্ধে কিন্তু, অন্যরূপ ঘটে। যোগী, মনে মনে কোন ব্যক্তির কিছু পরিচয় লইয়া তাহার বিষয় চিন্তা করিয়া, তাহার সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাত কথা বলিতে পারেন। অন্তঃকরণের এমন একটা সামর্থ্য আছে যে, ইহা কোন বিষয়ের আকার ধারণ করিয়া, তাহার বিষয় যাহা অজ্ঞাত, তাহাও উপলব্ধি করিতে পারে। ফলে ইহাও সেই গভীর চিন্তা ভিন্ন আর কিছু নহে। অনেকে এরূপ অলৌকিক শক্তি বিশ্বাস করিতে চাহেন না। তাঁহারা এ জাতীয় অলৌকিক শক্তিকে বাদ দিয়া দর্শন-শাস্ত্র গড়িয়া থাকেন। কিন্তু যে দর্শন-শাস্ত্র, সকল সন্দেহের মীমাংসা করিবে, সকল জিজ্ঞাসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিতে চাহে, তাহাতে উহা বাদ দিলে কি করিয়া চলিতে পারে? এজন্য ঋষিগণ ইহাকেও দর্শন-শাস্ত্রের অন্তর্গত করিয়াছেন। ওদিকে আবার এই গভীর চিন্তার মাত্রা যত বৃদ্ধি পায়, আমরা তত দেহ-সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিতে থাকি। বস্তুতঃ সম্পূর্ণরূপে দেহ-সম্বন্ধ ছাড়িয়া গভীর চিন্তার নামই সমাধি। যোগিগণ দেহ-সম্বন্ধ ছাড়িয়া চিন্তা করিবার উদ্দেশ্যেই পূর্ব্ব হইতে দেহ-সম্বন্ধ ছাড়িতে শিক্ষা করেন। এজন্য জ্ঞান-বৃদ্ধি করিতে হইলে পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি যেমন প্রয়োজন, গভীর চিন্তাও তদ্রূপ প্রয়োজন। একাগ্রতার দ্বারা অন্তরিন্দ্রিয়ের বল বৃদ্ধি হয়। একাগ্রতা এই প্রকারে গভীর চিন্তার দ্বারস্বরূপ। এজন্য একাগ্রতা ও ধ্যানপরায়ণতা, এ দুইটীই দার্শনিকের প্রয়োজনীয় গুণ।

আমাদের জ্ঞানের যন্ত্র অন্তর ও বহিরীন্দ্রিয়। ইহাদের দ্বারা আমরা

জ্ঞান আহরণ করিয়া থাকি। অনেক সময় ইহাদের দুর্ব্বলতা ও বিষমতা,মিথ্যা জ্ঞান উৎপাদন করে। এই বিষমতা ও দুর্ব্বলতা আবার অনেক সময় এই স্থূল দেহের ধাতু-বৈষম্যের ফল। এজন্য যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে ধাতুসাম্য ও বলের প্রয়োজন হয়। সুতরাং "বল" ও "ধাতুসাম্য" এতদুদ্দেশ্যে অষ্টম ও নবম সংখ্যক গুণমধ্যে গণ্য করা গেল।

পরিশেষে সর্ব্বাপেক্ষা যাহা প্রয়োজন, তাহা সত্যানুরাগ। ইহা ব্যতীত সমস্তই বৃথা। কিন্তু সাধারণতঃ মানুষ, নানা ভাবের বশে বশীভূত হইয়া ইহার প্রতি লক্ষ্যহীন হয়; সুতরাং সংস্কারগত যাহার সত্যানুরাগ প্রবল, তিনিই দার্শনিক শ্রেষ্ঠ হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা ইহাকেই দার্শনিকের পক্ষে দশম সংখ্যক গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম।

ইহার পর দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ আদর্শ দার্শনিকের পক্ষে যেগুলি বিঘ্ন-নিবারক গুণ সেই গুলি নির্ণয় করা যাউক।

প্রথম। দেখা যায়, মনুষ্য মাত্রেই বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি-বিশিষ্ট। মনুষ্যোচিত সাধারণ গুণ সত্বেও সকলেরই একটা-না-একটা যেন নিজত্ব বা ঝোঁক থাকে। এই নিজত্ব, দার্শনিকের বিঘ্ন স্বরূপ। দার্শনিক, সার্ব্বভৌম সত্য-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া প্রায়ই তাহাতে নিজত্ব লাঞ্ছিত করিয়া ফেলেন। ইহার ফলে যথার্থ সত্য আবিষ্কৃত হয় না। বুদ্ধি-বল ও কল্পনা-শক্তি সাহায্যে যখন যে-বিষয় চিন্তা করিতে হইবে, তখন যাহাতে ঠিক সেই বিষয়ই চিন্তা করা হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইহাকে সংসর্গ-শূন্যতা জাতীয় গুণ বলা চলিতে পারে। ইহার সংখ্যা আমরা একাদশ নির্দ্দেশ করিলাম।

তৎপরে দেখা যায়, চাঞ্চল্য, একাগ্রতা ও গভীর চিন্তার বিঘ্নকর;

এজন্য চাঞ্চল্যের বিপরীত স্থৈর্য্য, দার্শনিকের পক্ষে একটী প্রয়োজনীয় গুণ। বুদ্ধি সম্বন্ধে এই স্থৈর্য্যের নাম ধৈর্য্য। সুতরাং ইহারা যথাক্রমে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সংখ্যক গুণ হউক।

তাহার পর, "বিষয়" ও "করণ" এই দুইটীর সাহায্যেই আমাদের জ্ঞান হয়। এখন বিষয়-গত উৎপাত, ও করণ-জন্য উপদ্রব আসিয়া দার্শনিকের চাঞ্চল্য উৎপাদন করে, এবং চিন্তার ব্যাঘাত জন্মায়। আর সর্ব্বতোভাবে বিষয়গত উৎপাতও নিবারণ করা অসম্ভব। এজন্য তিতিক্ষা অর্থাৎ শীত-উষ্ণাদি-সহন-শীলতা প্রয়োজন, এবং করণজন্য উৎপাত নিবারণ নিমিত্ত শমদম প্রভৃতি প্রয়োজন। সুতরাং চতুর্দ্দশ সংখ্যক তিতিক্ষা এবং পঞ্চদশ সংখ্যক শমদমাদি গুণ দার্শনিকের প্রয়োজন।

অনেক সময় দেখা যায়, অভিমান, দার্শনিকের মহা শত্রুতা আচরণ করে ; ইহা অপরের যুক্তি-তর্কের প্রতি অশ্রদ্ধা বা ঔদাসীন্য আনয়ন করে। কিন্তু বিশ্বপতির রাজ্যে কাহার নিকট কোন্ অমূল্যরত্ন লুক্কায়িত আছে, তাহা কে জানিতে পারে? সুতরাং নিরভিমানিতা এতদুদ্দেশ্যে একটী অতি প্রয়োজনীয় গুণ। যাহাহউক ইহাকে আমরা ষোড়শ স্থান প্রদান করিলাম।

পরিশেষে, আলস্য জাতীয় দোষগুলি আমাদিগকে চেষ্টাশূন্য করে এবং নূতন জ্ঞান-লাভে বঞ্চিত করে। সুতরাং ইহাদের বিপরীত অনালস্য, উদ্যম, উৎসাহ জাতীয় গুণগুলি দার্শনিকের পক্ষে প্রয়োজন। ইহাদিগকে আমরা সপ্তদশ সংখ্যা প্রদান করিলাম।

যাহা হউক এক্ষণে দার্শনিকের জন্য যে গুণগুলি স্থির করা গেল, তাহার সহিত আচার্য্যদ্বয়ের উক্ত ৮০ টী বিষয় মিলাইতে হইবে।

প্রথম। অভিজ্ঞতা, বহুদর্শন ইত্যাদি। আচার্য্যদ্বয়ের মধ্যে যে

৮০ প্রকার বিষয় আমরা নির্ণয় করিয়াছি, তাহার মধ্যে এ শ্রেণীর কোন গুণের উল্লেখ নাই। কাহারও জীবনী-লেখক এতৎ-সম্বলিত কোন ঘটনার উল্লেখ করেন নাই। খুব সম্ভব তাঁহারা কেহ কেহ এ জাতীয় কোন গুণের উল্লেখ মাত্র করিতে পারেন, কিন্তু কেবল তাঁহাদের উল্লেখ অবলম্বন করিয়া বিচার করা নিরাপদ নহে। আমরা ঘটনা-মূলক গুণ জানিতে ইচ্ছা করি, কারণ ইহাতে ভ্রমের সম্ভাবনা অল্প। পরবর্ত্তী জীবনী-লেখকের কেবল উল্লেখ হইতে এ সব গুণ সম্বন্ধে বিশ্বাস করা যায় না। তৎকালের খুব পরিচিত, নিরপেক্ষ অথচ বন্ধু-স্থানীয় কেহ যদি জীবনী লিখিতেন, তাহা হইলে তাহা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারিত। যাহা হউক, এ জাতীয় গুণ যে এই দুই মহাপুরুষে ছিল না, তাহা বলা উচিত নহে। এরূপ সূক্ষ্ম দার্শনিকের এ গুণ নিশ্চয়ই থাকিবার কথা। এজন্য ইহাদের সম্বন্ধে যে সকল সমাচার আমরা ইতিমধ্যে পাইয়াছি, তাহারই অবলম্বনে কিছু অনুমান করিবার চেষ্টা করা যাউক।

প্রথমতঃ দেখা যায়, ভ্রমণ একটী জ্ঞানানুসরণের পক্ষে বিশেষ সহায়। আমাদের উভয় আচার্য্যই সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়া দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য কত শত লোকের সংস্রবে যে তাঁহাদিগকে আসিতে হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। সুতরাং বলা যায়,ভ্রমণ ও বহু লোকের সংস্রবে,আচার্য্যদ্বয়ের বহু প্রকার জ্ঞানলাভের যে একটা, মহা সুযোগ হইয়াছিল, এবং সেই ভ্রমণের অল্পাধিক্য দ্বারা আমাদের আচার্য্যদ্বয়ের যে, জ্ঞানের তারতম্য ঘটিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতিপূর্ব্বে আমরা এই ভ্রমণ সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে দেখা যাইবে, এতজ্জনিত জ্ঞান কাহার অধিক হওয়া উচিত। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ—যাহা লোকের শিক্ষার উপকরণ, তাহাও তাহাদের জ্ঞান-বৃদ্ধির কারণ, সুতরাং আচার্য্যদ্বয়ের জ্ঞান-ভাণ্ডারের পরিমাণ তুলনা করিতে হইলে, এ বিষয়টীও চিন্তনীয়। বস্তুতঃ আমরা ইহা তৃতীয় পরিচ্ছেদে ২৪ শিক্ষা নামক প্রবন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি।

তৃতীয়তঃ—জ্ঞান। যাহার যত জ্ঞান অধিক, তাহার তত অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শন থাকে। সুতরাং এ বিষয়টীও এস্থলে আলোচ্য। এখন দেখা যায়, জ্ঞান দুই প্রকার—লৌকিক ও অলৌকিক। ত্রিশ সংখ্যক বিষয়ে আমরা অলৌকিক জ্ঞানের বিষয় আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু লৌকিক জ্ঞান সম্বন্ধে কিছুই আলোচনা করি নাই। অবশ্য ইহার কারণ,ঘটনা বা দৃষ্টান্তের অভাব; কারণ কাহারও জীবনীকার এ বিষয় স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই যে,কে কি-কি বা কোন জাতীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন,বা কাহার কত বিষয়ে অভিজ্ঞতা ছিল। সুতরাং অনুমান দ্বারা আমাদের একার্য্য সিদ্ধ করিতে হইবে। এখন যদি অনুমান করিতে হয়,তাহা হইলে অনেক কথা বলিতে পারা যায়। প্রথমতঃ দেখা যায় যে, গ্রহণ-সামর্থ্য ও বিষয়-বাহুল্যই লৌকিক জ্ঞানবৃদ্ধির হেতু। এই গ্রহণ-সামর্থ্যের ভিতর আবার আয়ুঃ, সুস্থতা, বুদ্ধি-শক্তি, স্মৃতি, প্রভৃতি বিষয় গুলিকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাহার পর বিষয়-বাহুল্যের মধ্যে অধীত গ্রন্থের সংখ্যা, ভ্রমণ, লোকসঙ্গে আলোচনা প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় গ্রহণ করা যাইতে পারে। আয়ু অনুসারে এ জ্ঞান রামানুজের অধিক হওয়া উচিত ; কারণ, শঙ্করের আয়ুঃ ৩২ বৎসর এবং রামানুজের আয়ুঃ ১২০ বৎসর। সুস্থতা সম্বন্ধে উভয়েই সমান। কারণ কাহারও কোন অসুস্থতা-জন্য কোন অসুবিধার কথা শুনা যায় না। অবশ্য রামানুজের উপর বিষ-প্রয়োগ এবং শঙ্করের উপর অভিচার করা

হইয়াছিল, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাদের কোন স্থায়ী ক্ষতি হইয়াছিল কিনা, তাহা জানা যায় না। বুদ্ধি ও স্মৃতি অনুসারে ইঁহাদের মধ্যে তারতম্য বিচার, আমরা তত্তৎ প্রসঙ্গে যথাস্থানে আলোচনা করিয়াছি। গ্রহণ-শক্তি শঙ্করের অত্যদ্ভুত। তিনি বাল্যে গুরু গৃহে ও গোবিন্দপাদের নিকট যাহা শিখিয়াছিলেন, সমগ্র ভারত-দিগ্বিজয় করিতে গিয়া তাঁহাকে আর কিছু শিখিতে হয় নাই,অথবা কেবল তাহাই নহে,তাঁহার শিখিবার ইচ্ছা পর্য্যন্তও জন্মে নাই। পক্ষান্তরে রামানুজ কিন্তু বৃদ্ধ বয়সেও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। দক্ষিণামূর্ত্তির নিকট অধ্যয়ন, রামানুজের মেলকোটে থাকিয়া দিগ্বিজয়-কালে ঘটিয়াছিল। যাহা হউক ইহা আমরা ৫১ ও ৫৬ সংখ্যক বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি।

তাহার পর বিষয়-বাহুল্যের অন্তর্গত অধীত গ্রন্থসংখ্যা কাহার কত অধিক তাহা বলা যায় না। এ বিষয় আমরা শিক্ষা নামক ২৪ সংখ্যক বিষয়ে যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি। তবে ইহা যে অনেকটা গ্রহণ-শক্তি এবং আয়ুর উপরও নির্ভর করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অধীত গ্রন্থের জাতি সম্বন্ধেও একটু বিশেষত্ব থাকিবার কথা ; কারণ রামানুজ, শঙ্করের ৩৩৩ বৎসর পরে আবির্ভূত বলিয়া রামানুজের যেমন অনেক নূতন গ্রন্থ পড়িবার সম্ভাবনা, শঙ্করের তেমনি অনেক প্রাচীন গ্রন্থ পড়ি-

---

* এবিষয়ে জীবনীকারগণ যদিও বলিয়াছেন—রামানুজ কাশ্মীরে বোধায়ন বৃত্তি ( মতান্তরে বৃত্তির সার-সংকলন ) দেখিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার শ্রীভাষ্যের ভূমিকায় যখন পড়া যায় যে, তাঁহার পূর্ব্বাচার্য্যগণ উক্ত বোধায়ন বৃত্তির যে সার সংকলন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে তিনি. তাঁহার শ্রীভাষ্য রচনা করিতেছেন, এবং যখন দেখা যায় কেবল ২।১টী স্থলের ২।১টী ছত্র ভিন্ন তিনি বোধায়ন বৃত্তির বাক্য উদ্ধৃত করেন নাই, তখনই মনে হয়, তিনি মূল গ্রন্থ দেখিতে পান নাই।

বার সুযোগ বেশী। প্রাচীন গ্রন্থসংখ্যা সম্বন্ধেও বিশেষ কোন কথা বলা যায় না। কারণ, কালের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অনেক নূতন জিনিষের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ অনেক পুরাতন জিনিষের লয়ও হইতে দেখা যায়। রামানুজ, ব্রহ্মসূত্রের বোধায়ন বৃত্তির মূল গ্রন্থ দেখিতে পান নাই, এইরূপই মনে হয়; কিন্তু শঙ্কর তাহা পাইয়াছিলেন। রামানুজের সময় মুসলমানগণ ভারতের যত ক্ষতি করিয়াছিল, শঙ্করের সময় সে ক্ষতি ঘটে নাই। তবে রামানুজ তামিল ভাষার যে সমস্ত গ্রন্থ পড়িয়া ছিলেন, শঙ্কর তাহা পড়েন নাই, বলিয়া বোধ হয়। যদি বলা যায়, তিনি তাঁহার মাতৃভাষার লিখিত অনুরূপ গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাহা বলিবার উপায় নাই, কারণ তাঁহার মাতৃভাষা মালায়লম্। এ ভাষাতে তামিল ভাষার মত এত উত্তম জ্ঞানভক্তিপূর্ণ গ্রন্থ নাই,ইহা স্থির। "ভ্রমণ" ও"লোক-সঙ্গে"র কথা প্রথমেই আলোচিত হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যাহা হউক এজন্য ২ আয়ুঃ, ২০ ভ্রমণ, ২৩ রোগ, ২৪ শিক্ষা, ৩০ অনুসন্ধিৎসা, ৩৫ উদ্যম, ৫১ বুদ্ধি-কৌশল, ৫৬ মেধাশক্তি এবং ৫৭ লোকপ্রিয়তা প্রভৃতি বিষয় গুলি দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয়—বিচারশীলতা, পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও বিবেক প্রভৃতি। এ বিষয়টীও আমরা পূর্ব্বে পৃথকভাবে নিরূপণ করি নাই। কারণ ইহার জন্য এমন কোন ঘটনা পাই নাই, যাহা এই নামের অধিকতর উপযোগী। আমরা, ঘটনা অবলম্বনে নামকরণ করিয়াছি, পূর্ব্বে নামকরণ করিয়া ঘটনাগুলিকে তাহার অন্তর্ভুক্ত করি নাই। সুতরাং এ বিষয়েও অন্য পাঁচটা দেখিয়া অনুমান করিয়া লইতে হইবে। এতদর্থে ৬০ সংখ্যক শিক্ষা-প্রদানে লক্ষ্য, ৬৪ সংখ্যক সম্প্রদায়-ব্যবস্থাপন-সামর্থ্য, ২৬ সন্ন্যাসগ্রহণ, ৩৮ কর্ত্তব্যজ্ঞান, ৪০ গুণগ্রাহিতা, ৭৩ ভ্রান্তি,

৪৫ নিরভিমানিতা, ৬৬ অনুতাপ, ৭২ প্রাণভয়, ৭৭ বিষাদ, ৫১ নির্ব্বুদ্ধিতা, ৫৫ ভাবের আবেগ প্রভৃতি কতিপয় বিষয়গুলি আলোচনা করিতে পারিলে আমাদের উদ্দেশ্য কতকটা সিদ্ধ হইতে পারে। কারণ লোকে বিচারশীল বা বিবেকী হইলে তাহার উপদেশ খুব সারবান হয়, এবং ভবিষ্যদ্দৃষ্টি থাকে বলিয়া তাহার ব্যবস্থাপন-সামর্থ্যও ভাল হয়। সন্ন্যাস-গ্রহণের সহিতও ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা উচিত। কারণ এক দিকে নশ্বর জগতের প্রলোভন ও অপর দিকে নিত্য-তত্ত্বের উপাসনা, ইহার একটী বাছিয়া লওয়া সামান্য বুদ্ধি-বিবেচনার কার্য্য নহে। এইরূপ বিচার করিলে দেখা যাইবে, উপরি-উক্ত অবশিষ্ট বিষয় গুলির সহিতও ইহার নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। অবশ্য প্রকৃত-প্রস্তাবে এ বিষয়টী কেবল জীবনের কর্ম্ম দেখিয়া নির্ণয় করিবার যোগ্য নহে, ইহা তাঁহাদের বিচার-পদ্ধতি হইতে জানিবার বিষয়। তবে একটা কথা এই যে, যাহার যেরূপ স্বভাব, তাহার তাহা সকল কার্য্যেই প্রতিফলিত হয়। আবার যে ব্যক্তি, দুই এক স্থলে যেরূপ আচরণ করে, সমগ্র জীবন সম্বন্ধেও প্রায় তাহার নিদর্শন দেখা যায়। এজন্য পূর্ব্বোক্ত চরিত্র-বিচার নিতান্ত নিরর্থক হইবে না।

তাহার পর, দার্শনিকের এই দ্বিতীয় সংখ্যক বিচারশীলতা জাতীয় গুণের অন্তর্গত "ভাঙ্গা-গড়া" বা "সম্বন্ধ-নির্ণয়" সম্বন্ধে এই সত্যটী একবার প্রয়োগ করা যাউক। কারণ উপরি-উক্ত দ্বাদশটী বিষয় হইতে এ বিষয়টী স্পষ্ট বুঝা যায় না। এতদনুসারে বলা যায়, জ্ঞানরাজ্যে যিনি ভাঙ্গেন-গড়েন এবং পরস্পরের সম্বন্ধ বিচার করেন, এই জড়রাজ্যেও তিনি সে কার্য্য কোথাও-না-কোথাও নিশ্চয়ই করিবেন বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং আমরা ইঁহাদের কার্য্যের মধ্যে ভাঙ্গাগড়ার দৃষ্টান্ত গুলি দেখিলে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিব। শঙ্করের জীবনে ভাঙ্গিয়া

গড়ার দৃষ্টান্ত এই যে, তিনি পঞ্চোপাসক ও কাপালিক "মত" খণ্ডন করিয়াছেন এবং পরে তাহাই দোষ-শূন্য করিয়া আবার স্থাপন করিয়াছেন। এইজন্যই তাঁহার নামের একটা বিশেষণ "ষন্মার্গ-সংস্থাপন-পর।" শঙ্কর অনেক জিনিস ভাঙ্গিয়াছেন, পরে আবার প্রায় তদ্রূপ করিয়া গড়িয়াছেন। বৌদ্ধগণের মতবাদ ভাঙ্গিয়া শঙ্কর সময়োপযোগী করিয়া বৈদিক মতের অঙ্গপুষ্ট করিয়াছেন। তাহার পর, তাঁহার গড়া বিষয়ের প্রচলন সম্বন্ধেও তাঁহার মঠায়ায় দেখিলে বোধ হইবে, তিনি তত বিশেষ বা সঙ্কীর্ণ নিয়ম করেন নাই; তাঁহার নিয়মগুলি খুব সাধারণ এবং তজ্জন্য ইহাদের বিলোপ আশঙ্কা খুব অল্প। তাহার পর ভারতের চারিপ্রান্তে চারি মঠ সংস্থাপনও, গঠনসম্বন্ধে তাঁহার খুব দূর ও বিস্তৃত দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি স্বদেশে যে ৬৪ অনাচার বা নূতন আচার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে খুব খুটিনাটি আছে এবং উহা এতদিন প্রায় অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং এই গুলি দেখিলে মনে হয় যে, 'সমগ্র' ও 'অংশে', 'সামান্য' ও 'বিশেষে', 'অতীত' ও 'ভবিষ্যতে', ভাঙ্গা ও গড়ায় আচার্য্যের বেশ সমান দৃষ্টি ছিল।

পক্ষান্তরে রামানুজে ইহা যেরূপ ছিল তাহা এই, প্রথমতঃ এজন্য আমরা ইঁহার মৃত্যু কালের ৭২টী উপদেশ স্মরণ করিতে পারি। ইহার মধ্যে কতিপয় স্থলে দেখা যাইবে যে, রামানুজ স্বসম্প্রদায়ের জন্য যে-রূপ ব্যবস্থা করিতেছেন, অন্য সম্প্রদায় সম্বন্ধে তিনি তাহার কিছুই করিতেছেন না। ইঁহার মতে নিজ সম্প্রদায় ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। যাহাহউক রামানুজ শৈবকে বৈষ্ণব করিতেছেন,ইহা তাঁহার ভাঙ্গার দৃষ্টান্ত, কিন্তু শৈবকে সংস্কৃত করিয়া শৈব করিয়া তাঁহার গড়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। তিনি অদ্বৈত-বাদকে মিথ্যা বলিয়া খণ্ডন

করিয়াছেন, কিন্তু অদ্বৈতবাদীর নিকট রামানুজ-মত ওরূপ ভাবে অনাদৃত হয় না। যদিচ বৌদ্ধাদি অবৈদিক সম্প্রদায় সম্বন্ধে শঙ্করও এই রূপ করিয়াছেন, কারণ তাঁহার মতে বেদ মানা অত্যাবশ্যক; রামানুজ কিন্তু এই বৈদিক সম্প্রদায়ের ভিতর আবার বিরোধ বাধাইলেন। তাঁহার মতে শাক্ত, শৈব প্রভৃতি সম্প্রদায়ও এক প্রকার অবৈদিক। ব্রহ্মজ্ঞানী, শঙ্কর, শাক্ত, শৈব, সৌর, বৈষ্ণব ও গাণপত্য প্রভৃতি মত স্বীকার করায় ভারতের অনেকেই তাঁহার আশ্রয়ে আসিতে সুবিধা পাইল, রামানুজের মতে কিন্তু লোকের সে সুবিধা হইল না। দ্বিতীয়তঃ—শঙ্করের মত তিনি ভারতের চারি প্রান্তে চারি মঠস্থান করিয়া সমগ্র ভারতবাসীর জন্য ধর্ম্ম ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। এবং তৃতীয়তঃ শঙ্করের মত সন্ন্যাসীকে লোকের গুরু পদে না বসাইয়া রামানুজ গৃহীকেই সেই পদে বসাইলেন। যাহা হউক এতদ্ব্যতীত অপরাংশে উভয়ে প্রায় একরূপ।

তৃতীয়—অনুসন্ধিৎসা। এ বিষয়টী আমাদের বিচারিত বিষয় সমূহের মধ্যে ত্রিংশ সংখ্যক।

চতুর্থ—স্মৃতি। ইহা আমাদের আলোচিত ৫৬ সংখ্যক মেধাশক্তির অন্তর্গত।

পঞ্চম—কল্পনাশক্তি। ইহা আমাদের ৫১ সংখ্যক বিষয়।

ষষ্ঠ—একাগ্রতা। ইহা আমরা আলোচনা করি নাই, কারণ ইহার সংশ্লিষ্ট ঘটনা পাই নাই। তবে চিন্তা করিলে দেখা যায়, ইহা সেই ব্যক্তিরই অধিক, যাঁহার মেধা ও সমাধি সাধন উত্তম।

সপ্তম—ধ্যানপরায়ণতা। ইহা আমরা ৪৪ সংখ্যক বিষয় মধ্যে আলোচনা করিয়াছি।

অষ্টম—বল। ইহাও বিচারিত হয় নাই, কারণ এতৎ সম্বন্ধীয়

কোন ঘটনা বা উল্লেখ পাই নাই। তবে ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বীর্য্য-লাভ ঘটে বলিয়া এজন্য ৫০ সংখ্যক বিষয় দ্রষ্টব্য।

নবম—ধাতু-সমতা। এ বিষয়টীও অনালোচিত। কারণ—পূর্ব্ববৎ দৃষ্টান্তাভাব। তবে বিচার করিলে দেখা যায় যে,ভ্রমণে ধাতু-বৈষম্য হয়। তাহার পর ক্রোধ বা ভাবের আবেগ প্রভৃতি ধাতু-বৈষম্যের কারক। অভিনব-গুপ্তের অভিচারের কথা না বিশ্বাস করিলে শঙ্করের ভগন্দর রোগ অতি ভ্রমণের ফল বলিতে পারা যায়। আর এ রোগ, ধাতু-বৈষম্যের চূড়ান্ত অবস্থা, তাহাতে সন্দেহ নাই। রামানুজের রোগের কথা শুনা যায় না, কেবল শেষ বয়সে চক্ষু দিয়া রক্ত-পাত ও এক দিন সহসা অবসাদ হয়। ভয়ও ধাতু বৈষম্যের লক্ষণ। সুতরাং এজন্য ৭২ সংখ্যক প্রাণভয়, ৫৫ ভাবের আবেগ, ৬৮ ক্রোধ,২০ ভ্রমণ, ২২ মৃত্যু ২৩ রোগ প্রভৃতি বিষয় দ্রষ্টব্য।

দশম—সত্যানুরাগ। এ বিষয়টী কাহারও মধ্যে বিশুদ্ধ সত্যানুরাগের আকারে প্রকাশ পাইয়াছে কি-না জানি না। উভয়েই বেদ ও ঈশ্বর মানিয়া সাম্প্রদায়িক মতের মধ্য দিয়া নিজ নিজ মত প্রকাশিত করিয়াছেন। উভয়েই সত্যানুরাগী হইলেও বেদনিরপেক্ষ সত্যের জন্য সত্যানুরাগী নহেন, বেদ ও ভগবানের মধ্য দিয়া সত্যানুরাগী বলিতে হইবে। তবে শঙ্কর, বেদ ও ঈশ্বরকে, শেষে অবিদ্যার বিষয় বলিয়াছেন, রামানুজ কিন্তু তাহা বলিতে অনিচ্ছুক।

একাদশ—সংসর্গশূন্যতা। এ বিষয়টীও আমরা এক স্থলে বা পূর্ণ রূপে বিচারের অবসর পাই নাই। তবে এজন্য আমাদের বিচারিত ৪৫ অভিমান, ৪২ ত্যাগশীলতা, ৪০ গুণগ্রাহিতা, ৭৬ বিদ্বেষ বুদ্ধি, ৬৭ অশিষ্টাচার, ৩৭ অনাসক্তি, ৪১ গুরুভক্তি, ৭৭ বিষাদ, ৬৬ অনুতাপ ইত্যাদি বিষয় হইতে কিছু কিছু আভাস পাওয়া যাইতে পারে। উক্ত

বিষয়গুলি সমুদায়ই মানবের সংস্কারের অল্পাধিক্যের পরিচয়। বিজ্ঞ পাঠক বর্গের নিকট ইহার হেতু প্রদর্শন নিষ্প্রয়োজন।

দ্বাদশ—স্থৈর্য্য। ইহা ৬৫ সংখ্যক বিষয়ে পৃথক্ আলোচিত হইয়াছে।

ত্রয়োদশ—ধৈর্য্য। ইহা পূর্ব্বোক্ত স্থৈর্য্যের সহিত একত্র বিচারিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ৫৫ ভাবের আবেগ, ৭৭ বিষাদ, ৬৬ অনুতাপ, ৬৮ ক্রোধ,৩৯ ক্ষমা,৬৭ অশিষ্টাচার,এবং ৫৮ বিনয় প্রভৃতি বিষয় দ্রষ্টব্য।

চতুর্দ্দশ—তিতিক্ষা। এ সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় না, তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, শীতপ্রধান স্থান, যথা বদরিকাশ্রমে রামানুজ অপেক্ষা শঙ্কর বেশী দিন কাটাইয়া ছিলেন। যোগাভ্যাসেও তিতিক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজন। সুতরাং ২৭ সংখ্যক সাধন-মার্গ প্রবন্ধটীও এ বিষয়ে আমাদিগকে কিঞ্চিৎ সহায়তা করিবে। রামানুজের পক্ষে গুরুচরণ-তলে তপ্ত বালুকার উপর শয়ন ইহার একটী দৃষ্টান্ত হইতে পারে।

পঞ্চদশ—শমদমাদি। এ বিষয়টীও দৃষ্টান্তাভাবে আলোচিত হয় নাই, কিন্তু ইহা অবশ্য উভয়েরই ছিল ; কারণ ইহা ব্যতীত নেতৃত্ব-পদ অসম্ভব। তবে ইহা কাহার অল্প, কাহার অধিক, তাহা নির্ণয়ের ভাল উপায় নাই। যাহাহউক যোগ বা সমাধি অভ্যাস করিতে হইলে, ইহার প্রয়োজন অত্যধিক এবং যোগ-সিদ্ধি যাঁহার অধিক হইবে,ইহাও তাঁহার অধিক হইবার কথা। সুতরাং এতদর্থে ২৭ সাধন মার্গ, ৩২ অলৌকিক শক্তি ৬৮ ক্রোধ দ্রষ্টব্য। তাহার পর ব্রহ্ম-সূত্রের “অথ” পদের ব্যাখ্যাতে শঙ্কর যেমন শমদমাদির উপযোগিতা বুঝিতে চাহেন, রামানুজ ততটা চাহেন না। এতদ্দারাও ইহাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উভয়ের মনোভাব কতকটা বুঝিতে পারা যায়। (শ্রীভাষ্য ও শঙ্কর-ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

ষোড়শ—নিরভিমানিতা। ইহা আমরা ৪৫ সংখ্যক বিষয় মধ্যে পৃথক্ ভাবে আলোচনা করিয়াছি।

সপ্তদশ—উদ্যম, উৎসাহ, অনালস্য প্রভৃতি। এজন্য ৩৫ সংখ্যক উদ্যম শীর্ষক প্রবন্ধ যথেষ্ট।

যাহা হউক এতক্ষণে আমরা আদর্শ দার্শনিকের পক্ষে যে-সমস্ত গুণ থাকা প্রয়োজন, তাহাদের সহিত আমাদের আচার্য্যদ্বয়ের চরিত্র তুলনা কার্য্য শেষ করিলাম। তবে এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত করিতে হইলে আমাদের দুইটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথম, আমাদের আচার্য্যদ্বয়ের আদর্শ দার্শনিকের উপযোগী কতগুলি গুণ, কি ভাবে আছে; দ্বিতীয়, আচার্য্যদ্বয়ের পরস্পরে তুলনা করিলে ইহা কোন্ আচার্য্যে কম বা বেশী হয়। অবশ্য বলা বাহুল্য, ইত্যগ্রে উক্ত বিষয় গুলি যে ভাবে আমরা আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে উক্ত দুইটী বিষয়েই নির্ণয় করিবার উপকরণ যথেষ্ট আছে এবং পাঠকবর্গ তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন, আশা করি।

এখন উপরের বিচার হইতে যদি কাহাকে ছোট বা বড় বলা হয়, তাহা হইলে যে, সম্পূর্ণ সুবিচার হইবে, তাহা বোধ হয় না; কারণ আচার্য্যদ্বয়, দার্শনিক-শিরোমণি হইলেও তাঁহাদের মধ্যে কেহ যে, আমাদের আলোচিত বেদনিরপেক্ষ আদর্শ-দার্শনিক হইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেন, তাহা বোধ হয় না। আমরা আস্তিক-নাস্তিক, বৈদিক-অবৈদিক-নির্ব্বিশেষে দার্শনিকের লক্ষণ স্থির করিয়াছি; আচার্য্যদ্বয় কিন্তু বৈদিক প্রামাণ্য-বাদী, এবং আস্তিক কুলের শিরোভূষণ-স্বরূপ ছিলেন। এজন্য তাঁহারা যে-রূপ দার্শনিক হইতে চাহিতেন, তদনুসারে তাঁহাদিগকে বিচার না করিলে তাঁহাদিগের প্রতি সুবিচার হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে ছোট-বড়-নিরূপণ করিতে হইলে

তাঁহাদের অভিপ্রেত দার্শনিকতানুসারে তাঁহাদিগকে তুলনা করিতে হইবে,—এক কথায় তাঁহাদের যাহা সাধারণ আদর্শ, তদনুসারে তাঁহাদের চরিত্র বিচার করিতে হইবে।

অন্যদিকে কিন্তু যখনই ভাবা যায় যে, দর্শন-শাস্ত্র এক রূপ নহে ; ইহা, প্রতিপাদ্য বিষয়-ভেদে বিভিন্ন—সকল দর্শনে সকল কথা থাকিলেও ইহারা পরস্পরে পৃথক্ ; প্রপঞ্চজাতের মূলতত্ত্ব নিরূপণ, সকল দর্শনের উদ্দেশ্য হইলেও, ইহারা নানা কারণে এক মত হইতে পারে না ; সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই জীব-জগৎ ও মোক্ষ প্রভৃতি—সকল কথা থাকিতেও তাহারা এক রূপ নহে। তাহার পর আবার যখনই দেখা যায়, আচার্য্যদ্বয়ের, কি দার্শনিক মত, কি আদর্শ, সকলই যখন অত্যন্ত বিভিন্ন, তখন মনে হয়, আচার্য্যদ্বয়ের জীবনী-তুলনা বুঝি এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার।

কিন্তু ভগবদিচ্ছায় আমাদের হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। কারণ, ইঁহাদের আদর্শ প্রকৃত-প্রস্তাবে বিভিন্ন হইলেও, কিয়দংশে এক রূপ,এবং ইঁহাদের দার্শনিক মত পরস্পর পৃথক্ হইলেও তাহাদের মূলে কথঞ্চিৎ ঐক্য আছে। আমরা দেখিতে পাই, আমাদের আচার্য্যদ্বয় উভয়ই বৈদান্তিক, উভয়েই আস্তিক, উভয়েই আমাদের শাস্ত্র সমুহের মধ্যে কতকগুলিকে প্রমাণ বলিয়া মান্য করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল শাস্ত্রের বাণী ইঁহাদের শিরোধার্য্য ছিল,তাহাদের উপদেশ ইঁহারা অভ্রান্ত জ্ঞান করিতেন।তাহার পর কেবল তাহাই নহে,ধর্ম্মমতের "মূল" জ্ঞান করিয়া তাঁহারা ঐ সমস্ত গ্রন্থের প্রচার মানসে তন্মধ্যে কতিপয় প্রধান প্রধান গ্রন্থের ভাষ্যাদিও রচনা করিয়া গিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ সমূহের ভাষ্যাদি রচনা না করিলে তাঁহাদের আবির্ভাবের মুখ্য উদ্দেশ্যই

সিদ্ধ হইত কি না সন্দেহ, অথবা যে ধর্ম্ম-সংস্থাপন-জন্য তাঁহা-দের এত নাম, এত প্রতিপত্তি, তাহাও তাহা হইলে হয়ত অসম্পূর্ণ থাকিত। এখন উক্ত গ্রন্থ সমূহ মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, মহামুনি ব্যাসদেব-বিরচিত ব্রহ্মসূত্রই যেন সর্ব্ব প্রধান। তাহার ভাষ্য রচনাই বোধ হয়, আমাদের আচার্য্যদ্বয়ের কীর্ত্তি-স্তম্ভের ভিত্তি; সুতরাং ইহার ভিতর যদি ইঁহাদের আদর্শ দার্শনিকের লক্ষণ কথিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে লক্ষণ অবশ্যই উভয়ের সাধারণ আদর্শ দার্শনিকের লক্ষণ হইতে বাধ্য। বস্তুতঃ এই লক্ষণ, উক্ত গ্রন্থ মধ্যে বিদ্যমান, তাহা অভিজ্ঞ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই ব্রহ্ম-সূত্র-গ্রন্থ সূত্রবদ্ধ ভাবে রচিত বলিয়া, ইহা যার-পর-নাই সংক্ষিপ্ত। ইহা হইতে কোন কিছু বাহির করিতে হইলে ইহার উপজীব্য গ্রন্থের উপর নির্ভর করিতে হয়। এজন্য আমা-দের এস্থলে এমন কোন গ্রন্থ অবলম্বন করিতে হইবে, যাহা ব্রহ্মসূত্রের উপজীব্য, অথচ আচার্য্যদ্বয়ও তাহার ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন— এক কথায় তাহা উভয় মতেরই অবলম্বন।

এতদুদ্দেশ্যে আমরা দেখিতে পাই,ব্রহ্মসূত্রের উপজীব্য গ্রন্থ প্রথমতঃ ঈশাদি দ্বাদশোপনিষৎ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। অবশ্য উভয় আচার্য্য উক্ত দ্বাদশোপনিষৎ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,এই উভয় গ্রন্থের যে ভাষ্য রচনা করিয়া-ছেন তাহা নহে। উভয়ের ভাষ্য কেবল আচার্য্য শঙ্করই করিয়াছেন। আচার্য্য রামানুজ উহাদের মধ্যে কেবল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারই ভাষ্য-রচনা করিয়াছেন, এবং দ্বাদশোপনিষৎ ভাষ্যের পরিবর্ত্তে বেদার্থসার-সংগ্রহ নামক এক গ্রন্থ রচনা করিয়া উক্ত উপনিষদের অধিকাংশ বিবাদাস্পদ স্থলের অর্থ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক এজন্য আমরা নিরাপদ পথ অবলম্বন করিয়া যদি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানুসারেই আচার্য্য-

দ্বয়ের সাধারণ দার্শনিকের আদর্শ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে হয়ত আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

এখন একার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একটী কথা উঠিতে পারে,তাহার মীমাংসা করা আবশ্যক। কথাটা—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মধ্যে আদর্শ দার্শনিকের লক্ষণ থাকা কি করিয়া সম্ভব ? আদর্শ দার্শনিক কথাটাই যেন আজ-কাল্‌কার কথা, সুতরাং ইহার লক্ষণ উক্ত গ্রন্থে কি করিয়া পাওয়া যাইবে ? এ কথাটী কোন প্রাচীন গ্রন্থে এ ভাবে ব্যবহৃত হয় নাই। সত্য; কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, এই গ্রন্থে উহার অসদ্ভাব নাই। কারণ, দার্শনিক বলিতে যদি, সমূল প্রপঞ্চজাতের স্বরূপ-জ্ঞানে জ্ঞানী বুঝায়, দার্শনিকতা বলিতে যদি, সেই সর্ব্বকারণকারণ—সেই 'সত্যং শিব সুন্দরং' এক অদ্বয় কারণের সম্যক্ জ্ঞানালোচনা বুঝায়,তাহা হইলে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মধ্যে তাহার চুড়ান্ত কথাই আছে। কারণ, যখন আমরা দেখি—ভগবান্ জ্ঞানীর প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন,—

"উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥" ৭।১৮ গীতা।
"ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।" ৪।৩৮ গীতা।

যখন শুনিতে পাই, ভগবান্ বলিতেছেন—জ্ঞানের ফলে সর্ব্বজ্ঞত্ব হয়,—মোহ দূরে পলায়ন করে,—

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্ম্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যাস্যাত্মন্যথো ময়ি॥" ৪।৩৫ গীতা।

যখন গীতার অভয় বাণী মনে পড়ে যে, অন্তে জ্ঞানীর ভগবৎ-সাধর্ম্ম্য পর্য্যন্ত লাভ হয়,—প্রলয়েও তিনি ব্যথিত হন না,—

"ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥" ১৪।২ । গীতা।

তখন বলিতে ইচ্ছা হয়, এ গীতাগ্রন্থে যদি আদর্শ দার্শনিকের লক্ষণ না থাকিবে ত থাকিবে কোথায়? বস্তুতঃ গীতার জ্ঞানী ও আমাদের আচার্য্যদ্বয়ের যাহা সাধারণ-আদর্শ-দার্শনিক, তাহা অভিন্ন পদার্থ। সুতরাং, যদি এই গীতাগ্রন্থ হইতে এক্ষণে আমরা আমাদের আচার্য্যদ্বয়ের সাধারণ আদর্শ অনুসন্ধান করি, তাহা হইলে তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে, আশা করা যায়।

এখন এ কার্য্য করিতে হইলে আমাদের যেরূপ সাবধানতা আবশ্যক, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইতে হইবে। প্রাচীন রীতি অনুসারে এজন্য আমাদিগের উপক্রম ও উপসংহারের প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কারণ, শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে কোন কিছু উদ্ধৃত করিতে হইলে, পণ্ডিতমাত্রেই অবগত আছেন যে, এমন বাক্য উদ্ধৃত করিতে হয়, যাহা প্রস্তাবিত বিষয়-প্রসঙ্গে কথিত। এক প্রসঙ্গে যদি অন্য কথা বলা হয়,তাহা হইলে সে কথা কোন বিষয়ে উত্তম প্রমাণ বলিয়া গণ্য করা হয় না। যে প্রসঙ্গে যাহা কথিত হয়,যাহা সেই প্রসঙ্গের উপক্রম ও উপসংহারের অনুগত, তাহাই উত্তম প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয়। এখন এতদনুসারে যদি আমাদিগকে জ্ঞানীর লক্ষণ অনুসন্ধান করিতে হয়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত গ্রন্থ মধ্যে ভগবান্ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ৮ম হইতে ১২শ শ্লোকাবলীর মধ্যে জ্ঞানের সাধন সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, তদ্দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। কারণ এস্থলে অর্জ্জুন ও ভগবানের কথাতেই বুঝা যায় যে, প্রসঙ্গটী জ্ঞান-সাধন-সংক্রান্ত, অন্য কিছু নহে;—
অর্জ্জুনবাক্য যথা,—"এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব।" ১৩।১
ভগবদ্বাক্য যথা,—"এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা।"১৩।১২

সমগ্র ভগবদ্গীতার মধ্যে ঠিক এ ভাবে এরূপ কথা আর কোথাও কথিত হয় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই শ্লোক কয়টীতে

যে লক্ষণাবলী কথিত হইয়াছে, তাহাই আচার্য্যদ্বয়ের সাধারণ-আদর্শ-দার্শনিকের গুণগ্রাম বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য।*

শ্লোকগুলি এই ;—

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসাক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্॥
অসক্তিরনভিসঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি॥
অধ্যাত্ম-জ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥

ইহার অর্থ ;—

১। অমানিত্ব—আত্মশ্লাঘার অভাব।

২। অদম্ভিত্ব—স্বধর্ম্ম প্রকট না করা।

৩। অহিংসা—প্রাণিমাত্রকেই পীড়া না দেওয়া।

৪। ক্ষান্তি—অপরে অপরাধ করিলে তাহাতে চিত্তবিকার না হইতে দেওয়া।

৫। আর্জ্জব—সরলতা।

---

*"অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগ ব্যবস্থিতিঃ। দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্॥ অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃশান্তিরপৈশুনম্। দয়াভূতেষলোলুপ্তং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥ তেজঃক্ষমাধৃতিঃশৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা। ভবন্তি সম্পদংদৈবীমভিজাতস্য ভারত॥ দৈবীসম্পদ্ বিমোক্ষায়—ইত্যাদিও দ্রষ্টব্য।

৬। আচার্য্যোপাসন—মোক্ষসাধনোপদেষ্টা গুরুর সেবা।

৭। শৌচ—শরীর ও মনের মল মার্জ্জন। মৃত্তিকা জলাদির দ্বারা শরীরের, এবং রাগদ্বেষের প্রতিকূল ভাবনা দ্বারা মনের মল অপনয়ন কর্ত্তব্য।

৮। স্থৈর্য্য—স্থিরভাব। মোক্ষমার্গে দৃঢ়তর অধ্যবসায়।

৯। আত্মবিনিগ্রহ—দেহ ও মনের স্বাভাবিক প্রকৃতি নিরোধ করিয়া সন্মার্গে স্থির করা।

১০। ইন্দ্রিয়ার্থে বৈরাগ্য—শব্দাদি দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয়ে বিরাগ ভাব।

১১। অনহঙ্কার—অহঙ্কারের অভাব।

১২। জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শন—জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিতে দুঃখ দেখা।

১৩। অসক্তি—শব্দাদি বিষয় সমূহে প্রীতির অভাব।

১৪। পুত্রদারগৃহাদিতে অনভিসঙ্গ—পুত্র, স্ত্রী, গৃহ প্রভৃতির ভালমন্দ সুখদুঃখে নিজের তদ্রূপ বোধ না করা।

১৫। ইষ্টানিষ্টলাভে নিত্য সমচিত্তত্ব—ইষ্ট বা অনিষ্ট প্রাপ্তি ঘটিলে সর্ব্বদা সমচিত্ত থাকা।

১৬। ভগবানে অব্যভিচারিণী ভক্তি—স্পষ্ট।

১৭। বিবিক্তদেশসেবিত্ব—উপদ্রবশূন্য অথচ পবিত্র নির্জ্জন স্থানপ্রিয়তা।

১৮। জনসঙ্গে অরতি—মূর্খ সাধারণ লোকসঙ্গে অপ্রীতি।

১৯। অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব—আত্মা ও দেহ প্রভৃতির জ্ঞান নিত্য অনুশীলন।

২০। তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন—পূর্ব্বোক্ত গুণগুলি হইতে উৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন—মোক্ষ, ইহা আলোচনা করা।

এক্ষণে উক্ত গুণগুলিকে আমরা আচার্য্যদ্বয়ের সাধারণ আদর্শ দার্শনিকের উপযোগী গুণ বলিতে পারি এবং পূর্ব্বপ্রস্তাবানুসারে এখন দেখা যাউক এই বিংশতি সংখ্যক গুণের কোন্ গুণটী কোন্ আচার্য্যে কিরূপভাবে ছিল।

১। অমানিত্ব। এই গুণটী বিচার করিবার জন্য আমরা অস্মন্নিরূপিত ৪৫ সংখ্যক নিরভিমানিতা, ১০ জয়চিহ্নস্থাপন, ৩ উপাধি, ৫৮ বিনয়, ৮০ স্বদলভুক্ত করিবার প্রবৃত্তি, ৩৭ ঔদাসীন্য, ৫৭ লোকপ্রিয়তা প্রভৃতি বিষয় গুলি স্মরণ করিতে পারি।

২। অদম্ভিত্ব—এ সম্বন্ধে আমরা কাহারও জীবনীতে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা পাই নাই। আমরা যাহা উপরি উক্ত "গুণ অমানিত্ব" মধ্যে বিচার করিয়াছি, তাহাই ইহার দৃষ্টান্ত হইতে পারে।

৩। অহিংসা—এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত কাহারও জীবনীতে স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় না। তবে রামানুজ জীবনে একটী বিপরীত দৃষ্টান্ত আছে, ইহা—পূজারী প্রদত্ত বিষান্ন পরীক্ষার্থ কুক্কুরকে উহার কিয়দংশ দান। কুক্কুরটী অন্ন খাইবা মাত্র মরিয়া যায়।

৪। ক্ষান্তি—ইহা ৩৯ সংখ্যক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

৫। আর্জ্জব—এতৎ শীর্ষক আমাদের কোন প্রবন্ধ নাই। তবে ইহার অনুকূল দৃষ্টান্তের জন্য ৩৪ সংখ্যক উদারতা, ৪০ গুণগ্রাহিতা, ৪৫ নিরভিমানিতা, ৪৮ পরোপকার প্রবৃত্তি ও ৫৫ ভাবের আবেগ এবং প্রতিকূল দৃষ্টান্তের জন্য ৭৭ বিষাদ ও ৭০ চতুরতা প্রভৃতি বিষয়গুলি স্মরণ করা যাইতে পারে।

৬। আচার্য্যোপাসন—এজন্য ৪১ সংখ্যক গুরুভক্তি দ্রষ্টব্য।

৭। শৌচ—ইহার দৃষ্টান্ত ৭৬ বিদ্বেষ বুদ্ধি ও ৬২ শিষ্য চরিত্রে দৃষ্টির অন্তর্গত করিয়াছি। অর্থাৎ শঙ্করের পক্ষে (১) কাশীতে চণ্ডালরূপী

বিশ্বেশ্বর দর্শন প্রসঙ্গ, (২) অন্নপূর্ণা দর্শন প্রসঙ্গ, ইত্যাদি; এবং রামানুজের পক্ষে (১) হেমাম্বার অলঙ্কার চুরি প্রসঙ্গ, (২) চণ্ডাল রমণী-সাক্ষাৎ প্রসঙ্গ এবং (৩) চৈলাঞ্চলাম্বার অন্ন-গ্রহণ প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

৮। স্থৈর্য্য—ইহা আমরা ৬৫ সংখ্যক প্রবন্ধে বিচার করিয়াছি।

৯। আত্মবিনিগ্রহ—ইহা আমাদের কোন বিচারিত বিষয় নহে। তবে ৪৪ সংখ্যক ধ্যানপরায়ণতার মধ্যে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে।

১০। ইন্দ্রিয়ার্থে বৈরাগ্য—এতদর্থে আমাদের বিচারিত ৪৪ ধ্যানপরায়ণতা ও ৩৭ ঔদাসীন্য বিষয় মধ্যে অনুকূল, এবং ৭২ প্রাণভয় বা জীবনে মমতা মধ্যে প্রতিকূল, এই উভয়বিধ দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে।

১১। অনহঙ্কার—এজন্য ৪৫ সংখ্যক নিরভিমানিতা দ্রষ্টব্য।

১২। জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শন।—এটীও আমাদের অনালোচিত বিষয়; কারণ ইহার উল্লেখ-যোগ্য দৃষ্টান্ত পাই নাই। তবে অবশ্য এভাবটী যে, উভয় আচার্য্যেই ছিল, তাহা তাঁহাদের জীবনী পাঠেই উপলব্ধি হয়। তবে সম্ভবতঃ ২৬ সংখ্যক সন্ন্যাসের মধ্যে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে।

১৩। অসক্তি—এতদর্থে ৩৭ সংখ্যক ঔদাসীন্য দ্রষ্টব্য।

১৪। পুত্রদারগৃহাদিতে অনভিসঙ্গ।—এজন্য দৃষ্টান্ত নিষ্প্রয়োজন। উভয়েই যখন সন্ন্যাসী, তখন ইহার পরাকাষ্ঠা উভয়েই ছিল স্বীকার্য্য।

১৫। ইষ্টানিষ্টলাভে নিত্য সমচিত্ততা—এতদর্থে আমরা ৩ উপাধি, ১৭ পূজালাভ, ৪২ ত্যাগশীলতা, ৫৯ শত্রুর মঙ্গল সাধন, ৭২ প্রাণভয় বা জীবনে মমতা, ৭৪ মিথ্যাচরণ, ৬৬ অনুতাপ, ৬৮ ক্রোধ, ৭৫ লজ্জা, ৭৭ বিষাদ প্রভৃতি বিষয় হইতে প্রচুর দৃষ্টান্ত পাইতে পারি।

১৬। ভগবানে অব্যভিচারিণী ভক্তি;—এদর্থে ৫২ ভগবদ্ভক্তি, ৪৩ দেবতার প্রতি সম্মান, ৫১ বুদ্ধি-কৌশলের অন্তর্গত নির্ব্বুদ্ধিতা,

৫৩ ভগবানের সহিত সম্বন্ধজ্ঞান, ১৫ দেবতা-প্রতিষ্ঠা, ৫৫ ভাবের আবেগ, ৩১ অলৌকিক জ্ঞান প্রভৃতি বিষয়গুলি বিচার্য্য।

১৭। বিবিক্তদেশসেবিত্ব—এবিষয়টীও আমরা আলোচনা করি নাই। তবে এজন্য শঙ্করের (১) ভাষ্য-রচনার্থ বদরিকাশ্রম-বাস, (২) কর্ণাট-উজ্জয়িনী প্রভৃতি কতিপয় স্থানে সমাধিতে অবস্থিতির জন্য শিষ্যগণকে অপরের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ প্রভৃতি বিষয় স্মরণ করা যাইতে পারে। রামানুজে এ বিষয়ের কোনরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। তথাপি ৪৪ ধ্যানপরায়ণতা ও ১৯ ভাষ্যরচনা দ্রষ্টব্য।

১৮। জনসঙ্গে অরতি। ইহাও আমাদের অবিচারিত বিষয়। ইহার দৃষ্টান্ত নিমিত্ত পুনরায় ৪৪ ধ্যানপরায়ণতা অনুসন্ধেয়।

১৯। অধ্যাত্ম-জ্ঞান-নিত্যত্ব—এতদর্থে ২৭ সাধনমার্গ দ্রষ্টব্য।

২০। তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন—এজন্য ৩০ অনুসন্ধিৎসা, ২৭ সাধন-মার্গ, ২৬ সন্ন্যাস, ৫ গুরুসম্প্রদায়, ৩৬ উদ্ধারের আশা, ৪২ ত্যাগশীলতা, ১০ জয়চিহ্ন-স্থাপন প্রভৃতি অন্বেষণীয়।

কিন্তু এতদ্বারাও আমরা আকাঙ্ক্ষানুরূপ উভয়কেই বুঝিতে পারিব, তাহা ভাবা উচিত নহে। কারণ, আমরা তাঁহাদিগকে তাঁহাদের সাধারণ আদর্শের সহিত তুলনা করিয়াছি, তাঁহারা যে বিষয়ে পরস্পর পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছেন, সেই বিষয়ের আদর্শের সহিত তাঁহাদিগকে এখনও তুলনা করা হয় নাই। ইহা যতক্ষণ না করিতে পারা যাইবে, ততক্ষণ ইঁহাদের তুলনা-কার্য্য সম্পূর্ণ হইতে পারে না। সুতরাং আমরা এক্ষণে ইঁহাদের মধ্যে পরস্পরের বিসদৃশ ভাবের আদর্শ অন্বেষণ করিয়া ইঁহাদিগকে সেই আদর্শের সহিত একবার তুলনা করিতে চেষ্টা করিব।

ইতি পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি—আচার্য্যদ্বয়ের প্রধান বৈলক্ষণ্য এই

যে, আচার্য্য শঙ্কর একাধারে যোগী, জ্ঞানী ও ভক্ত, এবং আচার্য্য রামানুজ একাধারে জ্ঞানী ও ভক্ত। তন্মধ্যে আবার বিশেষ এই যে, শঙ্করের যোগ,জ্ঞান ও ভক্তির উপায় এবং তন্মধ্যে তাঁহার ভক্তি আবার তাঁহার জ্ঞানের উপায়,অর্থাৎ যোগের তুলনায় ভক্তি—লক্ষ্য, এবং ভক্তির তুলনায় জ্ঞানই লক্ষ্য। কিন্তু রামানুজের জ্ঞান লক্ষ্য নহে, ইহা তাঁহার ভক্তির উপায়,সুতরাং ভক্তিই তাঁহার লক্ষ্য। এতদনুসারে মোটামুটী দেখা যাইতেছে—শঙ্কর জ্ঞানী এবং রামানুজ ভক্ত। কিন্তু এইরূপ বলিলেই যথার্থ কথা বলা হইল না। কারণ, রামানুজের ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে। সূক্ষ্ম বিচার করিলে দেখা যায়, রামানুজের ভক্তি ও শঙ্করের জ্ঞান, অনেকটা একরূপ। শঙ্করের মতে জ্ঞান হইলে আর অবশিষ্ট কিছুই থাকে না, রামানুজের মতে কিন্তু তখনও অবশিষ্ট থাকে। শঙ্কর বলেন—ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জীব ব্রহ্মই হইয়া যায়, রামানুজ বলেন —না,তাহা হয় না; সে জ্ঞানেও ভুল হয়, তাহাও তিরোহিত হয়। এজন্য ঐ জ্ঞানের ধ্যান বা ধ্রুবা-স্মৃতি প্রয়োজন, আর এই ধ্রুবাস্মৃতি বা ধ্যান হইতে ভক্তি আরম্ভ। ভক্তি, ঠিক ধ্রুবাস্মৃতি নহে। ইহা তাঁহার ভাষায় ধ্রুবা অনুস্মৃতি, এবং ইহা উপাসনা জাতীয় পদার্থ। অবশ্য উক্ত উপাসনাত্মক ভক্তির ভিতর যদিও ভগবৎ-সেবারূপ ক্রিয়া রহিল, তথাপি তাহা জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিল না। আমাদের বোধ হয়—উভয়ের কথাই সত্য। কারণ, সাধারণ লোকের ভুল হয় সত্য; কিন্তু সমাধিমানের ভুল হয় না। সাধারণ জীবনেও আমরা নিত্য দেখিতে পাই, যাহারা নানা কার্য্যে ব্যস্ত, এবং এক বিষয়ে গাঢ় ভাবে চিত্ত নিবিষ্ট করিতে পারে না, তাহাদের ভুল যথেষ্ট হয়; আর যাঁহারা যখন যে-বিষয় গ্রহণ করেন, তাহাতে যদি তাঁহারা গাঢ় ভাবে চিত্ত নিবিষ্ট করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ভুলও অল্প হয়। বস্তুতঃ

শঙ্কর, যোগী এবং সমাধি-সিদ্ধ ছিলেন বলিয়া তাঁহার চিত্ত যতদুর স্থির হইতে পারে, তাহা তাঁহার হইত ; কিন্তু রামানুজ যোগী ছিলেন না। তজ্জন্য পরস্পরের এরূপ মতভেদ প্রকৃত মতভেদ নহে ; ইহা, মনে হয়, কথার ভেদ মাত্র। শঙ্কর যদি সাধারণের দৃষ্টিতে জ্ঞানের লক্ষণ করিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাহা রামানুজের জ্ঞানের লক্ষণের সহিত মিলিত ; এবং রামানুজ যদি যোগসিদ্ধ ব্যক্তির দৃষ্টিতে জ্ঞানের লক্ষণ করিতেন, তাহা হইলে তাহাও শঙ্করের জ্ঞানের লক্ষণের সহিত মিলিতে পারিত। বাস্তবিক রামানুজ নিজ শ্রীভাষ্য মধ্যে শঙ্করের প্রতিবাদ করিতে বসিয়া বলিয়াছেন যে, যদি একবার মাত্র ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই সব হইয়া যায়, তবে লোকে এত ব্রহ্মবিচার করিয়াও কেন শোকদুঃখে মুহ্যমান হয় ; ইত্যাদি। বস্তুতঃ এ কথা সাধারণ লোকের পক্ষে সত্য, কিন্তু, একাগ্র অবস্থা অতিক্রম করিয়া নিরুদ্ধ অবস্থায় অবস্থিতি-ক্ষম ব্যক্তির পক্ষে সত্য বলিয়া বোধ হয় না। চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধ-নিপুণ ব্যক্তি,যে ভাবকে আদর্শ করিয়া চিত্ত-নিরোধ করিবেন,তাঁহার সে ভাব ভাঙ্গাইতে কেহই সক্ষম নহে। যাহা হউক, এ বিষয়ে উভয়ে প্রকৃত-প্রস্তাবে এক-মত বলিয়া বোধ হয়। শঙ্করও বলেন না যে, তাঁহার জ্ঞান বিচ্ছিন্ন হউক, রামানুজও বলেন না যে, তাঁহার জ্ঞান তিরোহিত হউক। এজন্য শঙ্করের জ্ঞান ও ভক্তি, প্রকৃত-প্রস্তাবে একরূপ লক্ষণাক্রান্ত। শঙ্করের অবিচ্ছিন্ন জ্ঞানের নাম "জ্ঞান", রামানুজের মতে তাহা "ভক্তি", এই মাত্র বিশেষ।

তবে কি জ্ঞানী-শঙ্করের জ্ঞানে ও ভক্ত-রামানুজের ভক্তিতে এতদ্ভিন্ন কোন বৈলক্ষণ্য নাই? তবে কি এই দুই মহাত্মা ঠিক একই মতাবলম্বী? আর যদি তাহাই হয়,তাহা হইলে এ তুলনার জন্য এত প্রয়াস কেন? না ; উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট ভেদ আছে। এ ভেদ তাঁহাদের জীব-ব্রহ্মের

সম্বন্ধ লইয়া,ইহা তাঁহাদের জ্ঞান এবং ভক্তির "বিষয়" লইয়া। শঙ্করের মতে জীব ও ব্রহ্ম সম্পূর্ণ অভিন্ন বস্তু,রামানুজের মতে কিন্তু তাহারা পৃথক্। এজন্য শঙ্করের জ্ঞানে জীব-ব্রহ্মের অভিন্ন-ভাব লক্ষ্য, এবং রামানুজের ভক্তিতে জীব, অঙ্গের মত "অঙ্গী"রূপী ব্রহ্মের অনুকূলতাচরণ করে; জীব কখন ব্রহ্মে মিশিয়া যায় না। আবার রামানুজের ভক্তিতে যেমন সেব্য-সেবক ভাব বিদ্যমান, শঙ্করের ভক্তিতে তাহা থাকিলেও তাঁহার ভক্তি, ভগবানের মায়িক অবস্থার ভাব, সুতরাং মায়ানাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও নাশ ঘটিবে; রামানুজের কিন্তু তাহা হইবে না। রামানুজের মায়ার নাশ নাই, ইহা তাঁহার মতে ভগবানের নিত্য-শক্তি। অবশ্য শঙ্করের "বোধসার" নামক গ্রন্থের মধ্যে ভক্তি-যোগাধ্যায়ে একটী শ্লোক দেখা যায়, তাহা উভয়ের ভক্তিভাবের মধ্যে ঐক্য প্রমাণ করে। যথা;—

মুক্তি মু্খ্য ফলং জ্ঞস্য ভক্তিস্তৎসাধনস্ততঃ।
ভক্তস্য ভক্তির্মু্খ্যাস্যান্মুক্তিঃ স্যাদানুষঙ্গিকী ॥ ২১ ॥

কিন্তু তৎপরেই যে-সকল শ্লোকাবলী আছে, তথায় আর উভয় মতের ঐক্য সম্ভবে না।

যাহা হউক এখন দেখা যাউক (১) শঙ্করের মিশিয়া যাওয়া ভাবের সীমা কত দূর, (২) তজ্জন্য তিনি কিরূপ সাধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন (৩) নিজেই বা তাহার কিরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং (৪) তিনি তাঁহার আদর্শের কত দুর নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন।

প্রথমতঃ, মিশিয়া যাওয়ার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত যতগুলি অবস্থা কল্পনা করা যাইতে পারে, তন্মধ্যে প্রথম—মিশিয়া যায়, কিন্তু নিজাকৃতি বা নাম-রূপ থাকে। দ্বিতীয়—মিশিয়া নামরূপ ও নিজাকৃতি প্রভৃতি কারণ-রূপে থাকে, 'হেতু' উপস্থিত হইলেই আবির্ভূত হইতে

বাধ্য। তৃতীয়—মিশিয়া কার্য্য-কারণ উভয় অবস্থায় নামরূপ প্রভৃতি যাবতীয় উপাধি ত্যাগ করে। এ সময় মিশা ও না-মিশা কিছুই তখন আলোচনার যোগ্য নহে। এ অবস্থার আর পুনরাবৃত্তি হয় না। আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী এই ভাবটীকেই ভক্তি নামে এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, প্রথম অবস্থায় ভক্তের ভাব হয়—আমি তোমার, দ্বিতীয় অবস্থায়,—তুমি আমার এবং তৃতীয় অবস্থায়—তুমি আমি অভিন্ন এক। ভগবদ্গীতা অষ্টাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সুতরাং জানা গেল,মিশিয়া যাওয়ার আদর্শ বা শেষ সীমাই ঐ তৃতীয় অবস্থা। এ অবস্থায় নামরূপ থাকে কি,থাকে না, কিছুই বলা যায় না। এ অবস্থায় উপনিষদের কথায় বলিতে হইলে বলিতে হয় যথা ;—

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্ব্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম ॥ কঠ উপনিষৎ ;
২ অঃ ১ বল্লী ১৫ মন্ত্র।

অর্থাৎ বিশুদ্ধ জল যেমন বিশুদ্ধ জলে মিশিয়া এক হইয়া যায় তদ্রূপ জ্ঞানীর আত্মা ( পরমাত্মায় মিশিয়া একতা প্রাপ্ত ) হয়। সুতরাং দেখা গেল—শঙ্করের মিশিয়া যাওয়া মানে জীব ব্রহ্মের সম্পূর্ণ অভেদ ভাব।

( ২ ) এখন দেখা যাউক আচার্য্য শঙ্কর এই ভাব লাভের জন্য কিরূপ সাধনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

আচার্য্যের সাধন সম্বন্ধে তৎকৃত অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থখানিই এস্থলে অবলম্বন করা গেল। সাধন সম্বন্ধে এ গ্রন্থখানির মত উপযোগী গ্রন্থ আচার্য্যের আর নাই। আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাসিগণের নিকট ইহার উপযোগিতার কথা যত শুনা যায়, এত অন্য গ্রন্থ সম্বন্ধে শুনা যায় না। শঙ্করাচার্য্যাবতার শ্রীমদ্ভারতী তীর্থ মুনীশ্বর এই গ্রন্থের এক অপূর্ব্ব টীকা রচনা করিয়াছেন।

# সাধন

প্রথম—আশ্রম বিহিত কর্ম্ম।
দ্বিতীয়—প্রায়শ্চিত্তাদি তপস্যা।
তৃতীয়—হরিতোষণ।
চতুর্থ—সর্ব্বভূতে দয়া।
( অতঃপর অধিকারী ভেদে তিনটী পথ আছে যথা ;—

**প্রথম জ্ঞানযোগ**
(উত্তমাধিকারীর জন্য)

প্রথম—নিত্যানিত্যবস্তু বিবেক।
তৎপরে—বৈরাগ্য।
তৎপরে—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা
শ্রদ্ধা ও সমাধান।
তৎপরে—মুমুক্ষুত্ব।
তৎপরে—ব্রহ্মসূত্রানুসারে
ব্রহ্ম বিচার।

বিচারের প্রকার।
১। অধ্যারোপ
২। অপবাদ
৩। মহাবাক্য

বিচারের ক্রম।
১। শ্রবণ
২। মনন
৩। নিদিধ্যাসন
৪। সমাধি।

সমাধির বিঘ্ন।
১। লয়
২। বিক্ষেপ
৩। কষায়
৪। রসাস্বাদ

বিঘ্ননাশোপায়।
১। উৎসাহাভ্যাস।
২। ধৈর্য্যাভ্যাস।
৩। উদ্দেশ্য বিচারাভ্যাস।
৪। প্রজ্ঞাভ্যাস।

বিচারের বিষয়।
১। আমি কে?
২। কোথা হইতে
ইহার জন্ম?
৩। কর্ত্তা কে?
৪। ইহার উপাদান কি?

**দ্বিতীয় রাজযোগ**
(মন্দাধিকারীর জন্য)

উপায়।
১। যম, ২। নিয়ম,
৩। ত্যাগ, ৪। মৌন,
৫। দেশ, ৬। কাল,
৭। আসন, ৮। মূলবন্ধ
৯। দেহসাম্য, ১০। দৃক্‌স্থিতি,
১১। প্রাণসংযম,
১২। প্রত্যাহার, ১৩। ধারণা,
১৪। ধ্যান, ১৫। সমাধি।

বিঘ্ন।
১। অনুসন্ধানরা[illegible]
২। আলস্য।
৩। ভোগ লালসা
৪। লয়, ৫। ত[illegible]
৬। বিক্ষেপ
৭। রসাস্বাদ
৮। শূন্যতা।

সমাহিত চিত্তোপযোগী

উপায়

অভ্যাস ও বৈরাগ্য সাহায্যে

ক্রমশঃ।
যথা ;—
১। শ্রদ্ধা
২। বীর্য্য
৩। স্মৃতি
৪। সমাধি
৫। প্রজ্ঞা

সদ্যঃ।
যথা ;—
বিরামের
কারণ
পর বৈরাগ্য
অভ্যাস

ঈশ্বর প্রণিধান
বা ভক্তিযোগ
যথা ;—প্রণব
জপ, এবং
তদর্থ ভাবনা
ইত্যাদি।

বি[illegible]

[ ৪৪২ পৃষ্ঠার পর। ]

—)

তৃতীয় হটযোগ
বা পাতঞ্জল সম্মত যোগ।
(অধমাধিকারীর জন্য।)

ইত্য।

।।
মঃ

বিঘ্ননাশোপায়।
অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে
চিত্তের ব্রহ্ম
বৃত্তিতা অভ্যাস।

য়।
১। ব্যাধি
২। স্ত্যান
৩। সংশয়
৪। প্রমাদ
৫। আলস্য
৬। অবিরতি
৭। ভ্রান্তিদর্শন।
৮। অলব্ধ ভূমিকত্ব
৯। অনবস্থিতিত্ব
১০। দুঃখ
১১। দৌর্ম্মনস্য
১২। অঙ্গ কম্পন
১৩। শ্বাসপ্রশ্বাস

বিঘ্ননাশোপায়।
১। একতত্ত্বাভ্যাস,
২। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা,
৩। প্রাণ সংযম,
৪। বিষয়বতী প্রবৃত্তি,
৫। শোকহীন জ্যোতিঃ দর্শন।
৬। মহাত্মচরিত চিন্তা
৭। স্বপ্ন ও সুষুপ্তির জ্ঞান অবলম্বন
৮। যথাভিমত ধ্যান।

ব্যুত্থিত চিত্তোপযোগী

উপায়।
১। যম
২। নিয়ম
৩। আসন
৪। প্রাণায়াম
৫। প্রত্যাহার
৬। ধারণা
৭। ধ্যান
৮। সমাধি

বিঘ্ন বা ক্লেশ।
১। অবিদ্যা,
২। অস্মিতা,
৩। রাগ,
৪। দ্বেষ,
৫। অভিনিবেশ।

বিঘ্ননাশোপায়।
১। ধ্যান,
২। তপঃ স্বাধ্যায় ঈশ্বর প্রণিধান,
৩। প্রতিপক্ষ ভাবনা
৪। দ্রষ্টাদৃশ্য বিবেকাভ্যাস।

এখন উপরিউক্ত আশ্রম বিহিত কর্ম্ম,প্রায়শ্চিত্ত, হরিতোষণ এবং সর্ব্ব-ভূতে দয়া এই চারিটী বিষয়ের প্রথমটীর মধ্যে বেদবেদাঙ্গ অধ্যয়ন,কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ এবং নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান বুঝায়। কাম্য-কর্ম্ম বলিতে স্বর্গাদি সুখ-সাধন কর্ম্ম, এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম বলিতে নরকাদি দুঃখ ভোগের কারণ ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি কর্ম্ম বুঝায়। তদ্রূপ নিত্যকর্ম্ম শব্দে সন্ধ্যাবন্দনাদি এবং নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলিতে পুত্রাদি জন্ম-কাল-রূপ নিমিত্ত উপস্থিত হইলে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল বুঝায়। দ্বিতীয়—প্রায়শ্চিত্ত। ইহার দ্বারা পাপ ক্ষয় হয়; যথা চান্দ্রায়ণ ব্রতাদি। তৃতীয়—হরিতোষণ। এতদ্দ্বারা ভক্তিযোগ বা সগুণ-ব্রহ্ম-বিষয়ক চিত্তের একাগ্রতা সাধক কর্ম্মাদি বুঝায়। চতুর্থ—সর্ব্বভূতে দয়া। ইহার অর্থ প্রাণীহিংসা এবং প্রাণীপীড়ন-বর্জ্জন ও পরোপকার ইত্যাদি কর্ম্ম বুঝিতে হইবে।

প্রথম—জ্ঞানযোগ। উক্ত সাধারণ চারিটী গুণ উপার্জ্জনের পর, এ পথের প্রথম সাধন "নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক" অনুষ্ঠেয়। ইহার দ্বারা সাধককে আত্মস্বরূপই নিত্য, এবং এই সমুদায় দৃশ্য পদার্থ অনিত্য, এই প্রকার জ্ঞান অভ্যাস করিতে হয়। ইহার অভ্যাস হইলে "ইহা-মুত্র-ফল-ভোগ-বিরাগ" জন্মে। ইহার ফলে সাধক ইহজগৎ ও পরজগৎ উভয়ত্রই সকল প্রকার ভোগের প্রতি কাক-বিষ্ঠা-সম তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকেন। সাধকের হৃদয়ে এই প্রকার নির্ম্মল বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে "শমদমাদি" ছয়টী সাধন প্রয়োজন হয়। ইহাদের মধ্যে "শম"-সাধন কালে সাধক সর্ব্বদা বাসনা-ত্যাগ অভ্যাস করিতে থাকেন। দ্বিতীয় "দম" সাধন কালে তিনি অন্তঃকরণের যাবতীয় বাহ্যবৃত্তিকে দমন করিতে যত্নবান হন। "দম" সাধন শেষ হইলে তৃতীয় "উপরতি" সাধন করা প্রয়োজন। এ সময় সাধক, বিষয়-

সন্নিকর্ষ সত্ত্বেও তাহা হইতে অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়বর্গকে উপরত করিয়া রাখিতে অর্থাৎ উঠাইয়া লইতে অভ্যাস করেন। সুমধুর সঙ্গীত কর্ণগোচর হইলেও তাঁহার অনুভূতি হইবে না—এই প্রকার চেষ্টা উপরতির লক্ষ্য। ইহার পর সাধক, চতুর্থ "তিতিক্ষা" অভ্যাস করিবেন। এ সময় সাধকের শীত-উষ্ণ, রাগ-দ্বেষ, প্রভৃতি দ্বন্দ সমুদায় সহ্য করিতে অভ্যাস করিবার কথা। তিতিক্ষা অভ্যস্থ হইলে পঞ্চম "শ্রদ্ধা" অভ্যাস প্রয়োজন। এ সময় সাধককে বেদ ও আচার্য্যবাক্যে বিশ্বাস দৃঢ় করিতে হয়। কারণ, বিশ্বাস দৃঢ় হইলে ভবিষ্যতে কোন সন্দেহ আসিয়া হৃদয় অধিকার করিতে পারিবে না। যেহেতু সন্দেহ আসিলেই পতন অবশ্যম্ভাবী এবং চিত্তের একাগ্রতাও নষ্ট হইবে। ইহার পর ষষ্ঠ সাধন "সমাধানে" সাধককে যত্নবান হইতে হইবে। ইহাতে সাধক "সৎ" স্বরূপ অর্থাৎ "অস্তিত্ব মাত্র" ব্রহ্মের ভাবে চিত্তকে একাগ্র করিতে চেষ্টা করিবেন। সত্তারূপী ব্রহ্মে চিত্ত যতই একাগ্র হইতে থাকিবে, ততই সাধকের মধ্যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছা পরিস্ফুট হইতে থাকিবে। কিন্তু এই জানিবার ইচ্ছা হইলেও বিপথ-গমনের সম্ভাবনা থাকে। কারণ এ অবস্থাতেও সাধক জীবনের সাধারণ বিষয়ের মত ব্রহ্মকে জানিতে চাহিতে পারেন। কিন্তু এ ভাবে ব্রহ্মকে জানিলে এত পরিশ্রম সকলই বৃথা হয়,—অনন্ত সংসারাবর্ত্ত নিবৃত্ত হয় না—ব্রহ্মকেও পূর্ণ-রূপে জানিবার প্রবৃত্তি হয় না। এ জন্য এই অবস্থায় সাধককে "মুমুক্ষুত্ব" অভ্যাস করিতে বলা হয়। ইহার অর্থ মুক্তির জন্য ইচ্ছা। এই ইচ্ছা যদি, ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছার সহিত মিলিত হয়, তবেই সকল পরিশ্রম সার্থক,—তবেই ব্রহ্মকে পূর্ণরূপে জানিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। ফলতঃ সাধকের যখন এইরূপ চেষ্টা বলবতী হয়, তখনই তিনি ব্রহ্ম বিচার করিবেন।

এখন এই ব্রহ্ম বিচারের ক্রম—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধি। শ্রবণ অর্থে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক ছয় প্রকার উপায় দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-বস্তুতে সমস্ত বেদান্তের তাৎপর্য্য অবধারণ। ঐ ছয় প্রকার উপায় যথা,—(১) উপক্রম-উপসংহার (২) অভ্যাস (৩) অপূর্ব্বতা (৪) ফল (৫) অর্থবাদ এবং (৬) উপপত্তি।

যে শাস্ত্রের যাহা প্রতিপাদ্য, তাহা মানব স্বভাব-বশেই সেই শাস্ত্রের (১) আরম্ভে এবং শেষে বলিয়া থাকে। কেবল তাহাই নহে, গ্রন্থকার গ্রন্থ-মধ্যে তাহার (২) পুনরুক্তি, তাহার (৩) নূতনত্ব-ঘোষণা, তাহার (৪) ফল-বর্ণনা, তাহার (৫) প্রশংসা, এবং পরিশেষে (৬) তাহার যুক্তি পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন। ইহা মানবের স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম। এ জন্য এই ছয়টীর মধ্যে যাহা সাধারণ তত্ত্ব, তাহাই সেই গ্রন্থের তাৎপর্য্য হইতে বাধ্য। উপনিষদের অর্থ, এই প্রকারে নির্ণয়ের চেষ্টা করিলে তাহা "শ্রবণ" নামে অভিহিত হয়। শাস্ত্রার্থ এই প্রকারে আবিষ্কার করিয়া স্বয়ং যুক্তির দ্বারা তাহাকে আবার বুঝিতে হয়। এইরূপ করিলে সেই সিদ্ধান্ত ক্রমে নিজেরই সিদ্ধান্ত বলিয়া বোধ হয়। তখন আর তাহা শিক্ষিত বিষয়ের ন্যায় মনে হয় না। ইহার পর নির্ণীত সিদ্ধান্তে অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম-বস্তুতে যখন অবিরোধী জ্ঞান-প্রবাহ বহিতে থাকে, তখন সাধকের নিদিধ্যাসন অভ্যস্ত হইতে থাকে। এই ভাবে নিদিধ্যাসন চলিতে থাকিলে ক্রমে সমাধি উপস্থিত হয়। কিন্তু সমাধি কালে কখন কখন বিঘ্ন আসিয়া দেখা দেয়। এই বিঘ্নের সংখ্যা চারিটী যথা (১) লয় (২) বিক্ষেপ (৩) কষায় এবং (৪) রসাস্বাদ। সমাধিকালে যখন অনন্ত ব্রহ্ম-বস্তুকে অবলম্বন করিতে না পারিয়া চিত্তবৃত্তির নিদ্রা উপস্থিত হয়, তখন এই ভাবের নাম "লয়" নামক বিঘ্ন। এ সময় চিত্তকে নানাবিধ উপায়ে উৎসাহ দিতে

হয় এবং সৎসঙ্গ, ভগবৎ-শরণাগতি অথবা গুরু-পদাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি দৃঢ়তা প্রয়োজন। তাহার পর, সমাধির দ্বিতীয় বিঘ্ন "বিক্ষেপ"। এ সময় চিত্ত অন্য-নিষ্ঠ হয়। ইহা নিবারণ-জন্য ধৈর্য্য অবলম্বন অর্থাৎ ভগবৎ কৃপার প্রতি আশা রাখিতে হয়। তৃতীয় বিঘ্ন "কষায়"। ইহা উপস্থিত হইলে সাধকের হৃদয়ে নানাবিধ বাসনার সঞ্চার হয় এবং ইহা নিবারণ করিতে হইলে বাসনার উদ্দেশ্য বিচার দ্বারা বাসনার বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইতে হইবে। অতঃপর চতুর্থ বিঘ্ন "রসাস্বাদ"। ইহার ফলে সাধক, সবিকল্পক সমাধির আনন্দে আত্মহারা হয়। এজন্য এ সময় বিবেক ও প্রজ্ঞার সাহায্য লইতে হইবে। কোন মতে, এই চারিটী বিঘ্ন, উক্ত চারিটী মূল সাধনের কোনরূপ ত্রুটী থাকিলেই উদয় হয়। সুতরাং উহাদের পুনরনুষ্ঠানই এই বিঘ্ন-নিবারণের উপায়। এইবার বিচার সম্বন্ধে আলোচ্য। আচার্য্যগণ ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা; (১) অধ্যারোপ (২) অপবাদ এবং (৩) মহাবাক্য-বিবেক। তন্মধ্যে "অধ্যারোপ" অর্থে,এক কথায়, ভ্রম-কালে কিরূপ প্রতীতি হয়, তাহা বুঝা,এবং "অপবাদ"মানে ভ্রমনাশ হইলে কিরূপ প্রতীতি হয়,তাহা উপলব্ধি করা। এতদ্বারা কি ভ্রম এবং কি ভ্রম নহে, ইত্যাদি অতি গহন দার্শনিক প্রসঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইবে; সাধককে তাহাও মীমাংসা করিতে হইবে। বাহুল্য ভয়ে আমরা এস্থলে আর সে বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম না। মহাবাক্য বিবেক দ্বারা বেদের যাহা সার উপদেশ, তাহারই আলোচনা বুঝায়। আর এই তিনটী বিষয় অন্যভাবে দেখিলে পূর্ব্বোক্ত চারিটী "বিচারের বিষয়ে" পরিণত হয়। সে বিষয় চারিটী যথা (১) আমি কে (২) কোথা হইতে ইহার জন্ম, (৩) কে কর্ত্তা এবং (৪) ইহার উপাদান কি। ফল কথা, এই জ্ঞান-যোগ বলিতে ব্রহ্ম-সূত্রানুসারে উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম-বিচার বুঝায়। ইহা অতি বিস্তৃত বিষয় এবং

নিতান্ত নির্ম্মল-চিত্ত ও সূক্ষ্ম-বুদ্ধি-সম্পন্নের অনুষ্ঠেয়। ইহার যথার্থ পরিচয় পাইতে হইলে আকর-গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। ফলতঃ ইহার যিনি অধিকারী, তাঁহার এবম্প্রকার বিচারের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ-হইবার কথা।

দ্বিতীয়—রাজ-যোগ। এই যোগটী জ্ঞান-যোগ ও হটযোগের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার ফলে একেবারে নিদিধ্যাসন সিদ্ধ হয়। এজন্য ইহাকে নিদিধ্যাসনের অঙ্গ বা ধ্যান-যোগও বলা হয়। ইহার প্রথম অঙ্গ "যম"। ইহার অর্থ—"সমস্তই ব্রহ্ম" ভাবিয়া ইন্দ্রিয়-সংযম। দ্বিতীয় "নিয়ম"—ইহাতে আমি—অসঙ্গ, অবিক্রিয়, সর্ব্বগত ব্রহ্ম এই প্রকার ধারণার প্রবাহ, এবং ব্রহ্ম-ভিন্ন-বোধের তিরস্কার অভ্যাস করিতে হয়। তৃতীয়,"ত্যাগ"—ইহাতে বিশ্ব-চরাচর সমস্তই ব্রহ্মে নাম ও রূপ সাহায্যে কল্পিত, এজন্য আমার পাইবার যোগ্য আর কি থাকিতে পারে, এই প্রকার ভাবনা অভ্যাস করিত হয়। চতুর্থ "মৌন"—ইহাতে ব্রহ্ম, বাক্য-মনের অগোচর—ইত্যাকার ধ্যান অভ্যাস বুঝায়। পঞ্চম "দেশ"—এতদ্দ্বারা ব্রহ্মের আদি মধ্য ও অন্ত কিছু নাই এবং তাঁহার দ্বারা এই সব সতত ব্যাপ্ত এই প্রকার ধ্যান বুঝায়। ষষ্ঠ "কাল"—ইহাতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতু যে কাল, তাহা—ব্রহ্ম, এইপ্রকার চিন্তার অভ্যাস বুঝায়। সপ্তম "আসন"—এতদ্দ্বারা যে সুখরূপ ব্রহ্ম, চিন্তা করিলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য চিন্তা থাকে না, সেই ব্রহ্ম চিন্তা করিতে হয়। অষ্টম "মূলবন্ধ"—ইহার অর্থ—ব্রহ্মকে সর্ব্বভূত এবং অজ্ঞানের মূল কারণ রূপে চিন্তা করা। নবম "দেহসাম্য"—অর্থাৎ যাহা স্বভাবতঃ বিষম পদার্থ, তাহাও ব্রহ্মেতে লয় হয়, এই ভাবে ব্রহ্মের ধ্যান করা। "দশম" দৃক্-স্থিতি—ইহার অর্থ ব্রহ্মকে দৃষ্টি,দর্শন ও দৃশ্যের বিরাম স্থান রূপে ধ্যান করা। একাদশ "প্রাণ-সংযম"—"এতদ্দ্বারা প্রপঞ্চ মিথ্যা," "এক ব্রহ্মই আছেন," এবং তজ্জন্য বিষয়াদির উপেক্ষা বুঝায়। দ্বাদশ "প্রত্যাহার"—

ইহাতে বিষয় সমূহে আত্মদৃষ্টি করিয়া চিন্মাত্রস্বরূপে ডুবিয়া যাওয়া বুঝায়। ত্রয়োদশ "ধারণা"—অর্থাৎ যেখানেই মন গমন করিবে, সেই খানেই ব্রহ্ম দর্শন করা। চতুর্দ্দশ "ধ্যান"—এতদ্দ্বারা ব্রহ্মই আছেন—এই প্রকার ঐকান্তিক বৃত্তি বশতঃ নিরালম্বন ভাবে স্থিতি বুঝায়। পঞ্চদশ "সমাধি"—ইহার অর্থ অন্তঃকরণকে নির্ব্বিকার ও ব্রহ্মাকার করিয়া সম্যক্‌রূপে বৃত্তি-বিস্মরণ।

তাহার পর এই যোগের বিঘ্ন, পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান যোগের বিঘ্নের ন্যায় নহে, পরন্তু ইহা সংখ্যায় আটটী, যথা ;—১। অনুসন্ধান-রাহিত্য, ২। আলস্য,। ৩। ভোগলালসা, ৪। লয়, ৫। তম, ৬। বিক্ষেপ, ৭। রসাস্বাদ, ৮। শূন্যতা। এই সকল বিঘ্ন কি করিয়া নিবারণ করিতে হইবে তাহা গুরুদেবের উপদেশ সাপেক্ষ। গ্রন্থ মধ্যে ইহার যে ইঙ্গিতমাত্র প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা এক কথায় ব্রহ্ম বৃত্তির অভ্যাস।

যাহা হউক এই যোগ যাঁহারা সম্পূর্ণ অভ্যাস করিতে অসমর্থ, তাঁহারা আচার্য্যের মতে ইহার সহিত পাতঞ্জলোক্ত হটযোগ অভ্যাস করিবেন। পাতঞ্জলের এই হটযোগ বলিতে পাতঞ্জলোক্ত ব্যুত্থিত-চিত্তোপযোগী যোগ বুঝায়। পতঞ্জলির যাহা সমাহিত-চিত্তোপযোগী যোগ তাহা আচার্য্য পূর্ণতঃ গ্রহণ করেন নাই। মনে হয় আচার্য্য ইহারই পরিবর্ত্তে উক্ত রাজযোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পরন্তু পাতঞ্জলের ব্যুত্থিতচিত্তোপযোগী হটযোগ যে গ্রাহ্য, তাহা ভারতী তীর্থের টীকায় স্থলে স্থলে বেশ অভিব্যক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম-সূত্র-ভাষ্যে আচার্য্য, পাতঞ্জলের সাধন-পদ্ধতি গ্রাহ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তথায় উক্ত দ্বিবিধ যোগের কোন্ প্রকার গ্রাহ্য, তাহা স্পষ্টভাবে কথিত হয় নাই। যাহা হউক পাতঞ্জলোক্ত যোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই ;—

পাতঞ্জলের যোগ বা সাধন-প্রণালী দ্বিবিধ, যথা ;—প্রথম সমাহিত-

চিত্তোপযোগী এবং দ্বিতীয় ব্যুত্থিতচিত্তোপযোগী। (সাধনপাদের ভাষ্যোপ-ক্রম দ্রষ্টব্য।) তন্মধ্যে সমাহিত চিত্তোপযোগী যোগ 'উপায়' (১।১২,১।২৩) ও বিঘ্ন-বিনাশোপায়-(১৩০ দ্রষ্টব্য)-ভেদে আবার দ্বিবিধ। তাহার পর উক্ত উপায়কে আমরা আবার দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি, যথা প্রথম "অভ্যাস ও বৈরাগ্য"-(১।১২)-মার্গ,এবং দ্বিতীয় "ঈশ্বর প্রণিধান" (১।২৩) বা ভক্তি-যোগ-মার্গ। এই "অভ্যাস ও বৈরাগ্য" মার্গটীকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা চলে; যথা—এক পথে ইহা শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি ক্রমে সমাধি,প্রজ্ঞাও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রাপ্ত করায় (১।২০) এবং দ্বিতীয় মার্গ সাহায্যে বিরামের মূল—পর-বৈরাগ্য অভ্যাস দ্বারা একে বারে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ ঘটে (১।১৮)। এখন প্রথম পথের শ্রদ্ধাদি শব্দের অর্থ কি—দেখা যাউক। শ্রদ্ধা অর্থে যোগ বিষয়ে চিত্তের প্রসন্নতা। বীর্য্য অর্থে উৎসাহ। স্মৃতি শব্দে চিত্তের অব্যাকুল ভাব। সমাধি পদে একাগ্রতা এবং প্রজ্ঞা বলিতে স্বরূপ-সাক্ষাৎকার বুঝায়। দ্বিতীয় পথে, দেখা গিয়াছে, পতঞ্জলিদেব পর-বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে বলিয়া-ছেন। এই পর-বৈরাগ্য, চারি প্রকার বৈরাগ্যের মধ্যে চতুর্থ প্রকার। বৈরাগ্যের প্রথম সোপান—যতমান; দ্বিতীয়—ব্যতিরেক; তৃতীয়—একেন্দ্রিয় এবং চতুর্থ—বশীকার (১।১৫)। এই বশীকার বৈরাগ্য জন্মিলে সাধক, ব্রহ্ম-লোকের সুখ পর্য্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করে। এই প্রকার বৈরাগ্য সাহায্যে চিত্তবৃত্তির নিবৃত্তি অভ্যাস করিতে করিতে শেষে অসম্প্রজ্ঞাত ও নির্ব্বীজ সমাধি লাভ হয়।

অতঃপর দ্বিতীয় মার্গ ঈশ্বর-প্রণিধান (১।২৩)। ইহাতে ঈশ্বর-চিন্তা, (১।২৪, ২৫) প্রণবার্থ ভাবনা (১।২৭) ও তাহার জপ (১।২৮) করিতে হয়। ইহাতেও সেই অসম্প্রজ্ঞাত ও নির্ব্বীজ সমাধি লাভ ঘটে (১।২৯)।

এখন এই উভয় পথেই অনেক বিঘ্ন আছে! কিন্তু যথারীতি অভ্যাস

করিতে পারিলে বিঘ্নগুলি আর কোন বাধা উৎপাদন করিতে পারেনা। কিন্তু চিত্তের মল থাকিলে সে বিঘ্ন অনিবার্য্য। তখন ব্যাধি, স্ত্যান সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব, এবং অনবস্থিত্ব ( ১।৩০ ), দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, অঙ্গকম্পন, শ্বাস, প্রশ্বাস প্রভৃতি বিঘ্নসমূহ দেখা দেয় (১।৩১) ; এবং ইহাদের নিবারণের জন্য একতত্ত্বভ্যাস (১।৩২), পরের সুখ-দুঃখ, পুণ্য-পাপের প্রতি যথাক্রমে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা ( ১।৩৩ ), প্রাণ সংযম ( ১।৩৪ ), বিষয় বিশেষে চিত্ত-সংযম করিয়া দিব্য জ্ঞান দ্বারা যোগানুষ্ঠানে শ্রদ্ধা উৎপাদন ( ১।৩৫ ), হৃদ্‌পদ্মে চিত্তধারণ করিয়া শোক-নাশক জ্যোতি-সাক্ষাৎ-কার ( ১।৩৬ ), মহাত্মাদিগের বৈরাগ্যযুক্ত চিত্তধ্যান ( ১।৩৭ ), স্বপ্ন ও সুষুপ্তির জ্ঞানে মনোনিবেশ ( ১।৩৮ ), এবং যথাভিমত-ধ্যান ( ১।৩৯ ) ইত্যাদি অষ্টবিধ উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন। এইরূপে সমাহিত-চিত্তোপযোগী সাধক স্বীয় অভীষ্ট লাভে কৃতকার্য্য হন।

কিন্তু যাঁহারা সমাধি-প্রবণ নহেন, তাঁহারা যম,নিয়ম,আসন প্রাণা-য়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি-রূপ অষ্টবিধ উপায় দ্বারা নিজ অভীষ্ট লাভ করিতে পারেন। এপথের বিঘ্ন গুলিকে "ক্লেশ" নামে অভিহিত করা হয়। ইহা পাঁচ প্রকার, যথা ; — অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ (২।৩)। কিন্তু তপস্যা, বেদাধ্যয়ন এবং ঈশ্বর-প্রণি-ধান দ্বারা এই ক্লেশগুলি ক্ষীণ হইয়া আইসে ( ২।২ ), এবং ধ্যান দ্বারা ইহাদের বৃত্তিগুলি বিনষ্ট হইয়া যায় ( ২।১১ )। আর ইহাদের সমূলে নাশ করিতে হইলে সেই সূক্ষ্ম অভিনিবেশকে দ্বেষের মধ্যে, দ্বেষকে রাগের মধ্যে, রাগকে অস্মিতার মধ্যে, এবং অস্মিতাকে অবিদ্যার মধ্যে লয় করিতে হয় (২।১০)। তন্মধ্যে রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ-বিনাশের জন্য প্রতিপক্ষ-ভাবনা ( ২।৩৩ ) এবং অবিদ্যা-বিনাশের জন্য বিবেক-

খ্যাতি অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষ কি—ইত্যাকার জ্ঞান ( ২।২৬ ) প্রয়োজন হয়। "যম" বলিতে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ বুঝায়। "নিয়ম" শব্দে শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, এবং ঈশ্বর-প্রণিধান বুঝায়। যে-ভাবে স্থির ও সুখে থাকা যায়, তাহাই "আসন"। "প্রাণায়াম" অর্থাৎ রেচক, পুরক ও কুম্ভক দ্বারা প্রাণসংযম। ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে মনকে ফিরাইয়া আনা—"প্রত্যাহার"। কোন কিছুতে চিত্তকে আবদ্ধ করিয়া রাখাকে "ধারণা" বলে। "ধ্যান" বলিতে চিত্তকে একতান করা বুঝায়; এবং যখন কেবল মাত্র ধ্যেয়-বিষয় বিরাজমান থাকে, তখন তাহাকে সমাধি বলা হয়। ইহাই আচার্য্যমতে সাধন।

(৩) এখন দেখা যাউক আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার ব্যবস্থিত সাধন কতদূর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি উত্তমাধিকারীর জন্য যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহাই এস্থলে মিলাইয়া দেখিলে চলিতে পারিত, কারণ, যে ব্যবস্থাপন-কর্ত্তা, উত্তম, মধ্যম ও অধম অধিকারীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা করিতে পারেন, তিনি স্বয়ং প্রায়ই যে উত্তমাধিকারী হইবেন, তাহারই সম্ভাবনা অধিক; কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, তিনি যে সকল সিদ্ধি লাভ করিয়া ছিলেন, তাহা হটযোগ অভ্যাসের ফল, তখন কেবল উত্তমাধিকারীর সাধনাঙ্গগুলি তুলনা না করিয়া সকলগুলি মিলাইয়া দেখাই ভাল।

এতদুদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতে হইলে আমাদিগের এক্ষণে একবার উপরি উক্ত সাধন বিভাগের চিত্রটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য। ইহাতে দেখা যায়, শঙ্করের মতে যাহা সাধন, তাহার মধ্যে প্রথম—বর্ণাশ্রমাচার দ্বিতীয়—প্রায়শ্চিত্ত, তৃতীয়—হরিতোষণ এবং চতুর্থ—সর্ব্বভূতে দয়া, এই চারিটী জ্ঞানযোগ, রাজযোগ ও হটযোগ—এই তিন প্রকার সাধনের সাধারণ সাধন। এই চারিটী অনুষ্ঠিত হইলে তবে তাঁহার উপদিষ্ট উক্ত

বৈরাগ্য, শঙ্কর-জীবনে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল—একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

(গ) শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তি।—ইহার মধ্যে (১) "শমের" দৃষ্টান্ত আমরা ৬৫ স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্যের মধ্যে আলোচনা করিয়াছি; (২) "দম" সম্বন্ধেও ঐ কথা; (৩) উপরতির দৃষ্টান্ত ৩৭ ঔদাসীন্য মধ্যে দ্রষ্টব্য, (৪) "তিতিক্ষার" নিমিত্ত আচার্য্যের দীর্ঘকাল হিমানী মধ্যে বদরিকাশ্রম বাস—উল্লেখ করা যাইতে পারে ; (৫) "শ্রদ্ধার" নিদর্শন জন্য প্রথমতঃ ৪১ গুরুভক্তি এবং গুরু গোবিন্দপাদ, ব্যাসদেব এবং গৌড়পাদের আজ্ঞাপালন-প্রসঙ্গটী স্মরণ করা যাইতে পারে। তৎপরে তাঁহার ভাষ্যাদি মধ্যে বেদের প্রামাণ্যের প্রতি তাঁহার অবিচলিত ও ঐকান্তিক আস্থা দেখিলে মনে হয়, এ বিষয়টীও আচার্য্যের পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। (৬) "সমাধান" সাধনেও আচার্য্যের ন্যূনতা দৃষ্ট হয় না, কারণ দিগ্বিজয় দ্বারা ধর্ম্মস্থাপনরূপ গুরু-আজ্ঞাপালনে বদ্ধপরিকর হইয়াও কোন বিষয়ে তাঁহার মমতা বা আসক্তি ছিল না। সর্ব্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টির অভ্যাসই, আমাদের বোধ হয়, তাঁহার এ প্রকার ঔদাসীন্যের হেতু। যাহা হউক এতদর্থে পূর্ব্বালোচিত ৩৭ সংখ্যক ঔদাসীন্য বা অনাসক্তির মধ্যে কতিপয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে।

(ঘ) মুমুক্ষুত্ব।—ইহার দৃষ্টান্ত পুনরায় তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণপ্রসঙ্গ বলা যাইতে পারে ; আর এতদ্ব্যতীত তাঁহার গ্রন্থমধ্যে এ বিষয়ে ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে এ বিষয়ের প্রতিকূল দৃষ্টান্ত মধ্যে আমরা তাঁহার দিগ্বিজয় প্রভৃতি কয়েকটী ব্যাপারকে এস্থলে উল্লেখ করিতে পারি, কিন্তু তাহা তাঁহার নিজ প্রবৃত্তিচরিতার্থ অনুষ্ঠিত হয় নাই বলিয়া এতদ্দ্বারা তাঁহার মুমুক্ষু প্রবৃত্তির অল্পতা প্রমাণিত হয় না। ঔদাসীন্য তাঁহার সকল দোষস্খালন করিত। যাহা হউক, এ বিষয়ের অনুকূল

দৃষ্টান্ত-জন্য ২৮ সাধারণ চরিত্র,৩৭ ঔদাসীন্য বা অনাসক্তি,৩৮ কর্ত্তব্যজ্ঞান, ২৬ সন্ন্যাস ; এবং প্রতিকূল দৃষ্টান্ত-জন্য ১৩ দিগ্বিজয়, ১৭ পূজালাভ, ১৯ ভাষ্যরচনা প্রভৃতি বিষয় গুলি আলোচনা করা যাইতে পারে।

(ঙ) বিচার।—ইহার দৃষ্টান্ত শঙ্কর-জীবনে আগাগোড়া। তাঁহার জন্মই যেন এই বিষয়টীর একটী আদর্শ প্রদর্শন করিবার জন্য। এই "বিচারের" শেষ ফল সমাধি এবং সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দৃষ্টি। বস্তুতঃ এই দুইটী ফলই তাঁহাতে প্রচুর ভাবে লক্ষিত হয়। ইহার সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর নিমিত্ত আমরা আমাদের পূর্ব্বালেচিত ৫১ বুদ্ধি-কৌশল, ৬০ শিক্ষা-প্রদানে লক্ষ্য, ৫৫ ভাবের আবেগ, ৪৪ ধ্যানপরায়ণতা, ৩০ অনুসন্ধিৎসা, ৩১ অলৌকিক জ্ঞান, ৩৭ ঔদাসীন্য, ৩৪ উদারতা প্রভৃতি বিষয়গুলি অনুসন্ধান করিতে পারি। অথবা (ক) উগ্রভৈরবকে মস্তক-দান প্রসঙ্গ, (খ) শুভগণবরপুরে ( শিষ্যগণকে আগন্তুক-অভ্যর্থনাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া নিজের ) সমাধি সাধন প্রসঙ্গ, (গ) বদরিকাশ্রমে তত্রত্য ঋষিকল্প মহাপুরুষগণের সহিত ব্রহ্ম-বিচার প্রসঙ্গ, (ঘ) দেহ-ত্যাগ প্রসঙ্গ প্রভৃতি কতিপয় ঘটনা স্মরণ করিতে পারি। বাহুল্য ভয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিলাম না, তবে ইহার সকল অঙ্গের দৃষ্টান্ত বা ঘটনাবলী পাওয়াও অসম্ভব। (বিচারপ্রণালী বেদান্তসার গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।)

ষষ্ঠ—রাজযোগ। পূর্ব্বে ইহার পঞ্চদশ অঙ্গের কথা সবিস্তারে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের ঘটনাসম্বলিত দৃষ্টান্ত, দুঃখের বিষয়, আচার্য্য-জীবনে আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। অবশ্য তিনি যখন এই পথের প্রবর্ত্তক, তখন তিনি যে, তাহা কথঞ্চিৎ অনুষ্ঠান করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই ; কারণ যিনি যাহা প্রচলন করেন, তিনি স্বয়ং প্রায় তাহার অনুষ্ঠান-কর্ত্তা হইয়া থাকেন। তাহার পর, এরূপ অনুমানের প্রবলতর কারণ এই যে, উক্ত যোগের অঙ্গগুলি সমুদায়ই

অনুভব-সাপেক্ষ বিষয়, এবং অনুভব-সাপেক্ষ বিষয় স্বয়ং অনুভব না করিলে তদ্বিষয়ে কোন কথা বলা অসম্ভব। সুতরাং অনুমান সাহায্যে বলিতে পারা যায়, যে আচার্য্য নিশ্চয়ই এ যোগের অভ্যাস বা অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

সপ্তম—হটযোগ বা পাতঞ্জল-দর্শনোক্ত যোগ। পূর্ব্বে দেখিয়াছি এই যোগ দ্বিবিধ, যথা—সমাহিতচিত্তোপযোগী ও দ্বিতীয় ব্যুত্থিত-চিত্তোপযোগী। গুরু গোবিন্দপাদের নিকট আচার্য্য ইহার শেষোক্তের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, একথা আচার্য্যের যাবতীয় জীবনীগ্রন্থ সাক্ষ্য দিবে। কিন্তু তাই বলিয়া যে, তিনি পাতঞ্জলের সমাহিত-চিত্তোপযোগী যোগের অনুষ্ঠান করিয়া ছিলেন, তাহা বলা যায় না; কারণ,—আমাদের এই সাধন-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের অবলম্বন-স্থানীয় আচার্য্যের অপরোক্ষানুভূতির টীকায় দেখা যায়, টীকাকার ভারতীতীর্থ স্পষ্টই বলিতেছেন যে, পাতঞ্জলের যোগ অবৈদিক, উহা বেদ-সম্মত সিদ্ধান্ত নহে। অথচ ওদিকে জীবনী-মধ্যে দেখা যায় যে, তিনি হটযোগের সিদ্ধিতে সিদ্ধ। আকাশ-গমন, পরকায়-প্রবেশ, নর্ম্মদার জলস্তম্ভন প্রভৃতি সিদ্ধিগুলি সমাহিত-চিত্তোপযোগী যোগের ফল নহে—একথা পাতঞ্জল-দর্শন পড়িলে সহজেই বোধ হয়। তাহার পর ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য মধ্যেও আচার্য্য, পাতঞ্জলের "মত"-বিচারকালে স্পষ্টই তাঁহার দার্শনিকমতের অনাদর করিয়া যোগ-সাধনের উপায়ের প্রতি আদর প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং আচার্য্য যে, পাতঞ্জলের সমাহিত-চিত্তোপযোগী যোগের অনুষ্ঠান করেন নাই, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। আর বাস্তবিক পাতঞ্জলের এই যোগ-মধ্যে যে, পাতঞ্জলের দার্শনিক "মত" বহুল পরিমাণে বিজড়িত আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে আমাদের

বলিতে ইচ্ছা হয় যে আচার্য্য, পাতঞ্জলের এই যোগের অবৈদিকতা সম্বন্ধে যাহাই বলুন না, ইহা যে আবশ্যক হইলে আচার্য্যের নিজ-মতানুকূলেই প্রযুক্ত করা যাইতে পারে না, তাহা নহে। সম্ভবতঃ এতদ্দ্বারা ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তি ভিন্ন অন্য সিদ্ধিলাভ হইতে পারে, এই জন্যই আচার্য্য ইহাকে অনাদর করিয়াছেন।

যাহা হউক এক্ষণে আচার্য্যের অভিপ্রেত পাতঞ্জলের ব্যুত্থিত-চিত্তোপযোগী যোগ, তিনি কিরূপ সাধন করিয়াছিলেন দেখা যাউক ;—

প্রথম—যম। ইহার মধ্যে আবার পাঁচটী অঙ্গ আছে যথা ;—

১ম, অহিংসা,—ইহার দৃষ্টান্ত জন্য ৪৮ পরোপকার প্রবৃত্তি দ্রষ্টব্য।

২য়, সত্য,—এজন্য ৪৯ প্রতিজ্ঞা পালন ও ৭৪ মিথ্যাচরণ দ্রষ্টব্য।

৩য়, অস্তেয়—ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত ৭৪ মিথ্যাচরণ মধ্যে দ্রষ্টব্য।

৪র্থ, ব্রহ্মচর্য্য—ইহা আমাদের ৫০ সংখ্যক বিচারিত বিষয়।

৫ম, অপরিগ্রহ—এতদর্থে ৪২ ত্যাগশীলতা দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয়—"নিয়ম"। ইহার মধ্যে আবার পাঁচটী অঙ্গ আছে যথা ;—

১ম, শৌচ,—ইহার দৃষ্টান্ত ৭৬ বিদ্বেষ-বুদ্ধি মধ্যে আছে।

২য়, সন্তোষ—এজন্য ৪২ ত্যাগশীলতা ও ৩৪ উদারতা দ্রষ্টব্য।

৩য়, তপঃ—এজন্য ৪৪ ধ্যানপরায়ণতা দ্রষ্টব্য।

৪র্থ, স্বাধ্যায়,—ইহা যে গুরুকুলে বাস ভাষ্যাদি-রচনা ও শিক্ষাদান কালে অনুষ্ঠিত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৫ম, ঈশ্বর-প্রণিধান—এ নিমিত্ত ৪৪ ধ্যানপরায়ণতা দ্রষ্টব্য।

তৃতীয়—আসন—প্রতিপালিত হইত, কিন্তু ঘটনা অজ্ঞাত।

চতুর্থ—প্রাণায়াম— ঐ ঐ

পঞ্চম—প্রত্যাহার— ঐ ঐ

ষষ্ঠ—ধারণা— ঐ ঐ

সপ্তম—ধ্যান—এজন্য ৪৪ ধ্যানপরায়ণতা দ্রষ্টব্য।

অষ্টম—সমাধি—এ নিমিত্তও ৪৪ ধ্যানপরায়ণতা দ্রষ্টব্য।

উপরি উক্ত বিষয়গুলি পাতঞ্জল-দর্শনোক্ত সাধন। কিন্তু ইহার সাধনেচ্ছ সাধকের অন্যান্য কি গুণ থাকিলে উক্ত সাধনগুলি শীঘ্র বা বিলম্বে আয়ত্ত হয়, তাহা পাতঞ্জল গ্রন্থমধ্যে কথিত হয় নাই। সুতরাং এজন্য অন্য গ্রন্থ অবলম্বন করা যাউক। "অমৃতসিদ্ধি" নামক একখানি হটযোগের গ্রন্থে এই যোগের অধিকারীর লক্ষণ বেশ সুন্দর ভাবে কথিত হইয়াছে। ইহাতে মন্দ, মধ্যম, অধিমাত্র এবং অধিমাত্র-তর—এই চারি প্রকার অধিকারীর সিদ্ধিলাভের কথায় দেখা যায়;—মন্দাধিকারী ১২ বৎসরেও একটী সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না, কিন্তু মধ্যমাধিকারী ৮ বৎসরে, অধিমাত্র ৬ বৎসরে এবং অধিমাত্রতর অধিকারী ৩ বৎসরে একটী সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। আচার্য্য শঙ্কর যেরূপ অল্পকাল মধ্যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে যদি তাঁহাকে অধিমাত্রতর অধিকারী বলিয়া গণ্য করা যায়, তাহা হইলে তাঁহাতে নিম্নলিখিত গুণগুলি থাকা প্রয়োজন।

মহাবলা মহাকায়া মহাবীর্য্যা মহাগুণাঃ।
মহোৎসাহো মহাশান্তা মহাকারুণিকা নরাঃ॥
সর্ব্বশাস্ত্র কৃতাভ্যাসাঃ সর্ব্বলক্ষণসংযুতাঃ।
সর্ব্বাঙ্গসদৃশাকারাঃ সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিতাঃ॥
রূপযৌবনসম্পন্না নির্ব্বিকারা নরোত্তমাঃ।
নির্ম্মলাশ্চ নিরাতঙ্কা নির্ব্বিঘ্নাশ্চ নিরাকুলাঃ॥
জন্মান্তর কৃতাভ্যাসা গোত্রবন্তোমহাশয়াঃ।
তারয়ন্তি সত্ত্বানি তরন্তি স্বয়মেব চ॥
অধিমাত্রতরা সত্ত্বা জ্ঞাতব্যা সর্ব্বলক্ষণাঃ।
ত্রিভিঃ সম্বৎসরৈরেবামেকাবস্থা প্রসিদ্ধতি॥

অর্থাৎ মহাবল, মহাকায়,মহাবীর্য্য, মহাগুণ সম্পন্ন, মহোৎসাহ সম্পন্ন, মহাশান্ত, মহাকারুণিক, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, সর্ব্ব-লক্ষণ-যুক্ত, সর্ব্বাঙ্গ সদৃশাকার সর্ব্বব্যাধি-বিবর্জ্জিত, রূপযৌবনসম্পন্ন, নির্ব্বিকার, নরোত্তম, নির্ম্মল, নিরাতঙ্ক, নির্ব্বিঘ্ন, নিরাকুল, জন্মান্তরের সংস্কার-সম্পন্ন, গোত্রবান্, মহাশয়, নিজের উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে অপরকেও উদ্ধার করেন, ইত্যাদি। বলিতে কি বর্ণনাটী যেন অত্যন্ত অত্যুক্তি দোষে দূষিত, যাহা হউক ইহাদের কতিপয়ের দৃষ্টান্ত আচার্য্যে দেখা যায়, কিন্তু সকল গুলির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

( ৪ ) এইবার আমাদের দেখিতে হইবে—তিনি তাঁহার আদর্শের কতদূর নিকটবর্ত্তী হইতে পারিয়াছিলেন। পূর্ব্বে দেখিয়াছি, আচার্য্যের আদর্শ—একেবারে ব্রহ্মতত্ত্বে মিশিয়া যাওয়া। তিনি এমন ভাবে মিশিতে চাহিতেন যে, কোন রূপে তাঁহার নিজত্ব পর্য্যন্ত থাকিবে না। এখন এই অবস্থাটী জীবের হইতে গেলে, সে জীব কখনও সমাধিস্থ থাকে, কখনও বা সমাধি-ব্যুত্থিত অবস্থায় অবস্থিতি করে। সমাধি-ব্যুত্থিত অবস্থাও আবার দুই প্রকার হইতে পারে; যথা—বিবেকনিষ্ঠ অবস্থা এবং ব্যবহারনিষ্ঠ অবস্থা। সমাধিনিষ্ঠ জীব, সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মতত্ত্বে বিলীন থাকেন, যথা—জড়-ভরত; সমাধিব্যুত্থিত বিবেকনিষ্ঠ জীব বিরক্তি সহকারে যদৃচ্ছালব্ধ বিষয় ভোগ করেন, যথা—শুক, নারদ প্রভৃতি; এবং সমাধিব্যুত্থিত ব্যবহারনিষ্ঠ সাধক সাধারণের মত বিষয় ভোগ করিয়াও ব্রহ্মতত্ত্বে নিমগ্ন থাকেন, যথা, রামচন্দ্র, জনক, বশিষ্ঠ প্রভৃতি। আচার্য্যের উক্ত প্রকার সমাধিনিষ্ঠের দৃষ্টান্ত এ পর্য্যন্ত পাই নাই। অবশ্য তিনি যে, সমাধিস্থ থাকিতেন এবং সমাধি করিতে পারিতেন, তাহা তিনটী স্থলে তাঁহার জীবনে কথিত হইয়াছে; কিন্তু ইহা যে, নির্ব্বিকল্প সমাধি,

তাহা বলিতে আমরা অক্ষম। কারণ, নির্ব্বিকল্প সমাধির লক্ষণ বাহিরে প্রকাশ পায় না। দেহান্ত কালের সমাধি বা উগ্রভৈরবের নিকট সমাধি, নির্ব্বিকল্প সমাধি না হইলেও চলিতে পারে। তবে যদি কৈলাসে শিব-শরীরে বিলীন-ব্যাপারটী সত্য হয়, যদি তাঁহার নির্ব্বাণাষ্টক প্রভৃতি রচনাগুলি যথার্থ তাঁহার অবস্থাসূচক হয়, তাহা হইলে উহা সত্য হইতে পারে। অবশ্য এস্থলে যদি সকল জীবনীকার এক বাক্যে উক্ত এক কথাই বলিতেন, তাহা হইলে এরূপ সন্দেহের কথা তুলিতেও আমাদের সাহস হইত না।

বিবেকনিষ্ঠের দৃষ্টান্ত আচার্য্যের জীবনে আগা-গোড়াই বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার ঔদাসীন্য, তাঁহার পরেচ্ছাধীন কর্ম্ম, মৃত্যুর নিমিত্ত সদা প্রস্তুত-ভাব এবং তাঁহার অমূল্য উপদেশ, এ বিষয়টীর কথা আমাদিগকে পদে পদে স্মরণ করাইয়া দেয়।

পক্ষান্তরে রামানুজের ভক্তির যে আদর্শ, তাহাতে জীবেশ্বরের সেব্য সেবক ভাব বিদ্যমান। তাহাতে বস্তু-অংশে জীব ও ঈশ্বর এক হইলেও সামর্থ্যে অনন্ত প্রভেদ। জীব ও ঈশ্বর উভয়ই চিদ্বস্তু হইলেও তাঁহাদের সম্বন্ধ—অনুত্ব ও বিভুত্ব। এখন দুইটী পৃথক্ বস্তু অনবরত নিকটবর্ত্তী হইতে চেষ্টা করিলে যেমন, তাহাদের মিলনের শেষ সীমা,—সেই বস্তুটীর যথাসম্ভব সার্ব্বাঙ্গিক সংযোগ, এস্থলেও তদ্রূপ কল্পনীয়। আর সত্য সত্যই এই ভাবেরই পরাকাষ্ঠা অস্মদ্দেশে মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের কৃপায় সকলেই অবগত হইতে পারিয়াছেন। রামানুজের ভক্তিতে এ ভাবের পূর্ণ বিকাশ হয় নাই, ইহা যেন তাহার মধ্যে বীজাকারে বর্ত্তমান ছিল। তিনি নিজকৃত গদ্যত্রয়, বিশেষতঃ বৈকণ্ঠ-গদ্য নামক গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন,—যে ভাবে ভগবান্ ও তাঁহার পরিকরের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের একথার সমর্থনই পাওয়া

যাইবে। রামানুজ এ ভাবটী স্বয়ং বর্ণনা না করিলেও তাঁহার প্রাণের ভিতরে যে, ইহা উঁকি মারিত তাহা স্থির। বস্তুতঃ যে তুচ্ছ অর্থ কামনা করে, তাহার কামনার মূলে যেমন সাম্রাজ্য-কামনাও লুক্কায়িত থাকা স্বাভাবিক, তদ্রূপ রামানুজের কৈঙ্কর্য্য-কামনার মধ্যে মাধুর্য্যের ধুর্য্য পর্য্যন্ত যে লুক্কায়িত ছিল, তাহাও স্থির। প্রকৃতই রামানুজ-জীবনী পড়িতে পড়িতে বেশ বুঝা যায়, তাঁহার হৃদয়ে এ ভাবের ছায়া খেলা করিত। তিনি যদিও বেদার্থসারসংগ্রহে বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি বর্ণাশ্রমাচারে থাকিয়া বিষ্ণুর আরাধনা করেন, তিনিই তাঁহাকে তুষ্ট করিতে পারেন ইত্যাদি, অর্থাৎ এতদ্দ্বারা যদিও ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়-মধ্যে কর্ম্মাদি স্থান পাইল; কিন্তু যখন তাঁহার গদ্যত্রয় গ্রন্থ দেখা যায়,তখন স্পষ্ট প্রতীত হয় যে,তিনি ভগবৎ-তুষ্টি বিধানার্থ কর্ম্মাদির প্রয়োজন নাই বলিতে চাহেন। গুরু গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট তিনি যে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকের অর্থ গ্রহণ করেন, সে স্থলেও জীবনীকারগণ ঐ ভাবেরই আভাষ দিয়াছেন। যতীন্দ্রমতদীপিকা নামক সাম্প্রদায়িক গ্রন্থেও কথিত হইয়াছে যে, ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়—ভগবৎ-তুষ্টি, অন্য কিছু নহে। এ জন্য আমরা রামানুজের ভক্তিভাবের আদর্শ-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া ভগবান্ চৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত ভক্তিমার্গের আদর্শ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। হইতে পারে—ইহা ঠিক তাঁহার আদর্শ নহে, কিন্তু তাঁহার আদর্শের গতি বা লক্ষ্য যে এই দিকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং তাঁহার লক্ষ্যের চরম যত-দূর আমরা জানিতে পারিয়াছি, তাহা গ্রহণে কোন দোষ নাই। ইহাতে বরং ভালই হইবার কথা। অবশ্য এ স্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, রামানুজ, পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের শিষ্য, এবং পূর্ব্বোক্ত গোড়ীয় বৈষ্ণব-মার্গ, অপেক্ষাকৃত ভাগবৎসম্প্রদায়সম্মত। সুতরাং রামানুজের

ভক্তির আদর্শ সহ রামানুজকে তুলনা করিবার জন্য তাঁহার সম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া অন্য সম্প্রদায়ের ভক্তির আদর্শ অবলম্বন করা হইতেছে কেন? সত্য। কিন্তু তথাপি যাহা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, তাহা কি কেহ রোধ করিতে পারে? সত্য সত্যই আজ, দেখা যাইতেছে, রামানুজ, অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে মহা সংগ্রাম করিয়া নিজ পাঞ্চরাত্র 'মত' উদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু তদবধি ইহার উন্নতি অপ্রতিহত গতিতে আসিয়াও আজ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের ন্যায় জগৎকে কোন অমৃতময় সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম হয় নাই। মধ্বাচার্য্যের মতকে প্রাচীন ভাগবত সম্প্রদায় বলা চলে, কিন্তু তাহাও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ন্যায় উৎকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। এই ভক্তি-সিদ্ধান্ত-কুমুদিনী শ্রীমন্মহাপ্রভু-রূপ পূর্ণ-শশীর কিরণে সুজলা-সুফলা শস্য শ্যামলা বঙ্গ ভূমির স্বচ্ছসলিলা স্নিগ্ধ-সরসীমধ্যে প্রস্ফুটিত হইয়াছে; অথবা বলিলেও বলিতে পারা যায় যে, সেই পূর্ণ চন্দ্রের স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতিতে অন্য মত গুলি নির্ম্মল গগণে তারকাসম বিলীন হইয়া গিয়াছে। এজন্য পাঞ্চরাত্র বা প্রাচীন ভাগবত মতের অবশ্যম্ভাবী গতি, সাগরে নদীর গতির ন্যায় গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে, অন্যত্র নহে। তাহার পর গৌড়ীয় সম্প্রদায়, ভাগবত বা পাঞ্চরাত্র মতকেই অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের ভক্তি-সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা পাঞ্চরাত্র ও ভাগবত উভয় মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ভক্তি-তত্ত্বের অপূর্ব্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আমরা যদি পাঞ্চরাত্র প্রভৃতি মতের ভক্তিলক্ষণ * এবং প্রাচীন ভাগবত ও আধুনিক ভাগবত বা গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ভক্তির

* মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ দেশে গমন করেন তখন বেঙ্কটভট্ট নামে এক রামানুজসম্প্রদায়ের পণ্ডিত ভক্তি তত্ত্ব বিচার করিয়া মুক্তকণ্ঠে মহাপ্রভুর মতেরই সমর্থন করেন। চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

লক্ষণগুলি মিলাইয়া দেখি, তাহা হইলে একথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিব। প্রাচীন ভাগবত এবং পাঞ্চরাত্র মতের ভক্তিসিদ্ধান্ত মধ্যে, গৌড়ীয় সিদ্ধান্ত যেন বীজ-ভাবে নিহিত আছে বলিয়াই বোধ হইবে। গৌড়ীয় ভক্তি-সিদ্ধান্তাচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামী মহাশয় ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভক্তির লক্ষণ লিখিয়াই পাঞ্চরাত্র ও ভাগবত গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা, তাঁহার মতে ভক্তির লক্ষণ ;—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

অর্থাৎ—অন্যবাঞ্ছা অন্যপূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন।
এই শুদ্ধা ভক্তি,ইহা হইতে প্রেম হয়॥ (চৈতন্য চরিতামৃত।)

উক্ত শ্লোকের পরেই প্রমাণ-স্বরূপে পাঞ্চরাত্রের শ্লোক যথা ;—

সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেন হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

অর্থাৎ সকল উপাধি হইতে বিনির্ম্মুক্ত, ভগবৎ-পরায়ণতা বশতঃ নির্ম্মল, ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা হৃষীকেশের সেবাই ভক্তি।

তৎপরেই প্রমাণরূপে ভাগবতের শ্লোক যথা ;—

অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে।
সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত॥
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎ-সেবনং জনাঃ।
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ॥

ভাগবত ৩।২৯—১৩।১৪ শ্লোক।

অর্থাৎ পুরুষোত্তমে যে ভক্তি অহৈতুকী ও অব্যবহিতা, এবং যে ভক্তিতে ভক্তজন, সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্য এবং একত্ব দান

-সংগ্রহ নামক গ্রন্থে মোক্ষোপায় সম্বন্ধে বিষ্ণু-পুরাণের এই শ্লোকটী প্রমাণ রূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃপুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে যেন, নান্যৎ তত্তোষকারণম্॥"

এতদনুসারে যে ভক্তি বুঝায়, তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-নিরূপিত ভক্তি হইতে আরও দূরে গিয়া পড়ে। চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সহিত রামানন্দ রায়ের কথোপকথনে, যে ভক্তি-তত্ত্বের বিচার হইয়াছিল, তদনুসারে উক্ত শ্লোকটীই, রামানন্দ রায়, ভক্তির লক্ষণরূপে প্রথমেই বলিয়া ছিলেন। অবশ্য মহাপ্রভু ইহাকে "বাহ্য" ভক্তি বলিয়া এতদপেক্ষা নিগূঢ় কথা জানিতে চাহেন। রামানন্দ রায়, একে একে 'কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ' (গীতা ৯।২৭), 'স্বধর্ম্মত্যাগ' (গীতা ১৮।৬৬) 'জ্ঞানমিশ্রা' (গীতা ১৮।৫৪), ভক্তির লক্ষণ গুলি বলিতে থাকেন। কিন্তু মহাপ্রভু সকল গুলিকেই জ্ঞানকর্ম্মাশ্রিত বাহ্য ভক্তি বলিয়া উপেক্ষা করেন। অনন্তর "রায়" যখন জ্ঞানশূন্যা-ভক্তির কথা অবতারণা করেন, তখন তাঁহাকে অনুমোদন করিয়া আরও ভিতরের কথা জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন। এজন্য বিস্তারিত বিবরণ চৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য-লীলা ৮ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। যাহা হউক এতদনুসারে মোক্ষোপায়-রূপে রামানুজের অনুমোদিত ভক্তি, গৌড়ীয় ভক্তির তুলনায় নিতান্ত বাহিরের কথা বলিতে হয়, অথবা সর্ব্ব প্রথম সোপানের কথা। তবে রামানুজের গদ্যত্রয় নামক গ্রন্থখানি দেখিলে তাঁহার অনুমোদিত ভক্তি অপেক্ষাকৃত উত্তমা ভক্তি বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক এজন্য ভক্তি-তত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁহারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নির্দ্দেশানুসারে রামানুজের ভক্তি-ভাবের বিচার করিলে অন্যায় হইতে পারে না। আমরা যদি আমাদের

পূর্ব্ব-পুরুষগণের প্রদত্ত মণি-মাণিক্যাদি রত্ন, সেই পূর্ব্বের নিক্তিতে ওজন না করিয়া, আজ-কালকার রাসায়নিক সূক্ষ্ম নিক্তিতে ওজন করি, তাহা হইলে যেমন ভালই হইবে, তদ্রূপ এস্থলেও হইবার কথা। সুতরাং অপেক্ষাকৃত ইদানীন্তন ভক্তি-তত্ত্বের সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত অনুসারে রামানুজের ভক্তি-ভাব বিচার করিলে ভালই হইবার কথা।

যাহা হউক এ কার্য্যের জন্য আমরা মহানুভব আচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামী মহাশয়ের শরণ গ্রহণ করিলাম। তিনি ভক্তি-তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহার পর আরও কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা, তাহা এক্ষণে আমরা কল্পনা করিতে অক্ষম। ভক্তির প্রকার, অবান্তর বিভাগের সাধ্য-সাধন-ভাব, ভক্ত ও ভক্তির লক্ষণ প্রভৃতি বিষয়গুলি এতই সূক্ষ্ম ও এতই সুন্দর এবং দার্শনিক রীতিতে মীমাংসিত হইয়াছে যে, এ সিদ্ধান্তের কোন দিকে কিছু উন্নতির অবসর আছে, তাহা বুঝা যায় না। এজন্য এস্থলে আমরা তাঁহারই শরণ গ্রহণ ভিন্ন উপায়ন্তর দেখি না।

ভক্তি যাহার আছে, তাঁহাকে ভক্ত বলা যায়। সুতরাং যদি ভক্তির প্রকার-ভেদ ও লক্ষণ জানিতে পারি, তাহা হইলে ভক্তেরও লক্ষণ জানা যাইবে, এবং যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি বলিয়া নির্ণীত হইবে, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তের অর্থাৎ আমাদের আদর্শ-ভক্তের লক্ষণ হইবে। এখন ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে দেখা যায়, ভক্তি ত্রিবিধ যথা—সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তি। কিন্তু মহানুভব জীব গোস্বামী মহাশয় উহার টীকায় উক্ত বিভাগকে স্থূল বিভাগ বলিয়া সাধ্য ও সাধন ভেদে উহাকে দ্বিবিধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এজন্য আমরা উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নিম্নে উহার বিভাগ প্রদান করিলাম।
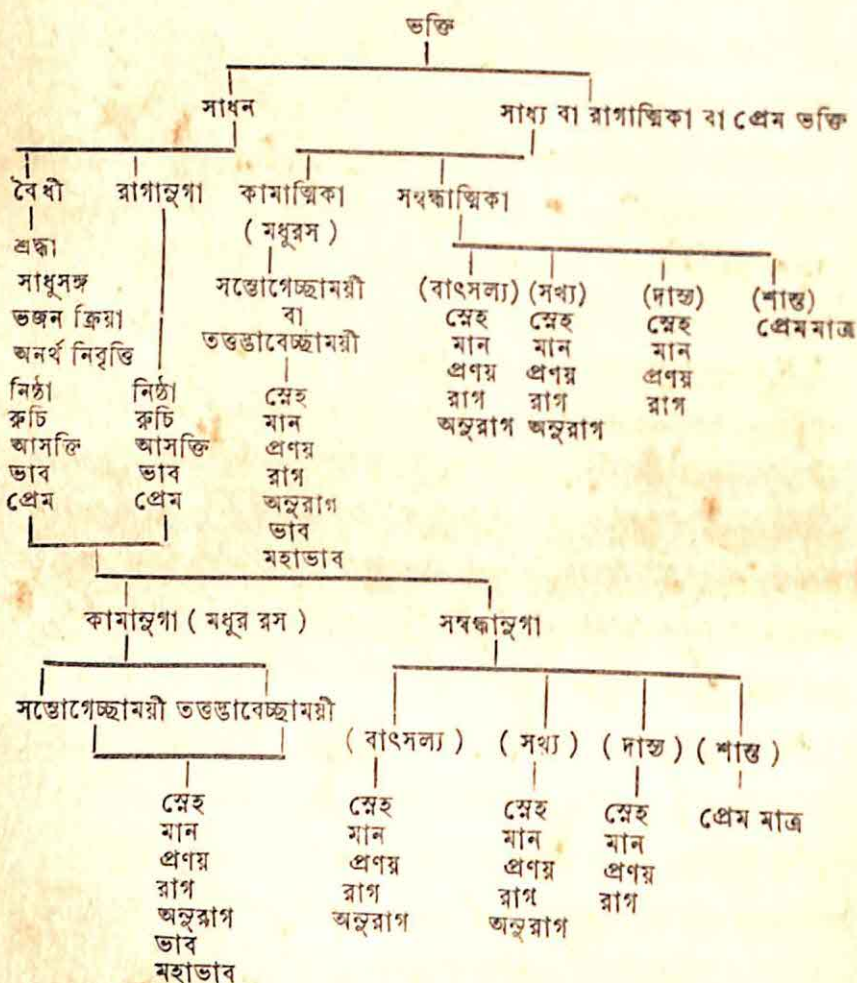
যাহা হউক এক্ষণে একে একে উক্ত বিভিন্ন বিভাগের লক্ষণ প্রভৃতি আলোচনা করা যাউক। প্রথম—বৈধী-ভক্তি। সাধকের এই বৈধী-ভক্তি সর্ব্বপ্রথম অবলম্বনীয়। যাহার ভগবানে "রাগ" উৎপন্ন হয় নাই, অথচ শাস্ত্র-শাসন-ভয়ে ভগবৎ-সেবায় প্রবৃত্তির উদয় হয়, তাহার ভক্তিই বৈধী-ভক্তি। ইহা যতক্ষণ ভাব-ভক্তির আবির্ভাব হয় না, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অনুশীলন করিতে হয়, এবং এ সময় শাস্ত্র-যুক্তির অপেক্ষা থাকে।

বৈধী-ভক্তি—এই বৈধী-ভক্তির ৬৪টী অঙ্গ। এই অঙ্গগুলি কেবল ভক্ত ও ভগবানের সেবা সম্বন্ধীয় বিধি বা নিষেধ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা যথাস্থানে ইহাদের সবিস্তারে উল্লেখ করিব। যাহা হউক এই-গুলি অনুষ্ঠান করিতে করিতে প্রথমে শ্রদ্ধা, দ্বিতীয়—সাধুসঙ্গ, তৃতীয়—ভজন-ক্রিয়া, চতুর্থ—অনর্থ-নিবৃত্তি, পঞ্চম—নিষ্ঠা, ষষ্ঠ রুচি, সপ্তম—আসক্তি, এবং অষ্টম—ভাব, ইত্যাদি ক্রমে প্রেম-ভক্তির আবির্ভাব হয়। প্রেম-ভক্তির যাহা চরম পরিণতি, তাহাই জীবের বাঞ্ছনীয়,—তাহাই জীবের পরম পুরুষার্থ।

রাগানুগা ভক্তি।—বৈধী-ভক্তি হইতে যেমন প্রেম-ভক্তির উদয় হয়, তদ্রূপ এই রাগানুগা ভক্তিরও পরিণাম সেই প্রেম-ভক্তি। তবে বৈধী-ভক্তির যে ক্রম, ইহার সেরূপ ক্রম নহে। ইহাতে প্রথমে নিষ্ঠা, দ্বিতীয়—রুচি, তৃতীয়,—আসক্তি, এবং চতুর্থ—ভাব, ইত্যাদি ক্রমে উক্ত প্রেম-ভক্তির উদয় হয়।

এই রাগানুগা ভক্তির "রাগানুগা" শব্দের অর্থ হইতেও এই ভক্তির প্রকৃতি বুঝা যায়। রাগ শব্দে—নিজ ইষ্ট বস্তুতে স্বারসিক, অত্যন্ত আবিষ্ট ভাব। ইহার পূর্ণতা কেবল ব্রজবাসিগণেরই পরিলক্ষিত হয়। যে ভক্তি এই রাগের অনুগামী, তাহাই রাগানুগা ভক্তি, এবং যাঁহারা এই ব্রজবাসিগণের ভাবের জন্য লালায়িত, তাঁহারাই এই ভক্তির অধিকারী। এই ভক্তি, শাস্ত্র বা যুক্তির অপেক্ষা রাখে না। বৈধী-ভক্তির ৬৪টী অঙ্গের মধ্যে যাহা সাধকের নিজ অভীষ্টানুকূল তাহাই ইহাতে অনুষ্ঠেয়—সমুদায় অঙ্গ অনুষ্ঠেয় নহে। ব্যক্তি-বিশেষে বৈধী-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে ভক্ত বা ভগবানের কৃপায়—এই রাগানুগা ভক্তি-লাভ হইয়া থাকে; এবং ব্যক্তি-বিশেষে ইহা স্বভাবতঃই আবির্ভাব হইতে দেখা যায়। তাহার পর, এই ভক্তি পুন-

রায় দ্বিবিধ ; যথা—কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা। তন্মধ্যে যাহা ব্রজ-গোপি-গণের ভাবের অনুগামী বা মধুর-রসাত্মক, তাহা কামানুগা এবং যাহা নন্দ, যশোদা ও সুবল প্রভৃতির ভাবের অনুগামী বা শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য-ভাবাত্মক তাহাই সম্বন্ধানুগা।

এই রাগানুগা-ভক্তি সাধন করিতে করিতে যখন অষ্টম ভূমিকা বা ভাব-ভক্তির আবির্ভাব হয়, তখন সাধকের অবস্থা অপূর্ব্ব দিব্য ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে। এ সময় ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও চিত্ত ক্ষুব্ধ হয় না, ভজন ভিন্ন অন্য কার্য্যে মন লাগে না, বিষয়ে রুচি থাকে না, আমি একজন মানী ব্যক্তি—এ ভাব কোথায় চলিয়া যায়। এ সময় ভগবৎ প্রাপ্তির আশা প্রবল হয়, তন্নিমিত্ত উৎকণ্ঠা জন্মে, এবং সদা তাঁহার নাম-গানে প্রবৃত্তি হয়, তাঁহার গুণ বর্ণনায় আসক্তি জন্মে, তাঁহার বসতি-স্থলে প্রীতির উদ্রেক হয়। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, যাহা প্রেম-লক্ষণা রাগানুগা ভক্তি, তাহার পূর্ণতা হয়। ইহার বিভাগ ও বিকাশের স্তর অবিকল রাগাত্মিকার অনুরূপ ; সুতরাং এক্ষণে রাগাত্মিকা ভক্তি আলোচনা করা যাউক।

রাগাত্মিকা ভক্তি।—এই রাগাত্মিকা ভক্তি অবলম্বনেই রাগানুগা ভক্তি হইয়া থাকে। এজন্য রাগাত্মিকার বিভাগ ও রাগানুগার বিভাগ একরূপ। তবে উহার কামানুগার পরিবর্ত্তে কামরূপা এবং সম্বন্ধানু-গার পরিবর্ত্তে সম্বন্ধরূপা, এইটুকু পার্থক্য থাকে ; সুতরাং এস্থলেও কামরূপা ভক্তি—মধুর-রসাত্মক ও গোপিগণের ভাব, এবং সম্বন্ধরূপা ভক্তি, শান্ত-দাস্য-সখ্য ও বাৎসল্য-রসাত্মক অর্থাৎ নন্দ-সুবলাদির ভাব। কামরূপা ভক্তি যতই পরিপক্ক হইতে থাকে, ততই উত্তরো-ত্তর প্রেম, স্নেহ, রাগ, প্রণয়, মান, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবে পরিণত হয়, এবং শান্ত-দাস্য প্রভৃতি ভক্তিগুলি প্রণয় বা অনুরাগ পর্য্যন্ত স্তরেই

আবদ্ধ থাকিয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত ভক্তি-বিভাগের চিত্রটীর প্রতি দৃষ্টি করিলে কোন্ রসের কোন্ পর্য্যন্ত সীমা, তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে, এস্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যাহা হউক মোটামুটী এই পর্য্যন্ত বুঝা যাইতেছে যে, ভক্তি—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত, এবং যখন এই ভাব লাভের জন্য সাধন করা যায়, তখন ইহা সাধন- ভক্তি, এবং ইহাদের লাভ হইলে ইহারাই সাধ্য-ভক্তির মধ্যে পরিগণিত হয়। সাধন-ভক্তির দ্বারা সাধ্য-ভক্তি লাভ করিবার কথা, সাধ্য ভক্তি দ্বারা লভ্য কিছু নাই। ভক্তিই পরম-পুরুষার্থ, এতদতিরিক্ত লভ্য কিছু নাই—ইহা মোক্ষ বা মুক্তি হইতেও গরীয়সী।

অনন্তর এই পঞ্চ প্রকার ভক্তির বিশেষ লক্ষণ ও অবান্তর বিভাগ প্রভৃতির জন্য গোস্বামীপাদগণ অলঙ্কার-শাস্ত্রের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা অলঙ্কার-শাস্ত্র সাহায্যে এই বিষয়টীকে এমন বিশদ করিয়া তুলিয়াছেন, যে ইহার সম্বন্ধে বোধ হয়, আর অবশিষ্ট কিছুই নাই। এক কথায় তাঁহারা ভক্তি-সম্বন্ধীয় কোন বিষয়েরই কোন ক্রটী রাখেন নাই। এ বিষয়ে তাহাদের প্রতিভা দেখিলে পদে পদে বিস্মিত হইতে হয়। যাহা হউক এ বিষয় অধিক আলোচনা করিবার আমাদের অবসর নাই; কারণ একেই প্রস্তাবিত প্রসঙ্গ পদে পদে অপ্রাসঙ্গিকতার ভীতি প্রদর্শন করিতেছে। সুতরাং যেটুকু না বলিলেই নয়, সেইটুকু এস্থলে আলোচনা করিব।

গোস্বামীপাদগণ অলঙ্কার-শাস্ত্রানুসারে রসকে গৌণ ও মুখ্য-ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। গৌণ যথা;—বীর, করুণ প্রভৃতি সপ্তবিধ, এবং মুখ্য, যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-ভেদে পঞ্চ। অনন্তর প্রত্যেক রসের অঙ্গের ন্যায়, মুখ্য পঞ্চবিধ ভক্তি-রসকেও

"বিভাব" "অনুভাবাদি" চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এবং তদনুসারে এই ভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যথা ;—
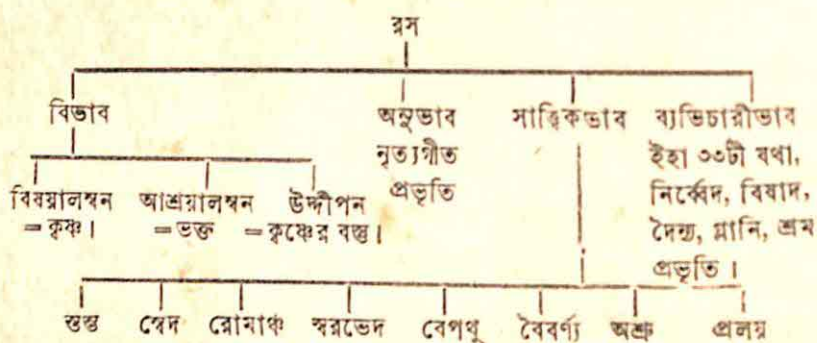
এইগুলি আবার প্রত্যেকে ধূমায়িতা, জ্বলিতা, দীপ্তা, উদ্দীপ্তা ও সুদীপ্তা-ভেদে পঞ্চবিধ। তৎপরে অধিকারীভেদে এইগুলিই আবার স্নিগ্ধ, দিগ্ধ ও রুক্ষ প্রভৃতি বহুবিধ। বিস্তারিত বিবরণ আকর গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

এখন তাহা হইলে প্রত্যেক রসের উক্ত চারিটী অঙ্গ থাকা চাই। উক্ত অঙ্গ ব্যতীত উহা রস নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নহে। এই অঙ্গ চারিটীর সংক্ষিপ্ত অর্থ এই যে—যে-বিষয় অবলম্বন করিয়া রস হয়, যথা—ভগবান্ স্বয়ং, তাহা—বিষয়ালম্বন বিভাব। যে ব্যক্তির উক্ত রসাস্বাদ হয়, যথা ভক্ত, তিনি ঐ রসের আশ্রয়ালম্বন বিভাব। যে সমস্ত বস্তু ভগবানকে স্মরণ করাইয়া দেয়, যথা ভগবানের বস্ত্র-অলঙ্কারাদি, তাহা—উদ্দীপন বিভাব। যাহা ভাবের পরিচায়ক অর্থাৎ নৃত্য গীতাদি, তাহা—অনুভাব। ভাবাবেশে দেহ ও মন ক্ষুব্ধ হইলে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়—যথা স্তম্ভ-স্বেদ প্রভৃতি—তাহা স্বাত্ত্বিক ভাব-বিকার। যাহা রসের অভিমুখে বিশেষ রূপে লইয়া যায়, যথা—আত্মনিন্দা, অনুতাপ প্রভৃতি তাহা—ব্যভিচারীভাব এবং যাহা সকল অবস্থাতেও তিরোহিত হয় না, মালার মধ্যে সূত্রের ন্যায় বর্ত্তমান থাকে তাহাই স্থায়ীভাব। এই স্থায়ী-

ভাব অনুসারে রসের নামকরণ হইয়া থাকে ; এজন্য স্থায়ীভাবকে আর রসের অঙ্গ মধ্যে গণনা করা হয় না। উহাই সেই রস।

যাহা হউক এই বিভাগানুসারে শান্তরসের পরিচয় এইরূপ ;—

১। শান্তরস—এ রসে সুখ নাই, দুঃখ নাই, দ্বেষ নাই, মাৎসর্য্য নাই। ইহাতে সর্ব্বভূতে সমভাব হয়। ঈশ্বর-স্বরূপানুসন্ধানই ইহার প্রধান লক্ষ্য। ইহা আবার দ্বিবিধ ; যথা—পারোক্ষ্য ও সাক্ষাৎকার। দর্শনলাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পারোক্ষ্য এবং দর্শন লাভ হইলে সাক্ষাৎকার নামে অভিহিত হয়। এই রসে ভগবানকে শান্ত, দান্ত, শুচি, বশী, সদা স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত, হতারি, গতিদায়ক, এবং বিভু প্রভৃতি গুণ-সম্পন্ন সচ্চিদানন্দঘন-মূর্ত্তি নরাকৃতি পরব্রহ্ম, চতুর্ভুজ, নারায়ণ, পরমাত্মা, শ্রীকৃষ্ণ বা হরি রূপে ভাবা হয়। ইহাই ইহার বিষয়ালম্বন। সুতরাং এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, এ রসের রসিকের ভগবান্ সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা থাকা আবশ্যক।

বৃন্দাবনের গো, বৃক্ষ-লতাদি, সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎ-কুমারাদি তপস্বিগণ এবং জ্ঞানিগণ, যদি মোক্ষ-বাসনা ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত-কৃপায় ভক্তিকামী হন, তাহা হইলে তাহারাও এই রসের আশ্রয়ালম্বন মধ্যে গণ্য হন। এতদ্দ্বারা বুঝা যায়—এ পথের পথিকের মোক্ষ-বাসনা ত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিকামী হওয়া প্রয়োজন।

উপনিষৎশ্রবণ, নির্জ্জন-সেবা, তত্ত্ববিচার, বিষয়াদির ক্ষয়শীলত্বজ্ঞান, কালের সর্ব্বসংহারিত্ব-জ্ঞান, পর্ব্বত, শৈল, কাননাদি-বাসী জ্ঞানিগণের সঙ্গ, সিদ্ধ ক্ষেত্রাদি, তুলসী সৌরভ, এবং শঙ্খধ্বনি প্রভৃতি এ রসের রসিকের ভক্তিভাবকে উদ্দীপিত করে। এজন্য এগুলিকে এ রসের "উদ্দীপন বিভাব" বলিয়া গণ্য করা হয়। সুতরাং বুঝা গেল—শান্ত ভক্তের প্রাণে এইগুলি দেখিলেই ভাব উথলিয়া উঠা উচিত।

নাসিকাগ্রে দৃষ্টি, অবধূত চেষ্টা, নির্ম্মমতা, ভগবদ্দ্বেষী জনে দ্বেষভাব-শূন্যতা, ভগবদ্ভক্তে নাতিভক্তি, মৌন, জ্ঞানশাস্ত্রে অভিনিবেশ, ইত্যাদি এ রসের অনুভাব। অর্থাৎ এগুলি এ ভাবের ভাবুকের পরিচায়ক সুতরাং এগুলিও শান্ত-ভক্তের লক্ষণ।

শান্ত-ভক্তের দেহ ও মন ক্ষুব্ধ হইলে ঘর্ম্ম, কম্প, বা পুলক, ও রোমাঞ্চ প্রভৃতি লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। এগুলি জ্বলিত ভাব অতি-ক্রম করে না। সুতরাং ইহারাও পূর্ব্ববৎ শান্ত ভক্তের লক্ষণ।

নির্ব্বেদ, মতি, ধৃতি, হর্ষ, স্মৃতি, বিষাদ, ঔৎসুক্য, আবেগ, এবং বিতর্ক এ রসের সঞ্চারী বা ব্যভিচারীভাব। অর্থাৎ এগুলি সাধককে এ ভাবের অভিমুখে বিশেষরূপে লইয়া যায়। সুতরাং এগুলিও শান্ত-ভক্তের লক্ষণ।

পরিশেষে, এ রসের স্থায়ীভাব—শান্তি। ইহা সমা ও সান্দ্রাভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে সমা বলিতে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি এবং সান্দ্রা বলিতে নির্ব্বিকল্প সমাধি-লব্ধ-ভাব বুঝায়।

২। দাস্যরস—ইহার অপর নাম প্রীতিভক্তি রস। ইহা সম্ভ্রমপ্রীতি ও গৌরব-প্রীতি এই দুই ভাগে বিভক্ত। সম্ভ্রমপ্রীতি—প্রভুর উপর, এবং গৌরবপ্রীতি পিতা মাতার উপর হয়। সম্ভ্রমপ্রীতিতে সম্ভ্রম, কম্প ও চিত্ত মধ্যে আদর মিশ্রিত প্রীতি থাকে।

ইহার বিষয়ালম্বন —ঈশ্বর, প্রভু, সর্ব্বজ্ঞ, ভক্তবৎসল, দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ ইত্যাদি গুণবান্ শ্রীকৃষ্ণ বা হরি। দ্বিভুজরূপ যথা—নবজলধর কান্তি, বন্ধুর, মুরলীধারী, পীতবসন, শিরে ময়ুরপুচ্ছ শোভিত, গিরিতট পর্য্যটনকারী। চতুর্ভুজ যথা—যাহার রোমকূপে কোটি ব্রহ্মাণ্ড, কৃপা-সমুদ্র, অবিচিন্ত্য মহাশক্তি ও সর্ব্বসিদ্ধি-সম্পন্ন, অবতারাবলীর বীজ, আত্মারাম, ঈশ্বর, পরমারাধ্য, সর্ব্বজ্ঞ, ক্ষমাশীল, শরণাগত-পালক,

দক্ষিণ, সত্যবচন, দক্ষ, সর্ব্ব-শুভকর, প্রতাপী, ধার্ম্মিক, শাস্ত্রচক্ষু, ভক্ত-সুহৃৎ, বদান্য, তেজীয়ান, কৃতজ্ঞ, কীর্ত্তিমান ও প্রেমবশ্য। অর্থাৎ ভগবদ্দাসের ভগবান সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা হয়।

তৎপরে ইহার আশ্রয়ালম্বন চতুর্ব্বিধ, যথা—অধিকৃত-ভক্ত, আশ্রিত, পার্ষদ এবং অনুগ।

অধিকৃত ভক্তের দৃষ্টান্ত যথা—ব্রহ্মা এবং শঙ্করাদি।

"আশ্রিত" ত্রিবিধ যথা—শরণ্য, জ্ঞানী এবং সেবানিষ্ঠ। তন্মধ্যে কালিয়-নাগ, জরাসন্ধ কর্ত্তৃক রুদ্ধ রাজগণ প্রভৃতি—শরণ্য। প্রথমে জ্ঞানী থাকিয়া মোক্ষেচ্ছা ত্যাগ করিয়া ভগবদ্দাস্যে প্রবৃত্ত সাধকগণ, যথা, শৌনকাদি—জ্ঞানী ; এবং যাঁহারা প্রথম হইতেই ভজনে রত, যথা—চন্দ্রধ্বজ, হরিহর, বহুলাশ্ব পুণ্ডরীক প্রভৃতি,—তাঁহারা সেবানিষ্ঠ শ্রেণীভুক্ত ভক্ত।

পার্ষদ যথা—দ্বারকাতে উদ্ধব, দারুক, সাত্যকি, শুকদেব, শত্রুজিৎ, নন্দ, উপনন্দ, ভদ্র, প্রভৃতি। কুরুবংশের মধ্যে ভীষ্ম, পরীক্ষিৎ ও বিদুর প্রভৃতি। ইঁহাদের মধ্যে উদ্ধবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইঁহারা আবার ধুর্য্য, ধীর ও বীর-ভেদে ত্রিবিধ। যাঁহারা সপরিবারে শ্রীকৃষ্ণে যথোচিত ভক্তি করেন তাঁহারা ধুর্য্য। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবর্গের অধিক আদর-যুক্ত, তাঁহারা ধীর এবং যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-কৃপালাভে গর্ব্বিত, তাঁহারা বীর পারিষদ। এই সকল মধ্যে গৌরবান্বিত সম্ভ্রমপ্রীতিযুক্ত প্রদ্যুম্ন—শাম্বাদি, শ্রীকৃষ্ণের পাল্য। মণ্ডন, শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে ছত্র ধারণ করেন ; সুচন্দন, শ্বেত চামর ব্যজন করেন ; সুতম্ব, তাম্বুল বীটিকা প্রদান করেন ইত্যাদি।

অনুগ—যাঁহারা সর্ব্বদা প্রভুর সেবাকার্য্যে আসক্ত চিত্ত, তাঁহারা অনুগ ভক্ত। যথা—পুরীমধ্যে সুচন্দ্র, মণ্ডন, স্তম্ব ও সুতন্ব। ব্রজধামে

রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুকণ্ঠ, মধুব্রত, রসাল, সুবিলাস, প্রেমকন্দ, মরন্দক, আনন্দ, চন্দ্রহাস, পায়োদ, বকুল, রসদ ও শারদ, প্রভৃতি।

তাহার পর উক্ত ভক্ত সকল আবার ত্রিবিধ, যথা—নিত্যসিদ্ধ, সাধন-সিদ্ধ ও সাধক। যাহা হউক যাঁহারা এই প্রকার সম্ভ্রম-প্রীতি-সম্পন্ন দাস্য-ভক্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে উপরি উক্ত কোন-না-কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে হইবে। কারণ সম্ভ্রম-প্রীতির মধ্যে এতদতিরিক্ত অন্য শ্রেণী নাই। সুতরাং এতদ্দ্বারা দাস্য-ভক্তের কতক-গুলি লক্ষণ জানা গেল।

তাহার পর, ইহার উদ্দীপন-বিভাব দ্বিবিধ, যথা ;—অসাধারণ এবং সাধারণ। তন্মধ্যে অসাধারণ, যথা—শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ, তাঁহার চরণধূলি, মহাপ্রসাদ, ভক্তসঙ্গ ও দাস প্রভৃতি ; এবং সাধারণ যথা—শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি, শৃঙ্গধ্বনি, সহাস্যবলোকন, গুণোৎকর্ষ শ্রবণ, পদ্ম, পদচিহ্ন, নূতন মেঘ ও অঙ্গ-সৌরভ ইত্যাদি। এতদ্দ্বারা বুঝা গেল, এই গুলি দ্বারা দাস্য-ভক্তের ভাব জাগিয়া উঠে। সুতরাং ইহারাও দাস্য ভক্তের এক প্রকার লক্ষণ।

শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পালন, ভগবৎ পরিচর্য্যায় ঈর্ষাশূন্য কৃষ্ণদাসের সহিত মিত্রতা ইত্যাদি এ রসের অনুভাব, সুতরাং ইহারাও পূর্ব্ববৎ দাস্য-ভক্তের অন্য প্রকার লক্ষণ।

নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি এই রসের ব্যভিচারীভাব যথা—১। নির্ব্বেদ, ২। বিষাদ, ৩। দৈন্য, ৪। গ্লানি, ৫। গর্ব্ব, ৬। শঙ্কা, ৭। আবেগ, ৮। উন্মাদ, ৯। ব্যাধি, ১০। মোহ ১১। মতি, ১২। জাড্য, ১৩। ব্রীড়া, ১৪। অবহিত্থা ( আকার গোপন ) ১৫। স্মৃতি, ১৬। বিতর্ক, ১৭। চিন্তা, ১৮। মতি ( শাস্ত্রার্থ নির্দ্ধারণ ) ১৯। ধৃতি, ২০। হর্ষ, ২১। ঔৎসুক্য ( অসহিষ্ণুতা ) ২২। চাপল্য, ২৩। সুপ্তি

২৪। বোধ (জাগরণ, অবিদ্যাক্ষয়)। তন্মধ্যে মিলনে হর্ষ, গর্ব্ব, ও ধৈর্য্য এবং অমিলনে গ্লানি, ব্যাধি, ও মৃতি এই গুলি হইয়া থাকে। সুতরাং ইহারাও পূর্ব্ববৎ দাস্য-ভক্তের অন্য প্রকার লক্ষণ মধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য।

দাস্য-ভক্তের দেহ ও মন যখন ভগবানের উপর ক্ষুব্ধ হয়, তখন যে ভাবগুলি প্রকাশ পায়, তাহারা এ রসের সাত্ত্বিকভাব-বিকার নামে অভিহিত হয়। ইহারা ;—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বৈবর্ণ, অশ্রু, এবং প্রলয় অর্থাৎ চেষ্টা ও চৈতন্যাভাব। সুতরাং দাস্য-ভক্তের লক্ষণ মধ্যে ইহারাও গণ্য।

স্থায়ীভাব—দাস্যরতি। ইহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া প্রেম, স্নেহ, ও রাগে পরিণত হয়। এই প্রেম-ভাব এত বদ্ধমূল হয় যে, চ্যুত হইবার শঙ্কা হ্রাস হয়। প্রেম গাঢ় হইয়া চিত্তকে দ্রবীভূত করিলে তাহা স্নেহ পদবাচ্য হয়। এ সময় ক্ষণকালও বিচ্ছেদ সহ্য হয় না। এই স্নেহে, যখন স্পষ্টরূপে দুঃখও সুখরূপে অনুভূত হয়, তখন ইহা রাগ নামে অভিহিত হয়। ইহাতে প্রাণনাশ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-সাধনে প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু অধিকৃত ও আশ্রিত ভক্তে "রাগ" হয় না। তাঁহাদের প্রেম পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। পার্ষদভক্তের স্নেহ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। কিন্তু পরীক্ষিত, উদ্ধব, দারুকে ও ব্রজানুগ রক্তকাদিতে রাগ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। অনুগাভক্তে প্রেম, স্নেহ ও রাগ—তিনটীই স্থায়ী। রাগে সখ্যাংশ কিছু মিশ্রিত থাকে।

তাহার পর এই রসে ভগবানের সহিত মিলনকে "যোগ" এবং সঙ্গাভাবকে "অযোগ" বলে। এই "অযোগে" হরির প্রতি মনঃ সমর্পণ এবং তাঁহার গুণানুসন্ধান এবং তাঁহার প্রাপ্তির উপায় চিন্তা হয়। কিন্তু ইহাও আবার দ্বিবিধ যথা "উৎকণ্ঠিত" ও "বিয়োগ"। দর্শনের পূর্ব্বে

"উৎকণ্ঠা" ও পরে সঙ্গাভাব ঘটিলে "বিয়োগ" বলা হয়। "অযোগ" অবস্থায় ২৪টী ব্যভিচারী ভাব সম্ভব হইলেও এই কয়টী প্রধান; যথা—ঔৎসুক্য, দৈন্য, নির্ব্বেদ, চিন্তা, চপলতা, জড়তা, উন্মাদ ও মোহ। বিয়োগ অবস্থায় কিন্তু নিম্নলিখিত দশটী ভাব দেখা যায়। যথা;—অঙ্গতাপ, কৃশতা, অনিদ্রা, অবলম্বনশূন্যতা, অধীরতা, জড়তা, ব্যাধি, উন্মাদ, মুর্চ্ছা ও মৃত্যু।

তাহার পর ভগবানের সহিত মিলনেতে সিদ্ধি, তুষ্টি ও স্থিতি ভেদে ত্রিবিধ অবস্থা দৃষ্ট হয়। যথা;—উৎকণ্ঠিত অবস্থায় ভগবৎ-প্রাপ্তি —সিদ্ধি পদবাচ্য। বিচ্ছেদের পর কৃষ্ণপ্রাপ্তির নাম তুষ্টি, এবং একত্র বাসকে স্থিতি বলে।

এক্ষণে গৌরব-প্রীতির বিষয় একবার আলোচনা করা যাউক। ইহাতে ভগবানকে পূর্ব্বোক্ত গুণ ব্যতীত মহাগুরু, মহাকীর্ত্তি, মহাবুদ্ধি, মহাবল, রক্ষক, লালক প্রভৃতি গুণমণ্ডিত বলিয়া জ্ঞান হয়। যদুকুমারগণ ও প্রদ্যুম্ন প্রভৃতিগণ এই প্রীতিরসের আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্য ও ঈষদ্ হাস্য প্রভৃতি এস্থলে উদ্দীপন-বিভাব মধ্যে গণ্য হয়। শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে নীচাসনে উপবেশন, গুরুর পথের অনুগমন এবং স্বেচ্ছাচার পরিত্যাগ প্রভৃতি ইহাতে অনুভাব। ধর্ম্ম প্রভৃতি—সাত্ত্বিক-ভাববিকার, এবং ব্যাভিচারীভাব সম্বন্ধে কোন বিশেষত্ব নাই। এই প্রকার কতিপয় বিশেষত্ব ভিন্ন সম্ভ্রমপ্রীতির সহিত ইহার ঐক্য দৃষ্ট হয়।

৩। সখ্যরস বা প্রেয়-ভক্তি রস। এই রসে ভক্ত, ভগবানকে সমুদায় লক্ষণাক্রান্ত, বলিষ্ঠ, নানা ভাষাবেত্তা, সুপণ্ডিত, অতি প্রতিভাশালী, দক্ষ, করুণাবিশিষ্ট, বীরশ্রেষ্ঠ, ক্ষমাশীল, অনুরাগভাজন, সমৃদ্ধিমান, বিদগ্ধ, বুদ্ধিমান, সুবেশ ও সুখী প্রভৃতি গুণযুক্ত এবং দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ রূপে ভাবিয়া থাকেন। (ইহা বিষয়ালম্বন)। ভক্তগণ নিজেকে

মনে মনে ভগবানের সুহৃৎ সখা, প্রিয়সখা, ও প্রিয়নর্ম্মসখা-ভেদে চারি প্রকার ভাবিয়া থাকেন। (ইহা আশ্রয়ালম্বন)। তন্মধ্যে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে বয়সে কিছু অধিক ও কিঞ্চিৎ বাৎসল্য যুক্ত, তাঁহারাই সুহৃৎ, যথা ;—ব্রজে "সুভদ্র" "মণ্ডলীভদ্র" ও "বলভদ্র" প্রভৃতি। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে বয়সে কিঞ্চিৎ ন্যূন ও কিঞ্চিৎ দাস্য-মিশ্র তাঁহারাই সখা, যথা ;—ব্রজে "বিশাল" "বৃষভ" ও "দেবপ্রস্থ" প্রভৃতি। যাঁহারা বয়সে শ্রীকৃষ্ণের তুল্য তাঁহারাই প্রিয়সখা, যথা ;—ব্রজে "শ্রীদাম" "সুদাম" ও "বসুদাম" প্রভৃতি। আর যাঁহারা প্রেয়সী-রহস্যের সহায় শৃঙ্গার ভাবশালী, তাঁহারা প্রিয়নর্ম্মসখা, যথা ;—ব্রজে "সুবল" "মধুমঙ্গল" ও "অর্জ্জুন" প্রভৃতি। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর বয়স, এবং শৃঙ্গ, বেণু, শঙ্খ, বিনোদ, পরিহাস, পরাক্রম প্রিয়জন, রাজা ও দেব অবতারাদির চেষ্টা শুনিয়া ইহাদের ভাব উদ্দীপিত হয়। (ইহাই এস্থলে উদ্দীপন ভাব)। বাহ্যাদি, বাহুযুদ্ধ, ক্রীড়া ও এক শয্যায় শয়ন, উপবেশন, পরিহাস, জলবিহার প্রভৃতি সম্বন্ধীয় কথাতে ইহাদের রস পুষ্ট হয়। (ইহা অনুভাব)। ভাবের বেগে বা মনের ক্ষোভে ভক্তগণের অশ্রু-পুলকাদি সবগুলি সাত্ত্বিক ভাবই পরিলক্ষিত হইবার কথা। উগ্রতা, ত্রাস ও আলস্য ভিন্ন, হর্ষ-গর্ব্বাদি সমুদয় ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব এরসে দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে অমিলন অবস্থায় মদ, হর্ষ, গর্ব্ব, নিদ্রা ও ধৃতি ; এবং মিলন অবস্থায় মৃতি, ক্লম, ব্যাধি অপস্মৃতি ও দীনতা ব্যতীত অবশিষ্ট সকলগুলি প্রকাশ পায়। সাম্যদৃষ্টি-হেতু নিঃসম্ভ্রমতাময় বিশ্বাস, এবং বিশেষরূপ সখ্যরতিই ইহার স্থায়ীভাব। সখ্যরতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রণয়, প্রেম, স্নেহ ও রাগ এই পাঁচটী আখ্যা ধারণ করিয়া থাকে। পুরে অর্জ্জুন, ভীমসেন ও শ্রীদামাদি বিপ্র প্রভৃতি—সখা। এই সখ্য-রসেও দাস্যের ন্যায় বিয়োগে দশ দশা জানিতে হইবে।

৪। বাৎসল্যরস। এই রসে ভক্তগণ, ভগবানকে শ্যামাঙ্গ, রুচির, মৃদু, প্রিয়-বাক্যযুক্ত, সরল, লজ্জাশীল, মাননীয়গণকে মান-প্রদ, এবং দাতা, বিনয়ী, সর্ব্ব-লক্ষণযুক্ত ইত্যাদি গুণ-বিশিষ্ট বলিয়া থাকেন। (ইহা বিষয়ালম্বন)। ভক্তগণ নিজেকে মনে মনে ভাবেন যে— শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের অনুগ্রহের পাত্র,শিক্ষা-দানের যোগ্য এবং লালনীয়। ইঁহারা ব্রজে ব্রজেশ্বরী,ব্রজরাজ,রোহিণী, উপনন্দ ও তৎপত্নী প্রভৃতি এবং অন্যত্র দেবকী, কুন্তী ও বসুদেব প্রভৃতির অনুকরণ করেন। (ইহ আশ্রয়ালম্বন)। বাল্য-চাঞ্চল্য, কৌমার বয়সের রূপ ও বেশ, হাস্য, মৃদু-মধুর বাক্য,ও বাল্য-চেষ্টাদি দেখিলে ভক্তগণের ভাব উদ্দীপ্ত হয়। (ইহা উদ্দীপন বিভাব)। তাঁহারা মনে মনে ভগবানকে মস্তকাঘ্রাণ, আশীর্ব্বাদ, আজ্ঞা,হিতোপদেশ-প্রদান ওলালন-পালনাদি করিয়া সুখ অনুভব করেন। (ইহা অনুভাব)। এ রসে ভক্তের স্তম্ভ-স্বেদাদি আটটী ও স্তন-দুগ্ধ-ক্ষরণ এই নয়টী ভাব অনুভূত হইয়া থাকে। (ইহা সাত্ত্বিক ভাব)। হর্ষ ও শঙ্কা প্রভৃতি ইহাতে ব্যভিচারী ভাব এক কথায় অপস্মারের সহিত প্রীতি-রসোক্ত সমুদায় ব্যভিচারীভাবই ইহাতে দৃষ্ট হয়। এই রসে বাৎসল্য রতি স্থায়ীভাব। উক্ত বাৎসল্য রতির প্রেম, স্নেহ,রাগ ও অনুরাগ এই চারিটী উত্তরোত্তর অবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতেও বিয়োগে পূর্ব্ববৎ দশটী দশা হয় ; তথাপি চিন্তা, নির্ব্বেদ, বিষাদ, জাড্য, দৈন্য, চপলতা, উত্তাপ ও মোহই প্রধান।

৫। মধুর রস।—এই রসে ভক্ত, ভগবানকে অতুল ও অসীম রূপ-মাধুর্য্য, লীলামাধুর্য্য ও প্রেম-মাধুর্য্যের আধার বলিয়া জ্ঞান করেন। ( ইহা বিষয়ালম্বন )। তাঁহারা মনে মনে ভগবৎ প্রেয়সিগণের অনুকরণ করেন। (ইহা আশ্রয়ালম্বন)। মুরলীরব, বসন্ত, কোকিল-ধ্বনি, নবমেঘ ও ময়ূরকণ্ঠ প্রভৃতি দর্শনাদি করিলে তাঁহাদের ভাব উদ্দীপ্ত হয়। ( ইহা

উদ্দীপন বিভাব)। তাঁহারা হৃদয় কন্দরে কখন বা ভগবানের কটাক্ষ কখন বা হাস্য প্রভৃতি দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া থাকেন। ভাবের আবেগে স্তম্ভাদি সমুদয় সাত্ত্বিকভাব গুলি তাঁহাদের প্রকাশ পায়, এবং তাঁহাদের মাত্রা সুদ্দীপ্ত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। আলস্য ও উগ্রতা ভিন্ন নির্ব্বেদাদি সমস্ত সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব, এ রসে পরিলক্ষিত হয়। প্রিয়তা-রতি ইহার স্থায়ীভাব। বিস্তৃত বিবরণ উজ্জল নীলমণি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

যাহা হউক এই ভাবটী ভক্তির চরম লক্ষ্য, ভক্তের পরম আদর্শ। ভক্তের নিকট ইহার উপর আর কিছু থাকিতে পারে কি-না, তাহা কল্পনা করাও কঠিন। এ অবস্থায় জীব যাহা দেখে, তাহাতেই তাহার কৃষ্ণ কথা মনে পড়ে, অন্য ভাব তাহার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পায় না। যথা ;—

মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্রে হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফুর্ত্তি ॥

এ ভক্তি সম্পূর্ণ স্বার্থগন্ধ-পরিশূন্য। ইহার লক্ষ্য কেবল কৃষ্ণসুখ, কৃষ্ণপ্রীতি এবং নিজসুখেচ্ছা না থাকিলেও তাহাতেই তাঁহাদের সুখের পরাকাষ্ঠা লাভ হইয়া থাকে। এই সুখ এত বেশি হয় যে, সাক্ষাৎ ভগবানের তত সুখ হয় না। যথা ;—

গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হইতে কোটী গুণ গোপী আস্বাদয় ॥

যাহা হউক এতক্ষণে আমরা ভক্তি ও ভক্তের পরিচয়-প্রদান-কার্য্য, বোধ করি, শেষ করিলাম ; এইবার দেখিব আচার্য্য রামানুজে এই ভাবগুলির মধ্যে কোন্ ভাবটী ছিল।

আমরা দেখিতে পাই রামানুজে, গোস্বামী-পাদগণ প্রতিপাদিত ভক্তিরসের এই অন্তিম ও পরমোৎকৃষ্ট ভাবটী ছিল না। তাঁহার ভাব দাস্য-রতি; অথবা যদি আরও নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে, তাঁহার ভক্তি রাগানুগা ভক্তি, এবং তন্মধ্যে আবার দাস্য ভক্তির অন্তর্গত সম্ভ্রম-প্রীতিযুক্ত "অনুগ" গণোচিত ভক্তি। তথাপি তাহার গতি যে এই খানেই শেষ হইতে বাধ্য,তাহাতে সন্দেহ নাই। আর তাই বলিয়া রামানুজের ভাবটী মধুর ভাবের নিকট যে হেয়, তাহাও নহে। কারণ, যিনি যে ভাবে থাকেন, তাহাতেই তাঁহার যে আনন্দ হয়, তাহা অতুলনীয়। গোস্বামী-পাদগণ একথাও সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। তবে যিনি যখন বা যতক্ষণ কোন ভাবের ভাবুক না হন, তখন বা ততক্ষণ তাঁহার নিকট উক্ত শান্ত প্রভৃতি ভাব পাঁচটীর তারতম্য বিচার চলিতে পারে, এবং তখনই বলা হইয়া থাকে—মধুর ভাবই শ্রেষ্ঠ। যাহা হউক আমরা এক্ষণে উক্ত দাস্য রতি অবলম্বনে দেখিব, রামানুজের অভীষ্ট দাস্য-ভাব তাঁহাতে কতদূর ছিল।

প্রথমতঃ দেখা যায়, রামানুজ, বৈধি-ভক্তির সাধক নহেন। কারণ তাঁহার ভগবদনুরাগ কোন রূপ শাসন-ভয়ে জন্মে নাই। কাঞ্চীপূর্ণের সঙ্গ, যামুনাচার্য্যের মৃত্যুতে ভগবান্ রঙ্গনাথের উপর তাঁহার অভিমান, কাঞ্চীপূর্ণের কথায় ভগবান্ বরদরাজকে শালকূপের জলদ্বারা স্নান; জগন্নাথ-ক্ষেত্রে ভগবানের সহিত বিরোধ প্রভৃতি অন্যান্য ঘটনা, তাঁহাকে রাগানুগা ভক্তির সাধক বলিয়াই প্রমাণিত করে। কিন্তু রাগানুগা ভক্তির অঙ্গ ও বৈধী-ভক্তির অঙ্গ মধ্যে অতি সামান্য প্রভেদ থাকায় অর্থাৎ বৈধী-ভক্তির অঙ্গের মধ্যে নিজ প্রতিকূল অঙ্গগুলিকে ত্যাগ করিবার বিধি থাকায়, বৈধী-ভক্তির সকল লক্ষণ-

গুলি এস্থলে প্রয়োজন হইবে না। তবে কোন্ গুলি তাঁহার ভাবের প্রতিকূল, তাহা জানিতে না পারায়, আমরা সমুদায় বৈধী-ভক্তির অঙ্গগুলি লইয়া তাঁহার জীবনী তুলনা করিলাম।

বৈধী-ভক্তির অঙ্গগুলি যথা ;—

১। গুরুপদাশ্রয়।—আচার্য্য-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত মহাপূর্ণ ও গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট মন্ত্র-গ্রহণ। এজন্য ১৪ সংখ্যক দীক্ষা প্রবন্ধটী দ্রষ্টব্য।

২। কৃষ্ণ-দীক্ষা ও শিক্ষা—ইহা আচার্য্যের পক্ষে নারায়ণ-মন্ত্র লাভ।

৩। বিশ্বাস সহকারে শ্রীগুরু-সেবা—এতদর্থে বররঙ্গের নিমিত্ত ক্ষীরপ্রস্তত-করণ ও তাঁহার গাত্রে হরিদ্রাচূর্ণ মর্দ্দন প্রভৃতি স্মরণ করিলেই তাঁহার প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

৪। সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তন—ইহা তাঁহার জীবনের আগা গোড়া।

৫। সদ্ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা—বাল্যে কাঞ্চীপূর্ণের সঙ্গ এবং জ্ঞানোদয়ে নানা গুরুর নিকট নানা গ্রন্থাদি অভ্যাস, রামানুজের এই প্রকৃতির পরিচয়।

৬। কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থ ভোগাদিত্যাগ—ইহার দৃষ্টান্ত তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণ ব্যাপারের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে দেখা যায়। তিনি সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া যাহাতে নারায়ণের সেবা করিতে পারেন তজ্জন্য ভগবৎ-করুণা ভিক্ষা করিয়া ছিলেন। অবশ্য স্ত্রীর সহিত কলহ না হইলে এতদর্থেই সন্ন্যাস গ্রহণ—ইহা বলিতে পারা যাইত।

৭। তীর্থ-বাস—ইহা তাঁহার পক্ষে শেষ-জীবনের শ্রীরঙ্গম বাস। প্রথম জীবনে কাঞ্চী বা শ্রীরঙ্গম বাস—বিদ্যাশিক্ষার্থ এবং শ্রীরঙ্গমের বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া ঘটে। শেষ জীবনে তিনি অবশ্য স্বেচ্ছায় তথায় বাস করেন।

৮। সর্ব্ববিষয়ে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু অনুবর্ত্তন। ইহাও তাঁহার ছিল, কারণ তাহা না হইলে তোণ্ডানুরে তোণ্ডানুর-নম্বীর

কথায় তত্রত্য রাজবাটী গমন করিতে রামানুজ প্রথমেই কখন অস্বীকার করিতেন না।

৯। একাদশী ব্রতানুষ্ঠান—দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত।

১০। অশ্বথ, তুলসী, আমলকী, গো, ব্রহ্মাণ ও বৈষ্ণব-সম্মান।—শেষ দুইটীর দৃষ্টান্ত তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের উপলক্ষ মধ্যে বর্ত্তমান। অর্থাৎ রামানুজের আদেশ সত্ত্বেও তাঁহার পত্নী ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবকে অন্ন না দেওয়ায় তাঁহার স্ত্রীর সহিত কলহ প্রসঙ্গ, এবং কৈঙ্কর্য্যকামী ব্রাহ্মণ প্রসঙ্গ। ১৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১২। ভগবদ্বিমুখের সঙ্গত্যাগ—ইহা তাঁহার ছিল; কারণ, তিরুপতি গমন কালে এক শৈব-প্রধান গ্রামে তিনি যা'ন নাই। দ্বিতীয় দিগ্বিজয় কালে শঙ্কর-মতাবলম্বী দিগের স্থান শৃঙ্গেরীও তিনি গমন করেন নাই। তিনি যেখানে দেখিয়াছেন যে, তাহাদিগকে স্বমতে আনিতে অক্ষম হইতে পারেন, তথায় না যাওয়াই তাঁহার প্রস্তাবিত প্রকৃতিরই কতকটা পরিচয় বলা যাইতে পারে। তাঁহার সম্পর্কীয় কোন অবৈষ্ণবের কোন সম্বন্ধও শুনা যায় না।

১২। বহু শিষ্য না করা—ইহা প্রতিপালিত হয় নাই; কারণ তাঁহার বহু শিষ্য ছিল।

১৩। বৃহদ্ব্যাপারে ব্যাপৃত না হওয়া—ইহাও অপ্রতিপালিত। কারণ,দেখা যায়, তিনি মঠ ও ধর্ম্ম-স্থাপন ও দিগ্বিজয়-ব্যাপারে নিজেকে ব্যাপৃত করিয়াছিলেন। যামুনাচার্য্যের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীভাষ্য রচনাও ইহার একটী বিপরীত দৃষ্টান্ত হইতে পারে।

১৪। বহু গ্রন্থ-কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যাবাদ-পরিত্যাগ।—বহু গ্রন্থ অভ্যাস হইয়াছিল, কিন্তু বহু কলাভ্যাস হয় নাই, বোধ হয়। ব্যাখ্যাবাদ ও পরিত্যক্ত হয় নাই।

১৫। ব্যবহারে মুক্তহস্ততা—ইহা প্রতিপালিত হইত; কারণ অতিথি-সৎকার-স্থলে স্ত্রীর সহিত কলহই ইহার দৃষ্টান্ত। শ্রীরঙ্গমেও অনেক ব্রাহ্মণ, রামানুজের মঠ হইতে নিয়ত সাহায্য পাইতেন।

১৬। শোকাদিতে অবশীভূততা।—ইহার কথঞ্চিৎ বিপরীত দৃষ্টান্তই দেখা যায়। কারণ, প্রথম জীবনে পিতৃ-বিয়োগে এবং শেষ-জীবনেও গুরু মহাপূর্ণ ও শিষ্য কুরেশের শোকে তিনি এক প্রকার অধীর হইয়াই পড়িয়াছিলেন।

১৭। অন্য-দেবের প্রতি অনবজ্ঞা।—ইহাও, বোধ হয়, অপ্রতিপালিত। কারণ, তিনি কোন অন্য-দেব-তীর্থে গমন করিতেন না। বাধ্য হইয়া গমন করিলেও তাঁহার, তত্রত্য অন্য দেবের দর্শনাদির কথা শুনা যায় না। তিনি জগন্নাথ কর্তৃক কূর্ম্মক্ষেত্রের শিব-মন্দিরে নিক্ষিপ্ত হইলে শিবমূর্ত্তি দেখিয়া নিজেকে মহাবিপন্ন বোধ করিয়াছিলেন।

১৮। প্রাণীগণকে উদ্বিগ্ন না করা। সম্ভবতঃ ইহা প্রতিপালিত হইত; কিন্তু তথাপি একটী বিপরীত দৃষ্টান্ত আছে। কারণ, পুরোহিতগণ প্রদত্ত বিষান্ন-পরীক্ষার্থ তিনি, যে কুক্কুরটীকে উহার কিয়দংশ দান করেন, তাহা খাইয়া সেই কুক্কুরটী মরিয়া যায়; অথচ আচার্য্যকে তজ্জন্য ব্যথিত হইতে শুনা যায় না।

১৯। সেবাপরাধ ও নামাপরাধ-বর্জ্জন। ইহা আচার্য্যের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠিত হইত কি-না সন্দেহ। কারণ, সেবাপরাধের মধ্যে সকলেরই প্রতিকূল দৃষ্টান্ত থাকিলেও দুই একটীর অনুকূল দৃষ্টান্ত দেখা যায়। সেবাপরাধ যথা;—

(১) যান ও পাদুকা সাহায্যে ভগবদ্ধামে গমন। সম্ভবতঃ এ অপরাধ কখন আচার্য্যের ঘটে নাই।

(২) দেবোৎসব না করা।—এ অপরাধ আচার্য্যের ঘটে নাই।

কারণ মেলকোটের রমাপ্রিয় মূর্ত্তির উৎসব-বিগ্রহের জন্যই যাঁহার দিল্লী গমন ঘটে, সুতরাং তাঁহার এ অপরাধ সম্ভব নহে।

(৩) দেবমূর্ত্তি প্রণাম না করা।— দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত।

(৪) উচ্ছিষ্ট দেহে ও অশৌচাবস্থায় ভগবদ্ বন্দনা। ঐ

(৫) একহস্তে প্রণাম। ঐ

(৬) দেবতার সম্মুখে অন্য দেবতা প্রদক্ষিণ। ঐ

(৭) ভগবৎ-সম্মুখে পাদ প্রসারণ। ঐ

(৮) ঐ হাঁটু বেষ্টন করিয়া বসা। ঐ

(৯) ঐ শয়ন। ঐ

(১০) ঐ ভক্ষণ। ঐ

(১১) ঐ মিথ্যাভাষণ। ঐ

(১২) ঐ উচ্চভাষণ ঐ

(১৩) ঐ পরস্পর আলাপন। ঐ

(১৪) ঐ রোদন। ঐ

(১৫) ঐ বিবাদ।—সম্ভবতঃ ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কারণ, জগন্নাথ-ক্ষেত্র বা অনন্ত-শয়নে রামানুজ যখন ভগবৎ-পূজা-প্রথা-পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করেন, তখন পূজারিগণের সহিত তাঁহার যে বিবাদ হয়, তাহা প্রবাদানুসারে ভগবৎ সম্মুখেই হইয়াছিল।

(১৬) ভগবৎসম্মুখে কাহারও প্রতি নিগ্রহ। দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত।

(১৭) ঐ কাহারও প্রতি অনুগ্রহ। ঐ

তবে ধনুর্দ্দাসকে ভগবান্ রঙ্গনাথের চক্ষু-সৌন্দর্য্য-প্রদর্শন প্রসঙ্গটী ইহার দৃষ্টান্ত হইতে পারে কিনা চিন্তনীয়।

(১৮) ভগবৎ-সম্মুখে নিষ্ঠুর ও ক্রূরভাষণ। দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত।

(১৯) ঐ কম্বলদ্বারা গাত্রাবরণ। ঐ

(২০) ভগবৎ-সম্মুখে পরনিন্দা।—ইহার দৃষ্টান্ত পূর্ব্বোক্ত জগন্নাথ-ক্ষেত্র ও অনন্তশয়নের পূজাপ্রথা পরিবর্ত্তন-প্রসঙ্গ হইতে পারে।

| | | |
|---|---|---|
| (২১) | ভগবৎসম্মুখে পরস্তুতি। | দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত। |
| (২২) | ঐ অশ্লীলভাষণ। | ঐ |
| (২৩) | ঐ অধোবায়ু-ত্যাগ | ঐ |
| (২৪) | সেবায় কৃপণতা। | ঐ |
| (২৫) | অনিবেদিত দ্রব্য ভক্ষণ। | ঐ |
| (২৬) | কালের ফল ভগবানকে না দেওয়া। | ঐ |
| (২৭) | কোন কিছু অগ্রে অপরকে দিয়া পরে ভগবানে অর্পণ। | ঐ |
| (২৮) | ভগবানের দিকে পশ্চাৎ করিয়া বসা। | ঐ |
| (২৯) | ভগবদগ্রে অপরকে প্রণাম। | ঐ |
| (৩০) | গুরুর নিকট মৌন। | ঐ |
| (৩১) | আত্মপ্রশংসা। | ঐ |
| (৩২) | দেবতা-নিন্দা। | ঐ |

এই সকল সেবাপরাধ সম্বন্ধে সকল শাস্ত্র একমত নহে। কারণ বরাহপুরাণে অন্যরূপ বর্ণনা দেখা যায়। পরন্তু উপরি উক্ত ৩২টীই গোস্বামী-পাদগণ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমরাও এস্থলে উহাই গ্রহণ করিলাম। অতঃপর দশবিধ নামাপরাধ সম্বন্ধে দেখা যাউক, আচার্য্যের চরিত্র কিরূপ প্রমাণিত হয়।

(১) বৈষ্ণব-নিন্দা।—আচার্য্য-জীবনে ইহার বিপরীত দৃষ্টান্তই থাকিবার কথা। কারণ তিনি তাঁহার শেষ ৭২টী উপদেশের মধ্যে বৈষ্ণবের সম্মান করিতে বিশেষ ভাবে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন।

(২) শিব ও বিষ্ণুতে পৃথক্ ঈশ্বর-বুদ্ধি। এ সম্বন্ধে দেখা যায়,

আচার্য্য, শিবকে ঈশ্বর বলিয়াই স্বীকার করিতেন না, তাঁহার মতে শিব —নারায়ণের পরিকর।

(৩) গুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি। আমাদের বোধ হয়, ইহার বিপরীত বুদ্ধিই রামানুজের হৃদয় অধিকার করিয়া থাকিত।

(৪) বেদ ও পুরাণাদি শাস্ত্রের নিন্দা।—রামানুজের এ অপরাধ দেখা যায় না।

(৫) হরিনামে স্তুতিজ্ঞান। দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত।

(৬) হরিনামের অন্যার্থ কল্পনা। ঐ

(৭) নাম-বলে পাপে প্রবৃত্তি। ঐ

(৮) শুভকর্ম্মের সহিত নামের তুলনা। ঐ

(৯) শ্রদ্ধাহীনকে নামোপদেশ। ঐ বরং ইহার বিপরীত দৃষ্টান্তই পাওয়া যায়। কারণ, তিনি বহু পরীক্ষার পর শিষ্যকে উপদেশ দিতেন।

(১০) নাম শুনিয়াও তাহাতে অপ্রীতি। দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত।

যাহা হউক, যদি কখন আচার্য্যের এই অপরাধের মধ্যে কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার যে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে, তাহাও আচার্য্য-জীবনে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বোধ হয়। কারণ গীতা ও বিষ্ণু-সহস্র-নাম পাঠই ইহার একটী প্রায়শ্চিত্ত। আচার্য্য গীতার ত এক অতি উপাদেয় ভাষ্যই রচনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় প্রায়শ্চিত্ত অহরহঃ ভগবন্নাম স্মরণ, এবং ইহাও যে অনুষ্ঠিত হইত, তাহাতেও সন্দেহ নাই, কারণ তিনি একবার, তিরুপতি যাইয়া তিনদিন তিনরাত্র অনাহারে অনিদ্রায় ভগবদ্ ধ্যান করিয়াছিলেন।

২০। ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তের প্রতি দ্বেষ ও নিন্দা শ্রবণে অসহিষ্ণুতা।—ইহা রামানুজের নিশ্চয়ই ছিল, কারণ তাহা না হইলে

তিনি যজ্ঞমূর্ত্তির নিকট পরাজয়ে সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজের ক্ষতি বোধ করিয়া বিচলিত হইতেন না।

২১। বৈষ্ণব-চিহ্ন ধারণ।—ইহাও প্রতিপালিত হইত। কারণ মেলকোট ও কূর্ম্মক্ষেত্রে একদিন তিলক চন্দন অভাবে তাঁহার তিলক-সেবা হয় নাই, এবং তজ্জন্য তিনি অনাহারে অবস্থান করেন। এতদ্ব্যতীত তপ্ত-লৌহ দ্বারা বৈষ্ণব-চিহ্ন তাঁহার অঙ্গে শোভা পাইত।

২২। অঙ্গে হরিনাম লেখা। দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত।

২৩। নির্ম্মাল্যধারণ। ঐ

২৪। ভগবদগ্রে নৃত্য। ঐ

তবে গুরু বররঙ্গের নিকট তিনি এই বিদ্যাই শিক্ষা করেন বলিয়া সম্ভবতঃ ইহাও প্রতিপালিত হইত।

২৫। ভগবদগ্রে দণ্ডবৎ প্রণাম।—প্রতিপালিত হইত। ইহা আচার্য্যের নিত্য ব্যাপার।

২৬। ভগবন্ মূর্ত্তি দর্শনে উত্থান।— দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত।

২৭। ভগবন্মূর্ত্তির অনুগমন।—অনুষ্ঠিত হইত কিন্তু ধনুর্দ্দাস-প্রসঙ্গে রামানুজ মঠেই ছিলেন।

২৮। ভগবন্মূর্ত্তির দর্শনার্থ গমন।—ইহাও নিত্য অনুষ্ঠিত হইত।

২৯। ভগবৎস্থান পরিক্রমা।—দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত।

৩০। ভগবদর্চ্চন।—ইহা নিত্য অনুষ্ঠিত হইত। কারণ তাঁহার সঙ্গে যে বরদরাজ ও হয়গ্রীব-বিগ্রহ থাকিতেন; রামানুজ তাঁহার সেবা করিতেন।

৩১। পরিচর্য্যা।—নিত্যানুষ্ঠানের দৃষ্টান্তাভাব। তৎকৃত বৈকুণ্ঠ-গদ্য দেখিলে বোধ হয়, অন্তরে তিনি এই কর্ম্মই করিতেন।

৩২। গীত।—দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত। তবে আচার্য্য যখন এই বিদ্যা শিক্ষার জন্য বররঙ্গের শিষ্য হন, তখন ইহাও মধ্যে মধ্যে অনুষ্ঠিত হইত।

৩৩। সংকীর্ত্তন।—নিত্যানুষ্ঠানের দৃষ্টান্তাভাব। কারণ কেবল প্রথম তিরুপতি গমন কালে সংকীর্ত্তনের কথা শুনা যায়।

৩৪। জপ।—দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত। তবে ইহা যখন পূজার অঙ্গ, তখন নিশ্চয়ই অনুষ্ঠিত হইত।

৩৫। বিজ্ঞপ্তি ( দৈন্য, প্রার্থনা ও লালসাময়ী ) অনুষ্ঠিত হইত। দৈন্য অর্থাৎ নিজেকে পাপী জ্ঞানের দৃষ্টান্ত—তিরুপতি শৈলে আরোহণের অনিচ্ছা। অপর দুইটীর দৃষ্টান্ত বৈকুণ্ঠ গদ্যে দ্রষ্টব্য।

৩৬। স্তব-পাঠ।—ইহা অবশ্যই অনুষ্ঠিত হইত।

৩৭। নৈবেদ্য স্বাদ-গ্রহণ।—পূর্ব্ববৎ, কারণ ইহা তাঁহার উপদেশ দেখিলে বোধ হয়।

৩৮। পাদোদকের স্বাদ-গ্রহণ।—রঙ্গনাথের পুরোহিত যে-দিন চরণামৃত দেন, তাহা তিনি পান করেন, কিন্তু এতদ্দ্বারা যে উহা তিনি নিত্য পান করিতেন, তাহা প্রমাণিত হয় না। তবে তাঁহার নিজের নিকটে যে বিগ্রহ থাকিতেন তাঁহার চরণোদক পান সম্ভব। বিপ্র-পাদোদকও তিনি এক সময়ে নিত্য পান করিতেন।

৩৯। ধূপমাল্যাদির ঘ্রাণ গ্রহণ।—অনুমেয়।

৪০। শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শন।—অনুমেয়।

৪১। শ্রীমূর্ত্তি নিরীক্ষণ।—ইহাও সম্ভবতঃ প্রতিপালিত হইত। কারণ, এই জন্য প্রধান পুরোহিতের রামানুজকে বিষাক্ত চরণামৃত দিবার সুবিধা হয়।

৪২। আরত্রিক দর্শন।—ইহার নিত্যানুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত।

৪৩। উৎসব-দর্শন।—দৃষ্টান্ত—শ্রীনাগরী প্রভৃতি গমন।

৪৪। শ্রবণ (নাম, চরিত্র ও গুণ)।—ইহাও প্রতিপালিত হইত। দ্রাবিড় বেদপাঠ ইহার নিদর্শন।

৪৫। তাঁহার কৃপার আশা।—প্রতিপালিত হইত, কারণ কুরেশের চক্ষু-লাভে ঐরূপ ভাব প্রকাশিত হয়।

৪৬। স্মৃতি।—অনুষ্ঠিত হইত, যেহেতু শ্রীশৈলে ত্রিরাত্রি অনাহারে কেবল ভগবৎস্মরণ ও অবস্থান এই প্রকৃতির পরিচায়ক।

৪৭। ধ্যান (রূপ, গুণ, ক্রীড়া ও সেবা)। দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত; তবে ইহার অন্যথা অসম্ভব।

৪৮। দাস্য (আমি দাস-বোধ ও পরিচর্য্যা)।—প্রতিপালিত হইত। দৃষ্টান্ত—কৈঙ্কর্য্য-ভিখারী ব্রাহ্মণ-প্রসঙ্গ এবং মঠস্থ বরদরাজ ও হয়গ্রীব বিগ্রহ সেবা।

৪৯। সখ্য (বিশ্বাস ও মিত্র-বৃত্ত্যাত্মক)।—প্রতিপালিত হইত। দৃষ্টান্ত—শিষ্যগণকে উপদেশ-কালে তিনি বলিতেন যে, শ্রীবৈষ্ণবের পক্ষে ভগবৎ সেবাই মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহাকে উপায়-জ্ঞান করা অন্যায়, উহাই লক্ষ্য হওয়া উচিত, ইত্যাদি। দ্বিতীয়াংশের দৃষ্টান্তাভাব।

৫০। আত্মনিবেদন।—প্রতিপালিত হইত। ইহাই তাঁহার উপদেশের মুখ্যবিষয়। যথা—শ্রীবৈষ্ণবের অন্তিম স্মৃতি নিষ্প্রয়োজন, ইত্যাদি। বিষ-ভক্ষণে নিরুদ্বেগ ভাব। তবে ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত আছে,যথা ১। প্রাণভয়ে পলায়ন। ২। পুনরায় বিষান্ন-ভয়ে গোষ্ঠীপূর্ণের আগমন পর্য্যন্ত অনাহার।

৫১। নিজ প্রিয়বস্তু ভগবদর্পণ।—দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত।

৫২। সকল কর্ম্ম ভগবদর্থে সম্পন্ন করা।—দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত।

৫৩। শরণাপত্তি।—প্রতিপালিত হইত। নিদর্শন তাঁহার শরণাগতি-গদ্য গ্রন্থ; এবং দ্বিতীয় বার বিষভক্ষণ কালে তাঁহার ব্যবহার।

৫৪। ভগবৎ সম্বন্ধীয় বস্তু ও ব্যক্তি সেবা।—প্রতিপালিত হইত। প্রমাণ—অণ্ডালের জন্য শত হাঁড়ী মিষ্টান্নাদি দান; তিরুনাগরীর পথে প্রত্যাবৃত্ত রমণী প্রসঙ্গ। বস্তুসেবার দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত।

৫৫। ভগবৎ-শাস্ত্রসেবা।—প্রতিপালিত হইত। ভাষ্যাদি রচনা এবং মঠে পঠন-পাঠনই ইহার দৃষ্টান্ত।

৫৬। বৈষ্ণবাদির সেবা।—দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত। তবে গৃহে অতিথি প্রসঙ্গ এবং শ্রীরঙ্গমে ব্রাহ্মণগণকে বৃত্তিদান ইহার দৃষ্টান্ত হইতে পারে।

৫৭। সামর্থানুসারে ভগবানের উৎসব করা।—অনুষ্ঠিত হইত; যথা,—মেলকোটের উৎসব।

৫৮। কার্ত্তিক মাসে নিয়ম সেবা।—দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত।

৫৯। জন্মাদিতে যাত্রা মহোৎসব।—প্রতিপালিত হইত। যথা শ্রীরঙ্গমে রঙ্গনাথ-সেবার তত্ত্বাবধারণ; মেলকোট হইতে প্রত্যাগমন-কালে রমাপ্রিয়-মূর্ত্তির সেবা-ব্যবস্থার প্রসঙ্গ।

৬০। সেবায় শ্রদ্ধা ও প্রীতি।—ঐ—ঐ—

৬১। ভক্তসহ ভাগবতাদি গ্রন্থের রসাস্বাদ।—প্রতিপালিত হইত; কারণ একদিন কুরেশ এই শুনিয়া ভাবে বিহ্বল হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হন। অবশ্য গ্রন্থখানি ভাগবত নহে।

৬২। স্বজাতীয় স্নিগ্ধ সাধুসঙ্গ।—প্রতিপালিত হইত। কারণ তাঁহার শিষ্যসেবক সকলেই সাধু প্রকৃতি-সম্পন্ন।

৬৩। নাম সংকীর্ত্তন।— (উপরে ৩৪ সংখ্যক বিষয় দ্রষ্টব্য।)

৬৪। মথুরামণ্ডলে স্থিতি।—ইহা তাঁহার পক্ষে শ্রীরঙ্গমে বাস।

উপরে যাহা আলোচিত হইল, তাহাতে সম্ভবতঃ রাগানুগা ভক্তির অন্তর্গত দাস্য ভক্তির অঙ্কুর, অথবা ভাব-ভক্তির পূর্ব্বে অনুষ্ঠেয় অঙ্গ গুলিই আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে দাস্যরসের ভাবভক্তির লক্ষণ

গুলি সম্বন্ধে আলোচ্য। প্রথমতঃ দেখা গিয়াছে, দাস্য-প্রেমভক্তির প্রারম্ভে দাস্য ভাব-ভক্তির আবির্ভাব হওয়া প্রয়োজন। এই ভাব-ভক্তির লক্ষণও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সুতরাং এক্ষণে উক্ত লক্ষণ গুলির সহিত আচার্য্যের জীবনী আর একবার তুলনা করা যাউক।

ভাবভক্তির প্রথম লক্ষণ—ক্ষান্তি। ইহার দৃষ্টান্ত,—প্রধান-পুরোহিত রামানুজকে বিষ-প্রদান করিলেও তাঁহাকে তিনি ক্ষমা করিয়াছিলেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে ৩৯ সংখ্যক "ক্ষমা" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয়—অব্যর্থ-কালত্ব। ইহার দৃষ্টান্ত কোন জীবনীকারই উল্লেখ করেন নাই। তবে মনে হয়, আচার্য্যের শেষ-জীবনে ইহা পরিস্ফুট হইয়াছিল, কারণ শেষ ৬০ বৎসর আর তাঁহাকে কোন অপর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে দেখা যায় না।

তৃতীয়—বিরক্তি।—ইহার নিমিত্ত আমাদের ৩৭ ঔদাসীন্য প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ইহাও তাঁহার শেষ-জীবনে পরিস্ফুট বলিয়া বোধ হয়।

চতুর্থ—মানশূন্যতা—এতন্নিমিত্ত ৪৫ সংখ্যক নিরভিমানিতা দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম—আশাবন্ধ—এজন্য ৩৬ সংখ্যক "উদ্ধারের আশায় আনন্দ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ষষ্ঠ—সমুৎকণ্ঠা—দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত। তবে রামানুজের প্রথম জীবনে মন্ত্রলাভার্থ সমুৎকণ্ঠার দৃষ্টান্ত আছে।

সপ্তম—নাম-গানে সদারুচি।—দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত। তবে শেষ-জীবনে "দ্রাবিড়" বেদ-ব্যাখ্যা যদি ইহার নিদর্শন হয়।

অষ্টম—ভগবদ্‌-গুণাখ্যানে আসক্তি।—ইহা তাঁহার শেষ-জীবনে পূর্ণ মাত্রায় দেখা যায়।

নবম—তদ্‌বসতি স্থলে প্রীতি।—শ্রীরঙ্গমে বাস ইহার দৃষ্টান্ত।

এইবার আমরা দেখিব—দাস্যরসের "বিভাবাদি" অঙ্গের অন্তর্গত

লক্ষণ গুলির সহিত আচার্য্য-জীবনের ঘটনাবলী কতটা ঐক্য হয়। (৪৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

দাস্যরসের ভগবান্—ঈশ্বর, প্রভু, সর্ব্বজ্ঞ, ভক্তবৎসল, ইত্যাদি। বস্তুতঃ রামানুজের ভগবান-সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, তাহাতে উক্ত লক্ষণের সহিত কোন পার্থক্য নাই। (৪৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

ইতি পূর্ব্বে চারি প্রকার দাস্য-ভক্তের মধ্যে রামানুজকে আমরা "অনুগ" ভক্তের মধ্যে স্থাপন করিয়াছি। (৪৬২পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের অনুগ-ভক্ত সুচন্দ্র ও মণ্ডনাদি।—এস্থলে রামানুজ যখন নারায়ণকেই ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভাব বলিয়া স্বীকার করিতেন, এবং যখন নারায়ণের ঐরূপ কোন ভক্তপদবী লাভই তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল—তখন, রামানুজকে "অনুগ" শ্রেণীর ভক্তই বলিতে হইবে। সুতরাং দেখা গেল, রামানুজে দাস্যরসের "আশ্রয়াবলম্বনের" উপযোগী গুণ ছিল। তবে তাহার মাত্রা নির্ণয় করা প্রয়োজন।

তাহার পর ভগবানের অনুগ্রহ, চরণ-ধূলি, মহাপ্রসাদাদিতে তাঁহার ভাবের উদ্দীপনা হইবার কথা—সুতরাং দেখা দরকার তাঁহার জীবনে এরূপ কিছু হইত কিনা? এতদর্থে ভগবদনুগ্রহলাভে ভাবোদ্দীপনার দৃষ্টান্ত—১। বিন্ধ্যারণ্যে ব্যাধ-দম্পতী-সাহায্যে কাঞ্চী আসিলে তিনি ভগবৎ-কৃপা স্মরণ করিয়া মূর্চ্ছিত ও অশ্রুজলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ২। কাঞ্চীপূর্ণের নিকট হইতে হৃদ্গত প্রশ্নের উত্তর পাইয়া নৃত্য, ইত্যাদি ঘটনাগুলি উল্লেখযোগ্য। (৩য় পরিচ্ছেদে ১৮ ভগবদনুগ্রহ দ্রষ্টব্য)। চরণ-ধূলি মহাপ্রসাদাদিতে ভাবোদ্দীপনের দৃষ্টান্ত—১। রঙ্গনাথের পুরোহিত বিষ-মিশ্রিত চরণোদক দিলে আচার্য্য মহাভাগ্য জ্ঞান করিয়া পান করেন। ২। তিরুপতি-দর্শনে যাইয়া তিনি প্রথমতঃ শৈলোপরি পদার্পণ করেন নাই। ৩। ঐ সময় ভগবৎ-

চরণোদক পাইয়া তাঁহার আনন্দ, ইত্যাদি। সুতরাং দেখা গেল, দাস্য-রসের "উদ্দীপন-বিভাবের" লক্ষণগুলি রামানুজে ছিল। তবে তাহা কি মাত্রায় ছিল, তাহা অবশ্য বুদ্ধিমান পাঠকবর্গ স্থির করিবেন।

তাহার পর অনুভাব অনুসারে দেখা যায়, রামানুজের ভগবদাজ্ঞা-পালনে বিশেষ আগ্রহ ছিল, যথা ;—

১। জগন্নাথে পাঞ্চরাত্র বিধির প্রচলন-চেষ্টা, ২। কূর্ম্মক্ষেত্রে বিষ্ণু-পূজা-প্রচলন, ৩। তিরুনারায়ণপুরে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া তথায় ভগবৎ প্রতিষ্ঠা ও দিল্লী যাইয়া তাঁহার উৎসব বিগ্রহ আনয়ন, ইত্যাদি। এ-গুলি ভগবান্ রঙ্গনাথ তাঁহাকে ধর্ম্ম-রাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি করেন। কিন্তু ভগবান্ রঙ্গনাথের আদেশের সহিত পুরীর জগন্নাথদেবের ইচ্ছার বিরোধ কেন হইল, বুঝা যায় না। যাহা হউক এ বিষয়টীরও দৃষ্টান্ত রামানুজ-জীবনে আছে। অবশ্য সকল লক্ষণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নাই।

সাত্ত্বিক-ভাব-বিকারের আট্‌টী লক্ষণ যথা,—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু এবং প্রলয়। ইহার মধ্যে কোনটীরও দৃষ্টান্ত আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

এইবার ২৪টী ব্যভিচারী ভাব বিচার্য্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় জীবনীকারগণ এত সূক্ষ্ম বিষয়গুলি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তবে ইহার অনেকগুলিই যে আচার্য্যে কিছু কিছু অভিব্যক্ত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

উক্ত ২৪টী ব্যভিচারী ভাব যথা ;—১। নির্ব্বেদ, ২। বিষাদ, ৩। দৈন্য, ৪। গ্লানি, ৫। গর্ব্ব, ৬। শঙ্কা, ৭। আবেগ, ৮। উন্মাদ, ৯। ব্যাধি, ১০। মোহ, ১১। মৃতি, ১২। জাড্য, ১৩। ব্রীড়া, ১৪। অবহিত্থা, ১৫। স্মৃতি, ১৬। বিতর্ক, ১৭। চিন্তা, ১৮। মতি, ১৯। ধৃতি,

২০। হর্ষ, ২১। ঔৎসুক্য, ২২। চাপল্য, ২৩। সুপ্তি, ২৪। বোধ।

আচার্য্য, অনুগ-ভক্ত বলিয়া তাঁহার রসের গতি "রাগ" পর্য্যন্ত। (বৈকুণ্ঠ গদ্য দ্রষ্টব্য।) তবে "রাগের" লক্ষণ রামানুজে আমরা বুঝিতে পারি নাই।

এইবার যোগ, অযোগ ও বিয়োগ অবস্থার লক্ষণ সাহায্যে রামানুজের অবস্থা বিচার্য্য। (৪৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

ভগবদ্ বিয়োগে ইঁহার অঙ্গতাপ, কৃশতা প্রভৃতি দশটী দশা হওয়া উচিত। আমরা কিন্তু ইহার দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কোন জীবনীকারই এমন কথা বলেন নাই যে, ভগবদ্বিরহে তিনি কখন কৃশ বা ব্যাধিগ্রস্ত বা মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। "উদ্ধারের আশায় আনন্দ" বিষয়টী দেখিলে উক্ত "যোগের" লক্ষণের বিপরীত দৃষ্টান্তই পাওয়া যায়। অযোগের লক্ষণই রামানুজে অধিক বলিয়া মনে হয়।

পরিশেষে স্থায়ীভাবানুসারে আচার্য্যকে আমরা সম্ভ্রমপ্রীতি-যুক্ত বলিতে পারি। কারণ তাঁহার ভাবের মধ্যে দাস ও প্রভু সম্বন্ধই উত্তমরূপে পরিস্ফুট।

যাহা হউক এতদূরে আমরা, বোধ হয়, জীবনী অবলম্বনে আচার্য্য রামানুজ সম্বন্ধে প্রায় সকল কথাই আলোচনা করিলাম, এবং এক্ষণে তিনি তাঁহার আদর্শানুসরণে কতদূর সক্ষম হইতে পারিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে আমরা একটা সিদ্ধান্তে সহজে উপনীত হইতে পারিব আশা করা যায়। ইতিপূর্ব্বে শঙ্কর সম্বন্ধে আমরা এ বিষয়টী আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং এখন আচার্য্যদ্বয়ের নিজ নিজ আদর্শের অনুসরণ সম্বন্ধে কে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম। এ বিষয়টীও একটী ছোট-বড়-নির্ণয়ের উত্তম উপায়, কারণ দুই জন বিভিন্ন আদর্শ অনুসরণকারী হইলেও, এক জন যদি অপর অপেক্ষা

নিজ আদর্শের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি অপর ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এক জন উত্তর দিকে এবং এক জন পশ্চিম দিকে গমন করিলেও যে যাহার গন্তব্য-স্থানের নিকটবর্ত্তী হয়, সে কি তত প্রশংসনীয় নহে ? এই বিষয়টী বুঝিতে পারিলে আমরা সর্ব্বরকমে বলিতে পারিব, আচার্য্য-দ্বয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতর। কারণ এই উপসংহারের প্রথমেই আমরা আচার্য্যদ্বয়কে আদর্শ-দার্শনিকের সহিত তুলনা করিয়াছি, তৎ-পরেই তাঁহাদের উভয়ের যাহা সাধারণ আদর্শ, তাহার সহিতও তুলনা করিয়াছি, এক্ষণে তাঁহাদের অসাধারণ অর্থাৎ নিজ নিজ আদর্শের সহিত তুলনা করিলাম ; সুতরাং আচার্য্যদ্বয়কে সর্ব্বরকমেই তুলনা করা হইল। অতএব এখন পাঠকবর্গ যাহা স্থির করিবেন, তাহাতে কোন কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না, আশা করিতে পারি।

পরিশেষে একবার আচার্য্য শঙ্করের ভক্তি বিচার্য্য।

আচার্য্য রামানুজের ভক্তি, যেমন আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ভক্তি-সিদ্ধান্তের সহিত তুলনা করিলাম, আচার্য্য শঙ্করের ভক্তি, কিন্তু, আমরা সেভাবে তুলনা করি নাই। না করিবার কারণ এই যে, আচার্য্য শঙ্করের ভক্তি তাঁহার লক্ষ্য নহে, উহা তাঁহার লক্ষ্যের উপায়। যাহা তাঁহার লক্ষ্য নহে, তাহা লইয়া আলোচনায় ফল কি ? লক্ষ্য-লাভ হইলেই তাহার উপযোগিতা শেষ হইল। কিন্তু তথাপি এ বিষয়ে পাঠকের কৌতূহল হইতে পারে। এজন্য নিম্নে আমরা সংক্ষেপে তাহাও আলোচনা করিলাম।

পূর্ব্বে ভগবদ্ভক্তি প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি—আচার্য্য শঙ্করের ভক্তি প্রধানতঃ শান্ত ভক্তি। দাস্যভক্তি তাঁহাতে বোধ হয়, কখন কখন দেখা দিত। কিন্তু যদি গৌড়ীয় সিদ্ধান্তানুসারে বলিতে হয়, তাহা হইলে

আচার্য্যের ভক্তি উত্তমা ভক্তি নামেই অভিহিত হইতে পারে না। কারণ আচার্য্যের ভক্তির চরম সীমা, যাহা গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ৫৭ শ্লোকে কথিত হইয়াছে।*

যথা ;—

ভক্ত্যামামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততোমাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥

এবং ৭ম অধ্যায়ে যথা—

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানীত্বাত্মৈব মে মতম্॥

কিন্তু এই ভক্তি গৌড়ীয় সিদ্ধান্তানুসারে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি নামে অভিহিত হয়। চৈতন্য চরিতামৃতে রামানন্দ রায়ের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে কথোপকথন হয়, তাহাতে দেখা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু এই ভক্তিকে বাহ্যভক্তি বলিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, শঙ্করের ভক্তির বিষয় যে ভগবান, তিনি ব্রহ্মের সগুণ ভাব মাত্র। উহা যতক্ষণ জীবত্ব ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্থায়ী। তাহার পর তাঁহার ভক্তি—ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থ, ভগবৎ-প্রীত্যর্থ নহে। সুতরাং ইহা উত্তমাভক্তি অপেক্ষা অনেক দূরে। কারণ, উত্তমাভক্তি স্বার্থ-গন্ধ-পরিশূন্য ও ভগবৎ-সেবা ভিন্ন আর কিছু চাহে না।

---

* শঙ্করের ভক্তি যথা ; বোধসারে—

পরমাত্মনি বিশ্বেশে ভক্তিশ্চেৎ প্রেমলক্ষণা—
সর্ব্বমেব তদাশীঘ্রং কর্ত্তব্যং নাবশিষ্যতে॥ ১
উক্তমেকান্ত ভক্তের্যৎ একান্তেন চ মাং প্রতি।
যথা ভক্তিপরিণামো জ্ঞানং তদবধারয়॥ ২
কিঞ্চ লক্ষণভেদোহি বস্তুভেদস্য কারণম্।
ন ভক্তজ্ঞানিনোদৃষ্টা শাস্ত্রে লক্ষণভিন্নতা॥ ৩
বিরাগশ্চ বিচারশ্চ শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দেবে চ পরমাপ্রীতিস্তদেকং লক্ষণং দ্বয়োঃ॥ ৪

অবশ্য শঙ্কর-সম্প্রদায় উক্ত গৌড়ীয় ভক্তিকেও, উত্তমা ভক্তি বলেন না। কারণ উক্ত ভক্তি অজ্ঞান-মিশ্রিত, এবং উহা অজ্ঞানীর উপযোগী। চৈতন্য চরিতামৃতে পূর্ব্বোক্ত রামানন্দ রায়ের প্রসঙ্গে মহাপ্রভু, উক্ত জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি হইতে জ্ঞানশূন্যা ও প্রেম-লক্ষণা ভক্তিকে যথাক্রমে উচ্চাসন দিয়াছেন, এবং তাহাদিগকেই উত্তমা-ভক্তির মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া শঙ্কর-সম্প্রদায় বলিবেন যে, ভক্তিতে যদি ভক্তির বিষয় যে ভগবান, তাঁহার ভগবত্তা সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে সাধারণ কামুক নায়ক-নায়িকার প্রেমের সহিত উহার কি পার্থক্য রহিল? আর যদি ভগবৎ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভের পর ঐ ভক্তি হয়, তাহা হইলে তাহা জ্ঞান-শূন্যা হয় কিরূপে? ভক্তির ফলে যদি ভগবল্লাভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভগবদ্‌জ্ঞান ব্যতীত ভগবল্লাভই বা বলা হয় কিরূপে; আর তাহা হইলে ভক্তির ফলে জ্ঞান হয়, এ কথাই বা অস্বীকার কেন করা হয়? ইত্যাদি। বস্তুতঃ প্রভুপাদ জীব ও বলদেব প্রমুখ মনীষিগণ, ভক্তিকে 'জ্ঞান' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যথা;—

শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয়ের ষট্‌সন্দর্ভে, ভাগবতের "দেবানাং গুণ"-লিঙ্গানামানুশ্রবিক-কর্ম্মণাং "ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন;—

জ্ঞানবিশেষঃ * * * সা ভাগবতী ভক্তিঃ প্রীতিরিত্যর্থঃ ৩২ ॥

অর্থাৎ জ্ঞান-বিশেষই ভগবদ্ভক্তি, বা প্রীতি।

---

তবাস্মীতি ভজন্ত্যেকে ত্বমেবাস্মীতি চাপরে।
ইতি কিঞ্চিদ্ বিশেষেঽপি পরিণামঃ সমোদ্বয়োঃ ॥ ৬
অন্তর্বহির্যদা দেবং দেবভক্তঃ প্রপশ্যতি।
দাসোঽস্মীতি তদা নৈতদাকারং প্রতিপদ্যতে ॥ ৭
শুদ্ধবোধরসাদন্যে রসা নীরসতাং গতাঃ।
তয়া রসাধিকতয়া ন তু ভক্তিঃ কদাচন ॥ ১০

পুনরায় যা "প্রীতিরবিবেকিনাং বিষয়েষনপায়িনী" এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন ;—

"এতদুক্তং ভবতি প্রীতিশব্দেন খলু মুৎ-প্রীতি-প্রমদ-হর্ষানন্দাদি পর্য্যায়ং সুখমুচ্যতে। ভাবসৌহৃদাদি প্রিয়তা চোচ্যতে। তত্রোল্লাসাত্মকো জ্ঞানবিশেষঃ সুখং। তথা বিষয়ানুকূল্যাত্মক স্তদানুকূল্যানুগত তৎস্পৃহা তদনুভবহেতুকোল্লাসাত্মকো জ্ঞানবিশেষঃ প্রিয়তা। ৩১

অর্থাৎ প্রীতি শব্দের বাক্য মুদ্‌, প্রীতি, প্রমোদ, হর্ষ ও আনন্দ প্রভৃতির পর্য্যায়ভূত সুখ এবং ভাব ও সৌন্দর্য্যাদিরূপ প্রিয়তা। তাহার মধ্যে উল্লাসরূপ জ্ঞান বিশেষই সুখ। পক্ষান্তরে বিষয়ানুকূল বিষয় স্পৃহা ও বিষয়ানুভব জনিত বিষয়ানুকূল উল্লাসাত্মক জ্ঞান-বিশেষকেও প্রিয়তা বলা হইয়া থাকে।

তাহার পর শ্রীযুক্ত বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিজ সিদ্ধান্তরত্ন গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—

"ভক্তিরপি জ্ঞানবিশেষো ভবতীতি জ্ঞানত্বসামান্যাৎ তমেবেতি বিদ্বৈবেতি চ ব্যপদেশঃ। জাতিং পুরস্কৃত্য বহুষু একত্বং ব্যপদিশ্যতে। * * * * জ্ঞানবিশেষে ভক্তিশব্দপ্রয়োগঃ কৌরববিশেষে পাণ্ডব শব্দবদ্বোধ্যঃ। ১ পাদ। ৩২

অর্থাৎ ভক্তিও জ্ঞান বিশেষ ; জ্ঞান অংশে এক জাতি গণ্য করিয়া

---

ন তু জ্ঞানং বিনামুক্তিরস্তিযুক্তি শতৈরপি।
তথা ভক্তিং বিনা জ্ঞানং নাস্ত্যপায়শতৈরপি ॥ ১১
ভক্তির্জ্ঞানং তথামুক্তিরিতি সাধারণঃ ক্রমঃ।
জ্ঞানিনস্তু বশিষ্ঠাদ্যা ভক্তা বৈ নারদাদয়ঃ ॥ ১২
মুক্তি র্মুখ্যফলং জ্ঞস্য ভক্তিস্তৎ সাধনস্বতঃ।
ভক্তস্য ভক্তির্মুখ্যাস্যামুক্তিঃ স্যাদানুষঙ্গিকী ॥ ২১
রীত্যাহনয়াপি স্বমতে বরিষ্ঠা ভক্তিরীশ্বরে।
একৈব স্বপ্রভাবেন জ্ঞানমুক্তিপ্রদায়িনী ॥

তাহাকেই বিদ্যা বলা হইয়াছে। জাতি অনুসারে বহুতে যেমন একত্ব কথিত হয় তদ্রূপ। * * * জ্ঞান-বিশেষে ভক্তি শব্দ প্রয়োগ, কৌরব-গণকে পাণ্ডব বলার সদৃশ।

পুনরায়—"অত্রায়ং নিষ্কর্ষঃ—বিদ্যাবেদন-পর্য্যায়ং জ্ঞানং দ্বিবিধম্—একং নির্নিমেষবীক্ষণবৎ তত্ত্বপদার্থানুভবরূপং, দ্বিতীয়ন্তু অপাঙ্গবিক্ষণবদ্ বিচিত্রং ভক্তিরূপমিতি।" সিদ্ধান্তরত্ন ১ পাদ ৩১।

অর্থাৎ ইহার সার মর্ম্ম এই যে, বিদ্যা ও বেদনের পর্য্যায়ভূত জ্ঞান দ্বিবিধ;—প্রথম পলকশূন্য দর্শন-ক্রিয়ার ন্যায় নিষ্পন্ন "তৎ"ও"ত্বম্"পদার্থের অনুভবরূপ; দ্বিতীয়—অপাঙ্গ-বীক্ষণের ন্যায় বিচিত্র ভক্তিরূপ।

আবার ব্রহ্মসূত্র ৩ অধ্যায় ৪ পাদ ১২ সূত্রের ভাষ্যে দেখা যায়, বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিতেছেন—"হ্লাদিনীসারসমবেতসম্বিদ্রূপা ভক্তিঃ" অর্থাৎ ভগবানের হ্লাদিনী শক্তির সার-সংযুক্ত সম্বিৎ রূপা ভক্তি, ইত্যাদি।" সম্বিৎ অর্থাৎ জ্ঞান। সুতরাং এতদ্দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে ভক্তি, জ্ঞান-ভিন্ন বা জ্ঞান-শূন্য পদার্থ নহে।

তাহার পর শঙ্করের ভক্তিতে যে জ্ঞান-পিপাসা আছে—তাহাও সাধারণ জ্ঞান-পিপাসা নহে। তাহাতে সাধারণ লোকের ঘটপটাদির জ্ঞান-পিপাসার মত, জ্ঞান-পিপাসা থাকে না. তাহাতে যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবার কথা, তাহা লাভ হইলে সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দৃষ্টি হইবে, এবং প্রারব্ধ-ভোগান্তে ব্রহ্ম-স্বরূপতা লাভ হইয়া থাকে। জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তির মধ্যে সাধারণ ঘটপটাদির জ্ঞান-পিপাসার ন্যায় জ্ঞান-পিপাসাই বোধ হয় লক্ষ্য এবং তাহাই নিন্দনীয়।

আচার্য্য-কৃত বিবেকচূড়ামণি নামক গ্রন্থে দেখা যায়, ভক্তি বলিতে -

মোক্ষকারণ সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।
স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে॥ ৩২
স্বাত্মতত্ত্বানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যপরে জগুঃ।

যাহা হউক এখন মনে হইতে পারে এ জীবনী-তুলনা হইতে আচার্য্য-দ্বয়ের দার্শনিক মত-মীমাংসার কি সহায়তা হইল। গ্রন্থারম্ভে যাহা প্রতিজ্ঞা করা হইল, তাহার কি-কতদূর হইল? অবশ্য এরূপ প্রশ্ন এস্থলে উত্থাপিত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। সুতরাং এই বিষয় একবার চিন্তা করা আবশ্যক। ইতিপূর্ব্বে আমরা আচার্য্যদ্বয়ের জীবন-গঠনে দৈব ও মনুষ্য-নির্ব্বন্ধ নামক দুইটী প্রবন্ধে (২৪১—২৪৭ পৃষ্ঠা) এ বিষয় যাহা আলোচনা করিয়াছি, তাহাই এতদুদ্দেশ্যে যথেষ্ট, কিন্তু তথাপি প্রকারান্তরে এস্থলে তাহার একবার পুনরুল্লেখ করিলে বোধ হয় বাহুল্য হইবে না।

যদি আমরা আচার্য্যদ্বয়ের বুদ্ধি-শক্তির প্রকার ভেদ, তাঁহাদের আবির্ভাব-কালের সমাজ, এবং তাঁহাদের জীবনের দৈব ঘটনা গুলিকে একত্র করিয়া ভাবি, তাহা হইলে তাঁহাদের দার্শনিক "মত" কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা বুঝিতে সক্ষম হইব।

প্রথম দেখা যাউক, আচার্য্যদ্বয়ের বুদ্ধি-শক্তি কি প্রকার। ইতিপূর্ব্বে আমরা মেধা ও বুদ্ধি-কৌশল, অজেয়ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে এ বিষয়টী আলোচনা করিয়ছি। তাহা হইতে আমরা দেখিতে পাইব, আচার্য্য-দ্বয়ের বুদ্ধি-শক্তির প্রকৃতি কিরূপ। তথাপি যদি সংক্ষেপে বলিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে পারা যায়, ১। যে ব্রহ্ম-সূত্রাদির ভাষ্য জন্য উভয়েই বিখ্যাত, তাহার রচনার উপযোগী বুদ্ধি শঙ্করের ১৬ হইতে ২০ বৎসরের ভিতর এবং রামানুজের ৫০ হইতে ৬০এর ভিতর হইয়াছিল। ২। শঙ্করের সাধক-জীবনে কোন সময়েই শঙ্কর অপেক্ষা এরূপ বড় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কেহই শঙ্করের সহিত মিলিত হন নাই, যিনি তাঁহার মনে শ্রদ্ধাকর্ষণ করিতে পারেন। রামানুজের সময় কিন্তু রামানুজ অপেক্ষা এরূপ বড় বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ কেহ কেহ ছিলেন,

যাঁহারা তাঁহার শ্রদ্ধাকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার পর এই সঙ্গে যদি নিম্নলিখিত সর্ব্বত্র সাধারণ নিয়মগুলি স্মরণ করা যায়, তাহা হইলে এ বিষয়টী আরও স্পষ্ট হইবে। যথা ;—১। মানব, নিজ নিজ অবস্থানুরূপ জগতের সম্বন্ধেও চিন্তা করে। যেমন বালকের পক্ষে প্রায়ই সকলই যেন আশাপূর্ণ, এবং বৃদ্ধের নিকট সকলই যেন নিরাশার অবসাদ মাখা ; সুখী জগৎকে সুখময়, দুঃখী জগৎকে দুঃখময় দেখে, ইত্যাদি। ২। "জন্য-পদার্থের" পূর্ণ জ্ঞান হইতে গেলে তাহার উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়—এই তিন অবস্থা সম্বন্ধেই জ্ঞান হওয়া উচিত। বালকচরিত্র-সাধারণতঃ উৎপত্তি-জ্ঞান বহুল, যুবকাদির চরিত্র উৎপত্তি ও স্থিতি—এই উভয় জ্ঞান-প্রধান, এবং বৃদ্ধ-জীবন উক্ত ত্রিবিধ জ্ঞানের ভাণ্ডার। ৩। এজন্য বালক অপেক্ষা যুবক, এবং যুবক অপেক্ষা বৃদ্ধ বিজ্ঞ হন। ৪। বালক অপেক্ষা যুবকের এবং যুবক অপেক্ষা বৃদ্ধের মৃত্যু বা লয় চিন্তা, অর্থাৎ মৃত্যু যত নিকট হয় ততই মৃত্যু-চিন্তা অধিক হয়। ৫। মানবের কি মানসিক, কি দৈহিক, সকল প্রকার বিকাশ ও বিলয়ের সুন্দর-সামঞ্জস্য যৌবনেই অধিক।

এইবার এই দুই প্রকার বুদ্ধি শক্তির সহিত আচার্য্যদ্বয়ের জীবনের ঘটনাবলী মিলিত করিয়া দেখা যাউক—ইঁহাদের দার্শনিক "মত" কিরূপ হওয়া উচিত। এখন এই ঘটনাবলী মিলিত করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমাদের এমন ঘটনা লইতে হইবে,যাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মর্ম্মস্পর্শী। কারণ,যাহা যত মর্ম্মস্পর্শী,তাহাই তত আমাদের হৃদয় অধিকার করে। এতদনুসারে শঙ্করের ঐ প্রকার বুদ্ধির নিকট যদি মর্ম্মস্পর্শী, নিজ আসন্ন-মৃত্যুর কথা বলা হয়, তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়ে কি ভাবের উদয় হওয়া স্বাভাবিক? তাঁহার হৃদয়ে কি তখন জগতের নশ্বরতার প্রতি দৃষ্টি পড়া স্বাভাবিক নহে? পক্ষান্তরে রামানুজের ঐ প্রকার

বুদ্ধির নিকট যদি যাদব-প্রকাশের ভীষণ দুরভিসন্ধি হইতে ভগবান্ তাঁহাকে অযাচিত-ভাবে রক্ষা করেন, তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়ে ভগবানের দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণ রাশির প্রতি দৃষ্টি পড়াই কি স্বাভাবিক নহে?

তাহার পর গুণমাত্রেই তাহার বিরোধী ভাবের সহিত যে-ভাবে সম্বদ্ধ হয়, এমনটী অন্য ভাবের সহিত সম্বদ্ধ হয় না। কোন কিছু সম্বন্ধে"হাঁ" বলিলেই সেই সম্বন্ধে "না"-নয় বুঝায়, কিন্তু অপরের সম্বন্ধে "হাঁ"বা"না"কিছুই বুঝায় না। যেমন ঘটের"অভাব"নষ্ট না হইলে ঘটের "ভাব" হয় না, অথবা ঘটের ভাব বা সত্ত্বা নষ্ট না হইলে ঘটের অভাব সিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ। ইহারা যেমন পরস্পর বিরোধী তেমনি একটী দ্বারা অপরটী বুঝাইয়া যায়। ঘটভাব বা ঘটাভাবের সহিত পটভাব বা পটাভাবের সহিত উহার সেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। সুতরাং এই নিয়মানুসারে শঙ্করের নশ্বর-বুদ্ধির সহিত অবিনশ্বর বুদ্ধির উদ্রেক হইবার কথা। কিন্তু বুদ্ধি উৎপন্ন হইলে ত তাহার 'বিষয়' চাই। শঙ্করের পূর্ব্বোক্ত নশ্বর-বুদ্ধির "বিষয়" যেমন জগতাদি দৃশ্য পদার্থ হইল, তদ্রূপ তাঁহার এই অবিনশ্বর বুদ্ধির "বিষয়" থাকা প্রয়োজন। আবার প্রয়োজন-বুদ্ধি হইলেই অন্বেষণ-বুদ্ধি হয়, সুতরাং তিনি পূর্ব্বদৃষ্ট দৃশ্য-পদার্থ মধ্যেই অবিনশ্বর পদার্থান্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর লোকে প্রথমবার অন্বেষণে যে জিনিষের যে অংশ অন্বেষণ করে, দ্বিতীয়বার সেই জিনিষের মধ্যে অন্বেষণ করিতে হইলে, সেই জিনিষেরই অভ্যন্তর বা পশ্চাদ্দেশাদি অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং শঙ্কর যে জগতাদিকে বিনশ্বর-বুদ্ধির"বিষয়" করিয়াছিলেন, এক্ষণে পুনরায় অবিনশ্বর বুদ্ধির বিষয়ান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া সেই জগতাদির অভ্যন্তরে বা পশ্চাতে পরমাত্মাকে তাঁহার অবিনশ্বর বুদ্ধির "বিষয়" রূপে পাইলেন। অগত্যা শঙ্করের দার্শনিক মতের প্রথম অঙ্কুরে জগতের নশ্বরত্ব"এবং সর্ব্বান্তর

পরমাত্মাতে তাঁহার অবিনশ্বর বুদ্ধি জন্মিল। অঙ্কুরানুরূপ যেমন বৃক্ষ জন্মে, শঙ্করের দার্শনিক মত তদ্রূপ ঐ বুদ্ধির অনুরূপ হইতে বাধ্য।

পক্ষান্তরে রামানুজের দৃষ্টি প্রথমেই সেই সর্ব্বান্তর সগুণ ব্রহ্মের উপর পড়ায় তৎপরেই তাহার বিপরীত নির্গুণ-বুদ্ধি জন্মিতে বাধ্য। বুদ্ধি উৎপন্ন হইলে তাহার বিষয় চাই, সুতরাং তিনি "বিষয়" অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া সেই সগুণ ব্রহ্ম মধ্যেই তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সগুণ ব্রহ্ম ছাড়িয়া অন্যত্র তাঁহার অন্বেষণে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ মানবের স্বভাবই এই যে, তাহারা জ্ঞাত বিষয়ের মধ্যে যাহা তাহাদের নিকট তখনও লুকাইত থাকে, তাহারই অন্বেষণ করিয়া থাকে ; এবং উত্তম বা সূক্ষ্ম বস্তু অন্বেষণ-প্রসঙ্গে কখন অধম বা স্থূল বস্তু অন্বেষণে প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং রামানুজ, নির্গুণ-বুদ্ধির বিষয় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া পূর্ব্বপরিজ্ঞাত সগুণ ব্রহ্ম-রূপ বিষয় হইতে অপকৃষ্ট জগতাদি জড় বিষয়ে অন্বেষণ না করিয়া সগুণ ব্রহ্ম মধ্যেই নির্গুণ ব্রহ্মভাব অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সগুণ ব্রহ্ম-ভাবের মধ্যে নির্গুণ ব্রহ্ম-ভাবের সত্তা সম্ভব হইলেও তাহা স্বীকার করিলে তাঁহার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা বুদ্ধির বিষয় স্বরূপ সেই সগুণ ব্রহ্মভাব নষ্ট হয়। যাঁহার কৃপায় তাঁহার জীবনরক্ষা পাইল,তাঁহার প্রতি তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আর উপায় থাকে না। এজন্য তাঁহাকে একটী ত্যাগ করিয়া অপরটী গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইল। অর্থাৎ একটী সত্য বুঝিয়া অন্যটী মিথ্যা বুঝিয়া নিশ্চিন্ত হইতে হইল। এখন এস্থলে কোনটী ত্যাজ্য স্থির করিতে হইলে, সহজেই বলা যায় যে, নির্গুণ ব্রহ্ম-ভাবটীই ত্যাজ্য ; কারণ ইহা তাঁহার মূল ভিত্তির বিরোধী। ইহার হেতু, মানুষ যে শাখায় বসে, সে শাখা কাটিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না। শঙ্করের যেমন নশ্বরত্বের ভিতরে অবিনশ্বর-বিষয় পাওয়া গেল, রামানুজের কিন্তু সেরূপ

বিষয় পাওয়া গেল না। সুতরাং তাঁহার নিগুর্ণ ব্রহ্ম মিথ্যা ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

মূলভিত্তি যদি জানা গেল, এই বার তাহার অনুকূল বা পোষক ভাবটী আলোচ্য। শঙ্করের নশ্বরত্বের সঙ্গে সঙ্গে জগতের অসত্তা আসিয়া উপস্থিত হইল। কারণ আত্মার অবিনশ্বরত্ব রক্ষা করিতে গেলে আত্মাতিরিক্ত বস্তুর সত্তা তাহার অবিনশ্বরত্বের ব্যাঘাত করিবে। অন্য কথায়, অদ্বৈতভাব প্রয়োজন হয়। কারণ শ্রুতি বলেন "দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি; মৃত্যোঃ সঃ মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি"ইত্যাদি। আবার যুক্তি বলিয়া দেয়—বস্তুগত-দ্বিতীয়ত্ব হইলে সাবয়বত্ব অনিবার্য্য এবং তাহাদের সংঘর্ষণ বা সংকোচন ও প্রসারণ এবং ধ্বংসাদি অনিবার্য্য। ২। দ্বিতীয়-বস্তুটীকে শক্তি বলিয়াও আত্মার অবিনশ্বরত্বরক্ষা করা চলে না। কারণ,শক্তি স্বীকার করিতে গেলে কার্য্য স্বীকার করিতে হয়; আর কার্য্য স্বীকার করিতে হইলে সাবয়বত্ব এবং পরিবর্ত্তন স্বীকার অবশ্যম্ভাবী হয়। তাহার পর এই দুইটী বিষয় স্বীকার করিলে ধ্বংস বা নশ্বরতা অথবা পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ অনিবার্য্য। ৩। ওদিকে আত্মার অস্তিত্বে শক্তি বা অন্য কোন কিছুরই সহায়তা নিষ্প্রয়োজন; কারণ আত্মা স্বতঃ প্রমাণ। যে-ই অনুভব করিবে সে-ই বুঝিবে।

পক্ষান্তরে রামানুজের দয়াদি সদ্‌গুণ-বিশিষ্ট সগুণ ভগবান্ স্বীকার করিতে গেলেই দ্বৈত-ভাব প্রয়োজন—জীবেশ্বরের পার্থক্য অনিবার্য্য। সুতরাং তাঁহাকে জীব-জগতাদির নিত্যত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হইল। ইহারা অনিত্য হইলে দয়া-ধর্ম্মও প্রকাশাভাবে অনিত্য মধ্যে গণ্য হইতে বাধ্য। কারণ, গুণ থাকিলেই তাহার বিষয় থাকা চাই। তাহার পর পার্থক্য থাকা চাই বলিয়াই কি বিজাতীয় পার্থক্য থাকা চাই? তাহা নহে। কারণ, বিজাতীয় পার্থক্যে ভগবানের

উক্ত সদ্‌গুণ রাশি খেলা করিবার ক্ষেত্র পাইতে পারে না, জীব ভগবানের সেবা করিয়া তাহা হইলে নিজে সুখী হইতে পারিত না। তাহা ছাড়া বিজাতীয় পার্থক্যে পূর্ব্বোক্ত ধ্বংসাদিও অনিবার্য্য হইয়া পড়িত। কিন্তু স্বজাতীয় পার্থক্য হইলে সে দোষ থাকে না, বরং স্বজাতীয় বস্তু যেমন স্বজাতীয় হিতেচ্ছু এবং একত্র বাসেচ্ছু হয়, তদ্রূপ হইয়া সগুণভাবের সার্থকতা সাধন করে। এজন্য রামানুজের বুদ্ধিতে জীব ভগবানের স্বজাতীয়। আবার জীব-জগৎ প্রভৃতির সহিত ভগবানের স্বজাতীয় সম্বন্ধ সিদ্ধ হইলেও বিপদ আছে। কারণ স্বজাতীয় বস্তু পরস্পরে স্বাধীন হয়—তাহাদের নিজ নিজ কর্তৃত্ব থাকে; এস্থলে তাহা হইলে দয়া-ধর্ম্মের পূর্ণতা প্রকাশ পায় না। যে, নিজে নিজের অভাব মোচনাদি করিয়া লইতে পারে, তাহার জন্য কি অপরের দয়া হয়? এজন্য জীবকে তাহার অধীন করার প্রয়োজন হইল। এই অধীনতা রক্ষা করিবার জন্য রামানুজ-বুদ্ধিতে জীবের ভগবদ্ অঙ্গত্ব বা অংশত্ব সম্বন্ধ উদয় হইল। অঙ্গ যেমন অঙ্গীর নিকট ক্ষুদ্র ও পরাধীন, অঙ্গী যেমন অঙ্গের তুলনায় মহৎ ও স্বাধীন, অঙ্গ যেমন অঙ্গীর রসে পুষ্ট হয় এবং অঙ্গীর অনুকূলতাচরণ করে, তদ্রূপ জীবও ভগবানের সম্বন্ধে তাহাই হইল। এইরূপে রামানুজ, বুদ্ধিতে রামানুজের, যে প্রথম মর্ম্মস্পর্শী ঘটনা, তাহা রামানুজকে এবম্প্রকার মতাবলম্বী করিয়া তুলিতে লাগিল।

এখন এই অবস্থায় আচার্য্যদ্বয়ের আবির্ভাব-কালের সমাজ বিষয়টী মিশ্রিত করা যাউক, দেখা যাউক তাঁহাদের দার্শনিক মত কিরূপ হয়। শঙ্করের পূর্ব্বে বৌদ্ধ-মত পূর্ব্বতন বৈদিক ও পৌরাণিক মতের উপর সার্ব্বভৌম রাজত্ব করিয়া, তখন বিরক্তচিত্ত ও জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। রাজ্যের ধন-রত্নের রক্ষা বা তাহার সদ্ব্যবহার করে এমন উত্ত-

রাধিকারী কেহ নাই; সুতরাং পূর্ব্বতন বৈদিক সামন্ত রাজ্যের এক বংশধর শঙ্কর সেগুলি সংগ্রহ করিয়া নূতন রাজ্য গঠন করিতে বসিলেন। অগত্যা শঙ্কর-মতের বৈদিক ও পৌরাণিক উপকরণে বৌদ্ধগন্ধ বিদ্যমান থাকিল। বৈদিক, ও পৌরাণিক সামন্ত রাজ্য সমূহ এবং সর্ব্বভৌম বৌদ্ধ-রাজ্যের প্রজাই ত শঙ্কর-রাজ্যের প্রজা; সুতরাং তাঁহার নূতন রাজ্যের আইন কানুন প্রভৃতি যাহা কিছু—সব তদুপযোগী করিতে হইল। তাঁহার চিন্তা ও যুক্তি-তর্কে উভয় সংস্কারই বিদ্যমান রহিল। বৌদ্ধগণ যেমন জ্ঞানসাধনপ্রিয় শঙ্করেরও সাধন তদ্রূপ জ্ঞান-যোগ প্রধান হইল। বৈদিক ও পৌরাণিক যেমন জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মপ্রধান, শঙ্কর মতে তদ্রূপ সেগুলিও স্থান পাইল। পরন্তু উভয় পক্ষের সাধারণ অংশটুকু জ্ঞান পদার্থ হওয়ায় শঙ্করের জ্ঞানে কর্ম্ম ও ভক্তির বিরোধ স্থান পাইল না, উহারা উহার অধীন হইয়া পড়িল। তাহার পর শঙ্করের রাজত্ব সার্ব্বভৌম হইল দেখিয়া অবশিষ্ট পূর্ব্বতন যে-সমস্ত পৌরাণিক ও বৈদিক "মত" বা সামন্ত রাজ্যগুলি আচার্য্যের রাজ্যে এখন প্রতিপক্ষতাচারণ করিতে আসিল। যাহারা ভাবিল 'আমি কেন সার্ব্বভৌম সিংহাসন পাইব না' তাহাদের মধ্যে যাহারা বিবাদান্তে শঙ্করের অধীনতা স্বীকার করিল, তাহারা জীবিত রহিল, অবশিষ্ট বিনষ্ট হইয়া গেল। এইরূপে দেখা যাইবে, তাঁহার নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ সত্ত্বেও সগুণ ব্রহ্মবাদ স্থান পাইল। জ্ঞানে মুক্তি হইলেও কর্ম্ম ও ভক্তি চিত্ত-শুদ্ধির কারণ হইল। শিব-বিষ্ণু-শক্তি প্রভৃতি সকল দেব-দেবীর উপাসনাও শঙ্কর মতের অন্তর্ভুক্ত করা হইল।

এইরূপে কয়েক শতাব্দী রাজ্য করিবার পর, রাজ্য অতি বিস্তৃত হইলে যেমন, সর্ব্বত্র সুব্যবস্থা অসম্ভব হয়, অথবা বহুকাল প্রতিদ্বন্দ্বী-

হীন হইয়া থাকিলে যেমন শত্রুর শ্রীবৃদ্ধি ও শক্তি-সঞ্চয়ের প্রতি দৃষ্টি কমিয়া যায়, আজ শঙ্কর-মতের সেই অবস্থায় রামানুজমত শক্তি-সঞ্চয় করিয়া মাথা তুলিল। অভ্যুত্থানোন্মুখ শক্তির যদি প্রবল শত্রুকে মারিতে হয়, তাহা হইলে যেমন সেই শত্রুর ব্যবহার্য্য অস্ত্র-শস্ত্রানুরূপ অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা সজ্জিত হওয়া প্রয়োজন হয়, তদ্রূপ রামানুজমত শঙ্কর-মতের সংঘর্ষে শঙ্কর-মতের অনুরূপ যুক্তি-তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিল। রামানুজ মতে জীব-ব্রহ্মের ভেদ স্বীকার থাকিয়াও প্রায় একজাতীয় পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইল, অর্থাৎ বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদের রূপ ধারণ করিল। পক্ষান্তরে সুখলোভী সার্ব্বভৌম রাজা নিজ অসাবধানতা ও অবস্থাদোষে কোন সামন্ত-রাজ্যের সহসা পরোক্ষ আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইলে যেমন তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে, তদ্রূপ অদ্বৈতমত, রামানুজমতের সহিত বিশেষ শত্রুতা করিল না। তাহারা বলিল ব্যবহারিক দশায় জগতাদি সবই যথন সত্য, তথন রামানুজ-মত থাকে থাকুক, এবং সগুণ ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধে রামানুজ-সম্মত ভক্তি-মার্গের প্রকারান্তরে স্বমত মধ্যে স্থান প্রদান করিল। ওদিকে বিজয়-কামী রামানুজমত অদ্বৈতমতের এই প্রকার ঔদাসীন্য ভাবকে অদ্বৈতমতের পরাজয় ভাবিয়া উৎসাহিত হইয়া উঠিল, নিজ মত প্রচারে বদ্ধপরিকর হইল, এবং জগতে একটী দুষ্টমতের দমন হইল বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। উভয় মতের বর্ত্তমান সম্বন্ধও প্রায় এইরূপ। (২৩৩ পৃষ্ঠা,"জন্মকাল" প্রবন্ধটী দ্রষ্টব্য।)

উপরে যাহা বলা হইল কেবল তাহাই আচার্য্যদ্বয়ের দার্শনিক মতের হেতু বা ভিত্তি নহে। এতদ্ব্যতীত সাম্প্রদায়িক শিক্ষা একটী অতি প্রবল কারণ আছে, তাহা আমরা এখনও গ্রহণ করি নাই। এই সাম্প্রদায়িক শিক্ষা ব্যতীত আচার্য্যদ্বয় ঠিক ওরূপ কথনই হইতে

পারিতেন না। আচার্য্য শঙ্কর যদি গুরুগোবিন্দ-পাদ এবং গৌড়পাদকে না পাইতেন, আচার্য্য রামানুজ যদি মহাপূর্ণ ও যামুনাচার্য্যকে না জানিতে পারিতেন, পক্ষান্তরে ইহারা যদি আচার্য্যদ্বয়কে তাঁহাদের জ্ঞান ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া না দিতেন, তাহা হইলে, আচার্য্যদ্বয় কোন্ পথে তাঁহাদের মহত্ব প্রকাশিত করিতেন, তাহা বলা বড় কঠিন। সুতরাং সাম্প্রদায়িক শিক্ষা আচার্য্যদ্বয়ের মত-গঠনে যে অতি প্রধান কারণ, তাহা বলাই বাহুল্য।

বস্তুতঃ এই সাম্প্রদায়িক-শিক্ষা-জগৎ-প্রবাহে একটী অপূর্ব্ব কৌশল। ইহা বহুদিন জীবিত থাকিয়া কখন সঙ্কুচিত, কখন প্রসারিত হইয়া জগতের নানা কার্য্য সাধন করে। ইহা যেন জগজ্জননী পিতামহী প্রকৃতি দেবীর রত্ন-পেটীকা, বংশানুক্রমে সন্তানসন্ততিগণ ইহা ভোগদখল করিয়া থাকে। ইহা একদিকে আমাদিগকে যেমন নূতন আলোক প্রদান করে—পূর্ব্বপুরুষগণের পরীক্ষিত সত্যভূষণে সমলঙ্কৃত করে, অপরদিকে তদ্রূপ মানবচিন্তাকে স্বাধীন ভাবে চলিতে বাধা দেয়—তাহাকে সংস্কারের দাস করিয়া তুলে। আচার্য্যদ্বয়ে ইহার প্রভাব কতদূর কার্য্যকরী হইয়াছিল, তজ্জন্য তাঁহাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণের গ্রন্থ দেখা প্রয়োজন। ভগবানের ইচ্ছা হইলে আমরা দ্বিতীয় ভাগে তাহাদের মত-তুলনা কালে আলোচনা করিব। যাহা হউক এখন এ বিষয়টী জানিতে পারাতে ইঁহাদের দার্শনিক মত মীমাংসার পক্ষে এইটুকু সহায়তা হইল যে, ইঁহারা বিচার-কালে কখন কোন দিকে চলিতেছেন, তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারিব। বিচার-কালে কোন্‌টী তাঁহাদের নিজের যুক্তি কোন্‌টী তাঁহাদের অনুভূতি, এবং কোন্‌টী তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক যুক্তি, তাহা আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারিব। আর এ লাভ বড় সহজ লাভ নহে; কারণ

এতাদৃশ মহাপুরুষগণের যাহা অনুভূত ও সাক্ষাৎকৃত বিষয়, তাহার মূল্য বড় কম নহে। তাহার পর যাহা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম লাভ, তাহা এই যে, আচার্য্যদ্বয়ের সমগ্র বিচার প্রণালীর মধ্যে যাহা তাঁহাদের অভীষ্ট এবং যাহা প্রাসঙ্গিক ও বাদীর বুদ্ধি-মোহ বিধানার্থ তাহাও সহজে নির্ব্বাচন করিতে পারিব। কারণ, তর্ক-স্থলে কখন কখন বাদী-প্রতিবাদী এমন সকল পক্ষ অবলম্বন করেন, যাহা হয়ত তাঁহার অভীষ্ট নহে। এখন যদি এই সকল বিষয় স্মরণ করিয়া আমরা সাবধানতা সহকারে তাঁহাদের মত-বিচার করিতে পারি, তাহা হইলে যথার্থ সত্য কি, তাহা নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ হইব, এবং তখন যে সত্য নির্দ্ধারিত হইবে, তাহাই তাহা হইলে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য নিঃসন্দিগ্ধ সত্য।

---

সম্পূর্ণ।